সহীহ আল বুখারী

৩য় খণ্ড

صحيح البخاري

مجلد رقم ٣

সহীহ আল বুখারী

৩য় খণ্ড

অনুবাদে

মাওলানা আফলাতুন কায়সার	ফাযেলে দেওবন্দ
মাওলানা আতিকুর রহমান	এম, এম ; এম, এ
অধ্যাপক মাওলানা মোজাম্মেল হক	এম, এম ; এম, এ
অধ্যাপক মাওলানা রুহুল আমীন	এম, এম ; এম, এ
অধ্যাপক মাওলানা আবদুল খালেক	এম, এম ; এম, এ

সম্পাদনায়

মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

صحيح البخارى
مجلد رقم ٣

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১০৪

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮২
১১শ প্রকাশ

শা'বান	১৪৩৫
জ্যৈষ্ঠ	১৪২১
জুন	২০১৪

বিনিময় মূল্য ঃ ৪৮৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

صحيح البخاري -এর বাংলা অনুবাদ

SAHIH AL-BOKHARI-3rd Volume. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 485.00 Only.

কিছু কথা

আমাদের এই হিমালয়ান উপমহাদেশে কুরআন চর্চা সুদীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে এবং ইসলামী বিশ্বে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তাই এখানে অনেক আন্তরজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কুরআনের ভাষ্যকারের নাম শোনা যায়। কিন্তু হাদীস চর্চা সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। আঠারো শতকের দিল্লীর মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির পূর্বে হাদীসের নাম বড় একটা শোনা যেতো না। মুসলিম জনগণের মধ্যে তো হাদীসের চর্চাই ছিল না। উলামায়ে কেরামের মধ্যেও বড় বড় মাদরাসার গুটিকয় মুহাদ্দিসের মধ্যে এর চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল। এখনো আমাদের দেশের মাদরাসার দরসে নিযামীর সিলেবাসে মূলত শেষ বর্ষে হাদীস অধ্যয়নকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। অথচ কুরআন বুঝার জন্য হাদীসের প্রয়োজন। জীবন গঠনের জন্য হাদীসের প্রয়োজন। দৈনন্দিন ইবাদত-বন্দেগী, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাদীসে রসূল একটি অপরিহার্য বিষয়। শুধু মাদরাসার অংগনে নয়, জনগণের মধ্যেও হাদীসের চর্চা ইসলামী সমাজের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত। সাহাবা ও তাবেঈগণের যুগে আমরা এটাই দেখেছি। পরবর্তীকালেও মুসলিম জনতার মধ্যে এ ধারা অব্যাহত ছিল দীর্ঘকাল।

আমাদের দেশে হাদীসের চর্চা সাম্প্রতিক মাত্র কয়েক শ' বছরের। এটাও গুটিকয় উলামায়ে কেরামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলা ভাষায় ইসলাম চর্চা অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। ইসলামের মর্মবাণী জনগণের মনের দ্বার প্রান্তে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্ব এগিয়ে এসেছেন। উলামায়ে কেরামও বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। হাদীসের চর্চা উলামায়ে কেরামের মজলিসে আবদ্ধ না থেকে জনগণের মধ্যেও স্থানান্তরিত হচ্ছে। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে হাদীস গ্রন্থগুলো অনূদিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে বুখারীর গুরুত্ব আমাদের দেশে সমস্ত খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ভাতের মতো। এটিই কেন্দ্রীয় ও প্রধান হাদীস গ্রন্থ। তাই এদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীর নজর পড়েছে। বিভিন্ন স্থান থেকে বুখারীর অনুবাদ হচ্ছে। একদিক দিয়ে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজন অস্বীকার করা যাবে না। বিভিন্ন রুচির পাঠক বিভিন্ন অনুবাদে মনোসংযোগ করতে পারবেন। তাছাড়া এর ফলে হাদীসের চর্চা ব্যাপকতর হবে। তবে অনুবাদ ও উপস্থাপনা যাতে ত্রুটিপূর্ণ না হয় এদিকে সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও পাঠক সমাজকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। হাদীস অনুবাদের ক্ষেত্রে ত্রুটি একটি অমার্জনীয় অপরাধ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন ঃ

مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

"যে ব্যক্তি জেনেবুঝে আমার সম্পর্কে মিথ্যা বললো সে যেন জাহান্নামে তার আবাস ঠিক করে নেয়।"

কাজেই হাদীসের শব্দের মধ্যে হেরফের হওয়া বা হেরফের করা একটি অতি বড় গুনাহর কাজ। এ ব্যাপারে অতি যত্নবান, সতর্ক ও আন্তরিক হতে হবে।

হাদীসের ব্যাপারে এ সতর্কতাকে সামনে রেখেই বুখারী শরীফের তৃতীয় খণ্ডের এ নতুন সংস্করণটি প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহর অসীম মেহেরবানীতে এ খণ্ডটিকে নতুন করে সম্পাদনা করে সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এরপরও এর মধ্যে কোথাও ভুল থেকে যেতে পারে। এ ব্যাপারে সচেতন পাঠক সমাজের কোন বিকল্প নেই। কোনো ভুল তাঁদের নজরে পড়লে সংগে সংগেই কর্তৃপক্ষকে তাঁরা অবহিত করবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

পাঠকের ওপর অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে না দিয়ে হাদীসকে হাদীসের মাধ্যমে জানার ওপর নির্ভর করে আমরা অনুবাদটিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফুটনোটে ভারাক্রান্ত করতে চাইনি। মনে হয় সচেতন পাঠক সমাজ এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করবেন এবং হাদীসকে অন্যের মাধ্যমে বুঝার পরিবর্তে নিজের জীবনকে হাদীসের মাধ্যমে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন। আমাদের জীবনকে যদি হাদীসের সাথে খাপ খাওয়াতে পারি, তাহলে আমাদের জীবনে ও সামাজিক কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন সূচিত হবে এবং তাহলেই হাদীস চর্চা আমাদের জীবনে সার্থকতার বার্তা বহন করে আনবে। হাদীস চর্চা আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করুক। আমীন।

আবদুল মান্নান তালিব
২৭ যিলকদ ১৪১৭ / ৬ই এপ্রিল ১৯৯৭

সূচীপত্র

অধ্যায়-২৯
কিতাবুস সুলহে
(সন্ধির বর্ণনা)

অধ্যায়-৩০
কিতাবুশ শুরুত
(শর্তাবলীর বর্ণনা)

অধ্যায়-৩১
কিতাবুল ওয়াসায়া
(ওসিয়াতের বর্ণনা)

অধ্যায়-৩২
কিতাবুল জিহাদ
(জিহাদের বর্ণনা)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা

অধ্যায়-৩৩
কিতাবু বাদউল খালক
(সৃষ্টির সূচনার বর্ণনা)

অধ্যায়-৩৪
কিতাবুল আম্বিয়া
(নবীগণের ইতিহাস)

অধ্যায়-৩৫

কিতাবুল মানাকিব

(নবী ও তার সাহাবীদের মর্যাদার বিবরণ)

كتاب الصلح

(সন্ধির বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের মধ্যে সন্ধি (আপোষ-মীমাংসা) বিষয়ে যা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি দান-খয়রাত, সৎকাজ ও লোকদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের হুকুম দেয় (তার কাজে কল্যাণ আছে) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এরূপ করে, আমি অচিরেই তাকে বিরাট পুরস্কার দেব।"–(সূরা নিসা ঃ ১১৪) সংগীদের সঙ্গে নিয়ে লোকদের মধ্যে সন্ধি করে দেয়ার উদ্দেশ্যে নেতার যুদ্ধক্ষেত্রে বের হওয়া।

٢٤٩٥- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ اُنَاسًا مِنْ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ اِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ اُنَاسٍ مِنْ اَصْحَابِهِ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَمْ يَاْتِ النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَ بِلاَلٌ فَاَذَّنَ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ وَلَمْ يَاْتِ النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَ اِلَى اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ حُبِسَ وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَهَلْ لَكَ اَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ فَقَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ فَاَقَامَ الصَّلاَةَ فَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِيْ فِي الصُّفُوْفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْاَوَّلِ فَاَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيْحِ حَتَّى اَكْثَرُوْا وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ لاَ يَكَادُ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاَةِ فَالْتَفَتَ فَاِذَا هُوَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَرَاءَهُ فَاَشَارَ اِلَيْهِ بِيَدِهِ فَاَمَرَهُ يُصَلِّيْ كَمَا هُوَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَهُ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرٰى وَرَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَاَيُّهَا النَّاسُ اِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِيْ صَلاَتِكُمْ اَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيْحِ اِنَّمَا التَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِيْ صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ اَحَدٌ اِلاَّ الْتَفَتَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ حِيْنَ اَشَرْتُ اِلَيْكَ لَمْ تُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لاِبْنِ اَبِيْ قُحَافَةَ اَنْ يُّصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ-

২৪৯৫. সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। আমর ইবনে আওফ গোত্রের মধ্যে ঝগড়া হওয়ায় মহানবী (স) তাদের মধ্যে সন্ধি (আপোষ-মীমাংসা) করে দেয়ার উদ্দেশ্যে কিছু

সংখ্যক সাহাবীসহ সেখানে যান। এদিকে নামাযের ওয়াক্ত হওয়া সত্ত্বেও নবী (স) ফিরে আসলেন না। বিলাল (রা) এসে নামাযের আযান দিলেন। তখনও নবী (স) ফিরে আসেননি। তিনি আবু বাকরের (রা) নিকট গিয়ে বললেন, নবী (স) কাজে আটকে পড়েছেন। অথচ নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। আপনি কি লোকদের নামাযে ইমামতি করবেন ? তিনি বললেন, হাঁ যদি তুমি চাও। নামাযের ইকামাত দেয়া হল এবং আবু বাকর (রা) সামনে এগিয়ে গেলেন। তারপর নবী (স) আসলেন এবং পেছনের কাতার অতিক্রম করে সামনের কাতারে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন লোকেরা খুব হাততালি দিতে লাগল। আবু বাকর (রা) নামাযরত অবস্থায় কোন দিকে দৃষ্টিপাত করলেন না। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে তিনি দেখেন, নবী (স) তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে। তিনি [নবী (স)] হাতের ইশারায় তাঁকে স্বঅবস্থায় নামায পড়াতে নির্দেশ দিলেন। আবু বাকর (রা) হাত তুলে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তারপর পেছনে সরে এসে কাতারের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং নবী (স) সামনে গিয়ে লোকদের নামায পড়ালেন। নামাযশেষে তিনি সে লোকদের দিকে ফিরে বললেন, হে লোকেরা ! নামাযে তোমাদের কিছু ঘটলে তোমরা হাততালি দিতে শুরু কর। অথচ হাততালি দেয়া নারীদের কাজ।[১] নামাযে কারো কিছু ঘটলে সে যেন সুবহানাল্লাহ বলে। কেননা এই কথা শুনে যে কেউ তার প্রতি মনোনিবেশ করবে। হে আবু বাকর ! আমি তোমাকে ইংগিত করা সত্ত্বেও তুমি কেন লোকদের নামায পড়ালে না ? তিনি বললেন, নবী (স)-এর সামনে ইবনে আবু কুহাফার নামায পড়ানো শোভা পায় না।

٢٤٩٦- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَوْ اَتَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ فَانْطَلَقَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكِبَ حِمَارًا فَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُوْنَ يَمْشُوْنَ مَعَهُ وَهِيَ اَرْضٌ سَبِخَةٌ فَلَمَّا اَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اِلَيْكَ عَنِّي وَاللّٰهِ لَقَدْ اٰذَانِيْ نَتْنُ حِمَارِكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ مِنْهُمْ وَاللّٰهِ لَحِمَارُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَطْيَبُ رِيْحًا مِنْكَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللّٰهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَشَتَمَا فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَصْحَابُهُ فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيْدِ وَالْاَيْدِيْ وَالنِّعَالِ فَبَلَغَنَا اَنَّهَا اُنْزِلَتْ : وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا -

২৪৯৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-কে বলা হল, যদি আপনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর নিকট তশরীফ নিয়ে যেতেন তাহলে খুব ভাল হতো। নবী (স) একটি গাধায় চড়ে তার নিকট রওনা হলেন এবং মুসলমানরা পায়ে হেঁটে তাঁর সঙ্গে চলল। এলাকাটি ছিল লবণাক্ত। নবী (স) তার নিকট উপস্থিত হলে সে বলল, আপনি আমার থেকে দূরে থাকুন। আল্লাহর শপথ ! আপনার গাধার গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। এই কথা শুনে একজন আনসার বললেন, আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহর (স)-এর গাধার গন্ধ তোমার চেয়ে অধিক পবিত্র। আবদুল্লাহর গোত্রের এক লোক রাগান্বিত হয়ে তাদেরকে

১. ইমাম নামাযে কোথাও ভুল করলে পুরুষ মুক্তাদীরা সশব্দে 'সুবহানাল্লাহ' বলে এবং নারী মুক্তাদীরা ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের পিঠের উপর মেরে শব্দ করে তাকে সতর্ক করবে।-(সম্পাদক)

গালি দিল। ফলে উভয়ের সাথীরা উত্তেজিত হল এবং তাদের মধ্যে হাতাহাতি, লাঠালাঠি ও জুতা মারামারি শুরু হয়ে গেল। আমরা জানতে পেরেছি, এই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে, "যদি মুমিনদের দু'টি দল পরস্পরে সংঘাতে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি (মীমাংসা) করে দাও।" (সূরা হুজুরাত ঃ ৯)

২-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি লোকদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে (দেয়ার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে) সে মিথ্যাবাদী নয়।

٢٤٩٧- عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِىْ خَيْرًا اَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا -

২৪৯৭. উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ সেই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে লোকদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দেয়ার উদ্দেশ্যে ভাল দিক উদ্ভাবন করে অথবা কল্যাণকামী কথা বলে।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ নেতা কর্তৃক তার সঙ্গীদেরকে বলা, চলো লোকদের মধ্যে সন্ধি করে দেই।

٢٤٩٨- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ اَهْلَ قُبَاءٍ اِقْتَتَلُوْا حَتّٰى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَاُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ فَقَالَ اِذْهَبُوْا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ -

২৪৯৮. সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। কুবাবাসী পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং একে অপরের প্রতি পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। রসূলুল্লাহ (স)-কে এই সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি লোকদের বললেন, আমাদের সাথে চলো তাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দেই।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী, "যদি তারা নিজেদের মধ্যে সন্ধি (আপোষ) করে নেয় এবং আপোষ-নিষ্পত্তিই উত্তম। -(সূরা নিসা ঃ ১২৮)

٢٤٩٩- عَنْ عَائِشَةَ وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا قَالَتْ هُوَ الرَّجُلُ يَرٰى مِنِ امْرَاَتِهِ مَالاَ يُعْجِبُهُ كِبَرًا اَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيْدُ فِرَاقَهَا فَتَقُوْلُ اَمْسِكْنِىْ وَاقْسِمْ لِىْ مَا شِئْتَ قَالَتْ فَلاَ بَأْسَ اِذَا تَرَاضَيَا -

২৪৯৯ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কুরআনের এই আয়াত ঃ "যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর দুর্ব্যবহার অথবা উপেক্ষার আশংকা করে"-(নিসা-১২৮) এ সম্পর্কে তিনি বলেন, যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীর অহঙ্কার বা এরূপ কোন দোষ যা তার নিকট অপছন্দনীয়, তার দরুন তাকে তালাক দিতে চায়, তাহলে স্ত্রী তাকে বলবে, তুমি আমাকে তোমার নিকট রাখ এবং তোমার ইচ্ছামত আমার প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ কর। তিনি বলেন, যদি তারা এতে রাযী হয় তাহলে কোন আপত্তি নেই।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ যদি লোকেরা অন্যায়ভাবে সন্ধি করে তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত।

٢٥٠٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ قَالاَ جَاءَ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ الْاَعْرَابِىُّ اِنَّ ابْنِىْ كَانَ عَسِيْفًا عَلٰى هٰذَا فَزَنٰى بِاِمْرَاَتِهِ فَقَالُوْا لِىْ عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمَ فَفَدَيْتُ ابْنِىْ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيْدَةٍ ثُمَّ سَاَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوْا اِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ اَمَّا الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَاَمَّا اَنْتَ يَا اُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَاَةِ هٰذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا اُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا -

২৫০০. আবু হুরাইরা ও যায়েদ ইবনে খালেদ আল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, এক বেদুইন এসে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ (স) ! আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করুন। তৎক্ষণাৎ তার প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে বলল, সে ঠিক বলেছে। আপনি আমাদের কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী ফায়সালা করুন। বেদুইন বলল, আমার ছেলে এই লোকের বাড়ীতে মজদুর ছিল। সে তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করে। লোকেরা আমাকে বলল, তোমার ছেলেকে রজম (পাথরের আঘাতে হত্যা) করতে হবে। আমি তাকে একশ' বকরী ও একটি ক্রীতদাসী দিয়ে আমার ছেলেকে মুক্ত করেছি। তারপর আমি বিশেষজ্ঞ আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বললেন, তোমার ছেলেকে একশ' ঘা কোড়া (চাবুক) মারতে হবে এবং এক বছরের নির্বাসন দিতে হবে। নবী (স) বললেন, আমি তোমাদের বিষয়ে কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী মীমাংসা করছি। ক্রীতদাসী ও বকরী তোমাকে ফেরত দেয়া হবে এবং তোমার ছেলেকে একশ' কোড়া মারা হবে ও সেই সঙ্গে এক বছরের নির্বাসনে থাকবে। তিনি একজন লোককে বললেন, হে উনাইস! তুমি সকাল বেলা এই লোকটির স্ত্রীর নিকট যাবে, (সে যদি পাপ স্বীকার করে তাহলে) তাকে পাথর মেরে হত্যা করবে। উনাইস (রা) সকালে গিয়ে তাকে পাথর মেরে হত্যা করল।

٢٥٠١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ -

২৫০১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের শরীআতে নতুন কিছু প্রবর্তন করবে তা প্রত্যাখ্যাত তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে সন্ধিপত্র লিখতে হবে। নিয়ম হল, অমুকের ছেলে অমুক অমুকের ছেলে অমুকের সাথে আপোষ রফা করল। গোত্র বা পরিবারের নাম উল্লেখ জরুরী নয়।

٢٥٠٢- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ لَمَّا صَالَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ

كَتَبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لاَ تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوْ كُنْتَ رَسُوْلاً لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ امْحُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا اَنَا بِالَّذِيْ اَمْحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ وَصَالَحَهُمْ عَلَى اَنْ يَّدْخُلَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلاَ يَدْخُلُوْهَا اِلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ فَسَاَلُوْهُ مَا جُلُبَّانُ السِّلاَحِ فَقَالَ الْقِرَابُ بِمَافِيْهِ -

২৫০২. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) মুশরিকদের সাথে হুদাইবিয়ায় সন্ধি করলে আলী (রা) তার মুসাবিদা লেখেন। তিনি লেখেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ। এই লেখায় মুশরিকরা আপত্তি তুলে বলে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ লেখো না। কেননা যদি তুমি রসূল হতে (অর্থাৎ আমরা যদি রসূল মেনে নিতাম), তাহলে আমরা তোমার সঙ্গে লড়াই করতাম না। তিনি আলী (রা)-কে বলেন, শব্দটি মুছে ফেলো। আলী (রা) বলেন, আমার পক্ষে এটা মোছা সম্ভব নয়। অতপর রসূলুল্লাহ (স) নিজ হাতে তা মুছে ফেলেন এবং তাদের সঙ্গে এই শর্তে সন্ধি করেন ঃ তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা (আগামী বছর) তিন দিনের জন্য মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন এবং তাদের সঙ্গের হাতিয়ার কোষবদ্ধ থাকবে। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, জুলুব্বানুস-সিলাহ কি ? তিনি বললেন, খাপ ও তার মধ্যকার অস্ত্র।

٢٥٠٣- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اِعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ ذِيْ الْقَعْدَةِ فَاَبٰى اَهْلُ مَكَّةَ اَنْ يَّدَعُهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتّٰى قَاضَاهُمْ عَلَى اَنْ يُقِيْمَ بِهَا ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوْا الْكِتَابَ كَتَبُوْا هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا لاَ نُقِرُّبِهَا فَلَوْ نَعْلَمُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا مَنَعْنَاكَ لٰكِنْ اَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ امْحُ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اَمْحُوْكَ اَبَدًا فَاَخَذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ الْكِتَابَ فَكَتَبَ هٰذَا مَاقَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ لاَ يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلاَحٌ اِلاَّ فِي الْقِرَابِ وَاَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ اَهْلِهَا بِاَحَدٍ اِنْ اَرَادَ اَنْ يَّتْبَعَهُ وَاَنْ لاَ يَمْنَعَ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِهِ اَرَادَ اَنْ يُّقِيْمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضٰى الاَجَلُ اَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوْا قُلْ لِصَاحِبِكَ اُخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضٰى الاَجَلُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَبِعَتْهُمُ اِبْنَةُ حَمْزَةَ يَاعَمِّ يَاعَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَاَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ دُوْنَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ حَمَلَتْهَا فَاخْتَصَمَ فِيْهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ فَقَالَ عَلِيٌّ اَنَا اَحَقُّ بِهَا وَهِيَ اِبْنَةُ عَمِّيْ وَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةُ وَخَالَتُهَا تَحْتِيْ وَقَالَ زَيْدٌ

اِبْنَةُ أَخِيْ فَقَضٰى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ وَقَالَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْكَ وَقَالَ لِجَعْفَرٍ أَشْبَهْتَ خَلْقِيْ وَخُلُقِيْ وَقَالَ لِزَيْدٍ أَنْتَ أَخُوْنَا وَمَوْلاَنَا -

২৫০৩. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যিলকাদ মাসে উমরা করার এরাদা করেন। কিন্তু মক্কাবাসীরা তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকার করল। অবশেষে তিনি তাদের সাথে ফায়সালা করলেন যে, আগামী বছর তিনি তিন দিনের জন্য মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন। সন্ধিপত্র যখন লেখা হয় তখন উল্লেখ করা হল ঃ এই শর্তাবলীর উপর আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (স) রাযী আছেন, তখন মক্কাবাসীরা বলল, আমরা তা স্বীকার করি না। যদি আমরা তোমাকে আল্লাহর রসূল বলে জানতাম, তাহলে তোমাকে বাধা দিতাম না। বরং তুমি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ। তিনি জবাবে বললেন, আমি যুগপৎ আল্লাহর রসূল ও আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ। অতপর তিনি আলী (রা)-কে বললেন, রসূলুল্লাহ শব্দটি মুছে ফেল। তিনি বললেন, না, আল্লাহর কসম, আমি কখনও আপনার নাম মুছব না! রসূলুল্লাহ (স) চুক্তিপত্রটি হাতে নিলেন এবং লিখলেন, এই চুক্তিতে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ সম্মত হয়েছেন। তিনি (আগামী বছর) মক্কায় কোষবদ্ধ হাতিয়ারসহ প্রবেশ করতে পারবেন এবং তাঁর সঙ্গে কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মক্কা হতে মদীনায় যেতে চাইলে তা যেতে পারবে না এবং তাঁর কোন সঙ্গী মক্কায় থেকে যেতে চাই-লে তাকে তিনি বাধা দিতে পারবেন না। অতএব (পরবর্তী বছর) যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হয়ে গেল, তখন লোকেরা আলী(রা)-এর নিকট এসে বলল, তোমার সঙ্গীকে আমাদের এখান হতে চলে যেতে বল। কেননা নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। অতএব নবী (স) রওনা হলে হামযা (রা)-এর একটি মেয়ে চাচা চাচা বলে তাদের অনুসরণ করল। আলী (রা) তাকে নিয়ে আসলেন এবং তার হাত ধরে ফাতেমা (রা)-কে বললেন, এই নাও তোমার চাচার মেয়ে। তাকে নেয়ার বিষয়ে আলী, যায়েদ ও জাফর (রা)-এর মধ্যে বচসা হল। আলী (রা) বললেন, তাকে আমি পাওয়ার বেশী অধিকারী। কেননা সে আমার চাচার মেয়ে। জাফর (রা) বললেন, সে আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার স্ত্রী। যায়েদ (রা) বললেন, সে আমার ভাইয়ের মেয়ে। নবী (স) তার সম্পর্কে তার খালার পক্ষে রায় দিলেন এবং বললেন, খালা মাতৃস্থানীয়। এরপর তিনি আলী (রা)-কে বললেন, আমি তোমা হতে ও তুমি আমা হতে। তিনি জাফর (রা)-কে বললেন, তুমি দৈহিক গঠন ও স্বভাব-চরিত্রে আমার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি যায়েদ (রা)-কে বললেন, তুমি আমাদের ভাই ও মাওলা (বন্ধু)।

৭-অনুচ্ছেদঃ মুশরিকদের সঙ্গে সন্ধি করা। এই বিষয়ে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণনা (হাদীস) আছে। আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, তারপর তোমাদের ও রোমানদের মধ্যে সন্ধি হবে এবং এই বিষয়ে সাহল ইবনে হুনাইফ, আসমা ও মিসআর (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। মূসা ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমাকে সুফিয়ান ইবনে সাঈদ, তাকে আবু ইসহাক এবং তাকে বারাআ ইবনে আযেব (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) হুদাইবিয়ার দিন

মুশরিকদের সঙ্গে তিনটি শর্তে সন্ধি স্থাপন করেন। (এক) তাঁর নিকট কোন মুশরিক আসলে তিনি তাকে তাদের নিকট ফেরত দিবেন। (দুই) তাদের নিকট কোন মুসলমান আসলে তারা তাকে ফেরত দিবে না। (তিন) তিনি আগামী বছর মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন এবং তিন দিন এখানে অবস্থান করবেন তিনি (স) তরবারি, তীর, ধনুক ইত্যাদি হাতিয়ার কোষবদ্ধ অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করবেন। (মক্কায় অবস্থানকালে) আবু জানদাল (রা) পায়ে বেড়িবদ্ধ অবস্থায় তাঁর নিকট আসলে তিনি (স) তাকে মুশরিকদের নিকট ফেরত দেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুয়াম্মাল সুফিয়ান থেকে আবু জানদালের কথা বর্ণনা করেননি এবং কেবল الايجلب السلاح (কোষবদ্ধ হাতিয়ার) শব্দ বর্ণনা করেছেন।

٢٥٠٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَقَاضَاهُمْ عَلٰى اَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلاَ يَحْمِلَ سِلاَحًا عَلَيْهِمْ اِلاَّ سُيُوْفًا وَلاَ يُقِيْمَ بِهَا اِلاَّ مَا اَحَبُّوْا فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا صَالَحَهُمْ فَلَمَّا اَقَامَ بِهَا ثَلاَثًا اَمَرُوْهُ اَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ -

২৫০৪. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) উমরার উদ্দেশ্যে মদীনা হতে রওনা হলেন। কিন্তু কুরাইশ কাফেররা তাঁর ও কা'বা ঘরের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। ফলে তিনি হুদাইবিয়া নামক স্থানে তাঁর কুরবানীর পশু যবাই করলেন ও মাথা কামালেন। তিনি তাদের সঙ্গে এই মর্মে ফায়সালা করলেন ঃ আগামী বছর তিনি উমরা করবেন এবং তরবারি ছাড়া অন্য কোন হাতিয়ার সঙ্গে আনতে পারবেন না এবং তারা যে কয়দিন মক্কায় অবস্থান করার অনুমতি দেবে, কেবল সে কয়দিন তিনি সেখানে অবস্থান করতে পারবেন। তিনি পরবর্তী বছর উমরা করতে আসলেন এবং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মক্কায় প্রবেশ করলেন। তিনি সেখানে তিন দিন অবস্থান করলে তারা তাঁকে চলে যেতে বলল। অতএব তিনি চলে আসলেন।

٢٥٠٥- عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ ابْنِ زَيْدٍ اِلٰى خَيْبَرَ وَهِىَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ -

২৫০৫. সাহল ইবনে আবু হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল ও মুহায়্যাসা ইবনে মাসউদ (রা) ইহুদীদের সাথে সন্ধির প্রাক্কালে খায়বারের দিকে গেলেন।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ দিয়াত সম্পর্কে সন্ধি।

٢٥٠٦- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ الرُّبَيِّعَ وَهِىَ اِبْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوْا الْاَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَاَبَوْا فَاَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ اَنَسُ بْنُ

النَّضْرِ اَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَقَالَ يَا اَنَسُ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ زَادَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الاَرْشَ ـ

২৫০৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রুবাই বিনতে নাদ্‌র একটি মেয়ের দাঁত ভেঙে দেয়। তারা আরশ দাবি করলে রুবাইর আত্মীয়রা ক্ষমা চায়। কিন্তু তারা ক্ষমা করতে অস্বীকার করে। তারা নবী (স)-এর নিকট আসে। তিনি তাদেরকে কিসাস গ্রহণের হুকুম দেন। আনাস ইবনে নাদ্‌র (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! রুবাইর দাঁত ভাঙা হবে কি ? না, সেই আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন ! রুবাইর দাঁত ভাঙা যেতে পারে না। তিনি বলেন, হে আনাস! কিতাবুল্লাহ তো কিসাসের হুকুম দেয়। অতপর তারা (বাদীপক্ষ) রাযী হয়ে যায় এবং ক্ষমা করে দেয়। নবী (স) বলেন, আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছে যারা তাঁর নামে শপথ করলে তিনি তাদের শপথের সম্মান রক্ষা করেন। ফাযারীর বর্ণনায় আছে ঃ তারা রাযী হয় আরশ গ্রহণ করে।[২]

৯-অনুচ্ছেদ ঃ হাসান ইবনে আলী (রা) সম্পর্কে মহানবী (স)-এর বাণী ঃ আমার এই পুত্র (নাতি) নেতা হবে। আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা দুটি বড় দলের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করে দেবেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও –(সূরা হুজুরাত ঃ ৯)।"

٢٥٠٧ـ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اِسْتَقْبَلَ وَاللّٰهِ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ مُعَاوِيَةَ بِكَتَائِبَ اَمْثَالِ الْجِبَالِ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ اِنِّيْ لَاَرٰى كَتَائِبَ لاَ تُوَلِّيْ حَتّٰى تَقْتُلَ اَقْرَانَهَا فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ وَكَانَ وَاللّٰهِ خَيْرُ الرَّجُلَيْنِ اَيْ عَمْرُو اِنْ قَتَلَ هٰؤُلاَءِ هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ هٰؤُلاَءِ مَنْ لِيْ بِاُمُوْرِ النَّاسِ مَنْ لِيْ بِنِسَائِهِمْ مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ فَبَعَثَ اِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ وَعَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ فَقَالَ اِذْهَبَا اِلَى هٰذَا الرَّجُلِ فَاعْرِضَا عَلَيْهِ وَقُوْلاَ لَهُ وَاطْلُبَا اِلَيْهِ فَاَتَيَاهُ فَدَخَلاَ عَلَيْهِ فَتَكَلَّمَا وَقَالاَ لَهُ فَطَلَبَا اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اِنَّا بَنُوْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ اَصَبْنَا مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاِنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ فِيْ دِمَائِهَا قَالاَ فَاِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطْلُبُ اِلَيْكَ وَيَسْاَلُكَ قَالَ فَمَنْ لِيْ بِهٰذَا قَالاَ نَحْنُ لَكَ بِهِ فَمَا

---

২. কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির জীবন নাশ বা অঙ্গহানি করলে উক্ত অপরাধীকে তার অনুরূপ শাস্তি (মৃত্যুদন্ড অথবা অঙ্গহানি) ভোগ করতে হয়। ইসলামী আইনের পরিভাষায় এইরূপ শাস্তিকে 'কিসাস' বলে। কোন কারণে কিসাস গ্রহণ সম্ভব না হলে অপরাধী আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। এই ক্ষতিপূরণ জীবন নাশের জন্য হলে তাকে বলে 'দিয়াত' এবং অঙ্গহানির জন্য হলে তাকে বলে 'আরশ'।'–সম্পাদক

سَأَلَهُمَا شَيْئًا اِلاَّ قَالاَ نَحْنُ لَكَ بِهِ فَصَالَحَهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرَةَ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ اِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ اُخْرَى وَيَقُوْلُ اِنَّ اُبْنِى هٰذَا سَيِّدٌ وَ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

২৫০৭. হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ হাসান ইবনে আলী (রা) পাহাড়ের মত সৈন্যসামান্ত নিয়ে মুয়াবিয়ার (রা) মুকাবিলায় উপস্থিত হন। আমর ইবনুল আস্ (রা) বলেন, আমি এমন সব সৈন্য দেখছি যারা প্রতিপক্ষকে হত্যা না করে ফিরে যাবে না। মুয়াবিয়া, যিনি আল্লাহর কসম ! উভয়ের (আমর ও মুয়াবিয়া) মধ্যে উত্তম ছিলেন, আমরকে বললেন, যদি এ পক্ষের লোকেরা অপর পক্ষের লোকদেরকে এবং অপর পক্ষের লোকেরা এ পক্ষের লোকদেরকে হত্যা করে, তাহলে কে তাদের বিষয়-আশয়, স্ত্রী-পুত্র ও টাকা-পয়সা রক্ষা করবে ? অতপর তিনি কুরাইশ বংশের আবদু শামস শাখার দু'জন লোক আবদুর রহমান ইবনে সামুরা ও আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে কুরাইযাকে হাসান ইবনে আলীর নিকট পাঠান এবং বলেন, তোমরা দুইজনে তাঁর নিকট যাও এবং সন্ধির প্রস্তাব পেশ কর। তাঁর সাথে কথা বলে সন্ধির আহবান জানাও। তাঁরা তার নিকট আসেন এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করেন। হাসান ইবনে আলী তাদেরকে বলেন, আমরা আবদুল মুত্তালিবের সন্তান। আমাদের অনেক টাকা-পয়সা খরচ হয়েছে এবং আমাদের এই লোকেরা রক্তের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। তারা বলেন, তিনি (মুয়াবিয়া) আপনার নিকট এই এই প্রস্তাব রেখেছেন এবং আপনার নিকট শান্তি স্থাপনের জন্য অনুনয়-বিনয় করেছেন। তিনি (হাসান ইবনে আলী) বলেন, তাহলে এই প্রস্তাবের দায়িত্ব কে নিবে ? তারা বলেন, আমরা এর দায়িত্ব নেব। তিনি যে ব্যাপারেই জিজ্ঞেস করেন, এর দায়িত্ব কে নেবে। তার জবাবে তারা বলেন, আমরা এর দায়িত্ব নেব। এরপর তিনি তাঁর (মুয়াবিয়া) সঙ্গে সন্ধি করলেন। হাসান বসরী (র) বলেন, আমি আবু বাকরাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে মিম্বরের উপর দেখেছি এবং হাসান ইবনে আলী তাঁর পাশে ছিলেন। তিনি একবার লোকদের দিকে এবং আর একবার হাসানের দিকে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, আমার এই পুত্র নেতা হবে এবং আশা করা যায় আল্লাহ তার দ্বারা মুসলমানদের দু'টি বড় দলের বিবাদ মিটিয়ে দেবেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, হাসান বসরী (র) এই হাদীস আবু বাকরাহ্ (রা)-এর নিকট শুনেছেন বলে আমাদের নিকট প্রমাণিত হয়েছে।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ নেতা কি সন্ধির জন্য ইশারা বা প্রস্তাব করতে পারেন ?

٢٥٠٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَوْتَ خُصُوْمٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ اَصْوَاتُهُمَا وَاِذَا اَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْاٰخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِىْ شَىْءٍ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لاَ اَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ابْنَ الْمُتَاَلِّى عَلَى اللّٰهِ لاَ يَفْعَلُ الْمَعْرُوْفَ فَقَالَ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَهُ اَىُّ ذٰلِكَ اَحَبَّ ـ

২৫০৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দ্বারপ্রান্তে দু'জন বিবদমান ব্যক্তির উচ্চস্বরে ঝগড়ার শব্দ শুনতে পেলেন। তাদের একজন অপরজনের নিকট ঋণের কিছু অংশ মাফ করে দেয়ার আবেদন নিবেদন করছিল। অন্যজন বলছিল, আল্লাহর কসম ! আমি তা করব না। রসূলুল্লাহ (স) তাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, সেই লোকটি কোথায় যে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছিল, আমি ভাল কাজ করব না। সে বলল, আমি ইয়া রসূলাল্লাহ ! সে যা চায় আমি তাই করব।

٢٥٠٩- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ اَبِى حَدْرَدٍ الْاَسْلَمِىْ مَالٌ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ حَتَّى ارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِىُّ فَقَالَ يَاكَعْبُ فَاَشَارَ بِيَدِهِ كَاَنَّهُ يَقُوْلُ النِّصْفُ فَاَخَذَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا ـ

২৫০৯. কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাদরাদ আসলামীর নিকট তার কিছু অর্থ পাওনা ছিল। তিনি তার সঙ্গে দেখা করে পাওনার তাগাদা দিলেন। এমনকি তাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হল। নবী (স) তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন, হে কাব অর্ধেক ঋণ মাফ করে দাও। কাজেই তিনি অর্ধেক ঋণ মাফ করে দিলেন এবং অর্ধেক গ্রহণ করলেন।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেয়া ও তাদের মধ্যে সুবিচার করার ফযীলত।

٢٥١٠- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ ـ

২৫১০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, প্রত্যহ যেদিন সূর্য উদয় হয় (অর্থাৎ প্রতি দিনই) মানুষের প্রতিটি গ্রন্থির জন্য সাদাকা রয়েছে। মানুষের সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা সাদাকার অন্তর্ভুক্ত।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ নেতা কারো প্রতি সন্ধির ইঙ্গিত করলে এবং সে তা অস্বীকার করলে তার প্রতি আইনানুগ ফায়সালা করা।

٢٥١١- عَنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ نَاصَمَ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ قَدْشَهِدَ بَدْرًا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ فِىْ شِرَاجٍ مِّنَ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لِلزُّبَيْرِ اُسْقِ يَازُبَيْرُ ثُمَّ اَرْسِلْ اِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْاَنْصَارِىْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اُسْقِ ثُمَّ اُحْبِسْ حَتَّى يَبْلُغَ الْجَدْرَ فَاَسْتَوْعَى رَسُوْلُ اللّٰهِ حِيْنَئِذٍ حَقَّهُ لِلزُّبَيْرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَبْلَ ذٰلِكَ اَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَاْىٍ سَعَةٍ لَهُ وَلِلْاَنْصَارِىْ فَلَمَّا اَحْفَظَ

الْاَنْصَارِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُسْتَوْعٰى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِىْ صَرِيْحِ الْحُكْمِ قَالَ عُرْوَةُ قَالَ الزُّبَيْرُ وَاللّٰهُ مَا اَحْسِبُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ اِلاَّ فِىْ ذٰلِكَ : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ الْاٰيَةَ -

২৫১১. যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক আনসার ব্যক্তির সঙ্গে একটি প্রস্তরময় যমীনের পানির নালা সম্পর্কে ঝগড়া করলেন। উক্ত আনসারী বদরের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে শরীক ছিলেন। তারা উভয়ে উক্ত পানির নালা হতে পানি নিতেন। রসূলুল্লাহ (স) যুবাইরকে বললেন, হে যুবাইর ! তুমি প্রথমে পানি নাও, তারপর তোমার প্রতিবেশীকে পানি নিতে দাও। আনসারী রাগান্বিত হয়ে বললেন, হে রসূল ! সে আপনার ফুফাতো ভাই, তাই এরূপ করলেন ? এই কথা শুনে রসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি যুবাইরকে বললেন, তুমি তোমার ক্ষেতে পানি নেয়ার পর তা বন্ধ করে দাও যতক্ষণ না দেয়াল পর্যন্ত পানি পৌঁছায়। এবার রসূলুল্লাহ (স) যুবাইরকে তার পূর্ণ হক দিয়ে দিলেন। ইতিপূর্বে তিনি যুবাইর ও আনসারী উভয়ের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে রায় দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন আনসারী রসূলুল্লাহ (স)-কে রাগান্বিত করলেন, তখন তিনি যুবাইরকে আইনানুগভাবে তার পূর্ণ হক দিয়ে দিলেন। উরওয়াহ (রা) বলেন, যুবাইর (রা) বলেছেন, আল্লাহর শপথ ! আমার মনে হয়, কুরআনের (নিম্নবর্ণিত) আয়াতটি এই প্রসংগে অবতীর্ণ হয়েছে।

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ -

"না, তোমার প্রভুর শপথ ! তারা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিতর্কিত বিষয়ে তোমাকে (রসূল) চূড়ান্ত ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নেয়।" (সূরা আন নিসা ঃ ৬৫।"

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ ঋণদাতা ও মৃত ওয়ারিশদের মধ্যে আপোষ-রফা করা এবং তা নিয়মিতভাবে আদায় করা। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, দুই অংশীদার যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে, একজন প্রাতব্য ঋণ ও অপরজন নগদ অর্থ নেবে, তাতে কোন দোষ নেই। এই অবস্থায় যদি তাদের কারো অংশ নষ্ট হয়, তাহলে সে তার অপর অংশীদারের নিকট তা দাবি করতে পারবে না।

٢٥١٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ تُوُفِّىَ اَبِىْ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلٰى غُرَمَائِهِ اَنْ يَّأْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ فَاَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا اَنَّ فِيْهِ وَفَاءً فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِى الْمِرْبَدِ اٰذَنْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ وَمَعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ اُدْعُ غُرَمَاءَكَ فَاَوْفِهِمْ فَمَاتَرَكْتُ اَحَدًا لَهُ عَلٰى اَبِىْ دَيْنٌ اِلاَّ قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَسْقًا سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ وَسِتَّةٌ

لَوْنٌ أَوْ سِتَّةٌ عَجْوَةٌ وَسَبْعَةٌ لَوْنٌ فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَغْرِبَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَضَحِكَ فَقَالَ ائْتِ اَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ فَاَخْبِرْهُمَا فَقَالاَ لَقَدْ عَلِمْنَا اِذْ صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاصَنَعَ اَنْ سَيَكُوْنُ ذٰلِكَ وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلاَةَ الْعَصْرِ وَلَمْ يَذْكُرْ اَبَابَكْرٍ وَلاَ ضَحِكَ وَقَالَ وَتَرَكَ اَبِىْ عَلَيْهِ ثَلاَثِيْنَ وَسْقًا دَيْنًا وَقَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلاَةَ الظُّهْرِ ـ

২৫১২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যান। আমি তাঁর পাওনাদারদেরকে তাঁর ঋণের পরিবর্তে খেজুর নিতে অনুরোধ করি। কিন্তু তারা তাতে ঋণ শোধ হবে না মনে করে তা নিতে অস্বীকার করে। আমি নবী (স)-এর নিকট এসে তাঁকে ব্যাপারটি বললাম। তিনি বললেন, ফল পেড়ে মিরবাদে (যেথায় খেজুর শুকানো হয়) রাখার পর আমাকে খবর দিও। [আমি সেই অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (স)-কে খবর দিলো।] তিনি আবু বাকর ও উমর (রা) সহ আসলেন। তিনি খেজুরের স্তুপের উপর বসে বরকতের জন্য দোআ করলেন ; তারপর বলেন তোমার পাওনাদারদেরকে ডাক এবং তাদের পুরা ঋণ দিয়ে দাও। আমি আমার পিতার প্রত্যেক পাওনাদারকে তার পুরো পাওনা মিটিয়ে দিলাম। এরপরও আমার নিকট তের অসাক[৩] খেজুর রয়ে গেল। সাত অসাক আজওয়াহ ও ছয় অসাক লাওন অথবা ছয় অসাক আজওয়াহ ও সাত অসাক লাওন। তারপর আমি মাগরিবের সময় রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে দেখা করলাম এবং তাঁকে ব্যাপারটি বললাম। তিনি হেসে দিলেন এবং বললেন, যাও আবু বাকর ও উমারকে খবরটি শুনাও। তারা বললেন, আমরা আগেই উপলব্ধি করছিলাম যে এরূপই ঘটবে যখন রসূলুল্লাহ (স) এরূপ করলেন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ জাবের (রা) আসরের নামাযের ওয়াক্তে এসেছেন এবং তাতে আবু বাকর ও উমার (রা)-এর কথা উল্লেখ নাই এবং তাতে আরও আছে ঃ আমার পিতা তিরিশ অসাক ঋণ রেখে দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। অপর বর্ণনায় আছে ঃ জাবের (রা) যোহরের নামাযের ওয়াক্তে এসেছেন।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ ধার ও নগদের বিনিময়ে সন্ধি ।

٢٥١٣- عَنْ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ اَنَّهُ تَقَاضٰى اِبْنَ اَبِىْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا حَتّٰى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ بَيْتٍ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْهِمَا حَتّٰى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادٰى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَاكَعْبُ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَشَرَ بِيَدِهِ اَنْ ضَعِ الشَّطْرَ فَقَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُمْ فَاَقْضِهِ ـ

২৫১৩. কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর যামানায় মসজিদের মধ্যে ইবনে আবু হাদরাদের নিকট তার পাওনার তাগাদা করলেন। তাদের

৩. এক অসাক প্রায় ছয় মণ। আজওয়াহ ও লাওন খেজুরের প্রকার বিশেষ

কথাবার্তার শব্দ এত উচ্চ হলো যে, রসূলুল্লাহ (স) তাঁর ঘর থেকেই তা শুনতে পেলেন। রসূলুল্লাহ (স) জানালার পর্দা উঠিয়ে এবং কা'বকে ডাক দিলেন, হে কা'ব ! তিনি বললেন, আমি উপস্থিত আছি, ইয়া রসূলাল্লাহ ! তিনি হাতের ইশারায় তাকে অর্ধেক ঋণ মাফ করে দিতে নির্দেশ দিলেন। কা'ব বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি তাই করলাম। তারপর রসূলুল্লাহ (স) ইবনে আবু হাদরাদকে বললেন, যাও তার বাকী ঋণ শোধ করে দাও।

অধ্যায়—৩০

كتاب الشروط

(শর্তাবলীর বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম গ্রহণে, চুক্তিসমূহে ও ক্রয়-বিক্রয়ে শর্ত আরোপ করা জায়েয।[১]

٢٥١٤– عَنْ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ يُخْبِرَانِ عَنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ وَيَوْمَئِذٍ كَانَ فِيْهَا اَشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ لاَ يَاتِيْكَ اَحَدٌ وَاِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ اِلاَّ رَدَدْتَهُ اِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُوْنَ ذٰلِكَ وَامْتَعَضُوْا مِنْهُ وَاَبٰى سُهَيْلُ اِلاَّ ذٰلِكَ فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى ذٰلِكَ فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ اَبَا جَنْدَلٍ اِلٰى اَبِيْهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَاتِهِ اَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ اِلاَّ رَدَّهُ فِىْ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَاِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَجَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ وَكَانَتْ اُمُّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ اَبِىْ مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ وَهِىَ عَاتِقٌ فَجَاءَ اَهْلُهَا يَسْاَلُوْنَ النَّبِىَّ اَنْ يَرْجِعَهَا اِلَيْهِمْ فَلَمْ يَرْجِعْهَا اِلَيْهِمْ لِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِهِنَّ : اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ اِلٰى قَوْلِهِ : وَلاَهُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ فَاَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهٰذِهِ الْاٰيَةَ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اِلٰى غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ اَقَرَّ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ بَايَعْتُكِ كَلاَمًا يُكَلِّمُهَا بِهِ وَاللّٰهِ مَامَسَّتْ يَدُهُ يَدَ اُمْرَاةٍ قَطُّ فِى الْمُبَايَعَةِ وَمَا بَايَعَهُنَّ اِلاَّ بِقَوْلِهِ ـ

২৫১৪. উরওয়াহ ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী হতে মারোয়ান ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা)-কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন। তিনি বলেন, সুহাইল ইবনে আমর (মক্কাবাসীদের তরফ হতে) হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। তিনি নবী (স)-এর সঙ্গে এই শর্তে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন ঃ আমাদের কেউ

১. কিছু শর্ত বৈধ ও কিছু শর্ত অবৈধ। যেমন কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণের জন্য এই শর্ত আরোপ করতে পারবে যে, তাকে দেশত্যাগে বাধ্য করা যাবে না, কিন্তু সে এই শর্ত আরোপ করতে পারবে না যে, তাকে নামায পড়তে বাধ্য করা যাবে না।—সম্পাদক

আপনার নিকট চলে গেলে তাকে আমাদের নিকট ফেরত দিতে হবে যদিও সে আপনার ধর্মে বিশ্বাসী হয় এবং আমাদের ও তার ব্যাপারে আপনি হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। মুসলমানদের এই শর্ত অপসন্দ হয় এবং তারা রেগে যায়। কিন্তু সুহাইল এছাড়া অন্য শর্ত মানতে অস্বীকার করে। অতএব নবী (স) এই শর্ত মেনে নেন। সেই সময় তিনি আবু জানদাল (রা)-কে তার পিতা সুহাইল ইবনে আমরের নিকট ফেরত দেন এবং চুক্তিকালে যে লোকই তাঁর নিকট আসে তিনি তাকে ফেরত দেন, যদিও সে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। মুসলমান মেয়েরাও হিজরত করে আসতে লাগল। উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবনে আবু মুআইত সে সময় রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমনকারী মেয়েদের অন্যতম ছিলেন। তিনি যুবতী নারী ছিলেন। তার আত্মীয়রা নবী (স)-এর নিকট এসে তাঁকে ফেরত চাইল। কিন্তু তিনি তাঁকে তাদের নিকট ফেরত দিলেন না। কেননা আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "যখন তোমাদের নিকট মুসলমান মেয়েরা হিজরত করে আসবে, তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে নেবে। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে খুব ভাল জানেন .... এবং কাফেররা মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নয়।"-(সূরা মুমতাহানা ঃ ১০) পর্যন্ত। উরওয়া (রা) বলেন আয়েশা (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) এই আয়াত অনুযায়ী তাদেরকে পরীক্ষা করতেন يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِذَا جَائَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ ..... غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ- "হে মুমিনগণ ! তোমাদের নিকট মুমিন নারীরা হিজরত করে আসলে তাদের পরীক্ষা কর। ক্ষমাশীল পরম দয়ালু"-(সূরা মুমতাহানা ১০-১২) পর্যন্ত। উরওয়াহ (র) আরও বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, তাদের মধ্যে যে নারী এসব শর্ত মেনে নিত, রসূলুল্লাহ (স) তাকে কেবল মুখে বলতেন, আমি তোমার বায়আত গ্রহণ করলাম। আল্লাহর কসম ! তাঁর হাত বায়আতের ব্যাপারে কখনও কোন স্ত্রীলোকের হাত স্পর্শ করেনি এবং তিনি কেবলমাত্র কথা দ্বারা তাদেরকে বায়আত করতেন।"

٢٥١٥- جَرِيْرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ -

২৫১৫. জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে কয়েকটি শর্তে বায়আত করি। তার একটি হলো, প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ চাওয়া।

٢٥١٦- عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ -

২৫১৬. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে এই শর্তে বায়আত করি ঃ নামায পড়বো, যাকাত দিবো ও প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করবো।

২-অনুচ্ছেদ ঃ তাবির[২] করার পর খেজুর গাছ বিক্রি করা।

٢٥١٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ اُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ -

২. তাবির অর্থ হলো খেজুর গাছের পুং কেশর ও স্ত্রী কেশরের সংমিশ্রণ ঘটানো।

২৫১৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তাবির করার পর খেজুর গাছ বিক্রি করবে, তার ফল বিক্রেতা পাবে। কিন্তু ক্রেতা যদি কোনরূপ শর্ত আরোপ করে, তাহলে ভিন্ন কথা।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে শর্ত আরোপ করা।

٢٥١٨- عَنْ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِى كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ اُرْجِعِى اِلَى اَهْلِكِ فَاِنْ اَحَبُّوا اَنْ اَقْضِىَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِى فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ بَرِيرَةُ فَاَبَوا وَقَالُوا اِنْ شَاءَتْ اَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا اُبْتَاعِى فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ -

২৫১৮. উরওয়াহ (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, বারীরা তার মুক্তিপণের টাকা পরিশোধের ব্যাপারে সাহায্যলাভের উদ্দেশ্যে আয়েশা (রা)-এর নিকট আসে এবং সে তার চুক্তিপত্রের কোন টাকা-পয়সা পরিশোধ করতে সক্ষম হয়নি। আয়েশা (রা) তাকে বলেন, তোমার মালিকের নিকট গিয়ে ব্যাপারটি বলো। যদি তারা রাযী হয় তাহলে আমি টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করবো, কিন্তু তোমার অভিভাবকত্ব আমার থাকবে, তাহলে আমি রাজী আছি। বারীরা তার মালিকের নিকট এই কথা বললে তারা তা অগ্রাহ্য করে এবং বলে ঃ তিনি (আয়েশা) যদি তোমার সহায়তা করতে চান, তা করুন। কিন্তু তোমার অভিভাবকত্ব আমাদের থাকবে। আয়েশা (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এই কথা উল্লেখ করলে তিনি তাঁকে বলেন, তুমি তাকে (বারীরাকে) কিনে নিয়ে আযাদ করে দাও। কেননা অভিভাবকত্ব আযাদকারীর হক।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ পশু বিক্রেতা যদি শর্ত আরোপ করে যে, সে একটি নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত তার উপর সওয়ার হবে, তবে তা জায়েয।

٢٥١٩- جَابِرٌ اَنَّهُ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ اَعْيَا فَمَرَّ النَّبِىُّ ﷺ فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ قُلْتُ لاَ ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ فَبِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ اِلَى اَهْلِى فَلَمَّا قَدِمْنَا اَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِى ثَمَنَهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَاَرْسَلَ عَلَى اِثْرِى قَالَ مَا كُنْتُ لاٰخُذَ جَمَلَكَ ذٰلِكَ فَهُوَ مَالُكَ قَالَ شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ اَفْقَرَنِى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ظَهْرَهُ اِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ اِسْحٰقُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ فَبِعْتُهُ عَلَى اَنَّ لِىْ فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتّٰى اَبْلُغَ الْمَدِينَةَ وَقَالَ عَطَاءٌ وَّغَيْرُهُ لَكَ ظَهْرُهُ اِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ شَرَطَ ظَهْرَهُ اِلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ وَلَكَ ظَهْرُهُ

حَتّٰى تَرْجِعَ وَقَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَفْقَرْتُكَ ظَهْرَهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ تَبَلَّغْ عَلَيْهِ اِلٰى اَهْلِكَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ وَابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ اِشْتَرَاهُ النَّبِىُّ ﷺ بِوَقِيَّةٍ وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ اَخَذْتُهُ بِاَرْبَعَةِ دَنَانِيْرَ وَهٰذَا يَكُوْنُ وَقِيَّةً عَلٰى حِسَابِ الدِّيْنَارِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ مُغِيْرَةُ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرٍ وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَاَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَقِيَّةُ ذَهَبٍ وَقَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ بِمِائَتَىْ دِرْهَمٍ وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ اِشْتَرَاهُ بِطَرِيْقِ تَبُوْكَ اَحْسِبُهُ قَالَ بِاَرْبَعِ اَوَاقٍ وَقَالَ اَبُوْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ اِشْتَرَاهُ بِعِشْرِيْنَ دِيْنَارًا وَقَوْلُ الشَّعْبِىِّ بِوَقِيَّةٍ اَكْثَرُ الْاِشْتِرَاطُ اَكْثَرُ وَاَصَحُّ عِنْدِىْ -

২৫১৯. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি উটে চড়ে যাচ্ছিলেন। উটটি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। নবী (স) পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় উটটিকে আঘাত করলেন এবং তাঁর জন্য দোআ করলেন। ফলে উটটি এত জোরে চলতে লাগল, যেরূপ কোন সময় চলেনি। তারপর তিনি বললেন, উটটি আমার নিকট এক উকিয়ায় বিক্রি করো। আমি বললাম, না। তিনি আবার বললেন, এটি আমার নিকট এক উকিয়ায় বিক্রি করো। আমি তাঁর নিকট এটি বিক্রি করলাম, কিন্তু আমার বাড়ী পর্যন্ত সওয়ার হয়ে যাওয়ার শর্ত করলাম এবং বাড়ী পৌঁছে তাঁর নিকট উটটি নিয়ে গেলাম। তিনি আমাকে নগদ মূল্যে এটির দাম দিয়ে দিলেন। তারপর আমি ফিরে আসতে থাকলে তিনি একজন লোক পাঠিয়ে আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, আমি তোমার উটটি নেবো না। তুমি তোমার উটটি নিয়ে যাও। এটা তোমার সম্পদ। অপর বর্ণনায় আছে ঃ জাবের (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) মদীনা পর্যন্ত আমাকে তার পিঠে সওয়ার হওয়ার অনুমতি দেন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ আমি এই শর্তে তা বিক্রি করলাম যে, মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত আমি তার পিঠে সওয়ার হবো। অপর বর্ণনায় আছে, তার পিঠ মদীনা পর্যন্ত তোমার জন্যে। অপর বর্ণনায় আছে ঃ জাবের (রা) মদীনা পৌঁছা পর্যন্ত তার পিঠে সওয়ার হওয়ার শর্ত আরোপ করেন। অপর বর্ণনায় আছে, তুমি তোমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত তার পিঠ তোমার জন্য। অপর বর্ণনায় আছে ঃ আমরা মদীনা পর্যন্ত তোমাকে তার উপর সওয়ার হওয়ার অনুমতি দিলাম। অপর বর্ণনায় আছে, তুমি তার উপর সওয়ার হয়ে তোমার পরিজনদের নিকট উপস্থিত হও। অপর বর্ণনায় আছে ঃ নবী (স) উটটি এক উকিয়া দিয়ে ক্রয় করেন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ আমি চার দীনারের বিনিময়ে তা গ্রহণ করি এবং দীনারের হিসেবে তা এক উকিয়ার সমতুল্য। কেননা দশ দিরহামে এক দীনার হয় এবং মতান্তরে দামের উল্লেখ নেই এবং মতান্তরে এক উকিয়া সোনার উল্লেখ রয়েছে এবং মতান্তরে দু'শত দিরহামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মতান্তরে তিনি তাবূকের রাস্তায় তা চার উকিয়ায় খরিদ করেন। মতান্তরে তিনি তা বিশ দীনারে ক্রয় করেন। শা'বী (র) বলেন, অধিকাংশ বর্ণনায় এক উকিয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমার নিকট এটাই বিশুদ্ধ।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ লেনদেনের ব্যাপারে শর্তাবলী।

٢٥٢٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اُقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اِخْوَانِنَا النَّخِيْلَ قَالَ لاَ فَقَالَ تَكْفُوْنَا الْمُؤْنَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِى الثَّمَرَةِ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ـ

২৫২০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। আনসারগণ নবী (স)-কে বললেন, আপনি আমাদের ও আমাদের ভাইদের মধ্যে খেজুর গাছ ভাগ করে দিন। তিনি বললেন, না। অতপর আনসাররা মুহাজিরদেরকে বললেন, আপনারা আমাদের কাজের (বাগানে) শ্রম বিনিয়োগ করুন এবং আমরা আপনাদেরকে ফলের ভাগ দেবো। তাঁরা বললেন, আমরা মেনে নিলাম।

٢٥٢١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُوْدَ اَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ـ

২৫২১. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ইহূদীদেরকে খায়বারের জমি চাষাবাদ করতে দিলেন এই শর্তে যে, তারা উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক পাবে।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের চুক্তির সময় দেনমোহর সম্পর্কে শর্ত আরোপ করা। উমার (রা) বলেন, শর্ত পূর্ণ করার সাথে অধিকারপ্রাপ্তি সংযুক্ত এবং তুমি যা শর্ত কর তাই পাবে। মিসওয়ার (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর এক জামাতার উল্লেখ করে তার উত্তম প্রশংসা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, সে আমার সঙ্গে সত্য কথা বলে ও তার কৃত ওয়াদা পূর্ণ করে।

٢٥٢٢- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَقُّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوْفُوْا بِهٖ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ ـ

২৫২২. উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদেরকে যেসব শর্ত পুরা করতে হবে তার মধ্যে সেই শর্ত সর্বাগ্রগণ্য যার বদৌলতে তোমরা তোমাদের (স্ত্রীদের সাথে) যৌন সম্পর্ক স্থাপন বৈধ করেছ।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ কৃষিকার্যে শর্ত আরোপ করা।

٢٥٢٣- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ : كُنَّا اَكْثَرَ الْاَنْصَارِ حَقْلاً فَكُنَّا نُكْرِى الْاَرْضَ فَرُبَّمَا اَخْرَجَتْ هٰذِهٖ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهٖ فَنُهِيْنَا عَنْ ذٰلِكَ وَلَمْ نُنْهَ عَنِ الْوَرِقِ ـ

২৫২৩. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনসার সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিক কৃষি জমীর মালিক ছিলাম। আমরা জমি কেরায়া (বর্গা) দিতাম। কখনও এই (একজনের) অংশে ফসল হতো এবং ঐ (অপরজনের) অংশে ফসল হতো না। অতএব আমাদেরকে এ পদ্ধতিতে জমি ভাগ চাষে দিতে নিষেধ করা হলো। কিন্তু নগদ অর্থে (বিক্রয় করতে) নিষেধ করা হলো না।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের চুক্তিতে যে সমস্ত শর্ত যোগ করা নিষিদ্ধ।

٢٥٢٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ يَزِيْدَنَّ عَلَى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَيَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْاَةُ طَلاَقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ اِنَائَهَا -

২৫২৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, কোন শহরবাসী যেন কোন গ্রামবাসীর পক্ষে ক্রয়-বিক্রয় না করে ; কেউ যেন দালালি না করে ; কেউ যেন তার ভাইয়ের দামের উপর বেশী দাম না বলে এবং কেউ যেন অপরের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয় ; কোন স্ত্রীলোক যেন তার বোনের খাবারের পাত্র দখলের জন্য তার তালাক দাবি না করে।[৩]

৯-অনুচ্ছেদ ঃ হদ্দ (আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি)-এর ক্ষেত্রে শর্তারোপ বৈধ নয়।

٢٥٢٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّهُمَا قَالاَ اِنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَعْرَابِ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْشُدُكَ اللّٰهَ اِلاَّ قَضَيْتَ لِىْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ الْخَصْمُ الْاٰخَرُ وَهُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاَقْضِ بَيْنَنَابِكِتَابِ اللّٰهِ وَائْذَنْ لِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ قَالَ اِنَّ ابْنِىْ كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا فَزَنٰى بِاِمْرَاَتِهِ وَاِنِّى اُخْبِرْتُ اَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيْدَةٍ فَسَاَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَاَخْبَرُوْنِىْ اَنَّمَا عَلَى اِبْنِى جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَاَنَّ عَلَى اِمْرَاَةِ هٰذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَاَ قْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ اَلْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ وَعَلَى اِبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ اُغْدُ يَااُنَيْسُ اِلَى اُمْرَاَةِ هٰذَا فَاِنْ اِعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا -

৩. তানাজুশ (দালালি) অর্থাৎ বিক্রেতার পক্ষে নকল ক্রেতা সেজে প্রকৃত ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়ার জন্য দাম বাড়িয়ে বলা। খাবারের পাত্র দখল—অর্থাৎ কোন পুরুষ কোন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে ঐ নারী যেন একথা না বলে যে, তোমার স্ত্রীকে তালাক দিলে আমি তোমার সাথে বিবাহ বসব। এরূপ শর্ত আরোপ নিষিদ্ধ।—সম্পাদক।

২৫২৫. আবু হুরাইরা ও যায়েদ ইবনে খালেদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, এক বেদুঈন রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনি আমার বিষয়টি কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী মীমাংসা করুন। তার প্রতিপক্ষ, যে তার তুলনায় অধিক জ্ঞানী ছিল, বলল, হ্যাঁ আপনি আমাদের বিষয়টি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করুন এবং আমাকে (কথা বলার) অনুমতি দিন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, বল। সে বলল, আমার ছেলে এই লোকটির বাড়ীতে মজুর (কামলা) ছিল এবং সে তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করে। আমি অবহিত করলাম, আমার ছেলেকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। আমি একশ' বকরী ও একটি ক্রীতদাসী মুক্তিপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করে এনেছি। আমি আলেমদেরকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় তারা বললেন, তোমার ছেলেকে একশ' কোড়া মারতে হবে এবং সেই সঙ্গে এক বছরের দেশান্তর এবং এই লোকটির স্ত্রীকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, সেই সত্তার কসম ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি অবশ্যই তোমাদের বিষয়টি কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী মীমাংসা করবো। বকরী ও ক্রীতদাসী তোমাকে ফেরত দেয়া হবে। কিন্তু তোমার ছেলেকে একশ' কোড়া মারা হবে এবং সেই সঙ্গে এক বছরের দেশান্তর থাকবে। হে উনাইস ! তুমি কাল সকালে এই লোকটির স্ত্রীর নিকট যাবে। সে যদি পাপ স্বীকার করে, তাহলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করবে। তিনি সকালে তার নিকট গেলে সে পাপ স্বীকার করে। রসূলুল্লাহ (স) তাকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ দেন। সেই অনুযায়ী তাকে হত্যা করা হয়।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ গোলাম) যদি (ক্রেতা কর্তৃক) আযাদ করার শর্তে বিক্রি হতে রাযী হয়, তাহলে যেরূপ শর্ত যুক্ত করা জায়েয।

٢٥٢٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيْرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اشْتَرِيْنِيْ فَاِنَّ اَهْلِيْ يَبِيْعُوْنِي فَاَعْتِقِيْنِيْ قَالَتْ نَعَمْ : قَالَتْ اِنَّ اَهْلِيْ لاَ يَبِيْعُوْنِي حَتّٰى يَشْتَرِطُوْا وَلاَئِيْ قَالَتْ لاَحَاجَةَ لِيْ فِيْكِ فَسَمِعَ ذٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ اَوْ بَلَغَهُ فَقَالَ مَا شَاَنُ بَرِيْرَةَ فَقَالَ اشْتَرِيْهَا فَاَعْتِقِيْهَا وَلْيَشْتَرِطُوْا مَاشَاءُوْا قَالَتْ فَاشْتَرَيْتُهَا وَاَشْتَرَطَ اَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَاِنِ اشْتَرَطُوْا مِائَةَ شَرْطٍ -

২৫২৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা আমার নিকট আসল। সে একজন চুক্তিবদ্ধ দাসী ছিল। সে বলল, হে উম্মুল মু'মিনীন ! আপনি আমাকে খরিদ করে আযাদ করে দিন। কেননা আমার মালিক আমাকে বিক্রি করতে চাচ্ছেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে। সে (বারীরা) বলে, কিন্তু আমার মালিক (তাদের অনুকূলে) অভিভাবকত্বের অধিকার সংরক্ষিত থাকার শর্ত ছাড়া আমাকে বিক্রি করবে না। তিনি বলেন, তাহলে তোমাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই। নবী (স) তা শুনলেন, কিংবা তাঁকে অবহিত করা হলো। তিনি বললেন, বারীরার ব্যাপারে কি সমস্যা হলো ? তাকে কিনে তুমি আযাদ করে

দাও এবং তারা যত ইচ্ছা শর্ত আরোপ করুক। তিনি বলেন, আমি তাকে কিনে আযাদ করে দিলাম, যদিও তার মালিক অভিভাবকত্বের শর্ত আরোপ করলেন। নবী (স) বললেন, অভিভাবকত্বের হক আযাদকারীর। যদিও তার মালিক শত শর্ত আরোপ করে।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ তালাকের সাথে শর্ত। ইবনুল মুসাইয়াব, হাসান বসরী ও আতা (র) বলেন, তালাক শব্দটি প্রথমে বলুক বা শেষে বলুক তা শর্তানুযায়ী কার্যকরী হবে।

২৫২৭– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّىْ وَاَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْاَعْرَابِيِّ وَاَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْاَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا وَاَنْ يَّسْتَامَ الرَّجُلُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ وَنَهٰى عَنِ النَّجْشِ وَعَنِ التَّصْرِيَةِ –

২৫২৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) ব্যবসায়ী কাফেলার সঙ্গে অগ্রবর্তী হয়ে সাক্ষাত করতে, শহরবাসীকে গ্রামবাসীর পক্ষে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করতে, কোন নারী কর্তৃক তার বোনকে তালাক দেয়া শর্ত আরোপ করাতে এবং কোন পুরুষের তার ভাইয়ের দামের উপর দাম বলতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া তিনি দালালি ও "তাসবিয়া"[৪] করতে নিষেধ করেছেন। এক বর্ণনায় আছে, "নিষেধ করা হয়েছে" এবং অপর বর্ণনায় আছে, "আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।"

১২-অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের সঙ্গে মৌখিক শর্ত আরোপ করা।

২৫২৮– عَنْ اُبَيِّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُوْسٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا كَانَتِ الْاُوْلٰى وَالْوُسْطٰى شَرْطًا وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِى مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَنْقَضَّ فَاَقَامَهُ –

২৫২৮. উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর রসূল মূসা (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে তা আদ্যপান্ত বর্ণনা করলেন। [এ প্রসংগে তিনি খিযিরের এই উক্তিও উল্লেখ করেন যা তিনি মূসা (আ)-কে বলেছিলেন], খিযির বললেন, "আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, তুমি আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবে না।"(–সূরা কাহাফ ঃ ৭২)। মূসা (আ) প্রথমবার শর্ত ভংগ করেছেন ভুলবশত। দ্বিতীয় আপত্তি ছিল শর্তসাপেক্ষ এবং তৃতীয় আপত্তি ছিল ইচ্ছাকৃত। মূসা (আ) বলেন, আপনি আমার ভুলের কৈফিয়ত চাওয়া ও আমার প্রতি কঠোরতা করা হতে বিরত থাকুন। তারপর তারা একটি বালকের সাক্ষাত পেলেন এবং খিযির তাকে হত্যা করলেন। এরপর দু'জনে চলতে থাকলেন, কিছুদূর গিয়ে একটি (ক্ষয়িষ্ণু) দেয়াল দেখতে পেলেন। খিযির দেয়ালটি মেরামত করলেন। ইবনে আব্বাস (রা) "ওয়ারাআহুম মালিকুন"-এর স্থলে আমামাহুম মালিকুন" কিরাআত পাঠ করেছেন।

---

২. তাসবিয়ার অর্থ হলো দুগ্ধবতী পশুর স্তন, বেচার উদ্দেশ্যে কিছুদিন দোহন থেকে বিরত রাখা। এরূপ করলে তাকে বেশী দুগ্ধবতী বলে মনে হবে।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ।

٢٥٢٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْنِي بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ اَهْلِيْ عَلَى تِسْعِ اَوَاقٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ اُوْقِيَّةٌ فَاَعِيْنِيْنِيْ فَقَالَتْ اِنْ اَحَبُّوا اَنْ اَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُوْنَ وَلاَ وُكِ لِيْ فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ اِلَى اَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَاَبَوْ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَتْ اِنِّيْ قَدْ عَرَضْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَاَبَوْا اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ الْوَلاَءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِيُّ فَاَخْبَرَتْ عَائِشَةَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ خُذِيْهَا وَاَشْتَرِطِيْ لَهُمُ الْوَلاَءَ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَابَالَ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَاكَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَشَرْطُ اللّٰهِ اَوْثَقُ وَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ـ

২৫২৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা আমার নিকট এসে বলল, আমার মালিক আমার সঙ্গে নয় উকিয়ার বিনিময়ে আমাকে আযাদ করার চুক্তি করেছে। প্রতি বছর এক উকিয়া করে দিতে হবে। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বলেন, যদি তারা রাযী হয়, তাহলে আমি তোমার পক্ষ হতে তাদের পাওনা দিয়ে দিবো, কিন্তু তোমার অভিভাবকত্বের অধিকার আমার থাকবে। বারীরা তার মালিকের নিকট গিয়ে ব্যাপারটি বলল। কিন্তু তারা তাতে সম্মত হল না। সে সেখান হতে আয়েশা (রা)-এর নিকট আসলেন, রসূলুল্লাহ (স) তখন সেখানে বসা ছিলেন। বারীরা বলল, আমি তাদের নিকট বিষয়টি পেশ করলাম। কিন্তু তারা অভিভাবকত্বের হক ছেড়ে দিতে অস্বীকার করেছে। নবী (স) ঘটনাটি শুনলেন এবং আয়েশা (রা) ও নবী (স)-কে ঘটনাটি বললেন। তিনি (স) বললেন, তুমি তাকে নিয়ে নাও এবং তাদের জন্য অভিভাবকত্বের হক শর্ত রাখ। অবশ্য অভিভাবকত্বের হক আযাদকারীর। আয়েশা (রা) তাই করলেন। তারপর রসূলাল্লাহ (স) লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করার পর বললেন, লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। আল্লাহর কিতাবের বহির্ভূত সকল শর্ত বাতিল যদিও তা সংখ্যায় একশ' হয়। আল্লাহর ফায়সালাই সঠিক। তাঁর শর্ত মজবুত এবং নিসন্দেহে অভিভাবকত্বের হক আযাদকারীর।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ ভাগচাষে এরূপ শর্ত আরোপ করা ঃ যখন আমি ইচ্ছা করবো তখন তোমাকে বাদ দেবো।

٢٥٣٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا فَدَعَ اَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَامَ عُمَرُ خَطِيْبًا اِنَّ رَسُوْلَ ﷺ كَانَ عَامَلَ يَهُوْدَ خَيْبَرَ عَلَى اَمْوَالِهِمْ وَقَالَ نُقِرُّكُمْ مَا اَقَرَّكُمُ

اللّٰهُ وَانَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ اِلٰى مَالِهِ هُنَاكَ فَعُدِىَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرَهُمْ هُمْ عَدُوُّنَا وَتُهْمَتُنَا وَقَدْ رَاَيْتُ اِجْلَاءَهُمْ فَلَمَّا اَجْمَعَ عُمَرُ عَلٰى ذٰلِكَ اَتَاهُ اَحَدُ بَنِىْ اَبِى الْحُقَيْقِ فَقَالَ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُخْرِجُنَا وَقَدْ اَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ وَعَامَلَنَا عَلَى الْاَمْوَالِ وَشَرَطَ ذٰلِكَ لَنَا فَقَالَ عُمَرُ اَظَنَنْتَ اَنِّىْ نَسِيْتُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ بِكَ اِذَا اُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُوْبِكَ قَلُوْصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ فَقَالَ كَانَتْ هٰذِهِ هُزَيْلَةً مِنْ اَبِى الْقَاسِمِ قَالَ كَذَبْتَ يَاعَدُوَّ اللّٰهِ فَاَجْلَاهُمْ عُمَرُ وَاَعْطَاهُمْ قِيْمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ مَالاً وَاِبِلاً وَعُرُوْضًا مِنْ اَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذٰلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اُخْتَصَرَهُ۔

২৫৩০. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারবাসী আমার হাত-পা ভেঙে দেয়ার পর উমার (রা) বক্তৃতা দিতে উঠলেন এবং বললেন, রসূলুল্লাহ (স) খায়বারের ইহূদীদের সঙ্গে তাদের অর্থ-সম্পদ সম্বন্ধে একটি চুক্তি করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ যতদিন তোমাদেরকে রাখবেন, আমরাও ততদিন তোমাদেরকে রাখবো। আবদুল্লাহ ইবনে উমার সেখানে তার সম্পত্তি দেখাশুনা করতে গেলে তিনি আক্রান্ত হন এবং তাঁর হাত-পা ভেঙে ফেলা হয়। তিনি বলেন, সেখানে তারা ছাড়া আমাদের আর কোন শত্রু নেই। তারা আমাদের শত্রু এবং তাদের প্রতি আমাদের সন্দেহ হচ্ছে। আমি এখন তাদেরকে খায়বার হতে বের করে দিতে মনস্থ করেছি। উমার (রা) তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিলে আবু হাকীক গোত্রের এক লোক এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন ! আপনি আমাদেরকে উচ্ছেদ করবেন ? অথচ মুহাম্মাদ (স) আমাদেরকে এখানে অবস্থান করার শর্ত অনুমোদন করেছিলেন এবং তিনি আমাদের সাথে সম্পদ সম্বন্ধে একটি চুক্তি করেছিলেন। উমার (রা) জবাবে বলেন, তুমি কি মনে করছ, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সে কথা ভুলে গেছি। তিনি বলেছিলেন, তখন তোমাদের অবস্থা কি হবে, যখন তোমাদেরকে খায়বার হতে বের করে দেয়া হবে। তোমাদের উট তোমাদের জন্য রাতের পর রাত ঘুরে বেড়াবে। সে বলে, এটা তো আবুল কাসেম (স)-এর আমাদের প্রতি ঠাট্টাস্বরূপ উক্তি ছিল। উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহর দুশমন তুমি মিথ্যা কথা বলছ। উমার (রা) তাদেরকে খায়বার হতে উচ্ছেদ করে দেন এবং তাদের ফল-ফসলাদি, উট ও আসবাবপত্র যেমন আলমীরা, রশি ইত্যাদির মূল্য পরিশোধ করেন।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ কাফেরদের সঙ্গে জিহাদ ও সন্ধির শর্তাবলী এবং সেইসব শর্ত লিপিবদ্ধ করা।

٢٥٣١– عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيْثَ صَاحِبِهِ قَالاَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتّٰى كَانُوْا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ قَالَ النَّبِىُّ

ان خالد بن الوليد بالغميم فى خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فوالله ماشعر بهم خالد حتى اذاهم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش وسارالنبى ﷺ حتى اذا كان بالثنية التى يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل فالحت فقالوا خلات القصواء خلات القصواء فقال النبى ﷺ ماخلات القصواء وما ذالك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذى نفسى بيده لايسئلونى خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها ثم زجرها فوثبت قال فعدل عنهم حتى نزل باقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكى الى رسول الله ﷺ العطش فانتزع سهما من كنانته ثم امرهم ان يجعلوه فيه فوالله مازال يجيش لهم بالرى حتى صدروا عنه فبينما هم كذلك اذا جاء بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله ﷺ من اهل تهامة فقال انى تركت كعب بن لوى وعامر بن لوى نزلوا اعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله ﷺ انا لم نجئ لقتال احد ولكنا جئنا معتمرين وان قريشا قدنهكتهم الحرب واضرت بهم فان شاؤا ماددتهم مدة ويخلوا بينى وبين الناس فان اظهر فان شاؤا ان يدخلوافيما دخل فيه الناس فعلوا والا فقد جموا وان هم ابوا فوالذى نفسى بيده لاقاتلنهم على امرى هذا حتى تنفرد سالفتى ولينفذن الله امره فقال بديل سابلغهم ما تقول قال فانطلق حتى اتى قريشا قال انا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فان شئتم ان نعرضه عليكم فعلنا فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا ان تخبرنا عنه بشئ وقال ذوو الراى منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبى ﷺ

فقام عروة بن مسعود فقال اى قوم الستم بالوالد قالوا بلى قال او لست بالولد قالوا بلى قال فهل تتهمونى قالوا لا قال الستم تعلمون انى استنفرت اهل عكاظ فلما بلحوا على جئتكم باهلى وولدى ومن اطاعنى قالوا

بلى قال فان هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعونى اتيه قالوا ائته
فاتاه فجعل يكلم النبى ﷺ فقال النبى ﷺ نحوا من قوله لبديل فقال عروة
عند ذلك اى محمد ارايت ان استاصلت امر قومك هل سمعت باحد من العرب
اجتاح اهله قبلك وان تكن الاخرى فانى والله لارى وجوها وانى لارى اشوابا
من الناس خليقا ان يفروا ويدعوك فقال له ابو بكر امصص ببظر اللات انحن
نفر عنه وندعه فقال من ذا قالوا ابو بكر اما والذى نفسى بيده لو لا يد
كانت لك عندى لم اجزك بها لاجبتك قال وجعل يكلم النبى ﷺ فكلما تكلم
اخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على راس النبى ﷺ ومعه السيف وعليه
المغفر فكلما اهوى عروة بيده الى لحية النبى ﷺ ضرب يده بنعل السيف
وقال له اخر يدك عن لحية رسول الله ﷺ فرفع عروة راسه فقال من هذا
قالوا المغيرة بن شعبة فقال اى غدر الست اسعى فى غدرتك وكان المغيرة
صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم واخذ اموالهم ثم جاء فاسلم فقال النبى ﷺ
اما الاسلام فاقبل واما المال فلست منه فى شىء ثم ان عروة جعل يرمق
اصحاب النبى ﷺ بعينيه قال فوالله ماتنخم رسول الله ﷺ نخامة الا وقعت
فى كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا توضا
كادوا يقتتلون على وضوئه واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده ومايحدون اليه
النظر تعظيما له فرجع عروة الى اصحابه فقال اى قوم والله لقد وفدت على
الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشى والله ان رايت ملكا قط يعظمه
اصحابه ما يعظم اصحاب محمد ﷺ محمدا والله ان تنخم نخامة الا وقعت
فى كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا توضا
كادوا يقتتلون على وضوئه واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون اليه
النظر تعظيما له وانه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فقال رجل من
بنى كنانة دعونى اتيه فقالوا ائته فلما اشرف على النبى ﷺ واصحابه قال

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا فُلَانٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُوْنَ الْبُدْنَ فَابْعَثُوْهَا لَهٗ فَبُعِثَتْ لَهٗ وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّوْنَ فَلَمَّا رَاى ذٰلِكَ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا يَنْبَغِىْ لِهٰؤُلَاءِ اَنْ يُصَدُّوْا عَنِ الْبَيْتِ فَلَمَّا رَجَعَ اِلٰى اَصْحَابِهٖ قَالَ رَاَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَاُشْعِرَتْ فَمَا اَرٰى اَنْ يُصَدُّوْا عَنِ الْبَيْتِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهٗ مِكْرَزُبْنُ حَفْصٍ فَقَالَ دَعُوْنِىْ اٰتِيْهِ فَقَالُوْا اِئْتِهٖ فَلَمَّا اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ هٰذَا مِكْرَزٌ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِىَّ ﷺ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهٗ اِذَا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ مَعْمَرٌ فَاَخْبَرَنِىْ اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّهٗ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِىُّ فِىْ حَدِيْثِهٖ فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ: هَاتِ اُكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا فَدَعَا النَّبِىُّ ﷺ الْكَاتِبَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ سُهَيْلٌ : اَمَّا الرَّحْمٰنُ فَوَاللّٰهِ مَا اَدْرِىْ مَا هُوَ وَلٰكِنِ اُكْتُبْ بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ : وَاللّٰهِ لَا نَكْتُبُهَا اِلَّا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُكْتُبْ بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ ثُمَّ قَالَ هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سُهَيْلٌ : وَاللّٰهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ اِنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ وَلٰكِنِ اُكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِنْ كَذَّبْتُمُوْنِىْ اُكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَذٰلِكَ لِقَوْلِهٖ لَا يَسْاَلُوْنِىْ خُطَّةً يُعَظِّمُوْنَ فِيْهَا حُرُمَاتِ اللّٰهِ اِلَّا اَعْطَيْتُهُمْ اِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى اَنْ تُخَلُّوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوْفَ بِهٖ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللّٰهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ اَنَّا اُخِذْنَا ضُغْطَةً وَلٰكِنْ ذٰلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلٰى اَنَّهٗ لَا يَاْتِيْكَ مِنَّا رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ عَلٰى دِيْنِكَ اِلَّا رَدَدْتَهٗ اِلَيْنَا قَالَ الْمُسْلِمُوْنَ سُبْحَانَ اللّٰهِ كَيْفَ يُرَدُّ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ اِذْ دَخَلَ اَبُوْ جَنْدَلِ ابْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِىْ قُيُوْدِهٖ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ اَسْفَلِ مَكَّةَ حَتّٰى رَمٰى بِنَفْسِهٖ بَيْنَ اَظْهُرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ سُهَيْلٌ هٰذَا يَا مُحَمَّدُ اَوَّلُ مَا اُقَاضِيْكَ عَلَيْهِ اَنْ تَرُدَّهٗ اِلَىَّ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ قَالَ

فَوَاللّٰهِ اِذًا لَمْ اُصَالِحْكَ عَلٰى شَيْءٍ اَبَدًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَجِزْهُ لِيْ قَالَ مَا اَنَا بِمُجِيْزِهِ لَكَ قَالَ بَلٰى فَافْعَلْ قَالَ مَا اَنَا بِفَاعِلٍ قَالَ مِكْرَزٌ بَلْ قَدْ اَجَزْنَاهُ لَكَ قَالَ اَبُوْ جَنْدَلٍ اَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اُرَدُّ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا اَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيْتُ وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي اللّٰهِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاَتَيْتُ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اَلَسْتَ نَبِيَّ اللّٰهِ حَقًّا قَالَ بَلٰى قُلْتُ اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلٰى قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِيْ دِيْنِنَا اِذًا قَالَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَسْتُ اَعْصِيْهِ وَهُوَ نَاصِرِيْ قُلْتُ اَوَ لَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا اَنَّا سَنَاْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوْفُ بِهِ قَالَ بَلٰى فَاَخْبَرْتُكَ اَنَّا نَاْتِيْهِ الْعَامَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَاِنَّكَ اٰتِيْهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ قَالَ فَاَتَيْتُ اَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ يَا اَبَا بَكْرٍ اَلَيْسَ هٰذَا نَبِيَّ اللّٰهِ حَقًّا قَالَ بَلٰى قُلْتُ اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلٰى قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِيْ دِيْنِنَا اِذًا قَالَ اَيُّهَا الرَّجُلُ اِنَّهٗ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ يَعْصِيْ رَبَّهٗ وَهُوَ نَاصِرُهٗ فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهٖ فَوَاللّٰهِ اِنَّهٗ عَلَى الْحَقِّ قُلْتُ اَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا اَنَّا سَنَاْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوْفُ بِهِ قَالَ بَلٰى اَفَاَخْبَرَكَ اَنَّكَ تَاْتِيْهِ الْعَامَ قُلْتُ لَا قَالَ فَاِنَّكَ اٰتِيْهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُمَرُ فَعَمِلْتُ لِذٰلِكَ اَعْمَالًا قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لِاَصْحَابِهٖ قُوْمُوْا فَانْحَرُوْا ثُمَّ احْلِقُوْا قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتّٰى قَالَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ اَحَدٌ دَخَلَ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَتُحِبُّ ذٰلِكَ اُخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ اَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتّٰى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ اَحَدًا مِنْهُمْ حَتّٰى فَعَلَ ذٰلِكَ نَحَرَ بُدْنَهٗ وَدَعَا حَالِقَهٗ فَحَلَقَهٗ فَلَمَّا رَاَوْا ذٰلِكَ قَامُوْا فَنَحَرُوْا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتّٰى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا ثُمَّ جَاءَهٗ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ حَتّٰى بَلَغَ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَاَتَيْنِ كَانَتَا لَهٗ فِي الشِّرْكِ فَتَزَوَّجَ اِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِيْ سُفْيَانَ

وَالْاَخْرَى صَفْوَانُ بْنُ اُمَيَّةَ ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَجَاءَهُ اَبُوْ بَصِيْرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ فَاَرْسَلُوْا فِى طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوْا الْعَهْدَ الَّذِى جَعَلْتَ لَنَا فَدَفَعَهُ اِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتّٰى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَنَزَلُوْا يَاكُلُوْنَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ فَقَالَ اَبُوْ بَصِيْرٍ لِاَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللّٰهِ اِنِّى لَاَرٰى سَيْفَكَ هٰذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا فَاسْتَلَّهُ الْاٰخَرُ فَقَالَ رَجُلٌ وَاللّٰهِ اِنَّهُ لَجَيِّدٌ لَقَدْ جَرَبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ اَبُوْ بَصِيْرٍ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْهِ فَاَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتّٰى بَرَدَ وَفَرَّ الْاٰخَرُ حَتّٰى اَتَى الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُوْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ رَاٰهُ لَقَدْ رَاٰى هٰذَا ذُعْرًا فَلَمَّا انْتَهٰى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُتِلَ وَاللّٰهِ صَاحِبِى وَاِنِّى لَمَقْتُوْلٌ فَجَاءَ اَبِىْ بَصِيْرٍ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اَوْفَى اللّٰهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِىْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ اَنْجَانِى اللّٰهُ مِنْهُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَيْلُ اُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ اَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ عَرَفَ اَنَّهُ سَيَرُدُّهُ اِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتّٰى اَتٰى سِيْفَ الْبَحْرِ قَالَ وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ اَبُوْ جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِاَبِىْ بَصِيْرٍ فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ اَسْلَمَ اِلَّا لَحِقَ بِاَبِىْ بَصِيْرٍ حَتّٰى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ فَوَاللّٰهِ مَا يَسْمَعُوْنَ بِعِيْرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ اِلَى الشَّامِ اِلَّا اعْتَرَضُوْا لَهَا فَقَتَلُوْهُمْ وَاَخَذُوْا اَمْوَالَهُمْ فَاَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ تُنَاشِدُهُ بِاللّٰهِ وَالرَّحِمِ لَمَّا اَرْسَلَ فَمَنْ اَتَاهُ فَهُوَ اٰمِنٌ فَاَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَيْهِمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَهُوَ الَّذِى كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ حَتّٰى بَلَغَ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ اَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا اَنَّهُ نَبِيُّ اللّٰهِ وَلَمْ يُقِرُّوا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَحَالُوْا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ فَاَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ وَبَلَغَنَا اَنَّهُ لَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَنْ يَرُدُّوْا اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا اَنْفَقُوْا عَلٰى مَنْ هَاجَرَ مِنْ اَزْوَاجِهِمْ وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَنْ لَا يُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ اَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَاَتَيْنِ قَرِيْبَةَ بِنْتَ اَبِىْ اُمَيَّةَ وَابْنَةَ جَرْوَلٍ الْخُزَاعِيِّ فَتَزَوَّجَ قَرِيْبَةَ مُعَاوِيَةُ وَتَزَوَّجَ الْاُخْرٰى اَبُوْ جَهْمٍ فَلَمَّا اَبَى الْكُفَّارُ اَنْ يُقِرُّوا بِاَدَاءِ مَا اَنْفَقَ

الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاِنْ فَاتَكُم شَيْءٌ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ وَالْعَقَبُ مَايُوَدِّى الْمُسْلِمُوْنَ اِلٰى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَاَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ فَاَمَرَ اَنْ عُطِيَ مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَاانْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللاَّئِهَاجَرْنَ وَمَا نَعْلَمُ اَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ اِرْتَدَّتْ بَعْدَ اِيْمَانِهَا وَبَلَغَنَا اَنَّ اَبَا بَصِيْرِ بْنَ اَسِيْدِ الثَّقَفِيَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا فِي الْمُدَّةِ فَكَتَبَ الاَخْنَسُ بْنُ شَرِيْقٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْاَلُهُ اَبَا بَصِيْرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ـ

২৫৩১. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারোয়ান থেকে বর্ণিত। তাঁরা একে অপরের বর্ণনা যথার্থ বলেছেন। তাঁরা উভয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ (স) হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে সফরে রওনা হন এবং পথিমধ্যে একস্থানে উপস্থিত হয়ে বলেন, খালেদ ইবনে ওলীদ গামীম নামক স্থানে কুরাইশদের অশ্বারোহী বাহিনীসহ অবস্থান করছে। কাজেই তোমরা ডান দিকের পথে চলো। আল্লাহর কসম ! খালিদ মুসলমানদের উপস্থিতি টের পেল না যতক্ষণ না সে মুসলিম বাহিনীর পদধুলি উড়তে দেখল এবং তাদের নিকট একটি বিরাট সেনাবাহিনী এসে পৌছল। অতপর সে দ্রুত কুরাইশদেরকে সংবাদ দিতে চলে গেল এবং নবী (স) বরাবর অগ্রসর হতে থাকলেন। অবশেষে তাঁর উষ্ট্রী সানিয়্যায় পৌছে সেখানে বসে পড়ল, যেখান দিয়ে কেউ তাদের নিকট যেতে পারত। লোকেরা তাঁর উষ্ট্রীকে উঠাবার বহু চেষ্টা করল, কিন্তু সবই বৃথা। তারা বলতে লাগল, কাসওয়া অবাধ্য হয়ে গেছে (দুইবার)। নবী (স) বললেন, কাসওয়া অবাধ্য হয়নি এবং অবাধ্য হওয়া তাঁর স্বভাব নয়। তাকে তিনিই বসিয়েছেন, যিনি হাতীকে বসিয়েছিলেন। তারপর তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ ! কুরাইশরা যদি আল্লাহর সম্মানার্হ্য বিষয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তাহলে আমি অবশ্যই তাদের যে কোন দাবি মেনে নেবো।

তারপর তিনি কাসওয়াকে ভর্ৎসনা করলে, সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে চলতে লাগল। মহানবী (স) পথ পরিবর্তন করে অগ্রসর হলেন এবং হুদাইবিয়ার শেষ প্রান্তে একটি কূপের নিকট অবতরণ করেন। সেই কূপে অল্প পানি ছিল। লোকেরা তা হতে অল্প অল্প করে পানি নিচ্ছিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তার পানি নিঃশেষ করে ফেলল। তারা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পিপাসার অভিযোগ করল। এই কথা শুনে তিনি তাঁর তীরের থলের মধ্য থেকে একটি তীর বের করে লোকদেরকে এটি পানিতে নিক্ষেপের আদেশ দিলেন। আল্লাহর শপথ ! তীরটি পানিতে নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে পানি উপছে উঠল। এমনকি তারা সবাই তৃপ্তি সহকারে তা পান করল। এমন সময় বোদাইল ইবনে অরকা তার গোত্র খুযাআর কিছু লোকসহ উপস্থিত হলেন। তারা তিহামার অধিবাসী ও রসূলুল্লাহ (স)-এর শুভাকাঙ্খী ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা কা'ব ইবনে লুআই ও আমের ইবনে লুআইকে হুদাইবিয়ার গভীর ঝরণার নিকট দেখে এসেছি। তারা সেখানে অবস্থান করছে। তাদের সঙ্গে দুগ্ধবতী উষ্ট্রী ও সব রকমের আসবাবপত্র রয়েছে। তারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং আপনাকে কা'বা ঘরে প্রবেশে বাধা দিতে চায়। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি তো কারো

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসিনি। আমরা তো, উমরা করতে যাচ্ছি। অবশ্য যুদ্ধ কুরাইশদেরকে দুর্বল করে ফেলেছে এবং তারা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদি তারা চায় তাহলে আমি কিছুদিনের জন্য তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে পারি এবং এই সময়ে তারা আমাদের ও আরবের সাধারণ লোকদের মধ্যে (কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা থেকে) বিরত থাকবে। যদি আমি তাদের উপর বিজয়ী হই, তাহলে কুরাইশরা ইচ্ছা করলে অন্যদের মত আমার ধর্মে প্রবেশ করতে পারে। বিপরিত হলে তারা নিজেদেরকে যুদ্ধের জন্য অনন্ত শক্তিশালী পাবে। কিন্তু তারা যদি আমার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ ! আমি আল্লাহর রাহে শহীদ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকবো এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর মিশন সফল করবেন।

বোদাইল বলেন, আমি অবিলম্বে তাদেরকে আপনার কথা পৌঁছে দিচ্ছি। রাবী বলেন ঃ তিনি রওয়ানা হলেন এবং কুরাইশদের নিকট পৌঁছে বললেন, আমরা এই লোকটির (রসূল) নিকট হতে আপনাদের নিকট এসেছি এবং তাঁকে কিছু কথা বলতে শুনেছি। যদি আপনারা চান যে, আমরা তা আপনাদের সামনে প্রকাশ করি তাহলে আমরা তা বলতে পারি। এই কথা শুনে তাদের কতিপয় নির্বোধ লোক বলল, আমাদের তার কোন কথা শোনার দরকার নেই। কিন্তু তাদের মধ্যেকার বিজ্ঞ লোকেরা বলল, আপনি তাঁকে যা বলতে শুনেছেন তা বলুন। বোদাইল বললেন, তিনি এই এই কথা বলেছেন এবং নবী (স) যা যা বলেছেন, তার পুরো বর্ণনা দিলেন। এই কথা শুনে উরওয়াহ ইবনে মাসউদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হে লোকেরা, তোমরা কি সন্তান নও ? তারা বলল, হাঁ। সে আবার বলল, আমি কি বাপ নই ? তারা বলল, হাঁ। সে পুনরায় বলল, তোমরা কি আমাকে অবিশ্বাস করো ? তারা বলল, না। সে আবার বলল, তোমরা কি জান না, আমি উকাযবাসীদেরকে তোমাদের সাহায্যের জন্য ডেকেছিলাম। কিন্তু তারা আসতে অস্বীকার করলে, আমি আমার অনুগত ব্যক্তি, সন্তান ও আত্মীয়দেরকে (তোমাদের সাহায্যের জন্য) নিয়ে আসিনি? তারা বলল, হাঁ। সে পুনরায় বলল, এই লোকটি তোমাদের নিকট একটি যুক্তিসংগত প্রস্তাব রেখেছেন। তোমরা তা মেনে নাও এবং আমাকে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দাও। তারা বলল, তাঁর নিকট যান। তিনি নবী (স)-এর নিকট এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। নবী (স) তার সঙ্গে সেই কথা বললেন, যেমনটি বোদাইলের সঙ্গে বলেছিলেন। উরওয়াহ তখন বলেন, হে মুহাম্মাদ ! আপনার সম্প্রদায়ের মূলোৎপাটনে কি আপনার কিছু লাভ হবে ? আপনি কি ইতিপূর্বে কোন আরব কর্তৃক তার সম্প্রদায়কে সমূলে ধ্বংস করার কথা শুনেছেন ? যদি এর বিপরীত ঘটে তাহলে কি হবে ? আল্লাহর কসম ! আমি আপনার সঙ্গে কোন সম্ভ্রান্ত লোক দেখছি না, বরং বিভিন্ন গোত্রের লোক জড়ো হয়েছে যারা আপনাকে নিসংগ ফেলে রেখে পালিয়ে যাবে। এই কথা শুনে আবু বাকর (রা) তাকে বললেন, "যা, লাত দেবীর নিতম্ব (গুহ্যদ্বার) চাঁটগে"। আমরা কি তাঁকে ত্যাগ করে পালিয়ে যাব ? উরওয়াহ জিজ্ঞেস করল, ইনি কে ? লোকেরা বলল, আবু বাকর। উরওয়াহ বলল, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ ! যদি আপনি আমার কোন উপকার না করতেন এবং যে উপকারের প্রতিদান আমি এখনও দিতে পারিনি, তাহলে আমি নিশ্চয়ই আপনার কথার উত্তর দিতাম। সে আবার নবী (স)-এর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল এবং কথা বলার সময় তাঁর (রসূল) দাড়ি স্পর্শ করত। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) নবী (স)-এর মাথার নিকট দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর হাতে ছিল তরবারি এবং মাথায়

ছিল বর্ম। উরওয়াহ নবী (স)-এর দাড়ির দিকে হাত বাড়ালে, মুগীরা (রা) তরবারির বাট দ্বারা তার হাতে আঘাত করতেন এবং বলতেন রসূলুল্লাহ (স)-এর দাড়ি হতে হাত সরিয়ে নাও. উরওয়া মাথা তুলে জিজ্ঞেস করল. লোকটি কে ? তারা বলল. মুগীরা ইবনে শোবা। সে বলল, ওহে বিশ্বাসঘাতক, আমি কি তোমার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবো না ? মুগীরা (রা) জাহেলিয়াত যুগে কিছু লোকের সঙ্গে উঠা-বসা করতেন। একদিন তিনি সুযোগ মত তাদেরকে হত্যা করে তাদের টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেন তারপর এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী (স) বললেন. তোমার ইসলাম আমার নিকট গ্রহণযোগ্য. কিন্তু তোমার মালের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তারপর উরওয়াহ (রা) নবী (স)-এর সাহাবীদেরকে বাঁকা দৃষ্টিতে দেখতে থাকে।

রাবী বলেন. আল্লাহর শপথ ! রসূলুল্লাহ (স) কখনও থুথু ফেললে তা কোন না কোন সাহাবীর হাতে পড়ত এবং তা তাঁরা নিজের চেহারা ও শরীরে মর্দন করতেন। যখন তিনি কোন আদেশ করতেন. তারা সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করতেন এবং যখন তিনি উযু করতেন. তখন তাঁর উযুর অবশিষ্ট পানি নেয়ার জন্য তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যেতো এবং যখন তিনি কথা বলতেন. তখন তারা তাঁর সামনে নিজেদের স্বর উচ্চ করতেন না এবং তাঁর সম্মানার্থে তারা তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করতেন না।

উরওয়াহ (এই অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে) তার সঙ্গীদের নিকট ফিরে গেল এবং বলল. হে লোকেরা. আল্লাহর কসম ! আমি বাদশাহের দরবারে গিয়েছি। রোম সম্রাট. পারস্য সম্রাট ও আবিসিনিয়ার বাদশাহর দরবারে যাওয়ারও সুযোগ আমার হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর শপথ ! আমি কোন বাদশাহকে তার সভাসদ কর্তৃক এত সম্মান করতে দেখিনি. যেমনটি দেখেছি মুহাম্মাদ (স)-এর সাহাবীদেরকে তাঁর প্রতি সম্মান করতে। তিনি থুথু ফেললে তা তাঁর কোন না কোন সাহাবীর হাতে পড়ত এবং তিনি তা দ্বারা নিজের চেহারা ও শরীর মর্দন করেন। তিনি কোন আদেশ করলে, তা তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে পালন করেন। তিনি উযু করলে তাঁর উযুর অবশিষ্ট পানি নেয়ার জন্য তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যায়। তিনি কথা বললে তাঁরা নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে নেন। তাঁরা সম্মানার্থে তাঁর প্রতি তাকান না। নিসন্দেহে তিনি তোমাদের নিকট একটি যুক্তিসংগত প্রস্তাব পেশ করেছেন। তোমরা তা মেনে নাও। কেনানা গোত্রের এক লোক বলেন. তোমরা আমাকে তাঁর নিকট যাওয়ার অনুমতি দাও। তারা বলল. যান।

তিনি নবী (স) ও তাঁর সাহাবীদের নিকট উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ (স) বলেন. ইনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যার গোত্রের লোকেরা কোরবানীর পশুকে সম্মান করে থাকে। কাজেই তোমরা কোরবানীর পশু তার সামনে হাযির করো। তাঁরা তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় তার সামনে কোরবানীর পশু পেশ করলেন এবং তাকে সম্বর্ধনা জানালে তিনি বললেন. সুবহানাল্লাহ ! এমন সব ভাল লোকদেরকে কা'বা ঘর যিয়ারত হতে বঞ্চিত রাখা মোটেই শোভনীয় নয়। তিনি তার সঙ্গীদের নিকট ফিরে গিয়ে বললেন. আমি দেখে আসলাম. কোরবানীর পশুগুলোকে কোরবানীর জন্য পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। কাজেই আমার মতে তাদেরকে কা'বা ঘর যিয়ারত হতে বিরত রাখা বাঞ্ছনীয় নয়।

এই কথা শুনে তাদের মধ্য হতে মিকরায ইবনে হাফস নামে এক লোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল. আমাকে তাঁর নিকট যাওয়ার অনুমতি দাও। তারা বলল. যাও। সে মুসলমানদের

নিকট আসলে নবী (স) বলেন, এটা মিকরায। সে অসৎলোক। সে নবী (স)-এর সঙ্গে কথা বলছিল, এমন সময় সেখানে সুহাইল ইবনে আমর আসলেন। ইকরামা থেকে বর্ণিত। সুহাইল আসলে নবী (স) বলেন, এখন তোমাদের কাজ সহজ হয়ে গেছে (সুহাইল অর্থ সহজ)। সুহাইল এসে নবী (স)-কে বলল, আপনি আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র লেখার ব্যবস্থা করুন। নবী (স) লেখক ডাকলেন এবং বললেন, লেখ ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ! এই কথা শুনে সুহাইল ইবনে আমর বলল, রহমান ! আল্লাহর কসম ! রহমান কে আমি জানি না। বরং আপনি 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' লেখার আদেশ দিন। যেমন আপনি পূর্বে লিখতেন। কিন্তু মুসলমানরা বলেন, আল্লাহর কসম ! আমরা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'-ই লিখব। নবী (স) বলেন, ঠিক আছে, বিসমিকা আল্লাহুম্মাই লেখ। তারপর তিনি বললেন, (লেখ) ইহা আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (স)-এর পক্ষ হতে কৃত সন্ধিপত্র। একথা শুনে সুহাইল বলল, আল্লাহর কসম ! আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রসূল বলে মানতাম, তাহলে কখনও আপনাকে কা'বা ঘর যিয়ারত করতে বাধা দিতাম না এবং আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতাম না। বরং আপনি লেখার আদেশ দিন ঃ আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদের পক্ষ হতে। এই কথা শুনে নবী (স) বলেন, আল্লাহর কসম ! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রসূল। কিন্তু তোমরা যদি আমাকে অস্বীকার করো, তাহলে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ লেখ।

যুহরী বলেন, তিনি এ সকল শর্ত এজন্য মেনে নেন যে, তিনি বলেছিলেন, যদি তারা আল্লাহর সম্মানিত নিদর্শনগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তাহলে আমি তাদের প্রতিটি প্রস্তাব মেনে নেবো। তারপর নবী (স) লেখক (আলী)-কে বলেন, লেখ, হে মক্কার কাফেরবৃন্দ ! তোমরা আমাদের ও কা'বা ঘরের মধ্যে রাস্তা পরিষ্কার করে দাও, যাতে আমরা কা'বা ঘর তাওয়াফ করতে পারি। সুহাইল বলল, তাহলে আল্লাহর কসম ! আরববাসী বলবে, আমরা বাধ্য হয়ে এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছি। বরং আগামী বছর আমরা এই প্রস্তাব মানতে পারি। তিনি প্রস্তাব লিখেন। সুহাইল বলল, এটাও লেখা হোক, হে মুহাম্মাদ ! যদি আমাদের নিকট হতে আপনার নিকট কোন লোক আসে, তাকে অবশ্যই আমাদের নিকট ফেরত দিতে হবে। যদিও সে আপনার ধর্মে বিশ্বাসী হয়। এই প্রস্তাব শুনে মুসলমানরা বলেন, সুবহানাল্লাহ, কিভাবে তাকে মুশরিকদের নিকট ফেরত দেয়া হবে ? অথচ সে যে মুসলমান হিসেবে এখানে এসেছে ?

এমন সময় আবু জানদাল (রা) ইবনে সুহাইল ইবনে আমর পায়ে বেড়ী পরা অবস্থায় মক্কার নিম্নভূমি দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মুসলমানদের নিকট এসে উপস্থিত হলেন। সুহাইল বলল, হে মুহাম্মাদ ! আমাদের চুক্তিপত্র কার্যকরী করার উত্তম সময় উপস্থিত হয়েছে। আপনি তাকে আমার নিকট ফেরত দিন। নবী (স) বললেন, আমরা এখনও চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিনি। সুহাইল বলেন, তাহলে আল্লাহর কসম ! আমি আপনার সঙ্গে কখনও সন্ধি করবো না। নবী (স) বলেন, ঠিক আছে, তুমি কেবল এই লোকটিকে আমার নিকট থাকার অনুমতি দাও। সুহাইল বলল, আমি আপনাকে এরূপ অনুমতি দেবো না। তিনি বলেন, দাও। সুহাইল বলল, না। মিকরায বলে ঠিক আছে, আমরা তাকে আপনার নিকট ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলাম। আবু জানদাল বলেন, হে মুসলিমগণ ! আমাকে কি মুশরিকদের নিকট ফেরত দেয়া হবে, অথচ আমি মুসলমান হিসেবে এখানে এসেছি !

তোমরা কি দেখছ না, আমার কি অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রাস্তায় তাঁকে যথেষ্ট শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

উমর (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট এসে বললাম, আপনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন ? তিনি বলেন ঃ হাঁ, নিশ্চয়ই। আমি বললাম, আমরা কি ন্যায়পথে ও আমাদের শত্রুরা অন্যায় পথে নয় ? তিনি বলেন, নিশ্চয়ই। আমি বললাম, তাহলে আমরা ধর্মের ব্যাপারে কেন এত অপমান সহ্য করবো ? তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল। আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না এবং তিনিই আমার সাহায্যকারী। আমি বললাম, আপনি কি বলতেন না যে আমরা খুব শীঘ্রই কা'বা ঘর তাওয়াফ করবো ? তিনি বললেন, হাঁ। কিন্তু আমি কি তোমাকে এ বছরের কথা বলেছিলাম ? তিনি বললেন, আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি অবশ্যই কা'বা ঘরে যাবে এবং তা প্রদক্ষিণ করবে।

উমার (রা) বলেন, আমি আবু বাকরের নিকট গিয়ে বললাম, ইনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন ? তিনি বলেন, নিশ্চয়ই। আমি বললাম, আমরা কি ন্যায় পথে ও আমাদের শত্রুরা অন্যায় পথে নয় ? তিনি বলেন, নিশ্চয়ই। আমি বললাম, তাহলে কেন আমরা ধর্মের ব্যাপারে এত অপমান সহ্য করবো ? তিনি বলেন, হে উমার ! তিনি আল্লাহর রসূল এবং তিনি তাঁর প্রভুর অবাধ্য হতে পারেন না। তিনি অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবেন। কাজেই তুমি তাঁর বিরোধিতা করো না। আল্লাহর কসম ! তিনি ন্যায় পথে আছেন। আমি বললাম, তিনি কি বলতেন না, আমরা শীঘ্রই কা'বা ঘরে যাবো এবং তা প্রদক্ষিণ করবো ? তিনি বলেন, হাঁ। কিন্তু তিনি কি তোমাকে এ বছরই যাবার কথা বলেছিলেন ? আমি বললাম, না। তিনি বলেন, তুমি অবশ্যই সেখানে যাবে ও কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করবে।

যুহরী বলেন, উমার (রা) বললেন, আমি তাদেরকে যে অসংগত প্রশ্নগুলো করলাম তার প্রতিকার স্বরূপ অনেক ভালো কাজ করেছি। চুক্তিপত্র লেখা শেষ করে রসূলুল্লাহ (স) তাঁর সঙ্গীদেরকে বলেন, যাও, উঠ, পশু কোরবানী করো এবং মাথা কামাও। রাবী বলেন, আল্লাহর কসম ! তাঁর তিনবার এরূপ বলা সত্ত্বেও কেউ উঠল না। কাউকে উঠতে না দেখে তিনি উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁর নিকট ব্যাপারটি বর্ণনা করলেন। উম্মে সালামা (রা) বলেন, হে আল্লাহর নবী ! যদি আপনি চান, তাহলে কাউকে কিছু না বলে নিজে উঠে গিয়ে নিজের কোরবানীর পশু জবাই করুন এবং ক্ষৌরকার ডেকে নিজের মাথা কামিয়ে নিন। তদনুযায়ী তিনি বাইরে গিয়ে কাউকে কিছু না বলে এরূপ করলেন। তিনি কোরবানীর পশু জবাই করলেন এবং ক্ষৌরকার ডেকে মাথা কামিয়ে ফেললেন। এই অবস্থা দেখে লোকেরা উঠে গিয়ে কোরাবানীর পশু জবাই করে এবং নিজেদের মাথা কামায় এবং এই নিয়ে তাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। তারপর তাঁর নিকট কিছু সংখ্যক মুসলমান মহিলা আসলেন। এই সময় আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

"হে মুমিনগণ ! তোমাদের নিকট কোন মুসলমান নারী হিজরত করে আসলে তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও ---- তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল রেখ না।"-(সূরা মুমতাহানা ঃ ১০) পর্যন্ত। সে সময় উমার (রা) তাঁর দুই মুশরিক স্ত্রীকে তালাক দেন। এদের একজনকে মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এবং অন্যজনকে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া বিয়ে করেন।

তারপর নবী (স) মদীনায় ফিরে আসেন। অতপর আবু বাসীর নামে কুরাইশ বংশের একজন মুসলমান তাঁর নিকট আসেন। কুরাইশরা তার সন্ধানে দু'জন লোক পাঠায়। তারা বলে, আপনি আমাদের মধ্যে সম্পাদিত সন্ধির কথা স্মরণ করুন। তিনি তাকে লোক দু'টির নিকট সোপর্দ করেন। তারা তাকে নিয়ে বের হলো এবং যুলহুলাইফা নামক স্থানে পৌছে তারা খেজুর খেতে লাগল। আবু বাসীর (রা) তাদের একজনকে বললেন, হে অমুক, আল্লাহর কসম ! তোমার তরবারিটি বড়ই সুন্দর। সেই লোকটি নিজের কোষ হতে তরবারিটি বের করে বলল, হাঁ, আল্লাহর কসম ! এটি একটি সুন্দর তরবারি এবং আমি তা কয়েকবার পরীক্ষা করেছি। আবু বাসীর বললেন, আমাকে একটু দেখাও, আমি তা দেখি। সে তাকে তরবারীটি দেয় এবং আবু বাসীর তার দ্বারা লোকটিকে আঘাত করে হত্যা করে এবং অপরজন পালিয়ে মদীনায় আসে এবং দৌড়াতে দৌড়াতে মসজিদে ঢুকে পড়ে। রসূলুল্লাহ (স) তাকে দেখে বললেন, একে ভীত মনে হচ্ছে। সে নবী (স)-এর কাছে গিয়ে বলল, আল্লাহর কসম ! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমাকেও হত্যা করা হতো (যদি সুযোগ পেতো)।

এমন সময় সেখানে আবু বাসীর উপস্থিত হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর নবী ! এ বিষয়ে আপনার কোন দায়িত্ব নেই। আপনি আমাকে কাফেরদের নিকট ফেরত দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তাদের হাত হতে মুক্তি দিয়েছেন। এই কথা শুনে নবী (স) বললেন, তার মায়ের জন্য দুঃখ হয়। এখন তো যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে, যদি তার সমর্থক থাকত। এই কথা শুনে তিনি বুঝতে পারলেন, রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে পুনরায় কাফেরদের নিকট ফেরত দিবেন। তাই তিনি রওয়ানা হয়ে সমুদ্র তীরে চলে গেলেন। রাবী বলেন, এদিকে আবু জানদাল ইবনে সুহাইল তাদের নিকট হতে পালিয়ে এসে আবু বাসীরের সঙ্গে মিলিত হন এবং কুরাইশদের নিকট হতে কোন মুসলমান পালিয়ে আসতে সক্ষম হলে তিনিও আবু বাসীরের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। অবশেষে তাদের একটি দল তৈরী হয়। আল্লাহর কসম ! যখন তারা শুনতো যে, সিরিয়ার দিকে কুরাইশদের কোন কাফেলা যাচ্ছে, তখন তারা তাদের উপর আক্রমণ করার অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে থাকতেন এবং সুযোগ মত তাদেরকে হত্যা করে তাদের পণ্যদ্রব্য কেড়ে নিতেন।

অবস্থা বেগতিক দেখে কুরাইশরা নবী (স)-এর নিকট আল্লাহর শপথ ও আত্মীয়তার শপথ দিয়ে কিছু সংখ্যক লোক পাঠাল যে, তিনি যেন আবু বাসীর ও তার লোকজনকে লুটতরাজ হতে বিরত রাখেন এবং তাঁর নিকট কোন মুসলমান গেলে আর তাকে ফেরত দিতে হবে না।

অতএব নবী (স) তাদের ডেকে পাঠান এবং আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "তিনি সেই মহান সত্তা যিনি মক্কা উপত্যকায় কাফেরদেরকে তোমাদের হাত হতে এবং তোমাদেরকে কাফেরদের হাত হতে বিরত রেখেছেন তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর----এবং তিনি জাহিলী যুগের অহমিকা।"-(সূরা ফাতহ ঃ ২৪-২৬) পর্যন্ত আয়াত পাঠ করেন। তাদের "জাহেলী যুগের অহমিকা" হলো ঃ তারা 'মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহর নবী' হিসেবে এবং 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' শব্দটি গ্রহণ করেনি এবং তারা মুসলমান ও কা'বা ঘরের মধ্যে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) মুসলমান মেয়েদেরকে পরীক্ষা করে নিতেন এবং

আমরা অবগত হয়েছি, আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ "মুসলমানরা যেন মুশরিক স্বামীদের পাওনা যা তারা নিজেদের হিজরতকারী মুসলিম স্ত্রীদের জন্য ব্যয় করেছে, তা ফেরত দেয়"; তিনি (রসূল) মুসলমানদেরকে কাফের স্ত্রীদের তালাক দেয়ার আদেশ দেন। এ আদেশ অনুযায়ী উমার (রা) তার দু'জন কাফের স্ত্রী কুরাইবা বিনতে আবু উমাইয়া ও জারওয়াল খুযাঈর কন্যাকে তালাক দেন। কুরাইবাকে মুয়াবিয়া এবং অন্যজনকে আবু জাহম বিয়ে করেন। কিন্তু কাফেররা মুসলমানদের খরচকৃত অর্থ আদায় করতে অস্বীকার করায়, আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "যদি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কাফেরদের নিকট চলে যায়, এবং তোমাদের সুযোগ আসে -----" (সূরা ফাতহ ঃ ১১)। প্রতিদানটি হলো, কাফেরদের স্ত্রী যদি হিজরত করে মুসলমানদের নিকট চলে আসে, তাহলে তাদের প্রাপ্ত দেনমোহর ও অন্যান্য টাকা পয়সা ঐ সকল মুসলমানরা পাবে, যাদের স্ত্রী তাদেরকে ত্যাগ করে কাফেরদের নিকট চলে গেছে। আমরা এমন কোন হিজরতকারী মুসলিম রমণীকে জানি না যে ঈমান আনার পর তা বর্জন করেছে। আমরা আরও অবগত হয়েছি যে, আবু বাসীর ইবনে উসাইদ আস-সাকাফী (রা) মুসলমান হিসেবে নবী (স)-এর নিকট সন্ধিকালে হিজরত করে আসলে আখনাস ইবনে শরীক নবী (স)-এর নিকট তাকে ফেরত চেয়ে পত্র লিখে।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ ঋণের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্ত ইবনে উমার (রা) ও আতা (র) বলেন, কেউ কোন জিনিস নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ধার দিলে তা বৈধ হবে।

٢٥٣٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً سَاَلَ بَعْضَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِيْنَارٍ فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَعَطَاءٌ اِذَا اَجَّلَهُ فِى الْقَرْضِ جَازَ -

২৫৩২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) একজন লোকের কথা উল্লেখ করে বললেন, সে জনৈক বনী ইসরাঈলের নিকট এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ধার চায়। সে তাকে তা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ধার দেয়। ইবনে উমার (রা) ও আতা (র) বলেন, ঋণের ব্যাপারে সময় নির্দিষ্ট করা জায়েয।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ চুক্তিবদ্ধ গোলাম ও আল্লাহর কিতাবের পরিপন্থী শর্তাবলী সম্পর্কে। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) চুক্তিবদ্ধ গোলাম সম্বন্ধে বলেছেন, তার ও মালিকের মধ্যে যে শর্তাবলী নির্ধারিত হয়েছে তা পালনীয়। ইবনে উমার অথবা উমার (রা) বলেছেন, আল্লাহর কিতাবের খেলাপ যে কোন শর্ত বাতিল, যদিও এরূপ একশ' শর্ত ধার্য করা হয়।

٢٥٣٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَتَتْهَا بَرِيْرَةُ تَسْاَلُهَا فِىْ كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ اِنْ شِئْتِ اَعْطَيْتُ اَهْلَكِ وَيَكُوْنُ الْوَلاَءُ لِىْ فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَتْهُ ذٰلِكَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِبْتَاعِيْهَا فَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ

فَقَالَ مَابَالُ اَقْوَامٍ يَشْتَرِطُوْنَ لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَيْسَ لَهٗ وَاِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ ـ

২৫৩৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা তার চুক্তির টাকা আদায়ের ব্যাপারে আমার নিকট সাহায্যের জন্য আসল। তিনি বললেন, যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমার মালিককে তার পাওনা দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু অভিভাবকত্বের হক আমার থাকবে। রসূলুল্লাহ (স) আসলে আমি তাঁর নিকট ব্যাপারটি বললাম। নবী (স) বললেন, তুমি তাকে কিনে আযাদ করে দাও। কেননা অভিভাবকত্ব আযাদকারীর হক। তারপর নবী (স) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবের বিরোধী ? যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের খেলাপ শর্ত আরোপ করবে সে তা পাবে না, যদিও সে একশ' শর্ত আরোপ করে।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ যে ধরনের শর্ত আরোপ করা বৈধ ঃ যে স্বীকারোক্তি থেকে রেহাই পাওয়া যায় এবং লোকদের মধ্যে সুপরিচিত শর্তাবলী। যখন কেউ বলে, অমুক লোক আমার নিকট দু' বা এক একশ' দিরহাম পাবে। ইবনে আওন ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। একজন লোক তার ইজারাদারকে বলল, তুমি তোমার সওয়ারী প্রস্তুত রেখো। আমি যদি অমুক অমুক দিন তোমার সঙ্গে না যাই, তাহলে তোমাকে একশ' দিরহাম দেবো। কিন্তু সে সেদিন গেল না। সুরাইহ (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজের উপর কোন শর্ত আরোপ করে, তাহলে তাকে তা পূরণ করতে হবে। আইয়ুব ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। এক লোক কিছু শস্য বিক্রি করল এবং ক্রেতাকে বলল, আমি যদি বুধবার তোমার নিকট না আসি তাহলে আমাদের বেচাকেনা রদ হয়ে যাবে। তারপর সে সেদিন আসল না। সুরাইহ বিক্রেতাকে বললেন, তুমি ওয়াদা ভংগ করেছ, এই বলে তিনি তার বিরুদ্ধে রায় দিলেন।

٢٥٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلاَّ وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

২৫৩৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহর নিরানব্বই অর্থাৎ এক কম একশ'টি নাম আছে। যে ব্যক্তি তা (ঈমানের সাথে) আয়ত্ব করবে (এবং তদনুযায়ী আমল করবে) সে বেহেশতে যাবে।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্‌ফের ব্যাপারে শর্ত আরোপ করা।

٢٥٣٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَصَابَ اَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ يَسْتَمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : اِنِّى اَصَبْتُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ اَنْفَسُ عِنْدِىْ مِنْهُ فَمَاتَامُرُبِهٖ قَالَ اِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقَ

بِهَا فِيْ الفُقَرَاءِ وَفِي القُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَابنِ السَّبِيلِ وَالضَّيفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَن وَلِيَهَا اَن يَاكُلَ مِنهَا بِالمَعرُوفِ وَيُطعِمَ غَيرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ اَبنِ سِيرِينَ فَقَالَ غَيرَ مُتَأثِّلٍ مَالا ـ

২৫৩৫. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) খায়বারে কিছু জমি পান। তিনি এই ব্যাপারে নবী (স)-এর নিকট পরামর্শের জন্য আসেন এবং বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি খায়বারে কিছু এমন সুন্দর জমি পেয়েছি, যেমন আমি ইতিপূর্বে কখনও পাইনি। আপনি এই ব্যাপারে আমাকে কি আদেশ দেন ? তিনি বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে তার মালিকানা সংরক্ষিত রেখে তা থেকে প্রাপ্ত উৎপাদন সাদকা করতে পারো। তিনি (ইবনে উমার) বলেন, উমার (রা) এই শর্তে সাদকা করেন ঃ তা বিক্রি করা যাবে না তা দান করা যাবে না এবং তা উত্তরাধিকারসূত্রে বন্টিত হবে না। তা থেকে প্রাপ্ত উৎপাদন ফকীরদের, আত্মীয়দের, দাস মুক্তির ব্যাপারে, আল্লাহর রাহে, মুসাফিরদের ও মেহমানদের ব্যাপারে খরচ করা হবে। হাঁ, মুতাওয়াল্লীর জন্য নিয়ম অনুসারে নিজের খাওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা থাকবে না, তবে তা থেকে সঞ্চয় করতে পারবে না। তারপর আমি অধস্তন রাবী ইবনে সীরীনের নিকট এই হাদীসটি বর্ণনা করলে, তিনি বলেন, আরও শর্ত রয়েছে। তাহলো মুতাওয়াল্লী সম্পদ সঞ্চয়ের মনোভাব রাখবে না।

অধ্যায়-৩১

كتاب والوصيايا

(ওসিয়াতের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ ওসিয়াত। মহানবী (স)-এর বাণী ঃ "যে কোন ব্যক্তির ওসিয়াত তার নিকট লিখিত অবস্থায় প্রস্তুত থাকা উচিত।" মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَنِ ج الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ج حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ○ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَاسَمِعَهُ فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে ন্যায়ানুগ প্রথামত তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের জন্য ওসিয়াত করার বিধান তোমাদের দেয়া হল। মুত্তাকীদের জন্য তা আবশ্যক। কেউ যদি তা শোনার পর কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করে, তাহলে এর গুনাহ পরিবর্তনকারীর উপর বর্তাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা। যে ব্যক্তি ওসিয়াতকারীর কাছ থেকে পক্ষপাতিত্বের বা অন্যায়ের আশংকা করে, অতপর সে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার উপর কোন গুনাহ বর্তাবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান'।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮০-১৮২)। 'জানফান' শব্দের অর্থ পক্ষপাতিত্ব। 'মুতাজানিফ' শব্দের অর্থ পক্ষপাতিত্বকারী।

٢٥٣٦ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاحَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصِي فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

২৫৩৬ আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে মুসলমানের নিকট ওসিয়াতের উপযোগী অর্থ-সম্পদ রয়েছে, ওসিয়াতনামা তার নিকট লিখিত অবস্থায় থাকা ব্যতীত তার জন্য দু'রাত অতিবাহিত করা জায়েয নয়।

٢٥٣٧ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ خَتَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ مَاتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَّلَا دِيْنَارًا وَّلَاعَبْدًا وَلَا اَمَةً وَلَا شَيْئًا اِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَاَرْضًا جَعَلَهَاصَدَقَةً -

২৫৩৭. রসূলুল্লাহ (স)-এর শ্যালক অর্থাৎ জুওয়াইরা বিনতে হারিস (রা)-এর সহোদর ভাই আমর ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) তাঁর মৃত্যুকালে

কোন রৌপ্য মুদ্রা, স্বর্ণ মুদ্রা, কোন দাস, কোন দাসী ও কোন দ্রব্যাদি রেখে যাননি, তাঁর একটি সাদা খচ্চর, অস্ত্র ও একখণ্ড জমি যা তিনি সাদকা করেছিলেন।

٢٥٣٨- عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَبِى أَوْفٰى هَلْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ أَوْصٰى فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصٰى بِكِتَابِ اللّٰهِ ـ

২৫৩৮. তালহা ইবনে মুসাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) কি (মৃত্যুকালে) ওসিয়াত করেছিলেন ? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে কিভাবে লোকদের উপর ওসিয়াত ফরয হলো অথবা তাদেরকে ওসিয়াতের আদেশ দেয়া হলো। তিনি বলেন, নবী (স) আল্লাহর কিতাবে অনুযায়ী ওসিয়াত করার নির্দেশ করেছিলেন।

٢٥٣٩- عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ ذَكَرُوْا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتٰى أَوْصٰى إِلَيْهِ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلٰى صَدْرِى أَوْ قَالَتْ حَجْرِى فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِىْ حَجْرِى فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَمَتٰى أَوْصٰى إِلَيْهِ ـ

২৫৩৯. আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। লোকেরা আয়েশা (রা)-এর নিকট আলোচনা করল যে, আলী (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর ওসী ছিলেন। তিনি বলেন, নবী (স) কখন তাঁকে ওসী নিয়োগ করলেন ? আমি তো তাঁকে (তাঁর ইন্তিকালের সময়) নিজের বুকে অথবা কোলে ঠেস দিয়ে রেখেছিলাম। তিনি পানির পাত্র চাইলেন এবং আমার কোলে ঝুঁকে পড়লেন। আমি বুঝতেই পারলাম না যে, তিনি মারা গেছেন। তিনি (রসূল) কখন তাঁকে (আলীকে) ওসি নিয়োগ করলেন ?

২-অনুচ্ছেদ ঃ ওয়ারিসদেরকে পরমুখাপেক্ষী রেখে যাওয়ার চেয়ে ধনী রেখে যাওয়া উত্তম।

٢٥٤٠- عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُنِىْ وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوْتَ بِالْأَرْضِ الَّتِىْ هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُوْصِىْ بِمَالِىْ كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ فِىْ أَيْدِيْهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِىْ تَرْفَعُهَا إِلٰى فِىْ امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللّٰهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّبِكَ آخَرُوْنَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ ـ

২৫৪০. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় অসুস্থ থাকাকালীন নবী (স) আমাকে দেখতে আসলেন। সা'দ (রা) এমন জায়গায় মৃত্যুবরণ করতে অপছন্দ করতেন, যেখান হতে তিনি হিজরত করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ ইবনে আফরার উপর রহম করুন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আমার সব অর্থ-সম্পদ ওসিয়াত করবো ? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, অর্ধেক ? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ ? তিনি বললেন, এক-তৃতীয়াংশ করা যায় তবে এক-তৃতীয়াংশও অনেক। তোমা কর্তৃক তোমার ওয়ারিসগণকে সহায়-সম্পদহীন ও পরমুখাপেক্ষী রেখে যাওয়ার চেয়ে ধনী রেখে যাওয়া উত্তম এবং তুমি সওয়াবের উদ্দেশ্যে যা খরচ করবে, তা সাদকা হিসেবে পরিগণিত হবে। এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে তুমি যে লোকমা তুলে দাও তাও সাদকার অন্তর্ভুক্ত। অতি শীঘ্র আল্লাহ তোমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। তোমার দ্বারা কিছু সংখ্যক লোক উপকৃত ও কিছু সংখ্যক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে সময় তার একটি মাত্র কন্যা সন্তান ছিল।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে ওসিয়াত করা। হাসান বসরী (র) বলেন, যিম্মীর (অমুসলিম নাগরিক) জন্য এক-তৃতীয়াংশের বেশী ওসিয়াত জায়েয নয়। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স)-কে আল্লাহর নাযিলকৃত হুকুম মুতাবেক বিচার করার আদেশ দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ

"এবং তুমি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানানুযায়ী তাদের বিচার নিষ্পত্তি কর।"
(সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৯)

٢٥٤١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ اِلَى الرُّبْعِ لِاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اَوْ كَبِيْرٌ -

২৫৪১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি লোকেরা ওসিয়াতের ব্যাপারে এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত নেমে আসতো, তাহলে খুব ভাল হতো। কেননা রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, এক-তৃতীয়াংশ এবং এক-তৃতীয়াংশও অনেক বেশী বা বড়।

٢٥٤٢- عَنْ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَنِى النَّبِىُّ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ لاَ يَرُدَّنِىْ عَلٰى عَقِبِىْ قَالَ لَعَلَّ اللّٰهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا قُلْتُ اُرِيْدُ اَنْ اُوْصِىَ وَاِنَّمَا لِىْ اِبْنَةٌ قُلْتُ اُوْصِىْ بِالنِّصْفِ قَالَ النِّصْفُ كَثِيْرٌ قُلْتُ فَالثُّلُثِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اَوْ كَبِيْرٌ قَالَ فَاَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ وَجَازَ ذٰلِكَ لَهُمْ -

২৫৪২. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী (স) আমাকে দেখতে আসেন। আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে পশ্চাতমুখী না করেন অর্থাৎ যেন

মক্কায় না মরি। তিনি বলেন, খুব সম্ভব আল্লাহ তোমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন এবং তোমার দ্বারা কিছু লোক উপকৃত হবে। আমি বললাম, আমি ওসিয়াত করতে চাই এবং আমার একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। আমি আরো বললাম, আমি কি অর্ধেক সম্পত্তি ওসিয়াত করতে পারি ? তিনি বলেন, অর্ধেক অনেক। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ ? তিনি বললেন, এক-তৃতীয়াংশ এবং এক-তৃতীয়াংশও অনেক বা বেশী। রাবী বলেন, লোকেরা এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করতে লাগল এবং তা তাদের জন্য জায়েয হয়ে গেল।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ ওসিয়াতকারীর ওসিয়াতকৃত ব্যক্তিকে বলা, তুমি আমার সন্তানের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং অসিয়াতকৃত ব্যক্তির (ওসী) জন্য যে ধরনের দাবি জায়েয।

٢٥٤٣- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلٰى اَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّى فَاقْبِضْهُ اِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ اَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ اِبْنُ اَخِىْ قَدْ كَانَ عَهِدَ اِلَىَّ فِيْهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ اَخِىْ وَابْنُ اَمَةِ اَبِى وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنُ اَخِىْ كَانَ عَهِدَ اِلَىَّ فِيْهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِىْ وَابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِىْ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَلَكَ يَاعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ اِحْتَجِبِى مِنْهُ لِمَا رَاٰى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَارَاهَا حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ-

২৫৪৩. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস তার ভাই সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে ওসিয়াত করেন যে, যামআর ক্রীতদাসীর গর্ভজাত ছেলেটি আমার ঔরষজাত। তাকে তুমি নিজের অধিকারে রাখবে। মক্কা বিজয়ের বছর সা'দ (রা) তাকে গ্রহণ করেন এবং বলেন, সে আমার ভাইয়ের ছেলে। তিনি আমাকে তাকে নেয়ার ওসিয়াত করে গেছেন। এই কথা শুনে আবদ ইবনে যামআ দাঁড়িয়ে বলেন, সে আমার ভাই ও আমার বাপের ক্রীতদাসীর ছেলে। সে তার বিছানায় জন্মেছে। তারা দু'জন রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলেন। সা'দ (রা) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! সে আমার ভাইয়ের ছেলে। আমার ভাই তার সম্বন্ধে আমাকে ওসিয়াত করে গেছেন। আবদ ইবনে যামআ বলেন, সে আমার ভাই ও আমার বাপের ক্রীতদাসীর ছেলে। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, হে আবদ ইবনে যামআ সে তোমারই প্রাপ্য। কেননা যার বিছানায় সন্তান জন্মেছে সে-ই তার অধিকারী এবং যেনাকারীর জন্য পাথর (নিক্ষেপে মৃত্যুদন্ড)। তারপর তিনি (স) সাওদা বিনতে যামআকে বলেন, তুমি এই ছেলেটি হতে পর্দা কর। কেননা তিনি (স) তার মধ্যে উতবার সাদৃশ্য দেখতে পান। সেই ছেলেটি আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়ার (মৃত্যুর) পূর্ব পর্যন্ত কখনও তাকে (সাওদা) দেখেনি।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি তার মাথা দ্বারা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করলে তা বৈধ গণ্য হবে।

٢٥٤٤- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَّ رَاسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيْلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ اَفُلاَنٌ اَوْ فُلاَنٌ حَتّٰى سُمِّىَ الْيَهُوْدِىُّ فَاَوْمَاَتْ بِرَأْسِهَا فَجِيْءَ بِهِ فَلَمْ يَزَلْ حَتّٰى اِعْتَرَفَ فَاَمَرَالنَّبِىُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ -

২৫৪৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইহূদী একটি মেয়ের মাথা দু'টি পাথরের মধ্যে রেখে থেতলে দেয়। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সঙ্গে কে এরূপ ব্যবহার করেছে ? অমুকে কি, অমুকে কি ? অবশেষে ইহূদীটির নাম নেয়া হলে সে মাথা দ্বারা ইঙ্গিত করে বলে, হাঁ। তাকে (ইহূদী) নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, সে দোষ স্বীকার করল। নবী (স) আদেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তার মাথা পাথর দিয়ে থেতলে দেয়া হলো।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ উত্তরাধিকারীর জন্য ওসিয়াত জায়েয নয়।

٢٥٤٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ مَآ اَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلاَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْاَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ -

২৫৪৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (পূর্বকালে) ধন-সম্পদ, মৃতের সন্তান-সন্তুতির জন্য এবং ওসিয়াত পিতা-মাতার জন্য নির্ধারিত ছিল। আল্লাহ তাআলা তার মধ্যে যতটুকু ইচ্ছা মানসূখ (বাতিল) করেন। তিনি ছেলের অংশ মেয়ের তুলনায় দ্বিগুণ করেন ; পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ ; স্ত্রীর জন্য (যদি সন্তান থাকে) এক-অষ্টমাংশ (সন্তান না থাকলে) এক-চতুর্থাংশ এবং স্বামীর জন্য (যদি সন্তান না থাকে) অর্ধেক, (সন্তান থাকলে) এক-চতুর্থাংশ নির্ধারণ করেন।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুর সময় দানখায়রাত (সাদকা) করা।

٢٥٤٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ حَرِيْصٌ تَامُلُ الْغِنٰى وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلاَ تُمْهِلْ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ -

২৫৪৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন লোক নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! উত্তম সাদকা কি ? তিনি বলেন, সুস্থ অবস্থায় সাদকা (দানখয়রাত) করা, যখন তোমার ধনী হওয়ার বাসনা ও গরীব হওয়ার আশংকা থাকবে এবং এত দেরী করো না যে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় এবং তুমি বলতে শুরু করো, এটা অমুকের, ওটা অমুকের। কেননা তখন তো সেটা অমুকের হয়ে গেছে।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا اَوْدَيْنٍ ـ "ঋণ আদায় ও ওসিয়াত কার্যকরী করার পর মৃতের সম্পত্তি ভাগ হবে।"(সূরা আন নিসা ঃ ১১) বর্ণিত আছে, শুরায়হ, উমার ইবনে আবদুল আযীয, তাউস, আতা ও ইবনে উয়াইনাহ্ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণের স্বীকারোক্তি জায়েয বলেছেন। হাসান বসরী বলেছেন, মানুষের দুনিয়ার শেষ দিনে ও আখেরাতের প্রথম দিনে (মৃত্যুর দিন) কৃত দান-খয়রাত সবচেয়ে বেশী যথার্থ হিসেবে পরিগণিত। ইবরাহীম ও হাকাম বলেছেন, যদি উত্তরাধিকারীকে (ঋণদাতা কর্তৃক) ঋণমুক্ত ঘোষণা করা হয়, তাহলে সে ঋণ মুক্ত হয়ে যাবে। রা'ফে ইবনে খাদীজ (রা) ওসিয়াত করেন যে, তার স্ত্রী ফাযারিয়ার সংসারের জিনিসপত্রে অপর কেউ তার অংশীদার হবে না। হাসান বসরী বলেন, কেউ যদি তার ক্রীতদাসকে মরার সময় বলে, আমি তোমাকে আযাদ করে দিলাম, তবে তা জায়েয। শা'বী বলেন, যদি কোন স্ত্রী তার মৃত্যুকালে বলে, আমার স্বামী আমার দেনমোহরের টাকা পরিশোধ করে দিয়েছেন এবং আমি তা গ্রহণ করেছি, তবে তার স্বীকারোক্তি জায়েয। কোন কোন লোক বলে, রোগগ্রস্ত ব্যক্তির (ঋণের) স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এতে উত্তরাধিকারীর মনে তার সম্বন্ধে কুধারণা সৃষ্টি হবে। তারপর তারা ইসতেহসান করে বলেছেন, রোগগ্রস্ত ব্যক্তির আমানত, বিদাআ ও মুদারাবা সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি জায়েয। নবী (স) বলেছেন, কুধারণা হতে বাঁচো। কেননা কুধারণা ডাহা মিথ্যার শামিল। মুসলমানদের অর্থ আত্মসাত করা জায়েয নয়। কেননা নবী (স) বলেছেন, মুনাফিকের নিদর্শন এই যে, তার নিকট কিছু আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে এবং আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُم اَن تُوَدُّو الاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا ـ

আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আমানত তার প্রকৃত মালিকের নিকট প্রত্যপর্ণ করতে।"(সূরা আন নিসা ঃ ৫৮)। তিনি এ বিষয়ে উত্তরাধিকারী এবং উত্তরাধিকারী নয় তা নির্দিষ্ট করেননি। এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٥٤٧- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ ـ

২৫৪৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি ঃ (১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে; (২) তার নিকট কিছু আমানত রাখা হলে তার খেয়ানত করে এবং (৩) সে প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করে।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا اَوْدَيْنٍ ـ "সে যা ওসিয়াত করে তা দেয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর।"-(নিসা ঃ ১১)-এর ব্যাখ্যা। কথিত আছে যে, নবী (স) ওসিয়াতের পূর্বে ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُم اَن تُوَدُّو الاِمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا

"আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আমানত তার যথার্থ মালিকের নিকট ফেরত দিতে।"–(সূরা আন নিসা : ৫৮) এর দ্বারা বুঝা যায়, নফল ওসিয়াতের পূর্বে আমানত আদায় করা জরুরী। নবী (স) বলেছেন, আর্থিক সচ্ছলতা বজায় রেখে দানখয়রাত করা উচিত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, ক্রীতদাস তার মালিকের অনুমতি ব্যতীত যেন ওসিয়াত না করে। নবী (স) বলেছেন, ক্রীতদাস তার মালিকের সম্পদের হেফাযতকারী।

٢٥٤٨- عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ قَالَ لِىْ يَاحَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِىْ يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا اَرْزَأُ اَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتّٰى اُفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدْعُوْ حَكِيْمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَاْبٰى اَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ اِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَيَاْبٰى اَنْ يَقْبَلَهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اِنِّىْ اَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِىْ قَسَمَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ هٰذَا الْفَيْءِ فَيَاْبٰى اَنْ يَاْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيْمٌ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ حَتّٰى تُوُفِّىَ -

২৫৪৮. হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি আমাকে তা দেন। তারপর আমি তাঁর নিকট আবার কিছু চাইলে তিনি আমাকে তা দেন। তারপর তিনি আমাকে বলেন, হে হাকীম ! এই সম্পদ মিষ্টি ঘাসের মত (লোভনীয়)। যে ব্যক্তি তা বিনা লোভে নেবে, তাতে বরকত হবে এবং যে ব্যক্তি তা লোভ করে নেবে, তাতে বরকত হবে না এবং সে ঐ ব্যক্তির মত যে খেয়েও পরিতৃপ্ত হয় না। আর উপরের হাত নীচের হাতের তুলনায় উত্তম। হাকীম (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন! আমি পৃথিবী ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত আপনি ব্যতীত আর কারো নিকট কিছু চাব না। আবু বাকর (রা) তাঁর খেলাফতকালে হাকীম (রা)-কে ডেকেছিলেন কিছু দেয়ার জন্য, কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করলেন। তারপর উমার (রা) তাঁর শাসনামলে তাকে কিছু দেয়ার জন্য ডাকেন। কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন। উমার (রা) বলেন, হে মুসলমানের দল! আমি হাকীমের নিকট আল্লাহ প্রদত্ত তার গনীমতের প্রাপ্য পেশ করছি। কিন্তু সে নিতে অস্বীকার করছে। হাকীম তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নবী (স) ছাড়া আর কারো নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করেননি।

٢٥٤٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَّمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْاِمَامُ رَاعٍ وَّمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِىْ اَهْلِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ

رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَّمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَّعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِىْ مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَّمَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ اَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِىْ مَالِ اَبِيْهِ ـ

২৫৪৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই রক্ষক (বা রাখাল) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্তদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। নেতা একজন রক্ষক। তাকে তার অধীনস্তদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের লোকজনদের রক্ষক। তাকে তার অধীনস্তদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের রক্ষক। তাকে তার অধীনস্তদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। খাদেম তার মালিকের সম্পদের রক্ষক। তাকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমার মনে হয় তিনি এও বলেছেন, ব্যক্তি তার বাপের সম্পদের রক্ষক।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওয়াক্‌ফ ও ওসিয়াত করা। আত্মীয় কে?

সাবেত (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) আবু তালহা (রা)-কে বলেন, তুমি এই বাগানটি তোমার গরীব আত্মীয়দেরকে দিয়ে দাও। তিনি বাগানটি হাস্‌সান (রা) ও উবাই ইবনে কা'বকে দিলেন। আনসারী বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি সুমামা থেকে তিনি আনাস (রা) থেকে সাবেতের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি (রসূল) আবু তালহা (রা)-কে বলেন, বাগানটি তোমার গরীব আত্মীয়দেরকে দিয়ে দাও। আনাস (রা) বলেন, তিনি হাস্‌সান ও উবাই ইবনে কা'ব (রা)-কে বাগানটি দিলেন এবং তাঁরা উভয়ে আমার চেয়ে তাঁর অধিক নিকটাত্মীয় ছিলেন। আবু তালহা (রা)-এর সঙ্গে হাস্‌সান ও উবাইর সম্পর্কটি হলো এরূপ ঃ আবু তালহার নাম যায়েদ ইবনে সাহল ইবনুল আসওয়াদ ইবনে হারাম ইবনে আমর ইবনে যায়েদ মানাত ইবনে আদী ইবনে আমর ইবনে মালেক ইবনুন নাজ্জার এবং হাস্‌সানের বংশ পরিচয় হলো ঃ হাস্‌সান ইবনুল সাবেত ইবনুল মুনযির ইবনে হারাম। তাঁরা তৃতীয় পুরুষ হারামে এসে মিলিত হন। যেমন হারাম ইবনে আমর ইবনে যায়েদ মানাত ইবনে আদী ইবনে আমর ইবনে মালেক ইবনুন নাজ্জার এবং হাস্‌সান তাঁর ষষ্ঠ পুরুষ আমর ইবনে মালেকের নিকট এসে আবু তালহা ও উবাইর সঙ্গে মিলিত হন এবং উবাইর বংশ পরিচয় হলো ঃ উবাই ইবনে কা'ব ইবনে কাইস ইবনে উবাইদ ইবনে যায়েদ ইবনে মুয়াবিআ ইবনে আমর ইবনে মালেক ইবনুন নাজ্জার। আমর ইবনে মালেক এসে হাস্‌সান, আবু তালহা ও উবাই সবাই মিলিত হন। কেউ কেউ বলেন, কোন ব্যক্তি নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসিয়াত করলে তা তাঁর মুসলমান বাপ-দাদার জন্যও প্রযোজ্য হবে।

٢٥٥٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِاَبِىْ طَلْحَةَ اَرَى اَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْاَقْرَبِيْنَ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِىْ عَمِّهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا نَزَلَتْ : وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ جَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يُنَادِىْ يَابَنِىْ

فِهْرٍ يَابَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ وَقَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ لَمَّا نَزَلَت : وَاَنذِر عَشِيرَتَك الاَقرَبِينَ قَالَ النَّبِيَّ ﷺ يَا مَعشَرَ قُرَيشٍ -

২৫৫০. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আবু তালহা (রা)-কে বলেন, আমি সুপারিশ করছি যে, তুমি তোমার বাগানটি আত্মীয়দেরকে দিয়ে দাও। আবু তালহা বলেন, আমি তাই করছি, হে আল্লাহর রসূল ! আবু তালহা বাগানটি তাঁর আত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কুরআনের আয়াত ঃ وَاَنذِر عَشِيرَتَكَ الاَقرَبِينَ "(হে মুহাম্মাদ) তোমার নিকটআত্মীয়দেরকে ভয় দেখাও।" (সূরা শুআরা ঃ ২১৪) অবতীর্ণ হলে নবী (স) কুরাইশ সম্প্রদায়ের বড় বড় উপ-গোত্রকে আহবান করে বলেন, ওহে বনু ফিহর, ওহে বনু আদী । আবু হুরাইরা (রা) বলেন, কুরআনের আয়াত ঃ وَاَنذِر عَشِيرَتَكَ الاَقرَبِينَ "(হে মুহাম্মাদ !) তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় দেখাও" অবতীর্ণ হলে নবী (স) বলেন, ওহে কুরাইশ সম্প্রদায়।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোক ও সন্তান আত্মীয়-স্বজনের অন্তর্ভুক্ত কি না (ওসিয়াতের ক্ষেত্রে) ?

٢٥٥١- عَن هُرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حِينَ اَنزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَاَنذِر عَشِيرَتَكَ الاَقرَبِينَ قَالَ يَا مَعشَرَ قُرَيش اَو كَلِمَةً نَحوَهَا اِشتَرُوا اَنفُسَكُم لاَ اُغنِي عَنكُم مِنَ اللّٰهِ شَيئًا يَا بَنِ عَبدِ مَنَافٍ لاَ اُغنِي عَنكُم مِنَ اللّٰهِ شَيئًا يَا عَبَّاسُ بنُ عَبدِ المُطَّلِبِ لاَ اُغنِي عَنكَ مِنَ اللّٰهِ شَيئًا وَيَاصَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللّٰهِ لاَ اُغنِي عَنكِ مِنَ اللّٰهِ شَيئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنتَ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِي مَا شِئتِ مِن مَالِي لاَ اُغنِي عَنكِ مِنَ اللّٰهِ شَيئًا -

২৫৫১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কুরআনের আয়াতঃ وَاَنذِر عَشِيرَتَكَ الاَقرَبِينَ "(হে মুহাম্মাদ !) তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের ভয় দেখাও" অবতীর্ণ হলে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায় ! কিংবা অনুরূপ কোন শব্দ, তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহর আযাব হতে বাঁচাও। আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য কিছু করতে পারব না। হে বনু আবদে মানাফ ! আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট কিছুই করতে পারব না। হে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ! আমি আপনার জন্য আল্লাহর নিকট কিছুই করতে পারব না। হে রসূলের ফুফু সফিয়্যা ! আমি আপনার জন্য আল্লাহর নিকট কিছুই করতে পারব না। হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ ! তুমি আমার মাল থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। কিন্তু আমি আল্লাহর নিকট তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্‌ফকারী কি তাঁর ওয়াক্‌ফ দ্বারা উপকৃত হতে পারে ? উমার (রা) তাঁর ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে শর্ত আরোপ করেছিলেন যে, মুতাওয়াল্লীর জন্য তা হতে কিছু খেতে বাধা নেই। ওয়াক্‌ফকারী বা অপর কেউ মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত হতে পারে। কোন ব্যক্তি নিজের কোরবানীর পশু কিংবা মানতের দ্বারা অপরের মত উপকৃত হতে পারে, কোনরূপ শর্ত আরোপ না করলেও।

٢٥٥٢- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ اَرْكَبْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ فِىْ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ اِرْكَبْهَا وَيْلَكَ اَوْ وَيْحَكَ -

২৫৫২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক ব্যক্তিকে কোরবানীর পশু তাড়িয়ে নিয়ে যেতে দেখে বললেন, এর উপর সওয়ার হও। সে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! এতো কোরবানীর পশু। তিনি তৃতীয়বার কিংবা চতুর্থবার বললেন, হে নির্বোধ ! তাঁর উপর সওয়ার হও।

٢٥٥٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ اِرْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ اِرْكَبْهَا وَيْلَكَ فِى الثَّانِيَةِ اَوْ فِى الثَّالِثَةِ -

২৫৫৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে কোরবানীর পশু তাড়িয়ে নিয়ে যেতে দেখে বললেন, তাঁর উপর সওয়ার হও। সে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! ইহা কোরবানীর পশু। তিনি দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়বার বললেন, ওহে নির্বোধ ! তাঁর উপর সওয়ার হও।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি ওয়াক্‌ফের ঘোষণা দিলে তা জায়েয, এমনকি তাও (প্রাপকের নিকট) হস্তান্তরের পূর্বে হলেও। কেননা উমার (রা) ওয়াক্‌ফ করার পর বলেন, মুতাওয়াল্লীর জন্য তা হতে খেতে বাধা নেই এবং তিনি স্বয়ং তাঁর মুতাওয়াল্লী হবেন না অন্যজন হবে তা ঠিক করেননি। নবী (স) আবু তালহা (রা)-কে বলেন, আমার পরামর্শ এই যে, বাগানটি তোমার আত্মীয়দেরকে দিয়ে দাও। তিনি বলেন, আমি তাই করব এবং তিনি তাঁর আত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে তা বন্টন করে দিলেন।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ যখন কেউ বলে ; আমার ঘরটি আল্লাহর জন্য সাদকা করলাম এবং ফকীর কিংবা অন্য কারো কথা উল্লেখ করল না, তাহলে তা জায়েয এবং তা সে আত্মীয়কে কিংবা যেখানে ইচ্ছা দান করবে। আবু তালহা (রা) বললেন, আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো, বিরে হাআর বাগানটি এবং আমি তা আল্লাহর রাহে সাদকা করলাম এবং নবী (স) তা জায়েয সাব্যস্ত করেন। কেউ কেউ বলেন, এরূপ ওয়াক্‌ফ জায়েয নয়, যতক্ষণ না কারো জন্য দান করা হলো তা নির্দিষ্ট করবে। কিন্তু প্রথম উক্তিই সর্বাধিক সহীহ।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ যখন কেউ বলল, আমার এই জমিটি কিংবা বাগানটি আমার মায়ের তরফ হতে সাদকা করলাম, তবে তা জায়েয। যদিও সে তা কারো জন্য নির্দিষ্ট না করে।

٢٥٥٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ اُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّي تُوُفِّيَتْ وَ اَنَا غَائِبٌ عَنْهَا اَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنِّي اُشْهِدُكَ اَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا ـ

২৫৫৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সাদ ইবনে উবাদা (রা)-র মা তাঁর অনুপস্থিতিতে মারা যান। তিনি বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে মারা যান। আমি যদি তাঁর পক্ষ হতে কিছু সাদকা করি তাহলে তাতে কি তাঁর উপকার হবে ? তিনি বলেন, হাঁ। সা'দ (রা) বলেন, তাহলে আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে আমার মিখরাফ নামক বাগানটি তাঁর পক্ষ হতে সাদকা করলাম।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি তার আংশিক সম্পদ কিংবা কতিপয় গোলাম অথবা কিছু জানোয়ার সাদকা বা ওয়াক্‌ফ করে তবে, তা জায়েয।

٢٥٥٥- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِي اَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَالِيْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَ اِلَى رَسُوْلِهِ ﷺ قَالَ اَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ فَاِنِّي اُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِيْ بِخَيْبَرَ ـ

২৫৫৫. কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার তওবা কবুলের শুকরিয়া হিসেবে আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নামে সাদকা করে দিতে চাই। তিনি বলেন, কিছু মাল নিজের জন্য রেখে দাও। এটা তোমার জন্য ভাল হবে। আমি বললাম, তাহলে আমার খায়বারের অংশটি নিজের জন্য রেখে দিলাম।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি দান করার জন্য তাঁর প্রতিনিধির নিকট কিছু দিল, তাঁরপর প্রতিনিধি সেটি তাকে ফেরত দিল। আনাস (রা) বলেন, কুরআনের আয়াত ঃ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْنَ مِمَّا تُحِبُّوْنَ **"তোমরা কল্যাণ পেতে পারো না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাহে খরচ করছ" অবতীর্ণ হলে আবু তালহা (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! প্রাচুর্যময় মহিমাময় আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলছেন ঃ** لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْنَ مِمَّا تُحِبُّوْنَ **"তোমরা কল্যাণ পেতে পারো না যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাহে খরচ করছ।" আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো বিরে হাআ-র বাগানটি। আনাস (রা) বলেন, তা এমন একটি বাগান ছিল, যেখানে রসূলুল্লাহ (স) গিয়ে তাঁর ছায়ায় বসতেন ও তাঁর কূপের পানি পান করতেন। আবু তালহা (রা) বলেন, এটা**

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য উৎসর্গীকৃত এবং আমি এর সওয়াব একমাত্র আখেরাতে চাই। হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী যেখানে মর্জি তা ব্যয় করুন। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, ধন্যবাদ। হে আবু তালহা, এটা তো লাভজনক মাল। আমি তোমার নিকট থেকে তা কবুল করলাম এবং তোমাকে তা ফেরত দিলাম। অতএব তুমি তা তোমার আত্মীয়দেরকে দান কর। আবু তালহা (রা) তা তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে সাদকা করলেন। আনাস (রা) বলেন, তাদের মধ্যে উবাই ও হাস্‌সান (রা)-ও ছিলেন। তিনি বলেন, হাস্‌সান (রা) তাঁর অংশ মুআবিয়া (রা)-এর নিকট বিক্রি করেন। তাঁকে বলা হল তুমি আবু তালহার সাদকাকৃত সম্পত্তি বিক্রি করছ ? তিনি জবাবে বলেন, আমি এক সা' খেজুর এক সা' দিরহামের বিনিময়ে কেন বিক্রি করবো না ? আনাস (রা) বলেন, বাগানটি মুয়াবিআ (রা)-এর তৈরীকৃত বনু জাদীলার প্রসাদের আঙ্গিনায় অবস্থিত ছিল।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِذَ حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُو الْقُرْبى وَالْيَتمى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ

"মীরাসের মাল বন্টনের সময়, আত্মীয়, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত, থাকলে তাদেরকেও তা হতে কিছু দিও।" (সূরা আন নিসা ঃ ৮)।

٢٥٥٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نُسِخَتْ وَلاَ وَاللهِ مَانُسِخَتْ وَلٰكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ هُمَا وَالِيَانِ وَالٍ يَرِثُ وَذَاكَ الَّذِى يَرْزُقُ وَوَالٍ لاَّ يَرِثُ فَذَاكَ الَّذِى يَقُوْلُ بِالْمَعْرُوْفِ يَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ اَنْ اُعْطِيَكَ -

২৫৫৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু লোকদের ধারণা, এই আয়াতটি মানসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহর কসম ! তা মানসূখ হয়নি। বরং লোকেরা তাঁর ওপর আমল করতে অবহেলা করছে। আত্মীয় দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর হলো উত্তরাধিকারী এবং এদেরকে (রিযিক) দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হলো, যারা উত্তরাধিকারী নয় এবং এদেরকে নরমভাবে বলতে হবে, তোমাদের কিছু দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ আকস্মিকভাবে মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সাদকা করা এবং মৃত ব্যক্তির তরফ হতে মানত আদায় করা মুস্তাহাব।

٢٥٥٧- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنَّ اُمِّى افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَاُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ اَفَاَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَم تَصَدَّق عَنْهَا -

২৫৫৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-কে বলল, আমার মা অকস্মাৎ মারা যান। আমার মনে হয় যদি তিনি কথা বলার সুযোগ পেতেন, তাহলে সাদকা দিতেন। আমি কি তাঁর পক্ষ হতে সাদকা দিতে পারি ? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তুমি তাঁর পক্ষ হতে দান-খয়রাত কর।

٢٥٥٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اِسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُمِّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ اَقْضِهِ عَنْهَا ـ

২৫৫৮. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ফতোয়া প্রার্থনা করে বলেন, আমার মা মানত রেখে মারা গেছেন। রসূল (স) বলেন, তুমি তাঁর পক্ষ হতে তা আদায় করে দাও।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্‌ফ, সাদকা এবং ওসিয়াতের অনুকূলে সাক্ষী রাখা।

٢٥٥٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اَخَا بَنِيْ سَاعِدَةَ تُوُفِّيَتْ اُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّيْ تُوُفِّيَتْ وَاَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنِّيْ اُشْهِدُكَ اَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا ـ

২৫৫৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বনু সাইদার সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ সা'দ (রা) ইবনে উবাদাহ (রা)-র মা তাঁর অনুপস্থিতিতে মারা যান। তিনি নবী (স)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে মারা গেছেন। আমি যদি তাঁর পক্ষ হতে সাদকা করি, তা কি তাঁর কোন উপকারে আসবে ? তিনি বলেন, হাঁ। সা'দ (রা) বলেন, তাহলে আপনি সাক্ষী থাকুন, আমার মাখরাফ বাগানটি তাঁর উদ্দেশ্যে সাদকা করলাম।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ص وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ ط اِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ ـ

"ইয়াতীমদেরকে তাদের অর্থসম্পদ দিয়ে দাও ; ভাল মালের সাথে খারাপ মাল বিনিময় করো না এবং তাদের সম্পদ নিজেদের সম্পদের সঙ্গে মিশিয়ে খেও না। নিশ্চয়ই তা গুনাহর কাজ। যদি তোমরা ইয়াতীমদের সম্বন্ধে ইনসাফ করতে ভয় পাও, তাহলে তোমরা নিজেদের পছন্দমত মেয়ে বিয়ে করো।"(সূরা আন নিসা ঃ ২-৩)

٢٥٦٠- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ سَاَلَ عَائِشَةَ وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ هِيَ الْيَتِيْمَةُ فِيْ حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِيْ جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيْدُ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِاَدْنٰى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا فَنُهُوْا عَنْ نِكَاحِهِنَّ اِلَّا اَنْ يُقْسِطُوْا لَهُنَّ فِيْ اِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَاُمِرُوْا بِنِكَاحِ مَنْ

سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اِسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ قَالَتْ فَبَيَّنَ اللّٰهُ فِيْ هٰذِهِ اَنَّ الْيَتِيْمَةَ اِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوْا فِيْ نِكَاحِهَا وَلَمْ يُلْحِقُوْهَا بِسُنَّتِهَا بِاِكْمَالِ الصَّدَاقِ فَاِذَا كَانَتْ مَرْغُوْبَةً عَنْهَا فِيْ قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوْهَا وَالْتَمَسُوْا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ فَكَمَا يَتْرُكُوْنَهَا حِيْنَ يَرْغَبُوْنَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَنْكِحُوْهَا اِذَا رَغِبُوْا فِيْهَا اِلاَّ اَنْ يُقْسِطُوْا لَهَا الْاَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ وَيُعْطُوْهَا حَقَّهَا ـ

২৫৬০. উরওয়াহ ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ "তোমরা যদি ইয়াতীমদের ব্যাপারে ইনসাফ করতে ভয় পাও, তাহলে তোমাদের পছন্দমত মেয়ে বিয়ে করো।"(সূরা নিসা ঃ ৩) আয়াতটির অর্থ কি ? আয়েশা (রা) বলেন, মাঝে মধ্যে অভিভাবক তাঁর অধীনস্ত সুন্দরী ও অর্থশালী ইয়াতীম মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে উপযুক্ত মোহরের চাইতে অল্প দেনমোহরের বিনিময় বিয়ে করতে চায়। তাকে ইনসাফ ভিত্তিক পূর্ণ দেনমোহর ব্যতীত বিয়ে করতে অভিভাবককে নিষেধ করা হয়েছে অন্যথায় তাদেরকে অন্য মেয়েদেরকে বিয়ে করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, তাঁরপর লোকেরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন। وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ "লোকেরা তোমার নিকট মেয়েদের সম্বন্ধে ফতোয়া চাচ্ছে। তুমি বলে দাও, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে ফতোয়া দিচ্ছেন।"(সূরা আন নিসা ঃ ১২৭)। আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন ঃ ইয়াতীম মেয়ে সুন্দরী ও অর্থশালী হলে, তাঁরা তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী হয় এবং তাঁর বংশ মর্যাদা অনুযায়ী পূর্ণ দেনমোহর প্রদান করে না। কিন্তু সে গরীব ও সুন্দরী না হলে, তাদের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে, তাঁরা অন্য মেয়ে তালাশ করে। আয়েশা (রা) বলেন, যেমন সে অনাকর্ষণীয় হওয়ার দরুন তাদেরকে ত্যাগ করে তেমনি আকর্ষণীয় হওয়ার দরুন তাদেরকে ইনসাফভিত্তিক পূর্ণ দেনমোহর ও অধিকার প্রদান করা ব্যতীত তাঁরা তাকে বিয়ে করতে পারবে না।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَابْتَلُوا الْيَتَامٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَاْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُوْا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَفْرُوْضًا ـ

"তোমরা ইয়াতীমদেরকে বিবাহযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত যাচাই কর এবং তাদের মধ্যে বুদ্ধির উন্মেষ হয়েছে বলে মনে করলে তাদের অর্থ-সম্পদ তাদেরকে ফেরত দাও। আর তাদের বড় হয়ে যাওয়ার ভয়ে তোমরা তাদের অর্থ-সম্পদ তাড়াতাড়ি অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেল না। ধনী ব্যক্তি (অভিভাবক) যেন ইয়াতীমের মাল খাওয়া হতে বিরত থাকে এবং গরীব (অভিভাবক) সংগত পরিমাণ খেতে পারবে। তাদের অর্থ-সম্পদ ফেরত দেয়ার সময় তোমরা সাক্ষী রাখবে। আল্লাহ হিসেব নেয়ার জন্য যথেষ্ট। পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের রেখে যাওয়া অর্থ-সম্পদে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা কম হোক কিংবা বেশী এক নির্ধারিত অংশ।"(সূরা আন নিসা ঃ ৬-৭)। حسيب (হাসীবান) শব্দের অর্থ যথেষ্ট।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমের সম্পত্তিতে ওসীর (তত্ত্বাবধায়কের) মেহনত করা ও মেহনত অনুযায়ী তা হতে গ্রহণ করা জায়েয।

٢٥٦١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَتَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمْغٌ وَكَانَ نَخْلاً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اسْتَفَدْتُ مَالاً وَهُوَ عِنْدِى نَفِيْسٌ فَأَرَدْتُ اَنْ اَتَصَدَّقَ بِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ وَلٰكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ فَصَدَقَتُهُ ذٰلِكَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَفِى الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَلاَ جُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهُ اَنْ يَّأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوْفِ اَوْ يُوْكِلَ صَدِيْقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ -

২৫৬১. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে নিজের কিছু সম্পত্তি সাদকা করেছিলেন, যা ছিল একটি খেজুর বাগান এবং যার নাম ছিল সামাগ। উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমি আমার মনপূত একটি সম্পত্তি পেয়েছি এবং আমি সেটি সাদকা করতে চাই। নবী (স) বললেন, তাঁর মূল অংশটি এমনভাবে সাদকা কর যেন তা বিক্রয় না করা যায়, দানও না করা যায় এবং উত্তরাধিকার সূত্রেও বন্টিত না হয়। বরং তাঁর ফল ব্যয় করা হবে। উমার (রা) সেটি সাদকা করেন। তিনি এভাবে সাদকা করেন ঃ তা আল্লাহর রাস্তায়, ক্রীতদাস মুক্তির ব্যাপারে, গরীব, মেহমান, মুসাফির ও আত্মীয়দের জন্য। আর মুতাওয়াল্লী তা থেকে ন্যায়ানুগভাবে এবং সঞ্চয়ের মনোভাব ব্যতীত গ্রহণ করার ব্যাপারে বা বন্ধুকে আপ্যায়নে কোন বাধা থাকবে না।

٢٥٦٢- عَنْ عَائِشَةَ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ قَالَتْ اُنْزِلَتْ فِىْ وَالِى الْيَتِيْمِ اَنْ يُّصِيْبَ مِنْ مَّالِهِ اِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوْفِ -

২৫৬২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ "যে অভাবমুক্ত সে যেন বিরত থাকে এবং যে অভাবী সে যেন সংগত পরিমাণ ভোগ করে।" (সূরা আন নিসা ঃ ৬) তিনি বলেন, এটা ইয়াতীমের অভিভাবক সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। যদি সে গরীব হয় তাহলে নিয়ম অনুযায়ী ইয়াতীমের সম্পত্তি হতে তাঁর অংশ মোতাবেক খেতে পারে।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

انَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ اَموَالَ الْيَتَامى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاكُلُونَ فِى بُطُونِهِم نَارًا وَسَيَصلَونَ سَعِيرًا ـ (نساء ـ ١٠)

"যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের ধন-সম্পদ গ্রাস করে, তাঁরা নিজেদের পেটে আগুনের খাদ্য ভরে। অতি শীঘ্র তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।"(সূরা আন নিসা ঃ ১০)

٢٥٦٣- عَن اَبِى هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَجتَنِبُوا المُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحرُ وَقَتلُ النَّفسِ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ الاَّ بِالحَقِّ وَاَكلُ الرِّبَا وَ اَكلُ مَالِ اليَتِيمِ وَالتَّوَلِّى يَومَ الزَّحفِ وَقَذفُ المُحصَنَاتِ المُؤمِنَاتِ الغَافِلاَتِ ـ

২৫৬৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে বিরত থাক। লোকেরা বলল, সেগুলো কি, হে আল্লাহর রসূল ! তিনি বললেন ঃ (১) আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, (২) যাদু করা, (৩) আল্লাহ যথার্থ কারণ ব্যতীত যাকে (মানুষকে) হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন তাকে হত্যা করা, (৪) সুদ খাওয়া, (৫) ইয়াতীমের মাল খাওয়া, (৬) যুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সতী-সাধ্বী মুসলিম রমণীর উপর ব্যভিচারের মিথ্যা দোষ আরোপ করা যে কখনও তা কল্পনাও করে না।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَيَسأَلُونَكَ عَنِ اليَتَامى قُل اِصلاَحٌ لَهُم خَيرٌ وَاِن تُخَالِطُوهُم فَاِخوَانُكُم وَاللّٰهُ يَعلَمُ المُفسِدَ مِنَ المُصلِحِ وَلَو شَاءَ اللّٰهُ لَاَعنَتَكُم اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ـ

"লোকেরা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। তুমি বল, তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম এবং তোমরা যদি তাদের সাথে একত্র থাক, তাহলে তাঁরা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ জানেন, কে সংশোধনকারী (হিতকামী) ও কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২২০) لاعنتكم **শব্দের অর্থ তিনি**

তোমাদেরকে কষ্ট ও সংকীর্ণতায় ফেলতে পারতেন এবং عنت শব্দের অর্থ ঝুঁকে পড়ল, দুর্বল হলো। কেউ ইবনে উমার (রা)-কে ওসী নিযুক্ত করতে চাইলে তিনি তা না মঞ্জুর করেননি। ইবনে সীরীন (র) ইয়াতীমদের অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে তাদের শুভাকাংখী ও অভিভাবকদেরকে সমবেত হয়ে কি ব্যবস্থা নিলে তাদের জন্য কল্যাণকর হবে সেই ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা খুব পছন্দ করতেন। তাউসকে ইয়াতীমদের কোন ব্যাপার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি কুরআনের এই আয়াত পাঠ করতেন ঃ والله يعلم المصلح من المفسر "আল্লাহ জানেন হিতকামী কে এবং কে অনিষ্টকারী।" আতা (র) বলেন, ইয়াতীম ছোট কিংবা বড় হোক, তাঁর প্রয়োজন মাফিক অভিভাবক (ইয়াতীমের) তাঁর অংশ হতে তাঁর জন্য ব্যয় করবে।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমদের থেকে সফরে ও আবাসে সেবা গ্রহণ করা যায় যদি তা তাঁর জন্য উপকারী হয়। মা ও সৎ পিতার ইয়াতীমদেরকে দেখাশুনা করা উচিত (যদিও তারা তার অভিভাবক নয়)।

٢٥٦٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ لَيْسَ لَهٗ خَادِمٌ فَاَخَذَ اَبُوْ طَلْحَةَ بِيَدِيْ فَانْطَلَقَ بِيْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ قَالَ فَخَدَمْتُهٗ فِى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَا قَالَ لِيْ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهٗ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا هٰكَذَا وَلَا لِشَيْءٍ لَّمْ اَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هٰذَا هٰكَذَا ـ

২৫৬৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) মদীনায় পৌঁছলেন এবং তাঁর কোন খাদেম ছিল না। আবু তালহা (রা) (আনাসের সৎ পিতা) আমার হাত ধরে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আনাস বুদ্ধিমান ছেলে। সে আপনার খেদমত করবে। অতএব আমি সফরে ও আবাসে তাঁর খেদমত করেছি। আমি কোন কাজ করলে তিনি (স) কখনও বলতেন না, কেন এটা এভাবে করেছ এবং কোন কাজ না করলে তিনি বলতেন না, এটা এভাবে কেন করনি ?

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ সীমা উল্লেখ না করে জমি ওয়াকফ করা জায়েয, তদ্রূপ দান-খয়রাতও।

٢٥٦٥- عَبدِ اللّٰهِ بنِ اَبِى طَلحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ اَبُو طَلحَةَ اَكثَرَ اَنصَارِيٍّ بِالمَدِينَةِ مَالاً مِن نَخلٍ اَحَبَّ مَالِه اِلَيهِ بِيرُحَاءَ مُستَقبِلَةَ المَسجِدِ وكَانَ النَّبِيَّ يَدخُلُهَا وَ يَشرَبُ مِن مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ اَنَس فَلَمَّا نَزَلَت : لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتّٰى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ قَامَ اَبُو طَلحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَقُولُ : لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتّٰى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَاِنَّ اَحَبَّ اَموَالِى اِلَىَّ بَيرُحَاءَ وَاِنَّمَا صَدَقَة لِلّٰه اَرجُو بِرَّهَا وَذُخرَهَا عِندَ اللّٰهِ فَضَعهَا حَيثُ اَرَاكَ

اللّٰهُ فَقَالَ بَخٍ ذٰلِكَ مَالٌ رَايِحٌ اَو رَابِحٌ شَكَّ ابنُ مَسلَمَةَ وَقَد سَمِعتُ مَا قُلتَ وَاِنِّي اَرٰى اَن تَجعَلَهَا فِي الاَقرَبِينَ قَالَ اَبُو طَلحَةَ اَفعَلُ ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَسَمَهَا اَبُو طَلحَةَ فِي اَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ ـ

২৫৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আবু তালহা (রা) মদীনার আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বাগানের মালিক ছিলেন। তাঁর সম্পদের মধ্যে মসজিদে নববীর সামনে অবস্থিত বিরেহাআ নামক বাগানটি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল। রসূলুল্লাহ (স) (মাঝে মাঝে) সেখানে গিয়ে তাঁর সুস্বাদু পানি পান করতেন। আনাস (রা) বলেন, "তোমরা কখনও কল্যাণ পেতে পার না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তু (আল্লাহর রাহে) খরচ করছ।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২) আয়াতটি অবতীর্ণ হলে আবু তালহা (রা) দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আল্লাহ পাক বলছেন ঃ لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتّٰى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ "তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২) সুতরাং আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো বিরেহাআ নামক বাগানটি। আমি তা আল্লাহর রাহে সাদকা করলাম। আমি এর সওয়াব ও প্রতিদান আল্লাহর নিকট কামনা করি। আপনি আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তা ব্যবহার করুন। তিনি বললেন, ধন্যবাদ। এটা লাভজনক বা অস্থায়ী সম্পদ এবং আমি (রসূল) তোমার কথা শুনেছি। আমার মতে তুমি এটা তোমার আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও। আবু তালহা (রা) বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি তাই করছি। অতএব আবু তালহা (রা) সেটি তাঁর আত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

٢٥٦٦ـ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُمَّهُ تُوُفِّيَت اَيَنفَعُهَا اِن تَصَدَّقتُ عَنهَا قَالَ نَعَم قَالَ فَاِنَّ لِي مِخرَافًا وَّاُشهِدُكَ اَنِّي قَد تَصَدَّقتُ عَنهَا ـ

২৫৬৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক লোক রসূলুল্লাহ (স)-কে বলল, আমার মা মারা গেছেন। যদি আমি তাঁর তরফ হতে সাদকা করি, তাহলে এতে তাঁর কোন উপকার হবে কি ? তিনি (স) বললেন, হাঁ। সে বলল, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আমার মিখরাফ নামক বাগানটি তাঁর জন্য দান করলাম।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ এক দল লোক সম্মিলিতভাবে তাদের অবিভক্ত (এজমালি) স (মুশা) ওয়াকফ করলে তা জায়েয।

عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَابَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِي بِحَائِطِكُمْ هٰذَا قَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللّٰهِ ـ

২৫৬৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) মসজিদ দিলেন এবং বললেন, হে বনু নাজ্জার ! আমাকে তোমাদের এই ব

দাও। তাঁরা বলল, না, আল্লাহর কসম! আমরা এর মূল্য একমাত্র আল্লাহর নিকট কামনা করি।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে ওয়াক্‌ফের দলীল লিখতে হবে ?

٢٥٦٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ اَرْضًا فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اَصَبْتُ اَرْضًا لَّمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ اَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِىْ بِهِ قَالَ اِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ اَنَّهُ لاَ يُبَاعُ اَصْلُهَا وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ فِى الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبٰى وَالرِّقَابِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَلاَ جُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ اَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ -

২৫৬৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার খায়বারে কিছু জমি পান। তিনি নবী (স)-এর নিকট এসে বললেন, আমি এমন কিছু সুন্দর জমি পেয়েছি, যা ইতিপূর্বে কখনও পাইনি। আপনি এ বিষয়ে আমাকে কি আদেশ করেন ? তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে মূল সম্পত্তি ঠিক রেখে তাঁর উৎপাদন সাদকা করতে পার। উমার (রা) এ শর্তে তা সাদকা করেন ঃ তাঁর মূল সম্পত্তি বেচা যাবে না, তা কাউকে দান করা যাবে না এবং তাতে উত্তরাধিকার বর্তাবে না। বরং তাঁর উৎপাদন গরীব, আত্মীয়, দাসমুক্তি, আল্লাহর রাহে, মেহমান ও মুসাফিরের জন্য ব্যয় করা হবে। মুতাওয়াল্লী তা থেকে ন্যায়-সংগত পরিমাণ গ্রহণ করতে পারবে এবং বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়াতে পারবে সঞ্চয়ের মনোভাব ব্যতীত।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ গরীব, ধনী ও মেহমানের জন্য (সম্পত্তির আয়) ওয়াক্‌ফ করা।

٢٥٦٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ وَجَدَ مَالاً بِخَيْبَرَ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ قَالَ اِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا فِى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَذِى الْقُرْبٰى وَالضَّيْفِ -

২৫৬৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) খায়বারে কিছু সম্পদ পান এবং নবী (স)-এর নিকট এসে সে বিষয়ে খবর দেন। তিনি (স) বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে সেটি সাদকা করতে পার। তিনি সেটি ফকীর, মিসকীন, আত্মীয় ও মেহমানের জন্য সাদকা করেন।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্‌ফ করা।

٢٥٧٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ اَمَرَ بِالْمَسْجِدِ

(وَبِنَاءِ الْمَسْجِدِ) وَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِيْ بِحَائِطِكُمْ هٰذَا قَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللّٰهِ ـ

২৫৭০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) মদীনায় পৌঁছে মসজিদ নির্মাণ করার আদেশ দিলেন। তিনি বললেন, হে বনু নাজ্জার ! তোমরা আমাকে এ বাগানটির মূল্য বলে দাও। তাঁরা বলল, না। আল্লাহর কসম ! আমরা এর মূল্য একমাত্র মহান আল্লাহর নিকট কামনা করি।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ জানোয়ার, ঘোড়া, আসবাবপত্র ও সোনারূপা ওয়াক্ফ করা। যুহরী (র) সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে বলেছেন, যে এক হাজার দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) আল্লাহর রাহে ওয়াক্ফ করে, সেটি তাঁর এক ব্যবসায়ী গোলামের নিকট এই শর্তে অর্পণ করল যে, সে তা দ্বারা ব্যবসা করে তাঁর লভ্যাংশ মিসকীন ও আত্মীয়দের মধ্যে সাদকা করবে। ওয়াক্ফকারীর জন্য কি সেই হাজার মুদ্রার লভ্যাংশ খাওয়া জায়েয হবে ? যদি সে তাঁর লভ্যাংশটি মিসকীনদের মধ্যে সাদকা না করে। যুহরী (র) বলেন, সেটা তাঁর জন্য খাওয়া জায়েয নয় (যে কোন অবস্থায়)।

٢٥٧١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَّهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَعْطَاهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا (فَحَمَلَعَلَيْهَا) رَجُلاً فَأُخْبِرَ عُمَرُ اَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيْعُهَا فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَبْتَاعَهَا فَقَالَ لاَ تَبْتَعْهَا وَلاَ تَرْجِعَنَّ فِيْ صَدَقَتِكَ ـ

২৫৭১. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) তাঁর একটি ঘোড়া এক লোককে সওয়ার হওয়ার জন্য আল্লাহর রাহে সাদকা করলেন, যা রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে সওয়ার হওয়ার জন্য দিয়েছিলেন। তাঁরপর তিনি (উমার) খবর পেলেন, লোকটি সেটাকে বিক্রি করছে। তিনি (উমার) রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি সেটা কিনতে পারি ? তিনি বললেন, সেটি ক্রয় করো না এবং তোমার সাদকা ফেরত নিও না।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্ফ সম্পত্তি হতে তত্ত্বাবধায়কের বেতন-ভাতা গ্রহণ।

٢٥٧٢ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِيْ دِيْنَارًا (وَلاَ دِرْهَمًا) مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِيْ وَمُؤْنَةِ عَامِلِيْ فَهُوَ صَدَقَةٌ ـ

২৫৭২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমার উত্তরাধিকার না স্বর্ণমুদ্রার আকারে আর না রৌপ্যমুদ্রার আকারে ভাগ হবে। আমি যা কিছু রেখে গেলাম তা আমার স্ত্রীদের খরচ ও কর্মচারীদের বেতনের পর সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।

٢٥٧٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِيْ وَقْفِهِ اَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ وَيُوْكِلَ صَدِيْقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً ـ

২৫৭৩. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) এই শর্তে ওয়াক্ফ করেন যে, মুতাওয়াল্লী তা হতে নিজে খেতে পারবে এবং বন্ধুবান্ধবকে খাওয়াতে পারবে, তবে সঞ্চয় করা যাবে না।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ এই শর্তে জমি কিংবা কূপ ওয়াক্ফ করল যে, অন্যান্য মুসলমানদের মত সেও তা হতে পানি নিতে পারবে। আনাস (রা) একটি ঘর ওয়াক্ফ করেন। তিনি কখনও সেখানে (মদীনায়) এলে সেই ঘরটিতে অবস্থান করতেন। যুবাইর (রা)-ও ঘর সাদকা করে তাঁর তালাকপ্রাপ্তা কন্যাদেরকে বলেছিলেন, তাঁরা এখানে থাকতে পারবে, কিন্তু ঘরের কোন ক্ষতি করবে না এবং তাদেরও কোন ক্ষতি করা হবে না। তবে তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর সেখানে থাকার অধিকার পাবে না। ইবনে উমার (রা) তাঁর পিতা উমার (রা)-এর নিকট হতে অংশ হিসেবে যে ঘরটি পেয়েছিলেন, সেটি তাঁর গরীব সন্তানদেরকে থাকার জন্য ওয়াক্ফ করেছিলেন। উসমান (রা) বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হলে তিনি ঘরের ছাদে উঠে বললেন, আমি একমাত্র নবী (স)-এর সাহাবীদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনারা কি জানেন না, রসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেন, যে ব্যক্তি রুমা নামক কূপটি (ক্রয় করে) খনন করবে, সে বেহেশতে যাবে এবং আমি তা (ক্রয় করে) খনন করেছিলাম ? আপনারা কি জানেন না, তিনি (স) বলেছিলেন ঃ যে ব্যক্তি তাবুকের সেনাবাহিনীর অস্ত্র ও রসদের যোগান দিবে সে বেহেশতে যাবে, আমি তাঁর যোগান দিয়েছিলাম। রাবী বলেন, সাহাবীরা তাঁর কথা সত্য বলে স্বীকার করেন। উমার (রা) তাঁর ওয়াক্ফ সম্পর্কে বলেছিলেন, মুতাওয়াল্লীর জন্য তা হতে খেতে কোন বাধা নেই। ওয়াক্ফকারী নিজে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত হওয়া বা অপরকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা বৈধ। উভয়টিই বৈধ।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ যদি ওয়াক্ফকারী বলে, আমরা এর মূল্য একমাত্র আল্লাহর নিকট কামনা করি, তবে তা জায়েয।

٢٥٧٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَابَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِى بِحَائِطِكُمْ قَالُوْا لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللهِ ـ

২৫৭৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, হে বনু নাজ্জার ! তোমাদের বাগানটির মূল্য আমাকে নির্ধারণ করে দাও। তাঁরা বলল, আমরা এর মূল্য একমাত্র আল্লাহর নিকট কামনা করি।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِى

بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ - فَاِنْ عُثِرَ عَلٰى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اِثْمًا فَاٰخَرَانِ يَقُوْمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ - ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَا اَوْ يَخَافُوْٓا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ -

(مائده ١٠٦-١٠٧)

"হে মুমিনগণ ! যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওসিয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী নিযুক্ত করবে। আর যদি প্রবাসে থাকাকালীন তোমাদের মরণ বিপদ উপস্থিত হয় তাহলে তোমাদের ভিন্ন অন্য (অমুসলিম) লোকদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী মনোনীত করবে। তোমাদের সন্দেহ হলে তাদের দু'জনকে নামাযের পর অপেক্ষমান রাখ, অতপর তাঁরা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, আমরা এর বিনিময় কোন মূল্য নেব না যদিও সে আত্মীয় হয় এবং আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করব না। যদি এরূপ করি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা গুনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত হব। পরে যদি প্রমাণ হয় যে, তারা অপরাধে লিপ্ত হয়েছে, তাহলে যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে তাদের মধ্য হতে নিকটতর দু'জন তাদের স্থলবর্তী হবে। তাঁরা আল্লাহর কসম খেয়ে বলবে, আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের তুলনায় বেশী সত্য এবং আমরা কোনরূপ বাড়াবাড়ি করিনি, করলে নিশ্চয়ই আমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হব। এই পন্থায় আশা করা যায় যে, লোকেরা ঠিকভাবে সাক্ষ্য প্রদান করবে। অথবা কমপক্ষে তাঁরা ভয় করবে যে, তাদের কসম খাওয়ার পর অপর কোন কসম দ্বারা তাদের প্রতিবাদ করা না হয়। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং শ্রবণ কর ; আল্লাহ নাফরমান লোকদেরকে সৎ পথ দেখান না।"

(সূরা আল মায়েদা ঃ ১০৬-১০৮)।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তামীমুদদারী ও আদী ইবনে বাদ্দাআ (রা)-এর সঙ্গে সাহম গোত্রের একব্যক্তি বাইরে (সফরে) যায়। সাহমী গোত্রের সেই লোকটি এমন এক জায়গায় মারা যায় যেখানে কোন মুসলমান ছিল না। তাঁরা দু'জন তাঁর রেখে যাওয়া বিষয় ও জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ী ফিরে আসলে মৃতের আত্মীয়রা তাঁর মধ্যে একটি স্বর্ণখচিত রূপার পেয়ালা দেখতে পেল না। রসূলুল্লাহ (স) তাঁদের দু'জনকে শপথ করালেন। তাঁরপর (লোকের নিকট) পাত্রটি মক্কায় দেখা গেল। তাঁরা বলল আমরা এটা তামীম ও আদীর নিকট হতে কিনে নিয়েছি। এরপর মৃতের আত্মীয়দের মধ্য হতে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে যায় এবং কসম খেয়ে বলে, আমাদের সাক্ষ এ দু'জনের সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিক গ্রহণীয় এবং পাত্রটি মৃতের আত্মীয়ের। রাবী বলেন, তাদের সম্বন্ধে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ (مائده ١٠٦)

"হে মুমিনগণ, তোমাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে ওসিয়াত করার সময় তোমরা নিজেদের মধ্য হতে সাক্ষী নিযুক্ত করিও।" (সূরা আল মায়েদা ঃ ১০৬)

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ অপরাপর ওয়ারিসের অনুপস্থিতিতে কোন ওয়ারিস কর্তৃক মৃতের ঋণ পরিশোধ বৈধ।

٢٥٧٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ اَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا فَلَمَّاحَضَرَ جِدَادُ (حَضَرَه جِذَاذُ) النَّخْلِ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْتَ اَنَّ وَالِدِى اسْتُشْهِدَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا كَثِيْرًا وَّاِنِّى اُحِبُّ اَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ قَالَ اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلٰى نَاحِيَتِهِ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُ فَلَمَّا نَظَرُوْا اِلَيْهِ اُغْرُوْا بِىْ تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَاى مَا يَصْنَعُوْنَ اَطَافَ حَوْلَ اَعْظَمِهَا بَيْدَارًا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ اَصْحَابَكَ فَمَازَالَ يَكِيْلُ لَهُمْ حَتّٰى اَدَّى اللّٰهُ اَمَانَةَ وَالِدِىْ وَاَنَا وَاللّٰهِ رَاضٍ اَنْ يُؤَدِّىَ اللّٰهُ اَمَانَةَ وَالِدِىْ وَلاَ اَرْجِعَ اِلٰى اَخَوَاتِىْ بِتَمْرَةٍ فَسَلِمَ وَاللّٰهِ الْبَيَادِرُ كُلُّهَا حَتّٰى اَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِىْ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَاَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اَغْرُوْا بِىْ يَعْنِىْ هِيْجُوْا بِىْ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ .

২৫৭৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন এবং তিনি ছ'টি কন্যা সন্তান রেখে যান, তাঁর উপর তাঁর ঋণও ছিল। খেজুর পাড়ার সময় আসলে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলাম এবং বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি জানেন, আমার পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং তাঁর অনেক ঋণ রয়েছে। আমার ইচ্ছা আপনি আমার সঙ্গে গেলে আপনাকে দেখে তাঁর পাওনাদার হয়ত কিছু ঋণ ছেড়ে দেবে। তিনি বলেন, তুমি গিয়ে সবরকমের খেজুর পেড়ে পৃথক পৃথক স্তুপ কর। আমি তা জড় করার পর তাঁকে ডাকালাম। লোকেরা তাঁকে দেখে আমাকে আরও কড়া তাগাদা দিতে শুরু করল। তিনি তাদেরকে এরূপ করতে দেখে বড় স্তুপটির চারদিকে তিন বার চক্কর দিলেন, তাঁরপর সেটার উপর বসলেন এবং বললেন, তোমার পাওনাদারদেরকে ডাক। তিনি মেপে মেপে তাদের পাওনা আদায় করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ আমার পিতার সমস্ত ঋণ শোধ করে দেন। আল্লাহর শপথ ! আল্লাহ আমার পিতার সমস্ত ঋণ শোধ করার ব্যবস্থা করে দিলে এবং আমার বোনদের নিকট একটি খেজুরও নিয়ে ফিরতে না পারতাম, তবুও আমি আনন্দিত হতাম। কিন্তু আল্লাহর কসম ! সমস্ত স্তুপ অবশিষ্ট রয়ে গেল। আমি বিশেষভাবে সেই স্তুপটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম, যেটার উপর রসূলুল্লাহ (স) বসেছিলেন। মনে হচ্ছিল তা হতে একটিও খেজুর কম হয়নি। ইমাম বুখারী বলেন, اغروا بي ("আগরুবি") শব্দের অর্থ উদ্বেলিত করল। যেমন فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء "আমি তাদের মধ্যে শত্রুতা ও প্রতিহিংসার মনোভাব উদ্বেলিত করলাম।"(সূরা আল মায়েদা ঃ ১৪) বাক্যে উদ্বেলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অধ্যায়—৩২

كتاب الجهاد

(জিহাদের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদ ও যুদ্ধাভিযানের (সারিয়্যা) ফযীলাত। আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ـ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ اِلٰى قَوْلِهٖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ – (التوبة – ١١١)

"জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহ্ মুমিনদের প্রাণ ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করতে গিয়ে হত্যা করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে এই সম্পর্কে তাদের জন্য দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আল্লাহর চাইতে বড় ওয়াদা পালনকারী আর কে হতে পারে ? অতএব (হে ঈমানদারগণ) তোমরা যে সওদা করেছ তাঁর সুসংবাদ গ্রহণ কর। এটাই হলো বড় সফলতা .... এবং ঈমানদারদেরকে সুসংবাদ দাও।"(সূরা আত তাওবা ঃ ১১১-১১২)

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হুদূদ (আল্লাহর নির্ধারিত সীমা) হচ্ছে "আনুগত্য"।

٢٥٧٦– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلٰى مِيْقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَسَكَتُّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهٗ لَزَادَنِىْ ـ

২৫৭৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম এবং বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! কোন্ কাজটি সবচাইতে ভাল ? তিনি (স) বলেন, নামায তাঁর নির্ধারিত সময়ে আদায় করা। আমি বললাম, তাঁরপর কোন্ কাজটি ভাল ? তিনি বলেন, পিতা-মাতার সেবা করা। আমি আবারও বললাম, এরপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। অতপর রসূলুল্লাহ (স)-কে আর কোন কথা জিজ্ঞেস না করে আমি চুপ করে থাকলাম। যদি আমি প্রশ্ন আরও বাড়াতাম তবে তিনি তাঁরও জবাব দিতেন।

٢٥٧٧–عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا ـ

২৫৭৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, (মক্কা) বিজয়ের পর (মক্কা থেকে মদীনায়) হিজরত নেই। এরপরে যা অব্যাহত আছে, তাহলো জিহাদ ও নিয়াত। যদি জিহাদের জন্য তোমাদেরকে আহবান করা হয়, তবে সাড়া দিও।

٢٥٧٨- عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُرَى الْجِهَادَ اَفْضَلَ الْعَمَلِ اَفَلاَ نُجَاهِدُ قَالَ لٰكِنَّ (لَكُنَّ) اَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ -

২৫৭৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা লক্ষ্য করছি জিহাদই সর্বোৎকৃষ্ট আমল, অতএব আমরা কি জিহাদে অংশগ্রহণ করব না ? রসূলুল্লাহ (স) বললেন, না ; বরং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হজ্জই (তোমাদের জন্য) উত্তম জিহাদ।

٢٥٧٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ لاَ اَجِدُهُ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيْعُ اِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ اَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُوْمَ وَلاَ تَفْتُرَ وَتَصُوْمَ وَلاَ تُفْطِرَ قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِىْ طِوَلِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ -

২৫৭৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বলল, আমাকে এমন কোন কাজ বলে দিন যা জিহাদের সমকক্ষ। তিনি জবাব দিলেন, না, এমন কোন কাজ নেই, যা জিহাদের সমকক্ষ হতে পারে। তবে হাঁ, মুজাহিদ দল যখন রওয়ানা হয়ে যাবে, তখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করে নামাযে দাঁড়িয়ে যাও ; অবিরাম নামায আদায় করতে থাকো, ক্লান্তি বোধ করো না এবং ক্রমাগত রোযা রাখো, বিরতি দিও না। (এ কথা শুনে) লোকটি বললো, কে তা করতে সক্ষম ? আবু হুরাইরা (রা) বলেন, মুজাহিদের ঘোড়া যখন রশিতে বাঁধা অবস্থায় ঘাস খেতে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে, তখনও তাঁর জন্য নেকী বা কল্যাণ লিপিবদ্ধ হয়।

২-অনুচ্ছেদ ঃ মানবজাতির মধ্যে সেই মুমিন সর্বোত্তম, যে তার প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ۝ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۝ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ - (الصف - ١٠)

"হে ঈমানদারগণ ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা ব্যবসায়ের সন্ধান ব[illegible] যা তোমাদেরকে দোযখের কষ্টকর শাস্তি থেকে মুক্তি দান করবে ? তোমরা আল্লাহ ও

তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো, আর আল্লাহর পথে প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে জিহাদ কর ----- এটাই বড় রকমের সফলতা –(সূরা আস সফ ঃ ১০-১২)।"

٢٥٨٠- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالُوْا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِىْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِى اللّٰهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ ـ

২৫৮০. আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল ঃ হে আল্লাহর রসূল ! সবচেয়ে ভাল মানুষ কে ? রসূলুল্লাহ (স) বললেন, যে মুমিন আল্লাহর পথে তাঁর জীবন ও সম্পদ দিয়ে জিহাদ করে। লোকেরা বলল, এরপর কে ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজের অনিষ্টকারিতা থেকে মানুষকে নিষ্কৃতি দেয়ার জন্য পাহাড়ের কোন নির্জন গুহায় অবস্থান করে।

٢٥٨١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُّجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلَ اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِهِ بِاَنْ يَّتَوَفَّاهُ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ ـ

২৫৮১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথে জিহাদকারী, অবশ্যি আল্লাহই ভাল জানেন তাঁর পথে সত্যিকার জিহাদকারী কে, এমন এক রোযাদাদের ন্যায় যে অবিরাম রোযা রাখে ও নামায আদায় করে। আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীর ব্যাপারে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যে, সে মৃত্যুবরণ করলে তাকে জান্নাত দান করবেন, অথবা গাযী (বিজয়ী) বানিয়ে নিরাপদে পুরস্কার (সওয়াব) অথবা গনীমতসহ ঘরে ফিরিয়ে আনবেন।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ নারী ও পুরুষের জিহাদে অংশগ্রহণ ও শাহাদাতের মর্যাদালাভের জন্য দোআ করা। উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহ ! আমাকে তোমার রসূলের শহরে শহীদ হওয়ার মর্যাদা দান কর।

٢٥٨٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلٰى اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ اُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِىْ رَاْسَهُ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِىْ عُرِضُوْا عَلَىَّ غُزَاةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوْكًا عَلَى الْاَسِرَّةِ اَوْ مِثْلَ

الْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ شَكَّ اِسْحٰقُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِىْ عُرِضُوْا عَلَىَّ غُزَاةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَا قَالَ الْاَوَّلَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِىْ زَمَانِ مُعَاوِيَةَ ابْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ -

২৫৮২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা)-র বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। আর তিনি তাঁকে (বাড়ীতে গেলে) কিছু খেতে দিতেন। উম্মে হারাম (রা) ছিলেন উবাদাহ ইবনে সামেত (রা)-এর স্ত্রী।[১] একদিন রসূলুল্লাহ (স) তাঁর বাড়ীতে গমন করলে তিনি তাঁকে আহার করানোর পর তাঁর মাথার উকুন বাছতে শুরু করলেন আর রসূলুল্লাহ (স) ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনার হাসির কারণ কি ? তিনি বললেন, এইমাত্র স্বপ্নে আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত অবস্থায় আমার সম্মুখে পেশ করা হলো। তাঁরা বাদশাহী জাঁকজমকে এই সমুদ্রের মাঝে জাহাজের আরোহী হয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল অথবা বাদশাহদের মত সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি আল্লাহর কাছে দোআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর জন্য দোআ করলেন। অতপর তিনি মাথা রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কিছু সময় পরে আবার হাসিমুখে জেগে উঠলেন। (উম্মে হারাম বলেন,) আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি কারণে হাসছেন ? তিনি জবাব দিলেন, এইমাত্র স্বপ্নে আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহর পথে জিহাদরত অবস্থায় আমার সম্মুখে পেশ করা হয়।---- তিনি ঠিক তেমন বললেন, যেমন তিনি প্রথমবার বলেছিলেন। উম্মে হারাম (রা) বর্ণনা করেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি আল্লাহর কাছে দোআ করুন যেন তিনি আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি প্রথম দলের মধ্যে আছ। অতপর তিনি (উম্মে হারাম) মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের শাসনকালে জিহাদের উদ্দেশ্যে জাহাজে সমুদ্রে যাত্রা করেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তিনি জাহাজ থেকে অবতরণের সময় সওয়ারী জন্তুর পিঠ থেকে পড়ে ইন্তেকাল করেন।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের মর্যাদা। (কুরআন মজিদে) বলা হয়েছে ঃ وارا هـذه سبيلى سبيلى এই আমার পথ এই আমার পথ। (কুরআন মজিদে আরো আছে) ঃ لـهـم درجات وهـم درجات "তাঁরা মর্যাদা লাভ করবে, তাদের জন্য মর্যাদা রয়েছে।"

---

১. উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রসূলুল্লাহ (স)-এর মুহরিমা (যাকে বিবাহ করা হারাম) ছিলেন। ইবনে আবদুল বারের মতে, তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর দুধ সম্পর্কের খালা ছিলেন।

٢٥٨٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ بِرَسُوْلِه وَاَقَامَ الصَّلاَةَ وَ صَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ جَلَسَ فِىْ اَرْضِهِ الَّتِىْ وُلِدَفِيْهَا فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَاِذَا سَاَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْاَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَاِنَّهُ اَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَ اَعْلَى الْجَنَّةِ اُرَاهُ (دَارَاهُ) فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ ـ

২৫৮৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং রোযা রাখে, সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক কিংবা তাঁর জন্মভূমিতে চুপচাপ বসে থাকুক, তাকে জান্নাত দান করা আল্লাহর জন্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা কি এ সুসংবাদ অন্য লোকদেরকে জানাব না ? তিনি বললেন, আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য জান্নাতে এক শ'টি মর্যাদার স্তর তৈরী করে রেখেছেন। যে কোন দু'টি স্তরের মাঝখানে আসমান ও যমীনের ব্যবধান। কাজেই তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে ফেরদাউসের জন্য প্রার্থনা করো। কেননা সেটিই জান্নাতের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম অংশ। এরই উপরিভাগে মহান করুণাময় আর-রাহমানের আরশ, যেখান থেকে জান্নাতের নদীসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে।

٢٥٨٤- عَنْ سَمُرَةَ قَالَ النَّبِىُّ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ فَصَعِدَابِىْ الشَّجَرَةَ فَاَدْخَلاَنِىْ دَارًا هِىَ اَحْسَنُ وَاَفْضَلُ لَمْ اَرَ قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهَا قَالاَ (قَالَ) اَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ ـ

২৫৮৪. সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, আজ রাতে স্বপ্নে আমি দেখতে পেলাম, দু'জন লোক আমার নিকট আসল এবং আমাকে নিয়ে গাছে উঠল। অতপর তাঁরা আমাকে এমন একটি সুন্দর ও উত্তম ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল, যার চেয়ে সুন্দর ঘর আমি কখনও দেখিনি। অতপর তাঁরা উভয় আমাকে বলল, এই ঘরটি হলো শহীদদের ঘর।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে একটা সকাল ও একটা সন্ধ্যা ব্যয় করা এবং জান্নাতে তোমাদের কারও জন্য ধনুকের জ্যা (দুই প্রান্ত) পরিমাণ স্থান।[২]

২. আল্লাহর পথে এত অল্প সময় ব্যয় করাও ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মূল্যবান। ধনুকের জ্যা বলতে বুঝায় দুই প্রান্তের মধ্যস্থিত অর্ধ বৃত্তাকার জায়গাটুকু অর্থাৎ অতি অল্প পরিমাণ জায়গা।

٢٥٨٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

২৫৮৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আল্লাহর পথে একটা সকাল অথবাএকটা সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম।

٢٥٨٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَقَابُ قَوْسٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ وَقَالَ لَغَدْوَةٌ اَوْ رَوْحَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ -

২৫৮৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, জান্নাতে ধনুকের জ্যা পরিমাণ (সামান্য) জায়গা যে বিশাল এলাকা জুড়ে সূর্য উদিত হয় ও অস্ত যায় সে পরিমাণ জায়গার চাইতেও উত্তম। রসূলুল্লাহ (স) আরো বলেছেন, আল্লাহর পথে একটি সকাল অথবা একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা, যে বিশাল অঞ্চল জুড়ে সূর্যের উদয়াস্ত ঘটে তাঁর চেয়েও উত্তম।

٢٥٨٧- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّوْحَةُ وَالْغَدْوَةُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

২৫৮৭. সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, একটি সন্ধ্যা ও একটি সকাল আল্লাহর পথে ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ আয়ত-লোচনা হুর ও তাদের গুণাবলী। তাদের দর্শনে চক্ষু হতভম্ব হয়ে যাবে; তাদের চক্ষু তারা অতীব কৃষ্ণ এবং চক্ষু গোলক অতীব শুভ্র। زوجنا هم بحورعين তাদেরকে (ঈমানদারদেরকে) আমি আয়ত-লোচনা হুরদের সাথে বিবাহ দিব।"

٢٥٨٨- عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوْتُ لَهٗ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْر يَسُرُّهٗ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَاَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا اِلاَّ الشَّهِيْدَ لِمَا يَرٰى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَاِنَّهٗ يَسُرُّهٗ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً اُخْرٰى وَسَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَرَوْحَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ غَدْوَةٌ خَيْر مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ اَوْ مَوْضِعُ قِيْدٍ يَعْنِىْ سَوْطَهُ خَيْر مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَوْ اَنَّ اَمْرَاَةً مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَطَّلَعَتْ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ لَاَضَاءَتْ مَابَيْنَهُمَا وَلَمَلَاَتْهُ رِيْحًا وَلَنَصِيْفُهَا عَلٰى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

২৫৮৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, এমন কোন ব্যক্তি নেই যে, মৃত্যুর পরে দুনিয়ায় ফিরে আসতে আনন্দ পাবে, যে আল্লাহর কাছে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়েছে, এমনকি তাকে দুনিয়া ও তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করা হলেও। কিন্তু শহীদগণ তাঁর ব্যতিক্রম, কেননা সে (বাস্তব ক্ষেত্রে) শাহাদাতের মর্যাদা দেখতে পারবে। সুতরাং সে দুনিয়ায় ফিরে এসে আর একবার (আল্লাহর পথে) প্রাণ দিতে আনন্দ অনুভব করবে। হুমাইদ (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে নবী (স) থেকে এ কথাও বর্ণনা করতে শুনেছি যে, অবশ্যি একটি সকাল অথবা একটি সন্ধ্যা আল্লাহর পথে ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সকল সম্পদের চেয়ে কল্যাণকর। জান্নাতে ধনুকের জ্যা পরিমাণ অথবা চাবুক রাখার পরিমাণ তোমাদের কারো জায়গা দুনিয়া ও তাঁর সমস্ত সম্পদের চেয়ে উত্তম। জান্নাতে বসবাসরত কোন নারী (হুর) যদি পৃথিবীর পানে উঁকি দিতো তবে গোটা জগতটা (তাঁর রূপের ছটায়) আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠতো এবং সুগন্ধিতে আমোদিত হতো। জান্নাতবাসিনীদের (হুরদের) মাথার ওড়নাও গোটা দুনিয়া ও তাঁর সম্পদ রাশির চেয়ে উত্তম।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ শাহাদাতের আকাঙ্খা করা।

٢٥٨٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْلاَ اَنَّ رِجَالاً مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ تَطِيْبُ اَنْفُسُهُمْ اَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّىْ وَلاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْا (تَغْدُوْا) فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ اَنِّىْ اُقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اَحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ -

২৫৮৯. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ সেই পবিত্র সত্তার শপথ যাঁর মুঠোর মধ্যে আমার প্রাণ ! যদি কিছু সংখ্যক মুসলমান এমন না হতো যারা আমার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করার পরিবর্তে পেছনে থেকে যাওয়া আদৌ পসন্দ করবে না এবং যাদের সবাইকে আমি সাওয়ারী জন্তুও সরবরাহ করতে পারবো না বলে আশংকা না হতো, তাহলে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোন ক্ষুদ্র সেনাদল থেকেও আমি পেছনে থাকতাম না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, আমার নিকট অত্যন্ত পসন্দনীয় বিষয় হচ্ছে, আমি আল্লাহর পথে নিহত হয়ে যাই অতপর জীবন লাভ করি, আবার নিহত হই, অতপর আবার জীবন লাভ করি, আবার নিহত হই, পুনরায় জীবন লাভ করি এবং পুনরায় নিহত হই।

٢٥٩٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ غَيْرِ اِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ وَقَالَ مَا يَسُرُّنَا اَنَّهُمْ عِنْدَنَا قَالَ اَيُّوْبُ اَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمْ اَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ -

২৫৯০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। (মুতার যুদ্ধে সেনাদল পাঠানোর পর একদিন) রসূলুল্লাহ (স) খুতবা দিতে গিয়ে বললেন, যায়েদ পতাকা ধারণ করলো, কিন্তু নিহত হলো। তারপর জাফর পতাকা ধারণ করলো, সেও নিহত হলো। অতপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা ধারণ করলো, কিন্তু সেও নিহত হলো। এরপর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ নেতা মনোনীত হওয়া ছাড়াই পতাকা ধারণ করলো এবং বিজয় লাভ করলো। নবী (স) আরো বললেন, তাঁরা (শাহাদাতের মর্যাদা লাভ না করে) এই সময় আমাদের মাঝে থাকলে তা আমাদের জন্য আনন্দদায়ক হতো না। অপর বর্ণনায় আছে, নবী (স) বলেছিলেন, তাদের নিকট (যারা শহীদ হয়েছে) শাহাদাতের মর্যাদা লাভ না করে—এই মুহূর্তে আমাদের মাঝে অবস্থান আনন্দদায়ক হতো না। এই কথাগুলো বলার সময় নবী (স)-এর দু' চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে সওয়ারী জন্তুর পিঠ থেকে পড়ে মারা গেলে সে তাদেরই (জিহাদকারীদের) অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা। আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ ـ وَقَعَ وَجَبَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে মুহাজির হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল, তার পুরস্কারের ভার আল্লাহর উপর।"

(সূরা আন নিসা ঃ ১০০)।

٢٥٩١-عَنْ اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتْ نَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قَرِيْبًا مِنِّيْ ثُمَّ اُسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ فَقُلْتُ مَا اَضْحَكَكَ قَالَ اُنَاسٌ مِّنْ اُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ يَرْكَبُوْنَ هٰذَا الْبَحْرَ الْاَخْضَرَ كَالْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ فَقَالَتْ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَهَا فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا فَاَجَابَهَا مِثْلَهَا فَقَالَتْ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَقَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنُ الصَّامِتُ غَزِيًا اَوَّلَ مَارَكِبُ الْمُسْلِمُوْنَ الْبَحْرُ مَعَ مُعَاوِيَةَ فَلَمَّا انْصَرَفُوْا مِنْ غَزْوِهِمْ قَافِلِيْنَ فَنَزَلُوْا الشَّامَ فَقُرِّبَتْ اِلَيْهَا دَابَّةٌ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَمَاتَتْ ـ

২৫৯১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে তাঁর খালা উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত ঃ উম্মে হারাম (রা) বলেছেন, একদিন নবী (স) আমার নিকটবর্তী একটি জায়গায় ঘুমাচ্ছিলেন। তিনি হাসিমুখে জেগে উঠলে আমি তাঁর হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, বাদশাহদের মত সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় এই নীল সমুদ্রে (ভাসমান জাহাজের) আরোহী হিসেবে আমার উম্মাতের কিছু সংখ্যক লোককে এইমাত্র স্বপ্নে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। উম্মে হারাম (রা) বললেন, আল্লাহর কাছে দোআ

করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তাঁর জন্য দোআ করলেন। দ্বিতীয়বার তিনি নিদ্রা গেলেন এবং পূর্বের মত করলেন। উম্মে হারামও পূর্বের মত জিজ্ঞেস করলে তিনি পূর্বের মতই জবাব দান করলেন। উম্মে হারাম (রা) বললেন, আল্লাহর কাছে দোআ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।" তিনি (স) বললেন, তুমি তাদের প্রথম দলে থাকবে। মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে মুসলমানরা যখন প্রথমবারের মত নৌযোদ্ধা হিসেবে সমুদ্রপথে যুদ্ধযাত্রা করলো, তখন তিনিও (উম্মে হারাম) তাঁর স্বামী উবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর সাথে যাত্রা করলেন। এই যুদ্ধ থেকে তাঁরা (মুসলিমগণ) প্রত্যাবর্তন করে সিরিয়ায় (সমুদ্রতীরে) অবতরণ করলে উম্মে হারামের আরোহণের জন্য একটি সওয়ারী জন্তু আনা হলো। জন্তুটি তাকে পিঠ থেকে ফেলে দিলে তিনি মারা গেলেন।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে রক্তাক্ত এবং বর্শাবিদ্ধ হলো (তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে)।

٢٥٩٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ اَقْوَامًا مِّنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ اِلٰى بَنِي عَامِرٍ فِيْ سَبْعِيْنَ فَلَمَّا قَدِمُوْا قَالَ لَهُمْ خَالِيْ اَتَقَدَّمُكُمْ فَاِنْ اَمَّنُوْنِيْ حَتّٰى اُبَلِّغَهُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِلاَّ كُنْتُمْ مِنِّيْ قَرِيْبًا فَتَقَدَّمَ فَاَمَّنُوْهُ فَبَيْنَمَا يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا اَوْمَؤُا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ فَطَعَنَهُ فَاَنْفَذَهُ فَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثُمَّ مَالُوْا عَلٰى بَقِيَّةِ اَصْحَابِهِ فَقَتَلُوْهُمْ اِلاَّ رَجُلٌ اَعْرَجُ صَعِدَ الْجَبَلَ قَالَ هَمَّامٌ فَاَرَاهُ اٰخَرَ مَعَهُ فَاَخْبَرَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ النَّبِيَّ ﷺ اَنَّهُمْ قَدْ لَقُوْا رَبَّهُمْ فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَاَرْضَاهُمْ فَكُنَّا نَقْرَاُ اَنْ بَلِّغُوْا قَوْمَنَا اَنْ قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَاَرْضَانَا ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ فَدَعَا عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِيْ لِحْيَانَ وَبَنِيْ عُصَيَّةَ الَّذِيْنَ عَصَوُا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ

২৫৯২. আনাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) বনী সুলাইমের ৭০জন লোকের একটা দলকে ইসলাম প্রচারের জন্য বনী আমের গোত্রে প্রেরণ করলেন। তাঁরা (বিরে মাউনা নামক কূপের) নিকট পৌঁছলে আমার মামা[৩] সকলকে বললেন, আমি প্রথমে তাদের কাছে যাই। যদি তাঁরা আমাকে নিরাপত্তা দান করে এবং আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী তাদের নিকট পৌঁছাতে পারি, তবে তো ভাল। অন্যথায় তোমরা তো নিকটেই অবস্থান করবে। অতএব তিনি অগ্রসর হয়ে গেলেন এবং তাঁরা তাঁকে নিরাপত্তা প্রদান করলো। যখন তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী তাদের নিকট বর্ণনা করছিলেন, ঠিক সেই সময় তাঁরা (বনী আমের গোত্রের লোকজন) একটি লোককে ইশারা করলে সে তাঁকে বর্শাবিদ্ধ করে এপিঠ ওপিঠ করে দিলো। সেই সময় তিনি উচ্চারণ করলেন, আল্লাহু আকবার, কাবার প্রভুর

৩. তাঁর নাম হারাম ইবনে মিলহান (রা)।

শপথ ! আমি সফল হয়েছি। অতপর তাঁরা তাঁর অবশিষ্ট সঙ্গীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং জনৈক খোঁড়া ব্যক্তি ছাড়া সবাইকে হত্যা করতে সক্ষম হলো। খোঁড়া লোকটি পাহাড়ে আরোহণ করেছিলো। বর্ণনাকারী হাম্মাম বলেন, আমার মনে হয়, আরো একজন লোক তাঁর সাথে ছিলো। নবী (স)-কে জিবরীল এসে খবর দিলেন যে, তাঁরা তাদের প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গিয়েছেন। তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং (পুরস্কৃত করে) তাদেরকেও সন্তুষ্ট করেছেন। আনাস (রা) বলেন, (এরপর) আমরা কুরআনের মধ্যে এই বাক্যটি পাঠ করতাম ঃ "আমাদের কওমকে খবর পৌঁছিয়ে দাও যে, আমরা প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরও সন্তুষ্ট করেছেন।" পরে (এ বাক্যটি) মানসুখ হয়ে যায়। অতপর রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা ও বিরোধিতার কারণে রে'ল, যাকওয়ান, বনী লিহ্য়ান এবং বনী উসায়্যাহ গোত্রের উপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত বদদোআ করেন।

٢٥٩٣- عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِىْ بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ اِصْبَعُهُ فَقَالَ هَلْ اَنْتِ اِلاَّ اِصْبَعٌ دَمِيْتِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ ـ

২৫৯৩. জুনদুব ইবনে সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (স)-এর একটি আঙুল আঘাতে রক্তাক্ত হলে তিনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ هل انت الا اصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيت "তুমি তো একটি আঙুল ছাড়া আর কিছুই নও ; তুমি তো আল্লাহর পথেই রক্তাক্ত হয়েছো।"

১০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহর পথে আহত হয়।

٢٥٩٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لاَ يُكْلَمُ اَحَدٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِهٖ اِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ ـ

২৫৯৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যাঁর হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ ! কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে আঘাতপ্রাপ্ত হলে, আল্লাহই ভাল করে জানেন কে সত্যিকার অর্থে তাঁর পথে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, কিয়ামতের দিন সে আহত অবস্থায় তাজা রক্তসহ উপস্থিত হবে, আর তা থেকে মেশকের সুগন্ধি আসতে থাকবে।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا اِلاَّ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ـ

"(হে নবী) তুমি বলে দাও, তোমরা আমাদের জন্য দু'টি কল্যাণের (শাহাদাতের অথবা বিজয়) যে কোন একটির জন্য অপেক্ষা করছ।" (সূরা আত তাওবা ঃ ৫২) **যুদ্ধ পানিপাত্রের মত (যুদ্ধে উত্থান-পতন অবধারিত, একদল বিজয়ী হলে অপর দল পরাজিত হয়)।**

٢٥٩٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ سَاَلْتُكَ كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ اِيَّاهُ فَزَعَمْتَ اَنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ وَدُوَلٌ فَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلٰى ثُمَّ تَكُوْنُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ -

২৫৯৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু সুফিয়ান ইবনে হার্‌ব তাকে জানিয়েছেন; হিরাকল (রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস) তাকে বলেছিলেন ঃ আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর সাথে [রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে] তোমাদের যুদ্ধের ফলাফল কি ? তোমার ধারণা (তুমি জবাব দিলে) ঃ যুদ্ধের ফলাফল কখনো আমাদের অনুকূলে আবার কখনো তাদের অনুকূলে। হিরাকল বললেন ঃ রসূলগণ এভাবেই পরীক্ষিত হয়ে থাকেন। কিন্তু পরিণাম তাদেরই অনুকূলে হয়।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً - (الاحزاب)

"মুমিনদের মধ্যে কতেকে আল্লাহর সাথে তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কিছু সংখ্যক প্রতীক্ষারত আছে। তাঁরা (নিজেদের) অংগীকার মোটেই পরিবর্তন করেনি।" (সূরা আহ্‌যাব ঃ ২৩)

٢٥٩٦- عَنْ اَنَسٍ قَالَ غَابَ عَمِّىْ اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ غِبْتُ عَنْ اَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِيْنَ لَئِنِ اللّٰهُ اَشْهَدَنِىْ قِتَالَ الْمُشْرِكِيْنَ لَيَرَيَنَّ اللّٰهُ مَا اَصْنَعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُوْنَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعْتَذِرُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاۤءِ يَعْنِىْ اَصْحَابَهُ وَاَبْرَاُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاۤءِ يَعْنِى الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ اِنِّىْ اَجِدُ رِيْحَهَا مِنْ دُوْنِ اُحُدٍ قَالَ سَعْدٌ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا صَنَعَ قَالَ اَنَسٌ فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِيْنَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ اَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ اَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُوْنَ فَمَا عَرَفَهُ اَحَدٌ اِلَّا اُخْتُهُ بِبَنَانِهِ قَالَ اَنَسٌ كُنَّا نُرٰى اَوْ نَظُنُّ اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْهِ وَفِىْ اَشْبَاهِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ وَقَالَ اِنَّ اُخْتَهُ وَهِىَ تُسَمَّى الرُّبَيِّعَ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ امْرَاَةٍ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ اَنَسٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَرَضُوْا بِالْاَرْشِ وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ ـ

২৫৯৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস ইবনে নযর বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! মুশরিকদের সাথে আপনি প্রথম যে যুদ্ধটি করলেন তাতে আমি শরীক হতে পারিনি। যদি কোন সময় আল্লাহ আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সুযোগ দান করেন তবে তিনি দেখবেন, আমি কি (ভাবে যুদ্ধ) করি। অতপর যেদিন উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হলো এবং মুসলমানরা ছত্রভংগ হয়ে পড়লো, তখন আনাস ইবনে নযর বলছিলেন, হে আল্লাহ ! এদের (অর্থাৎ রসূলের সাহাবীদের) কৃতকর্মের জন্য আমি তোমার কাছে অক্ষমতা প্রকাশ করছি ; আর ওদের অর্থাৎ মুশরিকদের কার্যকলাপের সাথে আমার সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি। অতপর তিনি অগ্রসর হলে সা'দ ইবনে মুআযের সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো। সা'দকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, হে সা'দ ইবনে মুআয, নযরের (আনাস ইবনে নযরের পিতা) প্রভুর কসম করে বলছি, এই মুহূর্তে জান্নাতই আমার একমাত্র কাম্য। আমি উহুদের দিক থেকে জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি। পরবর্তীকালে সা'দ (রা) রসূলুল্লাহ (স)-কে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল আনাস ইবনে নযর যেমনটি করেছে, আমি তো তেমনটি করতে সক্ষম হইনি। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, যুদ্ধের পর আমরা তাঁকে মৃত অবস্থায় পেয়েছি এবং তাঁর দেহে তলোয়ার, বর্শা ও তীরের আশিটিরও অধিক জখম দেখতে পেয়েছি। মুশরিকরা নাক, কান কেটে ও চোখ উপড়িয়ে তাঁর লাশকে বিকৃত করে ফেলার কারণে তাঁর বোন ব্যতীত কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। সে আঙ্গুলের ডগা দেখে তাঁকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলো। আনাস (রা) বলেন, আমাদের ধারণা কুরআনের এই বাণীটি তাঁর ও তাঁর অনুরূপ লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ঃ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه "মুমিনদের মধ্যে থেকে কিছু সংখ্যক আল্লাহর সাথে তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে।" আনাস আরো বলেন যে, রুবাই নামক তাঁর এক বোন কোন এক মহিলার সামনের দাঁত ভেঙে দিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ (স) এ ব্যাপারে কিসাসের নির্দেশ প্রদান করলে আনাস (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! যে মহান সত্তা আপনাকে সত্য বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ ! ওর দাঁত ভাঙতে দেয়া যাবে না। পরে বাদীপক্ষ কিসাসের দাবি ত্যাগ করে ক্ষতিপূরণ (আরশ) নিতে স্বীকৃত হলে রসূলুল্লাহ (স) বললেন, আল্লাহর কিছু বান্দাহ এমন আছে যে, তাঁরা কোন ব্যাপারে আল্লাহর নামে শপথ করলে তিনি তা পূরণ করে দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

٢٥٩٧ـ عَنْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ نَسَخْتُ الصُّحُفَ فِى الْمَصَاحِفِ فَفَقَدْتُ اٰيَةً مِنْ سُوْرَةِ الْاَحْزَابِ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فَلَمْ اَجِدْهَا اِلاَّ مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِىِّ الَّذِىْ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ وَهُوَ قَوْلُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ـ

২৫৯৭. যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেন, যখন আমি কুরআনের আয়াতসমূহ বিভিন্ন জায়গা থেকে একত্র করে একটি মাসহাফে লিপিবদ্ধ করলাম তখন রসূলুল্লাহ (স)-কে পাঠ করতে শুনতাম সূরা আহযাবের এমন একটি আয়াত খুযাইমা ইবনে সাবেত আনসারী (রা) ব্যতীত আর কারো কাছে পেলাম না। খুযাইমার একার সাক্ষ্যকে রসূলুল্লাহ (স) দু'জনের সাক্ষের সমান ঘোষণা করেছিলেন। কুরআনের উক্ত আয়াত হলো ঃ

من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه

"মুমিনদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আল্লাহর সাথে তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে।"

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদে অংশগ্রহণের পূর্বে নেক আমল করা। আবুদ দারদা (রা) বলেছেন, তোমাদের নেক আমল অনুসারে জিহাদের পুরস্কার দেয়া হবে।[৪] আল্লাহর বাণী ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ كَبُرَمَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ .... بُنْيَانٌ مَرْصُوْصٌ .

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা কেন এমন কথা বলো, যা করো না ? তোমরা যা (নিজেরা) করো না তা (অন্যকে) বলা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপসন্দনীয়। যারা সীসা নির্মিত প্রাচীরের মত সারিবদ্ধভাবে (সুশৃঙ্খল হয়ে) আল্লাহর পথে লড়াই (জিহাদ) করে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে ভালবাসেন।-(সূরা সফ ঃ ২-৪)

٢٥٩٨- عَنْ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ اَتَى النَّبِيَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُقَاتِلُ اَوْاُسْلِمُ قَالَ اَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ فَاَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَمِلَ قَلِيْلاً وَاُجِرَ كَثِيْرًا -

২৫৯৮. বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। মুখমন্ডল লৌহবর্মে আবৃত অবস্থায় এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! (প্রথমে) আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করব, না ইসলাম গ্রহণ করব ? তিনি বললেন, (প্রথমে) ইসলাম গ্রহণ কর, তাঁরপরে জিহাদে লিপ্ত হও। সুতরাং লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে জিহাদে শরীক হল এবং নিহত হল। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, সে অল্প কাজ করে বেশী পুরস্কার লাভ করল।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ অদৃশ্য তীরের আঘাতে যে ব্যক্তি নিহত হল।

٢٥٩٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ اُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَلاَ تُحَدِّثُنِيْ عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ اَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَاِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَاِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ

৪. অন্যান্য নেক আমলের অনুপাত হিসেবে জিহাদের পুরস্কার দেয়া হবে। অর্থাৎ শুধু কোন একটি নেক কাজে একজন কতখানি অগ্রসর তা দেখা হবে না, বরং সামগ্রিক দিক থেকে তা বিচার করা হবে।

اِجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِى الْبُكَاءِ قَالَ يَا اُمَّ حَارِثَةَ اِنَّهَا جِنَانٌ فِى الْجَنَّةِ وَاِنَّ ابْنَكِ اَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْاَعْلٰى -

২৫৯৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। বারাআ (রা)-র কন্যা এবং হারেসা ইবনে সুরাকার মাতা উম্মে রুবাই নবী (স)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী ! আপনি কি আমাকে হারেসা সম্পর্কে কিছু বলবেন না ? হারেসা (রা) বদর যুদ্ধে অদৃশ্য তীরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সে (হারেসা) যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তবে আমি ধৈর্যধারণ করব ; অন্যথায় তাঁর জন্য অঝোর নয়নে কাঁদব। তিনি বললেন, হে হারেসার মা ! জান্নাতে অসংখ্য বাগান আছে, আর তোমার পুত্র সেখানে সর্বোচ্চ জান্নাত ফেরদাউস লাভ করেছে।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য যে লড়াই (জিহাদ) করে।

٢٦٠٠- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهُ فَمَنْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

২৬০০. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে বলল, এক ব্যক্তি গনীমাতের অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ মালের জন্য, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধিলাভের জন্য এবং এক ব্যক্তি তাঁর বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য লড়াই (জিহাদে অংশগ্রহণ) করে। এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে (জিহাদ করে) ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে, সে-ই আল্লাহর পথে (জিহাদ করছে)।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ যার পদযুগল আল্লাহর পথে ধূলিমলিন হল। আল্লাহর বাণী ঃ

مَاكَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ.......... اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ (التوبة - ١٢)

"মদীনা ও তাঁর আশেপাশের অধিবাসীদের জন্য সংগত নয় যে, তাঁরা আল্লাহর রসূলের (যখন যুদ্ধযাত্রা করেন) পেছনে থেকে যাবে----অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করেন না।"-(সূরা তাওবা ঃ ১২০)

٢٦٠١- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَبْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ -

২৬০১. আবু আব্স আবদুর রহমান ইবনে জাব্র (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহর পথে কোন বান্দার পদদ্বয় ধূলিমলিন হলে তাকে (দোযখের) আগুন স্পর্শ করবে না।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে মাথায় লাগা ধূলাবালি ঝেড়ে ফেলা।

٢٦٠٢- عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ وَلِعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ائْتِيَا اَبَا سَعِيْدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيْثِهِ فَاَتَيْنَاهُ وَهُوَ اَخُوْهُ فِيْ حَائِطٍ لَهُمَا يَسْقِيَانِهِ فَلَمَّا رَاٰنَا جَاءَ فَاَحْتَبٰى وَجَلَسَ فَقَالَ كُنَّا نَنْقُلُ لَبِنَ الْمَسْجِدِ لَبِنَةً لَبِنَةً وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَحَ عَنْ رَاْسِهِ الْغُبَارَ وَقَالَ وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ عَمَّارٌ يَدْعُوْهُمْ اِلَى اللّٰهِ وَيَدْعُوْنَهُ اِلَى النَّارِ -

২৬০২. ইকরামা (রা) বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস (রা) তাকে ও আলী ইবনে আবদুল্লাহকে বললেন, তোমরা দু'জন আবু সাঈদের কাছে গমন করে তাঁর নিকট থেকে কিছু কথা শুন। কাজেই আমরা তাঁর নিকট গেলাম। সে সময় তিনি ও তাঁর ভাই তাদের বাগানে পানি সেচের কাজে লিপ্ত ছিলেন। আমাদেরকে দেখে তিনি এগিয়ে আসলেন এবং দুই হাঁটু বুকের সাথে লাগিয়ে কাপড়ে আবৃত হয়ে বসে বললেন, আমরা একখানা করে মসজিদের (মসজিদে নববী) ইট বহন করছিলাম, আর আম্মার দু'খানা করে ইট বহন করেছিলেন। নবী (স) তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাঁর মাথার ধূলাবালি ঝেড়ে দিলেন এবং বললেন, আম্মারের জন্য আফসোস ! বিদ্রোহী দলটি তাকে হত্যা করবে। আম্মার তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করবে, পক্ষান্তরে তাঁরা আম্মারকে দোযখের দিকে আহবান করবে।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের পর ধূলাবালি ধুয়ে ফেলা।

٢٦٠٣- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا رَجَعَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ وَقَدْ عَصَبَ رَاْسَهُ الْغُبَارُ فَقَالَ وَضَعْتَ السِّلَاحَ فَوَاللّٰهِ مَا وَضَعْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَيْنَ قَالَ هَاهُنَا وَاَوْمَا اِلٰى بَنِيْ قُرَيْظَةَ قَالَتْ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ -

২৬০৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) যখন খন্দক যুদ্ধশেষে ফিরে এসে অস্ত্রশস্ত্র রেখে গোসল করে ধূলাবালি দূর করলেন, ঠিক তখন জিবরাঈল ধূলিমলিন কেশে হাজির হয়ে বললেন, আপনি অস্ত্র ত্যাগ করেছেন ! কিন্তু আল্লাহর শপথ ! আমি অস্ত্র ত্যাগ করিনি। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, কোথায় যেতে হবে ? তিনি বনী কুরাইযার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এদিকে। অতপর রসূলুল্লাহ (স) তাদের (বনী কুরাইযার) উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ٥

فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَّاَنَّ اللّٰهَ لاَ يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ (ال عمران ـ ١٦٩-١٧١)

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তাঁরা জীবিত। তাঁরা আল্লাহর কাছে রিয্ক বা নিয়ামত লাভ করছে এবং আল্লাহ তাদেরকে যা দান করেছেন তাতে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত ------- আর নিশ্চয়ই আল্লাহ ঈমানদারদের পুরস্কার নষ্ট করেন না।"(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯-১৭১)

আল্লাহর এই বাণী যাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মর্যাদার বর্ণনা।

٢٦٠٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الَّذِيْنَ قَتَلُوْا اَصْحَابَ بِئْرِ مَعُوْنَةَ ثَلاَثِيْنَ غَدَاةً عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانٍ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ اَنَسٌ اُنْزِلَ فِي الَّذِيْنَ قُتِلُوْا بِبِئْرِ مَعُوْنَةَ قُرْاٰنٌ قَرَاْنَاهُ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ بَلِّغُوْا قَوْمَنَا اَنْ قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْهُ ـ

২৬০৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) রেল, যাকওয়ান ও উসায়্যা গোত্রত্রয়ের উপর ত্রিশ দিন পর্যন্ত সকালে বদদোআ করেছিলেন, তাঁরা বিরে মাউনার নিকট সাহাবাদেরকে হত্যা করে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। আনাস (রা) বলেন, বিরে মাউনার নিকট নিহত সাহাবাদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিল, যা আমরা পাঠ করেছি। অতপর তা মানসূখ হয়ে যায়।[৫] সেই আয়াতটি হলো ঃ

بَلِّغُوا قَوْمَنَا اَن قَد لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنهُ

"আমাদের কওমকে জানিয়ে দাও যে, আমরা প্রভুর সান্নিধ্যে পৌছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।"

٢٦٠٥- عَنْ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اصْطَبَحَ نَاسٌ الْخَمْرَ يَوْمَ اُحُدٍ ثُمَّ قُتِلُوْا شُهَدَاءَ فَقِيْلَ لِسُفْيَانَ مِنْ اٰخِرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَيْسَ هٰذَا فِيْهِ ـ

২৬০৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন সকালে কিছু সংখ্যক লোক শরাব পান করেছিল[৬] এবং যুদ্ধের ময়দানে তাঁরা শাহাদাত বরণ করেছিল। সুফিয়ান (বর্ণনাকারী)-কে জিজ্ঞেস করা হল, তাঁরা কি দিনের শেষ ভাগে শরাব পান করেছিল ? তিনি বললেন, এর মধ্যে তা (কোন তথ্য) নেই।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ শহীদের ওপর ফেরেশতাদের ছায়াদান।

---

৫. কুরআনের অংশ হিসেবে তাঁর তিলাওয়াত মানসূখ বা রহিত হয়ে যায়। পূর্ববর্তী কোন আয়াত বা হুকুম পরবর্তী কোন আয়াত বা হুকুম দ্বারা রহিত হলে পরিভাষায় তাকে নাসেখ-মানসূখ বলা হয়।

৬. উহুদ যুদ্ধের পর শরাব পান নিষিদ্ধ হয়।

٢٦٠٦- عَنْ جَابِرٍ يَقُوْلُ جِيءَ بِاَبِي اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبْتُ اَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِى قَوْمِى فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ (نَائِحَةٍ) فَقِيْلَ ابْنَةُ عَمْرٍو اَوْ اُخْتُ عَمْرٍو فَقَالَ لِمَ تَبْكِى اَوْ لاَ تَبْكِىْ مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِاَجْنِحَتِهَا قُلْتُ لِصَدَقَةَ اَفِيْهِ حَتّٰى رُفِعَ قَالَ رُبَّمَا قَالَهُ ـ

২৬০৬. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন যুদ্ধশেষে আমার আব্বার লাশ নবী (স)-এর নিকট এনে তাঁর সামনে রাখা হল। তাঁর লাশ বিকৃত করা হয়েছিল। আমি তাঁর চেহারা উন্মুক্ত করে দেখতে গেলে আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। ইতিমধ্যে ক্রন্দনধ্বনি ভেসে আসলো। বলা হলো, আমরের কন্যা অথবা বোন কাঁদছে। নবী (স) বললেন, কাঁদছ কেন ? অথবা তিনি বলেছিলেন, কেঁদ না। ফেরেশতারা তাঁকে ডানা দ্বারা ছায়া দান করছে। (ইমাম বুখারী বলেন) আমি আমার (ওস্তাদ) সাদাকাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হাদীসে কি একথাও আছে যে, তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে ? তিনি (সাদাকাহ) জবাব দিলেন, জাবের (রা) কোন কোন সময় একথাও বলেছেন ।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ মুজাহিদের দুনিয়াতে ফিরে আসার আকাঙ্খা।

٢٦٠٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَاعَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ الشَّهِيْدُ يَتَمَنّٰى اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشَرَ مَرَّاتٍ لِمَا (بِمَا) يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ ـ

২৬০৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, বেহেশতে প্রবেশের পরে একমাত্র শহীদ ব্যতীত আর কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না, অথচ তাঁর জন্য দুনিয়ার সবকিছুই নিয়ামত হিসেবে থাকবে। সে দুনিয়ায় ফিরে এসে দশবার শহীদী মৃত্যুবরণের আকাঙ্খা পোষণ করবে। কেননা বাস্তবে সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করছে।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ তীক্ষ্ণধার তরবারির নীচে জান্নাত। মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রা) বলেন, নবী (স) আমাদের প্রভুর পয়গাম সম্পর্কে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, আমাদের মধ্য থেকে যে নিহত হলো সে জান্নাতে চলে গেলো। উমার (রা) নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাদের নিহতগণ জান্নাতবাসী এবং ওদের (কাফেরদের) নিহতরা কি দোযখবাসী নয় ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, তাই।

٢٦٠٨- عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَكَانَ كَاتِبَهُ قَالَ كَتَبَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ ـ

২৬০৮. উমার ইবনে উবায়দুল্লাহর আজাদকৃত গোলাম ও কাতেব (সেক্রেটারী) সালেম আবুন নাদর বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) তাঁকে লিখেছিলেন যে, রসূলাল্লাহ (স) বলেছেন, জেনে রাখ, তরবারির ছায়া তলেই জান্নাত।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য সন্তান কামনা করে।

٢٦٠٩- عَــنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمٰنُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامَ لَاَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلٰى مِائَةِ امْرَاةٍ اَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِيْنَ كُلُّهُنَّ يَاتِىْ (تَاتِى) بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَقُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَحْمِلْ (تَحْمِلْ) مِنْهُنَّ اِلاَّ امْرَاَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُرْسَانًا اَجْمَعُوْنَ -

২৬০৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ) বলেছিলেন আজ রাতে আমি একশ' অথবা নিরানব্বই জন স্ত্রীর নিকট গমন করব এবং তাদের প্রত্যেকে আল্লাহর পথে জিহাদকারী এক একজন বীর মুজাহিদ প্রসব করবে। তাঁর একজন সাথী বললেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহর ইচ্ছা হলে) বলুন। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ (আল্লাহর ইচ্ছা হলে) কথাটি বললেন না। সুতরাং তাঁর একজন স্ত্রী ব্যতীত আর কেউই গর্ভবতী হল না এবং সেও একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করল। এরপর রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যার হাতের মুঠিতে মুহাম্মাদের প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ! তিনি যদি ইনশাআল্লাহ (আল্লাহর ইচ্ছা হলে) বলতেন, তাহলে তাঁর সকল স্ত্রীই গর্ভবতী হয়ে এমন সন্তান প্রসব করতো, যারা সবাই বীর মুজাহিদ হতো এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করতো।"

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে বীরত্ব ও ভীরুতা।

٢٦١٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَحْسَنَ النَّاسِ وَاَشْجَعَ النَّاسِ وَاَجْوَدَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ فَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ سَبَقَهُمْ عَلٰى فَرَسٍ وَقَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا -

২৬১০. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) সর্বাপেক্ষা সুশ্রী, সাহসী ও দানশীল ছিলেন। একদা কোন কারণে মদীনাবাসীগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লে নবী (স) ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে সবার আগে আগে অগ্রসর হয়েছিলেন। পরে তিনি (ঘোড়া সম্পর্কে) মন্তব্য করলেন যে, এটি গভীর সমুদ্রের মত (দ্রুত গতিসম্পন্ন)।

٢٦١١- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّهٗ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهٗ مِنْ حُنَيْنٍ فَعَلِقَهُ (فَطَفِقَتِ) النَّاسُ يَسْئَلُوْنَهٗ حَتّٰى اضْطَرُّوْهُ اِلٰى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهٗ فَوَقَفَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَعْطُوْنِىْ رِدَائِىْ لَوْ كَانَ لِىْ عَدَدُ

هٰـذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ (عَلَيْكُمْ) ثُمَّ لاَ تَجِدُوْنِي بَخِيْلاً وَلاَ كَذُوْبًا وَلاَ جَبَانًا ـ

২৬১১. জুবাইর ইবনে মুতঈম (রা) বলেন, হুনাইন থেকে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে পথ চলছিলেন। তাঁর সাথে আরো লোক ছিল। ইতিমধ্যে কিছু গ্রাম্য লোক এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল এবং তাদেরকে কিছু দেয়ার জন্য আবদার করতে থাকল। এমনকি তিনি একটি (বাবলা) গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তাঁর গায়ের চাদর ছিনতাই হয়ে গেল। নবী (স) সেখানে থেমে বললেন, আমার চাদরখানা আমাকে ফিরিয়ে দাও। যদি আমার কাছে এই কাঁটা বৃক্ষগুলির সমান সংখ্যক উট থাকত তাহলে আমি তোমাদের মাঝে তা বন্টন করে দিতাম এবং তোমরা আমাকে কৃপণ স্বভাব, মিথ্যাচারী বা ভীরু কাপুরুষ হিসেবে দেখতে না।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ ভীরুতা থেকে (আল্লাহর নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা।

٢٦١٢- عَنْ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ الْكِتَابَةَ وَيَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلاَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ ـ

২৬১২. আমর ইবনে মায়মূন আল-আওদী (র) বলেন, "শিক্ষক যেমন তাঁর ছাত্রদেরকে লেখা শিক্ষা দেন, তেমনি সা'দ তাঁর সন্তানদেরকে এ কথাগুলো শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন রসূলুল্লাহ (স) নামাযের পর এগুলো থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট ভীরুতা, বার্ধক্য, দুনিয়ার ফেতনা এবং কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমর ইবনে মায়মূন বলেন, আমি মুসআবের নিকট হাদীস বর্ণনা করলে তিনি এর সত্যতা স্বীকার করেন।

٢٦١٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ـ

২৬১৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) এই বলে প্রার্থনা করতেন ঃ হে আল্লাহ ! আমি অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা ও বার্ধক্য থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। জীবিতকালীন বিপর্যয়, মৃত্যুকালীন বিপর্যয় এবং কবরের আযাবের বিপর্যয় থেকেও তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের চাক্ষুষ ঘটনাবলী বর্ণনা করা।

٢٦١٤- عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ صَحِبْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَسَعْدًا وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْاَسْوَدَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ فَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ اَنِّى سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ اُحُدٍ ـ

২৬১৪. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, সা'দ, মেকদাদ ইবনুল আসওয়াদ ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-এর সঙ্গলাভ করার সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু একমাত্র তালহা (রা) ব্যতীত কাউকেই রসূলুল্লাহ (স)-এর (যুদ্ধ সংক্রান্ত) বিষয়ে কিছু বর্ণনা করতে শুনিনি। তালহা (রা) উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতেন।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদে যোগদান ওয়াজিব এবং যে জিহাদ ও নিয়াত বাধ্যতামূলক। আল্লাহর বাণী ঃ

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ○لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ...... اِلٰى اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ ـ (التوبة ـ ٤١-٤٢)

"অভিযানে বেরিয়ে পড় হালকা অবস্থায় অথবা ভারী অবস্থায় এবং আল্লাহর পথে সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ কর। যদি তোমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হও তবে, এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আশুলাভের সম্ভাবনা থাকলে এবং সফর সহজ হলে তাঁরা (মুনাফিকরা) তোমার সহগামী হত ------ আল্লাহ অবশ্য জানেন যে, তাঁরা মিথ্যাবাদী।"-(সূরা তাওবা ঃ ৪১-৪২)

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا .... فِى الْاٰخِرَةِ قَلِيْلٌ ـ (التوبه ـ ٣٨)

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হও, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাক। তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হচ্ছ ? কিন্তু আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার ভোগ-সামগ্রী তো অতি নগণ্য।" (সূরা আত তাওবা ঃ ৩৮) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, "ইনফিরু ছুবাতিন"[৭] -এর অর্থ হলো, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে জিহাদের জন্য বের হও।

٢٦١٥- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا ـ

৭. ছুবাতুন শব্দটি 'ছুবাত' এর বহুবচন, 'ছুবাত' শব্দটির অর্থ হলো ছোট ছোট দল; আধুনিক সামরিক পরিভাষায় যাকে প্লাটুন (Platoon) বলা যেতে পারে

২৬১৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) মক্কা বিজয়ের দিন বলেন, বিজয়ের পর হিজরত নেই[৮] (প্রয়োজন নেই)। এখন শুধু থাকবে জিহাদ এবং নিয়াত।[৯] সুতরাং যখনই তোমাদেরকে জিহাদের জন্য বের হওয়ার আহবান জানান হবে, তখনই বের হয়ে পড়বে।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ কোন কাফের কর্তৃক মুসলমানকে হত্যা করার পর ইসলাম গ্রহণ করা এবং ইসলামের উপর অবিচল থেকে আল্লাহর পথে নিহত হওয়া।

٢٦١٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَضْحَكُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هٰذَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ -

২৬১৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, দুই ব্যক্তিকে আল্লাহ হেসে স্বাগত জানাবেন। তাদের একজন অপরজনকে হত্যা করে উভয়েই জান্নাতবাসী হবে। একজন এ কারণে জান্নাতবাসী হবে যে, সে আল্লাহর পথে লড়াই করতে গিয়ে নিহত হয়েছে। অতপর হত্যাকারীর তওবা আল্লাহ কবুল করবেন[১০] এবং পরে সেও (ইসলাম গ্রহণ করে যুদ্ধে) শাহাদাত লাভ করবে।

٢٦١٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوْهَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْهِمْ لِىْ فَقَالَ بَعْضُ بَنِى سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ لَا تَسْهِمْ لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ هٰذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ فَقَالَ ابْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ وَاَعْجَبًا لِوَبْرٍ تَدَلّٰى عَلَيْنَا مِنْ قَدُوْمِ ضَانٍ يَنْعِىْ عَلٰى قَتْلَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ اَكْرَمَهُ اللّٰهُ عَلَى يَدَيَّ وَلَمْ يُهِنِّى عَلٰى يَدَيْهِ قَالَ فَلَا اَدْرِىْ اَسْهَمَ لَهُ اَمْ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ -

২৬১৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ (স)-এর খায়বার অবস্থানকালেই আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকেও (খায়বারের গনীমাতের) অংশ প্রদান করুন। কিন্তু সাঈদ ইবনুল আসের জনৈক পুত্র বলে উঠলো, হে আল্লাহর রসূল ! তাকে কোন অংশ প্রদান করবেন না। আবু হুরাইরা (রা) বললেন, এতো ইবনে কাওকালের হত্যাকারী। এ কথা শুনে সাঈদ ইবনুল আসের

---

৮. এর অর্থ এ নয় যে, কোন সময় কোন অবস্থাতেই আর হিজরত করা যাবে না। বরং প্রকৃত অর্থ এই যে, মক্কা বিজিত হওয়ার পর সেখান থেকে হিজরত করার প্রয়োজনীয়তা ও বাধ্যবাধকতা আর অবশিষ্ট থাকল না। কারণ সেখানে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কুফরী শক্তি নির্মূল হয়েছে। ফলে এরা এখন মুসলমানদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করতে পারবে না যে, তাদেরকে হিজরত করে ঈমান ও প্রাণ রক্ষা করতে হবে। তবে যেখানে মুসলিমদেরকে দুর্বল হওয়ার কারণে অকথ্য নির্যাতনের শীকার হতে হচ্ছে, এমন সব জায়গা থেকে হিজরত করার অনুমতি তথা নির্দেশ প্রত্যেক যুগের জন্যই বহাল রয়েছে।

৯. অর্থাৎ যতদিন একটিও আল্লাহদ্রোহী শক্তি পৃথিবীতে থাকবে, ততদিনই জিহাদের প্রয়োজনীয়তা ও বাধ্যবাধকতা থাকবে। কিন্তু সময় ও অবস্থা বিশেষ কোন নির্দিষ্ট জায়গায় জিহাদের সুযোগ অনুপস্থিত থাকতে পারে। এমতাবস্থায় প্রত্যেক মুসলিমের মনে জিহাদের সংকল্প থাকতে হবে, যাতে সুযোগ আসলেই তাতে অংশগ্রহণ করা যায়। হাদীসে নিয়াত বা সংকল্প বলতে এটাই বুঝান হয়েছে।

১০. অর্থাৎ হত্যাকারী ব্যক্তি পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ তাঁর অতীতের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। কারণ ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে অতীতের সকল অপরাধ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন বলে হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ "আল ইসলামু ইয়াহ্‌দিমু মা কানা কাবলাহা"– ইসলাম গ্রহণ পূর্ববর্তী সকল গোনাহকে ধ্বংস করে দেয়।

পুত্র বললো আশ্চর্য ! দান পাহাড়ের পাদদেশ থেকে আগত ওয়াবরের (ক্ষুদ্র কান বিশিষ্ট লেজবিহীন প্রাণী, বড় ইঁদুর সদৃশ) সে আমাকে একজন মুসলমানকে হত্যার দায়ে দোষী করছে, যাকে আল্লাহ আমার উসীলায় সম্মানিত করেছেন, কিন্তু তাঁর হাতে আমাকে লাঞ্ছিত করেননি।[১১] রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে গনীমাতের অংশ দিয়েছিলেন কিনা তা আমি জানি না।[১২]

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রোযার চাইতে জিহাদকে গুরুত্ব প্রদান করে।

٢٦١٨- عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ لاَ يَصُوْمُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ اَجَلِ الْغَـــزْوِ فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ اَرَهُ مُفْطِرًا اِلاَّ يَوْمَ فِطْرٍ اَوْ اَضْحٰى -

২৬১৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আবু তালহা (রা) নবী (স)-এর সময় জিহাদের জন্য (নফল) রোযা রাখতেন না।[১৩] কিন্তু রসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের পর থেকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ব্যতীত তাঁকে কোনদিন আমি রোযাহীন অবস্থায় দেখিনি।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের ময়দানে নিহত ব্যক্তি ব্যতীত আরও সাত প্রকার লোক শহীদ।

٢٦١٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

২৬১৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, পাঁচ প্রকারের মৃত ব্যক্তি শহীদ বলে গণ্য হয় ঃ মহামারীতে মৃত ব্যক্তি, পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি, পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি, ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করল সে ব্যক্তি।

٢٦٢٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ -

২৬২০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মহামারী হল শাহাদাত।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

---

১১. অর্থাৎ আমার হাতে নিহত হওয়ার কারণে সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছে। পক্ষান্তরে ঐ সময় যদি আমি তাঁর হাতে নিহত হতাম, তাহলে কুফরীর অবস্থায় মারা যেতাম; যেটা আমার জন্য অত্যন্ত লাঞ্ছনার কারণ হতো।

১২. এ হাদীসটি যে ক'জন বর্ণনাকারীর (রাবী) মাধ্যমে ইমাম বুখারী পর্যন্ত পৌছেছে তাদের মধ্যে সাহাবা আবু হুরাইরা (রা) থেকে যিনি হাদীসটি শ্রবণ করেছেন তিনি হলেন আনবাসা ইবনে সাঈদ। তিনি বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) আবু হুরাইরাকে খায়বারের 'মালে গনীমাতের' অংশ প্রদান করেছিলেন কিনা তা আমি জানি না।

১৩. আবু তালহা (রা) যুদ্ধের কারণে রোযা রাখতেন না। এ কথাটির দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রথমতঃ তিনি নফল রোযা পরিত্যাগ করতেন, ফরয রোযা নয়। কারণ রোযার কারণে দুর্বল হয়ে পড়লে জিহাদের ময়দানে বীরত্ব সহকারে ইসলামের দুশমন শক্তির মুকাবিলা যথাযথভাবে করা যাবে না। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধ ব্যাপদেশে নিজের জন্মভূমি থেকে বা আবাসস্থল থেকে বহু দূরে অবস্থানের কারণে তিনি সফরের হুকুমের আওতায় এসে যেতেন এবং এ কারণে রোযা রাখতেন না। মুসাফিরের জন্য সফর অবস্থায় রোযা না রাখার অনুমতি আছে। পরে অবশ্য তাকে তা আদায় করতে হবে। সুতরাং আবু তালহা (রা) নবী (স)-এর সময় জিহাদের জন্য রোযা রাখতেন না এ কথার অর্থ হল, দূরদূরান্তে জিহাদে লিপ্ত থাকতেন ফলে রোযা রাখতেন না।

لاَ يَستَوِى القَاعِدُونَ مِنَ المُؤمِنِينَ غَيرُ أُولِى الضَّرَرِ وَالمُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللّهِ بِأَموَالِهِم وَأَنفُسِهِم فَضَّلَ اللّهُ المُجَاهِدُونَ بِأَموَالِهِم وَأَنفُسِهِم عَلَى القَاعِدُونَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الحُسنى وَفَضَّلَ اللّهُ المُجَاهِدُونَ عَلَى القَاعِدِينَ .... غَفُورًا رَحِيمًا (النساء : ٩٥-٩٦)

"মুমিনদের মধ্যে যারা আল্লাহর পথে সম্পদ এবং প্রাণ দিয়ে লড়াই করছে এবং যারা অক্ষম না হয়েও ঘরে বসে থাকে তারা পরস্পর সমান হতে পারে না। সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে জিহাদকারীদের আল্লাহ নির্লিপ্ত বসে থাকা মুমিনদের উপর মর্যাদা দান করেছেন------আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৯৫)

٢٦٢١- عَنِ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ لَمَّا نَزَلَتْ : لاَيَسْتَوِىْ الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا وَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتْ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُوْلِىْ الضَّرَرِ -

২৬২১. বারাআ (রা) বলেন, لايستوى القاعدون من المؤمنين আয়াতটি অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ (স) (ওহী লিপিবদ্ধকারী) যায়েদ (রা)-কে ডাকলেন। তিনি (কোন জন্তুর) কাঁধের একটি চওড়া হাড় নিয়ে আসলেন এবং তার উপর আয়াতটি লিপিবদ্ধ করলেন। ইবনে উম্মে মাকতূম তাঁর অন্ধত্বের অক্ষমতা প্রকাশ করলে القاعدون من المؤمنين غير اولى الضرر "মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে।" (সূরা আন নিসা ঃ ৯৫) আয়াতটি নাযিল হল।[১৪]

٢٦٢٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ إِلٰى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمْلٰى عَلَيْهِ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَىَّ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ أَسْتَطِيْعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ رَجُلاً أَعْمٰى فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ وَفَخِذُهُ عَلٰى فَخِذِىْ فَثَقُلَتْ عَلَىَّ حَتّٰى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِىْ ثُمَّ سُرِّىَ عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ أُوْلِىْ الضَّرَرِ -

---

১৪. ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) ছিলেন একজন অন্ধ সাহাবী। প্রথম যে আয়াতটি নাযিল হয় তাতে এ ধরনের অক্ষম ব্যক্তিদের সম্পর্কে স্পষ্ট করে কোন নির্দেশ ছিল না। কিন্তু ইবনে উম্মে মাকতূমের মত অন্ধ লোকদের পক্ষে জিহাদে অংশ গ্রহণ করা বোধগম্য কারণেই সম্ভব ছিল না। সুতরাং তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করলে "গাইরুউলিদ-দারার" আয়াতাংশ নাযিল হয়ে যাতে বলা হয়েছে। এর দ্বারা অক্ষম ব্যক্তিদের সামরিক অভিযানে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

২৬২২. সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মারওয়ান ইবনুল হাকামকে মসজিদে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে গেলাম এবং তার পাশে বসে পড়লাম। তিনি (মারওয়ান) আমাকে জানালেন যে, যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) তাকে জানিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) তাকে দিয়ে لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله "মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে এবং আল্লাহর পথের মুজাহিদ -----।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৯৫) আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে দিয়ে আয়াতটি লিপিবদ্ধ করাচ্ছিলেন। তিনি লিখছিলেন ঠিক সেই সময় অন্ধ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! যদি আমি জিহাদে সক্ষম হতাম তবে অবশ্যই জিহাদ করতাম। তিনি ছিলেন অন্ধ মানুষ। আল্লাহ সেই সময় তাঁর রসূলের উপর غير اولى الضرر আয়াত নাযিল করেন। এই সময় রসূলুল্লাহ (স)-এর উরু আমার উরুর ওপর রাখা ছিল এবং তা আমার নিকট এমন অসহনীয় ভারী মনে হচ্ছিল যে, আমর উরুর হাড় ভেঙে যাবে বলে আশংকা করছিলাম। এ সময় আল্লাহ "গাইরুউলিদ-দারার" আয়াতাংশ নাযিল করলেন এবং উক্ত কষ্টকর অবস্থা দূরীভূত হলো।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ।

٢٦٢٣- عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى كَتَبَ فَقَرَاْتُهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا -

২৬২৩. সালেম আবুন নাছর (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তা আমি পাঠ করেছি .... রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা যখন তাদের (শত্রুদের) মুকাবিলা করবে (জিহাদে লিপ্ত হবে) তখন ধৈর্য ধারণ করবে।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ লড়াইয়ের (জিহাদের) জন্য উদ্বুদ্ধ করণ। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ط

"হে নবী, ঈমানদারদেরকে লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধকরুন।"–সূরা আনফাল ঃ ৬৫।

٢٦٢٤- عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْخَنْدَقِ فَاِذَا الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ فِىْ غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيْدٌ يَعْمَلُوْنَ ذٰلِكَ لَهُمْ فَلَمَّا رَاٰى مَابِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوْعِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ فَقَالُوْا مُجِيْبِيْنَ لَهُ :

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا -

২৬২৪. আনাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) পরিখা (খন্দক) পরিদর্শনে বের হয়ে দেখতে পেলেন, শীতের সকালে মুহাজির ও আনসারগণ পরিখা খনন করছেন। এ কাজ করার জন্য তাদের কোন দাস ছিল না। তাদেরকে ক্লান্ত ও ক্ষুধাক্লিষ্ট দেখে তিনি বললেন ঃ হে

আল্লাহ ! আখেরাতের জীবনের সুখ-সমৃদ্ধিই সত্যিকার সুখ-সমৃদ্ধি। অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করে দাও। তাঁরা সবাই (আনসার ও মুহাজিরগণ) এ কথার জবাবে বললেন ঃ যতদিন আমরা বেঁচে থাকব ততদিনের জন্য মুহাম্মাদের হাতে জিহাদের শপথ গ্রহণ করেছি।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ পরিখা (খন্দক) খননের বর্ণনা।

٢٦٢٥- عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالاَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ وَيَنْقُلُوْنَ التُّرَابَ عَلٰى مُتُوْنِهِمْ وَيَقُوْلُوْنَ :

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا + عَلَى الاِسْلاَمِ (الجِهَادِ) مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

وَالنَّبِى ﷺ يُجِيْبُهُمْ وَيَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ لاَخَيْرَ اِلاَّ خَيْرُ الاٰخِرَةِ فَبَارِكْ فِى الاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ۔

২৬২৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুহাজির ও আনসারগণ মদীনার চারপাশে পরিখা খনন করার সময় পিঠে করে মাটি বহন করতেছিলেন এবং এই কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন ঃ نحن الذين بايعوا محمدا + على الاسلام مابقينا ابدا (অর্থাৎ) আমরা যতদিন টিকে আছি, ততদিন ইসলামের জন্য মুহাম্মাদ (স)-এর হাতে শপথ করেছি। আর নবী (স) তাদেরকে জবাব দিলেন এই কথা বলে ঃ

اللّٰهُمَّ اَنَّه لا خير الا خير الا خرة ' فبارك فى الانصار والمهاجرة۔

(অর্থাৎ) হে আল্লাহ ! আখেরাতের কল্যাণ ব্যতীত প্রকৃত কল্যাণ আর কিছু নাই, তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে অফুরন্ত কল্যাণ দান কর।

٢٦٢٦- عَنِ الْبَرَاءِ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَنْقُلُ وَيَقُوْلُ لَوْلاَ اَنْتَ مَاهْتَدَيْنَا ۔

২৬২৬. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (স) মাটি বহন করছিলেন এবং বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ ! তোমার করুণা না হলে আমরা সত্যপথ প্রাপ্ত হতাম না।

٢٦٢٧- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الاَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرَابَ وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ لَوْ لاَ اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَاَنْزِلِ السَّكِيْنَةَ عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الاَقْدَامَ اِنْ لاَ قَيْنَا اِنَّ الاُلٰى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا ۔

২৬২৭. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পরিখা খননের সময় আমি নবী (স)-কে মাটি বহন করতে দেখেছি। মাটি লেগে তাঁর পেটের শুভ্রতা ঢাকা পড়েছিল। এ সময় তিনি বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ ! যদি তোমার করুণা না হতো, তাহলে আমরা সৎপথ প্রাপ্ত হতাম না, দান-খয়রাত করতাম না এবং নামাযও পড়তাম না। অতএব আমাদের উপর

শান্তি নাযিল কর এবং যখন আমরা শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হই তখন আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ। প্রথম এই লোকগুলোই (মক্কাবাসী কাফের যাদেরকে প্রথমেই ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল) আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা কোন ফেতনা সৃষ্টি করলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করতে থাকব।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবন্ধকতার কারণে যে ব্যক্তি জিহাদে যেতে অক্ষম।

٢٦٢٨- عَنْ حُمَيْدٌ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ -

২৬২৮. হুমায়েদ (র) বলেন, আনাস (রা) তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ঃ আমরা তাবুক যুদ্ধ থেকে নবী (স)-এর সাথে প্রত্যাবর্তন করেছি।

٢٦٢٩- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِيْ غَزَاةٍ فَقَالَ اِنَّ اَقْوَامًا بِالْمَدِيْنَةِ خَلْفَنَا مَاسَلَكْنَا شَعْبًا وَلاَ وَادِيًا اِلاَّوَهُمْ مَعَنَا فِيْهِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ -

২৬২৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) কোন একটি যুদ্ধে ব্যস্ত থাকাকালীন বলেছিলেন ঃ কিছু লোক আমাদের পেছনে মদীনায় আছে। আমরা কোন গিরি সংকটই অতিক্রম করি বা কোন উপত্যকা অতিক্রম করি, সর্বাবস্থায় তাতে তারা আমাদের সাথে আছে। একমাত্র অক্ষমতাই তাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছে।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ রোযা অবস্থায় আল্লাহর পথে জিহাদকারীর মর্যাদা।

٢٦٣٠- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَعَّدَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا -

২৬৩০. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন রোযা রাখে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে দোযখের আগুন থেকে সত্তর বছরের (পরিমাণ পথ) দূরত্বে রাখবেন।

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে খরচ করার মর্যাদা।

٢٦٣١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ اَىْ فُلُ هَلُمَّ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَاكَ الَّذِيْ لاَ تَوٰى عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّيْ لاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ -

২৬৩১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দু'টি জিনিস খরচ করে জান্নাতের প্রত্যেক দ্বাররক্ষী এক একটি দরজা থেকে তাকে আহবান জানাবে অর্থাৎ তারা বলবে, হে অমুক, এদিকে আস। একথা শুনে আবু বাক্র (রা) বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ ! তাহলে ঐ ব্যক্তি তো ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। নবী (স) বললেন, আমি আশা করি তুমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

٢٦٣٢- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اِنَّمَا اَخْشٰى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِىْ مَايُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْاَرْضِ ثُمَّ ذَكَرَزَهْرَةَ الدُّنْيَا فَبَدَاَبِاِحْدَاهُمَا وَثَنّٰى بِالْاُخْرٰى فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَ يَاتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّفَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ قُلْنَا يُوْحٰى اِلَيْهِ وَسَكَتَ النَّاسُ كَاَنَّ عَلٰى رُؤُسِهِمُ الطَّيْرَ ثُمَّ اِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ اَيْنَ السَّائِلُ اٰنِفًا اَوْ خَيْرٌ هُوَ ثَلاَثًا اِنَّ الْخَيْرَ لاَ يَاتِىْ اِلاَّ بِالْخَيْرِ وَاِنَّهُ كُلَّمَا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ مَايَقْتُلُ حَبَطًا اَوْ يُلِمُّ كُلَّمَا اَكَلَتْ حَتّٰى اِذَا اُمْتَلاَتْ (اِمْتَدَّتْ) خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ وَاِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ اَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ (وَابْنِ السَّبِيْلِ) وَمَنْ لَمْ يَاْخُذْهُ بِحَقِّهِ فَهُوَ كَالْاٰكِلِ الَّذِىْ لاَ يَشْبَعُ وَيَكُوْنَ عَلَيْهِ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

২৬৩২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন, পৃথিবীর যে কল্যাণের দরজা আমার পরে তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে সেটাকে আমি তোমাদের জন্য ভয়ের কারণ মনে করি। অতপর তিনি দুনিয়ার নেয়ামতসমূহের উল্লেখ করলেন এবং বরকত ও নেয়ামত সম্পর্কে এক এক করে বর্ণনা করলেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! কল্যাণও কি অকল্যাণ ডেকে আনে ? নবী (স) নীরব থাকলেন। আমরা মনে মনে বললাম, তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। সমস্ত লোক এমনভাবে নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে রইল যেন তাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। এরপর তিনি মুখমণ্ডল থেকে ঘাম মুছে বললেন, এখানকার সেই প্রশ্নকারী কোথায় ? তা কি কল্যাণ ? এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। কল্যাণ কল্যাণ সহই আসে। বসন্তকালীন উদ্ভিদ কোন কোন সময় (পশুকে) ধ্বংস বা ধ্বংসপ্রায় করে দেয়। কিন্তু যে পশু ঐ ঘাস পরিমিত পরিমাণ খায়, অতপর রোদে শুয়ে জাবর কাটে এবং পায়খানা-পেশাব করে, তারপর আবার ঘাস খায় (ঐ পশুটির ক্ষতি হয় না)। পার্থিব এই সম্পদ সবুজ-শ্যামল ও সুস্বাদু (আকর্ষণীয়)। প্রকৃতপক্ষে ঐ মুসলমানের সম্পদই উত্তম যে ন্যায়ত তা উপার্জন করেছে এবং তা জিহাদের জন্য আল্লাহর পথে, ইয়াতীম ও মিসকীনের জন্য খরচ করে। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সম্পদ হস্তগত করে সে এমন ভক্ষণকারীর ন্যায়, খেয়ে দেয়ে যার মোটেই তৃপ্তি হয় না। এবং তা কিয়ামতে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোন সৈনিককে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করে অথবা তার অনুপস্থিতিতে তার পরিজনদের উত্তমরূপে তত্ত্বাবধান করে তার ফযীলাত।

٢٦٣٣- عَنْ زَيْدِ ابْنِ خَالِدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا ـ

২৬৩৩. যায়েদ ইবনে খালেদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোন মুজাহিদকে যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করে তাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে দিল, সে নিজেই যেন জিহাদে অংশগ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোন মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তার পরিবার পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশোনা করে সেও যেন জিহাদ করল।

٢٦٣٤- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِيْنَةِ غَيْرَ بَيْتِ اُمِّ سُلَيْمٍ اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ اِنِّىْ اَرْحَمُهَا قُتِلَ اَخُوْهَا مَعِىَ -

২৬৩৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁর স্ত্রীগণ বাদে মদীনাতে উম্মে সুলাইম (রা) ব্যতিরেকে আর কোন স্ত্রীলোকের ঘরে যাতায়াত করতেন না। এ ব্যাপারে তাঁকে (স) জিজ্ঞেস করা হলে তিনি (স) বললেন ঃ উম্মে সুলাইমের ভাই আমার সাথে জিহাদ ব্যাপদেশে শাহাদাত লাভ করেছে, এ কারণে তার প্রতি আমি করুণা প্রদর্শন করে থাকি।

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সময় হানূত (সুগন্ধি তৈল) ব্যবহার করা।

٢٦٣٥- عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَنَسٍ قَالَ وَذَكَرَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ قَالَ اَتٰى اَنَسٌ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَخِذَيْهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ فَقَالَ يَاعَمِّ مَايَحْبِسُكَ اَنْ لاَ تَجِيْءَ قَالَ الْاٰنَ يَاابْنَ اَخِىْ وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ يَعْنِىْ مِنَ الْحَنُوْطِ ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ فَذَكَرَ فِى الْحَدِيْثِ انْكِشَافًا مِنَ النَّاسِ فَقَالَ هٰكَذَا عَنْ وُجُوْهِنَا حَتّٰى نُضَارِبَ الْقَوْمَ مَاهٰكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِئْسَ مَا عَوَّدْتُمْ اَقْرَانَكُمْ -

২৬৩৫. মূসা ইবনে আনাস (রা) ইয়ামামার যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) সাবেত ইবনে কায়েস (রা)-এর নিকট গেলেন। তিনি তখন তাঁর উভয় উরু উন্মুক্ত করে সুগন্ধি (তৈল) মর্দন করছিলেন। তিনি (আনাস) বললেন, হে চাচাজান ! আপনার যুদ্ধে না যাওয়ার কারণ কি ? তিনি জবাব দিলেন ঃ ভাতিজা ! আমি এখনই আসছি। এরপরও তিনি সুগন্ধি মালিশ করতে থাকলেন। অতপর তিনি এসে (কাতারে) বসলেন এরপর আনাস (রা) যুদ্ধক্ষেত্র হতে লোকের পালানোর বিষয় বর্ণনা করলেন। সাবেত (রা) বললেন, আমার জন্য পথ পরিষ্কার কর—শত্রুর মোকাবিলা করব। আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করে কখনো এরূপ করব না (পালাব না)। কি খারাপ অভ্যাসই না তোমাদের শত্রুদের নিকট থেকে রপ্ত করেছ।

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ গুপ্তচরের মর্যাদা।

٢٦٣٦- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَاتِيْنِىْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْاَحْزَابِ قَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَاتِيْنِىْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ نَبِىٍّ حَوَارِيًا وَحَوَارِىَّ الزُّبَيْرُ -

২৬৩৬. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) পরিখার যুদ্ধের সময় বললেনঃ কে আমাকে শত্রু শিবিরের খবরাখবর এনে দিতে পারে? যুবাইর (রা) বললেন, আমি পারব। নবী (স) আবারও বললেন, আমাকে শত্রু শিবিরের খবর ও তথ্য কে এনে দিতে পারে? যুবাইর (রা) আবারও বললেন, আমি পারব। নবী (স) বললেন ঃ প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী থাকে। আর আমার হাওয়ারী (বিশেষ সাহায্যকারী) হল যুবাইর।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ গুপ্তচরকে কি একাকী পাঠাতে হবে ?

٢٦٣٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَدَبَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ قَالَ صَدَقَةُ اَظُنُّهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًا وَاِنَّ حَوَارِيِّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ -

২৬৩৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী (স) লোকদেরকে ডাকলেন। সাদাকাহ (বর্ণনাকারী) বলেন, আমার মনে হয় এটা পরিখার যুদ্ধের সময়ে হবে। যুবাইর (রা) তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন। তিনি লোকদেরকে আবার ডাকলেন। এবারও যুবাইর (রা) সাড়া দিলেন। নবী (স) বললেন, প্রত্যেক নবীর জন্য বিশেষ সাহায্যকারী থাকে। আমার বিশেষ সাহায্যকারী হল যুবাইর ইবনুল আওয়াম।

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ দু'জনের এক সঙ্গে ভ্রমণ।

٢٦٣٨- عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ (مَعْقُود) فَقَالَ لَنَا اَنَا وَصَاحِبُ لِيْ اَذِنَا وَاَقِيْمَا وَلِيَؤُمُّكُمَا اَكْبَرُكُمَا -

২৬৩৮. মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট থেকে বিদায় কালে তিনি আমাকে ও আমার এক সাথীকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আযান দিবে, ইকামাত বলবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে তোমাদের ইমামতি করবে।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ রেখে দেয়া হয়েছে।

٢٦٣٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَيْلُ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

২৬৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে (অর্থাৎ ঘোড়ার মধ্যে) কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ দান করা হয়েছে।

٢٦٤٠- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

২৬৪০. উরওয়া ইবনুল জা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত আছে।

٢٦٤١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَرَكَةُ فِىْ نَوَاصِى الْخَيْلِ -

২৬৪১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে কল্যাণ ও বরকত দান করা হয়েছে।

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ শাসক সৎকর্মশীল হোক বা অসৎকর্মশীল হোক তার নেতৃত্বে জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কেননা নবী (স) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ রেখে দেয়া হয়েছে।

٢٦٤٢- عَنْ عُرْوَةِ الْبَارِقِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ -

২৬৪২. উরওয়া আল-বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ দান করা হয়েছে। (আখরাতের) পুরস্কার ও গনীমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ অর্থ)-ও তার মধ্যে শামিল।

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করা। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَاسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ - (انفال - ٦٠)

"(হে মু'মিনগণ,) তোমরা তাদের (তোমাদের শত্রুদের) মুকাবলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখ যাতে তোমরা আল্লাহ ও তোমাদের শত্রুদের শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত রাখতে পারো।"-(সূরা আনফাল ঃ ৬০)

٢٦٤٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِيْمَانًا بِاللّٰهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهٖ فَاِنَّ شِبَعَهٗ وَرِيَّهٗ (وَرَوْثَهٗ) وَبَوْلَهٗ فِىْ مِيْزَانِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

২৬৪৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান ও তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া পালন করবে, কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির (নেকীর) পাল্লায় (আমলনামায়) ঐ ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেসাবের সমপরিমাণ (স্থাপন করা হবে) কল্যাণ দান করা হবে।

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়া ও গাধার নামকরণ।

٢٦٤٤- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهٗ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَتَخَلَّفَ اَبُوْ قَتَادَةَ مَعَ بَعْضِ اَصْحَابِهٖ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَاَوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا قَبْلَ اَنْ

يَرَاهُ فَلَمَّا رَاَوْهُ تَرَكُوْهُ حَتّٰى رَاٰهُ اَبُوْ قَتَادَةَ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهُ الْجَرَادَةُ فَسَأَلَهُمْ اَنْ يُنَاوِلُوْهُ سَوْطَهُ فَاَبَوْا فَتَنَاوَلَهُ فَحَمَلَ فَعَقَرَهُ ثُمَّ اَكَلَ فَاَكَلُوْا فَقَدِمُوْا (فَنَدِمُوْا) فَلَمَّا اَدْرَكُوْهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ مَعَنَا رِجْلُهُ فَاَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَاَكَلَهَا -

২৬৪৪. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (একদা) রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে বের হয়ে তার কিছু বন্ধুবান্ধবসহ পিছনে পড়ে যান। আবু কাতাদা ব্যতীত তারা সবাই ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। আবু কাতাদা দেখার পূর্বেই তার সংগীগণ একটা বন্য গাধা দেখতে পান এবং সেটাকে ত্যাগ করেন। কিন্তু আবু কাতাদা (রা) গাধাটি দেখে সেটাকে শিকারের জন্য তার জারাদাহ নামক ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে সংগীদেরকে চাবুকটি উঠিয়ে দিতে বললে তারা সবাই তা উঠিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। তিনি নিজেই তা উঠিয়ে নেন এবং গাধাটিকে শিকার করে নিজে এবং তাঁর সংগীগণ সেটির গোশত খান। তাঁর সংগীগণ ইহরাম অবস্থায় এ কাজ করার জন্য অনুতপ্ত হন। অতপর তারা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে মিলিত হলে (ঘটনা ব্যক্ত করলে) তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, ঐ গাধার কোন অংশ তোমাদের কাছে অবশিষ্ট আছে কি? তারা বললেন : হাঁ, সেটির একটি পা আছে। নবী (স) তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করলেন অতপর তা খেলেন।

٢٦٤٥- عَنْ سَهْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللُّحَيْفُ - (قَالَ اَبُو عَبدِ اللّٰهِ وَقَالَ بَعضُهُم وَالْخَيف)

২৬৪৫. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের বাগানে নবী (স)-এর "লুহাইফ" নামক একটা ঘোড়া থাকতো। কোন কোন রাবী সেটির 'লুখীফ' নাম বলেছেন।

٢٦٤٦- عَنْ مُعَاذٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَامُعَاذُ هَلْ تَدْرِيْ حَقَّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ وَمَاحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَايُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَايُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا اُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا (فَيَنْكُلُوْا) -

২৬৪৬. মুআয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি "উফাইর" নামক একটি গাধার পিঠে নবী (স)-এর পিছনে বসেছিলাম। নবী (স) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : হে মুআয! তুমি কি জান, বান্দার নিকট আল্লাহর হক (অধিকার) কি এবং আল্লাহর নিকট বান্দার হক (অধিকার) কি? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সমধিক অবগত। তিনি বললেন :

বান্দার নিকট আল্লাহর অধিকার হলো—বান্দা তাঁর ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর নিকট বান্দার অধিকার হলো—তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি প্রদান করবেন না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি কি লোকদেরকে এ সুসংবাদটি জানাবো না ? তিনি বললেন ঃ না, তাহলে লোকেরা এর উপরই নির্ভর করে বসবে।

٢٦٤٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوْبٌ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَاِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحرًا -

২৬৪৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় মদীনাতে ভীতি ও ত্রাস ছড়িয়ে পড়লে নবী (স) আমাদের মানদূব নামক ঘোড়াটি চেয়ে নিয়ে (গোটা মদীনা টহল দিলেন এবং) বললেন, ভীতি ও ত্রাসের কারণ তো আমি কিছু দেখছি না। তিনি ঘোড়াটি সম্পর্কে মন্তব্য করলেন এটিকে সমুদ্রের ন্যায় (দ্রুতগামী) পেলাম।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার অশুভ লক্ষণ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়ে থাকে।

٢٦٤٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا الشُّؤْمُ فِيْ ثَلاَثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ -

২৬৪৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ ঘোড়া, নারী ও বাড়ী এই তিনটি জিনিসেই অশুভ লক্ষণ আছে।[১৫]

٢٦٤٩- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْ شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ -

২৬৪৯. সাহল ইবনে সা'দ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কোন জিনিসে অশুভ লক্ষণ থাকলে তা নারী, ঘোড়া ও বাড়ীতেই থাকতো।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ তিনটি কাজের জন্য ঘোড়া। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ - (النحل - ٨)

"ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরকে আল্লাহ তোমাদের সৌন্দর্য বর্ধন ও আরোহণের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের অজানা অনুরূপ আরো অনেক সৃষ্টি করেন।" (সূরা আন নাহল ঃ ৮)

٢٦٥٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ : لِرَجُلٍ اَجْرٌ

১৫. হাদীসের অর্থ এই যে, এই তিনটি জিনিস অকল্যাণের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। যেমন ঃ ঘোড়া অবাধ্য হতে পারে বা মালিকের গর্বের কারণ হতে পারে। নারী চরিত্রহীনা ও অবাধ্য দীন ও ঈমানের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হতে পারে। আর বাড়ীর স্থান অস্বাস্থ্যকর ও প্রতিবেশী অসৎ ও কলহপ্রিয় হতে পারে। এসব কারণে এই তিনটি জিনিসই মানুষের জন্য অকল্যাণকর হয়ে থাকে।

لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَاَمَّاالَّذِىْ لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِى سَبِيْلِ اللهِ فَاَطَالَ فِىْ مَرْجٍ اَوْ رَوْضَةٍ فَمَا اَصَابَتْ فِىْ طِيَلِهَا ذٰلِكَ مِنَ الْمَرْجِ اَوِالرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ اَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ اَرْوَاثُهَا وَاٰثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ اَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ اَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَالِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِاَهْلِ الْاِسْلَامِ فَهِىَ وِزْرٌ عَلٰى ذٰلِكَ وَسُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ مَا اُنْزِلَ عَلَىَّ فِيْهَا اِلاَّ هٰذِهِ الْاٰيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ -

২৬৫০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তিনটি উদ্দেশ্যে ঘোড়ার প্রতিপালন হতে পারে। এক শ্রেণীর অধিকারীর জন্য তা পুরস্কারের মাধ্যম। এক শ্রেণীর অধিকারীর জন্য তা আশ্রয় স্বরূপ। এক শ্রেণীর অধিকারীর জন্য তা গুনাহের উৎস। যে ব্যক্তি আল্লাহর (পথে জিহাদের) উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে, চারণক্ষেত্রে বা বাগানে লম্বা রশি দিয়ে তা বেঁধে দেয় এবং ঘোড়াটি বাঁধা অবস্থায় চারণক্ষেত্রে বা বাগানে ঘুরেফিরে ঘাস খায় তার জন্য তাকে কল্যাণ দান করা হয়। ঘোড়াটি যদি তার দীর্ঘ রশি ছিন্ন করে লাফ দিয়ে একটি বা দু'টি টিলা অতিক্রম করে তবে তার গোবর ও বিচরণের পদক্ষেপসমূহের বিনিময়েও পালনকারীর জন্য কল্যাণ রয়েছে। ঘোড়াটি যদি কোন নদী অতিক্রম করে তার পানি পান করে, অথচ তার মালিক তাকে পানি পান করানোর সংকল্প করে নাই, তবে তাতেও মালিকের জন্য ছওয়াব নির্দিষ্ট রয়েছে। যে ব্যক্তি অহংকার, প্রদর্শনেচ্ছা ও ইসলামের অনুসারীদের সাথে শত্রুতার উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে, তার জন্য তা গুনাহের উৎস হয়। রসূলুল্লাহ (স)-কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দিলেন ঃ আমার প্রতি এ ব্যাপারে অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক নিম্নোক্ত আয়াতটি ব্যতীত আর কিছু অবতীর্ণ হয়নি ঃ "যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ কল্যাণকর কাজ করবে তার সুফল সে অবশ্যই দেখতে পাবে এবং যে অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে তার কুফলও সে দেখতে পাবে।"(সূরা যিলযাল ঃ ৭-৮)

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জিহাদে অপরের জন্তুকে পিটায় (আরোহীর সাহায্যার্থে)।

٢٦٥١- عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِىِّ قَالَ اَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَارِىَّ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْنِى بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ سَافَرْتُ مَعَهُ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ قَالَ اَبُوْ عَقِيْلٍ لاَ اَدْرِىْ غَزْوَةً اَوْ عُمْرَةً فَلَمَّا اَنْ اَقْبَلْنَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَتَعَجَّلَ اِلٰى اَهْلِهِ فَلْيُعَجِّلْ قَالَ جَابِرٌ فَاَقْبَلْنَا وَاَنَا عَلٰى جَمَلٍ لِىْ

اَرْمَكَ لَيْسَ فِيْهِ شِيَةٌ وَالنَّاسُ خَلْفِىْ فَبَيْنَا اَنَا كَذٰلِكَ اِذْ قَامَ عَلَىَّ فَقَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ يَاجَابِرُ اسْتَمْسِكْ فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً فَوَثَبَ الْبَعِيْرُ مَكَانَهُ فَقَالَ اَتَبِيْعُ الْجَمَلَ قُلْتُ نَعَمْ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَدَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فِىْ طَوَائِفِ اَصْحَابِهِ فَدَخَلْتُ اِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِىْ نَاحِيَةِ الْبَلاَطِ فَقُلْتُ لَهُ هٰذَا جَمَلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيْفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُوْلُ الْجَمَلُ جَمَلُنَا فَبَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ اَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ اَعْطُوْهَا جَابِرًا ثُمَّ قَالَ اسْتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ ـ

২৬৫১. আবুল মুতাওয়াক্কিল আন-নাজী (রা) বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বললাম, আপনি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে যা শুনেছেন তা থেকে আমাকে কিছু বলুন। জাবের (রা) বললেন, তাঁর (স) কোন এক সফরে আমি তাঁর সফরসংগী ছিলাম। আবু আকীল বলেন, সেটা জিহাদের না উমরার সফর ছিল তা আমার জানা নেই। আমরা যখন (এই সফর থেকে) প্রত্যাবর্তন করছিলাম, তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা সত্বর পরিবার-পরিজনদের সাথে সাক্ষাত করতে আগ্রহী, তারা যেন দ্রুত চলে। জাবের (রা) বলেন, আমরা অগ্রসর হচ্ছিলাম এবং আমি আমার লাল-কালো বর্ণ মিশ্রিত শরীরে দাগবিহীন উটের উপর সওয়ার হয়ে চলছিলাম। অন্য লোকেরা আমার পেছনে পেছনে চলছিলো। এমতাবস্থায় হঠাৎ আমার উটটি (ক্লান্ত হয়ে) থেমে পড়লে নবী (স) আমাকে বললেন ঃ হে জাবের ! থাম। অতপর তিনি চাবুক দিয়ে আমার উটটিকে একবার মারলে তা দ্রুত চলতে শুরু করলো। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি উটটি বিক্রি করবে ? আমি বললাম, হাঁ। অতপর মদীনায় পৌঁছলে নবী (স) তাঁর সাহাবীদেরসহ মসজিদে প্রবেশ করলেন। আমিও উটটিকে মসজিদের দরজায় পাথরের স্তুপের সাথে বেঁধে রেখে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম এবং বললাম, এই আপনার উট। তখন তিনি বেরিয়ে এসে ঘুরে ঘুরে উটটিকে পরখ করতে লাগলেন এবং বলতে থাকলেন, উটটি আমাদেরই। অতপর তিনি কয়েক আওয়াক স্বর্ণসহ (লোকের মাধ্যমে) বলে পাঠালেন যে, এগুলো জাবেরকে প্রদান করবে। অতপর তিনি (এক সময়) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি (উটের) পূরো মূল্য পেয়েছ ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, (এখন) মূল্য ও উট দু'টোই তোমার।

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ অবাধ্য পশু ও মর্দা ঘোড়ায় আরোহণ করা। রাশেদ ইবনে সা'দ বলেন, আগেকার মুসলিমগণ (সালাফ) নর পশুর পিঠে আরোহণ করতে ভাল বাসতেন। কেননা এই শ্রেণীর পশু অত্যন্ত দ্রুতগামী ও সাহসী হয়ে থাকে।

٢٦٥٢- عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ فَاسْتَعَارَ النَّبِىُّ ﷺ فَرَسًا لِاَبِى طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنْدُوْبٌ فَرَكِبَهُ وَقَالَ مَا رَاَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَاِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا ـ

২৬৫২. কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, একদা মদীনায় ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি হলে নবী (স) আবু তালহা (রা)-এর "মানদূব" নামক ঘোড়াটি চেয়ে নিয়ে তার পিঠে আরোহণ করেন। (গোটা মদীনা টহল দেয়ার) পরে বললেন, কই, কোন ভীতি বা ত্রাসের কারণ তো খুঁজে পেলাম না। অবশ্য ঘোড়াটিকে সমুদ্রের ন্যায় (দ্রুতগামী) পেলাম।

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদে ঘোড়ার অংশ। (ইমাম) মালেক (র) বলেছেন, সাধারণভাবে সব রকমের ঘোড়া এবং অনারব ঘোড়ার জন্য অংশ প্রদান করতে হবে। কেননা মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا - (النحل - ٨)

"ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাকে আল্লাহ তোমাদের আরোহণের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" -(সূরা আন নাহল ঃ ৮) প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক ঘোড়ার অংশের অধিক দেয়া হবে না।

٢٦٥٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا -

২৬৫৩. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ) মালে ঘোড়ার জন্য দু'ভাগ এবং ঘোড়ার আরোহীর জন্য এক ভাগ নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের ময়দানে অন্যের সওয়ারী জন্তুকে পরিচালনা করা।

٢٦٥٤- عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَزِبٍ اَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لٰكِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَفِرَّ اِنَّ هَوَازِنَ كَانُوْا قَوْمًا رُمَاةً وَّ اِنَّا لَمَّا لَقِيْنَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوْا فَاَقْبَلَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى الْغَنَائِمِ وَاسْتَقْبَلُوْنَا بِالسِّهَامِ فَاَمَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَفِرَّ فَلَقَدْ رَاَيْتُهُ وَ اِنَّهُ لَعَلٰى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ اٰخِذٌ بِلِجَامِهَا وَالنَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَنَا النَّبِىُّ لاَ كَذِبَ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ -

২৬৫৪. আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বারা' ইবনে আজেব (রা)-কে বললো, আপনারা কি হুনাইনের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (স)-কে (একাকী) ফেলে পলায়ন করেছিলেন? বারা' ইবনে আজেব (রা) বললেন, কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) পলায়ন করেননি। হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা ছিলো সুদক্ষ তীরন্দাজ। আমরা তাদেরকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করলে মুসলমানগণ গনীমতের সম্পদ আহরণে এগিয়ে আসল। ঠিক এই সময় তারা (হাওয়াযিন) তীর বর্ষণ করে আমাদেরকে আক্রমণ করে বসলো। (আমরা পলায়ন করলেও) কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) পলায়ন করেননি বরং আমি তাঁকে তাঁর সাদা খচ্চরটির

উপর (অনড় অবস্থায়) দেখেছি। আবু সুফিয়ান তাঁর (স) সওয়ারীর লাগাম ধরে রেখেছিলেন এবং নবী (স) বলছিলেন ঃ আমি অবশ্যই নবী এ ব্যাপারে কোন মিথ্যার অবকাশ নেই। আমি আবদুল মুত্তালিবের (মত নেতার) বংশধর।

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের সওয়ারী জন্তুর রেকাব এবং জ্বিনের বর্ণনা।

٢٦٥٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ كَانَ اِذَا اَدْخَلَ رِجْلَهُ فِى الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً اَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ -

২৬৫৫. হবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) সওয়ার হয়ে রেকাবে পা রাখার পরে উট তাঁকে নিয়ে দাঁড়ালে তিনি মসজিদে যুলহুলাইফার নিকট থেকে তালবিয়া পাঠ শুরু করতেন।

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ জ্বিনবিহীন ঘোড়ার পিঠে আরোহণ।

٢٦٥٦- عَنْ اَنَسٍ اسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ عَلٰى فَرَسٍ عُرْىٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِى عُنُقِهِ سَيْفٌ -

২৬৫৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁর কাঁধে ঝুলন্ত তলোয়ার নিয়ে একটি জ্বিনবিহীন ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাদের নিকট এলেন।

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ মন্থর গতি সম্পন্ন ঘোড়া ।

-٢٦٥٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ فَزِعُوْا مَرَّةً فَرَكِبَ النَّبِيُّ فَرَسًا لِاَبِىْ طَلْحَةَ كَانَ يَقْطِفُ اَوْ كَانَ فِيْهِ قِطَافٌ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هٰذَا بَحْرًا فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ لَا يُجَارٰى -

২৬৫৬ (ক). আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। একবার মদীনার অধিবাসীগণ (কোন কারণে) ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। নবী (স) আবু তালহা (রা)-এর ধীরগতি সম্পন্ন ঘোড়ায় চড়লেন। তিনি (গোটা মদীনা পরিদর্শন করে) ফিরে এসে বললেন ঃ তোমাদের এই ঘোড়াটিকে আমি সমুদ্রের স্রোতের ন্যায় দ্রুতগামী পেলাম। (আনাস বলেন) এরপরে ঐ ঘোড়াটিকে দৌড় প্রতিযোগিতায় আর কোন ঘোড়াই পশ্চাতে ফেলে যেতে পারতো না।

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠান।

٢٦٥٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَجْرَى النَّبِيُّ ﷺ مَا ضُمِّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ اِلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَاَجْرٰى مَالَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ اِلٰى مَسْجِدِ بَنِىْ زُرَيْقٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكُنْتُ فِيْمَنْ اَجْرٰى قَالَ سُفْيَانُ بَيْنَ الْحَفْيَاءِ اِلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ اَمْيَالٍ اَوْ سِتَّةٌ وَبَيْنَ ثَنِيَّةِ اِلٰى مَسْجِدِ بَنِىْ زُرَيْقٍ مِيْلٌ -

২৬৫৭. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) হাফইয়া থেকে সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের এবং সানিয়্যাহ থেকে বনী যুরাইকের মসজিদ পর্যন্ত প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমিও এই ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। সুফিয়ান বলেন, হাফইয়া থেকে সানিয়্যাতুল বিদার দূরত্ব পাঁচ কিংবা ছয় মাইল এবং সানিয়্যা থেকে বনী যুরাইকের মসজিদের দূরত্ব এক মাইল।

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিযোগিতার জন্য ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দান।

٢٦٥٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِىْ لَمْ تُضَمَّرْ وَكَانَ اَمَدُهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ اِلٰى مَسْجِدِ بَنِىْ زُرَيْقٍ وَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ سَابَقَ بِهَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اَمَدًا غَايَةً فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ ـ

২৬৫৮. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন এবং এজন্য সীমানা নির্ধারণ করেছিলেন সানিয়্যা থেকে মসজিদে বনী যুরাইক পর্যন্ত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবু আবদুল্লাহ (রা) বলেন, হাদীসে উল্লেখিত "আমাদান" শব্দের অর্থ "গায়াতান"। যেমন কুরআনের আয়াত "ফাতালা আলাইহিমুল আমাদ"—তাদের উপর দিয়ে বহুকাল অতিবাহিত হল। (সূরা আল হাদীদ ঃ ১৬) এর মধ্যে যে "আমাদ" শব্দটি আছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য সীমা নির্ধারণ।

٢٦٥٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَابَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِىْ قَدْ اُضْمِرَتْ فَاَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ اَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ لِمُوْسٰى فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَالَ سِتَّةُ اَمْيَالٍ اَوْ سَبْعَةٌ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِى لَمْ تُضَمَّرْ فَاَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَ كَانَ اَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِىْ زُرَيْقٍ قُلْتُ فَكَمْ بَيْنَ ذٰلِكَ قَالَ مِيْلٌ اَوْ نَحْوُهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ سَابَقَ فِيْهَا ـ

২৬৫৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) হাফইয়া থেকে সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত সীমানার মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন। (বর্ণনাকারী আবু ইসহাক বলেন,) আমি মূসাকে এ দু'টি জায়গার মধ্যকার দূরত্ব কত জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ছয় অথবা সাত মাইল। তিনি (স) প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়াসমূহেরও দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন এবং এগুলোর জন্য সানিয়্যাতুল বিদা থেকে প্রেরণ করে বনী যুরাইকের মসজিদ পর্যন্ত সীমা নির্ধারণ করেছেন। (বর্ণনাকারী আবু ইসহাক বলেন,) আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ দু'টি জায়গার মাঝে দূরত্ব কত ? তিনি

(মূসা) বলেন, এক মাইল বা অনুরূপ দূরত্ব হবে। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ইবনে উমার (রা)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর উষ্ট্রী। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) উসামা (রা)-কে তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর পিঠে পেছনে বসান। মিসওয়ার (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, তাঁর উষ্ট্রী কাসওয়া তাঁকে নিয়ে কোন দিন অবাধ্য হয় নাই।

٢٦٦٠- عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ كَانَتْ نَاقَةُ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهَا الْعَضْبَاءُ -

২৬৬০. হুমাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ নবী (স)-এর উষ্ট্রীকে "আদবাউ" বলে ডাকা হতো।

٢٦٦١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لاَ تُسْبَقُ قَالَ حُمَيْدٌ اَوْ لاَ تَكَادُ تُسْبَقُ فَجَاءَ اَعْرَابِيٌّ عَلٰى قَعُوْدٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى عَرَفَهُ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لاَّ يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا اِلاَّ وَضَعَهُ طَوَّلَهُ مُوْسٰى عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

২৬৬১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর "আদবাউ" নামক একটি উষ্ট্রী ছিলো। দৌড় প্রতিযোগিতায় এটাকে পরাস্ত করা যেত না। এক সময়ে এক বেদুইন ছয় বছর বয়স্ক একটি উটের পিঠে চড়ে আগমন করলো এবং দৌড় প্রতিযোগিতায় "আদবাউ"কে পশ্চাতে ফেলে চলে গেলো। এটা মুসলমানদের জন্য পীড়াদায়ক মনে হলো। এমনকি তিনি (স) তা উপলব্ধি করতে পেরে বললেন, পৃথিবীতে যে জিনিসই বেড়ে যায় তাকে অবদমিত করার অধিকারও আল্লাহর আছে।

৬০-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর শ্বেত খচ্চর। আনাস (রা) একথা বলেছেন। আবু হুমাইদ (রা) বলেন, আয়লা রাজ নবী (স)-কে একটি শ্বেত খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন।

٢٦٦٢- عَنْ اَبِىْ اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ اِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلاَحَهُ وَاَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً -

২৬৬২. আবু ইসহাক (রা) বলেন, আমি আমর ইবনুল হারিস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ নবী (স) তাঁর ইন্তেকালের সময় তাঁর সাদা খচ্চরটি, কিছু যুদ্ধসরঞ্জাম এবং সাদকার উদ্দেশ্যে একখণ্ড ভূমি ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি।

٢٦٦٣- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا اَبَا عُمَارَةَ وَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَا وَلَّى النَّبِيُّ ﷺ وَلٰكِنْ وَلّٰى سَرَعَانُ النَّاسِ فَلَقِيَهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ وَالنَّبِيُّ

ﷺ عَلٰى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَاَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ اٰخِذٌ بِلِجَامِهَا وَالنَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَنَا النَّبِىُّ لاَ كَذِبَ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ـ

২৬৬৩. বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, হে আবু উমারাহ আপনারা কি হুনাইনের (যুদ্ধের) দিন পলায়ন করেছিলেন ? তিনি বললেন ঃ না, আল্লাহর কসম। নবী (স) কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি বরং তাড়াহুড়া প্রবণ (অস্থিরচিত্ত) কিছু লোক পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছিল। হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা তাদেরকে তীরের দ্বারা আক্রমণ করেছিল। তখন নবী (স) তাঁর সাদা খচ্চরটির পিঠে আরোহিত ছিলেন এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস সেটির লাগাম ধরা ছিলেন। আর নবী (স) বলছিলেন ঃ আমি যে নবী এতে কোন অসত্য নেই। আমি আবদুল মুত্তালিবের (মত আরবের খ্যাতিমান নেতার) বংশধর।[১৬]

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের জিহাদ ।

٢٦٦٤- عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتِ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ ـ

২৬৬৪. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট জিহাদে অংশ গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বলেন ঃ তোমাদের জন্য হজ্জ করাই হলো জিহাদ।

٢٦٦٥- عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ نِعْمَ الْجِهَادُ الْحَجُّ ـ

২৬৬৫. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর নিকট জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বলেন ঃ (তোমাদের) সর্বত্তোম জিহাদ হলো হজ্জ।

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ নৌযুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণ।

٢٦٦٦- عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلٰى بِنْتِ مِلْحَانَ فَاتَّكَأَ عِنْدَهَا ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَتْ لِمَ تَضْحَكُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ نَاسٌ مِّنْ اُمَّتِى يَرْكَبُوْنَ الْبَحْرَ الْاَخْضَرَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ فَضَحِكَ فَقَالَتْ لَهٗ مِثْلَ اَوْ مِمَّ

১৬. বাহ্যত নবী (স)-এর কথায় এখানে অহংকার ও বংশমর্যাদার গর্ব প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, তিনি অহংকারে ও বংশ মর্যাদার বড়াইকে অতীব ঘৃণার চোখে দেখতেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর ঐসব বাণী সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে এই জাতীয় বীরত্বব্যঞ্জক কথা বলে যুদ্ধের ময়দানে শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা একটি সূক্ষ্ম কৌশল এবং তা সম্পূর্ণরূপে বৈধ।

ذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَتْ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَ لَسْتِ مِنَ الْاٰخِرِيْنَ قَالَ قَالَ اَنَسٌ فَتَزَوَّجَتْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرَظَةَ فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكِبَتْ دَابَّتَهَا فَوَقَصَتْ بِهَا فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَمَاتَتْ ـ

২৬৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রসূলুল্লাহ (স) (উম্মে হারাম) বিনতে মিলহানের নিকট গমন করলেন এবং সেখানে তিনি বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর (জাগ্রত হয়ে) হাসলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনার হাসার কারণ কি ? তিনি (স) জবাব দিলেন, (আমি দেখতে পেলাম) আমার উম্মাতের কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) সবুজ সমুদ্রে (ভূমধ্য সাগর) (জাহাজে) আরোহণ করবে। তাদের দৃশ্য যেন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বাদশাহের মত। তিনি (বিনতে মিলহান) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমার জন্য দোআ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি (স) বললেন, হে আল্লাহ ! তুমি তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো। তিনি পুনরায় ঘুমালেন এবং (জাগ্রত হয়ে) হাসলেন। তিনি (বিনতে মিলহান) আবার তাঁকে (স)-কে পূর্ববৎ হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও (স) পূর্বের মতই জবাব দিলেন। তিনি বললেন, আপনি দোআ করুন যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি পরবর্তী দলে না হয়ে বরং সর্বপ্রথম দলেরই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আনাস (রা) বলেছেন, অতপর তিনি উবাদাহ ইবনে সামেত (রা)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং কারাযার কন্যার[১৭] সাথে (নৌযুদ্ধে) সমুদ্র যাত্রা করেন। অতপর প্রত্যাবর্তন করে যখন তিনি তাঁর (জন্য আনীত) সওয়ারীতে আরোহণ করেন, জন্তুটি তাঁকে ফেলে দিলে তাঁর ঘাড় মটকে যায় এবং ইন্তেকাল করেন।

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীদের মধ্যে কোন একজনকে সঙ্গে নিয়ে কোন ব্যক্তির জিহাদে গমন।

٢٦٦٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَاَيَّتُهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِىُّ ﷺ فَاَقْرَعَ بَيْنَنَا فِىْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيْهَا سَهْمِى فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بَعْدَ مَا اُنْزِلَ الْحِجَابُ ـ

২৬৬৭. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করলে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে (একজনকে সাথে নেয়ার জন্য তাকে) বাছাই করার উদ্দেশ্যে লটারী করতেন এবং এতে

---

১৭. কারাযার কন্যা হলেন মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী ফাখতাহ। মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের সময়ই সর্বপ্রথম মুসলমানরা নৌযুদ্ধের জন্য নৌবহর গঠন করেন এবং নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই নৌবহর ভূমধ্য সাগর এলাকায় অবস্থানরত ছিলো। উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা) মুসলিম নৌবাহিনীর সর্বপ্রথম দলের সহগামী হয়ে নৌযুদ্ধে গমন করেছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর জন্য আরোহণের পশু আনা হলে তিনি তাতে আরোহণ করতে গিয়ে পড়ে যান এবং ঘাড় ভেঙ্গে গেলে ইন্তেকাল করেন।

যার নাম উঠতো তাকেই (নিয়ম মাফিক) সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কোন এক যুদ্ধে এভাবে লটারী করলে আমার নাম উঠলো এবং আমি তাঁর সাথে গেলাম। এটা পর্দার নির্দেশ নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা।

৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের জিহাদ এবং পুরুষদের সাথে একত্রে তাদের যুদ্ধ করা।

٢٦٦٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَ لَقَدْ رَاَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ اَبِىْ بَكْرٍ وَ اُمَّ سُلَيْمٍ وَ اِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ اَرٰى خَدَمَ سُوْقِهِمَا تَنْقُزَانِ الْقِرَبَ وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقُلاَنِ الْقِرَبَ عَلٰى مُتُوْنِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِىْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلاَنِهَا ثُمَّ تَجِيْئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِىْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ ـ

২৬৬৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের (জিহাদের) দিন কিছু লোক যখন নবী (স)-কে ফেলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল তখন আমি দেখলাম, আবু বাকর (রা) তনয়া আয়েশা (রা) ও উম্মে সুলাইম (রা) তাদের পরিধেয় বস্ত্র গুটাচ্ছেন যে জন্য তাদের পায়ের পরিধেয় মল দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো।[১৮] এই অবস্থায় তাঁরা উভয়ে পানি ভর্তি মশক পৃষ্ঠে বহন করে নিয়ে লোকদের মুখে তা ঢেলে দিচ্ছেন এবং মশক খালি হয়ে গেলে পুনরায় ভর্তি করে এনে লোকদেরকে পান করাচ্ছেন।

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের ময়দানে পুরুষদের জন্য নারীদের মশক ভর্তি করে পানি বহন করা।

٢٦٦٩- عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنُ اَبِىْ مَالِكٍ اِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَسَمَ مُرُوْطًا بَيْنَ نِسَاءِ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِيْنَةِ فَبَقِىَ مِرْطٌ جَيِّدٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَعْطِ هٰذَا ابْنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِىْ عِنْدَكَ يُرِيْدُوْنَ اُمَّ كُلْثُوْمٍ بِنْتَ عَلِيٍّ فَقَالَ عُمَرُ اُمُّ سَلِيْطٍ اَحَقُّ وَ اُمُّ سَلِيْطٍ مِنْ نِسَاءِ الْاَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ عُمَرُ فَاِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ اُحُدٍ ـ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ تَزْفِرُ تَخِيْطُ ـ

২৬৬৯. ছালাবা ইবনে আবু মালেক (রা) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মদীনার মহিলাদের কতেকের মধ্যে কিছু রেশমী অথবা পশমী চাদর (কাপড়ের থান) বন্টন করলেন। সবশেষে একখানা মূল্যবান চাদর অবশিষ্ট থাকলে উপস্থিত এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন ! রসূলুল্লাহ (স)-এর নাতনী এবং আপনার স্ত্রী অর্থাৎ আলীর (রা) কন্যা উম্মে কুলসূমকে আপনি এ চাদরখানা প্রদান করুন। উমার (রা) বললেন, উম্মে সালীত (রা)-ই এর বড় হকদার। কেননা তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণকারিণী আনসার মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উমার (রা) বলেন, তিনি (উম্মে সালীত) উহুদের যুদ্ধের দিন মশক ভর্তি করে আমাদের জন্য পানি বহন করেছেন।

---

১৮. উম্মে সুলাইম (রা) আনাস (রা)-এর মা। আর এটা ছিল পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা।-(ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৭১৯)। জরুরী অবস্থায় এরূপ করার অবকাশ আছে।

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের ময়দানে আহতদের সেবায় নারীদের ভূমিকা।

٢٦٧٠- عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَى وَ نَرُدُّ الْقَتْلَى اِلَى الْمَدِيْنَةِ -

২৬৭০. মুআওবিযের কন্যা রুবাই (রা) বলেন, আমরা (নারীরা) যুদ্ধের ময়দানে নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। আমরা লোকদেরকে পানি পান করাতাম, আহতদের সেবা-যত্ন করতাম এবং নিহতদেরকে (মদীনায়) ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করতাম।

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের দ্বারা আহত ও নিহতদের (মদীনায়) ফেরত পাঠানো।

٢٦٧١- عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَسْقِي الْقَوْمَ نَخْدُمُهُمْ وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى اِلَى الْمَدِيْنَةِ -

২৬৭১. মুআওবিযের কন্যা রুবাই (রা) বলেন, আমরা (নারীরা) রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে জিহাদে অংশগহণ করে লোকদেরকে পানি পান করাতাম, তাদের সেবা-যত্ন করতাম এবং আহত ও নিহতদেরকে (মদীনায়) ফেরত পাঠাতাম।

৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ শরীর হতে তীর (টেনে) বের করা।

٢٦٧٢- عَنْ اَبِيْ مُوْسَى قَالَ رُمِيَ اَبُوْ عَامِرٍ فِيْ رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ قَالَ انْزِعْ هٰذَا السَّهْمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَامِنْهُ الْمَاءُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ اَبِيْ عَامِرٍ -

২৬৭২. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কোন যুদ্ধে) আবু আমরের হাঁটুতে তীর বিদ্ধ হলে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, এই তীরটি (আমার শরীর থেকে) টেনে বের করে দাও। আমি তীরটি টেনে বের করলে (তীরবিদ্ধ জায়গা থেকে) পানির মত রস ক্ষরণ হতে থাকলো। (আবু মূসা বলেন,) এরপর আমি নবী (স)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে এটা জানালে তিনি বললেন, হে আল্লাহ ! উবায়েদ আবু আমেরকে ক্ষমা করে দাও।

৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে জিহাদের ময়দানে পাহারাদান।

٢٦٧٣- عَنْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ سَهِرَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ قَالَ لَيْتَ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِيْ صَالِحًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ اِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلَاحٍ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقَالَ اَنَا سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ جِئْتُ لِاَحْرُسَكَ وَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ

২৬৭৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রাবীআ (রা) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ এক রাত রসূলুল্লাহ (স) পাহারায় কাটালেন। অতপর মদীনায় পৌঁছে

তিনি বললেন ঃ আজ রাতে আমার সাহাবীদের মধ্য হতে কোন সৎব্যক্তি যদি আমাকে পাহারা দান করতো, তাহলে কতই না ভাল হতো। এমনি সময় আমরা অস্ত্রের আওয়াজ শুনতে পেলাম। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে ? লোকটি বললেন, আমি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস। আজ রাতে আপনাকে পাহারা দেয়ার জন্য এসেছি। এরপর নবী (স) ঘুমিয়ে পড়লেন।

٢٦٧٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيْفَةِ وَالْخَمِيْصَةِ اِنْ اُعْطِىَ رَضِىَ وَاِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ لَمْ يَرْفَعْهُ اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ وَ زَادَنَا عَمْرٌو قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْــرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ وَ عَبْدُ الْخَمِيْصَةِ اِنْ اُعْطِىَ رَضِىَ وَاِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَ انْتَكَسَ .

وَاِذَا شِيْكَ فَلاَ انْتَقَشَ طُوْبٰى لِعَبْدٍ اٰخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ اِنْ كَانَ فِى الْحِرَاسَةِ وَاِنْ كَانَ فِى السَّاقَةِ كَانَ فِى السَّاقَةِ اِنِ اسْتَاْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَاِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ ـ

২৬৭৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ দীনার, দিরহাম ও উত্তম পোশাক পরিচ্ছদের যারা দাস তাদের জন্য ধ্বংস। তাকে দেয়া হলে সে সন্তুষ্ট হয়, আর না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। দীনার, দিরহাম ও উত্তম পোশাকের দাস ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তাকে দেয়া হলে সন্তুষ্ট হয় এবং না দেয়া হলে ক্রুদ্ধ হয়। এর ধ্বংস হবে, অধঃপতিত হবে এবং তাদের পায়ে কন্টক বিদ্ধ হলে তা খুলে দেয়ার লোক পর্যন্ত হবে না। ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যে আল্লাহর পথে দু'টি ধূলী ধুসরিত পদে, ধূলামলিন কেশে হলেও জিহাদের জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত থাকে। তাকে পাহারার কাজে সৈন্যদলের সম্মুখভাগে বা পশ্চাতভাগে যেখানেই নিয়োজিত করা হয় সে সেখানেই সন্তুষ্ট মনে নিয়োজিত থেকে পাহারার কাজ করে যায়। সে যদি কারো সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চায় তবে তাকে সাক্ষাতের অনুমতিও প্রদান করা হয় না এবং সে যদি কোন বিষয়ে সুপারিশ করে তাহলে, তার সুপারিশও কবুল কর হয় না।[১৯]

৭০-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের ময়দানে খেদমত ও সেবার মর্যাদা।

٢٦٧٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَحِبْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَكَانَ يَخْدُمُنِىْ

১৯. ঐ ব্যক্তি আল্লাহর রসূলের নির্দেশের প্রতি এতই আনুগত্যশীল যে, সে পার্থিব কোন যশ বা গৌরবের কথা মোটেই চিন্তা করে না, বরং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জিহাদের জন্য তাকে যেখানেই নিয়োজিত করা হয়, সেখানেই সে সন্তুষ্টচিত্তে কাজ করে, কোন মনোকষ্ট অনুভব করে না।

وَهُوَ اَكْبَرُ مِنْ اَنَسٍ قَالَ جَرِيْرُ اِنِّيْ رَأَيْتُ الْاَنْصَارَ يَصْنَعُوْنَ شَيْئًا لاَ اَجِدُ اَحَدًا مِنْهُمْ اِلاَّ اَكْرَمْتُهُ ـ

২৬৭৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে আমি জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র সঙ্গে ছিলাম। তিনি (জারীর) আমার সেবা করতেন, অথচ তিনি বয়সে আনাস থেকে বড় ছিলেন।[২০] জারীর (রা) বলেন, আমি আনসারগণকে এমন কিছু কাজ করতে দেখেছি যদ্দরুন তাদের কাউকে যখনই পাই তাকে আমি সম্মান প্রদর্শন করে থাকি।

٢٦٧٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى خَيْبَرَ اَخْدُمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ رَاجِعًا وَبَدَالَهُ اُحُدٌ قَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَ نُحِبُّهُ ثُمَّ اَشَارَ بِيَدِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحَرِّمُ مَابَيْنَ لاَ بَتَيْهَا كَتَحْرِيْمِ اِبْرَاهِيْمَ مَكَّةَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَمُدِّنَا ـ

২৬৭৬. মুত্তালিব ইবনে হানতাবের আযাদকৃত গোলাম আমর ইবনে আবু আমর (রা) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সেবা করার জন্য তাঁর সঙ্গে খায়বার গিয়েছিলাম। খায়বার থেকে ফেরার পথে উহুদ পাহাড় দৃষ্টিগোচর হলে রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ এই পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। তারপর তিনি হাত দ্বারা মদীনার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ হে আল্লাহ ! ইবরাহীম (আ) যেমন মক্কাকে সম্মানিত (হারাম) জায়গা বানিয়েছিলেন, আমিও তেমনি এই দুই কঙ্করময় স্থানের মধ্যবর্তী জায়গাকে (মদীনাকে) হারাম বা সম্মানিত বলে ঘোষণা করছি। অতএব হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের সা' ও মুদ-এ (খাদ্যশস্যে) বরকত দান করো।

٢٦٧٧- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّامَعَ النَّبِيِّ ﷺ اَكْثَرُنَا ظِلاًّ الَّذِيْ يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ وَاَمَّا الَّذِيْنَ صَامُوْا فَلَمْ يَعْمَلُوْا شَيْئًا وَاَمَّا الَّذِيْنَ اَفْطَرُوْا فَبَعَثُوْا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوْا وَعَالَجُوْا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْاَجْرِ ـ

২৬৭৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক জিহাদের সফরে আমরা নবী (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। (প্রচণ্ড রোদের কারণে আমরা ছায়া দিচ্ছিলাম) আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির কাপড় বা চাদরের ছায়াই ছিল একমাত্র ছায়া। সেদিন যারা রোযা রেখেছিলেন তারা কোন কাজই করতে সক্ষম হলেন না। কিন্তু যারা রোযাহীন ছিলেন তারা উটগুলোকে পানি পান করাতে নিয়ে গেলেন এবং মশক ভর্তি করে তার পিঠে পানি

২০. অথচ তিনি আনাস (রা) থেকে বড় ছিলেন। হাদীসের এই অংশটুকু ইমাম বুখারী (র)-এর কথা।

বহন করে আনলেন। তারা আহত ও অসুস্থদের সেবা ও খেদমত করলেন। অতএব নবী (স) বললেন, আজকে যারা রোযা রাখে নাই তারাই (সব) কল্যাণের (সওয়াবের) হকদার হয়ে গেলো।

৭১-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে স্বীয় সঙ্গীর সাজ-সরঞ্জাম বহন করে নেয়ার ফযীলাত।

٢٦٧٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كُلُّ سُلاَمٰى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ يُعِيْنُ الرَّجُلُ فِىْ دَابَّتِهٖ يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا اَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَمْشِيْهَا اِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ وَدَلُّ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ -

২৬৭৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ (মানুষের) শরীরের প্রতি খণ্ড অস্থির উপর প্রতি দিন একটি করে সাদকা ওয়াজিব হয়। কোন লোককে স্বীয় সওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়ে সাহায্য করা বা তার মাল-সরঞ্জাম বহন করে দেয়া, উত্তম কথা বলা, নামাযের উদ্দেশ্যে যাতায়াতের প্রতিটি পদক্ষেপ এবং (পথিককে) রাস্তা দেখিয়ে দেয়া এসবই সাদকা হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

৭২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে একদিন প্রহরা দানের মর্যাদা। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা (আল্লাহর) দীনের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিরক্ষার জন্য ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যধারণের প্রতিযোগিতা করো এবং (শত্রুর বিরুদ্ধে) সদা প্রস্তুত থাকো, আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ২০০)

٢٦٧٩- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَالرَّوْحَةُ يَرُوْحُهَا الْعَبْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا -

২৬৭৯. সাহল ইবনে সা'দ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে একদিন সীমান্ত পাহারা দেয়া পৃথিবী ও এর উপরস্থ সমস্ত সম্পদের চাইতেও উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো চাবুক (রাখার) পরিমাণ জায়গা পৃথিবীর ও এর উপরস্থ সমস্ত সম্পদরাজি থেকে উত্তম। আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বান্দার একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা পৃথিবী ও তার উপরস্থ সকল সম্পদরাজি হতেও উত্তম।

৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের ময়দানে খেদমতের জন্য বালকদের নিয়ে যাওয়া।

٢٦٨٠- عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِاَبِى طَلْحَةَ الْتَمِسْ غُلاَمًا مِّنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِى حَتّٰى اَخْرُجَ اِلٰى خَيْبَرَ فَخَرَجَ بِىْ اَبُوْ طَلْحَةَ مُرْدِفِىَّ وَ اَنَا غُلاَمٌ رَاهَقْتُ الْحُلُمَ فَكُنْتُ اَخْدُمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَزَلَ فَكُنْتُ اَسْمَعُهُ كَثِيْرًا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىِّ بْنِ اَخْطَبَ وَ قَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوْسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتّٰى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنٰى بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِىْ نِطَعٍ صَغِيْرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰذِنْ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُحَوِّىْ لَهَا وَ رَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلٰى رُكْبَتِهِ حَتّٰى تَرْكَبَ فَسِرْنَا حَتّٰى اِذَا اَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ نَظَرَ اِلٰى اُحُدٍ فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ثُمَّ نَظَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِىْ مُدِّهِمْ وَ صَاعِهِمْ -

২৬৮০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আবু তালহা (রা)-কে বললেন ঃ তোমাদের ছেলেদের মধ্য হতে খায়বার অভিযানকালে আমার খেদমতের জন্য একটা ছেলে খুঁজে এনে দাও। আবু তালহা (রা) আমাকে তার পেছনে সওয়ারীতে আরোহণ করিয়ে নিয়ে চললেন। আমি সেই সময় বয়সন্ধির নিকটবর্তী ছিলাম। সেই সফরে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। যখন তিনি কোন নীচু জায়গায় অবতরণ করতেন তখন আমি তাঁকে বেশীর ভাগ এ কথা বলতে শুনতাম ঃ হে আল্লাহ ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুঃশ্চিন্তা ও দুঃখজনক অবস্থা থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে এবং ঋণভার ও লোকের (শত্রুর) আধিপত্য থেকে। অতপর আমরা খায়বর পৌঁছলাম। আল্লাহ তাঁর [রসূলুল্লাহর (স)-এর কাঙ্খিত] দুর্গের পতন ঘটানোর পর হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়ার রূপসৌন্দর্য ও গুণাবলীর বিষয়ে তাঁর নিকট বর্ণনা করা হলো। সে ছিল সদ্য বিবাহিতা এবং তার স্বামী এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ (স) তাকে নিজের জন্য পসন্দ করলেন।[২১] অতপর

২১. সাফিয়া ছিলেন খাইবারের বিশিষ্ট নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা। তিনি ছিলেন সদ্য স্বামীহারা। সমবংশ বা কুফুর দিক থেকে বিচার করে শান্তিময় পারিবারিক জীবনের জন্য রসূলুল্লাহ (স)-ই ছিলেন তার জন্য উপযুক্ত। আর সদ্য বিবাহিতা অথচ স্বামীহারা লাবণ্যময়ী ও সৎগুণাবলীর অধিকারিণী নারীর দুঃখ ও মনোকষ্ট নবী (স)-এর মত মহান নেতা ও গুণবানের পক্ষেই দূর করা সম্ভব। এদিক খেয়াল করেই তিনি সাফিয়াকে পসন্দ করেছিলেন।

তাকে নিয়ে সেখান থেকে রওয়ানা হলেন। আমরা "সাদ্দুস সাহবা" নামক জায়গাতে উপনীত হলে তিনি (সাফিয়া) হায়েয থেকে পবিত্র হলেন এবং তিনি (স) তার সাথে নির্জন বাস করলেন। তারপর চামড়ার ছোট দস্তরখানে হায়স (একপ্রকার খাদ্য) রেখে, তিনি আমাকে আশপাশের সকল লোককে ডাকার আদেশ দিলেন। এটাই ছিলো সাফিয়ার সাথে রসূলুল্লাহর (স)-এর বিবাহের ওয়ালীমা (বিবাহভোজ)। এরপর আমরা মদীনার দিকে যাত্রা করলাম। আনাস (রা) বলেন, আমি দেখলাম রসূলুল্লাহ (স) আলখাল্লা দিয়ে উটের হাওদা বেষ্টন করে সাফিয়ার জন্য জায়গা করে দিলেন। (কখনো উঠানামার প্রয়োজন হলে) তিনি (স) তাঁর উটের নিকট বসে নিজের হাঁটু বাড়িয়ে দিতেন, আর সাফিয়া তাঁর হাঁটুর উপর পা রেখে (উটে) আরোহণ করতেন। আমরা চলতে চলতে মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি (স) উহুদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন ঃ এই পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। তারপর মদীনার প্রতি তাকিয়ে তিনি (স) বললেন ঃ হে আল্লাহ ! এই কঙ্করময় দু'টি জায়গার মধ্যে অবস্থিত স্থানকে আমি সম্মানিত (হারাম) বলে ঘোষণা করছি, ইবরাহীম (আ) যেমন মক্কাকে সম্মানিত (হারাম) বলে ঘোষণা করেছিলেন। হে আল্লাহ ! তুমি তাদের সা' ও মুদ-এ (খাদ্যবস্তুতে) বরকত দান করো।

৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ সমুদ্রযাত্রা।

٢٦٨١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَتْنِى اُمُّ حَرَامٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَوْمًا فِى بَيْتِهَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يُضْحِكُكَ قَالَ عَجِبْتُ مِنْ اُمَّتِى يَرْكَبُوْنَ الْبَحْرَ كَالْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ فَقَالَ اَنْتِ مَعَهُمْ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ فَيَقُوْلُ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ فَتَزَوَّجَ بِهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَخَرَجَ بِهَا اِلَى الْغَزْوِ فَلَمَّا رَجَعَتْ قُرِّبَتْ دَابَّةٌ لِتَرْكَبَهَا فَوَقَعَتْ فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا -

২৬৮১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হারাম (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একদিন দুপুরে রসূলুল্লাহ (স) তাঁর বাড়ীতে নিদ্রা গিয়েছিলেন। তিনি হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি কারণে হাসছেন ? তিনি জবাব দিলেন, আমার উম্মাতের একদল লোকের জন্য আমি আনন্দিত হচ্ছি যারা সমুদ্রে ভ্রমণ করবে সিংহাসনে আরূঢ় বাদশাহের মত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহর কাছে দোআ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি (স) বললেন, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অতপর তিনি আবার নিদ্রা গেলেন এবং হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন। তারপর (পূর্বোক্ত ব্যাপার) দুই অথবা তিনবার ঘটল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! দোআ করুন, আল্লাহ যেন আমাকেও তাদের

অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তাদের প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত হবে। পরে উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) তাঁকে বিবাহ করেন এবং তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে জিহাদে যান। তিনি জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে আরোহণের জন্য তাঁর কাছে সওয়ারী আনা হল এবং তিনি তাতে আরোহণ করতে গিয়ে পড়ে যান এবং তাঁর ঘাড় মটকে যায় (এভাবে তিনি মারা যান)।

৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সময় দুর্বল ও সৎলোকদের উসীলা দিয়ে আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করা। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবু সুফিয়ান আমাকে জানিয়েছেন যে, কায়সার (রোম সম্রাট) আমাকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম প্রতাপশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা তাঁর (স) অনুসরণ করছে না দুর্বল লোকেরা ? তোমার মত যে, দুর্বল লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর লোকই রসূলদের অনুসারী হয়ে থাকে।

٢٦٨٢- عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَاٰى سَعْدٌ اَنَّ لَهٗ فَضْلاً عَلٰى مَنْ دُوْنَهٗ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَ تُرْزَقُوْنَ اِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ ـ

২৬৮২. মুসআব ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ (রা) মনে করতেন যে, অন্যদের তুলনায় তাঁর মর্যাদা অনেক বেশী। অতএব নবী (স) বললেন ঃ তোমাদের দুর্বল ও অসহায়দের কারণেই তোমরা সাহায্য ও রিযিকপ্রাপ্ত হয়ে থাক।

٢٦٨٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَاتِىْ زَمَانٌ يَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ النَّبِىَّ ﷺ فَيُقَالُ نَعَمْ فَيُفْتَحُ ثُمَّ عَلَيْهِ يَاتِىْ زَمَانٌ فَيُقَالُ فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَيُقَالُ نَعَمْ فَيُفْتَحُ ـ ثُمَّ يَاتِىْ زَمَانٌ فَيُقَالُ فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَيُقَالُ نَعَمْ فَيُفْتَحُ ـ

২৬৮৩. আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ এমন এক সময় আসবে যখন একদল লোক আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের সাথে কি নবী (স)-এর সাহাবীদের কেউ আছেন ? বলা হবে, হাঁ আছেন। তাদেরকে বিজয় দান করা হবে। এরপর এমন সময় আসবে এবং একদল লোক আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, নবী (স)-এর সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করেছেন এমন লোক তোমাদের সাথে আছেন কি ? বলা হবে, হাঁ আছেন। তাদেরকেও বিজয় দান করা হবে। এরপর এমন যুগ আসবে এবং একদল লোক আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের সাথে কি এমন কোন লোক আছেন, যিনি নবী (স)-এর সাহাবীদের সহচরদের সাহচর্য লাভ করেছেন ? বলা হবে, হাঁ আছেন। সুতরাং তাদেরকেও বিজয় দান করা হবে।

৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না যে, অমুক ব্যক্তি শহীদ। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ আল্লাহই সমধিক অবগত যে, কে তাঁর পথে জিহাদ করছে। আল্লাহই সমধিক অবগত যে, কে তাঁর পথে আহত হচ্ছে।

٢٦٨٤- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُوْنَ فَاقْتَتَلُوْا فَلَمَّا مَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى عَسْكَرِهٖ وَمَا الْاٰخَرُوْنَ اِلٰى عَسْكَرِهِمْ وَ فِيْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلاَ فَاذَّةً اِلاَّ اِتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهٖ فَقَالَ مَا اَجْزَا مِنَّا الْيَوْمَ اَحَدٌ كَمَا اَجْزَاَ فُلاَنٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِفَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَاِذَا اَسْرَعَ اَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجَرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهٖ بِالْاَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهٖ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِيْ ذَكَرْتَ اٰنِفًا اَنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَاَعْظَمَ النَّاسُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ اَنَا لَكُمْ بِهٖ فَخَرَجْتُ فِيْ طَلَبِهٖ ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ فَصْلَ سَيْفِهٖ فِى الْاَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ : اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلَ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

২৬৮৪. সাহল ইবনে সা'দ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ও মুশরিকদের মধ্যে মুকাবিলা হলে উভয় দল তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হলো। অতপর রসূলুল্লাহ (স) নিজ সেনাদলে প্রত্যাবর্তন করলে মুশরিকরাও তাদের দলে ফিরে গেল। এই যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে মুশরিকদের বিচ্ছিন্ন ও পলায়নপর প্রত্যেকের পশ্চাদ্ধাবন করে তরবারি দ্বারা হত্যা করেছিল। তিনি (সাহল) রসূলুল্লাহ (স)-কে লোকটি সম্পর্কে বললেন যে, আজ আমাদের কেউই অমুকের মত যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ সে তো দোযখের বাসিন্দা হবে। দলের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বলল, আমি (প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য অনুক্ষণ) তার সঙ্গ নিয়ে থাকব। অতপর সে তার সঙ্গে সঙ্গে চলল। যখন সে থামত, সেও থামত এবং যখন দ্রুত চলতো তখন সেও দ্রুত চলতো। (এক সময়ে) লোকটি মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার কারণে সত্বর মৃত্যু কামনা

করতে থাকল। অতপর সে তার তরবারির বাঁট মাটিতে রেখে তার তীক্ষ্ণ দিক বক্ষের সঙ্গে লাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। অনুসরণকারী লোকটি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে (ফিরে) এসে বলল, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল। তিনি (স) বললেন ঃ ব্যাপার কি ? সে বললেন, যে লোকটি সম্পর্কে আপনি কিছুক্ষণ পূর্বে বলছিলেন, সে দোযখবাসী হবে। একথা শুনে লোকেরা অবাক হল। আমি তাদেরকে বললাম, লোকটির পূর্ণ খবর আমি তোমাদেরকে জানাবো। আমি তার অনুসন্ধানে পেছনে পেছনে চললাম। এক সময় সে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে দ্রুত মৃত্যু কামনা করতে থাকল। এ উদ্দেশ্যে সে তার তরবারির বাঁট মাটিতে রেখে তার তীক্ষ্ণপ্রান্ত স্বীয় বক্ষে ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করেছে। (কথাগুলো শোনার পর) তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ লোকের বাহ্যিক বিচারে অনেক সময় এক ব্যক্তি জান্নাতবাসীর মত আমল করতে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে দোযখবাসী এবং অনুরূপভাবে লোকদের বাহ্যিক বিচারে এক ব্যক্তি দোযখবাসী হওয়ার উপযোগী আমল করতে থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতবাসী।

৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ (তীর) নিক্ষেপে উদ্বুদ্ধ করা। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ - (انفال - ٦٠)

"তোমাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব তাদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করো এবং অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখো যাতে তোমরা আল্লাহ এবং তোমাদের শত্রুকে ভীতসন্ত্রস্ত রাখতে পার।"
–(সূরা আনফাল ঃ ৬০)

٢٦٨٥– عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ارْمُوا بَنِي إِسْمَعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ قَالَ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ قَالُوا كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ -

২৬৮৫. সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, নবী (স) আসলাম গোত্রের একদল লোকের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন এবং তারা তখন তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা করছিল। নবী (স) বললেন ঃ হে বনী ইসমাঈল ! তোমরা (তীর) নিক্ষেপ করতে থাকো। কেননা তোমাদের পিতামহ সুদক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। আমিও অমুক গোত্রের সঙ্গে আছি। রাবী বলেন, এ কথা শুনে কোন একদল তীর নিক্ষেপ বন্ধ করে দিল। নবী (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি হলো যে, তোমরা তীর নিক্ষেপ বন্ধ করে দিলে ? তারা জবাব দিলো, আমরা কেমন করে তীর ছুঁড়তে পারি ? আপনি যে অমুকের সাথে আছেন ? নবী (স) বললেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ করতে থাকো, আমি তোমাদের সবার সাথেই আছি।

٢٦٨٦- عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِيْ أُسَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ حِيْنَ صَفَفْنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوْا لَنَا اِذَا اَكْثَبُوكُمْ (اَكْثَبُوكُمْ) فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ -

২৬৮৬. হামযাহ ইবনে আবু উসাইদ (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন আমরা যখন কুরাইশদের বিরুদ্ধে এবং কুরাইশগণ আমাদের বিরুদ্ধে (আক্রমণের জন্য) ব্যূহ রচনা করে মুখোমুখি অবস্থান নিলাম, তখন নবী (স) আমাদেরকে বললেন ঃ যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হবে, তখন তোমরা তীর বর্ষণ করে তাদেরকে প্রতিহত কর।

৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ বল্লম ও অনুরূপ অস্ত্র দ্বারা খেলাধূলা করা।

٢٦٨٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِحِرَابِهِمْ دَخَلَ عُمَرُ فَاَهْوٰى اِلَى الْحَصٰى فَحَصَبَهُمْ بِهَا فَقَالَ دَعْهُمْ يَا عُمَرُ -

২৬৮৭. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, কিছু সংখ্যক হাবশী লোক যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে নবী (স)-এর সামনে খেলাধূলা করছিল। এই সময় উমার (রা) সেখানে উপস্থিত হলেন এবং কঙ্কর তুলে তাদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। তখন নবী (স) বললেন ঃ হে উমার, তাদেরকে খেলতে দাও। (অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ তারা মসজিদের মধ্যে খেলছিল।)

৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ ঢালের বর্ণনা এবং সঙ্গীর ঢালে আশ্রয়গ্রহণ।

٢٦٨٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَتَتَرَّسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِتُرْسٍ وَاحِدٍ وَكَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ حَسَنَ الرَّمْيِ فَكَانَ اِذَا رَمٰى تَشَرَّفَ النَّبِيُّ ﷺ فَيَنْظُرُ اِلٰى مَوْضِعِ نَبْلِهِ -

২৬৮৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আবু তালহা (রা) নবী (স)-এর সাথে একই ঢালে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর আবু তালহা (রা) দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। যখন তিনি তীর নিক্ষেপ করতেন তখন নবী (স) ঘাড় উঁচু করে নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার জায়গা লক্ষ্য করতেন।

٢٦٨٩- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا كُسِرَتْ بَيْضَةُ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى رَأْسِهِ وَاُدْمِيَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَكَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمِجَنِّ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُهُ فَلَمَّا رَأَتِ الدَّمَ يَزِيْدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ اِلٰى حَصِيْرٍ فَاَحْرَقَتْهَا وَاَلْصَقَتْهَا عَلٰى جُرْحِهِ فَرَقَأَ الدَّمُ -

২৬৮৯. সাহল ইবনে সা'দ (রা) বলেন, যে সময় (যুদ্ধের ময়দানে) নবী (স)-এর শিরস্ত্রান ভেঙে মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেলো এবং সম্মুখের দাঁত ভেঙে গেলো, তখন হযরত আলী (রা) বার বার ঢালে করে পানি বহন করে আনছিলেন এবং ফাতেমা (রা) রক্ত ধুয়ে দিচ্ছিলেন। যখন তিনি দেখলেন যে, পানি দিলে আরো রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে তখন একখানা (খেজুর পাতার) চাটাই নিয়ে তা পুড়িয়ে (ছাই) জখমের উপর লাগিয়ে দিলেন। এরপর রক্ত ক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল।

٢٦٩٠- عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ اَمْوَالُ بَنِى النَّضِيْرِ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِه مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاصَّةً وَكَانَ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِىَ فِى السِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

২৬৯০. উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী নযীর গোত্রের (পরিত্যক্ত) সম্পদ যা আল্লাহ তাঁর রসূলকে বিনা যুদ্ধে দান করেছিলেন এবং যা অর্জনের জন্য মুসলিম অশ্ব বা উট পরিচালনা করেনি। অতএব তা রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল। এর থেকে তিনি (স) তাঁর পরিবার-পরিজনদেরকে এক বছরের ভরনপোষণ প্রদান করতেন এবং অবশিষ্ট অর্থ অস্ত্রশস্ত্র ও আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া সংগ্রহে ব্যয় করতেন।

٢٦٩١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُفَدِّى رَجُلاً بَعْدَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِرْمِ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ -

২৬৯১. আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রা) বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি : একমাত্র সা'দ (ইবনে ওয়াক্কাস) ব্যতীত নবী (স) "আমার পিতামাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক" এরূপ কথা কারো সম্পর্কে বলতে শুনিনি। আমি তাঁকে (স) বলতে শুনেছি : তোমার জন্য আমার পিতামাতা কোরবান হোক, তুমি তীর নিক্ষেপ কর।

৮০-অনুচ্ছেদ : চামড়ার ঢাল।

٢٦٩٢- عَنْ عَائِشَةَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ عِنْدِىْ جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ فَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِى وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ (عَمِلَ) غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا قَالَتْ وَكَانَ يَوْمُ عِيْدٍ يَلْعَبُ السُّوْدَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَاِمَّا سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاِمَّا قَالَ تَشْتَهِيْنَ تَنْظُرِيْنَ فَقَالَتْ نَعَمْ فَاَقَامَنِىْ وَرَاءَهُ خَدِّىْ عَلٰى خَدِّهِ وَيَقُوْلُ دُوْنَكُمْ بَنِىْ اَرْفِدَةَ حَتّٰى اِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِىْ قَالَ اَحْمَدُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ فَلَمَّا غَفَلَ -

২৬৯২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'টি বালিকা আমার নিকট বুআস যুদ্ধের ঘটনা সম্বলিত গান গাচ্ছিলো। তখন নবী (স) আমার নিকট প্রবেশ করলেন এবং বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এমন সময় আবু বাক্র (রা) আগমন করলেন এবং আমাকে ধমকিয়ে বললেন, আল্লাহর রসূলের নিকট বসে শয়তানের বাদ্য ? রসূলুল্লাহ (স) তাঁর দিকে ফিরে বললেন ঃ ওদের ছেড়ে দাও। অতপর আবু বাক্র (রা) অন্য মনস্ক হলে আমি বালিকা দু'টিকে চোখ টিপে ইশারা করলে তারা চলে গেলো। আয়েশা (রা) বলেন, ঈদের দিন কৃষ্ণকায় লোকেরা (হাবশী) ঢাল ও বল্লম নিয়ে খেলাধুলা করতো। তিনি বলেন, হয়তো আমিই রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আবদার করেছিলাম অথবা তিনিই আমাকে বলেছিলেন ঃ তুমি কি এসব খেলা দেখতে আগ্রহী ? আমি বললাম, হাঁ। অতএব তিনি আমাকে তাঁর পেছনে দাঁড় করালেন। সেই সময় আমার গণ্ডদেশ তাঁর গণ্ডদেশ স্পর্শ করেছিলো এবং তিনি বলছিলেন ঃ হে বনী আরফেদাহ (হাবশীগণ) চালিয়ে যাও। অতপর আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, যথেষ্ট হয়েছে কি ? আমি জবাব দিলাম, হাঁ। তিনি বললেন, তাহলে যাও।

৮১-অনুচ্ছেদ ঃ ঘাড়ে তরবারি লটকানো।

٢٦٩٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اَحْسَنَ النَّاسِ وَاَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوْا نَحْوَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ اِسْتَبْرَاَ الْخَبَرَ وَهُوَ عَلٰى فَرَسٍ لِاَبِيْ طَلْحَةَ عُرْيٍ وَفِيْ عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُوْلُ لَمْ تُرَاعُوْا لَمْ تُرَاعُوْا ثُمَّ قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا اَوْ قَالَ اِنَّهُ لَبَحْرٌ -

২৬৯৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) সব লোকদের চাইতে সুদর্শন ও সবচাইতে সাহসী ছিলেন। এক রাতে মদীনাবাসীগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো এবং তারা শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে অগ্রসর হলো। নবী (স) সবার আগে অগ্রসর হয়ে সংবাদটি যাচাই করলেন। এই সময় তিনি আবু তালহা (রা)-এর জিনবিহীন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছিলেন এবং তাঁর গলদেশে তরবারি লটকানো ছিলো। তিনি বলছিলেন ঃ ভীত হয়ো না ভয় পেও না। অতপর তিনি (ঘোড়াটি সম্পর্কে) বললেন, এটিকে সমুদ্রের ন্যায় (বেগবান) পেলাম অথবা তিনি বললেন, ঘোড়াটি সমুদ্রের ন্যায় (বেগবান)।

৮২-অনুচ্ছেদ ঃ তরবারি স্বর্ণ বা রৌপ্যখচিত করা।

٢٦٩٤- عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ يَقُوْلُ لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوْحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوْفِهِمْ الذَّهَبَ وَلاَ الْفِضَّةَ اِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ الْعَلاَبِيُّ وَالْاٰنُكَ وَالْحَدِيْدَ -

২৬৯৪. আবু উমামা (রা) বলেন, একদল লোক (সাহাবীগণ) অনেক দেশ জয় করেছেন এবং তাদের তরবারি স্বর্ণ বা রৌপ্যখচিত ছিল না, বরং তাদের তরবারি চামড়া, সীসা ও লোহার খচিত ছিল।

৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জিহাদের সফরে দুপুরের বিশ্রামে তরবারি গাছে ঝুলিয়ে রাখে।

٢٦٩٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ فَاَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِىْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّوْنَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ سَمُرَةٍ (شَجَرَةٍ) وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْنَا وَاِذَا عِنْدَهُ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا اِخْتَرَطَ عَلَىَّ سَيْفِىْ وَاَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِىْ يَدِهِ صَلْتًا فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّى (مَنْ يَّمْنَعُكَ مِنِّى فَقُلْتُ اَللّٰهُ ثَلاَثًا وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ -

২৬৯৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নজদ অভিমুখে কোন এক যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ছিলেন। রসূলুল্লাহ (স) যখন প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তিনিও তাঁর সাথে প্রত্যাবর্তন করলেন। ঘন কাটাযুক্ত বৃক্ষরাজিতে ঢাকা এক প্রশস্ত উপকত্যকায় উপনীত হলে তাঁদের সবারই নিদ্রা পাচ্ছিল। রসূলুল্লাহ (স) সেখানে অবতরণ করলেন। অন্যরাও ছায়া লাভের জন্য বিভিন্ন গাছের ছায়ায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ল। রসূলুল্লাহ (স) একটি বাবলা গাছের নীচে অবতরণ করে তাতে নিজের তরবারিখানা ঝুলিয়ে রাখলেন এবং আমরা সবাই গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হলাম। হঠাৎ রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে ডাকতে লাগলেন এবং তাঁর সামনে এক বেদুইন দাঁড়িয়েছিল। তিনি বলেন, আমার নিদ্রাবস্থায় এই লোকটি আমার উপরে আমারই তরবারি উঁচিয়ে ধরল। আমি জাগ্রত হয়ে দেখতে পেলাম, সে কোষমুক্ত তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে বলছিল, আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে ? আমি বললাম, আল্লাহ ! আল্লাহ ! আল্লাহ। তিনি তার থেকে কোনরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন না এবং বসে থাকলেন।

৮৪-অনুচ্ছেদ ঃ শিরস্ত্রাণ পরিধান করা।

٢٦٩٦- عَنْ سَهْلٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ جُرِحَ وَجْهُ النَّبِىِّ ﷺ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلٰى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَلِىٌّ يُمْسِكُ فَلَمَّا رَأَتْ اَنَّ الدَّمَ لاَ يَزِيْدُ (لاَ يَرْتَدُّ) اِلاَّ كَثْرَةً اَخَذَتْ حَصِيْرًا فَاَحْرَقَتْهُ حَتّٰى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ اَلْزَقَتْهُ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ -

২৬৯৬. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁকে নবী (স)-এর উহুদের দিনের যখম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তাঁর মুখমণ্ডল আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল, সম্মুখের দাঁত ভেঙে গিয়েছিল এবং তার শিরস্ত্রাণও ভেঙে গিয়েছিল। আলী (রা) পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন এবং

ফাতেমা (রা) রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করছিলেন। রক্তক্ষরণ বন্ধ না হয়ে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে তিনি (ফাতেমা) একটি চাটাই জ্বালিয়ে ভস্মে পরিণত করলেন এবং তা জখমের উপর লাগিয়ে দিলেন। এরপর রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল।

৮৫- অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মৃতের সমরাস্ত্র ধ্বংস করা এবং তার পশু হত্যা করা যুক্তিসংগত মনে করেন না।

٢٦٩٧- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَاتَرَكَ النَّبِىُّ ﷺ الاَّسِلاَحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَاَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً -

২৬৯৭. আমর ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইন্তেকালের সময় রসূলুল্লাহ (স) তাঁর সমরাস্ত্র, একটি শ্বেত খচ্চর এবং একখণ্ড ভূমি সাদকা করার জন্যে রেখে গিয়েছিলেন।[২২]

৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ দুপুরের বিশ্রামের সময় নেতার নিকট থেকে লোকদের বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং বৃক্ষছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা।

٢٦٩٨- عَنْ سِنَانِ ابْنِ اَبِىْ سِنَانٍ الدُّؤَلِىِّ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِىْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِى الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّوْنَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ بِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ هٰذَا اِخْتَرَطَ سَيْفِىْ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ قُلْتُ اَللّٰهُ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ -

২৬৯৮. সিনান ইবনে আবু সিনান আদ-দুওয়ালী (র) থেকে বর্ণিত। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি এক যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঘন কাঁটাযুক্ত গাছে ভরা একটি উপত্যকায় তাদের দুপুরের নিদ্রা পাচ্ছিল। লোকেরা বৃক্ষের ছায়ালাভের জন্য কাঁটা গাছবনে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল। নবী (স)-ও একটি গাছের নীচে গিয়ে স্বীয় তরবারিখানা বৃক্ষশাখায় লটকিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। অতপর (জাগ্রত হয়ে) তিনি দেখতে পেলেন, অজ্ঞাত পরিচয় একটি লোক তাঁর পাশে (দাঁড়িয়ে) আছে। নবী (স) বললেন, এই লোকটি আমার উপর আমার তরবারি উত্তোলন করে বলছে, কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে ? আমি জবাব দিলাম, আল্লাহ। অতপর সে তরবারিখানা কোষবদ্ধ করল এবং এই তো সে বসে আছে। অতপর নবী (স) তার উপর কোনরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন না।

২২. ইসলাম পূর্ব যুগে লোকেরা তাদের নেতার মৃত্যুর সাথে সাথে তার অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস করে ফেলত এবং তার পশু হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করে দিত। ইসলাম এই কুসংস্কারের অবসান ঘটিয়েছে। (ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৪৩৭)

৮৭-অনুচ্ছেদ ঃ বল্লম সম্পর্কে বর্ণনা। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (স) বলেছেন ঃ আমার বল্লমের বর্শার ছায়াতলে আমার রিযিক রাখা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি আমার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করবে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে অপমান ও লাঞ্ছনা।

٢٦٩٩- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيْقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ اَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِيْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَاٰى حِمَارًا وَحْشِيًا فَاسْتَوٰى عَلٰى فَرَسِهِ فَسَاَلَ اَصْحَابَهُ اَنْ يُنَاوِلُوْهُ سَوْطَهُ فَاَبَوْا فَسَاَلَهُمْ رُمْحَهُ فَاَبَوْا فَاَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَاَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبٰى بَعْضٌ فَلَمَّا اَدْرَكُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَاَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ اِنَّمَا هِىَ طُعْمَةٌ اَطْعَمَكُمُوْهَا اللّٰهُ ـ

২৬৯৯. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর এক হজ্জের সফরে তাঁর সাথে ছিলেন। যখন তারা মক্কার কোন একটা পথ ধরে চলছিলেন তখন তিনি (আবু কাতাদা) তাঁর কিছু সংখ্যক সাথীসহ পশ্চাতে পড়ে যান। সঙ্গীরা সবাই ইহরাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন ইহরামবিহীন। তিনি (আবু কাতাদা) একটা বন্য গাধা দেখতে পেয়ে (তা শিকার করার জন্য) স্বীয় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করেন এবং সঙ্গীদেরকে তাঁর চাবুকটি তুলে দিতে বলেন। তারা তা অস্বীকার করলে তিনি তাদেরকে তার বর্শাটি উঠিয়ে দিতে বলেন। তারা তাও অস্বীকার করলে তিনি নিজেই তা উঠিয়ে নেন এবং গাধাটিকে আক্রমণ করে হত্যা করেন। সঙ্গীদের কেউ কেউ এর গোশত খান এবং কেউ কেউ তা খেতে অস্বীকার করেন। অতপর তারা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছে এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ এটা একটা খাদ্যবস্তু যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, ঐটার কিছু গোশত কি তোমাদের কাছে আছে?

৮৮-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে নবী (স)-এর ব্যবহৃত বর্ম ও জামার বর্ণনা। নবী (স) বলেছেন ঃ খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ তার যুদ্ধাস্ত্র আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দিয়েছে।

٢٧٠٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ فِىْ قُبَّةٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ فَاَخَذَ اَبُوْ بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَدْ اَلْحَحْتَ عَلٰى رَبِّكَ وَهُوَ فِى الدِّرْعِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُوْلُ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ـ (القمر ـ ٤٦)

২৭০০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন নবী (স) একটি তাঁবুর মধ্যে অবস্থানকালে বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ ! আমি তোমাকে তোমার প্রতিজ্ঞা ও ওয়াদার দোহাই দিচ্ছি। হে আল্লাহ ! তুমি যদি চাও তাহলে আজকের দিনের পর (এই পৃথিবীর উপর) আর কেউ তোমার ইবাদাত করার মত থাকবে না। এই সময় আবু বাক্‌র (রা) তাঁর হাত ধরে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! যথেষ্ট হয়েছে। কেননা আপনার প্রভুর নিকট একান্ত কাকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা করেছেন। এই সময় নবী (স) বর্মপরিহিত ছিলেন। অতপর সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে তিনি আমাদের বললেন ঃ অচিরেই শত্রু সেনাদল পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। বরং কিয়ামত তাদের জন্য প্রতিশ্রুতি; কিয়ামত অত্যন্ত তিক্ত ও ভয়াবহ।" (সূরা আল কামার ঃ ৪৫-৪৬)

٢٧٠١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلاَثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ - رَهَنَهُ دِرْعًا مِّنْ حَدِيْدٍ -

২৭০১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন ইন্তিকাল করলেন, এই সময় তাঁর বর্মখানি ত্রিশ সা' যবের বিনিময়ে এক ইয়াহূদীর নিকট বন্ধক ছিল। আমাশের বর্ণনায় আছে ঃ নবী (স) তাঁর লৌহবর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। অন্য একটি সূত্রে আমাশ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর লৌহ নির্মিত বর্মখানি বন্ধক রেখেছিলেন।

٢٧٠٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اضْطَرَّتْ اَيْدِيَهُمَا اِلٰى تَرَاقِيْهِمَا فَكُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَتِهِ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتّٰى تُعَفِّيَ اَثَرَهُ وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيْلُ بِالصَّدَقَةِ اِنْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ اِلٰى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ اِلٰى تَرَاقِيْهِ فَسَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فَيَجْتَهِدُ اَنْ يُوَسِّعَهَا فَلاَ تَتَّسِعُ -

২৭০২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, দানশীল ও কৃপণ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এমন দু' ব্যক্তির মত যাদের উভয়ের পরিধানে লৌহ নির্মিত জুব্বা। জুব্বা দু'টি এত আঁটসাঁট যে, তা উভয়ের হাত ঘাড়ের দিকে টেনে ধরেছে। (কিন্তু) দানশীল ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছা করে তখন জুব্বাটি তার শরীরের উপর প্রসারিত হয়, এমনকি শরীরের নীচে ঝুলতে থাকে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছা করে তখন জামাটির প্রতিটি আংটা পরস্পর আটকে গিয়ে তার শরীরকে চেপে ধরে এবং তার হাত ঘাড়ের সাথে লেগে যায়। অতপর আবু হুরাইরা (রা) নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ সে হাত দু'টিকে প্রসারিত করতে চেষ্টা করে কিন্তু তা প্রসারিত হয় না।

৮৯-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে ও যুদ্ধে জুব্বা পরিধান করা।

٢٧٠٣- عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ اِنْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحَاجَتِهٖ ثُمَّ اَقْبَلَ فَلَقِيْتُهُ بِمَآءٍ (فَتَوَضَّأَ) وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ فَاَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتُ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَاسِهٖ وَعَلٰى خُفَّيْهِ -

২৭০৩. মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য একটু দূরে গমন করেন। তিনি ফিরে আসলে আমি পানি নিয়ে হাযির হলাম। তখন তিনি একটি শাম দেশের তৈরী জুব্বা পরিহিত ছিলেন। তিনি উযু করলেন, উযুতে কুল্লি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। তারপর তিনি জুব্বার হাতার মধ্য থেকে হাত বের করতে শুরু করলেন। হাতা দু'টি ছিলো খুব চাপা। তিনি এর ভেতর থেকে হাত দু'টি বের করে ধৌত করলেন এবং মাথা ও মোজার উপর মাসহ্ করলেন।

৯০-অনুচ্ছেদ : যুদ্ধ চলাকালে রেশমী কাপড় পরিধান করা।

٢٧٠٤-عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ - فِيْ قَمِيْصٍ مِّنْ حَرِيْرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا -

২৭০৪. কাতাদা (রা) বলেন, আনাস (রা) তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) আবদুর রহমান ইবনে আওফ এবং যুবাইর (রা)-কে তাদের দেহে চুলকানী থাকার কারণে রেশমী জামা পরিধান করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

٢٧٠٥- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا اِلَي النَّبِيِّ ﷺ يَعْنِى الْقَمْلَ فَاَرْخَصَ لَهُمَا فِى الْحَرِيْرِ فَرَاَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِىْ غَزَاةٍ -

২৭০৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ও যুবাইর (রা) নবী (স)-এর নিকট উকুনের অভিযোগ করলে তিনি তাদের দু'জনকে রেশমী বস্ত্র পরিধানের অনুমতি দান করেছিলেন। আনাস (রা) বলেন, আমি এক যুদ্ধে তাদের শরীরে উক্ত রেশমী বস্ত্র দেখেছি।

٢٧٠٦- عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِىْ حَرِيْرٍ -

২৭০৬. কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। আনাস (রা) তাদের কাছে বলেছেন যে, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এবং যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)-কে নবী (স) রেশমী বস্ত্র পরিধানের অনুমতি দিয়েছিলেন।

٢٧٠٧- عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَخَّصَ أَوْ رُخِّصَ لَهُمَا لِحِكَّةٍ بِهِمَا .

২৭০৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শরীরে চুলকানির কারণে তাদের দু'জনকে রেশমী বস্ত্র পরিধানের অনুমতি দিয়েছিলেন বা দেয়া হয়েছিল।

৯১-অনুচ্ছেদ ঃ ছুরি বা চাকুর বর্ণনা।

٢٧٠٨- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ مِنْ كَتِفٍ يَحْتَزُّ مِنْهَا ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২৭০৮. জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া আদ-দামরী (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি নবী (স)-কে বাহুর (বকরীর সামনের পা) গোশত কেটে কেটে খেতে দেখেছি। অতপর নামাযের জন্য ডাকা হলে তিনি নতুনভাবে উযু না করেই নামায আদায় করলেন।[২৩]

৯২-অনুচ্ছেদ ঃ রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পর্কে যা কথিত আছে।

٢٧٠٩- عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَتَى عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَهُوَ نَازِلٌ فِي سَاحَةِ حِمْصَ وَهُوَ فِي بِنَاءٍ لَهُ وَمَعَهُ أُمُّ حَرَامٍ قَالَ عُمَيْرٌ فَحَدَّثَتْنَا أُمُّ حَرَامٍ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَنَا فِيهِمْ قَالَ أَنْتِ فِيهِمْ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ فَقُلْتُ أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ لَا .

২৭০৯. উবাদা ইবনুস সামেত (রা) যে সময় হিমসের উপকূলে একটি মহলে (তার স্ত্রী) উম্মে হারামসহ অবস্থান করছিলেন সেই সময় উমাইর ইবনুল আসওয়াদ আল-আনাসী তাদের কাছে এলেন। উমাইর বলেন, উম্মে হারাম (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করলেন যে, তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমার উম্মাতের নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রথম সেনাদলের জন্য জান্নাত ওয়াজেব (অবধারিত) হয়ে গেছে। উম্মে হারাম (রা) বললেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকব ? তিনি বললেন ঃ হাঁ, তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অতপর নবী (স) বললেন ঃ আমার উম্মাতের প্রথম (নৌসেনাদল) যারা কায়সারের (রোম সম্রাট) একটি শহর (কনস্টান্টিনোপল) আক্রমণ করবে তাদের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। উম্মে হারাম (রা)

২৩. যুহরী (র)-এর বর্ণিত হাদীসে আরও আছে ঃ অতপর তিনি (স) ছুরি রেখে দিলেন

বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত আছি ? তিনি জবাব দিলেন, না।

৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ ইহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

٢٧١٠- عَن عَبدِ اللّٰهِ بنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تُقَاتِلُونَ اليَهُودَ حَتّٰى يَختَبِيَ اَحَدُهُم وَرَاءَ الحَجَرِ فَيَقُولُ يَا عَبدَ اللّٰهِ هٰذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقتُلهُ -

২৭১০. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ তোমরা ইহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং কোন ইহূদী পাথরের আড়ালে লুকাবে। পাথর বলবে, হে আল্লাহর বান্দা (মুসলমান)! এই দেখ, আমার আড়ালে ইহূদী লুকায়িত, তাকে হত্যা কর।

٢٧١١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا الْيَهُوْدَ حَتّٰى يَقُوْلَ الْحَجَرُ وَرَاءَهُ الْيَهُوْدِيُّ يَا مُسْلِمُ هٰذَا يَهُوْدِيٌّ وَرَآئِيْ فَاقْتُلْهُ -

২৭১১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা ইহূদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং পাথরের আড়ালে লুকানো ইহূদী সম্পর্কে উক্ত পাথর একথা না বলা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না ঃ হে মুসলিম ! এই আমার আড়ালে ইহূদী লুকিয়ে আছে, একে হত্যা কর।[২৪]

৯৪-অনুচ্ছেদ ঃ তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বর্ণনা।

٢٧١٢- عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ تُقَاتِلُوْا قَوْمًا يَنْتَعِلُوْنَ نِعَالَ الشَّعَرِ وَاِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ تُقَاتِلُوْا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوْهِ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ (الْمُطَرَّقَةُ) -

২৭১২. আমর ইবনে তাগলিব (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যারা পশমের জুতা পরিধান করে। আর এটাও কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যাদের মুখমণ্ডল চামড়ার ঢালের ন্যায় চওড়া হবে।

٢٧١٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا التُّرْكَ صِغَارَ الْاَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوْهِ ذُلْفَ الْاُنُوْفِ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ -

২৪. হযরত ঈসা (আ)-এর আবির্ভাবের পর দাজ্জালের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধকালে এরূপ ঘটবে।

২৭১৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা যতদিন না ক্ষুদ্র চক্ষু, লাল চেহারা, চেপ্টা নাক এবং চামড়ার ঢালের ন্যায় মুখমণ্ডল বিশিষ্ট লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না এবং যতদিন না তোমরা পশমের জুতা পরিধান করে এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

৯৫-অনুচ্ছেদ ঃ পশমের জুতা পরিধানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

٢٧١٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ ـ

২৭১৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা পশমের জুতা পরিধানকারী এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা চামড়ার ঢালের ন্যায় মুখমণ্ডল বিশিষ্ট লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। অপর বর্ণনায় ক্ষুদ্র চোখ, চেপ্টা নাক এবং চামড়ার ঢালের ন্যায় মুখমণ্ডল বিশিষ্ট লোকের কথা আছে।

৯৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পরাজয়ের মুখে সঙ্গীদের ব্যূহ বদ্ধ করে সওয়ারী থেকে অবতরণ করে এবং (আল্লাহর) সাহায্য প্রার্থনা করে।

٢٧١٥- عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَسَاَلَهُ رَجُلٌ اَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ يَا اَبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَاوَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ اَصْحَابِهِ وَاَخِفَّاؤُهُمْ (خِفَافُهُمْ) حُسَّرًا لَيْسَ بِسِلاَحٍ فَاَتَوْا قَوْمًا رُمَاةً جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِىْ نَصْرٍ مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ فَرَشَقُوْهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُوْنَ يُخْطِئُوْنَ فَاَقْبَلُوْا هُنَالِكَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ عَلٰى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَاَبْنُ عَمِّهِ اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُوْدُ بِهٖ فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ ثُمَّ قَالَ اَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ثُمَّ صَفَّ اَصْحَابَهُ ـ

২৭১৫. আবু ইসহাক (রা) বলেন, বারাআ (রা)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আবু উমারাহ, ! হুনাইনের দিন কি আপনারা পলায়ন করেছিলেন ? তিনি বললেন, না। আল্লাহর শপথ, রসূলুল্লাহ (স) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি। বরং তাঁর কিছু অস্ত্রশস্ত্রহীন নওজোয়ান সাহাবা চলে গিয়েছিলেন। কেননা তারা হাওয়াযেন ও বনী নাসর গোত্রের সুদক্ষ তীরন্দাজদের সম্মুখে পড়ে গিয়েছিলেন। তাদের কোন তীরই লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছিল না। এ সময় তারা নবী (স)-এর কাছে উপনীত হলেন। তিনি (স) তখন তাঁর শ্বেত খচ্চরটির পিঠে আরোহিত ছিলেন, আর তাঁর চাচাত ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব তাঁর খচ্চরটির লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। নবী (স) খচ্চর থেকে অবতরণ করে আল্লাহর কাছে

সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সে সময় তিনি বলছিলেন, আমি যে নবী তাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি আবদুল মুত্তালিবের মত নেতার বংশধর। তিনি তাঁর সাহাবীদের ব্যূহ রচনা করলেন।

৯৭-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদেরকে পরাজিত, ভীত সন্ত্রস্ত ও তছনছ করার জন্য দোয়া করা।

٢٧١٦- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْاَحْزَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَلَأَ اللّٰهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطٰى حِيْنَ (حَتّٰى) غَابَتِ الشَّمْسُ -

২৭১৬. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ আল্লাহ তাদের বাড়ী-ঘর ও কবরসমূহ যেন আগুনে পরিপূর্ণ করে দেন। তারা আমাদেরকে (যুদ্ধের মাধ্যমে) ব্যতিব্যস্ত রেখেছে যে, আমরা মধ্যবর্তী নামায পড়তে পারিনি ; এমনকি সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল।

٢٧١٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْ فِى الْقُنُوْتِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطَاتَكَ عَلٰى مُضَرَ اَللّٰهُمَّ سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ -

২৭১৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কুনুতের মধ্যে দোআ করতেন ঃ হে আল্লাহ ! তুমি সালামা ইবনে হিশামকে (কাফেরদের অত্যাচার থেকে) নাজাত দাও। হে আল্লাহ ! ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকে নাজাত দাও। হে আল্লাহ ! আইয়াশ ইবনে আবু রাবীআকে নাজাত দাও। হে আল্লাহ ! দুর্বল মুমিনদেরকে (কাফেরদের অত্যাচার থেকে) নাজাত দাও। হে আল্লাহ, মুদ্বার গোত্রের প্রতি কঠোর হও। হে আল্লাহ ! তাদেরকে ইউসুফের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ পাঠাও।

٢٧١٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى يَقُوْلُ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اَللّٰهُمَّ اَهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ -

২৭১৮. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (স) মুশরিকদেরকে এই বলে বদদোআ করেছিলেন ঃ হে আল্লাহ ! কিতাব নাযিলকারী, সত্বর হিসাব গ্রহণকারী, হে আল্লাহ ! এই সবগুলোকে তুমি পরাস্ত কর। হে আল্লাহ ! তুমি তাদেরকে পরাস্ত ও তছনছ করে দাও।

٢٧١٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَنُحِرَتْ جَزُوْرٌ بِنَاحِيَةِ مَكَّةَ فَاَرْسَلُوْا فَجَاؤُا مِنْ سَلَاهَا

وَطَرَحُوهُ عَلَيْهِ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَلْقَتْهُ عَنْهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ لِاَبِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ وَاُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ اَبِيْ مُعَيْطٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَاَيْتُهُمْ فِيْ قَلِيْبِ بَدْرٍ قَتْلٰى -

২৭১৯. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) (একদা) কাবার ছায়ায় নামায আদায় করছিলেন। আবু জাহল এবং কুরাইশদের কিছু লোক সলাপরামর্শ করল। মক্কার বাইরে কোথাও উট জবেহ করা হয়েছিল। তারা কিছু লোক পাঠিয়ে তার নাড়িভূড়ি আনাল এবং তাঁর (স) উপর তা নিক্ষেপ করল। ফাতেমা (রা) এসে তা তাঁর দেহের উপর থেকে অপসারণ করলেন। এই সময় তিনি বদদোআ করলেন, হে আল্লাহ ! তুমি কুরাইশদেরকে (কঠোর হস্তে) পাকড়াও কর। হে আল্লাহ ! তুমি কুরাইশদেরকে পাকড়াও কর। হে আল্লাহ ! তুমি কুরাইশদেরকে পাকড়াও কর। এই বদদোআ তিনি আবু জাহল ইবনে হিশাম, উতবা ইবনে রবীআ, শায়বা ইবনে রবীআ, ওয়ালীদ ইবনে উতবা, উবাই ইবনে খালাফ ও উকবা ইবনে আবু মুঈতকে করেছিলেন। আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) বলেন, আমি (বদর যুদ্ধের দিন) বদরের একটি কূপে তাদের সকলকেই নিহত দেখেছিলাম।

আবু ইসহাক বলেন, আমি সপ্তমজনের নাম ভুলে গিয়েছি। অন্য একটি সূত্রে আবু ইসহাক থেকে উমাইয়া ইবনে খালাফের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। শোবা বলেন, সপ্তম ব্যক্তি উমাইয়া অথবা উবাই। ইমাম বুখারী (র) বলেন, সপ্তম ব্যক্তি হল উমাইয়া এটাই সঠিক।

٢٧٢٠- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ الْيَهُوْدَ دَخَلُوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا اَلسَّامُ عَلَيْكَ فَلَعَنْتُهُمْ فَقَالَ مَا لَكِ قُلْتُ اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا قَالَ فَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ -

২৭২০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ইহূদীরা নবী (স)-এর নিকট আগমন করে বলল, তোমার উপর মৃত্যু আপতিত হোক। আমিও তাদেরকে অভিশাপ দিলাম। নবী (স) তাঁকে বললেন, তোমার কি হল ? তিনি জবাব দিলেন, তারা যা বলেছে, আপনি কি তা শুনেননি ? নবী (স) বললেন, আমি যে বললাম, "তোমাদের উপরই" এ কথা কি তুমি শোননি ?

৯৮-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানগণ কি আহলে কিতাবদের নিকট ইসলাম প্রচার করবে এবং তাদেরকে আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দিবে ?

٢٧٢١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ اِلٰى قَيْصَرَ وَقَالَ فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الْاَرِيْسِيِّيْنَ -

২৭২১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) (রোম সম্রাট) কায়সারের নিকট পত্র লিখেন এবং তাতে তিনি বলেন ঃ যদি আপনি (ইসলাম)

প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে সমস্ত কৃষককুলের (জনগণের) পাপের বোঝা আপনাকেই বহন করতে হবে।

৯৯-অনুচ্ছেদ ঃ হৃদয় জয়ের উদ্দেশ্যে মুশরিকদের জন্য হিদায়াতের ও আকৃষ্ট করার জন্য দোআ করা।

٢٧٢٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيِّ وَاَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَاَبَتْ فَادْعُ اللّٰهَ عَلَيْهَا فَقِيْلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ -

২৭২২. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, তোফায়েল ইবনে আমর আদ-দাওসী ও তার সঙ্গী-সাথীরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! দাওস গোত্রের লোকেরা আপনার অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং অবাধ্য হয়েছে। অতএব তাদের জন্য আল্লাহর নিকট বদদোআ করুন। বলা হলো, দাওস গোত্র এবার ধ্বংস হয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ (স) তাদের জন্য দোআ করলেন ঃ হে আল্লাহ ! দাওসকে হেদায়াত দান কর, ইসলামে প্রবেশ করিয়ে দাও।

১০০-অনুচ্ছেদ ঃ ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া এবং যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে তাদেরকেও। নবী (স) কায়সার (রোম সম্রাট) ও কিসরা (পারস্য সম্রাট)-কে পত্র পাঠিয়েছিলেন এবং যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহবান করতে হবে।

٢٧٢٣- عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ لَمَّا اَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَكْتُبَ اِلَى الرُّوْمِ قِيْلَ لَهُ اِنَّهُمْ لاَ يَقْرَؤُنَ كِتَابًا اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ مَخْتُوْمًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى بَيَاضِهِ فِىْ يَدِهِ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -

২৭২৩. কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ নবী (স) রোম (সম্রাট)-কে পত্র পাঠানোর সংকল্প করলে তাঁকে অবহিত করা হলো যে, তারা (রোমবাসীগণ) মোহরাংকিত পত্র ব্যতীত কোন পত্র পাঠ করেন না। সুতরাং তিনি (স) রৌপ্যের একটি মোহর (সীল) নির্মাণ করালেন। আমি এখনও যেন ঐটির (মোহর) শুভ্রতা তাঁর হাতে দেখতে পাচ্ছি। তিনি তাতে (মোহরে) "মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল" কথাটি খোদাই করিয়েছিলেন।

٢٧٢٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ اِلَى كِسْرَى فَاَمَرَهُ اَنْ يَدْفَعَهُ اِلَى عَظِيْمِ الْبَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ اِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَاَهُ كِسْرَى حَرَّقَهُ فَحَسِبْتُ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ اَنْ يُمَزَّقُوْا كُلَّ مُمَزَّقٍ -

২৭২৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) (পারস্যের বাদশাহ) কিসরার নামে পত্র লিখে দূতকে তা বাহরাইনের শাসনকর্তার নিকট অর্পণের নির্দেশ দিয়েছিলেনএবং বাহরাইনের শাসক তা কিসরার নিকট পৌঁছিয়ে থাকবে। কিসরা তা পড়ার পর ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলল। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) বলেন, নবী (স) তার জন্য বদ্‌দোআ করেছিলেন। যেন তার রাষ্ট্রও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

১০১-অনুচ্ছেদ ঃ কাফেরদেরকে ইসলাম গ্রহণ ও নবুয়াতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য মহানবী (স)-এর আহবান এবং তারা যেন আল্লাহ ছাড়া পরস্পরকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ না করে। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلُ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ - (ال عمران - ٧٩)

"কোন মানুষকে আল্লাহর কিতাব, হিকমত ও নবুয়াত দান করার পর তার পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, সে লোকদেরকে বলবে, আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও ; বরং সে বলবে তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও। কেননা তোমরাই কিতাবের শিক্ষাদান করে থাক এবং তা পাঠ করে থাক।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৯)

٢٧٢٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ اِلٰى قَيْصَرَ يَدْعُوْهُ اِلَى الْاِسْلَامِ وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ اِلَيْهِ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِىِّ وَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَدْفَعَهُ اِلٰى عَظِيْمِ بُصْرٰى لِيَدْفَعَهُ اِلٰى قَيْصَرَ وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللّٰهُ عَنْهُ جُنُوْدَ فَارِسَ مَشٰى مِنْ حِمْصَ اِلٰى اِيْلِيَاءَ شُكْرًا لِمَا اَبْلَاهُ اللّٰهُ فَلَمَّا جَاءَ قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حِيْنَ قَرَاَهُ اِلْتَمِسُوْا لِىْ هَاهُنَا اَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ لِاَسْاَلَهُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سُفْيَانَ اَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ فِىْ رِجَالٍ مِّنْ قُرَيْشٍ قَدِمُوْا تِجَارًا فِى الْمُدَّةِ الَّتِىْ كَانَتْ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَوَجَدَنَا رَسُوْلُ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّامِ فَانْطَلَقَ بِىْ وَبِاَصْحَابِىْ حَتّٰى قَدِمْنَا اِيْلِيَاءَ فَاُدْخِلْنَا عَلَيْهِ فَاِذَا هُوَ جَالِسٌ فِىْ مَجْلِسِ مُلْكِهِ وَعَلَيْهِ التَّاجُ وَاِذَا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّوْمِ فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُمْ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ نَسَبًا اِلٰى هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِىْ يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَقُلْتُ اَنَا اَقْرَبُهُمْ

إِلَيْهِ نَسَبًا قَالَ مَاقَرَابَةُ مَابَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فَقُلْتُ هُوَ ابْنُ عَمِّي وَلَيْسَ فِي الرَّكْبِ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ غَيْرِي فَقَالَ قَيْصَرُ أَدْنُوهُ وَأَمَرَ بِأَصْحَابِي فَجُعِلُوا خَلْفَ ظَهْرِي عِنْدَ كَتِفِي ثُمَّ قَالَ لِتَرْجَمَانِهِ قُلْ لِأَصْحَابِهِ إِنِّي سَائِلٌ هَـٰذَا الرَّجُلَ عَنِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَبَ فَكَذِّبُوهُ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَاللّٰهِ لَوْ لَا الْحَيَاءُ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَنْ يَأْثُرَ أَصْحَابِي عَنِّي الْكَذِبَ لَكَذَبْتُهُ حِينَ سَأَلَنِي عَنْهُ وَلٰكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْثُرُوا الْكَذِبَ عَنِّي فَصَدَقْتُهُ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ كَيْفَ نَسَبُ هٰذَا الرَّجُلِ فِيكُمْ ؟ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُوْ نَسَبٍ قَالَ فَهَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَبْلَهُ قُلْتُ لَا فَقَالَ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ عَلَى الْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ ؟ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ؟ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ فَيَزِيْدُوْنَ أَوْ يَنْقُصُوْنَ ؟ قُلْتُ بَلْ يَزِيْدُوْنَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِيْنِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ؟ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ الْآنَ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ يَغْدِرَ قَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ وَلَمْ يُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا أَنْتَقِصُهُ بِهِ لَا أَخَافُ أَنْ تُؤْثَرَ عَنِّي غَيْرُهَا قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ وَقَاتَلَكُمْ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ ؟ قُلْتُ كَانَتْ دُوَلًا وَسِجَالًا يُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرَّةَ وَتُدَالُ عَلَيْهِ الْأُخْرٰى قَالَ فَمَا ذَا يَأْمُرُكُمْ ؟ قَالَ يَأْمُرُنَا أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ حِيْنَ قُلْتُ ذٰلِكَ لَهُ قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فِيكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ ذُوْنَسَبٍ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَمُّ بِقَوْلٍ قَدْ قِيلَ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ مَاقَالَ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَزَعَمْتَ أَنْ

لاَ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ اٰبَآئِه مَلِكٌ قُلْتَ يَطْلُبُ مُلْكَ اٰبَآئِه وَسَاَلْتُكَ اَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُوْنَهُ اَمْ ضُعَفَآؤُهُمْ فَزَعَمْتَ اَنْ ضُعَفَآءَهُمْ اِتَّبَعُوْهُ وَهُمْ اَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَزِيْدُوْنَ اَوْ يَنْقُصُوْنَ فَزَعَمْتَ اَنَّهُمْ يَزِيْدُوْنَ وَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ حَتّٰى يَتِمَّ وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ سُخْطَةً لِدِيْنِه بَعْدَ اَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ فَزَعَمْتَ اَنْ لاَّ فَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ حِيْنَ تَخْلِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوْبَ لاَ يَسْخَطُهُ اَحَدٌ وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ اَنْ لاَّ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ لاَ يَغْدِرُوْنَ وَسَاَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ وَقَاتَلَكُمْ فَزَعَمْتَ اَنْ قَدْ فَعَلَ اَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ تَكُوْنُ دُوَلاً وَيُدَالُ عَلَيْكُمْ الْمَرَّةَ وَتُدَالُوْنَ عَلَيْهِ الْاُخْرٰى وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلٰى وَتَكُوْنُ لَهَا الْعَاقِبَـةُ وَسَاَلْتُكَ بِمَاذَا يَاْمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ اَنَّهُ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُكُمْ وَيَاْمُرُكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَاَدَاءِ الْاَمَانَةِ قَالَ وَهٰذِه صِفَةُ النَّبِيِّ (نَبِيٍّ) قَدْكُنْتُ اَعْلَمُ اَنَّهُ خَارِجٌ وَلٰكِنْ لَمْ اَظُنَّ (اَعْلَـمْ) اَنَّهُ مِنْكُمْ وَاِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حَقًّا فَيُوْشِكُ اَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمِيَّ هَاتَيْنِ وَلَوْ اَرْجُوْ اَنْ اَخْلُصَ اِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لُقِيَّهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُرِئَ فَاِذَا فِيْهِ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِه اِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْـدُ فَاِنِّيْ اَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْاِسْلَامِ اَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْاَرِيْسِيِّيْنَ وَيَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِه شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَلَـمَّا اَنْ قَضٰى مَقَالَتَهُ عَلَتْ اَصْوَاتُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَاءِ الرُّوْمِ وَكَثُرَ لَغَطُهُمْ فَلاَ اَدْرِيْ مَاذَا قَالُوْا وَاَمَرَ بِنَافَاُخْرِجْنَا فَلَمَّا اَنْ خَرَجْتُ مَعَ اَصْحَابِيْ وَخَلَوْتُ بِهِمْ قُلْتُ لَهُمْ لَقَدْ اَمِرَ اَمْرُ ابْنِ اَبِيْ كَبْشَةَ هٰذَا مَلِكُ بَنِي الْاَصْفَرِ يَخَافُهُ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ وَاللّٰهِ مَازِلْتُ ذَلِيْلاً مُسْتَيْقِنًا بِاَنَّ اَمْــرَهُ سَيَظْهَرُ حَتّٰى اَدْخَلَ اللّٰهُ قَلْبِيَ الْاِسْلَامَ وَاَنَا كَارِهٌ ـ

২৭২৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) ইসলাম গ্রহণের আহবান জানান এবং দাহিয়া কালবীকে পত্র সহ তার নিকট প্রেরণ করেন এবং তাকে নির্দেশ দেন তিনি যেন তা বসরার শাসনকর্তার নিকট অর্পণ করেন এবং বসরার শাসনকর্তা এটা রোম সম্রাটের নিকট পৌছে দিবে। কায়সারকে যেহেতু আল্লাহ পারস্যবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় দান করেছেন সেজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি হিমস থেকে ইলিয়াতে (জেরুসালেমে) গমন করেছিলেন। রসূলুল্লাহ (স)-এর পত্র কায়সারের নিকট পৌছলে তিনি তা পাঠ করে বললেন, তাঁর (পত্র প্রেরকের) স্বগোত্রীয় কিছু লোক খুঁজে আমার নিকট হাযির কর, আল্লাহর এই রসূল সম্পর্কে তার নিকট আমি কিছু প্রশ্ন করব। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, আবু সুফিয়ান আমাকে জানিয়েছেন ঃ সেই সময় তিনি কুরাইশদের কিছু লোকের সাথে ব্যবসায় ব্যাপদেশে সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন, যেই সময় রসূলুল্লাহ (স) ও কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধ বিরতী চলছিল। আবু সুফিয়ান বলেন, কায়সারের দূত শামের কোন এক স্থানে আমাদের সাক্ষাত পেলে সে আমাকে আমার সঙ্গী-সাথীসহ ইলিয়াতে নিয়ে গেল। আমাদেরকে যখন কায়সারের নিকট নিয়ে যাওয়া হলো, তখন তিনি মুকুট পরিহিত অবস্থায় রাজসভায় উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর চার পাশে বসেছিলেন রোম সাম্রাজ্যের বড় বড় নেতা ও পদস্থ কর্মকর্তাগণ। তিনি (কায়সার) তাঁর দোভাষীকে বললেন, এদেরকে জিজ্ঞেস কর, যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবি করছে, (এদের মধ্যে) তাঁর বংশীয় সম্পর্কের নিকটবর্তী কেউ আছে কি না ? আবু সুফিয়ান বলেন, আমি বললাম, বংশগত দিক দিয়ে আমি তাঁর সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ও তাঁর মধ্যে কি ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্ক ? আমি বললাম, তিনি আমার চাচাত ভাই। সেই সময় কাফেলায় আমি ব্যতীত আব্‌দ মানাফ গোত্রের একটি লোকও ছিল না। অতপর কায়সার বললেন, তাকে নিকটে নিয়ে এসো এবং আমার সাথীদের সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তাদেরকে আমার পিঠের কাছে কাঁধ বরাবর দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। এরপর তাঁর দোভাষীকে তিনি বললেন, তার (আবু সুফিয়ান) সাথীদের বলে দাও—আমি এই লোকটিকে (আবু সুফিয়ান) নবী বলে দাবিদার লোকটি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করব। যদি সে (আবু সুফিয়ান) মিথ্যা বলে, তাহলে তোমরা তার প্রতিবাদ করবে। আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর কসম ! যদি এ ব্যাপারে লজ্জবোধ না করতাম যে, (মিথ্যা বললে) আমার সাথীরা আমাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে জানবে, তাহলে আমি তাঁর প্রশ্নের জবাবে নবী (স) সম্পর্কে আমার পক্ষ থেকে কিছু মিথ্যা বলতাম। কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করলাম যে, আমার সঙ্গীরা তাহলে আমাকে মিথ্যাবাদী ধারণা করবে। সুতরাং আমি সত্য কথাই বললাম। তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন, জিজ্ঞেস কর, তোমাদের মধ্যকার লোকটির [নবী (স)] বংশ মর্যাদা কিরূপ ? আমি বললাম, তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চবংশীয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি ইতিপূর্বে কি এ ধরনের দাবি করেছে ? আমি বললাম, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি যে দাবি করছেন তার পূর্বে কখনও তোমরা কি তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছ ? আমি বললাম না। তিনি বললেন, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কি বাদশাহ ছিল ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, বিত্তবান ও প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর অনুসারী হচ্ছে না দুর্বল ও বিত্তহীন লোকেরা ? আমি বললাম, বরং দুর্বল ও বিত্তহীনেরা। তিনি বললেন, এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না কমছে ? আমি বললাম, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

হচ্ছে। তিনি বললেন, তাঁর দীনকে গ্রহণ করার পর কেউ কি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তা ত্যাগ করছে ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনি কি বিশ্বাসঘাতকতা করেন ? আমি বললাম, না। তবে আমরা বর্তমানে তাঁর সাথে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ আছি এবং আশংকা করছি যে, তিনি হয়ত তা ভঙ্গ করবেন। আবু সুফিয়ান বলেন, আমার পক্ষ থেকে কোন মিথ্যা কথা বলে তাঁকে খাট করতে চেষ্টা করলে লোকেরা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করবে, এই কারণে এ কথাটি ব্যতীত আর কোন কথা আমি যোগ করতে পারিনি। তিনি বললেন, তোমরা কি তাঁর বিরুদ্ধে অথবা তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে কোন সময় যুদ্ধ করেছেন ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের ও তাঁর মধ্যকার যুদ্ধের ফলাফল কি ? আমি বললাম, যুদ্ধের ফলাফল অস্থায়ী; কখনো আমরা বিজয়ী হয়েছি, কখনো তিনি বিজয়ী হয়েছেন। তিনি বললেন, তিনি তোমাদেরকে কি কি বিষয়ে আদেশ করেন ? আমি বললাম, তিনি আমাদেরকে আদেশ করেন—আমরা যেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কোনকিছু শরীক না করি এবং তিনি আমাদের নিষেধ করেন—আমাদের পিতৃপরুষেরা যে সবের ইবাদত করত, তার ইবাদত করতে। তিনি আমাদেরকে নামায আদায়, সাদকা প্রদান, পবিত্রতা রক্ষা, প্রতিশ্রুতি পালন ও আমানত আদায় করার আদেশ দান করেন।

এই সব কথা আমি বললে, তিনি দোভাষীকে আদেশ দিলেন, তাকে (আবু সুফিয়ান) বল, আমি তোমাদের মধ্যে তাঁর [নবী (স)] বংশমর্যাদা সম্পর্কে জানতে চাইলে তুমি বললে, তিনি উচ্চ বংশজাত। রসূলগণ তাঁর কাওমের উচ্চবংশেই জন্মগ্রহণ করেন। আমি তোমার নিকট জানতে চাইলাম, তোমাদের কেউ কি ইতিপূর্বে এ ধরনের কথা বলেছে ? তুমি বললে, না। তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে কোন ব্যক্তি যদি এ ধরনের কথা বলে থাকত তাহলে আমি বলতাম, লোকটি পূর্ব কথিত একটি কথারই অনুসরণ করছে। আমি জানতে চেয়েছি যে, তার এ (নবুওয়াত) দাবির পূর্বে কি তোমরা তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছ ? তুমি বললে, না। এ কারণে আমি বুঝতে পেরেছি যে, যিনি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা বলেন না, তিনি আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলতে পারেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তাঁর পিতৃপরুষদের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিলেন কি না ? তুমি বললে, না। আমি বলছি, যদি তার পিতৃপুরুষদের মধ্যে কেউ বাদশাহ থাকত তাহলে আমি বলতাম, সে পিতৃপুরুষদের রাজত্ব উদ্ধার করতে ইচ্ছুক। আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছি যে, প্রভাবশালী ও বিত্তবান লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে না দুর্বল ও বিত্তহীনেরা ? তুমি বলেছ, দুর্বল ও বিত্তহীনেরাই তাঁর অনুসরণ করছে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের লোকেরাই রসূলদের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছি, তাদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে ? তুমি বলেছ, তাদের সংখ্যা বাড়ছে। ঈমানের অবস্থা তাই, তা এমনিভাবেই বাড়তে বাড়তে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁর দীন গ্রহণ করার পর বীতশ্রদ্ধ হয়ে কেউ কি তা ত্যাগ করেছে ? তুমি জবাব দিয়েছ, না। ঈমানের অবস্থা তাই, তার স্বাদ যখন হৃদয়ের গভীরে পৌছে তখন কেউই তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয় না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি কি চুক্তি বা ওয়াদা ভঙ্গ করেন ? তুমি বলেছ, না। ঠিকই, রসূলগণ কখনো ওয়াদা বা চুক্তি ভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তোমরা কি কখনো তাঁর সাথে লড়াই করেছ বা তিনি তোমাদের সাথে

লড়াই করেছেন ? তুমি বলেছ, হাঁ। তোমাদের ও তাঁর মধ্যকার যুদ্ধের ফলাফল কখনও তাঁর অনুকূলে গিয়েছে, আবার কখনও তোমাদের অনুকূলে এসেছে। এভাবেই রসূলগণ পরীক্ষিত হন এবং পরিণাম তাঁদেরই অনুকূলে হয়। আমি তোমাকে আরো জিজ্ঞেস করেছি যে, তিনি তোমাদেরকে কি কি বিষয়ে আদেশ দান করে থাকেন ? তুমি বলেছ, তিনি তোমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে ও তাঁর সঙ্গে কোন কিছু শরীক না করতে আদেশ করেন। তোমাদের পিতৃপরুষেরা যেসবের ইবাদত করত তাও পরিহার করতে বলেন। তিনি নামায আদায়, সাদকা দান, পবিত্রতা রক্ষা, ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পূরণ এবং আমানত আদায়েরও আদেশ দান করেন। এসব নবীরই বৈশিষ্ট্য। আমি জানতাম, অবশ্যই তাঁর আগমন ঘটবে, কিন্তু তিনি তোমাদের মধ্যে আগমন করবেন সে ধারণা কোন দিন করিনি। তুমি যা যা বললে তা যদি সত্য হয় তবে অচিরেই আমার দু' পায়ের নীচের জায়গা তাঁর অধিকারে চলে যাবে। যদি আমি আশা করতে পারতাম যে, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারব তবে শত কষ্ট স্বীকার করেও তাঁর সাক্ষাতের জন্য গমন করতাম। যদি আমি তাঁর নিকট থাকতাম তবে তাঁর পবিত্র পদযুগল ধুইয়ে দিতাম।

আবু সুফিয়ান বলেন, অতপর তিনি তাঁর পত্রখানি চেয়ে নিলেন। তাঁকে (কায়সার) তা পাঠ করে শুনানো হলো। তাতে লেখা ছিল পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহর বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোমের শাসনকর্তা হেরাকল (হিরাক্লিয়াস)-এর প্রতি। যারা হিদায়াতের অনুসরণ করে, তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতপর আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করুন। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার (সওয়াব) দান করবেন। আর যদি ইসলামের এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে রোম সম্রাজ্যের গোটা কৃষককুলের (সাধারণ প্রজা) পাপের বোঝা আপনাকেই বইতে হবে। "হে কিতাবের বাহকগণ ! এমন একটি কথার দিকে এসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। তাহলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক করব না এবং আল্লাহ ছাড়া আমাদের কেউ পরস্পরকে রব হিসেবে গ্রহণ করবে না। এ কথা যদি তারা না মানে তবে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলমান।"

–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪)

আবু সুফিয়ান বলেন, তাঁর (কায়সার) কথা শেষ হলে তাঁর পাশে উপবিষ্ট রোমের নেতাগণ চীৎকার করতে শুরু করল। অতপর চীৎকার ও হট্টগোল বৃদ্ধি পেল। তারা কি বলে চীৎকার করছিল তা আমি বুঝতে পারিনি। আমাদের সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করা হলে সেখান থেকে আমাদেরকে বের করে দেয়া হলো। আমি আমার সঙ্গীদের নিয়ে বের হলে পর নির্জনে তাদেরকে বললাম, আবু কাবশার পুত্রের [মুহাম্মাদ (স)][২৫] কাজ অনেক শক্তি সঞ্চয় করেছে। রোমের বাদশা পর্যন্ত এখন তাঁকে ভয় করছে। আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর শপথ ! এরপর হতে আমি অপমান বোধ করতে থাকলাম এবং এ ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তাঁর কাজ অচিরেই বিজয় লাভ করবে। এরপর আমি অপসন্দ করলেও আল্লাহ আমার হৃদয়ে ইসলামকে প্রবেশ করিয়ে দিলেন।

২৫. তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য আবু সুফিয়ান রসূলুল্লাহ (স)-কে ইবনে আবু কাবশা (ভেড়ার বাপের পুত্র) নামে উল্লেখ করেছেন। অন্যথায় তাঁর এরূপ কোন নাম নাই। (সম্পাদক)

٢٧٢٦- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ فَقَامُوْا يَرْجُوْنَ لِذٰلِكَ اَيُّهُمْ يُعْطٰى فَغَدَوْا وَكُلُّهُمْ يَرْجُوْ اَنْ يُعْطٰى فَقَالَ اَيْنَ عَلِيٌّ فَقِيْلَ يَشْتَكِيْ عَيْنَيْهِ فَاَمَرَ فَدُعِيَ لَهٗ فَبَصَقَ فِيْ عَيْنَيْهِ فَبَرَاَ مَكَانَهٗ حَتّٰى كَاَنَّهٗ لَمْ يَكُنْ بِهٖ شَيْءٌ فَقَالَ نُقَاتِلُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا فَقَالَ عَلٰى رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يُّهْدٰى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ -

২৭২৬. সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে খায়বার যুদ্ধের সময় বলতে শুনেছেন ঃ আমি এমন এক ব্যক্তির নিকট পতাকা দেব যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন। সাহাবাদের মধ্য থেকে কাকে তা দেয়া হয় এজন্য সকলেই আশান্বিত হৃদয়ে অপেক্ষারত থাকলেন। পরদিন সকালে সবাই আশান্বিত ছিলেন যে, তাকেই হয়ত দেয়া হবে। কিন্তু তিনি (স) জিজ্ঞেস করলেন, আলী কোথায় ? তাঁকে জানান হলো যে, তিনি চক্ষু যন্ত্রণায় কাতর। তিনি তাঁকে ডেকে আনতে নির্দেশ দিলে তাঁকে ডেকে আনা হল। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর চোখে থুথু নিক্ষেপ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর চক্ষু এরূপ ভাল হয়ে গেল যেন, তাঁর চোখের কোন রোগই ছিল না। আলী (রা) বললেন, আমি তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না তারা আমাদের মত মুসলমান হয়ে যায়। তিনি (স) বললেন, ধীরস্থির হও। তুমি তাদের মুখোমুখি উপনীত হলে প্রথমে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাও এবং (আল্লাহর প্রতি) তাদের কি কর্তব্য আছে তা অবহিত কর। আল্লাহর শপথ ! যদি একটা লোকও তোমার দ্বারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়, তবে তা তোমার জন্য লোহিতবর্ণের উটের চাইতেও মহামূল্যবান।[২৬]

٢٧٢٧- عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغِرْ حَتّٰى يُصْبِحَ فَاِنْ سَمِعَ اَذَانًا اَمْسَكَ وَاِنْ لَمْ يَسْمَعْ اَذَانًا اَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلاً -

২৭২৭. আনাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কোন জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করলে ভোর না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করতেন না। ভোর হলে যদি আযান শুনতে পেতেন, তাহলে আক্রমণ বন্ধ রাখতেন। আর যদি আযান শুনতে না পেতেন তাহলে ভোর হওয়ার সাথে সাথেই আক্রমণ পরিচালনা করতেন। খায়বারের যুদ্ধে (যাত্রা করে) আমরা রাত্রিকালে সেখানে উপনীত হয়েছিলাম।

২৬. লোহিতবর্ণের উটকে আরবরা সবচাইতে উত্তম সম্পদ বলে মনে করত। এখানে লোহিতবর্ণের উটের অর্থ হলো, দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ। অর্থাৎ দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ অর্জন করে যদি তা সাদকা করা যায়, তাহলে যে সওয়াব হবে, একটি মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করলে তার চাইতে বেশী সওয়াব হবে।

٢٧٢٨- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ اِلٰى خَيْبَرَ فَجَاءَهَا لَيْلاً وَكَانَ اِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ لاَ يُغِيْرُ عَلَيْهِمْ حَتّٰى يُصْبِحَ فَلَمَّا اَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُوْدُ بِمَسَاحِيْهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمَّا رَاَوْهُ قَالُوْا مُحَمَّدٌ وَاللّٰهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ -

২৭২৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) খায়বারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করে রাত্রে তথায় উপনীত হলেন। তাঁর নিয়ম ছিল, জিহাদের উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে কোন জনপদে উপনীত হলে ভোর না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাদেরকে আক্রমণ করতেন না। ভোরে ইহুদীরা (ক্ষেতে কাজ করার উদ্দেশ্যে) কোদাল ও ডালি (ঝুড়ি) নিয়ে বের হলে নবী (স)-কে দেখতে পেয়ে (চীৎকার করে) বলে উঠল, মুহাম্মাদ ! আল্লাহর শপথ, মুহাম্মাদ তাঁর সেনাদল নিয়ে এসে পড়েছে। নবী (স) তখন জোরে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করে বললেন, খায়বার নিশ্চিতভাবে ধ্বংসের সম্মুখীন। কেননা আমরা যখন কোন জনপদের দোর গোড়ায় উপনীত হই, তখন সতর্ককৃতদের প্রত্যুষ হয় কত মন্দ।

٢٧٢٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّيْ نَفْسَهُ وَمَالَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

২৭২৯. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই, একথা স্বীকার করে নেবে। অতপর যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রভু নেই বলে ঘোষণা করবে, ইসলামের হক[২৭] ব্যতীত সে তার প্রাণ ও সম্পদ আমার হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহর যিম্মায়।

১০২-অনুচ্ছেদ ঃ এক স্থানে জিহাদের সংকল্প করে বাহ্যিকভাবে অন্য স্থানের সংকল্প দেখান এবং যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবারে সফরে বের হতে পসন্দ করে।

٢٧٣٠- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرِيْدُ غَزْوَةً اِلاَّ وَرّٰى بِغَيْرِهَا -

২৭৩০. কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। যে সময় তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে যুদ্ধযাত্রা থেকে পিছে থেকে গিয়েছিলেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন কোথাও যুদ্ধে যাওয়ার সংকল্প করতেন, তখন বাহ্যিকভাবে আরেক জায়গায় (সঠিক জায়গা না দেখিয়ে) যাত্রার সংকল্প দেখাতেন।

২৭. ইসলামের হক বা অধিকার বলতে বুঝানো হয়েছে, যদি সে এমন কোন অপরাধে লিপ্ত হয় যাতে ইসলামী আইনে দণ্ড হতে পারে, এ ক্ষেত্রে আল্লাহকে প্রভু বলে মানার কারণে তাকে রেহাই দেয়া হবে না, বরং দণ্ড কার্যকর করা হবে। এগুলোই হলো ইসলামের হক।

٢٧٣١- عَنْ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا يُرِيْدُ غَزْوَةً يَغْزُوْهَا الاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتّٰى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوْكَ فَغَزَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَرٍّ شَدِيْدٍ وَاَسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا وَمَفَازًا وَاسْتَقْبَلَ غَزْوَ عَدُوٍّ كَثِيْرٍ فَجَلّٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ اَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوْا اَهْبَةَ عَدُوِّهِمْ وَاَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِىْ يُرِيْدُ -

২৭৩১. কাব ইবনে মালেক (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কোন নির্দিষ্ট জায়গায় যুদ্ধের সংকল্প করে বের হয়ে বাহ্যত অন্য জায়গায় যাত্রার সংকল্প দেখাতেন। এভাবে তাবূক যুদ্ধ কালে রসূলুল্লাহ (স) প্রচণ্ড গরমের সময়ে এ যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধের যাত্রাপথ ছিল দীর্ঘ ও মরুময় এবং শত্রু ছিল সংখ্যায় অনেক। সুতরাং তিনি মুসলমানদের সামনে বাস্তব পরিস্থিতি স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন, যাতে তারা শত্রুর মুকাবিলার উপযোগী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে কোন্ এলাকায় যুদ্ধযাত্রা করছেন তাও তিনি অবহিত করলেন।

(١) ٢٧٣١- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَ يَقُوْلُ لَقَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ اِذَا خَرَجَ فِىْ سَفَرٍ الاَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ -

২৭৩১(১) কাব ইবনে মালেক (রা) বলতেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) কোন সফরে যাবার ইচ্ছা পোষণ করলে বৃহস্পতিবার ব্যতীত তিনি কমই যাত্রা করতেন।

٢٧٣٢- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَكَانَ يُحِبُّ اَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ -

২৭৩২. আবদুর রহমান ইবনে কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) তাবূকের যুদ্ধে বৃহস্পতিবার যাত্রা করেছিলেন। বৃহস্পতিবার রওয়ানা হওয়াই তিনি পসন্দ করতেন।

১০৩-অনুচ্ছেদ ঃ যোহরের নামাযের পর সফরে রওয়ানা হওয়া।

٢٧٣٣- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى بِالْمَدِيْنَةِ الظُّهْرَ اَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًا -

২৭৩৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) মদীনাতে যোহরের নামায চার রাকআত আদায় করে (রওয়ানা হয়েছেন এবং) যুল-হুলাইফাতে দু' রাকআত আসরের নামায আদায় করেছেন এবং তাদেরকে (সাহাবাদেরকে) আমি হজ্জ ও উমরায় উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি।

১০৪-অনুচ্ছেদ ঃ মাসের শেষ দিকে সফরে যাত্রা। কুরাইব থেকে ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) যিলকাদ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে মদীনা থেকে যাত্রা করেন এবং যিলহজ্জের চার তারিখে মক্কায় পৌছেন।

٢٧٣٤- عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ وَلاَ نُرٰى اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ اِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اَنْ يَحِلَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هٰذَا فَقَالَ نَحَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْىٰ فَذَكَرْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ اَتَتْكَ وَاللّٰهِ بِالْحَدِيْثِ عَلٰى وَجْهِهِ -

২৭৩৪. আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমরা যিলকাদ মাসের পাঁচ রাত অবশিষ্ট থাকতে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে রওয়ানা হলাম। হজ্জ ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। মক্কার নিকটবর্তী হলে রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে আদেশ দিলেন, যাদের নিকট কোরবানীর জন্তু নেই তারা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'ঈ করার পর ইহরাম খুলে ফেলবে। আয়েশা (রা) বলেন, কোরবানীর দিন আমাদের [রসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রীদের] নিকট গরুর গোশত পৌঁছান হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো কি ? বলা হলো, রসূলুল্লাহ (স) তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে কোরবানী করেছেন। ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, আমি হাদীসটি কাসেম ইবনে মুহাম্মাদের নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ ! আমরাহ হাদীসটি আপনার নিকট ঠিক ঠিকই বর্ণনা করেছেন।

১০৫-অনুচ্ছেদ ঃ মাহে রমযানে সফরে যাত্রা।

٢٧٣٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ الْكَدِيْدَ اَفْطَرَ -

২৭৩৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) রমযান মাসে সফরে রওয়ানা হন। কাদীদ নামক জায়গাতে পৌঁছে তিনি রোযা ভঙ্গ করেন।

১০৬-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে যাত্রাকালে বিদায় জ্ঞাপন করা।

٢٧٣٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْثٍ وَقَالَ لَنَا اِنْ لَقِيْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا فَحَرِّقُوْهُمَا بِالنَّارِ قَالَ ثُمَّ اَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِيْنَ اَرَدْنَا الْخُرُوْجَ فَقَالَ اِنِّىْ كُنْتُ اَمَرْتُكُمْ اَنْ تُحَرِّقُوْا فُلاَنًا فُلاَنًا بِالنَّارِ وَاِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا اِلاَّ اللّٰهُ فَاِنْ اَخَذْتُمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا -

২৭৩৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে একটি সামরিক অভিযানে প্রেরণ করলেন এবং কুরাইশদের দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বললেনঃ

যদি তোমরা অমুক ও অমুককে বন্দী করতে পার তবে তাদের উভয়কে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলবে। বর্ণনাকারী বলেন : পরে আমরা রওয়ানা হওয়ার সংকল্প করে তাঁর কাছে বিদায় নিতে আসলে তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে অমুক এবং অমুককে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু আগুন দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ শাস্তি দিতে পারে না। তাই তোমরা তাদের উভয়কে বন্দী করতে সক্ষম হলে হত্যা করে ফেলবে।

১০৭-অনুচ্ছেদ : ইমামের (নেতার) আদেশ শ্রবণ ও তা মান্য করা।

٢٧٣٧- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَطَاعَةَ ـ

২৭৩৭. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন : গুনাহ বা অন্যায় কাজের নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ইমামের (নেতার) আদেশ শ্রবণ এবং পালন করা প্রত্যেকের জন্য অবশ্য কর্তব্য। যদি গুনাহ বা অন্যায় কাজের আদেশ দান করা হয় তাহলে সেই অবস্থায় শ্রবণ ও আনুগত্য নাই।

১০৮-অনুচ্ছেদ : ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধ করা এবং তার ছত্রছায়ায় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা।

٢٧٣٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَعْصِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ وَاِنَّمَا الْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهٖ وَيُتَّقَى بِهٖ فَاِنْ اَمَرَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَعَدَلَ فَاِنَّ لَهُ بِذٰلِكَ اَجْرًا وَاِنْ قَالَ بِغَيْرِهٖ فَاِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ ـ

২৭৩৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন : আমরা (আমি ও আমার উম্মাত) সকল (নবী ও তাদের উম্মাতের) পরে আগমন করলেও (আখেরাতে জান্নাতে প্রবেশে) সবার অগ্রগামী। এই সনদেই আরো বর্ণনা করা হয়েছে : যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হল সে আল্লাহ্‌রই অবাধ্য হল। আর যে ব্যক্তি আমীরের (নেতা) আনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্য হল সে আমারই অবাধ্য হল। ইমাম ঢালস্বরূপ। তার ছত্রছায়ায় যুদ্ধ পরিচালনা ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তিনি যদি আল্লাহভীতির আদেশ দান করেন, ন্যায়-ইনসাফ করেন তাহলে তার বিনিময়ে সওয়াব ও পুরস্কার লাভ করবেন। কিন্তু যদি এর বিপরীত কিছু বলেন, তবে তদনুরূপ ফল লাভ করবেন।

১০৯-অনুচ্ছেদ : জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন না করার শপথ গ্রহণ করা। কেউ কেউ বলেন, জিহাদের ময়দানে প্রয়োজনে মৃত্যুর জন্য শপথ গ্রহণ করা। কেননা মহান আল্লাহর বাণী :

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ وَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا - (فتح - ١٨)

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তাঁরা বৃক্ষের নীচে তোমার হাতে বাইয়াত (শপথ) গ্রহণ করেছে। তিনি তাদের হৃদয়ের কথা অবগত ছিলেন, তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং পুরস্কারস্বরূপ তাদের জন্য আসন্ন বিজয় নিশ্চিত করলেন।"–(সূরা ফাত্‌হ ঃ ১৮)

٢٧٣٩- عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اِثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِىْ بَايَعْنَا تَحْتَهَا كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللّٰهِ فَسَأَلْتُ نَافِعًا عَلٰى اَىِّ شَىْءٍ بَايَعَهُمْ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لاَ (بَلْ) بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ -

২৭৩৯. নাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) বলেছেন, যে গাছটির নীচে আমরা বাইয়াত (শপথ) গ্রহণ করেছিলাম পরবর্তী বছর সেখানে পুনরায় গমন করলে আমাদের যেকোন দু'জনও গাছটি সম্পর্কে একমত হতে পারেনি (সঠিকভাবে নির্দেশ করতে পারেনি যে, কোন্‌টি সেই গাছ)। তা (চিনতে না পারা) ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত। আমরা নাফেকে জিজ্ঞেস করলাম, কিসের জন্য তারা বাইয়াত করেছিল ; মৃত্যুর জন্য কি ? তিনি জবাব দিলেন, না, বরং যুদ্ধে ধৈর্য ও স্থিরতার জন্য বাইয়াত করেছিলেন।

٢٧٤٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ زَمَنَ الْحَرَّةِ اَتَاهُ اٰتٍ فَقَالَ لَهٗ اِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ فَقَالَ لاَ اُبَايِعُ عَلٰى هٰذَا اَحَدًا بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২৭৪০. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হার্‌রাহ দুর্ঘটনার সময় কোন একজন আগন্তুক তাঁর নিকট এসে জানালো যে, ইবনে হানযালা লোকের নিকট থেকে মৃত্যুর শপথ নিচ্ছেন। একথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ বললেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর পর আমরা কারো নিকট থেকে এরূপ বাইয়াত গ্রহণ করব না।

٢٧٤١- عَنْ سَلَمَةَ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِىَّ ﷺ ثُمَّ عَدَلْتُ اِلٰى ظِلِّ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ يَا ابْنَ الْاَكْوَعِ اَلاَ تُبَايِعُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاَيْضًا فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ فَقُلْتُ لَهٗ يَا اَبَا مُسْلِمٍ عَلٰى اَىِّ شَىْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُوْنَ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ -

২৭৪১. সালামা ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর হাতে বাইয়াত (বাইয়াতে রেদওয়ান) গ্রহণের পর একটা বৃক্ষছায়ার নীচে গমন করলাম। লোকের ভিড় কমে গেলে তিনি (স) আমাকে বললেন, হে আকওয়ার বেটা ! তুমি কি বাইয়াত গ্রহণ করবে না ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি তো বাইয়াত গ্রহণ করেছি। তিনি বললেন, পুনরায় কর। অতএব আমি দ্বিতীয়বার বাইয়াত করলাম। অধস্তন বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু মুসলিম ! ঐদিন আপনারা কিসের জন্য বাইয়াত করেছিলেন ? তিনি জবাব দিলেন, মৃত্যুর জন্য।

٢٧٤٢- عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ كَانَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُوْلُ : نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا + عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِيْنَا اَبَدًا -

فَاَجَابَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ فَاَكْرِمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ -

২৭৪২. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আনসারগণ বলতেন, আমরা মুহাম্মাদ (স)-এর হাতে শপথ নিয়েছি যে, যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন জিহাদ করে যাব। তাদের কথার জবাবে নবী (স) বললেন, হে আল্লাহ ! আখেরাতের সুখই প্রকৃত সুখ। অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দান কর।

٢٧٤٣- عَنْ مُجَاشِعٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَنَا وَاَخِيْ فَقُلْتُ بَايِعْنَا عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِاَهْلِهَا فَقُلْتُ عَلاَمَ تُبَايِعُنَا قَالَ عَلَى الْاِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ -

২৭৪৩. মুজাশে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে নবী (স)-এর কাছে গিয়ে বললাম, হিজরতের জন্য আমাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করুন। তিনি বললেন, হিজরত তো মুসলিমদের জন্য শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, তাহলে কিসের জন্য আমাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করবেন ? তিনি বললেন, ইসলাম ও জিহাদের জন্য।

১১০-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম লোকদের সামর্থ অনুযায়ী কাজের নির্দেশ দিবে।

٢٧٤٤- عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَقَدْ اَتَانِي الْيَوْمَ رَجُلٌ فَسَاَلَنِيْ عَنْ اَمْرٍ مَا دَرَيْتُ مَا اَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ اَرَاَيْتَ رَجُلاً مُؤْدِيًا نَشِيْطًا يَخْرُجُ مَعَ اُمَرَائِنَا فِي الْمَغَازِيْ فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِيْ اَشْيَاءَ لاَ نُحْصِيْهَا فَقُلْتُ لَهٗ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِيْ مَا اَقُوْلُ لَكَ اِلاَّ اَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَسٰى اَنْ لاَ يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِيْ اَمْرٍ اِلاَّ مَرَّةً حَتّٰى تَفْعَلَهٗ وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اِتَّقَى اللّٰهَ وَاِذَا شَكَّ فِيْ نَفْسِهٖ

شَىْءٍ سَأَلَ رَجُلاً فَشَفَاهُ مِنْهُ وَأَوْشَكَ أَنْ لاَ تَجِدُوْهُ وَالَّذِىْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ مَا أَذْكُرُ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ كَالثَّغَبِ شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِىَ كَدَرُهُ -

২৭৪৪. আবু ওয়ায়েল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আজ আমার নিকটে এক ব্যক্তি এসে আমাদের একটি প্রশ্ন করলে তাকে আমি কোন জবাব দিতে পারিনি। লোকটি বলল, আমাকে বলুন, এক সম্পদশালী, অস্ত্রসজ্জিত ও কর্মতৎপর লোক আমাদের নেতাদের সাথে জিহাদে গিয়ে আমাদের এমন কিছু আদেশ করে যা করার সামর্থ আমাদের নেই। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি তাকে বললাম, আল্লাহর শপথ ! আপনাকে জবাব দেয়ার মত কোন কিছু আমার জানা নেই। তবে আমরা নবী (স)-এর সাথে থাকতাম, তিনি আমাদেরকে একবারে কোন কাজের নির্দেশ দিতেন আর আমরা কাজটি সমাধা করে ফেলতাম। তোমরা প্রত্যেকেই যতদিন আল্লাহকে ভয় করবে ততদিন কল্যাণ ও শান্তিতে থাকবে। যখনই কারো অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি হবে, তখন এমন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে যে জবাব দিয়ে পূর্ণ সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে। কিন্তু অচিরেই এরূপ কোন লোক তোমরা পাবে না। সেই সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই ! এই পৃথিবীর যতটুকু অতীত হয়েছে সে সম্বন্ধে এছাড়া আর কি বলব যে, এটা একটা বৃহৎ জলাশয়ের মত যার স্বচ্ছ পানিটুকু পান করা হয়েছে এবং ঘোলা পানিটুকু অবশিষ্ট রয়েছে।

১১১-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধ শুরু না করলে সূর্য না গড়ান পর্যন্ত বিলম্ব করতেন।

٢٧٤٥- عَنْ سَالِمٍ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِى أَوْفَى فَقَرَأْتُهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِىْ لَقِىَ فِيْهَا إِنْتَظَرَ حَتّٰى مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِى النَّاسِ خَطِيْبًا قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِىَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اَهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ -

২৭৪৫. উমার ইবনে উবায়দুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম এবং সেক্রেটারী সালেম আবুন নাযার (রা) বর্ণনা করেন, উমার ইবনে উবায়দুল্লাহর কাছে আবদুল্লাহ ইবনে আবু আউফা পত্র প্রেরণ করেছিলেন যা আমিও পাঠ করেছি। (তাতে লেখা ছিল), একবার রসূলুল্লাহ (স) শত্রুর বিরুদ্ধে কোন এক যুদ্ধে সূর্য ঢলে না পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অতপর লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোকেরা ! শত্রুর বিরুদ্ধে (যুদ্ধক্ষেত্রে) লড়াইয়ের আকাঙ্খা কর না, বরং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা কর এবং মুকাবিলা হলে ধৈর্যধারণ কর। জেনে রাখ, তরবারির ছায়াতলেই জান্নাত। এরপর তিনি দোআ করলেন, হে আল্লাহ! কিতাব নাযিলকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী এবং শত্রুদলকে পরাস্তকারী, তাদের পরাস্ত কর এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।

১১২-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের অনুমতি নিয়ে কারো যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা। আল্লাহর বাণী ঃ

إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك........................ لمن شئت منهم - (النور - ٦٢)

"তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রসূলের সাথে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্র হলে তাঁর অনুমতি ব্যতীত সেখান থেকে চলে যায় না। যারা তোমার অনুমতি চায় তাঁরাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাসী। কাজেই যখন তারা কোন কাজের জন্য তোমার কাছে বাইরে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করে, তুমি চাইলে তাদের যাকে ইচ্ছা অনুমতি প্রদান কর।"–(সূরা আন নূর ঃ ৬২)

٢٧٤٦- عن جابر بن عبد الله قال غزوت مع رسول الله ﷺ قال فتلاحق بي النبي ﷺ وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير فقال لي ما لبعيرك قال قلت عيي قال فتخلف رسول الله ﷺ فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير فقال لي كيف ترى بعيرك قال قلت بخير قد أصابته بركتك قال أفتبيعنيه قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره قال فقلت نعم قال فبعنيه فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة قال فقلت يارسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت (به) فيه فلامني قال وقد كان رسول الله ﷺ قال لي حين استأذنته هل تزوجت بكرا أم ثيبا فقلت تزوجت ثيبا فقال هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك قلت يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي قال المغيرة هذا في فضائنا حسن لا نرى به بأسا -

২৭৪৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী (স)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তিনি আমাকে অনুসরণ করে কাছে আসলেন। সেই সময় আমি

আমার পানি বহনকারী উটের পিঠে পানি বহন করছিলাম। উটটি ক্লান্ত হয়ে চলতে অক্ষম প্রায় হয়ে পড়েছিল। তিনি তা দেখে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার উটের কি হলো ? জাবের বলেন, আমি বললাম, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বর্ণনাকারী জাবের বলেন, অতপর রসূলুল্লাহ (স) উটটির পিছনে গিয়ে হাঁকালেন এবং দোআ করলেন। তারপর তিনি আমার উটের সামনে সামনে চলতে থাকলেন এবং বললেন, উটটিকে এখন কেমন মনে হচ্ছে ? জাবের বলেন, আমি বললাম, ভাল হয়ে গিয়েছে। উটটি আপনার বরকত লাভ করেছে। সেই সময় তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি উটটি আমার নিকট বিক্রি করবে ? জাবের বলেন, (একথা শুনে) আমি লজ্জাবোধ করলাম। কারণ এটি ব্যতীত পানি বহন করার জন্য আমার আর কোন উট ছিল না। তবুও আমি বললাম, হাঁ বিক্রি করব। তিনি [নবী (স)] বললেন, আমার নিকট বিক্রি কর। জাবের বলেন, আমি তাঁর নিকট সেটিকে এ শর্তে বিক্রি করলাম যে, মদীনা পৌঁছা পর্যন্ত আমি তার পিঠে আরোহণ করব। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি একজন সদ্য বিবাহিত ব্যক্তি। আমি (একটু আগে চলে যাবার জন্য) আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছি। তিনি আমাকে চলে যাবার অনুমতি দিলে আমি সকলের আগেই মদীনায় পৌঁছলাম। এই সময় আমার মামা আমার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং উটের কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি উটটি সম্পর্কে সব কিছু তাঁকে জানালে তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করলেন। জাবের বলেন, আমি যখন রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছ থেকে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলাম তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কুমারী বিবাহ করেছ না বিবাহিতা নারীকে ? আমি বললাম, বিবাহিতা নারীকে বিবাহ করেছি। (একথা শুনে) তিনি বললেন, কুমারী বিবাহ করলে না কেন ? তাহলে তুমি তার সাথে খেলা করতে এবং সে তোমার সাথে খেলা করত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমার আব্বা ইন্তিকাল করেছেন অথবা শহীদ হয়েছেন এবং তিনি আমার অনেকগুলো অল্পবয়স্কা বোন রেখে গিয়েছেন। তাদের আদর যত্ন দিতে ও আদব শিখাতে অক্ষম এমন কোন অল্প বয়স্কা মেয়েকে বিবাহ করা আমি পসন্দ করিনি। সুতরাং আমি বিবাহিতা নারীকে বিবাহ করেছি যেন সে তাদের আদর যত্ন করতে পারে এবং আদব শিক্ষা দিতে পারে। জাবের বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (স) মদীনায় পৌঁছলে পরদিন সকালে আমি উটটি সহ তাঁর নিকট গমন করলে তিনি আমাকে উটের মূল্য প্রদান করলেন এবং উটটিও আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। মুগীরা বলেন, এ ধরনের শর্ত করে বিক্রি করা আমাদের কাছে উত্তম। এতে কোন দোষ দেখি না।

১১৩-অনুচ্ছেদ ঃ সদ্য বিবাহিতা ব্যক্তির জিহাদে অংশ গ্রহণ। এ বিষয়ে জাবের নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১১৪-অনুচ্ছেদ ঃ বাসর রাত্রির পর জিহাদে গমন। আবু হুযাইফা নবী (স) থেকে এ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১১৫-অনুচ্ছেদ ঃ ভীতি ও শঙ্কার সময় ইমামের (নেতার) তৎপরতা।

٢٧٤٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَسًا لِاَبِىْ طَلْحَةَ فَقَالَ مَا رَاَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَ اِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا -

২৭৪৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক সময় মদীনাতে ভীতি ও ত্রাস দেখা দেয় রসূলুল্লাহ (স) আবু তালহার একটি ঘোড়ায় চড়ে গোটা মদীনা টহল দিলেন এবং পরে তিনি বললেন, আমি তো ভীতিপ্রদ কিছুই দেখতে পেলাম না। অবশ্য এই ঘোড়াটিকে নদীর স্রোতের ন্যায় দ্রুতগামী পেলাম।

১১৬-অনুচ্ছেদ ঃ ভীতিজনক অবস্থায় দ্রুত চলা এবং দ্রুতগতিতে অশ্বচালনা করা।

٢٧٤٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَزِعَ النَّاسُ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَسًا لاَبِىْ طَلْحَةَ بَطِيْئًا ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُ وَحْدَهُ فَرَكِبَ النَّاسُ يَرْكُضُوْنَ خَلْفَهُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوْا اِنَّهُ لَبَحْرٌ (قَالَ) فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ -

২৭৪৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক সময় লোকেরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ (স) আবু তালহার ধীরগতি সম্পন্ন একটি অশ্বে আরোহণ করলেন এবং পা মেরে (অশ্বটিকে দ্রুত চালিয়ে) বের হলেন। পরে অন্যান্য লোকেরাও পা মেরে অশ্বচালনা করে তাঁর পেছনে পেছনে বের হলো। অতপর নবী (স) বললেন, ভয় পেয়ো না ; ভয়ের কোন কারণ নেই। ঘোড়াটি তো নদীর স্রোতের মত সাবলীল গতিসম্পন্ন। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, ঐদিনের পর আর কোন দিন ঘোড়াটি পেছনে পড়েনি।

১১৭-অনুচ্ছেদ ঃ ভীতিজনক পরিস্থিতিতে একাকী বের হওয়া।

১১৮-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে পারিশ্রমিক[২৮] প্রদান ও সওয়ারী জন্তু সরবরাহ করা।

মুজাহিদ বর্ণনা করেন, আমি ইবনে উমারকে বললাম, যুদ্ধে চলুন। জবাবে তিনি বললেন, আমার অর্থের একাংশ দিয়ে এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করব। আমি বললাম, আল্লাহ আমাকে যথেষ্ট (সম্পদ) দান করেছেন। (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, তোমার প্রাচুর্য তোমারই থাক। আমি শুধু চাই আমার সম্পদের কিছু অংশ এ পথে ব্যয়িত হোক। উমার (রা) বলেছেন, কিছুসংখ্যক লোক জিহাদ করার জন্য (বাইতুল মাল থেকে) অর্থসম্পদ সংগ্রহ করে ; কিন্তু পরে জিহাদে গমন করে না। যারা এরূপ করবে, আমরাই তাদের সম্পদের বেশী হকদার। তাদের নিকট থেকে আমরা ঐ পরিমাণ অর্থ ফিরিয়ে নেব। তাউস ও মুজাহিদ বলেন, যখন তোমাকে কোন বস্তু এ উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয় যে, তার বিনিময়ে তুমি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে বের হবে তখন সে অর্থ তুমি নিজ ইচ্ছামত ব্যয় কর এবং বাড়িতেই রেখে দাও।

٢٧٤٩- عَنْ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ فَسَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَشْتَرِيْهِ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ وَلاَ تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ -

২৭৪৯. উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। আমি আরোহণের জন্য আল্লাহর পথে (জিহাদ করার উদ্দেশ্যে) একটি ঘোড়া প্রদান করলাম। পরে দেখলাম, সেটাকে বিক্রি করা

২৮. এখানে যে পারিশ্রমিকের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ এক ব্যক্তি যার উপর জিহাদ ওয়াজিব হয়নি তিনি জিহাদে অংশগ্রহণকারীকে সাহায্য করে সওয়াব হাসিল করার উদ্দেশ্যে তাকে যে অর্থ দেন। অথবা নিজের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তির ব্যয়ভার বহন করে তাকে জিহাদে পাঠান।—সম্পাদক

হচ্ছে। আমি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমি সেটা খরিদ করব কি না? তিনি বললেন, ওটা খরিদ করো না এবং তোমার সাদকাকে (খরিদ করে হলেও) ফেরত নেয়ার ব্যবস্থা করো না।

٢٧٥٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَاَرَادَ اَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ ـ

২৭৫০. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) একটি ঘোড়া আল্লাহর পথে দান করলেন। তারপর সেটাকে বিক্রি হতে দেখে খরিদ করার ইচ্ছা করলেন। তিনি এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ওটি খরিদ করো না এবং (এভাবে) তোমার সাদকা ফিরিয়ে নিয়ো না।

٢٧٥١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ وَلٰكِنْ لاَ اَجِدُ حَمُوْلَةً وَلاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَيَشُقُّ عَلَىَّ اَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّىْ وَلَوَدِدْتُ اَنِّىْ قَاتَلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقُتِلْتُ ثُمَّ اُحْيِيْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ اُحْيِيْتُ ـ

২৭৫১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে (জিহাদে গমনকারী) কোন ক্ষুদ্র সেনাদল থেকেও আমি পিছিয়ে থাকতাম না। কিন্তু আমি সকলের আরোহণ উপযোগী যথেষ্ট সংখ্যক সওয়ারী জন্তু সংগ্রহ করতে পারি না। অথচ তাদেরকে পেছনে ফেলে রেখে যাওয়াও আমার জন্য পীড়াদায়ক। আমার ইচ্ছা হয় আমি আল্লাহর পথে লড়াই করে নিহত হই। তারপর জীবিত হয়ে আবার লড়াই করি এবং নিহত হয়ে আবার জীবিত হই।[২৯]

১১৯-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের জন্য মজুর রাখা (অর্থের বিনিময়ে লোক সংগ্রহ করে জিহাদে প্রেরণ বা ব্যক্তিগত সেবায় লাগানো)। হাসান ও ইবনে সীরীনের মতে, মজুরকে গনীমতের অংশ প্রদান করতে হবে। আতিয়াহ ইবনে কায়েস একটি ঘোড়ার অংশ অর্ধেক করে গ্রহণ করেছিলেন। ঘোড়ার অংশ হয়েছিল চার শত দিনার। তিনি নিজে দু'শত এবং ঘোড়ার মালিককে দু'শত দিনার প্রদান করেছিলেন।

٢٧٥٢- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوْكَ فَحَمَلْتُ عَلٰى بَكْرٍ فَهُوَ اَوْثَقُ (اَجْمَالِىْ) اَعْمَالِىْ فِىْ نَفْسِىْ فَاسْتَاْجَرْتُ اَجِيْرًا

২৯. আল্লাহর পথে লড়াই করা এত উত্তম ও মহান কাজ যে, এর জন্য একটা মানুষের তার জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দেয়া উচিত। শুধু তাই নয়, প্রাণ দানের সুযোগ যদি কোন সময় আসে, আর বার বার প্রাণ লাভ করা যায়, তাহলে প্রতিবার এ জন্য প্রাণ দান করা যেতে পারে। আল্লাহর পথে প্রাণ দানের এই গুরুত্ব ও মর্যাদাকে সামনে রেখেই নবী (স) উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন।

فَقَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيْهِ وَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَاَهْدَرَهَا فَقَالَ اَيَدْفَعُ يَدَهُ اِلَيْكَ فَتَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ـ

২৭৫২.সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তাবূক যুদ্ধে শরীক ছিলাম। তখন আমি একটি জোয়ান উটের পিঠে আরোহণ করেছিলাম। আমার নিকট এটাই ছিল (যুদ্ধে অংশগ্রহণ) আমার সবচাইতে উত্তম সওয়াব। তখন আমি একজন লোককে মজুর রেখেছিলাম। সে অন্য একটা লোকের সাথে ঝগড়া করতে করতে তাদের একজন অন্য জনের হাত কামড়ে ধরে। দ্বিতীয় লোকটি দ্রুত তার হাত টেনে বের করতে গেলে অপর লোকটির সামনের দাঁত ভেঙে যায়। লোকটি (দাঁত ভাঙা লোকটি) নবী (স)-এর নিকট অভিযোগ নিয়ে আসলে তিনি মামলাটি বাতিল করে দেন এবং বলেন, তুমি কি মনে কর সে তোমার মুখের মধ্যে হাত ধরে রাখত এবং তুমি উটের মত তা চিবাতে থাকতে ?

১২০-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর পতাকা সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে।

٢٧٥٣– عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ اَبِىْ مَالِكٍ الْقُرَظِىِّ اَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ الْاَنْصَارِىَّ وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرَادَ الْحَجَّ فَرَجَّلَ ـ

২৭৫৩. ছালাবা ইবনে আবু মালেক কুরাযী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর পতাকা বহনকারী কায়েস ইবনে সা'দ আনসারী হজ্জ আদায়ের ইচ্ছা করলে এহরামের পূর্বে আঁচড়ে ছিলেন।

٢٧٥٤– عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ كَانَ عَلِىٌّ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ فَقَالَ اَنَا اَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ عَلِىٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءَ اللَّيْلَةِ الَّتِىْ فَتَحَهَا فِىْ صَبَاحِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ اَوْ قَالَ لَيَاْخُذَنَّ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَوْ قَالَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاِذَا نَحْنُ بِعَلِىٍّ وَمَا نَرْجُوْهُ فَقَالُوْا هٰذَا عَلِىٌّ فَاَعْطَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيْهِ ـ

২৭৫৪. সালামাহ ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। (চক্ষু পীড়ার কারণে) আলী (রা) খায়বার যুদ্ধে (প্রথম দিকে) অংশগ্রহণ হতে বিরত ছিলেন। তিনি (আলী) বলেছিলেন, আমি কি রসূলুল্লাহ (স)-এর (সাথে যুদ্ধে না গিয়ে) পেছনে থেকে যাব ? অতপর হযরত আলী (রা) (এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য) বের হয়ে নবী (স)-এর সাথে মিলিত হলেন। যে ভাবে তিনি [নবী (স)] খায়বার জয় করলেন তার পূর্ব সন্ধ্যায় বললেন, আগামী সকালে এমন এক ব্যক্তি পতাকা গ্রহণ করবে (অথবা এমন ব্যক্তিকে পতাকা দান করব) যাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালবাসেন (অথবা তিনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসেন) এবং

তার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন। ইতিমধ্যে আমরা অপ্রত্যাশিতভাবে হযরত আলী (রা)-কে দেখতে পেলাম। সবাই বলে উঠল এই তো আলী আগমন করেছেন। অতপর রসূলুল্লাহ (স) তাঁকেই পতাকা প্রদান করলেন এবং তাঁর হাতেই আল্লাহ বিজয় দান করলেন।

٢٧٥٥- عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُوْلُ لِلزُّبَيْرِ هَاهُنَا اَمَرَكَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ -

২৭৫৫. নাফে ইবনে যুবায়ের (রা) বর্ণনা করেন, আমি শুনেছি, আব্বাস মক্কা বিজয়ের সময় যুবায়েরকে বলেছেন, এই খানেই তো নবী (স) আপনাকে পতাকা উত্তোলনের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১২১-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বাণী ঃ ভীতিজনক অবস্থা সৃষ্টি করে আমাকে এক মাসের দূরত্ব থেকে সাহায্য করা হয়েছে।

আল্লাহর বাণী ঃ

سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا -

(ال عمران) -

"শীঘ্রই আমি কাফেরদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করে দেব। কেননা তারা আল্লাহর সাথে শরীক করেছে, যে বিষয়ে তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫১) জাবের (রা) নবী (স) থেকে এতদসংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٧٥٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فَبَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْاَرْضِ فَوُضِعَتْ فِىْ يَدِىْ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَقَدْ ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمْ تَنْتَثِلُوْنَهَا -

২৭৫৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলছেন, আমি ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত কথা বলার ক্ষমতাসহ প্রেরিত হয়েছি এবং ভীতি সঞ্চার দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি। আমি নিদ্রিত ছিলাম, এমন সময় আমার হাতে পৃথিবীর সমস্ত ধনভান্ডারের চাবি প্রদান করা হলো। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) তো প্রস্থান করেছেন, কিন্তু তোমরা উক্ত ধনভান্ডার বের করে নিচ্ছ।৩০

٢٧٥٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ هِرَقْلَ اَرْسَلَ اِلَيْهِ وَهُمْ بِاِيْلِيَاءَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَأَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ

৩০. এ নিদ্রার মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল যে, আপনার উম্মাত ও অনুসারীরা দুনিয়ায় দু'টি বৃহত্তম সাম্রাজ্য জয় করবে এবং তাদের অর্থ ভাণ্ডার অধিকার করবে। কাজেই পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমানরা ইরান ও রোম সাম্রাজ্য দখল করে এবং তাদের অর্থ সম্পদ মুসলমানদের হাতে এসে যায়।

عِنْدَهُ الصَّخَبُ فَارْتَفَعَتِ الْاَصْوَاتُ وَاُخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِاَصْحَابِىْ حِيْنَ اُخْرِجْنَا لَقَدْ اَمِرَ اَمْرُ ابْنِ اَبِىْ كَبْشَةَ اَنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِى الْاَصْفَرِ ـ

২৭৫৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আবু সুফিয়ান তাঁকে জানিয়েছেন, তিনি (আবু সুফিয়ান) যখন ইলিয়াতে অবস্থান করছিলেন, সেই সময় হিরাক্লিয়াস তাঁর দূতের মাধ্যমে তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর (পবিত্র) চিঠি নিয়ে পাঠ করলেন। চিঠি পড়া শেষ হলে তার চারপাশে হৈচৈ ও চীৎকার শুরু হলো। এ সময় আমাদের সকলকে বের করে দেয়া হলো। আবু সুফিয়ান বলেন, আমাদেরকে বের করে দেয়া হলে আমি আমার সংগীদেরকে বললাম, ইবনে আবু কাবশার[৩১] [রসূলুল্লাহ (স)] কাজ তো এখন অনেক বিস্তৃতি লাভ করল। রোমের বাদশাহও এখন তাঁকে ভয় করতে শুরু করেছে।

১২২-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের সফরে পাথেয় বহন করে নেয়া।

আল্লাহর বাণী ঃ

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَاتَّقُوْنِ يَا اُوْلِى الْاَلْبَابِ ـ (البقرة)

"তোমরা পাথেয় সঞ্চয় কর। সর্বাপেক্ষা উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। আর হে বোধ সচেতন ব্যক্তিগণ, আমাকে ভয় কর।" –(আল বাকারা ঃ ১৯৭)

٢٧٥٨– عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ صَنَعْتُ سُفْرَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِ اَبِىْ بَكْرٍ حِيْنَ اَرَادَ اَنْ يُهَاجِرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَتْ فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَتِهِ وَلَا لِسِقَائِهِ مَا نَرْبُطُهُمَا بِهِ فَقُلْتُ لِاَبِىْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ مَا اَجِدُ شَيْئًا اَرْبِطُ بِهِ اِلَّا نِطَاقِىْ قَالَ فَشُقِّيْهِ بِاثْنَيْنِ فَارْبِطِيْهِ بِوَاحِدٍ السِّقَاءَ وَبِالْاٰخَرِ السُّفْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلِذٰلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ ـ

২৭৫৮. আসমা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) মদীনায় হিজরতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আমি আবু বাকরের গৃহে তাঁর পথের খাদ্য প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম। তিনি বলেন, তাঁর সফরের খাদ্য ও পানীয় বাঁধার মত কোন রশি না পেয়ে আবু বাকরকে বললাম, আল্লাহর শপথ ! আমার কোমরবন্ধ ছাড়া ঐগুলো বাঁধার জন্য আমি আর কিছুই দেখছি না। তিনি বললেন, ওটাকে ছিঁড়ে দু'ভাগ করে একভাগ দ্বারা পানির পাত্র (মশক) এবং অপর ভাগ দ্বারা খাদ্যের পাত্র বাঁধ। আমি তাই করলাম। আর এ জন্যই আমাকে দু'টি বস্ত্রখণ্ডের অধিকারিণী বলা হতো।

٢٧٥٩– عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُوْمَ الْاَضَاحِىِّ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ ـ

৩১. আসলে আবু কাবশা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতার নাম ছিল না। বরং উপহাস করেই আবু সুফিয়ান এ শব্দ ব্যবহার করেন।

২৭৫৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর সময় আমরা কোরবানীর গোশত মদীনায় বহন করে নিয়ে যেতাম।

٢٧٦٠. عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى اِذَا كَانُوْا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ وَهِيَ اَدْنَى خَيْبَرَ فَصَلَّوْا الْعَصْرَ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْاَطْعِمَةِ فَلَمْ يُؤْتَ النَّبِيُّ ﷺ اِلاَّ بِسَوِيْقٍ فَلُكْنَا فَاَكَلْنَا وَشَرِبْنَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا وَصَلَّيْنَا ـ

২৭৬০. সুওয়াইদ ইবনে নুমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি খায়বার যুদ্ধের বছরে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে খায়বার গমন করেছিলেন। তারা খায়বার সন্নিকটবর্তী সাহ্বা নামক একটি জায়গাতে উপনীত হলে আসরের নামায পড়লেন। এরপর নবী (স) খাবার চাইলে তাঁকে ছাতু ভিন্ন আর কিছুই দেয়া গেল না। আমরা তা চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে পানি পান করলাম। খাওয়ার পরে নবী (স) উঠে কুলি করলে আমরাও কুলি করলাম এবং সকলে মিলে নামায পড়লাম।

٢٧٦١- عَنْ سَلَمَةَ قَالَ خَفَّتْ اَزْوَادُ النَّاسِ وَاَمْلَقُوْا فَاَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فِيْ نَحْرِ اِبِلِهِمْ فَاَذِنَ لَهُمْ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَاَخْبَرُوْهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ اِبِلِكُمْ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ اِبِلِهِمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَادِ فِي النَّاسِ يَأْتُوْنَ بِفَضْلِ اَزْوَادِهِمْ فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ بِاَوْعِيَتِهِمْ فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوْا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ

২৭৬১. সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। এক সময় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী লোকদের খাদ্যসম্ভার প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেলে তারা নবী (স)-এর কাছে এসে উট জবেহ করার অনুমতি চাইল তিনি তাদেরকে অনুমতি প্রদান করলেন। পরে উমার তাদের কাছে আগমন করলে তারা তাঁকে সবকিছু অবহিত করল। তিনি বললেন, এই উটগুলোর পরে তোমাদের কাছে আর কি থাকবে?[৩২] তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল। এ উটগুলোর পরে তাদের কাছে আর কি থাকছে? (একথা শুনে) রসূলুল্লাহ (স) বললেন, লোকদেরকে অবশিষ্ট খাদ্য সামগ্রীসহ আসতে বল। পরে (লোকেরা আসলে) তিনি দোআ করে খাদ্যে বরকত কামনা করলেন। এরপর সকলকে পাত্রসহ আসার নির্দেশ দিলেন। লোকেরা দু'হাত ভরে তাদের পাত্রগুলো পূর্ণ করে নিলে রসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই, আর আমি তাঁর রসূল।

১২৩-অনুচ্ছেদ ঃ নিজের কাঁধে সফরের পাথেয় বহন করা।

---

৩২. কারণ এরপর তো তোমাদের এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে এবং পায়ে হেঁটে কি তা সম্ভব হবে? –সম্পাদক

٢٧٦٢- عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلاَثَمِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلٰى رِقَابِنَا فَفَنِىَ زَادُنَا حَتّٰى كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَأْكُلُ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةً قَالَ رَجُلٌ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ وَاَيْنَ كَانَتِ التَّمْرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِيْنَ فَقَدْنَاهَا حَتّٰى اَتَيْنَا الْبَحْرَ فَاِذَا حُوْتٌ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ فَاَكَلْنَا مِنْهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا مَا اَحْبَبْنَا -

২৭৬২. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমরা এক যুদ্ধ অভিযানে বের হলাম। আমরা তিনশ' লোক প্রত্যেকের মালপত্র নিজেদের কাঁধে বহন করে যাত্রা করলাম। (কিছুদিন পর) পাথেয় নিঃশেষ হয়ে গেলে আমরা প্রত্যেকে প্রতিদিন একটি করে খেজুর খেয়ে দিন কাটাতে লাগলাম। এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আবু আবদুল্লাহ, একটা খেজুর একটা মানুষের কি যথেষ্ট হতে পারে? তিনি বললেন, একটি খেজুরও যখন পাইনি, তখন তার মূল্য অনুভব করেছি। এমতাবস্থায় আমরা সমুদ্রোপকূলে উপনীত হলে সমুদ্র তার তীরে একটি (খুব বড়) মাছ নিক্ষেপ করল, যা আমরা আঠার দিন পর্যন্ত আমাদের ইচ্ছা ও পসন্দমত খেয়েছিলাম।

১২৪-অনুচ্ছেদ ঃ কোন মেয়ে তার ভাইয়ের পেছনে একই সওয়ারী জন্তুর পিঠে আরোহণ করা।

٢٧٦٣- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَرْجِعُ اَصْحَابُكَ بِاَجْرِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَلَمْ اَزِدْ عَلَى الْحَجِّ فَقَالَ لَهَا اِذْهَبِىْ وَلْيُرْدِفْكِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَاَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اَنْ يُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ فَانْتَظَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَعْلٰى مَكَّةَ حَتّٰى جَاءَتْ -

২৭৬৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার সাহাবারা হজ্জ এবং উমরাহ পালনের সওয়াবসহ ফিরে যাচ্ছে ; অথচ আমি শুধু হজ্জ সম্পাদন করে ফিরছি। (একথা শুনে) তিনি [নবী (স)] আয়েশা (রা)-কে বললেন, যাও আবদুর রহমান[৩৩] তোমাকে তার সওয়ারী জন্তুর পিঠে পেছনে বসিয়ে নেবে। তিনি আবদুর রহমানকে তানঈ'ম থেকে আয়েশা (রা)-কে উমরাহ করানোর নির্দেশ দিলেন এবং আয়েশা (রা) না ফেরা পর্যন্ত মক্কার উচ্চভূমিতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করলেন।

٢٧٦٤- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ اَمَرَنِى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ اُرْدِفَ عَائِشَةَ وَاُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ -

২৭৬৪. হযরত আবু বাকর সিদ্দীকের পুত্র আবদুর রহমান (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) (আমার বোন) আয়েশা (রা)-কে আমার সওয়ারীর পিঠে পেছনে বসিয়ে তানঈ'ম থেকে উমরাহ আদায় করানোর জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১২৫-অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও জিহাদে একই সওয়ারীতে দু'জনের আরোহণ করা।

---

৩৩. আবদুর রহমান আয়েশা (রা)-এর সহোদর ভাই।

٢٧٦٥- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيْفَ اَبِىْ طَلْحَةَ وَ اِنَّهُمْ لَيَصرُخُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ -

২৭৬৫. আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি আবু তালহার পেছনে সওয়ারীতে বসে ছিলাম আর লোকেরা একই সাথে উচ্চস্বরে হজ্জ ও উমরাহর তালবিয়া পাঠ করছিল।

১২৬-অনুচ্ছেদ ঃ গাধার পিঠে দু'জনের আরোহণ করা।

٢٧٦٦- عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ عَلٰى حِمَارٍ عَلٰى اِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ وَاَرْدَفَ اُسَامَةَ وَرَاءَهُ -

২৭৬৬. উসামাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) জিনের ওপর চাদর পাতা একটি গাধার পিঠে আরোহণ করেন এবং উসামাকে তাঁর পেছনে বসান।

٢٧٦٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ اَعْلٰى مَكَّةَ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ مُرْدِفًا اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَجَبَةِ حَتّٰى اَنَاخَ فِى الْمَسْجِدِ فَاَمَرَهُ اَنْ يَأْتِىَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَفَتَحَ وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ اُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ فَمَكَثَ فِيْهَا نَهَارًا طَوِيْلاً ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسُ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلَالاً وَرَاءَ الْبَابِ قَائِمًا فَسَاَلَهُ اَيْنَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَشَارَ لَهُ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَنَسِيْتُ اَنْ اَسَاَلَهُ كَمْ صَلّٰى مِنْ سَجْدَةٍ -

২৭৬৭. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (স) তাঁর বাহনে উসামা ইবনে যায়েদকে পেছনে বসিয়ে মক্কার উচ্চভূমির দিক থেকে অগ্রসর হয়েছিলেন আর বেলাল ও কাবার রক্ষী উসমান (রা) তাঁর পেছনে পেছনে চলছিলেন। উটটিকে মসজিদে হারামের আঙিনায় বসিয়ে তিনি [নবী (স)] উসমানকে কাবা ঘরের চাবি আনার আদেশ দিলেন। উসমান চাবি এনে কাবার দরজা খুলে দিলে রসূলুল্লাহ (স) উসামা, বেলাল এবং উসমানকে সঙ্গে নিয়ে কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং দীর্ঘ সময় অবস্থান করার পর সেখান থেকে বের হলেন। লোকেরা তাঁদের দিকে এগিয়ে গেল। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সর্বাগ্রে প্রবেশ করেছিলেন। এক সময় তিনি বেলালকে দরজার পাশেই দন্ডায়মান দেখতে পেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, রসূলুল্লাহ (স) কোন্ জায়গায় (দাঁড়িয়ে) নামায পড়লেন ? সুতরাং তিনি (স) যেখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছিলেন বেলাল সে জায়গা ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) কয় রাকয়াত নামায পড়েছিলেন আমি তাকে এ কথাটি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম।

১২৭-অনুচ্ছেদ ঃ রেকাব বা অনুরূপ কোন কিছু বহন করা।

٢٧٦٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلٰى دَابَّتِهٖ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا اَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا اِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ -

২৭৬৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মানুষের প্রতিটি অস্থি খন্ডের ওপর এক একটি করে সাদকা ওয়াজিব হয়। দু'জন লোকের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা সাদকা, কোন লোককে সাহায্যের উদ্দেশ্যে নিজের সওয়ারী জন্তুর ওপর আরোহণ করান অথবা তার সরঞ্জাম বহন করে দেয়া সাদকা, উত্তম ও পবিত্র কথা—সাদকা, নামাযের জন্য যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিটি পদক্ষেপ সাদকা এবং পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু (যেমন কাঁটা বা ইট ও পাথরের কুচি) অপসারণ করাও সাদকা।

১২৮-অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন শরীফ নিয়ে শত্রু এলাকায় যাওয়া। এ ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ ইবনে বিশর উবায়দুল্লাহ থেকে, তিনি নাফে থেকে এবং তিনি ইবনে উমার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সাহাবাবৃন্দ কুরআন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শত্রু এলাকা সফর করেছেন।

٢٧٦٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْاٰنِ اِلٰى اَرْضِ الْعَدُوِّ -

২৭৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স) শত্রুভূমিতে (দারুল কুফর) কুরআন (নোসখা বা কপি) নিয়ে গমন করতে নিষেধ করেছেন।[৩৪]

১২৯-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সময় তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করা।

٢٧٧٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَبَّحَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْبَرَ وَقَدْ خَرَجُوْا بِالْمَسَاحِىْ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ فَلَمَّا رَاَوْهُ قَالُوْا هٰذَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ فَلَجَؤُا اِلَى الْحِصْنِ فَرَفَعَ النَّبِىُّ ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاۤءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ وَاَصَبْنَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا فَنَادٰى مُنَادِى النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ فَاُكْفِئَتِ الْقُدُوْرُ بِمَا فِيْهَا -

৩৪. এর কারণ সম্ভবত এই হতে পারে যে, শত্রু এলাকায় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কুরআনের অমর্যাদা হবার সম্ভাবনা রয়েছে।—সম্পাদক

২৭৭০. আনাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) ভোর বেলায় খায়বারে উপস্থিত হলেন। সেই সময় ইহূদীরা ঘাড়ে কোদাল নিয়ে (ক্ষেতে কাজ করার জন্য) বের হচ্ছিল। তারা নবী (স)-কে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে বলতে শুরু করল, এই যে, মুহাম্মাদ সেনাদল নিয়ে এসে পড়েছে। মুহাম্মাদ সেনাদল নিয়ে এসে পড়েছে। অতপর তারা দুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করল। তখন নবী (স) দু'হাত উঠিয়ে "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি উচ্চারণ করলেন এবং বললেন, খায়বার নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি অথবা খায়বার ধ্বংস হোক। কেননা, আমরা যখন কোন গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানে তাদের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হই, তখন সতর্ককৃতদের প্রত্যূষ খুবই মন্দ হয়ে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, সেখানে কিছুসংখ্যক গাধা আমাদের হস্তগত হল। আমরা সেগুলো (জবাই করে তার) গোশত পাকালাম। ইত্যবসরে নবী (স)-এর পক্ষ থেকে ঘোষক ঘোষণা করে দিল, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল তোমাদেরকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করে দিয়েছেন। কাজেই গোশতসহ সমস্ত ডেকচিগুলো উল্টিয়ে দেয়া হল।

১৩০-অনুচ্ছেদ ঃ তাকবীর ধ্বনিতে যে ধরনের উচ্চস্বর অপসন্দনীয়।

٢٧٧١- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكُنَّا اِذَا اَشْرَفْنَا عَلٰى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا اِرْتَفَعَتْ اَصْوَاتُنَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِرْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَاِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا اِنَّهُ مَعَكُمْ اِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالٰى جَدُّهُ -

২৭৭১. আবু মূসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, আমরা (হজ্জের সফরে) রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। যখন আমরা কোন উপত্যকার উচ্চভূমিতে আরোহণ করছিলাম তখন উচ্চস্বরে তাকবীর ও কালেমা তাইয়েবা উচ্চারণ করছিলাম। (তা দেখে) নবী (স) বললেন, হে লোকেরা! তোমরা তো কোন বধির বা দূরে অবস্থানকারীকে সম্বোধন করছ না। যাকে ডাকছো তিনি আমাদের সাথেই আছেন। তিনি শ্রবণকারী ও অতি নিকটবর্তী।[৩৫]

১৩১-অনুচ্ছেদ ঃ কোন উপত্যকার নিম্নভূমিতে অবতরণের সময় তাসবীহ পাঠ করা।

٢٧٧٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا اِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَاِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا -

২৭৭২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, (সর্বদাই) আমরা কোন উঁচু জায়গায় আরোহণ করলে তাকবীর বলতাম এবং নীচু জায়গায় অবতরণ করলে তাসবীহ পাঠ করতাম।[৩৬]

১৩২-অনুচ্ছেদ ঃ উচ্চে আরোহণের সময় তাকবীর ধ্বনি বলা।

---

৩৫. তাকবীরের অর্থ হলো, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব ঘোষণা করা যার অর্থ তিনি ছাড়া আর কেউ-ই বড় বা মহৎ বলে দাবী করার যোগ্য নেই। তিনি সকলের উর্ধে। তাঁকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে না বা তাঁর নিকট কৈফিয়ত চাইতে পারে না। তাঁর কাছে সবাইকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। তাসবীহ-এর অর্থ হলো, তিনি সকল প্রকার কলুষ কালিমা, দুর্বলতা ও আবিলতা মুক্ত। কোন ত্রুটিই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না—এই ঘোষণা প্রদান করা।

৩৬. অর্থাৎ জোরেশোরে হৈচৈ করে চিৎকার করে আল্লাহু আকবার না বলে স্বাভাবিক কণ্ঠে আল্লাহর প্রতি মর্যাদা প্রকাশের গাম্ভীর্য বজায় রেখে উচ্চারণ করা।—সম্পাদক

٢٧٧٣- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا اِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَاِذَا تَصَوَّبْنَا سَبَّحْنَا ـ

২৭৭৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমরা যখনই কোন উচ্চ জায়গায় আরোহণ করতাম তখন তাকবীর বলতাম এবং নিম্নভূমিতে অবতরণ করলে তাসবীহ উচ্চারণ করতাম।

٢٧٧٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ قَالَ الْغَزْوِ يَقُـوْلُ كُلَّمَا اَوْ فِيْ عَلٰى ثَنِيَّةٍ اَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ ـ اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ـ قَالَ صَالِحٌ فَقُلْتُ لَـــهُ اَلَمْ يَقُلْ عَبْدُ اللّٰهِ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ قَالَ لاَ ـ

২৭৭৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) হজ্জ অথবা উমরাহ থেকে (বর্ণনাকারী বলেন)—আমার মনে হয় তিনি (আবদুল্লাহ) যুদ্ধের কথা বলেছিলেন —ফেরার পথে যখনই কোন উপত্যকায় অথবা কঠিন, উচ্চ কঙ্করময় ভূমিতে অবতরণ করতেন তখনই তিনবার তাকবীর বলতেন। অতপর বলতেন, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই। তিনি একক ও অংশীদারহীন, মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব তাঁর, তিনিই সমস্ত প্রশংসার প্রকৃত অধিকারী এবং তিনি সবকিছু করতে সক্ষম—ক্ষমতাবান। আমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাগমনকারী, তাঁর কাছেই ক্ষমাপ্রার্থী, তাঁরই ইবাদতকারী এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে সিজদা নিবেদনকারী। (তিনি আমাদের প্রভু) আমরা আমাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রশংসাবাণী উচ্চারণকারী। তিনি (আল্লাহ) তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য করে দেখিয়েছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাকীই সমস্ত (আল্লাহদ্রোহী) দলকে পরাস্ত ও বিতাড়িত করেছেন। সালেহ বলেন, আমি সালেমকে জিজ্ঞেস করলাম, আবদুল্লাহ কি ইনশাআল্লাহ বলেননি ? তিনি জবাব দিলেন, না।

১৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফির (পথচারী) বাড়িতে অবস্থানকালীন সময়ে যে পরিমাণ আমল করে থাকে সফর অবস্থায় ততটুকু আমলের সওয়াবই তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়।[৩৭]

٢٧٧٥- عَنْ اَبِيْ اِسْمٰعِيْلَ السَّكْسَكِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بُرْدَةَ وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ كَبْشَةَ فِيْ سَفَرٍ فَكَانَ يَزِيْدُ يَصُوْمُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ بُرْدَةَ سَمِعْتُ اَبَا مُوْسٰى مِرَارًا يَقُـــوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَاكَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا ـ

৩৭. সফর অবস্থায় বিভিন্ন অসুবিধার কারণে সে যদি সৎকাজ কমও করে থাকে, তবু তাকে পুরো কাজেরই সওয়াব দান করা হয়।

২৭৭৫. আবু ইসমাইল সাকসাকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু বুরদা (রা) থেকে শুনেছি, তিনি এক সফরে ইয়াযীদ ইবনে আবু কাবশাহর সঙ্গী ছিলেন। ইয়াযীদ সাধারণত সফরে রোযা রাখতেন। আবু বুরদা তাকে বললেন, আমি আবু মূসাকে বহুবার বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, বান্দা কোন সময় পীড়িত হয়ে পড়লে অথবা সফরে বের হলে তার জন্য ততটুকু আমলের সওয়াব নির্দিষ্ট করা হয় যতটুকু আমল সুস্থ এবং বাড়িতে অবস্থানকালীন সময়ে সে করে থাকে।

১৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ একাকী সফরে গমন বা দূরের পথে যাত্রা করা।

٢٧٧٦- عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَدَبَ النَّبِىُّ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ نَبِىٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِىَّ الزُّبَيْرُ قَالَ سُفْيَانُ الْحَوَارِىُّ النَّاصِرُ -

২৭৭৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, খন্দক যুদ্ধের সময় নবী (স) লোকদেরকে (একটি বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য) আহবান জানালে যুবায়ের তাতে সাড়া দিলেন। তিনি পুনরায় আহবান জানালে পুনরায় যুবায়ের সাড়া দিলেন। তিনি আবারও আহবান জানালেন এবং আবারও একমাত্র যুবায়েরই সাড়া দিলেন—তিনবারই। তখন নবী (স) বললেন, প্রত্যেক নবীরই বিশেষ সাহায্যকারী থাকে, আর যুবায়েরই আমার বিশেষ সাহায্যকারী। সুফিয়ান বলেন, হাওয়ারী শব্দের অর্থ হলো সাহায্যকারী।[৩৮]

٢٧٧٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى الْوَحْدَةِ مَا اَعْلَمُ مَاسَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ -

২৭৭৭. ইবনে উমার (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাতের বেলা একাকী সফরের বিপদ সম্পর্কে আমি যা জানি তা যদি লোকেরা জানত তাহলে কোন (পথিক বা) আরোহীই রাতে একাকী পথ চলত না।

১৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় দ্রুত পথ চলা। আবু হুমায়েদ থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আমি দ্রুত মদীনার দিকে গমন করব। সুতরাং আমার সাথে কেউ যেতে ইচ্ছা করলে তাকে দ্রুত গমন করতে হবে। অতপর তিনি মদীনার উচ্চভূমিতে আরোহণ করলেন।

٢٧٧٨- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ سُئِلَ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ كَانَ يَحْيٰى يَقُوْلُ وَاَنَا اَسْمَعُ فَسَقَطَ عَنِّىْ عَنْ مَسِيْرِ النَّبِىِّ

৩৮. খন্দকের যুদ্ধের সময় নবী (স) শত্রুশিবিরে গিয়ে তাদের গোপন খবর ও তথ্যাদি আনার জন্য আহবান জানিয়েছিলেন। এতে একমাত্র যুবায়েরই সাড়া দিয়েছিলেন। তাই নবী (স) তার সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখিত উক্তি করেছেন।

فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَكَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَاِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ -

২৭৭৮. ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না ইয়াহইয়ার মাধ্যমে হিশাম (রা) থেকে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। হিশাম বলেন, আমার পিতা আমাকে জানিয়েছেন, উসামা ইবনে যায়েদকে হাজ্জাতুল বিদার সময় নবী (স)-এর চলার গতি কিরূপ ছিল জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না বলেন, ইয়াহইয়া বর্ণনা করতেন আর আমি শ্রবণ করতাম। কিন্তু হাজ্জাতুল বিদার সময় নবী (স)-এর চলার গতি কিরূপ ছিল তা আমি ভুলে গিয়েছি। উসামা ইবনে যায়েদ বলেন, তিনি [নবী (স)] সব সময় মধ্যম গতিতে চলতেন। কিন্তু কোন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপনীত হলে দ্রুত গতিতে চলতে থাকতেন। আর এই দ্রুতগতি মধ্যম গতির চেয়ে বেশী হতো।

٢٧٧٩- عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِىْ عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ فَاَسْرَعَ السَّيْرَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّفَقِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا -

২৭৭৯. যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মক্কার কোন একটি পথ অতিক্রমকালে আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমারের সঙ্গে ছিলাম। ইতিমধ্যে তাঁর স্ত্রী সাফিয়া বিনতে আবু উবাইদের গুরুতর অসুস্থতার খবর তাঁর নিকট পৌছলে তিনি দ্রুত চলতে শুরু করলেন। এমনকি সূর্যাস্তের পরে পশ্চিম দিগন্তে যে লালিমা দেখা যায় তা অদৃশ্য হয়ে গেলে তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করে মাগরিব এবং এশা এক সাথে পড়লেন। এই সময় তিনি বললেন, আমি নবী (স)-কে দেখেছি, সফরে কোন কারণে দ্রুত পথ চলার প্রয়োজন হলে তিনি মাগরিবকে বিলম্ব করে এশা ও মাগরিব একসাথে পড়তেন।

٢٧٨٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ الْعَذَابِ يَمْنَعُ اَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَاِذَا قَضٰى اَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ اِلٰى اَهْلِهِ -

২৭৮০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, সফর অতীব কষ্টদায়ক অবস্থা। নিদ্রা, খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ সর্বক্ষেত্রেই এটি প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। অতএব, তোমাদের কারো সফরের প্রয়োজন শেষ হলেই সে যেন দ্রুত নিজ পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসে।

১৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে (কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে) কাউকে ঘোড়া প্রদানের পর সেটিকে বিক্রি হতে দেখলে করণীয় সম্পর্কে হুকুম।

٢٧٨١- عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ فِـى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَـأَرَادَ اَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ ـ

২৭৮১. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার উবনুল খাত্তাব একটি ঘোড়া আল্লাহর পথে প্রদান করার পর দেখতে পেলেন যে, সেটিকে বিক্রি করা হচ্ছে। তিনি সেটি ক্রয় করার ইচ্ছা করলেন। সুতরাং এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, না, ওটি খরিদ করো না এবং এভাবে তোমার সাদকা ফিরিয়ে নিয়ো না। (অর্থাৎ এভাবে তোমার সাদকার ক্ষতিসাধন করো না।)

٢٧٨٢- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُـوْلُ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَـابْتَاعَهُ اَوْ فَـأَضَاعَهُ الَّذِىْ كَانَ عِنْدَهُ فَاَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ اَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَـأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لاَ تَشْتَـرِهِ وَاِنْ بِدِرْهَمٍ فَاِنَّ الْعَائِدَ فِىْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِىْ قَيْئِهِ ـ

২৭৮২. যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি উমার ইবনে খাত্তাবকে বলতে শুনেছি, আমি এক ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে একটি ঘোড়া প্রদান করলাম। ঐব্যক্তি সেটি বিক্রি করতে চাইলে অথবা (ঠিকমত খাদ্য প্রদান না করে) ধ্বংস প্রায় করে ফেললে আমি তা খরিদ করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার ধারণা হলো যে, ঘোড়াটি সে সস্তায়ই বিক্রি করে ফেলবে। এ ব্যাপারে নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, একটি মাত্র দিরহামের বিনিময়েও যদি হয় তাও সেটি খরিদ করবে না। কেননা, হেবা বা উপহারের বস্তুকে যে ফিরিয়ে নেয় তার উদাহরণ এমন কুকুরের ন্যায় যে বমি করে আবার তা ভক্ষণ করে।

১৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি।

٢٧٨٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ اَحَىٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ ـ

২৭৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি [নবী (স)] তাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছে কি ? লোকটি বলল, হাঁ, আছে। এ কথা শুনে নবী (স) বললেন, তাহলে তাদের খেদমতের ব্যাপারে সচেষ্ট হও।

১৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ উটের গলায় ঘন্টা বা অনুরূপ কিছু বাঁধা।

٢٧٨٤- عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ اَنَّ اَبَا بَشِيْرٍ الْاَنْصَارِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِيْ مَبِيْتِهِمْ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَسُوْلاً اَنْ يَبْقَيَنَّ (لاَ تَبْقَيَنَّ) فِيْ رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ اَوْ قِلاَدَةٌ اِلاَّ قُطِعَتْ ـ

২৭৮৪. আব্বাদ ইবনে সামীম (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বশীর আনসারী তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর কোন একটি জিহাদের সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ বলেন, আমার মনে হয় তিনি (আবু বশীর আনসারী) বলেছিলেন, লোকেরা শয্যা ত্যাগ করেনি এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ (স) একজন সংবাদবাহক পাঠিয়ে তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন কোন উটের গলায়ই কোন প্রকার রশি বাঁধা না থাকে, বরং থাকলে তা যেন কেটে ফেলা হয়।[৩৯]

১৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ সেনাবাহিনীতে কোন ব্যক্তির নাম তালিকাভুক্তির পর তার স্ত্রী যদি হজ্জে গমনের সংকল্প করে অথবা অন্য কোন ওজর তার জন্য প্রতিবন্ধক হয়, তবুও কি তাকে জিহাদে যেতে হবে ?

٢٧٨٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِاَمْرَاةٍ وَلاَ تُسَافِرَنَّ اِمْرَاَةٌ اِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُكْتُتِبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ اِمْرَاَتِيْ حَاجَّةً قَالَ اَذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ اِمْرَاَتِكَ ـ

২৭৮৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন, কোন পুরুষ কোন নারীর সঙ্গে নির্জনে যেন না বসে (আলাপ না করে) এবং মাহরাম (শরীয়তের বিধানে যার সাথে বিবাহ হতে পারে না) সঙ্গী ছাড়া কোন নারী যেন সফর না করে। এই সময় এক ব্যক্তি উঠে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল ! অমুক অমুক যুদ্ধে আমার নাম সেনা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, অথচ আমার স্ত্রী হজ্জ পালনের জন্য যাচ্ছে। (এমতাবস্থায় আমি কি করব ?) তিনি জবাব দিলেন, তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জে গমন কর।

১৪০-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদে গোয়েন্দগীরী করা।

---

৩৯. উটের গলায় বাঁধা রশি কেটে ফেলার জন্য নবী (স) যে নির্দেশ উল্লেখিত হাদীসে দিয়েছেন তার কারণ নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়ে থাকে। জাহেলী যুগের আরবেরা মনে করত এর মাধ্যমে বদনজর হতে রক্ষা পাওয়া যায়। এটি ছিল জাহেলী ধ্যানধারণা। নবী (স) এই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষার প্রসার ঘটান। এই নির্দেশের মাধ্যমে তিনি একথা বুঝাচ্ছিলেন যে, আল্লাহর সিদ্ধান্তকে কোন কিছুর দ্বারাই রহিত করা যায় না। দ্বিতীয়ত উটের গলায় রশি বাঁধা থাকলে দ্রুত চলতে গিয়ে অথবা বনে জঙ্গলে চরে বেড়ানোর সময় দড়ি আটকে ফাঁস লেগে উটটির মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটতে পারে। তাই এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতে জীবজন্তুর প্রতি নবী (স)-এ দয়াদ্র হৃদয়ের একটা প্রমাণ পাওয়া যায়। তৃতীয়ত উটের গলায় দড়ি বেঁধে আরবের লোকেরা তার সাথে ঘন্টা লটকিয়ে দিত। এটি নবী (স) অপসন্দ করতেন। আর এ কারণেই উক্ত নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। শেষের কারণটাই ইমাম বুখারীর অনুচ্ছেদ শিরোনামের উপলক্ষ।

আল্লাহর বাণী ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ.......... وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ - (سورة ممتحنة - ١)

"হে ঈমানদার লোকেরা ! আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু বানাবে না। তোমরা তো তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন কর অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তা মেনে নিতে তারা ইতিপূর্বেই অস্বীকার করেছে। আর তাদের আচরণ এই যে, তারা রসূল এবং স্বয়ং তোমাদেরকে শুধু এই কারণে দেশ থেকে নির্বাসিত করে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছো।"(সূরা মুমতাহেনা ঃ ১)

٢٧٨٦- عَنْ عَلِيٍّ يَقُوْلُ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الاَسْوَدِ قَالَ اِنْطَلِقُوْا حَتّٰى تَأْتُوْا رَوْضَةَ خَاجٍ فَاِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْنَا تَعَادِى بِنَا خَيْلُنَا حَتّٰى انْتَهَيْنَا اِلَى الرَّوْضَةِ فَاِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا اَخْرِجِيْ الْكِتَابَ فَقَالَتْ مَا مَعِيْ مِنْ كِتَابٍ فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ فَاَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَاَتَيْنَا بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِذَا فِيْهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِىْ بَلْتَعَةَ اِلٰى اُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا حَاطِبُ مَا هٰذَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ اِنِّىْ كُنْتُ اَمْرَأً مُلْصَقًا فِيْ قُرَيْشٍ وَلَمْ اَكُنْ مِنْ اَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُوْنَ بِهَا اَهْلِيْهِمْ وَاَمْوَالَهُمْ فَاَحْبَبْتُ اِذْ فَاتَنِيْ ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيْهِمْ اَنْ اَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُوْنَ بِهَا قَرَابَتِيْ وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلاَ اِرْتِدَادًا وَلاَ رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْاِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ صَدَقَكُمْ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دَعْنِىْ اَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ قَالَ اِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَكُوْنَ قَدِ اطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ -

২৭৮৬. উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি আলীকে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (স) যুবায়ের, মেকদাদ ও আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা রওযায়ে খাখের (স্থানের নাম) দিকে রওয়ানা হয়ে যাও। সেখানে উপস্থিত হলে এক বৃদ্ধা রমণীকে দেখতে পাবে। সে একখানা পত্র বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানা তার

নিকট থেকে ছিনিয়ে আনবে। আমরা রওয়ানা হলাম। আমাদের ঘোড়াগুলো দ্রুত ছুটে চলল। আমরা পূর্বোক্ত রওযায় পৌঁছলে একজন বৃদ্ধা রমণীকে দেখতে পেলাম। আমরা তাকে বললাম, পত্রখানা বের কর। সে বলল, আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম, হয় পত্রখানা দাও, নয়তো আমরা তোমার কাপড় খুলে অনুসন্ধান করব। এরপর সে চুলের খোঁপার মধ্য থেকে পত্রখানা বের করে দিলে আমরা তা নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলাম। দেখা গেল তা হাতেব ইবনে আবু বাল্তাআ-এর পক্ষ থেকে মক্কাবাসী মুশরিকদের (বিশিষ্ট) কিছু লোকের নামে পাঠান হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ (স)-এর কিছু তৎপরতার খবর তাদেরকে জানান হয়েছে। রসূলুল্লাহ (স) হাতেবকে (ডেকে) জিজ্ঞেস করলেন, হাতেব, এ কি করেছ ? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমার ব্যাপারে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কুরাইশ বলে আমার পরিচয় থাকলেও বংশগতভাবে আমি কুরাইশ নই। আপনার সংগে যারা হিজরত করেছেন, মক্কায় তাদের অনেক আত্মীয়স্বজন আছে। তাদের মাধ্যমে তারা নিজেদের পরিবার পরিজন এবং অর্থসম্পদ রক্ষা করে থাকে। আমার যখন তাদের সাথে অনুরূপ বংশগত কোন আত্মীয়তা নেই, তখন তাদের প্রতি কিছু এহসান করে আমার পরিবার পরিজন, আত্মীয়স্বজনকে রক্ষা করতে মনস্থ করলাম। যা করেছি তা কুফরী, ইসলাম পরিত্যাগ বা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে করিনি। এসব শুনে রসূলুল্লাহ (স) বললেন, সে সত্যই বলছে। এই সময় উমার বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি [নবী (স)] বললেন, সে তো বদর যুদ্ধে অংশগহণ করেছে। তুমি জান না, আল্লাহই তাদের সম্পর্কে ভাল জানেন। কেননা তিনি তাদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ তোমরা যেমনটি ইচ্ছা কাজ করে যাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।

১৪১-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধবন্দীদেরকে বস্ত্র দান।

٢٧٨٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ اُتِىَ بِأُسَارٰى وَاُتِىَ بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ فَنَظَرَ النَّبِىُّ ﷺ لَهٗ قَمِيْصًا فَوَجَدُوْا قَمِيْصَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىٍّ يَقْدُرُ عَلَيْهِ فَكَسَاهُ النَّبِىُّ ﷺ اِيَّاهُ فَلِذٰلِكَ نَزَعَ النَّبِىُّ ﷺ قَمِيْصَهٗ الَّذِىْ اَلْبَسَهٗ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ كَانَتْ لَهٗ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ يَدٌ فَأَحَبَّ اَنْ يُّكَافِئَهٗ -

২৭৮৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। বদর যুদ্ধে কিছু লোক বন্দী হয়ে এলো। তাদের মধ্যে [নবী (স)-এর চাচা] আব্বাসও ছিলেন। তার গায়ে কোন কাপড় ছিল না। সুতরাং নবী (স) তার জন্য জামা তালাশ করতে থাকলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জামা তার (আব্বাসের) শরীরে ঠিকমত লাগলে নবী (স) সেটিই তাকে পরিয়ে দিলেন। আর এ কারণেই নবী (স) তাঁর নিজের জামা খুলে তাকে (আবদুল্লাহ ইবনে উবাই) পরিয়েছেন। ইবনে উয়াইনা বলেন, নবী (স)-এর ওপর তার কিছু এহসান ছিল, সেটাই নবী (স) এভাবে পূরণ করতে চেয়েছিলেন।[৪০]

৪০. আব্বাস নবী (স)-এর চা[illegible] [illegible]। আর চাচাকে খালি (উদোম) শরীরে দেখে তিনি শ্রদ্ধা ও আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তার জন্যে জা[illegible] [illegible]াশ করতে থাকেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জামাটা

(অপর পৃঃ দ্রষ্টব্য)

১৪২-অনুচ্ছেদ ঃ যার হাতে কেউ ইসলাম গ্রহণ করে তার মর্যাদা।

٢٧٨٨- عَنْ سَهْلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ اَيُّهُمْ يُعْطَى فَغَدَوْا كُلُّهُمْ يَرْجُوْهُ فَقَالَ اَيْنَ عَلِيٌّ فَقِيْلَ يَشْتَكِيْ عَيْنَيْهِ فَبَصَقَ فِيْ عَيْنَيْهِ وَدَعَالَهُ فَبَرَأَ كَاَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَاَعْطَاهُ فَقَالَ اُقَاتِلُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا فَقَالَ اُنْفُذْ عَلٰى رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلاَمِ وَاَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللّٰهِ لاَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌلَّكَ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ -

২৭৮৮. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। খায়বরের যুদ্ধের সময় নবী (স) একদিন বললেন, আগামী কাল সকালে আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দান করব, যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন। সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলও তাকে ভালবাসেন। সুতরাং সকলে সারারাত এই আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করল যে, আগামী কাল সকালে তাকে হয়তো পতাকা প্রদান করা হবে। কিন্তু (পরদিন সকালে) নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, আলী কোথায় ? তাঁকে জানান হলো যে, তিনি (আলী) চক্ষু পীড়ায় কাতর। নবী (স) তার চক্ষুতে থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। তখন (সঙ্গে সঙ্গেই) তার চক্ষু ভাল হয়ে গেল, যেন কোন পীড়াই হয়নি। এরপর তিনি তাঁকে পতাকা প্রদান করলে তিনি (আলী) বললেন, যতক্ষণ না তারা আমাদের মত মুসলমান হয়, ততক্ষণ আমি লড়াই চালিয়ে যাব। (একথা শুনে) নবী (স) বললেন, ধৈর্য সহকারে কাজ কর। এমনকি যখন তুমি তাদের প্রান্তরে উপস্থিত হবে, তখন তাদের করণীয় সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত কর। আল্লাহর শপথ ! তোমার দ্বারা আল্লাহ যদি একটি লোককেও সৎপথপ্রাপ্ত করেন, তবে তা তোমার জন্য লাল রংয়ের উট হতেও উত্তম।

১৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধবন্দীদেরকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা।

٢٧٨٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَجِبَ اللّٰهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فِى السَّلاَسِلِ -

২৭৮৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ ঐসব লোকদের অবস্থায় বিস্মিত হবেন যারা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

১৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ আহলি কিতাবদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার মর্যাদা।

٢٧٩٠- عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ الرَّجُلُ تَكُوْنُ لَهُ الْاَمَةُ فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيْمَهَا يُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ اَدَبَهَا

তার শরীরে ঠিকমত লাগলে নবী (স) সেটিই তার নিকট থেকে চেয়ে নিয়ে আব্বাসকে পরিয়ে ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যুর পর নবী (স) তাঁর নিজের জামাটি খুলে তার কাফনের জন্য দিয়েছিলেন। আর এভাবে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের এহসানের কথা স্মরণ করে তার প্রতিদান দিয়েছিলেন।

ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ اَجْرَانِ وَمُؤْمِنُ اَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِى كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ اٰمَنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَلَهُ اَجْرَانِ وَالْعَبْدُ الَّذِى يُؤَدِّىْ حَقَّ اللّٰهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِىُّ وَاَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِىْ اَهْوَنَ مِنْهَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ -

২৭৯০. আবু বুরদাহ (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তি এমন যাদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব (পুরস্কার) প্রদান করা হবে। যার ক্রীতদাসী আছে। আর উক্ত দাসীকে সে উত্তম শিক্ষাদান করেছে। উত্তমরূপে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিখিয়েছে। অতপর দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাকে বিবাহ করেছে। এই ব্যক্তি দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে। আহলে কিতাবদের মধ্য হতে কোন ঈমানদার ব্যক্তি যে পরে নবী (স)-এর প্রতিও ঈমান এনেছে—এ ব্যক্তিও দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হবে। আর সেই ক্রীতদাসও দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হবে, যে আল্লাহর হক ঠিকমত আদায় করে থাকে এবং নিজের মালিকেরও কল্যাণ কামনা করে। শা'বী এ হাদীস বর্ণনা করার পরে বললেন, আমি তোমার নিকট থেকে কিছু না পেয়েও হাদীসটি তোমাকে শুনালাম। অথচ লোকেরা এর চাইতেও ছোট হাদীস শোনার জন্য মদীনা পর্যন্ত সফর করত।

১৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ শত্রু এলাকার ওপর নৈশ হামলা চালালে ঘুমন্ত শিশু ও কিশোর নিহত হওয়ার বর্ণনা।

٢٧٩١- عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ مَرَّ بِىَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْاَبْوَاءِ اَوْ بِوَدَّانَ اَنْ وَسُئِلَ عَنْ اَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُوْنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لاَ حِمَى اِلاَّ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ -

২৭৯১. সা'ব ইবনে জাস্সামাহ (রা) বর্ণনা করেন, আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক জায়গায় নবী (স) আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন। এই সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, মুশরিকদের যে গোত্রের বিরুদ্ধে নৈশ আক্রমণ পরিচালিত হবে সেখানে তাদের নারী ও শিশুদেরও কি হত্যা করা হবে? তিনি জবাব দিলেন তারাও তো তাদেরই লোক। (বর্ণনাকারী বলেন,) আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাড়া আর কারো জন্য কোন নিষিদ্ধ বা সংরক্ষিত এলাকা (যেখানে অবাধ যাতায়াত নিষিদ্ধ। এক্ষেত্রে আল্লাহ ও তার রসূলের আদেশ নিষেধকে সব কিছুর মাপকাঠি বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশেই কোন কাজ বৈধ বা অবৈধ হতে পারে।) থাকতে পারে না।[৪১]

৪১. অন্য একটি সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, তারাও (নারী ও শিশুরা) তো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। অন্য হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের সময় নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। আসলে এখানে যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, রাতের বেলা মুসলমানরা যদি কাফেরদের

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে শিশুদের হত্যা করা।

٢٧٩٢- عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اِمْرَاَةً وُجِدَتْ فِىْ بَعْضِ مَغَازِى النَّبِىِّ مَقْتُوْلَةً فَاَنْكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ -

২৭৯২. নাফে (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ তাকে জানিয়েছেন যে, নবী (স)-এর কোন একটি যুদ্ধে একজন নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে তিনি যুদ্ধে শিশু ও নারী হত্যায় অসন্তোষ প্রকাশ করলেন।

১৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে নারীদের হত্যা করা।

٢٧٩٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وُجِدَتِ امْرَاَةٌ مَقْتُوْلَةً فِىْ بَعْضِ مَغَازِى رَسُوْلِ اللّٰهِ فَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ -

২৭৯৩. ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর কোন একটি যুদ্ধে একজন নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে তিনি যুদ্ধে নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করে দিলেন।

১৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে আল্লাহর দেয়া শাস্তির অনুরূপ শাস্তি প্রদান না করা।

٢٧٩٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ فِىْ بَعْثٍ فَقَالَ اِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا فَاَحْرِقُوْهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ حِيْنَ اَرَدْنَا الْخُرُوْجَ اِنِّىْ اَمَرْتُكُمْ اَنْ تُحْرِقُوْا فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَاِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا اِلاَّ اللّٰهُ فَاِنْ وَجَدْتُمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا -

২৭৯৪. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) আমাদেরকে কোন একটি সেনাদলের সাথে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং (কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করে) বললেন, অমুক এবং অমুককে পেলে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করবে। পরে আমাদের রওয়ানার প্রাক্কালে তিনি আবার বললেন, আমি অমুক এবং অমুককে অগ্নিদগ্ধ করে মারতে তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আগুন দ্বারা শাস্তি দানের অধিকারী নয়। কাজেই, তাদেরকে যদি পাও এমনি হত্যা করবে। (অর্থাৎ অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করবে না।)

১৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ

٢٧٩٥- عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ اَنَا لَمْ

ওপর আক্রমণ চালায় তাহলে সেখানে অন্ধকারে নারী-শিশুদের বিশেষ করে শত্রুরা যখন ঘুমে গাফিল থাকে তখন এই পার্থক্যটা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় যদি তারা নিহত হয় তাহলে কোন গুনাহ নেই। এখানে শরীয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে, জেনে বুঝে এবং পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা জায়েয নয়।—সম্পাদক

أَحْرِقْهُمْ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ ـ

২৭৯৫. ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত। আলী একজন লোককে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে; এই খবর ইবনে আব্বাসের নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, (এক্ষেত্রে) আলীর স্থলে আমি থাকলে তাদেরকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করতাম না। কেননা নবী (স) বলেছেন, আল্লাহর দেয়া শাস্তির অনুরূপ শাস্তি কাউকে দিয়ো না। আমি শুধুমাত্র তাদেরকেই হত্যা করতাম যাদের সম্বন্ধে নবী (স) বলেছেন, যে দীনকে (ইসলামী জীবন বিধান) গ্রহণ করার পর তা পরিত্যাগ করে তাকে হত্যা কর।

১৫০-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ.......................... تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ـ (محمد ـ ٤)

"ঐসব কাফেরদের সাথে মুকাবিলার সময় তোমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো তাদের শিরচ্ছেদ করা। এভাবে তাদেরকে পর্যুদস্ত করার পর (যুদ্ধ) বন্দীদেরকে মজবুত করে বাঁধো। এরপর তোমার ইচ্ছা হলে করুণা করে অথবা বিনিময় নিয়ে তাদেরকে মুক্তি দাও। আর যতদিন তাদের সমরশক্তি ধ্বংস না হয় ততদিন এ অবস্থা বলবৎ রাখ।"(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৪)। এ বিষয়ে সুমামাহ সম্পর্কিত হাদীসটি উল্লেখ্য।

আল্লাহর বাণী ঃ

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ......... وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ (الانفال ـ ٦٧)

"বিজয়ী শক্তি হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধে পরাজিতদেরকে হত্যা না করে বন্দী করে আনা কোন নবীর জন্যই উচিত নয়। আল্লাহ মহাপরাক্রশালী ও জ্ঞানময়।" -(সূরা আল আনফাল ঃ ৬৭)

১৫১-অনুচ্ছেদ ঃ কোন মুসলমান যাদের হাতে বন্দী সেই কাফের বা মুশরিক শত্রুদেরকে হত্যা, প্রতারণা বা বিভ্রান্ত করে তার মুক্ত হওয়া বৈধ কি না ? মিসওয়ার নবী (স) হতে এতদ্‌সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৫২-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক যদি মুসলমানকে অগ্নিদগ্ধ করে থাকে তবে তাকে অগ্নিদগ্ধ করা যাবে কি না ?

٢٧٩٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ ابْغِنَا رِسْلاً قَالَ مَا اَجِدُ لَكُمْ اِلاَّ اَنْ تَلْحَقُوْا بِالذَّوْدِ فَانْطَلَقُوْا فَشَرِبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوْا وَقَتَلُوْا الرَّاعِيَ

وَاسْتَاقُوا النَّوْدَ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلاَمِهِمْ فَاَتَى الصَّرِيْخُ النَّبِىَّ ﷺ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتّٰى اُتِىَ بِهِمْ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ ثُمَّ اَمَرَ بِمَسَامِيْرَ فَاُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُوْنَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتّٰى مَاتُوْا قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ قَتَلُوْا وَسَرَقُوْا وَحَارَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ وَسَعَوْا فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ۔

২৭৯৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। উকল গোত্রের আটজন লোকের একটি দল নবী (স)-এর কাছে এসে মদীনার প্রতিকূল আবহাওয়ার (তাদের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী না হওয়ায় তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে) কথা ব্যক্ত করে বলল, হে আল্লাহর রসূল। আমাদের জন্য (উটের) দুধের ব্যবস্থা করে দিন। তিনি বললেন, হাঁ, তোমাদের জন্য একপাল উটের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না। অতপর তারা উটের পালে গমন করে সেখানে তার দুধ ও পেশাব (ঔষধ হিসাবে) পান করে অচিরেই সুস্থ ও মোটাসোটা হয়ে গেল। পরে রাখালকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে পালিয়ে গেল এবং এভাবে ইসলাম গ্রহণের পর আবার কুফর এখতিয়ার করল। নবী (স)-এর নিকট এ ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থী হয়ে লোক আসলে তিনি তাদের অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠালেন। দুপুর হবার আগেই তাদেরকে হাজির করা হল। নবী (স) তাদের হাত-পা কেটে দেয়ার আদেশ দিলেন। অতপর লৌহ শলাকা দগ্ধ করে তাদের চক্ষুতে প্রবিষ্ট করিয়ে বিজন প্রান্তরে রেখে আসার নির্দেশ দিলেন। সেখানে তারা পিপাসায় কাতর হয়ে পানির অভাবেই মৃত্যুবরণ করল। আবু কেলাবা বলেন, তারা হত্যাকান্ড চালিয়েছিল, চুরি করেছিল, আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল এবং দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল।

১৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ

٢٧٩٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُـوْلُ قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ فَاَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَاُحْرِقَتْ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ اَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ اَحْرَقْتَ اُمَّةً مِّنَ الْاُمَمِ تُسَبِّحُ اللّٰهَ ۔

২৭৯৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি। কোন একজন নবীকে পিপীলিকা দংশন করলে তাঁর আদেশে পিপীলিকার গোটা আবাসই আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এরপর আল্লাহ অহীর মাধ্যমে তাঁকে জানালেন (সাবধান করে দিলেন) যে, একটি মাত্র পিপীলিকা তোমাকে দংশন করেছে আর তুমি (সে কারণে) একদল পিপীলিকাকে আগুনে পুড়িয়ে জ্বালিয়ে মারলে—যারা সর্বক্ষণ আল্লাহর তাসবীহ (পবিত্রতা ঘোষণা) করত।

১৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ বাড়ীঘর ও খেজুর বাগান (তথা ফলবান বৃক্ষ) জ্বালিয়ে দেয়া।

٢٧٩٨- عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ تُرِيْحُنِىْ مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِىْ خَثْعَمَ يُسَمّٰى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فِىْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةِ فَارِسٍ

مِنْ اَحْمَسَ وَكَانُوْا اَصْحَابَ خَيْلٍ قَالَ وَكُنْتُ لاَ اَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِى صَدْرِىْ حَتّٰى رَاَيْتُ اَثَرَ اَصَابِعِهِ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا فَانْطَلَقَ اِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُخْبِرُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ جَرِيْرٍ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاجِئْتُكَ حَتّٰى تَرَكْتُهَا كَاَنَّهَا جَمَلٌ اَجْوَفُ اَوْ اَجْرَبُ قَالَ فَبَارَكَ فِىْ خَيْلِ اَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ ـ

২৭৯৮. জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেন, তোমরা আমাকে যুলখালাসাহ সম্পর্কে নিশ্চিত করছ না কেন ? এটা খাছ'আম গোত্রের দেবমন্দির যা কা'বাতুল ইয়ামানিয়াহ নামে পরিচিত ছিল। জারীর বলেন, অতপর আমি আহমাস গোত্রের একশ' পঞ্চাশজন (লোকের) সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার নিয়ে যাত্রা করলাম। তিনি (জারীর) বর্ণনা করেন, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে থাকতে পারতাম না। তাই নবী (স) আমার বুকের ওপর সজোরে করাঘাত করলেন। ফলে আমি আমার বুকে তাঁর আঙুলের চিহ্নগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম। তিনি (স) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ তুমি তাকে স্থির করে রাখো, তাকে সৎপথ প্রদর্শক ও সৎপথ প্রাপ্ত করে দাও। জারীর যুলখালাসাহ অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং সে গৃহটিকে ভেঙে জ্বালিয়ে দিলেন। এরপর তিনি (জারীর) নবী (স)-এর নিকট একজন লোক পাঠিয়ে তাঁকে সংবাদ পৌছালেন। সংবাদবাহক তাঁর নিকট পৌছে বলল, যিনি আপনাকে সত্য বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন, সেই সত্তার শপথ করে বলছি, আমি ঐ মন্দিরটি ধ্বংস করে চর্মরোগে আক্রান্ত উটের ন্যায় পরিত্যাগ করে এসেছি। বর্ণনাকারী জারীর বলেন, তিনি (স) আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈনিকদের বরকতের জন্য পাঁচবার দোয়া করলেন।

٢٧٩٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَّقَ النَّبِىُّ ﷺ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ ـ

২৭৯৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (স) নুযায়ের গোত্রের খেজুর বাগান আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

১৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ নিদ্রিত মুশরিককে হত্যা করা।

٢٨٠٠- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَهْطًا مِنَ الْاَنْصَارِ اِلٰى اَبِىْ رَافِعٍ لِيَقْتُلُوْهُ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ حِصْنَهُمْ قَالَ فَدَخَلْتُ فِىْ مَرْبِطِ دَوَابَّ لَهُمْ قَالَ وَاَغْلَقُوْا بَابَ الْحِصْنِ ثُمَّ اِنَّهُمْ فَقَدُوْا حِمَارًا لَهُمْ فَخَرَجُوْا يَطْلُبُوْنَهُ فَخَرَجْتُ فِيْمَنْ خَرَجَ اُرِيْهِمْ اَنَّنِىْ اَطْلُبُهُ مَعَهُمْ فَوَجَدُوا الْحِمَارَ فَدَخَلُوْا وَدَخَلْتُ، وَاَغْلَقُوْا بَابَ الْحِصْنِ لَيْلاً فَوَضَعُوا الْمَفَاتِيْحَ فِىْ كَوَّةٍ حَيْثُ اَرَاهَا فَلَمَّا نَامُوْا

اَخَذْتُ الْمَفَاتِيحَ فَفَتَحْتُ بَابَ الْحِصْنِ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا اَبَا رَافِعٍ فَاَجَابَنِى فَتَعَمَّدْتُ الصَّوْتَ فَضَرَبْتُهُ فَصَاحَ فَخَرَجْتُ ثُمَّ جِئْتُ ثُمَّ رَجَعَ كَاَنِّى مُغِيثٌ فَقُلْتُ يَا اَبَا رَافِعٍ وَغَيَّرْتُ صَوْتِى فَقَالَ مَالَكَ لِاُمِّكَ الْوَيْلُ قُلْتُ مَاشَانُكَ قَالَ لاَ اَدْرِى مَنْ دَخَلَ عَلَىَّ فَضَرَبَنِى قَالَ فَوَضَعْتُ سَيْفِى فِى بَطْنِهِ ثُمَّ تَحَامَلْتُ عَلَيْهِ حَتّٰى قَرَعَ الْعَظْمَ ثُمَّ خَرَجْتُ وَاَنَا دَهِشٌ فَاَتَيْتُ سُلَّمًا لَهُمْ لِاَنْزِلَ مِنْهُ فَوَقَعْتُ فَوُثِئَتْ رِجْلِى فَخَرَجْتُ اِلٰى اَصْحَابِى فَقُلْتُ مَا اَنَا بِبَارِحٍ حَتّٰى اَسْمَعَ النَّاعِيَةَ (الوَاعِيَةَ) فَمَا بَرِحْتُ حَتّٰى سَمِعْتُ نَعَايَا اَبِى رَافِعٍ تَاجِرِ اَهْلِ الْحِجَازِ قَالَ فَقُمْتُ وَمَا بِى قَلَبَةٌ حَتّٰى اَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرْنَاهُ -

২৮০০. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স) আনসারদের কয়েক ব্যক্তিকে আবু রাফে'কে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করলেন। তাদের একজন গিয়ে তার (আবু রাফে-এর) দুর্গে প্রবেশ করল। সে বর্ণনা করেছে, আমি তাদের পশুশালায় ঢুকে পড়লাম। তারা তখন দুর্গের ফটক বন্ধ করে দিল। অতপর তারা একটা গাধা নিরুদ্দেশ দেখে তার সন্ধানে বের হলে আমিও তাদের সাথে বের হলাম। ভাব দেখালাম যেন আমিও সেটাকে তাদের সাথে তালাশ করছি। গাধাটি পাওয়ার পর তারা দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলে আমিও রাতের অন্ধকারে তাদের সাথে প্রবেশ করলাম। তারা এবার ফটক বন্ধ করে দেয়ালের একটি ছিদ্রের মধ্যে চাবি লুকিয়ে রাখলে আমি তা দেখতে পেলাম। অতপর সবাই নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়লে আমি চাবি নিয়ে দুর্গের দরজা খুলে তার (আবু রাফে') কাছে গিয়ে ডাকলাম, আবু রাফে' ! সে জবাব দিল। আমি আওয়াজ লক্ষ্য করে দ্রুত অগ্রসর হয়ে তাকে আঘাত করলাম। সে চীৎকার করে উঠল আমি সেখান থেকে বের হয়ে পড়লাম এবং (কিছুক্ষণ পর) ফিরে গেলাম যেন আমি তার আর্তচীৎকারে সাড়া প্রদানকারী। আমি কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে আবার ডাকলাম, হে আবু রাফে' ! সে বলল, তোমার মায়ের অকল্যাণ হোক, তুমি কে ? আমি জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি ? তোমার কি হয়েছে ? সে বলল, জানি না, কে যেন এসে তরবারী দ্বারা আমাকে আঘাত করেছে। (বর্ণনাকারী আনসারী বলেন,) এরপর আমি তরবারীখানা তার পেটের ওপর রেখে তাতে সজোরে চাপ দিলে তা তার হাড় কেটে ঢুকে পড়ল। এরপর আমি শঙ্কিত ও ভীত সন্ত্রস্তভাবে বের হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে পড়ে গেলাম এবং আমার পা ভেঙে গেল। এ অবস্থায়ও আমি আমার জন্য অপেক্ষমান বন্ধুদের কাছে পৌছুতে সক্ষম হলাম। আমি তাদেরকে বললাম যে, ক্রন্দনের শব্দ না শোনা পর্যন্ত আমি এখান থেকে যাব না। অতপর কিছুক্ষণ না যেতেই আমি হেজাযের বিখ্যাত ব্যবসায়ী আবু রাফে'-এর জন্য ক্রন্দনকারিণীদের ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পেলাম। (ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সেখানেই অপেক্ষা করতে থাকলাম) বর্ণনাকারী বলেন, অতপর আমি উঠলাম, কিন্তু তখন আমার চলার শক্তি

ছিল না। এমতাবস্থায় আমরা নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে সবকিছু অবহিত করলাম।

٢٨٠١- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ رَهطًا مِّنَ الْاَنْصَارِ اِلٰى اَبِىْ رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَتِيْكٍ بَيْتَهُ لَيْلاً فَقَتَلَهُ وَهُوَ نَائِمٌ -

২৮০১. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স) আবু রাফে'কে হত্যা করার জন্য তার নিকট আনসারদের একদল লোক পাঠালেন। তাদের মধ্য থেকে আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রাত্রিকালে তার বাড়িতে প্রবেশ করে নিদ্রিতাবস্থায় তাকে হত্যা করল।

১৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর মুকাবিলা (যুদ্ধ) কামনা করো না।

٢٨٠٢- عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ كُنْتُ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ اَوْفٰى حِيْنَ خَرَجَ اِلَى الْحَرُوْرِيَّةِ فَقَرَأْتُهُ فَاِذَا فِيْهِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ فِىْ بَعْضِ اَيَّامِهِ الَّتِىْ لَقِىَ فِيْهِمَا الْعَدُوَّ اِنْتَظَرَ حَتّٰى مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِى النَّاسِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِىَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ اَهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِىْ سَالِمٌ اَبُو النَّضْرِ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِعُمَرَبْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَاَتَاهُ كِتَابُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَقَالَ اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ قَالَ لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا -

২৮০২. উমার ইবনে উবাইদুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম সালেম আবুন নযর (রা) বলেন, তিনি (উমার ইবনে উবাইদুল্লাহ) যখন খারেজীদের বিরুদ্ধে অভিযানে যাত্রা করেছিলেন তখন (সাহাবা) আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা তাঁকে একখানা পত্র লিখেছিলেন। আমি উমরের কাতেব বা সচিব ছিলাম। আমি পত্রখানা পাঠ করেছিলাম। তাতে লেখা ছিল যে, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদের কোন একদিনে রসূলুল্লাহ (স) শত্রুর জন্য অপেক্ষায় থাকলেন, এমনকি সূর্য ঢলে পড়ল। অতপর তিনি লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোকেরা ! শত্রুর মুকাবিলার আকাংখা করো না, বরং আল্লাহর আছে নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। এরপরেও শত্রুর বিরুদ্ধে মুকাবিলার মত পরিস্থিতি দেখা দিলে ধৈর্য অবলম্বন কর। (অর্থাৎ ধৈর্য

সহকারে মুকাবিলা কর) জেনে রাখ, জান্নাতের অবস্থান তরবারির ছায়া তলে। তারপর তিনি (স) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! কিতাব (কুরআন) নাযিলকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী এবং শত্রুদলকে পরাস্তকারী, (তুমি) তাদের পরাস্ত করে দাও এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। মূসা ইবনে উকবা সালেম আবুন নযর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন আমি উমার ইবনে উবাইদুল্লাহর কাতেব (সচিব) ছিলাম। তার নামে আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফার একখানা পত্র আসল। তাতে লিখিত ছিল, শত্রুর মুকাবিলা কামনা করো না। (অন্য একটি সূত্রে) আবু আমের মুগীরাহ ইবনে আবদুর রহমান, আবুয যানাদ, খারাষ ও আবু হুরাইরার মাধ্যমে নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেছেন, তোমরা শত্রুর মুকাবিলা কামনা করো না। আর যদি কোন সময় মুকাবিলা হয়, তবে ধৈর্য সহকারে মুকাবিলা করবে।

১৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধ কৌশল (ধোঁকা) বৈ কিছু নয়।

٢٨٠٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَلَكَ كِسْرَى ثُمَّ لاَ يَكُوْنُ كِسْرَى بَعْدَهُ وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لاَ يَكُوْنُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوْزُهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَسَمَّى الْحَرْبَ خُدْعَةً ـ

২৮০৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, (পারস্য সম্রাট) কিসরা নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হবে, অতপর আর কেউ কিসরা হবে না এবং অচিরেই কায়সার (রোম সম্রাট) ধ্বংস হবে, অতপর আর কেউ কায়সার হবে না। এটাও নিশ্চিত যে, তাদের ধনসম্পদ বিজিত হয়ে আল্লাহর রাস্তায় বণ্টিত হবে। (এ সময়েই তিনি) যুদ্ধকে চক্রান্ত, ধোঁকা ও কৌশল বলে অভিহিত করেন।

٢٨٠٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمَّى النَّبِيُّ ﷺ اَلْحَرْبَ خَدْعَةً ـ

২৮০৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (স) যুদ্ধকে চক্রান্ত, ধোঁকা বা কৌশল বলে অভিহিত করেছেন।

٢٨٠٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ

২৮০৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, যুদ্ধ ধোঁকা বা কৌশল মাত্র।

১৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা।

٢٨٠٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ فَاِنَّهُ قَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ اَتُحِبُّ اَنْ اَقْتُلَهُ يَا رَسُوْلَ

اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا يَعْنِىْ النَّبِىَّ ﷺ قَدْ عَنَّانَا وَسَاَلْنَا الصَّدَقَةَ قَالَ وَاَيْضًا وَاللّٰهِ قَالَ فَاِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ فَنَكْرَهُ اَنْ نَدَعَهُ حَتّٰى تَنْظُرَ اِلٰى مَا يَصِيْرُ اَمْرُهُ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتّٰى اِسْتَمْكَنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ ـ

২৮০৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) (একদিন) বললেন, কে আছো, যে (বনী কুরাইযা গোত্রের ইয়াহুদী) কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারো ? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে যথেষ্ট দুঃখকষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমি যদি তাকে হত্যা করি তবে কি আমার একাজ আপনি পসন্দ করবেন ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর তিনি তার (কা'ব ইবনে আশরাফ) কাছে গেলেন এবং (আলাপ প্রসঙ্গে) বলতে থাকলেন, এই লোকটি অর্থাৎ নবী (স) আমাদেরকে বিরক্ত ও অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সে আমাদের নিকট শুধু সাদকা চায়। জবাবে সে (কা'ব ইবনে আশরাফ) বলল, তোমরাও তাকে অতিষ্ঠ করে তোল। তিনি (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ) বললেন, আমরা তো তার আনুগত্য গ্রহণ করেছি, এখন আর তাকে পরিত্যাগ করতে পারছি না। তবে এখন অপেক্ষায় আছি তার কাজের পরিণতি দেখার জন্য। তিনি (বর্ণনাকারী জাবের) বলেন, তিনি (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ) এভাবে তার সাথে কথা বলতে বলতে এক সময় সুযোগ বুঝে তাকে হত্যা করলেন।

১৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত কাফেরদের গোপনে হত্যা করা।

٢٨٠٧- عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ اَتُحِبُّ اَنْ اَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأْذَنْ لِىْ فَاَقُوْلَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ ـ

২৮০৭. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বললেন, কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে, এমন কেউ আছে কি ? মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ বললেন, আমি তাকে হত্যা করি, তা কি আপনি পসন্দ করবেন ? তিনি (স) বললেন, হাঁ। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ আরয করলেন, তাহলে (আমার ইচ্ছামতো) তাকে কিছু বলার অনুমতি প্রদান করুন। নবী (স) বললেন, হাঁ, তোমাকে অনুমতি প্রদান করলাম।

১৬০-অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে ধরনের বাহানা বাজী জায়েয তার বর্ণনা। আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ইবনে সাইয়াদের কাছে যাওয়ার জন্য যাত্রা করলেন। উবাই ইবনে কা'বও তার কাছে যাওয়ার জন্য রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গী হলেন। [ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে নবী (স)-কে] বলা হল যে, সে খেজুর বাগানে অবস্থান করছে। নবী (স) খেজুর শাখার আড়ালে আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ইবনে সাইয়াদের কাছাকাছি পৌঁছলে তার মা রসূলুল্লাহ (স)-কে দেখতে পেয়ে তাকে (ইবনে সাইয়াদকে) ডেকে বলল, হে সাফ (ইবনে সাইয়াদ) দেখো না, মুহাম্মাদ এসেছেন। এ সময় ইবনে সাইয়াদ তার চাদর

বিছিয়ে শুয়ে গুন গুন করছিল। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তার মা যদি তাকে না ডাকত সে যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকতে দিত, তাহলে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যেত।

১৬১-অনুচ্ছেদ ঃ সমর সঙ্গীত গাওয়া এবং খন্দক খননকালে উচ্চস্বরে কবিতা বা সমর সঙ্গীত আবৃত্তি করা। সাহল ও আনাস নবী (স) থেকে এবং ইয়াযীদ সালামাহ থেকে এতদসংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٨٠٨- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتَّى وَارَى التُّرَابُ شَعَرَ صَدْرِهِ وَكَانَ رَجُلاً كَثِيْرَ الشَّعَرِ وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللّٰهِ : اَللّٰهُمَّ لَوْ لاَ اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا -

فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا * وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لاَقَيْنَا

اِنَّ الْاَعْدَاءَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا * اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا

يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ -

২৮০৮. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (খন্দক যুদ্ধের জন্য) খন্দক খননের সময় (একদিন) রসূলুল্লাহ (স)-কে দেখলাম, তিনি মাটি বহন করছেন আর মাটি লেগে তাঁর বুকের লোম ঢাকা পড়েছে। তিনি লোমশ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার যুদ্ধে অনুপ্রেরণাদায়ক এই কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন। "হে আল্লাহ, তুমি করুণা না করলে আমরা সৎ পথপ্রাপ্ত হতাম না, নামাযও পড়তাম না এবং সাদকাও দিতাম না। সুতরাং আমাদের প্রতি শান্তি নাযিল কর এবং শত্রুর মুকাবিলায় দৃঢ়পদ রাখ। শত্রুরা আমাদের উপর ক্রমাগতভাবে অত্যাচার করে চলেছে। তারা যখনই বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়েছে আমরা তখনই তা প্রত্যাখ্যান করেছি।" এই কথাগুলো তিনি উচ্চস্বরে উচ্চারণ করছিলেন।

১৬২-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অশ্বপৃষ্ঠে স্থির থাকতে অক্ষম।

٢٨٠٩- عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلاَ رَاٰنِيْ اِلاَّ تَبَسَّمَ فِيْ وَجْهِيْ وَلَقَدْ شَكَوْتُ اِلَيْهِ اَنِّيْ لاَ اَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِيْ صَدْرِيْ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا -

২৮০৯. জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন থেকে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন থেকে রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বাধাদান করেননি (অর্থাৎ আমার কোন আবদার অপূর্ণ রাখেননি বা বাড়িতে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করেননি) এবং আমাকে দেখলেই মুচকি হাসি দিয়েছেন। (এক সময়ে) আমি তাঁর কাছে অভিযোগ করলাম যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি না। (তাই) তিনি আমার বুকে সজোরে

চাপড় দিয়ে দোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ ! তাকে স্থির রাখ এবং সৎপথ প্রদর্শনকারী ও সৎপথ প্রাপ্ত করে দাও।

১৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ চাটাই পুড়িয়ে জখমে লাগান, পিতার চেহারা থেকে কন্যার রক্ত ধোয়া এবং ঢালে পানি বয়ে আনার বর্ণনা।

٢٨١٠- عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ سَأَلُوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ بِاَيِّ شَىْءٍ دُوْوِىَ جُرْحُ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مَابَقِىَ مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّى كَانَ عَلِىٌّ يَجِىْءُ بِالْمَاءِ فِىْ تُرْسِهِ وَكَانَتْ يَعْنِىْ فَاطِمَةَ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَاُخِذَ حَصِيْرٌ فَاُحْرِقَ ثُمَّ حُشِىَ بِهِ جُرْحُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২৮১০. আবু হাযেম (রা) বর্ণনা করেছেন, লোকেরা সাহল ইবনে সা'দ আস সা'য়েদীকে (রা) জিজ্ঞেস করল, কি দিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর জখমের চিকিৎসা করা হয়েছিল ? তিনি জবাব দিলেন, এ ব্যাপারে আমার চাইতে বেশী কেউ-ই জানে না। আলী (রা) তাঁর ঢালে করে পানি বহন করে আনছিলেন আর ফাতেমা (রা) তাঁর চেহারা থেকে রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করছিলেন। অতপর একখানি চাটাই নিয়ে জ্বালিয়ে তা রসূলুল্লাহ (স)-এর জখমে লাগান হয়েছিল।

১৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে অবাঞ্ছিত ঝগড়া ও মতানৈক্য এবং ইমামের অবাধ্য ব্যক্তিকে (ইমামের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহারকারী) শাস্তি প্রদান করা।
মহিমান্বিত ও করুণাময় আল্লাহর বাণী ঃ

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَلاَ تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ -

"আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং (জিহাদের ব্যাপার নিয়ে) পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ো না। তাহলে ভীরু ও দুর্বল হয়ে পড়বে এবং যুদ্ধের ফলাফল তোমাদের প্রতিকূলে চলে যাবে। বরং ধৈর্যধারণ কর, কেননা আল্লাহ ধৈর্যধারণকারী ও সহনশীলদের সঙ্গে থাকেন।"–(আনফাল ঃ ৪৬)।

٢٨١١- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا وَاَبَا مُوْسٰى اِلَى الْيَمَنِ قَالَ يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا -

২৮১১. সাঈদ ইবনে আবু বুরদাহ তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) মুআয এবং আবু মূসাকে ইয়ামানে প্রেরণের সময় উপদেশ দান করলেন ঃ তোমরা লোকদের জন্য সহজসাধ্য কাজ করবে, কষ্টদায়ক কাজ করবে না। আমার বাণী শুনাবে,

(নৈরাশ্যজনক কথা বলে) বীতশ্রদ্ধ করবে না এবং ঐকমত্য সহকারে কাজ করবে, মতানৈক্য সৃষ্টি করবে না।

٢٨١٢- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يُحَدِّثُ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلاً عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ اِنْ رَاَيْتُمُوْنَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلاَ تَبْرَحُوْا مَكَانَكُمْ هٰذَا حَتّٰى اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ وَاِنْ رَاَيْتُمُوْنَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَاَوْطَانَاهُمْ فَلاَ تَبْرَحُوْا حَتّٰى اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ فَهَزَمُوْهُمْ قَالَ فَاَنَا وَاللّٰهِ رَاَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ قَدْ بَدَتْ خَلاَخِلُهُنَّ وَاَسْوُقُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ فَقَالَ اَصْحَابُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْغَنِيْمَةَ اَىْ قَوْمُ الْغَنِيْمَةَ ظَهَرَ اَصْحَابُكُمْ فَمَاتَنْتَظِرُوْنَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جُبَيْرٍ اَنَسِيْتُمْ مَاقَالَ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا وَاللّٰهِ لَنَاتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيْبَنَّ مِنَ الْغَنِيْمَةِ فَلَمَّا اَتَوهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ فَاَقْبَلُوْا مُنْهَزِمِيْنَ فَذَاكَ اِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُوْلُ فِىْ اُخْرَاهُمْ فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ اِثْنَى عَشَرَ رَجُلاً فَاَصَابُوْا مِنَّا سَبْعِيْنَ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ اَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ بَدْرٍ اَرْبَعِيْنَ وَمِائَةً سَبْعِيْنَ اَسِيْرًا وَسَبْعِيْنَ قَتِيْلاً فَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ اَفِى الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَنَهَاهُمُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُجِيْبُوْهُ ثُمَّ قَالَ اَفِى الْقَوْمِ ابْنُ اَبِىْ قُحَافَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اَفِى الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَمَّا هٰؤُلاَءِ فَقَدْ قُتِلُوْا فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبْتَ وَاللّٰهِ يَاعَدُوَّ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ عَدَدْتَ لَاَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ وَقَدْ بَقِىَ لَكَ مَا يَسُوْؤُكَ قَالَ يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ اِنَّكُمْ سَتَجِدُوْنَ فِى الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمْ اٰمُرْبِهَا وَلَمْ تَسُوْنِى ثُمَّ اَخَذَ يَرْتَجِزُ اُعْلُ هُبَلُ اُعْلُ هُبَلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلاَتُجِيْبُوْا لَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَانَقُوْلُ قَالَ قُوْلُوا اللّٰهُ اَعْلٰى وَاَجَلُّ قَالَ اِنَّ لَنَا الْعُزّٰى وَلاَ عُزّٰى لَكُمْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تُجِيْبُوْا لَهُ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَانَقُوْلُ قَالَ قُوْلُوا اللّٰهُ مَوْلاَنَا وَلاَ مَوْلٰى لَكُمْ -

২৮১২. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উহূদ যুদ্ধের দিন নবী (স) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা)-কে পঞ্চাশ জন পদাতিক সৈন্যের একটি দলের নেতা নিযুক্ত করে নির্দেশ দিলেন, যদি দেখ পাখী আমাদের গোশত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে তবুও

ডেকে না পাঠান পর্যন্ত এই জায়গা পরিত্যাগ করবে না। আর যদি দেখ যে, আমরা শত্রুদলকে পরাস্ত ও পদদলিত করেছি, তবুও ডেকে না পাঠান পর্যন্ত এ জায়গা পরিত্যাগ করো না। যুদ্ধে তিনি কাফেরদের পরাস্ত করলেন। (বর্ণনাকারী বারাআ বলেন,) আল্লাহর শপথ, আমি দেখলাম, কাফেরদের মহিলারা পরিধেয় বস্ত্র টেনে ধরে দ্রুত দৌড়িয়ে পলায়ন করছে। ফলে তাদের উরু এবং পায়ের গোছা পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এ দৃশ্য দেখে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সঙ্গীগণ বলে উঠলো, হে লোকেরা ! গনীমাতের মাল সংগ্রহ কর। গনীমাতের মাল সংগ্রহ কর। কিসের অপেক্ষা করছো ? তোমাদের সঙ্গীরা বিজয়ী হয়েছে। একথা শুনে আবদুল্লাহ তাদেরকে বললেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ কি তোমরা বিস্মৃত হয়ে গেলে ? তারা জবাব দিল, আল্লাহর শপথ, আমরা এখন লোকদের (কাফের) নিকট গিয়ে গনীমাতের মাল সংগ্রহে অংশ নেব। সুতরাং তারা সেখানে পৌঁছলে অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং তারা পরাজিত হয়ে পলায়নপর হলো। এ সময়ই রসূল তাদেরকে পিছন থেকে ডাকছিলেন। তখন নবী (স)-এর পিছনে বারজন লোক ছাড়া আর কেউ ছিল না। (এ যুদ্ধে) তারা (কাফেররা) আমাদের সত্তর জন লোককে শহীদ করল। নবী (স) ও সাহাবাগণ বদর যুদ্ধে তাদের (কাফেরদের) সত্তর জনকে নিহত ও সত্তর জনকে বন্দী করে মোট একশ' চল্লিশ জনকে কাবু করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ান চিৎকার করে "মুহাম্মাদ কি ওখানে লোকদের মধ্যে আছে ?" এরূপ তিনবার বলল। তার কথার জবাব দিতে নবী (স) নিষেধ করলেন। আবু সুফিয়ান তারপর চিৎকার করে ডাকল, আবু কোহাফার পুত্র কি আছে ? সে তিনবার এরূপ বলল। এরপর আবার ডেকে বলল, খাত্তাবের পুত্র কি আছে ? এবারও তিনবার বলল। কিন্তু কোন জবাব না পেয়ে নিজের লোকজনের দিকে ঘুরে বলল, এসব লোক নিহত হয়েছে। এ সময় উমার আত্মসংবরণ করতে না পেরে বলে উঠলেন, হে আল্লাহর দুশমন ! তোর ধারণা সব মিথ্যা। তুই যাদের নাম ধরে ধরে ডাকলি, তারা সবাই জীবিত আছে। আর তোকে যা কষ্ট দেবে তা-ই এখন বাকি (অর্থাৎ এখন তোর নিজের পালা-ই মাত্র অবশিষ্ট আছে)। আবু সুফিয়ান বলল, আজকের দিন বদরের দিনের প্রতিশোধ হয়ে গেল। আর যুদ্ধ তো পানপাত্রের মত। (পানপাত্র এক হাতে স্থির থাকে না)। তোমরা তোমাদের (নিহত) কিছু লোকের নাক কান কর্তিত পাবে। অবশ্য এরূপ করার জন্য আমি নির্দেশ দান করিনি, কিন্তু এতে আমার কোন দুঃখও নেই। এরপর সে (আবু সুফিয়ান) কবিতার ছন্দে উচ্চস্বরে বলতে লাগল, হোবলের জয় ! হোবলের জয় !! এ সময় নবী (স) সাহাবাদের বললেন, তোমরা কি তার কথার জবাব দেবে না ? সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল, বলুন, আমরা কি বলে জবাব দেব ? তিনি বললেন, তোমরা বল, "আল্লাহ মহান ! তাঁর নেই ক্ষয় !!" একথার জবাবে আবু সুফিয়ান বলল, মোদের আছে উয্যা, তোমাদের উয্যা নেই। নবী (স) সাহাবাগণকে বললেন, তোমরা জবাব দিচ্ছো না কেন ? সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা কি বলে জবাব দেব ? তিনি বললেন, তোমরা বল ঃ মোদের মাওলা আল্লাহ তোমাদের মাওলা নেই।

১৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রিকালে ভীতসন্ত্রস্ত হলে।

২৮১৩- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنَ النَّاسِ وَاَجْوَدَ النَّاسِ وَاَشْجَعَ النَّاسِ قَالَ وَقَدْ فَزِعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً سَمِعُوْا صَوْتًا قَالَ فَتَلَقَّاهُمْ

النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى فَرَسٍ لِاَبِىْ طَلْحَةَ عُرىٍ وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوْا لَمْ تُرَاعُوْا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَدْتُهُ بَحْرًا يَعْنِى الْفَرَسَ ـ

২৮১৩. আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সুশ্রী, সবচেয়ে দানশীল এবং সবচেয়ে সাহসী। একরাত্রে মদীনাবাসীগণ একটি শব্দ শুনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লে নবী (স) আবু তালহার ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে গলদেশে তরবারী ঝুলিয়ে বের হলেন এবং গোটা মদীনা নগরী ঘুরে এসে বললেন, ভয় পাচ্ছ কেন? ভয়ের কোন কারণ নেই। তিনি ঘোড়াটি সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, আমি একে নদীর স্রোতের ন্যায় বেগবান পেয়েছি।

১৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুকে দেখে লোকদের শুনিয়ে বিপদ বিপদ বলে চিৎকার করা।

٢٨١٤- عَنْ سَلَمَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ قَالَ خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ ذَاهِبًا نَحْوَ الْغَابَةِ حَتّٰى اِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِيَنِىْ غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قُلْتُ وَيْحَكَ مَابِكَ قَالَ اُخِذَتْ لِقَاحُ النَّبِيِّ ﷺ. قُلْتُ مَنْ اَخَذَهَا قَالَ غَطَفَانُ وَفَزَارَةُ فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ اَسْمَعْتُ مَابَيْنَ لَابَتَيْهَا يَاصَبَاحَاه يَاصَبَاحَاه ثُمَّ انْدَفَعْتُ حَتّٰى اَلْقَاهُمْ وَقَدْ اَخَذُوْهَا فَجَعَلْتُ اَرْمِيْهِمْ وَاَقُوْلُ اَنَا ابْنُ الْاَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ اَنْ يَّشْرَبُوْا فَاَقْبَلْتُ بِهَا اَسُوْقُهَا فَلَقِيَنِى النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ وَاِنِّى اَعْجَلْتُهُمْ اَنْ يَّشْرَبُوْا سِقْيَهُمْ فَابْعَثْ فِىْ اِثْرِهِمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْاَكْوَعِ مَلَكْتَ فَاَسْجِحْ اِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِىْ قَوْمِهِمْ ـ

২৮১৪. সালামাহ (রা) বর্ণনা করেন, এক সময় আমি মদীনা থেকে গাবার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম। আমি গাবার একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছলাম। সেখানে আবদুর রহমান ইবনে আওফের দাস আমার সাথে সাক্ষাত করল। আমি তাকে বললাম, তোমার সর্বনাশ হোক! কি ব্যাপার বলত? সে বলল নবী (স)-এর দুগ্ধবতী উষ্ট্রীগুলো (আস্তাবল থেকে) ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কারা ছিনিয়ে নিয়েছে? সে বলল, গাৎফান ও ফাযারাহ গোত্রীয় লোকেরা। আমি তৎক্ষণাৎ বিপদ! বিপদ!! বলে তিনবার এত জোরে চিৎকার করলাম যে, মদীনার উভয় প্রান্তের লোকদেরকে তা শুনিয়ে দিলাম। এরপর আমি দ্রুতগতিতে ছিনতাইকারীদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারা উষ্ট্রীগুলো ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করলাম। আমি তাদের বলছিলাম, আমি হলাম আকওয়ার পুত্র, আর আজকের দিনটি হল হীন প্রকৃতির লোকদের ধ্বংসের দিন। এভাবে তারা পানি পান করার পূর্বেই আমি তাদের

কবল থেকে উষ্ট্রীগুলোকে উদ্ধার করে হাঁকিয়ে নিয়ে চললাম। পথিমধ্যে নবী (স)-এর সাথে সাক্ষাত হলে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! ঐ লোকগুলো পিপাসার্ত। পানি পান করার পূর্বেই আমি এগুলোকে তাদের নিকট থেকে উদ্ধার করে এনেছি। এখন আপনি তাদের পিছু ধাওয়া করতে লোক প্রেরণ করুন। তিনি বললেন, হে আকওয়ার পুত্র, তুমি তো তাদের ওপর বিজয় লাভ করেছ, এখন তাদের প্রতি দয়ার্দ্র হও। তারা তো এখন নিজের লোকদের মাঝে পৌছে আতিথ্য ও সেবা গ্রহণ করছে।

১৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের ময়দানে যদি কেউ বলে, ওকে পাকড়াও কর ; আমি অমুকের পুত্র, সালামাহ বলেছিলেন, ওকে ধর, আমি আকওয়ার পুত্র বলছি।

٢٨١٥- عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ فَقَالَ يَا اَبَا عُمَارَةَ اَوَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ الْبَرَاءَ وَاَنَا اَسْمَعُ اَمَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يُوَلِّ يَوْمَئِذٍ كَانَ اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ اٰخِذًا بِعِنَانِ بَغْلَتِه فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُوْنَ نَزَلَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ اَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبَ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ فَمَا رُئِىَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ اَشَدُّ مِنْهُ -

২৮১৫. আবু ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বারাআ ইবনে আযেবকে জিজ্ঞেস করল, হে আবু উমারাহ ! আপনারা কি হুনায়েন যুদ্ধের দিন জিহাদের ময়দান থেকে পালায়ন করেছিলেন ? আমি শুনলাম এ কথার পর বারাআ তার জবাব দিলেন। তিনি বললেন, সেদিন তো রসূলুল্লাহ (স) পলায়ন করেননি। রবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস তাঁর খচ্চরটির লাগাম টেনে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে ঘিরে মুশরিকরা চতুর্দিক হতে আক্রমণ করতে লাগলে তিনি সওয়ারীর পিঠ থেকে নেমে বলতে থাকলেন, আমি যে নবী তা মিথ্যা নয়। আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান। বারাআ বর্ণনা করেন, সেদিন তাঁর চেয়ে বড় বীর আর কাউকে দেখা যায়নি।

১৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তিবিশেষের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজী হয়ে শত্রুদের দুর্গ দ্বার খুলে বেরিয়ে আসা।

٢٨١٦- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُوْ قُرَيْظَةَ عَلٰى حُكْمِ سَعْدٍ هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ قَرِيْبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلٰى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ فَجَاءَ فَجَلَسَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ اِنَّ هٰؤُلاَءِ نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِكَ قَالَ فَاِنِّىْ اَحْكُمُ اَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَاَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيْهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ -

২৮১৬. আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, সা'দ ইবনে মু'আযের ফায়সালা মেনে নেয়ার শর্তে (ইয়াহুদী) বনী কোরায়যা গোত্র দুর্গদ্বার খুলে বেরিয়ে আসলে রসূলুল্লাহ (স) সা'দ ইবনে মু'আযকে আনার জন্য লোক প্রেরণ করলেন। তিনি (সা'দ) নিকটবর্তী একটা জায়গাতেই অবস্থান করছিলেন। তিনি (সা'দ) কাছাকাছি এসে পৌছলে রসূলুল্লাহ (স) লোকদেরকে বললেন, তোমাদের নেতাকে স্বাগতম জানাতে দাঁড়িয়ে যাও। তিনি এসে রসূলুল্লাহ (স)-এর পাশে বসলেন। তিনি (স) তাঁকে বললেন, এসব লোকেরা (বনী কোরায়যা গোত্রের ইয়াহুদী) তোমার ফায়সালা মেনে নেয়ার শর্তে দুর্গদ্বার খুলে বেরিয়ে এসেছে। সা'দ বললেন, তাদের ব্যাপারে আমার ফায়সালা হল, তাদের মধ্যে যুদ্ধ করতে সক্ষম এমন সবাইকে হত্যা করতে হবে এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অন্যান্যদের বন্দী করা হবে। একথা শুনে নবী (স) বললেন, তাদের ব্যাপারে তুমি রাজার (আল্লাহ) ন্যায়ই ফায়সালা করলে।

১৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ কোন বন্দীকে হত্যা করা এবং কোন বন্দীকে হাত-পা বেঁধে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড় করিয়ে হত্যা করা।

٢٨١٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ اِبْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ -

২৮১৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর নবী (স)-এর মক্কা প্রবেশের সময় তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ পরা ছিল। যে সময় তিনি মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ নামিয়ে রাখলেন, সেই সময় একজন লোক এসে তাঁকে জানাল যে, ইবনে খাতাল কা'বা ঘরের গিলাফ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। নবী (স) বললেন, তাকে হত্যা কর।

১৭০-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কি নিজেকে বন্দী করাতে পারে ? যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ করে না এবং নিহত হওয়ার পূর্বে যে দু'রাকাআত নামায পড়ে।

٢٨١٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْنًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِىَّ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ فَانْطَلَقُوْا حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِالْهَدَاَةِ وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوْا لِحَىٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ لِحْيَانَ فَنَفَرُوْا لَهُمْ قَرِيْبًا مِنْ مِائَتَىْ رَجُلٍ كُلُّهُمْ رَامٍ فَاقْتَصُّوْا اٰثَارَهُمْ حَتّٰى وَجَدُوْا مَاْكَلَهُمْ تَمْرًا تَزَوَّدُوْهُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالُوْا هٰذَا تَمْرُ يَثْرِبَ فَاقْتَصُّوْا اٰثَارَهُمْ فَلَمَّا رَاٰهُمْ عَاصِمٌ وَاَصْحَابُهُ لَجَئُوْا اِلٰى فَدْفَدٍ وَاَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوْا لَهُمْ اِنْزِلُوْا وَاَعْطُوْنَا بِاَيْدِيْكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيْثَاقُ وَلَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ اَحَدًا قَالَ

صِمُ بْنُ ثَابِتٍ اَمِيْرُ السَّرِيَّةِ اَمَّا اَنَا فَوَ اللّٰهِ لاَ اَنْزِلَ الْيَوْمَ فِىْ ذِمَّةِ كَافِرٍ اَللّٰهُمَّ اَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوْا عَاصِمًا فِىْ سَبْعَةٍ فَنَزَلَ اِلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ بِالْعَهْدِ وَالْمِيْثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبُ الْاَنْصَارِىُّ وَابْنُ دَثِنَةَ وَرَجُلٌ اٰخَرُ فَلَمَّا اِسْتَمْكَنُوْا مِنْهُمْ اَطْلَقُوْا اَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَاَوْثَقُوْهُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هٰذَا اَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللّٰهِ لاَ اَصْحَبُكُمْ اِنَّ فِىْ هٰؤُلاَءِ لَاُسْوَةً يُرِيْدُ الْقَتْلٰى فَجَرَّرُوْهُ وَعَالَجُوْهُ عَلٰى اَنْ يَصْحَبَهُمْ فَاَبٰى فَقَتَلُوْهُ فَانْطَلَقُوْا بِخُبَيْبٍ وَابْنِ دَثِنَةَ حَتّٰى بَاعُوْهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقِعَةِ بَدْرٍ فَابْتَاعَ خُبَيْبًا بَنُوْ الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِبْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ اَسِيْرًا فَاَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عِيَاضٍ اَنَّ بِنْتَ الْحَارِثِ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهُمْ حِيْنَ اِجْتَمَعُوْا اِسْتَعَارَ مِنْهَا مُوْسٰى يَسْتَحِدُّبِهَا فَاَعَارَتْهُ فَاَخَذَ اِبْنًا لِىْ وَاَنَا غَافِلَةٌ حِيْنَ اَتَاهُ قَالَتْ فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلٰى فَخِذِهِ وَالْمُوْسٰى بِيَدِهِ فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فِىْ وَجْهِىْ فَقَالَ تَخْشَيْنَ اَنْ اَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لاَفْعَلَ ذٰلِكَ وَاللّٰهِ مَا رَأَيْتُ اَسِيْرًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ خُبَيْبٍ وَاللّٰهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَاْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ فِىْ يَدِهِ وَاِنَّهُ لَمُوْثَقٌ فِى الْحَدِيْدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرٍ وَكَانَتْ تَقُوْلُ اِنَّهُ لَرِزْقٌ مِنَ اللّٰهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا فَلَمَّا خَرَجُوْا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوْهُ فِى الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ ذَرُوْنِىْ اَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فَتَرَكُوْهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَوْلاَ اَنْ تَظُنُّوْا اَنَّ مَا بِىْ جَزَعٌ لَطَوَّلْتُهَا اَللّٰهُمَّ اَحْصِهِمْ عَدَدًا -

مَا اُبَالِىْ حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا * عَلٰى اَىِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِىْ -

وَذٰلِكَ فِىْ ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَّشَاْ * يُبَارِكْ عَلٰى اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ

فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ فَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لِكُلِّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا فَاسْتَجَابَ اللّٰهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ اُصِيْبَ فَاَخْبَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ وَمَا اُصِيْبُوْا وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ اِلٰى عَاصِمٍ حِيْنَ حَدَّثُوْا اَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَوْا بِشَىْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ

بَدْرٍ فَبُعِثَ عَلٰى عَاصِمٍ مِثْلُ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رَسُوْلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلٰى اَنْ يَقْطَعَ مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا -

২৮১৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) আসেম ইবনে উমার ইবনে খাত্তাবের নানা আসেম ইবনে সাবেত আনসারীর নেতৃত্বে দশজন লোকের একটি গোয়েন্দাদলকে গোয়েন্দাগিরীর জন্য প্রেরণ করলেন। তারা রওয়ানা হয়ে মক্কা এবং উসফানের মধ্যবর্তী হাদাত নামক জায়গায় পৌঁছলে বনু লেহইয়ান নামক হোযায়েল গোত্রের একটি শাখা গোত্র তা জানতে পারে এবং প্রায় দু'শত সুদক্ষ তীরন্দাজের একটি দল প্রস্তুত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে। তারা পদচিহ্ন ধরে তাদেরকে অনুসরণ করতে থাকে। তাদের পরিত্যক্ত খাওয়া খেজুর যা তারা পথের সম্বল হিসেবে মদীনা থেকে এনেছিল, দেখতে পেয়ে তারা বলে উঠল, এতো ইয়াসরিবেরই খেজুর দেখছি। কাজেই তারা উক্ত পদচিহ্ন ধরেই অগ্রসর হতে থাকে। আসেম এবং তাঁর সঙ্গীগণ তাদের দেখে একটি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করেন। এমতাবস্থায় বনু লেহইয়ান গোত্রের লোকেরা চারদিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেলে। অতপর তারা আসেম এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে সম্বোধন করে বলতে থাকে, তোমরা নেমে এসে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ কর। আমরা ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমাদের একজনকেও আমরা হত্যা করব না। (তা শুনে) গোয়েন্দাদলের নেতা আসেম ইবনে সাবেত বললেন, আল্লাহর শপথ, কাফেরের প্রদত্ত নিরাপত্তায় কখনো আমি (পাহাড় থেকে) নামব না। এ সময় তিনি দোআ করলেন, হে আল্লাহ ! আমাদের দুরবস্থার খবর তোমার নবীকে জানিয়ে দাও। কাফেররা তাদেরকে তীর বর্ষণ করে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থানকারী সাতজনসহ আসেমকে হত্যা করে ফেলল। অবশিষ্ট তিনজন তাদের (কাফেরদের) প্রদত্ত ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে পাহাড় শীর্ষ থেকে নেমে এলেন। এ তিনজন হলেন, খোবায়েব আনসারী, ইবনে দাসেনা এবং অপর এক ব্যক্তি। কাফেররা তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে ধনুকের রশি খুলে তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলল। এ দেখে তৃতীয় ব্যক্তি বলল, এটা তো প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহর শপথ ! আমি তোমাদের সাথে থাকব না। তাদের নীতিই অনুসরণ যোগ্য ছিল যারা শহীদ হয়ে গেছে। কাফেররা তাঁকে সঙ্গে নেয়ার জন্য টানাটানি করতে থাকল। কিন্তু তাতে তিনি সম্মত না হওয়ায় তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলল এবং খোবায়েব ও ইবনে দাসেনাকে নিয়ে মক্কায় বিক্রি করল। এ ঘটনা বদর যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়। খোবায়েব যেহেতু বদর যুদ্ধে হারেস ইবনে আমেরকে হত্যা করেছিলেন এ জন্য হারেস ইবনে আমের ইবনে নওফেল ইবনে আবদে মানাফের গোত্র (প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য) খোবায়েবকে খরিদ করে নিল। সুতরাং তাদের গোত্রেই খোবায়েব বন্দী হিসেবে থেকে গেলেন।

বর্ণনাকারী যুহরী বলেন, আমাকে উবায়দুল্লাহ ইবনে আয়ায জানিয়েছেন যে, হারেসের কন্যা তাকে জানিয়েছেন, গোত্রের সকলেই তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তিনি (খোবায়েব) গোপন অঙ্গের চুল পরিষ্কার করার জন্য তার (হারেসের কন্যার) কাছে একখানা ক্ষুর চাইলে সে তা দিল। হারেসের কন্যা বলেন, আমার অসাবধানতার কারণে

আমার একটি ছেলে তার কাছে চলে গেলে তিনি তাকে কাছে টেনে নিলেন। আমি দেখলাম তিনি ক্ষুরখানা হাতে করে ছেলেটাকে তার উরুর ওপর বসিয়ে রেখেছেন। আমি সাংঘাতিকভাবে ভীত হয়ে পড়লাম, খোবায়েব আমার চেহারা দেখেই তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন। তাই তিনি বললেন, তুমি কি আশঙ্কা করছ যে, আমি তাকে হত্যা করব ? আমি কখনই তা করব না। আল্লাহর শপথ, আমি (হারেসের কন্যা) খোবায়েবের চেয়ে উত্তম বন্দী আর কাউকে দেখিনি। আল্লাহর শপথ, আমি একদিন তাকে আঙুরের ছড়া হাতে নিয়ে খেতে দেখেছি, অথচ সে সময় তিনি বন্দী ছিলেন। মক্কায় সে সময় কোন ফল ছিল না। হারেসের কন্যা বলেন, ওগুলো ছিল আল্লাহর তরফ থেকে খোবায়েবের জন্য প্রেরিত রিয্‌ক। যখন সবাই তাকে হত্যা করার জন্য হেরেমের বাইরে নিয়ে চলল—তখন খোবায়েব তাদেরকে বললেন, আমাকে দু' রাকাআত নামায পড়তে দাও। তারা সুযোগ দিলে তিনি দু' রাকাআত নামায আদায় করে বললেন, যদি তোমরা এ ধারণা করবে বলে আমি আশংকা না করতাম যে, আমি ভীত ও অধৈর্য হয়ে পড়েছি, তাহলে আমি নামায দীর্ঘায়িত করতাম। (তারপর তিনি আবেগ উদ্বেলিত হয়ে বললেন,) হে আল্লাহ ! তুমি এদেরকে (মুশরিক) এক এক করে গুণে গুণে হত্যা কর ! তারপর তিনি বললেন, আমি আল্লাহর পথে মুসলমান হিসেবে শাহাদাত বরণ করতে প্রস্তুত হচ্ছি, তাই মৃত্যুর পর আমি যে পাশেই ঢলে পড়ি না কেন, তাতে আমার কোনই পরোয়া নেই। আর এসব কিছু একমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই বরণ করে নিচ্ছি। তাই তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে দেহের কর্তিত প্রতি অংশেই বরকত প্রদান করবেন। অতপর হারেসের পুত্র তাঁকে শহীদ করল। এভাবে প্রত্যেক বন্দী অবস্থায় নিহত মুসলমানদের জন্য খোবায়েবই দু'রাকাআত নামায আদায়ের সুন্নাত (নিয়ম) প্রচলন করলেন। আর আসেম ইবনে সাবেতের শহীদ হওয়ার সময়ের দোয়া আল্লাহ কবুল করে নিলেন এবং তাঁর খবর নবী (স)-কে জানিয়ে দিলেন। যেদিন তাদেরকে শহীদ করা হয় সেদিনই তিনি সাহাবাদের তা জানালেন। আসেমের শাহাদাতের সংবাদ কাফের কুরাইশদের নিকট পৌঁছলে তাদের কিছু লোক তাঁর শাহাদাত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তার দেহের কিছু অংশ কেটে আনার জন্য লোক প্রেরণ করল। কেননা তিনি বদর যুদ্ধের দিন কুরাইশদের একজন গণ্যমান্য লোককে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু আসেমের মৃতদেহের চারদিকে মৌমাছির ঝাঁক মেঘমালার মত ছেয়ে থেকে কুরাইশদের প্রেরিত লোকের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করল। সুতরাং তারা তাঁর শরীরের কোন অংশই কেটে নিতে সক্ষম হল না।

১৭১-অনুচ্ছেদ ঃ বন্দীমুক্তি।

٢٨١٩- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فُكُّوا الْعَانِىَ يَعْنِى الْاَسِيْرَ وَاَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَعُوْدُوْا الْمَرِيْضَ ـ

২৮১৯. আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যুদ্ধবন্ধীদের মুক্ত কর, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর এবং পীড়িতের সেবা কর।

٢٨٢٠- عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِىٍّ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ مِنَ الْوَحْىِ اِلاَّ مَافِىْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ (لاَ) وَالَّذِىْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا اَعْلَمُهُ اِلاَّ فَهْمًا يُعْطِيْهِ اللّٰهُ

رَجُلاً فِى الْقُرْآنِ وَمَا فِىْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قُلْتُ وَمَا فِى الصَّحِيْفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الاَسِيْرِ وَاَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ -

২৮২০. আবু হুজাইফা (রা) বর্ণনা করেন, আমি আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর কিতাবে যা কিছু আছে তা ছাড়া অহীর কোন অংশ কি আপনার কাছে আছে ? তিনি বললেন, না। সেই মহান সত্তার শপথ ! যিনি বীজকে অঙ্কুরিত করেন এবং জীবজন্তুর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেন, কোন মানুষকে আল্লাহ কুরআন সম্পর্কে যে জ্ঞান দান করেন এবং যা কিছু আমার পুস্তিকার মধ্যে আছে, তা ছাড়া আমার আর কোন কিছুই জানা নেই।[৪২] আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই পুস্তিকার মধ্যে কি আছে ? তিনি বললেন, রক্ত পণ, যুদ্ধবন্দী মুক্তকরণ এবং কোন কাফেরকে হত্যার শাস্তিস্বরূপ মুসলমানকে হত্যা না করার নির্দেশ।

১৭২-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা।

٢٨٢١- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رِجَالاً مِنَ الاَنْصَارِ اِسْتَاْذَنُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِئْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ اُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ فَقَالَ لاَ تَدَعُوْنَ مِنْهَا دِرْهَمًا وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِمَالٍ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ فَجَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِنِى فَاِنِّى فَادَيْتُ نَفْسِى وَفَدَيْتُ عَقِيْلاً فَقَالَ خُذْ فَاَعْطَاهُ فِىْ ثَوْبِهِ -

২৮২১. ইবনে শিহাব আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, কয়েকজন আনসার রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে অনুমতি প্রার্থনা করে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের ভাগ্নে আব্বাসের মুক্তিপণের দাবী পরিত্যাগ করার অনুমতি প্রদান করুন। তিনি জবাব দিলেন, তাঁর মুক্তিপণের অর্থের এক দিরহামও মাফ করো না। (অন্য একটি সূত্রে) ইবরাহীম আবদুল আযীয ইবনে সুহাইবের মাধ্যমে আনাস থেকেই বর্ণনা করেছেন যে, বাহরাইন থেকে নবী (স)-এর নিকট কিছু মাল আসলে আব্বাস উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে এই মাল থেকে কিছু প্রদান করুন। কেননা আমি (বদরে যুদ্ধের পর) আমার নিজের এবং আকীলের তরফ থেকে মুক্তিপণের অর্থ প্রদান করেছি। তিনি বললেন, ঠিক আছে নাও। এই বলে তার কাপড়ে কিছু মাল প্রদান করলেন।

٢٨٢٢- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ جَاءَ فِىْ اُسَارٰى بَدْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَاُ فِى الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ -

৪২. হযরত আলী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু হাদীস লিখে নিয়েছিলেন। সেগুলি তিনি নিজের তলোয়ারের খাপের মধ্যে রাখতেন। এখানে সেগুলির কথা বলা হয়েছে।—সম্পাদক

২৮২২. মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর (রা) তার পিতা—যিনি বদর যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন তার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, মাগরিবের নামাযে আমি নবী (স)-কে সূরা আত তূর পাঠ করতে শুনেছি।

১৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ দারুল হরবের অধিবাসী নিরাপত্তা গ্রহণ করা ছাড়াই যদি দারুল ইসলামে প্রবেশ করে তার বিধান।

٢٨٢٣- عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ فِىْ سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ اَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ اِنْفَتَلَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُطْلُبُوْهُ وَاقْتُلُوْهُ فَقَتَلَهُ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ -

২৮২৩. ইয়াস ইবনে সালামাহ ইবনে আকওয়া (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী (স) কোন এক সফরে ছিলেন।[৪৩] এ অবস্থায় তাঁর কাছে মুশরিকদের একজন গুপ্তচর এল এবং সাহাবাদের কাছে বসে কথাবার্তা বলতে থাকল। পরে সে চলে গেল। তখন নবী (স) বললেন, তাকে খুজে আন এবং হত্যা কর। (সুতরাং তাকে হত্যা করা হল) নবী (স) তার (গুপ্তচর লোকটির) জিনিসপত্র সালামাহ ইবনে আকওয়াকে প্রদান করলেন।[৪৪]

১৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মীদের (অমুসলিম সংখ্যালঘু) রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা এবং চুক্তি ভঙ্গের কারণে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত না করা।

٢٨٢٤- عَنْ عُمَرَ قَالَ وَاُوْصِيْهِ بِذِمَّةِ اللّٰهِ وَذِمَّةِ رَسُوْلِهِ ﷺ اَنْ يُوْفِىْ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَاَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَّرَائِهِمْ وَلاَ يُكَلَّفُوْا اِلاَّ طَاقَتَهُمْ -

২৮২৪. উমার (রা) থেকে বর্ণিত। (মৃত্যুর পূর্বে) তিনি বলেছিলেন, (আমার পরে যাঁরা খলিফা নির্বাচিত হবেন তাঁদেরকে) আমি যিম্মীদের (অমুসলিম সংখ্যালঘু) ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের যিম্মাদারী আদায়ের অসিয়ত করে যাচ্ছি, যেন তাদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করা হয়, তাদের রক্ষার জন্য (প্রয়োজন হলে) যুদ্ধ করা হয়, আর তাদের আর্থিক সামর্থের অতিরিক্ত কোন বোঝা যেন তাদের ওপর ধার্য করা না হয়।

১৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ বিদেশী প্রতিনিধি দলকে উপহার দেয়া।

১৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মিদের সুপারিশ এবং তাদের সাথে লেনদেন করা যায় কি ?

---

৪৩. তিনি হাওয়াযিনের যুদ্ধের জন্য সফর করছিলেন। —সম্পাদক

৪৪. গোয়েন্দা ব্যক্তি দারুল হরবের অধিবাসী ছিল এবং দারুল ইসলামের কোন প্রকার নিরাপত্তা না নিয়েই সেখানে প্রবেশ করেছিল। তাকে হত্যার কারণ হলো, প্রথমত সে দারুল ইসলামে প্রবেশ করার জন্য কর্তৃপক্ষের কোন নিরাপত্তা গ্রহণ করেনি বরং গোপনে বিনা নিরাপত্তায় প্রবেশ করেছে। দ্বিতীয়ত তার উদ্দেশ্য ছিল দারুল ইসলামে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা। নবী (স) তার দূরভিসন্ধি অনুধাবন করতে পেরে তাকে হত্যার নির্দেশ দেন।

٢٨٢٥- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْخَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصْبَاءَ فَقَالَ اِشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعُهُ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فَقَالَ اِئْتُوْنِيْ بِكِتَابٍ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ اَبَدًا فَتَنَازَعُوْا وَلَا يَنْبَغِيْ عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ فَقَالُوْا هَجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ دَعُوْنِيْ فَالَّذِيْ اَنَا فِيْهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُوْنِيْ اِلَيْهِ وَاَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ ؛ اَخْرِجُوْا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاَجِيْزُوْا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ اُجِيْزُهُمْ وَنَسِيْتُ الثَّالِثَةَ - وَقَالَ يَعْقُوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَاَلْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَقَالَ مَكَّةُ وَالْمَدِيْنَةُ وَالْيَمَامَةُ وَالْيَمَنُ - وَقَالَ يَعْقُوْبُ وَالْعَرْجُ اَوَّلُ تِهَامَةَ -

২৮২৫. সাঈদ ইবনে জুবায়ের ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন, আহ্ বৃহস্পতিবার দিন। আর কি বলব, সেই বৃহস্পতিবার দিনের কথা! এ কথাগুলো বলেই তিনি এতো কাঁদলেন যে, প্রস্তর খণ্ডসমূহ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। অতপর তিনি বললেন, বৃহস্পতিবার দিনই রসূলুল্লাহ (স)-এর পীড়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ল। এ সময় তিনি (সমবেত সাহাবাদেরকে লক্ষ করে) বললেন, আমার কাছে লেখার মত কিছু নিয়ে এস, আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখিয়ে দেব যা অনুসরণ করলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তখন (সেখানে উপস্থিত) সাহাবারা মতানৈক্য করলেন, যদিও কোন নবীর নির্দেশের ব্যাপারে মতানৈক্য করা সমীচীন নয়। তারা বললেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর রোগের তীব্রতা অনেক বেশী। এ সময় রসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমি যেমন আছি তেমনই আমাকে থাকতে দাও। কারণ তোমরা আমাকে যে বিষয়ের প্রতি আহবান করছ, তার চেয়ে আমি বর্তমানে যে অবস্থায় আছি তাই উত্তম। তিনি (স) মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনটি বিষয়ে সবাইকে উপদেশ দান করলেন। (আর তা হল) আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদেরকে বহিষ্কার করবে।[৪৫] দূত বা প্রতিনিধিদলকে আমি যেভাবে আপ্যায়ন করতাম তোমরাও অনুরূপভাবে আপ্যায়ন করবে। ইবনে আব্বাস বলেন, আর তৃতীয় উপদেশটি আমি ভুলে গিয়েছি।

১৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিনিধি বা দূতদের সাথে উত্তম পোশাকে সাক্ষাত দান করা।

٢٨٢٦- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ اِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوْقِ فَاَتَى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِبْتَعْ هٰذِهِ الْحُلَّةَ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيْدِ وَلِلْوُفُوْدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ اَوْ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ

৪৫. ইয়াকুব ইবনে মুহাম্মাদ বলেন, আমি মুগীরা ইবনে আবদুর রহমানকে "আরব উপদ্বীপ" সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এর দ্বারা মক্কা, মদীনা, ইয়ামানকে বুঝানো হয়েছে। আর ইয়াকুবের মতে তেহামার কিছু এলাকা।

مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فَلَبِثَ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِجُبَّةِ دِيْبَاجٍ فَاَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتّٰى اَتٰى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ اِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ اَوْ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ ثُمَّ اَرْسَلْتَ اِلَيَّ بِهٰذِهِ فَقَالَ تَبِيْعُهَا اَوْ تُصِيْبُ بِهَا بَعْضَ حَاجَتِكَ ـ

২৮২৬. ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, বাজারে একটা রেশমী চাদর বিক্রি হতে দেখে উমার তা খরিদ করে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি এ চাদরখানা খরিদ করুন। এটি আপনি ঈদে এবং প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাতের সময় পরিধান করতে পারবেন ! রসূলুল্লাহ (স) বললেন, যাদের আখেরাতে কোন অংশ নেই, এগুলো তাদেরই পোশাক। অতপর আল্লাহর ইচ্ছামত কিছুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (স) একটা জামা উমারের জন্য প্রেরণ করলে তিনি (উমার) তা নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনিই তো (ক'দিন পূর্বে) বলেছেন, এসব পোশাক তাদেরই সাজে যাদের আখেরাতে কোন অংশ নেই, আর (আজ) আপনি আমার জন্য (নিজেই এগুলো) প্রেরণ করেছেন। একথা শুনে নবী (স) বললেন, আমি এ জন্য প্রেরণ করেছি যে, তুমি তা বিক্রি করে মূল্য গ্রহণ করবে অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করবে।

১৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ (অমুসলিম) বালকের সামনে কিভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে।

٢٨٢٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ اِنْطَلَقَ فِيْ رَهْطٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتّٰى وَجَدُوْهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ اُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ صَيَّادٍ يَحْتَلِمُ فَلَمْ يَشْعُرْ (بِشَيْءٍ) حَتّٰى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَتَشْهَدُ اَنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَظَرَ اِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ الْاُمِّيِّيْنَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ اَتَشْهَدُ اَنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا ذَا تَرَى قَالَ اِبْنُ صَيَّادٍ يَاتِيْنِيْ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْاَمْرُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّي قَدْ خَبَاْتُ لَكَ خَبِيْئًا قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِخْسَاْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِئْذَنْ لِيْ فِيْهِ اَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِيْ قَتْلِهِ قَالَ اِبْنُ عُمَرَ اِنْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ وَاُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَاْتِيَانِ النَّخْلَ الَّذِيْ فِيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ حَتّٰى

اِذَا دَخَلَ النَّخْلَ طَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَّقِيْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ ابْنَ صَيَّادٍ اَنْ يَّسْمَعَ مِنْ اِبْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ اَنْ يَّرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلٰى فِرَاشِهٖ فِيْ قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا رَمْزَةٌ فَرَأَتْ اُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِيْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ اَيْ صَافِ وَهُوَ اِسْمُهُ فَثَارَ اِبْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْتَرَكَتْهُ بَيَّنَ وَقَالَ سَالِمٌ قَالَ اِبْنُ عُمَرَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّاسِ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنِّيْ اُنْذِرُكُمُوْهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا قَدْ اَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ اَنْذَرَهُ نُوْحٌ قَوْمَهُ وَلٰكِنْ سَاَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهٖ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ اَعْوَرُ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاَعْوَرَ -

২৮২৭. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর একদল সাহাবার সাথে উমারও নবী (স)-এর সঙ্গী হয়ে ইবনে সাইয়াদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তাঁরা বনী মাগালাহ গোত্রের একটি টিলার পাদদেশে ইবনে সাইয়াদকে তাদের ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতেও দেখতে পেলেন। ইবনে সাইয়াদের বয়স সেসময় প্রায় বয়োসন্ধির কাছাকাছি ছিল। ইবনে সাইয়াদ কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই নবী (স) তার পিঠে (হাত দিয়ে) থাবা দিয়ে বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রসূল। ইবনে সাইয়াদ তাঁর দিকে ফিরে দেখে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মীদের (আরবদের) রসূল। অতপর ইবনে সাইয়াদ নবী (স)-কে বলল, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রসূল ? জবাবে নবী (স) বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত সকল রসূলদের প্রতি বিশ্বাসী। অতপর নবী (স) ইবনে সাইয়াদকে জিজ্ঞেস করলেন, কিছু দেখতে পাও কি ? সে বলল, আমার কাছে সত্য খবরও আসে কিছু মিথ্যা খবরও আসে। নবী (স) বললেন, প্রকৃত ব্যাপার (সত্য) তোমার নিকট আড়াল হয়ে আছে। নবী (স) আরো বললেন, আমি তোমার জন্য একটি বিষয় অন্তরে গোপন রেখেছি (পারলে বলে দাও)। সে বলল, "আদ দুখ।"[৪৬] এ সময় নবী (স) ধমক দিয়ে বললেন—দূর হয়ে যাও। নিজের সীমা অতিক্রম করো না। উমার বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে অনুমতি দিন আমি ওর শিরোচ্ছেদ করি। নবী (স) বললেন, এ যদি সেই (দাজ্জাল) হয়ে থাকে তাহলে তুমি এর সাথে এঁটে উঠতে পারবে না। আর এ যদি সে (দাজ্জাল) না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করায় তোমার জন্য কোন কল্যাণ নেই। ইবনে উমার বর্ণনা করেন, একদিন নবী (স) ও উবাই ইবনে কা'ব যে খেজুর বাগানে ইবনে সাইয়াদ অবস্থান করত সেদিকে রওয়ানা হলেন। খেজুর বাগানে প্রবেশ করার পর নবী (স) খেজুর শাখার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে চললেন,

৪৬. যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে সাইয়াদকে বললেন : আমি তোমার জন্য একটি কথা মনের ভেতরে গোপন করেছি। তখন তিনি আসলে কুরআনের সূরা আদ দুখান চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু ইবনে সাইয়াদ পুরো কথা বলতে না পারায় নবী (স) প্রমাণ করলেন যে, সে নিছক সত্যের কাছাকাছি কিছু কথা বলে, যা শয়তান তাকে জানায় অসমাপ্ত অবস্থায়।—সম্পাদক

যেন সে তাঁকে দেখতে পাওয়ার পূর্বেই তিনি তার কিছু কথাবার্তা শুনতে সক্ষম হন। এ সময় ইবনে সাইয়াদ একটি চাদর মুড়ি দিয়ে তার বিছানায় শুয়ে কি একটা গুনগুন করছিল। নবী (স) খেজুর শাখার আড়ালে অগ্রসর হচ্ছেন দেখে ইবনে সাইয়াদের মা হে সাফা বলে ইবনে সাইয়াদকে সম্বোধন করলে সে তড়িত গতিতে উঠে পড়ল। এ অবস্থা দেখে নবী (স) বললেন, তার মা তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে দিলে প্রকৃত ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে যেত। সালেম বর্ণনা করেন যে, ইবনে উমার বলেছেন, এরপর নবী (স) লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করার পর দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, আমি তার (দাজ্জাল) সম্পর্কে তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি। এমন কোন নবীর আগমন ঘটেনি যিনি তার (দাজ্জাল) সম্পর্কে নিজের কওমকে সতর্ক করে যাননি। নূহ তাঁর কওমকে তার সম্পর্কে সাবধান করেছেন। কিন্তু আমি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলে যাচ্ছি, যা কোন নবীই তাঁর কওমকে বলেননি। জেনে রাখ ! (দাজ্জাল) হবে কানা। অথচ আল্লাহ্ কখনো কানা নন।

১৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ ইহুদীদের উদ্দেশে নবী (স)-এর আহবান ঃ তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্তা লাভ করবে। মাকবুরী আবু হুরাইরা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১৮০-অনুচ্ছেদ ঃ দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণকারী তার অর্থ ও ভূ-সম্পত্তির অধিকারী থাকবে।

٢٨٢٨- عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِىْ حَجَّتِهِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُوْنَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِىْ كِنَانَةَ الْمُحَصَّبِ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ وَذٰلِكَ اَنَّ بَنِىْ كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِىْ هَاشِمٍ اَنْ لاَ يُبَايِعُوْهُمْ وَلاَ يُؤْوُوْهُمْ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِىُّ -

২৮২৮. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বিদায় হজ্জের সময়, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! আগামীকল্য সকালে আপনি কোথায় গিয়ে অবস্থান করবেন ? তিনি (স) জিজ্ঞেস করলেন, আকীল কি আমাদের জন্য কোন বাড়ি রেখেছে ? তারপর বললেন, আগামীকাল আমরা খাইফে বনী কেনানা অর্থাৎ মুহাস্সাবে অবস্থান করব। সেখানে (কাফের) কুরাইশরা কুফরীর শপথ নিয়েছিল, আর ঘটনাটি হলো যে, বনী কেনানার লোকেরা কুরাইশদের সাথে এই মর্মে শপথ করেছিল যে, বনী হাশেমদের নিকট তারা কোন দ্রব্য বিক্রয় করবে না এবং তাদেরকে কোন প্রকার আশ্রয়ও দিবে না। যুহরী বলেন, খাইফ শব্দের অর্থ বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

٢٨٢٩- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اِسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعٰى هُنَيًّا عَلَى الْحِمٰى فَقَالَ يَاهُنَىُّ اُضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ مُسْتَجَابَةٌ وَاَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ وَاِيَّاىَ وَنَعَمَ

اِبْـنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ اِبْنِ عَفَّانَ فَاِنَّهُمَا اِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا اِلٰى نَخْلٍ وَزَرْعٍ وَاِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ اِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِنِىْ بِبَنِيْهِ فَيَقُوْلُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَفَتَارِكُهُمْ اَنَا لاَ اَبَا لَكَ فَالْمَاءُ وَالْكَلاَءُ اَيْسَرُ عَلَىَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ اَنِّى قَدْ ظَلَمْتُهُمْ اِنَّمَا لَبِلاَدُهُمْ فَقَاتَلُوْا عَلَيْهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَاَسْلَمُـــوْا عَلَيْهَا فِى الْاِسْلاَمِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْلاَ الْمَالُ الَّذِىْ اَحْمِلُ عَلَيْهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَاحَمَيْتُ عَلَيْهِم مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبْرًا ـ

২৮২৯. যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, উমার ইবনুল খাত্তাব হুনাই নামক তাঁর একজন আযাদকৃত দাসকে সরকারী চারণক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করলেন। তাকে নির্দেশ দিলেন, হে হুনাই ! মুসলমানদের সাথে (চারণক্ষেত্রের ব্যাপারে) নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করবে এবং মযলুমের বদ্ দোয়াকে সবসময় ভয় করবে। কেননা মযলুমের দোয়া দ্রুত কবুল হয়। আর কম বকরী ও পশুর মালিক যারা তাদের পশু চারণের জন্য এখানে প্রবেশের অনুমতি দেবে। বিশেষ করে আওফের পুত্র (আবদুর রহমান ইবনে আওফ) এবং আফফানের পুত্রের (উসমান ইবনে আফফান) পশু ও বকরী পাল এখানে প্রবেশ করতে দেবে না। কেননা, তাদের পশুপাল ধ্বংস হয়ে গেলেও কৃষি ফসল ও খেজুর বাগানের ওপর নির্ভর করে তারা বেঁচে যাবে। কিন্তু কম বকরী ও পশুর মালিক যারা তাদের বকরী ও পশুপাল (ঘাস অভাবে) ধ্বংস হয়ে গেলে তারা সবাই (স্ত্রী, পুত্র, কন্যা পরিজন) আমার নিকট (সরকার) এসে হে আমীরুল মুমিনীন, হে আমীরুল মুমিনীন বলে খাদ্য সাহায্য চাইতে থাকবে। আমি সে সময় কি তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতে পারব ? তুমি নিতান্তই দুর্ভাগা না হলে বুঝতে পারতে যে, রাষ্ট্রের ভান্ডারে গচ্ছিত মূল্যবান স্বর্ণ ও রৌপ্য খরচ করে তাদেরকে সাহায্য করার চাইতে পানি এবং ঘাস প্রদান করা আমার জন্য সহজতর। আল্লাহর শপথ ! তারা ধারণা করবে যে, (চারণক্ষেত্র করে) আমি তাদের ওপর জুলুম করেছি। জেনে রাখো, এটা তাদের যমীন। এখানে তারা জাহেলিয়াতের যুগে লড়াই করেছে এবং বর্তমানে ইসলামী যুগে এই শহরে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। সেই সত্তার শপথ ! যাঁর হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ, যদি এসব সম্পদ (ঘোড়া ইত্যাদি) এমন না হত, যাতে আরোহণ করে আমি আল্লাহর পথে লড়াই করি, তাহলে তাদের এই এলাকার কোন ক্ষুদ্রতম একটি জায়গাতেও আমি চারণক্ষেত্র তৈরী করতাম না।

১৮১-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের পক্ষ থেকে আদম শুমারী ।

٢٨٣٠- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُكْتُبُوْا لِىْ مَنْ تَلَفَّظَ بِالْاِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ فَكَتَبْنَا لَهُ اَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ رَجُلٍ فَقُلْنَا نَخَافُ وَنَحْنُ اَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فَلَقَدْ رَاَيْتُنَا اُبْتُلِيْنَا حَتّٰى اِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّىْ وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ ـ

২৮৩০. হুযায়ফা (রা) বর্ণনা করেন, এক সময় নবী (স) নির্দেশ দিলেন, যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে (এবং জিহাদ করতে সক্ষম), আমার নিকট তাদের নাম লিপিবদ্ধ করে পেশ কর। আমরা তাঁর নিকট এক হাজার পাঁচ শ' পুরুষের নাম লিখে আনলাম।৪৭ (এ সংখ্যা দেখে) আমরা মনে করলাম, আমরা যখন এক হাজার পাঁচ শ' পুরুষ আছি, তখন ভয় করি কেন ? এরপর কোন এক সময় আমরা এমন পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হই যে, আমাদের এক একজনকে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে একাকী নামায আদায় করতে হয়েছে।৪৮

٢٨٣١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى كُتِبْتُ فِىْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِىْ حَاجَّةٌ قَالَ اِرْجِعْ فَحَجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ -

২৮৩১. ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আমার স্ত্রী হজ্জে গমন করছে আর অমুক অমুক যুদ্ধের সেনাদলে আমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। (এখন আমি কি করি ?) তিনি (স) তাকে বললেন, ফিরে গিয়ে তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ আদায় কর।

১৮২-অনুচ্ছেদ ঃ ফাজের (পাপ কর্মে আসক্ত) ব্যক্তির দ্বারাও আল্লাহ্ দীনের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন।

٢٨٣٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِى الْاِسْلَامَ هٰذَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيْدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الَّذِىْ قُلْتَ اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَاِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالاً شَدِيْدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِىُّ اِلَى النَّارِ قَالَ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ اَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذٰلِكَ اِذْ قِيْلَ اِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلٰكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيْدًا فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلٰى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَأُخْبِرَ النَّبِىُّ ﷺ بِذٰلِكَ فَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ اَمَرَ بِلَالاً فَنَادَى بِالنَّاسِ اِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ -

৪৭. একটি সূত্রে আ'মাশ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমরা দেখলাম গণনাকৃত লোকের সংখ্যা পাঁচ শ'। আবু মু'আবিয়া বর্ণনা করেন, তাদের সংখ্যা দু' শ' থেকে সাত শ'র মধ্যে ছিল।

৪৮. বর্ণনাকারী সাহাবী সম্ভবত হযরত উসমান (রা)-এর শাসন আমলের শেষের দিকের কোন গবর্ণরের শাসন এলাকার অবস্থার প্রতি ইংগিত করেছেন। এ সময়কার কূফার গবর্ণর ওলীদ ইবনে উকবা প্রায়ই নামাযে দেরী করতেন অথবা ঠিকমত পড়াতেন না। এর ফলে অনেক মুত্তাকী মুসলমান ফিতনা সৃষ্টির ভয়ে লুকিয়ে যথা সময় ঠিকমত নামায পড়ে নিতেন এবং তারপর আবার গবর্ণরের সাথেও পড়তেন। দেখুন কাস্‌তালানী, ৫ম খণ্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা।—সম্পাদক

২৮৩২. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, কোন একটি যুদ্ধে আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। সেই যুদ্ধে (অংশগ্রহণকারী) ইসলামের দাবীদার এক ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি বললেন, এই ব্যক্তি দোযখবাসী হবে। লড়াই শুরু হলে সে ব্যক্তি প্রাণপণ যুদ্ধ করে আহত হল। রসূলুল্লাহ (স)-কে জানান হল, হে আল্লাহর রসূল ! যে লোকটি সম্পর্কে আপনি বলেছেন যে, সে দোযখবাসী, সে তো আজ প্রাণপণে যুদ্ধ করে নিহত হয়েছে। নবী (স) বললেন, হাঁ, সে জাহান্নামের দিকে যাত্রা করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে কারো কারো মনে সন্দেহের উদ্রেক হল। এমতাবস্থায় জানা গেল, লোকটি নিহত হয়নি, বরং মারাত্মক আহত হয়েছে। রাত্রিবেলায় সে জখমের যন্ত্রণায় ধৈর্যধারণ না করে আত্মহত্যা করলে তা নবী (স)-কে জানান হল। (এ খবর প্রাপ্তিমাত্র) নবী (স) আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান) বলে উঠলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহর দাস ও তাঁর রসূল ! অতপর লোকদের মধ্যে বেলালকে এই ঘোষণা করতে বলে পাঠালেন যে, ইসলামের পূর্ণ অনুসারী হওয়া ছাড়া কেউ-ই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর আল্লাহ অনেক সময় ফাজের (গোনাহর প্রতি আসক্ত) ব্যক্তির মাধ্যমেও দীন ইসলামকে সাহায্য করে থাকেন।

১৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে শত্রুর আক্রমণের মুখে নিজে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা।[৪৯]

٢٨٣٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا جَعْفَرُ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ غَيْرِ اِمْرَةٍ فَفُتِحَ عَلَيْهِ وَمَا يَسُرُّنِىْ اَوْ قَالَ مَايَسُرُّهُمْ اَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَقَالَ وَاِنَّ عَيْنَيْهِ لَتَذْرِفَانِ -

২৮৩৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) (একদিন) খুতবা দিতে দিতে বললেন, যায়েদ পতাকা ধারণ করে নিহত হল। অতপর জা'ফর পতাকা ধারণ করলে সেও নিহত হল। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা ধারণ করলে সেও নিহত হল। সবশেষে খালেদ ইবনে ওয়ালিদকে কেউ আমীর বা সেনাধ্যক্ষ মনোনীত করা ছাড়াই সে পতাকা ধারণ করল এবং তার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করলেন। তারা শহীদ না হয়ে এই মুহূর্তে আমার কাছে থাকলে তা তাদের জন্য আনন্দদায়ক হত না অথবা তিনি বলেন আমার নিকট পসন্দনীয় হত না। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথাগুলো বলার সময় নবী (স)-এর দু' চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছিল।[৫০]

---

৪৯. সেনাপতি হিসেবে নিয়োজিত বা নির্বাচিত হওয়া ছাড়াই নিজে নিজেই সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করা। শত্রুর আক্রমণে মুসলিম সেনাবাহিনীর বিপর্যয়ের মুখে মনোনীত বা নির্বাচিত নয় এমন ব্যক্তি যদি নেতৃত্ব গ্রহণ করে এই বিপর্যয় রোধ করতে পারেন, তবে সেনাদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করা তার জন্য সম্পূর্ণ বৈধ।

৫০. ঘটনাটি ঘটেছিল সিরিয়ার মাওতা নামক জায়গায়, যদ্দরুন ঘটনাটি মাওতা অভিযান নামে খ্যাত। নবী (স) এই এলাকায় খৃস্টান শক্তির বিরুদ্ধে এক অভিযানে অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আওয়াল মাসে যায়েদ ইবনে হারেসার নেতৃত্বে একটি সেনাদল পাঠান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ নির্দেশও দেন যে, যায়েদ শহীদ হলে জাফর ইবনে আবু তালেব নেতৃত্ব দিবেন। যদি তিনিও শাহাদাত লাভ করেন তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১৮৪-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা।

٢٨٣٤- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَتَاهُ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُوْ لِحْيَانَ فَزَعَمُوْا اَنَّهُمْ قَدْ اَسْلَمُوْا وَاسْتَمَدُّوْهُ عَلٰى قَوْمِهِمْ فَاَمَدَّهُمُ النَّبِىُّ ﷺ بِسَبْعِيْنَ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ اَنَسٌ كُنَّا نُسَمِّيْهِمُ الْقُرَّاءَ يَحْطِبُوْنَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّوْنَ بِاللَّيْلِ فَاَنْطَلَقُوْا بِهِمْ حَتّٰى بَلَغُوْا بِئْرَ مَعُوْنَةَ غَدَرُوْا بِهِمْ وَقَتَلُوْهُمْ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِىْ لِحْيَانَ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا اَنَسٌ اَنَّهُمْ قَرَؤُا بِهِمْ قُرْاٰنًا اَلاَ بَلِّغُوْا عَنَّا قَوْمَنَا بِاَنَّا قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا وَاَرْضَانَا ثُمَّ رُفِعَ ذٰلِكَ بَعْدُ -

২৮৩৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রি'ল, যাকওয়ান, উসাইয়াহ ও বনু লেহইয়ান গোত্রের কিছু লোক নবী (স)-এর কাছে এল এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, এ দাবী করে তাদের (গোত্রগুলোকে) সাহায্য প্রদানের প্রার্থনা জানালে নবী (স) আনসারদের সত্তরজন লোক পাঠিয়ে তাদেরকে সাহায্য করলেন। আনাস বর্ণনা করেছেন, আমরা (আনসারদের প্রেরিত লোকদেরকে) কুর্‌রা (কুরআনের আলেম এবং শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠকারী) বলে ডাকতাম। দিবাভাগে তারা জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করত আর রাত্রিকালে নামায আদায় করে কাটাত। তারা তাদের সাথে নিয়ে 'বিরে মাউনা'র নিকট পৌছে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদেরকে হত্যা করল। সুতরাং রসূলুল্লাহ (স) এক মাসব্যাপী রি'ল, যাকওয়ান ও বনী লেহইয়ান গোত্রের জন্য (নামাযে) কুনুত (নাযেলা) পাঠ করলেন। কাতাদাহ বলেন, আনাস আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মুসলিমগণ তাদের (নিহত আনসারগণ) সম্পর্কে কিছুকাল যাবত কুরআনের আয়াত (এ আয়াত) পাঠ করতেন, "আমাদের কওমকে আমাদের পক্ষ থেকে এ খবরটি জানিয়ে দাও যে, আমরা প্রভুর সাক্ষাত লাভ করেছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকে সন্তুষ্ট করেছেন।" এরপর আয়াতটি উঠিয়ে নেয়া হয়।

১৮৫-অনুচ্ছেদ ঃ বিজয় লাভের পর শত্রুর এলাকায় তিন দিন অবস্থান করা।

٢٨٣٥- عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا ظَهَرَ عَلٰى قَوْمٍ اَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ -

---

নেতৃত্ব প্রদান করবেন। কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁরা সকলেই শহীদ হয়ে গেলে নেতাহীন অবস্থায় মুসলিমগণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। ঠিক এই সময় খালেদ ইবনে ওয়ালিদ অগ্রসর হয়ে নিজ থেকেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মুসলিম বাহিনীকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে বিজয় ছিনিয়ে আনেন।

"তারা শহীদ না হয়ে এই মুহূর্তে আমার নিকট থাকলে তা তাদের জন্য আনন্দদায়ক হত না অথবা আমার নিকট আনন্দদায়ক হত না—এ কথার অর্থ হল, শহীদ হয়ে তারা যে উচ্চ মর্যাদা ও অনুপম জান্নাতী শান্তি লাভ করেছে তাই তাদের কাম্য ছিল। ঐটার তুলনায় পৃথিবীতে বেঁচে থাকা তাদের নিকট আনন্দদায়ক হত না। হাদীসের আলোচ্য অংশটুকু বর্ণনার ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে যে, নবী (স) অথবা পূর্বের অংশটুকু বলেছিলেন না পরের অংশটুকু বলেছিলেন, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত নন।

২৮৩৫. আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) কোন কওমের বা জনগোষ্ঠীর ওপর জয়লাভ করলে তাদের অঙ্গনে (এলাকায়) বা যুদ্ধক্ষেত্রে তিনদিন পর্যন্ত অবস্থান করতেন।[৫১]

১৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের সফরের অবস্থায়ই গনীমাতের (যুদ্ধলব্ধ) অর্থ বন্টন করা। রাফে' বর্ণনা করেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে যুলহুলাইফাতে অবস্থান করেছিলাম। সেখানে গনীমাতের অর্থ থেকে আমরা উট এবং বকরী লাভ করেছিলাম। নবী (স) দশটি বকরীকে একটি উটের সমান ধরে বন্টন করেছিলেন।

٢٨٣٦- عَنْ اَنَسٍ اِعْتَمَرَالنَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْجِعْرَ انَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ-

২৮৩৬. আনাস (রা) বর্ণনা করেন, জি'রানা নামক জায়গা থেকে নবী (স) উমরাহ করেছিলেন—যেখানে তিনি হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ অর্থ (গনীমাত) বন্টন করেছিলেন।

১৮৭-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকরা কোন মুসলমানের সম্পদ লুট করে নিয়ে গেল। তারপর তা আবার সেই মুসলমানের হস্তগত হল (তাদের ওপর বিজয় লাভ করার পর)। (এ অবস্থায় সেই মুসলমান কি তা হস্তগত করবে অথবা তা মালে গনীমাত হিসাবে বিবেচিত হবে ?) ইবনে নুমায়ের নাফে'র মাধ্যমে উবায়দুল্লাহ ও ইবনে উমার থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনে উমারের একটি ঘোড়া পালিয়ে শত্রুদের নিকট চলে গেলে তারা তা হস্তগত করে। মুসলিমগণ তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হলে তা ইবনে উমারকে ফেরত দেয়া হয়। ঘটনাটি সংঘটিত হয় নবী (স)-এর সময়। ইবনে উমারেরই একজন ক্রীতদাস পালিয়ে রোমানদের সাথে মিলিত হয়। মুসলমানগণ তাদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করলে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ তা ইবনে উমারকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এ ঘটনাটি সংঘটিত হয় নবী (স)-এর ইন্তিকালের পর।

٢٨٣٧- عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ اَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّوْمِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَرَدَّهُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ وَاَنْ فَرَسًا لِابْنِ عُمَرَ عَارَ فَلَحِقَ بِالرُّوْمِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ فَرَدُّوْهُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ عَارَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْعَيْرِ وَهُوَ حِمَارُ وَحْشٍ اَىْ هَرَبَ -

২৮৩৭. নাফে' (রা) বর্ণনা করেন, ইবনে উমারের একটি ক্রীতদাস পালিয়ে রোমানদের এলাকায় চলে যায় বা তাদের সাথে মিলিত হয়। পরবর্তী সময়ে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হলে (ক্রীতদাসকে) আবদুল্লাহ (ইবনে উমার)-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। ইবনে উমারের একটি ঘোড়াও পালিয়ে রোমানদের (এলাকায়) কাছে চলে যায়। পরবর্তী সময়ে তাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জিত হলে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ ঘোড়াটিও তাকে ফেরত দিয়ে দেন।

---

৫১. আবু তালহা থেকে অন্য একটি সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

٢٨٣٨- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ عَلٰى فَرَسٍ يَوْمَ لَقِىَ الْمُسْلِمُوْنَ وَاَمِيْرُ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعَثَهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَخَذَهُ الْعَدُوُّ فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ رَدَّ خَالِدٌ فَرَسَهُ ـ

২৮৩৮. নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। মুসলমানরা যেদিন (রোমানদের বিরুদ্ধে) লড়াই করছিল সেদিন ইবনে উমার একটি ঘোড়ায় আরোহণ করেছিলেন। ঘোড়াটি (এক সময়ে) শত্রুদের হস্তগত হয়। এই যুদ্ধে আবু বাকর খালেদ ইবনে ওয়ালিদকে মুসলমানদের আমীর বা সেনাধ্যক্ষ করে প্রেরণ করেছিলেন। পরিশেষে শত্রুরা যুদ্ধে পরাস্ত হলে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ ইবনে উমারকে ঘোড়াটি ফিরিয়ে দেন।

১৮৮-অনুচ্ছেদ ঃ ফারসী বা অ-আরবী ভাষায় কথা বলা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ **"তোমাদের বর্ণ ও ভাষার বৈচিত্র বিভিন্নতার মধ্যে আমার সৃষ্টির নিদর্শন বিদ্যমান।"**

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ **"আমি কোন রসূলকে প্রেরণ করলে তার স্বগোত্রীয় ভাষায়ই প্রেরণ করেছি।"**

٢٨٣٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ فَتَعَالَ اَنْتَ وَنَفَرٌ فَصَاحَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ يَا اَهْلَ الْخَنْدَقِ اِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُوْرًا فَحَىَّ هَلاً بِكُمْ ـ

২৮৩৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি একটি বাচ্চা বকরী যবেহ করেছি এবং আমার স্ত্রী এক সা' (পৌনে তিন সের) যব পিসে আটা প্রস্তুত করেছে। এখন আপনি কয়েকজন লোক সাথে নিয়ে চলুন। একথা শুনে নবী (স) চীৎকার করে ডেকে উঠলেন, হে পরিখা খননকারী লোকেরা ! জাবের তোমাদের জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত করেছে। শীঘ্র সেখানে (যাই) চল।

٢٨٤٠- عَنْ اُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَتْ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَعَ اَبِىْ وَعَلَىَّ قَمِيْصٌ اَصْفَرُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَنَهْ سَنَهْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَهِىَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذَهَبْتُ اَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهَا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْلِىْ وَاَخْلِقِىْ ثُمَّ اَبْلِى وَاَخْلِفِىْ ثُمَّ اَبْلِى وَاَخْلِفِىْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَبَقِيَتْ حَتّٰى ذَكَرَ (دَكِنَ) ـ

২৮৪০. খালেদ ইবনে সাঈদের কন্যা উম্মে খালেদ (রা) বলেন, আমি আমার পিতার সাথে হলুদ রঙের একটা জামা পরিধান করে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গেলাম। (আমার জামা দেখে) রসূলুল্লাহ (স) বললেন, সানাহ ! সানাহ ! বেশ ! বেশ ! কি সুন্দর ! আবদুল্লাহ বললেন, হাবশী ভাষায় শব্দটির অর্থ হল—সুন্দর। উম্মে খালেদ বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহরে নবুয়াত নিয়ে খেলতে শুরু করলে আমার পিতা আমাকে ধমক দিলেন। (তা দেখে) রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তাকে খেলতে দাও। এরপর আমাকে লক্ষ্য করে (দীর্ঘ জীবনের দোয়া করার উদ্দেশ্যে) বললেন, পরিধান কর এবং ছিঁড়ে ফেল, পরিধান কর এবং ছিঁড়ে ফেল, পরিধান কর এবং ছিঁড়ে ফেল। আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, তিনি (উম্মে খালেদ) এত দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন যে, তার দীর্ঘায়ু হওয়ার বিষয় প্রায়ই আলোচিত হতো।

٢٨٤١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ اَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِىْ فِيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ بِالْفَارِسِيَّةِ كَخْ كَخْ اَمَا تَعْرِفُ اَنَّا لاَ نَاْكُلُ الصَّدَقَةَ ـ

২৮৪১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন হাসান ইবনে আলী সাদকার খেজুরের স্তুপ থেকে একটি খেজুর নিয়ে মুখে পুরে দিলে নবী (স) তাকে বললেন, (থুথু কর) ফেলে দাও ; ফেলে দাও, তুমি কি জান না আমরা সাদকার দ্রব্যাদি খাই না। (পূর্বোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায়) ইকরামা বলেন, হাবশী সানাহ শব্দের অর্থ উত্তম বা সুন্দর। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, কোন রমণীই উম্মে খালেদের মত দীর্ঘায়ু হয়নি।

১৮৯-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনীমাত) আত্মসাত (খেয়ানত) করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّغُلَّ ط وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ج ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ○ (سورة ال عمران : ١٦١)

"কোন নবীই খেয়ানত করতে পারে না। আর যে খেয়ানত করবে কিয়ামতের দিন তাকে খেয়ানতকৃত বস্তুসহ হাজির হতে হবে এবং সেখানে প্রত্যেকেই পুরোপুরি তার কর্মফল লাভ করবে। তাদের কারো প্রতিই সামান্যতম জুলুমও করা হবে না।"

٢٨٤٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ فِيْنَا النَّبِىُّ ﷺ فَذَكَرَ الْغُلُوْلَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ اَمْرَهُ قَالَ لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ (اَلْقَيَنَّ) يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ عَلٰى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ (مِنَ اللّٰهِ) شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ وَعَلٰى رَقَبَتِهِ بَعِيْرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ

شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ وَعَلٰى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ اَوْ عَلٰى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ ـ

২৮৪২. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) একদিন আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে গনীমাতের অর্থসম্পদ আত্মসাতের ভয়াবহতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেন এবং ভয়াবহ পরিণামের বিষয়ও আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় দেখতে চাই না যে, সে ঘাড়ে একটি চীৎকাররত বকরী, একটি হ্রেষারত অশ্ব বহন করছে এবং আমাকে ডেকে বলছে যে, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে এ বিপদ থেকে (রক্ষা) উদ্ধার করুন। তখন আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারছি না। আমি তো আল্লাহর বিধিবিধান তোমাদের নিকট পৌছিয়ে দিয়েছিলাম। (অথবা) আমি তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায়ও দেখতে চাই না যে, সে একটি চীৎকাররত উট ঘাড়ে বহন করে আমার কাছে এসে বলছে, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে বিপদমুক্ত করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারছি না, আল্লাহর বাণী বা আদেশ নিষেধ তো আমি তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছিলাম। (অথবা) তোমাদের কাউকে আমি এমনও দেখতে চাই না যে, সে সম্পদের বোঝা ঘাড়ে করে আমার কাছে আগমন করে বলবে, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করুন। আমি বলব, আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে সক্ষম নই। কেননা, আমি আল্লাহর বাণী তোমাদের নিকট পৌছিয়েছিলাম। (অথবা) তোমাদের কোন ব্যক্তি কাপড়ের গাঁটরি ঘাড়ে বহন করে আগমন করবে আর বাতাসে কাপড় তার ঘাড়ের ওপর উড়তে থাকবে। সে বলবে, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে বিপদমুক্ত করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারছি না। আল্লাহর বাণী তো আমি তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছিলাম।

১৯০-অনুচ্ছেদ ঃ মামুলী চুরি। নবী (স) এ ধরনের চুরি করা জিনিসপত্রে আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করে দিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর নবী (স) থেকে এরূপ কোন হাদীস উল্লেখ করেননি। এটিই সঠিক মত।

٢٨٤٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلٰى ثَقَلِ النَّبِىِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرْكَرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ فِى النَّارِ فَذَهَبُوْا يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا ـ

২৮৪৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেন, কারকারাহ নামক এক ব্যক্তির ওপর নবী (স)-এর আসবাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। সে মারা গেলে রসূলুল্লাহ (স) বললেন, সে দোযখবাসী হবে। লোকেরা এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারল যে, সে গনীমাতের মাল থেকে একটি আবা আত্মসাত করেছিল।

১৯১-অনুচ্ছেদ ঃ বন্টনের পূর্বে গনীমাতের উট বকরী যবেহ করে খাওয়া।

٢٨٤٤- عَنْ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوْعٌ وَأَصَبْنَا اِبِلاً وَغَنَمًا وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ اُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَعَجِلُوْا فَنَصَبُوْا الْقُدُوْرَ فَأَمَرَ بِالْقُدُوْرِ فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيْرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ وَفِى الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيْرَ فَطَلَبُوْهُ فَاَعْيَاهُمْ فَاَهْوَى اِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللّٰهُ فَقَالَ هٰذِهِ الْبَهَائِمُ لَهَا اَوَابِدُ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَانَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا فَقَالَ جَدِّىْ اِنَّا نَرْجُوْ اَوْ نَخَافُ اَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى اَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ (عَلَيْهِ) فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَاُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ ـ

২৮৪৪. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বর্ণনা করেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে যুলহুলাইফাতে অবস্থানকালে সবাই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম। গনীমাত বা যুদ্ধলব্ধ অর্থ হিসেবে কিছু উট এবং বকরীও আমাদের হস্তগত হয়েছিল। নবী (স) সর্ব পেছনের দলে ছিলেন। সবাই দ্রুত চুলায় ডেকচি চাপিয়ে দিলে নবী (স) এসে তা উল্টিয়ে ফেলে দেয়ার আদেশ দান করলেন। অতএব সেগুলো উল্টিয়ে ফেলে দেয়া হল। পরে নবী (স) গনীমাতের অর্থ দশটি বকরী একটি উটের সমান করে বন্টন করলেন। একটি উট ছুটে পালালে ঘোড়া কম থাকার কারণে সবাই সেটির পেছনে পেছনে তাড়া করে চলল। পরিশেষে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়লে এক ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করে সেটিকে পাকড়াও করল। নবী (স) বললেন, এসব পশুর মধ্যেও (কিছু পশুর) জংলী খাসলাত আছে। অতএব এগুলোর মধ্য হতে কোনটি পলায়ন করলে এভাবে তাকে কাবু করবে। আমার দাদা জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমরা আগামী প্রত্যুষে শত্রুর আক্রমণের আশংকা করছি ; কিন্তু আমাদের কাছে ছুরি নেই। এমতাবস্থায় আমরা কি বাঁশের ছুরি দ্বারাই পশু জবাই করে নেব। নবী (স) বললেন, দাঁত এবং নখ ছাড়া আল্লাহর নাম নিয়ে যে কোন জিনিস দ্বারাই রক্ত প্রবাহিত করা গেলে তা খাবে। এর কারণও আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। দাঁত তো হাড় বৈ কিছু নয়, আর নখকে হাবশীরা ছুরি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

১৯২-অনুচ্ছেদ ঃ বিজয়ের সুসংবাদ দান করা।

٢٨٤٥- عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ لِىْ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ تُرِيْحُنِىْ مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِيْهِ خَثْعَمُ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ فَانْطَلَقْتُ فِىْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةٍ مِنْ اَحْمَسَ وَكَانُوْا اَصْحَابَ خَيْلٍ فَاَخْبَرْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَنِّىْ لاَ اَثْبُتُ عَلَى

الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ حَتّٰى رَاَيْتُ اَثَرَ اَصَابِعِهٖ فِىْ صَدْرِىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا فَانْطَلَقَ اِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا فَاَرْسَلَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يُبَشِّرُهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ جَرِيْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاجِئْتُكَ حَتّٰى تَرَكْتُهَا كَاَنَّهَا جَمَلٌ اَجْرَبُ فَبَارَكَ عَلٰى خَيْلِ اَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ مُسَدَّدٌ بَيْتٌ فِىْ خَثْعَمَ ـ

২৮৪৫. জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাকে রসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেন, তোমরা আমাকে যুলখালাসাহ সম্পর্কে নিশ্চিত করছ না কেন ? এটা ছিল খাছআম গোত্রের দেবমন্দির যা কা'বাতুল ইয়ামানিয়াহ নামে পরিচিত ছিল। জারীর বলেন, এরপর আমি আহমাস গোত্রের এক শত পঞ্চাশজন সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার নিয়ে যাত্রা করলাম। বর্ণনাকারী (জারীর) বলেন, আমি নবী (স)-কে জানালাম, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি না। এ কথা শুনে নবী (স) আমার বুকের ওপর সজোরে করাঘাত করলেন। যে কারণে আমি আমার বুকে তাঁর আঙুলের চিহ্নগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহ তাকে স্থির করে দাও। তাকে সৎপথ প্রদর্শক ও সৎপথপ্রাপ্ত করে দাও। অতপর তিনি (বর্ণনাকারী জারীর) যুলখালাসাহ অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং সেটিকে ভেঙ্গে জ্বালিয়ে দিলেন। এরপর তিনি (জারীর) নবী (স)-এর নিকট একজন লোক পাঠিয়ে তাঁকে তা অবহিত করলেন। সংবাদবাহক (লোকটি) তাঁর [নবী (স)] নিকট পৌঁছে বলল, যিনি আপনাকে সত্য বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন, সেই সত্তার শপথ করে বলছি, আমি ঐ মন্দিরটিকে ধ্বংস করে চর্মরোগে আক্রান্ত উটের ন্যায় পরিত্যাগ করে এসেছি। বর্ণনাকারী জারীর বলেন, তিনি (স) আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈনিকদের বরকতের জন্য পাঁচবার দোয়া করেন।

১৯৩-অনুচ্ছেদ : সুসংবাদদাতাকে কোন কিছু দিয়ে পুরস্কৃত করার বর্ণনা। তাওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হলে কা'ব ইবনে মালেক (সুসংবাদদাতাকে) দু'খানা কাপড় দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন।

১৯৪-অনুচ্ছেদ : ইসলাম বিজয়ী হওয়ার পর হিজরতের প্রয়োজন নেই।[৫২]

٢٨٤٦ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لاَ هِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا ـ

৫২. কোন এলাকা থেকে হিজরতের প্রয়োজন—দু'টি কারণে দেখা দেয়। প্রথমত যদি মুসলমানদের প্রাণ ও সম্পদ কোন এলাকায় বিপন্ন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত দীন ও ঈমান রক্ষা যদি অসম্ভব হয়ে পড়ে। নবী (স)-এর বাণী : প্রাণ ও দীনের ওপর বিপর্যয় নেমে আসবে এ আশঙ্কায় কোন ব্যক্তি যদি কোন এলাকা থেকে হিজরত করে, তাহলে আল্লাহ তাকে সিদ্দীক বান্দা হিসেবে গ্রহণ করেন। আর মৃত্যুর সময় তাকে শহীদ হিসেবে গণ্য করেন। কাজেই কোন এলাকায় ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমানদের দীন ও জানমালের ওপর কোন হুমকিই আর থাকে না। তাই স্বাভাবিক কারণেই সে এলাকা থেকে হিজরত করারও কোন প্রয়োজন থাকে না।

২৮৪৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) মক্কা বিজয়ের দিন বলেন, হিজরতের আর প্রয়োজন নেই, কিন্তু জিহাদ ও নিয়তের (প্রয়োজন) অবশিষ্ট আছে। তোমাদেরকে জিহাদের জন্য (বের হওয়ার) আহবান জানানো হলে, তোমরা সে আহবানে দ্রুত সাড়া দিও।

٢٨٤٧- عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهَدِىِّ عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ مُجَاشِعُ بِاَخِيْهِ مُجَالِدِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ هٰذَا مُجَالِدُ يُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَلٰكِنْ اُبَايِعُهُ عَلَى الْاِسْلاَمِ -

২৮৪৭. আবু উসমান নাহদী থেকে বর্ণিত। মোজাশে ইবনে মাসউদ (রা) তাঁর ভাই মোজালেদ ইবনে মাসউদকে সাথে নিয়ে নবী (স)-এর কাছে এসে বললেন, এই যে, মোজালেদ সে আপনার হাতে হিজরতের জন্য বাইয়াত হতে চায়। তিনি (স) বললেন, মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের আর প্রয়োজন নেই। তবে এখন আমি তার থেকে ইসলামের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করছি।

٢٨٤٨- عَنْ عَمْرٍو وَابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ ذَهَبْتُ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اِلٰى عَائِشَةَ وَهِىَ مُجَاوِرَةٌ بِثَبِيْرٍ فَقَالَتْ لَنَا انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ مُنْذُ فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّهِ ﷺ مَكَّةَ -

২৮৪৮. আমর ইবনে জুরায়েয (রা) বর্ণনা করেন, আমি আতাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি উবায়েদ ইবনে উমায়েরকে সঙ্গে নিয়ে আয়েশা (রা)-এর নিকট গমন করলাম। তিনি তখন সাবীর পাহাড়ের পাদদেশে (সন্নিকটে) অবস্থান করতেছিলেন। তিনি তখন আমাদেরকে বললেন, যখন থেকে আল্লাহর নবী (স)-কে মক্কার ওপর বিজয়ী করেছেন তখন থেকে হিজরত রহিত হয়ে গেছে।

আতা (র) বলেন, আমি উবাইদ ইবনে উমাইরের সাথে আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি ছাবীর পাহাড়ের পাদদেশে এসেছিলেন। তিনি আমাদেরকে বললেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (স)-এর দ্বারা মক্কা জয় করানোর পর থেকে হিজরতের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে।

১৯৫–অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মী অথবা মু'মিন নারী আল্লাহর নাফরমানি করলে তাকে উলঙ্গ করতে কোন ব্যক্তি বাধ্য হলে।

٢٨٤٩- عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَكَانَ عُثْمَانِيًا فَقَالَ لِابْنِ عَطِيَّةَ وَكَانَ عَلَوِيًا اِنِّى لَاَعْلَمُ مَا الَّذِىْ جَرَّ اَصَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بَعَثَنِى النَّبِىُّ ﷺ وَالزُّبَيْرَ فَقَالَ اِئْتُوْا رَوْضَةَ كَذَا وَتَجِدُوْنَ بِهَا امْرَاَةً اَعْطَاهَا حَاطِبُ

كِتَابًا فَاَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَقُلْنَا اَلْكِتَابَ قَالَتْ لَمْ يُعْطِنِيْ فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ اَوْ لاَ ُجَرِّدَنَّكِ فَاَخْرَجَتْ مِنْ حُجْزَتِهَا فَاَرْسَلَ اِلٰى حَاطِبٍ فَقَالَ لاَ تَعْجَلْ وَاللّٰهِ مَاكَفَرْتُ وَلاَ اِزْدَدْتُ لِلْاِسْلاَمِ اِلاَّ حُبًّا وَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِكَ اِلاَّ وَلَهُ بِمَكَّةَ مَنْ يَدْفَعُ اللّٰهُ بِهٖ عَنْ اَهْلِهٖ وَمَالِهٖ وَلَمْ يَكُنْ لِيْ اَحَدٌ فَاَحْبَبْتُ اَنْ اَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا فَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ عُمَرُ دَعْنِيْ اَضْرِبْ عُنُقَهُ فَاِنَّهُ قَدْ نَافَقَ فَقَالَ مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللّٰهَ اِطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ فَهٰذَا الَّذِيْ جَرَّاَهُ ـ

২৮৪৯. সাদ ইবনে উবায়দাহ (রা) থেকে, আবু আবদুর রহমান উসমানী (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি ইবনে আতিয়াহ উলুব্বীকে বললেন, আমি জানি তোমাদের এ সঙ্গী (আলী)-কে কোন জিনিস রক্তপাতে দুঃসাহসী বানিয়েছে। তাঁকে (আলী) আমি বলতে শুনেছি, নবী (স) আমাকে ও যুবায়েরকে প্রেরণ করে বললেন, অমুক বাগানের দিকে (রাওদা খাক নামক স্থানে) দ্রুত চলে যাও। সেখানে এক মহিলাকে দেখতে পাবে। তার কাছে হাতেব একটি পত্র দিয়েছে। অতএব আমরা রাওদা নামক স্থানে পৌঁছে মহিলাকে বললাম, তোমার নিকট যে পত্র আছে তা বের করে দাও। মহিলাটি বলল, সে (হাতেব) তো আমাকে কোন পত্র দেয়নি। আমরা বললাম, পত্র বের কর, নইলে আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করে অনুসন্ধান করব। এরপর মহিলাটি তার কোমর হতে পত্রটি বের করে দিল। তিনি (স) হাতেবকে ডেকে পাঠালেন, হাতেব এসে বলল, আপনি (আমার ব্যাপারে) তাড়াহুড়ো করবেন না। আল্লাহর শপথ ! আমি কুফরী এখতিয়ার করিনি এবং ইসলামে নতুন কিছু যোগও করিনি। ইসলামের প্রতি আমার যথেষ্ট অনুরাগ আছে। (প্রকৃত ব্যাপার এই যে,) আপনার, মোহাজের সাহাবাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, মক্কায় যার অর্থসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের কেউ নেই। কিন্তু আমার সেখানে এমন কেউ নেই। তাই আমি মনে করলাম যে, তাদের (মক্কাবাসী কাফের) প্রতি কিছুটা এহসান করি (তাতে আমার অর্থসম্পদ ও পরিবার-পরিজন রক্ষা পাবে)। তিনি (স) তার বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করলেন। উমার (রা) বললেন, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। কেননা সে মুনাফিকী করেছে। নবী (স) বললেন, তুমি অবগত নও যে, আল্লাহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা ভালভাবে অবগত। আল্লাহ তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ তোমাদের যেমন ইচ্ছা আমল কর। এই কথাই তাঁকে সাহস যুগিয়েছে।

১৯৬-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদেরকে অভ্যর্থনা জানানো।

٢٨٥٠- عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ اَبْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِ جَعْفَرٍاَتَذْكُرُ اِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَاَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ ـ

২৮৫০. ইবনে আবু মুলাইকা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনুয যুবায়ের (রা) ইবনে জাফর (রা)-কে বলেন, যখন আমি, আপনি ও ইবনে আব্বাস (রা) রসূলুল্লাহ (স)-কে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে গিয়েছিলাম, তখনকার কথা কি আপনার মনে পড়ে ? ইবনে জাফর জবাব দিলেন, হাঁ (সেই সময়) নবী (স) আপনাকে বাদ রেখে আমাদের দু'জনকে তাঁর সওয়ারীতে উঠিয়ে নিয়েছিলেন।

٢٨٥١- عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ ذَهَبْنَا نَتَلَقَّى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَعَ الصِّبْيَانِ اِلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ -

২৮৫১. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেন, অন্যান্য বালকদের সাথে আমরা রসূলুল্লাহ (স)-কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সানিয়াতুল বিদা নামক জায়গা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলাম।

১৯৭-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে কি বলতে হবে ?

٢٨٥٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا قَفَلَ كَبَّرَ ثَلاَثًا قَالَ اٰيِبُوْنَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا سَاجِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ -

২৮৫২. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) (জিহাদ হতে) প্রত্যাবর্তন করে তিনবার তাকবীর ধ্বনি দিতেন, অতপর বলতেন, আমরা ইনশাআল্লাহ (স্বএলাকায়) প্রত্যাবর্তনকারী, গোনাহ থেকে তাওবাকারী, আল্লাহর ইবাদাতকারী ও প্রশংসাকারী এবং আমাদের রবের উদ্দেশ্যে সিজদাকারী। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য করে দেখিয়েছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সকল বাতিল শক্তিগুলোকে পর্যুদস্ত করেছেন।

٢٨٥٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَقْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَقَدْ اَرْدَفَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ فَصُرِعَا جَمِيْعًا فَاقْتَحَمَ اَبُوْ طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَعَلَنِيْ اللّٰهُ فِدَاءَكَ قَالَ عَلَيْكَ الْمَرْاَةَ فَقَلَبَ ثَوْبًا عَلٰى وَجْهِهِ وَاَتَاهَا فَاَلْقَاهَا عَلَيْهَا وَاَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا فَرَكِبَا وَاكْتَنَفْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُ ذٰلِكَ حَتّٰى دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ -

২৮৫৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উসফান হতে প্রত্যাবর্তনের পথে নবী (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। আর রসূলুল্লাহ (স) তাঁর সওয়ারীর পেছনে হুয়াই কন্যা সাফিয়্যাকে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। (এক সময়) তাঁর উট হোঁচট খেলে তাঁরা উভয়েই ছিটকে পড়ে গেলেন। আবু তালহা (রা) দ্রুত ছুটে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কোরবান করুন। তিনি (স) বললেন, মহিলাটির প্রতি দৃষ্টি দাও। সুতরাং আবু তালহা (রা) একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা নিজ মুখমণ্ডল আড়াল করে সাফিয়্যার নিকট গেলেন এবং বস্ত্রখণ্ডটি তার জন্য আবরণ তৈরী করলেন অতপর তিনি তাদের সাওয়ারীটিও ঠিকঠাক করে দিলেন। নবী (স) ও সাফিয়্যা পুনঃ তাতে আরোহণ করলে আমরা রসূলুল্লাহ (স)-কে বেষ্টন করে অগ্রসর হতে থাকলাম। আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে নবী (স) বললেন, আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, গোনাহ হতে তাওবাকারী, (আল্লাহর) ইবাদাতকারী এবং প্রশংসাকারী। মদীনায় প্রবেশ না করা পর্যন্ত তিনি এ কথাগুলো আওড়াতে থাকলেন।

٢٨٥٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ اَقْبَلَ هُوَ وَاَبُوْ طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَفِيَّةُ مُرْدِفُهَا عَلٰى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا كَانُوْا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَصُرِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَرْاَةُ وَاِنَّ اَبَا طَلْحَةَ قَالَ اَحْسِبُ قَالَ اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيْرِهِ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ جَعَلَنِيْ اللّٰهُ فِدَاءَكَ هَلْ اَصَابَكَ مِنْ شَىْءٍ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْاَةِ فَاَلْقٰى اَبُوْ طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلٰى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَاَلْقٰى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرْاَةُ فَشَدَّ لَهُمَا عَلٰى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا فَسَارُوْا حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِظَهْرِ الْمَدِيْنَةِ اَوْ قَالَ اَشْرَفُوْا عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُهَا حَتّٰى دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ -

২৮৫৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ও আবু তালহা (রা) নবী (স)-এর সাথে ফিরছিলেন এবং নবী (স)-এর সওয়ারীর পেছনে সাফিয়্যা (রা) বসা ছিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর উষ্ট্রীটি হোঁচট খেলে নবী (স) ও মহিলা ছিটকে পড়লেন। সাথে সাথে আবু তালহা (রা) তাঁর উট থেকে মহিলার উপর কাপড় নিক্ষেপ করলেন। তিনি নবী (স)-এর কাছে দৌড়ে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন। আপনি কি চোট পেয়েছেন? তিনি বললেন, না, তবে তুমি মহিলার খোঁজ নাও। তখন তিনি নিজের মুখমণ্ডলের উপরে কাপড় দিয়ে মহিলার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। তখন মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। অতপর তিনি তাদের সওয়ারীটি ঠিকঠাক করে দিলেন এবং উভয়ে তাতে আরোহণ করে পুনরায় রওয়ানা করলেন। যখন (কাফেলা) মদীনার উপকণ্ঠে পৌছল, অথবা মদীনার নিকটবর্তী হলো তখন নবী (স) বলতে থাকলেন ঃ আমরা প্রত্যাবর্তনকারী,

পাপ হতে তাওবাকারী, ইবাদাতকারী এবং আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী । মদীনা নগরীতে প্রবেশ করা পর্যন্ত তা আওড়াতে থাকলেন।

১৯৮-অনুচ্ছেদ ঃ সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে নামায আদায় করা।

٢٨٥٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ لِىْ اُدْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ـ

২৮৫৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এক সফরে আমি নবী (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা মদীনায় ফিরে এলে তিনি (স) আমাকে বললেন, মসজিদে প্রবেশ কর, অতপর দু' রাকআত নামায আদায় কর।

٢٨٥٦- عَنْ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ضُحًى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّجْلِسَ ـ

২৮৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে কাব ও উবায়দুল্লাহ ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) সফর থেকে দুপুরের পূর্বে প্রত্যাবর্তন করলে মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং বসার পূর্বে দু'রাকআত নামায আদায় করতেন।

১৯৯-অনুচ্ছেদ ঃ সফর হতে প্রত্যাবর্তন করে খাদ্য পরিবেশন। সফর হতে প্রত্যাবর্তনের পর সাক্ষাতপ্রার্থীদের ইবনে উমার (রা) খানা খাওয়াতেন।

٢٨٥٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَحَرَ جَزُوْرًا اَوْ بَقَرَةً زَادَ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبٍ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اِشْتَرَى مِنِّى النَّبِيُّ ﷺ بَعِيْرًا بِوَقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ اَوْ دِرْهَمَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا اَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَاَكَلُوْا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اَمَرَنِىْ اَنْ اٰتِىَ الْمَسْجِدَ فَاُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ وَوَزَنَ لِىْ ثَمَنَ الْبَعِيْرِ ـ

২৮৫৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) মদীনায় আগমন করে একটা উট অথবা গরু জবেহ করেছিলেন। মুআয, শোবা ও মুহারেবের সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এই কথাও আছে ঃ জাবের (রা) বলেছেন, নবী (স) দুই আওকিয়া এক দিরহাম বা দুই দিরহাম দিয়ে আমার নিকট থেকে একটা উট খরিদ করলেন এবং ছেরার[৫৩] নামক জায়গায় উপনীত হয়ে একটি গরু জবেহ করার আদেশ দিলেন একটি গরু জবেহ করা

৫৩. মদীনার পার্শ্ববর্তী একটা জায়গার নাম ছেরার।

হলো এবং সকলেই তা ভক্ষণ করল। মদীনায় পৌছে তিনি আমাকে মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত নামায আদায় করার আদেশ দিলেন এবং উটের মূল্য আমাকে ওজন করে পরিশোধ করলেন।

٢٨٥٨- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ صِرَارٌ مَوْضِعُ نَاحِيَةٌ بِالْمَدِيْنَةِ -

২৮৫৮. জাবের (রা) বলেন, আমি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করলে নবী (স) আমাকে বললেন, দুই রাকআত নামায আদায় কর

২০০. অনুচ্ছেদ ঃ গনীমাতের[৫৪] অর্থের এক-পঞ্চমাংশ ফরয হওয়ার বিধান।

٢٨٥٩- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَتْ لِيْ شَارِفٌ مِنْ نَصِيْبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اَعْطَانِيْ شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ فَلَمَّا اَرَدْتُ اَنْ اَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِيْ قَيْنُقَاعٍ اَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ فَنَأْتِيَ بِاِذْخِرٍ اَرَدْتُ اَنْ اَبِيْعَهُ الصَّوَّاغِيْنَ وَاَسْتَعِيْنَ بِهٖ فِيْ وَلِيْمَةِ عُرْسِيْ فَبَيْنَا اَنَا اَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الْاَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ اِلٰى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ رَجَعْتُ حِيْنَ جَمَعْتُ مَاجَمَعْتُ فَاِذَا شَارِفَايَ قَدْ اُجِبَّتْ اَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَاُخِذَ مِنْ اَكْبَادِهِمَا فَلَمْ اَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِيْنَ رَاَيْتُ ذٰلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا فَقُلْتُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا فَقَالُوْا فَعَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِيْ هٰذَا الْبَيْتِ فِيْ شَرْبٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى اَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ

---

৫৪. ইসলামী বিধানে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত শত্রুর যেসব অর্থসম্পদ বা মূল্যবান বস্তু মুসলমানদের হস্তগত হয় তাকে গনীমাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) বলা হয়। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে ইসলামী শরীআতের বিধান হল এর চার-পঞ্চমাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। এক্ষেত্রেও ইসলামী শরীআতের বিস্তারিত বিধান রয়েছে। বন্টনের ক্ষেত্রে অশ্বারোহী সৈনিকদের পদাতিক সৈনিকদের তুলনায় দ্বিগুণ প্রদান করা হবে। আর অবশিষ্ট এক-পঞ্চমাংশ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল বা জাতীয় ধনভাণ্ডারের মাধ্যমে ইয়াতীম, মিসকীন, অসহায় পথিক এবং আল্লাহর রসূল ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টিত হবে। কুরআন মজীদে সূরা আনফালের প্রথমেই এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ‌ (سورة انفال :٤١)

"তোমরা যেসব সম্পদ গনীমাত হিসেবে অর্জন করবে, জেনে রাখ তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ, আল্লাহর রসূল, তাঁর নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন এবং অসহায় পথিকদের জন্য নির্দিষ্ট।" এ ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা শুধু এ জন্যে বলা হয়েছে যে, এই এক-পঞ্চমাংশের বন্টনের অধিকার একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হাতে সংরক্ষিত; অন্য কারও এখানে কোন অধিকার নেই।

فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ وَجْهِي الَّذِيْ لَقِيْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَالَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ عَدَا حَمْزَةُ عَلٰى نَاقَتَيَّ فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِيْ بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدٰى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتّٰى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوْا لَهُمْ فَإِذَاهُمْ شَرْبٌ فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَلُوْمُ حَمْزَةَ فِيْمَا فَعَلَ فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلٰى رُكْبَتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلٰى سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلٰى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيْدٌ لِأَبِيْ فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ فَنَكَصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرٰى وَخَرَجْنَا مَعَهُ ـ

২৮৫৯. আলী (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন গনীমাতের সম্পদ থেকে অংশ হিসেবে আমি একটি উষ্ট্রী লাভ করেছিলাম। আর অবশিষ্ট পঞ্চমাংশ থেকে নবী (স) আমাকে আরো একটি উষ্ট্রী দান করেছিলেন। এ সময় রসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা ফাতেমার সাথে বাসর রচনার ইচ্ছা করে আমি বনী কায়নুকার এক স্বর্ণকারকে ইযখির (এক প্রকার সুগন্ধি ঘাস) আনার উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে (নিয়ে) যাওয়ার জন্য ঠিক করলাম। ইচ্ছা করেছিলাম ঐগুলো স্বর্ণকারদের কাছে বিক্রি করে তা দ্বারা আমার নবপরিণতা বধূর ওয়ালিমার ব্যবস্থা করব। আমার উষ্ট্রী দু'টি এক আনসারের কক্ষের পাশে শুয়েছিল আর আমি হাওদাহ, ঘাসের জাল ও দড়ি ইত্যাদি সরঞ্জাম সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলাম। আমি সবকিছু সংগ্রহ করে ফিরে এসে দেখতে পেলাম আমার উষ্ট্রী দু'টির উঁচু কুঁজ কর্তন করা হয়েছে এবং পেট ফেড়ে কলিজা বের করে নেয়া হয়েছে। আমার উষ্ট্রী দু'টির এ দৃশ্য দেখে আমি অশ্রুসংবরণ করতে পারলাম না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে এ কাজ করেছে ? সবাই বলল, আবদুল মুত্তালিবের বেটা হামযাহ এ কাজ করেছে। সে আনসারদের কিছু সংখ্যক শরাবপায়ীদের সাথে এ ঘরের মধ্যে অবস্থান করছে। আমি সেখান থেকে নবী (স)-এর নিকট গমন করলাম। এ সময় জায়েদ ইবনে হারেসাহ তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। আমার চেহারা দেখেই নবী (স) উপলব্ধি করতে পারলেন যে, ব্যাপার কিছু ঘটে গেছে। সুতরাং তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আজকের মত দুর্দিন আমার কোনদিনও আসেনি। হামযাহ আমার উষ্ট্রী দু'টির ওপর অত্যাচার করেছে। সে উষ্ট্রী দু'টির উঁচু কুঁজ কেটে নিয়েছে এবং পেটের দু'পাশ কেটে কলিজা বের করে নিয়েছে। আর এখন সে এক ঘরের মধ্যে শরাবীদের সাথে অবস্থান করছে। এসব কথা শুনে নবী (স) তাঁর চাদরখানা চেয়ে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে পায়ে হেঁটে

রওয়ানা হলেন। আমি এবং জায়েদ ইবনে হারেসা তাঁর পেছনে পেছনে চললাম। হামযাহ যে ঘরে অবস্থান করছিল সে ঘরের কাছে পৌছে নবী (স) প্রবেশের অনুমতি চাইলে তারা তাদের সবাইকে [নবী (স), আলী, জায়েদ] অনুমতি প্রদান করল। তিনি প্রবেশ করে দেখলেন, ঘরের মধ্যে সবাই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আছে। রসূলুল্লাহ (স) হামযাহর কৃতকর্মের জন্য তাকে ভর্ৎসনা করতে শুরু করলেন। আর হামযাহ নেশাগ্রস্ত রক্তচক্ষু নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকল। কিছুক্ষণ পরে দৃষ্টি সরিয়ে তাঁর হাঁটুর প্রতি দৃষ্টিপাত করল। কিছুক্ষণ পর আবার দৃষ্টি সরিয়ে নাভীর প্রতি দৃষ্টিপাত করল এবং এর কিছুক্ষণ পরে দৃষ্টি সরিয়ে তাঁর মুখমন্ডলের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা তো আমার পিতার দাস বৈ কিছু নও। রসূলুল্লাহ (স) বুঝতে পারলেন, এ এখন নেশায় বিভোর আছে। তারপর রসূলুল্লাহ (স) পেছন ফিরে হেঁটে ফিরে আসলেন। আমরাও তাঁর সাথে সাথে ফিরে আসলাম।

٢٨٦٠- عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ اِبْنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَأَلَتْ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّقْسِمَ لَهَا مِيْرَاثَهَا مَا تَـرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهَجَرَتْ اَبَا بَكْرٍ فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتّٰى تُوُفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِتَّةَ اَشْهُرٍ قَالَتْ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ اَبَا بَكْرٍ نَصِيْبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ وَصَدَقَتَهُ بِالْمَدِيْنَةِ فَاَبٰى اَبُوْ بَكْرٍ عَلَيْهَا ذٰلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ اِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ فَاِنِّىْ اَخْشٰى اِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ اَمْرِهِ اَنْ اَزِيْغَ فَاَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِيْنَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ اِلٰى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَاَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَاَمْسَكَهَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَتَا لِحُقُوْقِهِ الَّتِىْ تَعْرُوْهُ وَنَوَائِبِهِ وَاَمْرُهُمَا اِلٰى مَنْ وَلِىَ الاَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلٰى ذٰلِكَ اِلَى الْيَوْمِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اِعْتَرَاكَ اِفْتَعَلْتَ مِنْ عَرَوْتُهُ فَاَصَبْتُهُ وَمِنْهُ يَعْرُوْهُ وَاعْتَرَانِىْ -

২৮৬০. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পর তার কন্যা ফাতেমা আবু বকরের কাছে এসে ফাই বা বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ, যা আল্লাহ তাঁর রসূলের অধিকারে ও মালিকানায় অর্পণ করেছিলেন এবং তিনি ওফাতের সময় যা পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন—তা থেকে উত্তরাধিকারিণী হিসেবে অংশ বন্টন করে দেয়ার দাবী করেন (প্রার্থনা জানান)। আবু বাকর (রা) তাঁকে বললেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

আমি (পরিত্যক্ত সম্পদের) কোন উত্তরাধিকারী রেখে যাচ্ছি না, যা কিছু (সম্পদ) রেখে যাচ্ছি তা সাদকা হিসেবে গণ্য হবে। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা ফাতেমা রাগান্বিত হলেন এবং এজন্য আবু বাকরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখেননি। রসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের পর তিনি (ফাতেমা) ছয় মাস জীবিত ছিলেন। আয়েশা বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) খায়বার, ফাদাক এবং সাদকা হিসেবে মদীনাতে যা কিছু পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন, ফাতেমা আবু বাকরের কাছে সেগুলো থেকে তাঁর অংশ বরাবরই দাবী করতেন। কিন্তু আবু বাকর তা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন। আবু বাকর বলতেন, রসূলুল্লাহ (স) করতেন এমন কোন ক্ষুদ্র আমলও আমি পরিত্যাগ করতে পারি না। কেননা আমি তাঁর কোন কাজ বা নির্দেশ যদি পরিত্যাগ করি, তাহলে পথভ্রষ্ট হব বলে আমার আশংকা হয়। মদীনাতে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাদকা বা ওয়াকফকৃত সম্পদ উমার, আলী ও আব্বাসকে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু খায়বার ও ফাদাকের সম্পদ তিনি (উমর) নিজের (তথা কেন্দ্রীয় সরকারের) তহবিলে রেখেছিলেন। তিনি বলতেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর এ দু'টি ওয়াকফকৃত সম্পদ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উদ্ভূত প্রয়োজনে ব্যয়িত হত। এ কারণেই এগুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সমকালীন খলীফার এখতিয়ারভুক্ত থাকবে। বুখারী (র) বলেন, ওগুলো এখনো পর্যন্ত ওয়াকফকৃত সম্পদ হিসেবে বিদ্যমান আছে।

٢٨٦١- عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا جَالِسٌ فِىْ اَهْلِىْ
حِيْنَ مَتَعَ النَّهَارُ اِذَا رَسُوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَأْتِيْنِىْ فَقَالَ اَجِبْ اَمِيْرَ
الْمُؤْمِنِيْنَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلٰى عُمَرَ فَاِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلٰى رِمَالِ
سَرِيْرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ مُتَّكِئٌ عَلٰى وِسَادَةٍ مِّنْ اَدَمٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ
جَلَسْتُ فَقَالَ يَا مَالِ اِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ اَهْلُ اَبْيَاتٍ وَقَدْ اَمَرْتُ
فِيْهِمْ بِرَضْخٍ فَاقْبِضْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَوْ اَمَرْتَ
بِهِ غَيْرِىْ قَالَ اَقْبِضْهُ اَيُّهَا الْمَرْءُ فَبَيْنَا اَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ
اَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِىْ عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ
وَسَعْدِ ابْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَسْتَاْذِنُوْنَ قَالَ نَعَمْ فَاَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا فَسَلَّمُوْا وَجَلَسُوْا
ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَا يَسِيْرًا ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِىْ عَلِيٍّ وَ عَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ فَاَذِنَ
لَهُمَا فَدَخَلَا فَسَلَّمَا فَجَلَسَا فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِقْضِ بَيْنِىْ وَبَيْنَ
هٰذَا وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيْمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ مِنْ بَنِىْ النَّضِيْرِ فَقَالَ

الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَاَصْحَابُهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِقْضِ بَيْنَهُمَا وَاَرِحْ اَحَدَهُمَا مِنَ الْاٰخَرِ قَالَ عُمَرُ تَيِدُكُمْ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ بِاِذْنِهٖ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَفْسَهُ قَالَ الرَّهْطُ : قَدْ قَالَ ذٰلِكَ فَاَقْبَلَ عُمَرُ عَلٰى عَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ اَنْشُدُكُمَا اللّٰهَ اَتَعْلَمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ قَالاَ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ قَالَ عُمَرُ فَاِنِّىْ اُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْاَمْرِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ خَصَّ رَسُوْلَهُ ﷺ فِىْ هٰذَا الْفَىْءِ بِشَىْءٍ لَمْ يُعْطِهٖ اَحَدًا غَيْرَهُ ثُمَّ قَرَأَ وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ اِلٰى قَوْلِهٖ قَدِيْرٌ فَكَانَتْ هٰذِهٖ خَالِصَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ مَا احْتَزَهَا دُوْنَكُمْ وَلاَ اسْتَاْثَرَبِهَا عَلَيْكُمْ قَدْ اَعْطَاكُمُوْهُ وَ بَثَّهَا فِيْكُمْ حَتّٰى بَقِىَ مِنْهَا هٰذَا الْمَالُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهٖ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هٰذَا الْمَالِ ثُمَّ يَاْخُذُ مَا بَقِىَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللّٰهِ فَعَمِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ حَيَاتَهُ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ قَالُوْا نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لِعَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذٰلِكَ قَالَ عُمَرُ ثُمَّ تَوَفَّى اللّٰهُ نَبِيَّهُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا وَلِىُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَضَهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُ فِيْهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى اللّٰهُ اَبَا بَكْرٍ فَكُنْتُ اَنَا وَلِىَّ اَبِىْ بَكْرٍ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ اِمَارَتِىْ اَعْمَلُ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا عَمِلَ فِيْهَا اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنِّىْ فِيْهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ جِئْتُمَانِىْ تُكَلِّمَانِىْ وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَاَمْرُكُمَا وَاحِدٌ جِئْتَنِىْ يَا عَبَّاسُ تَسْاَلُنِىْ نَصِيْبَكَ مِنِ ابْنِ اَخِيْكَ وَجَاءَنِىْ هٰذَا يُرِيْدُ عَلِيًّا يُرِيْدُ نَصِيْبَ امْرَاَتِهٖ مِنْ اَبِيْهَا فَقُلْتُ لَكُمَا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَلَمَّا بَدَا لِىْ اَنْ اَدْفَعَهُ اِلَيْكُمَا فَقُلْتُ اِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا عَلٰى اَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللّٰهِ وَمِيْثَاقَهُ لَتَعْمَلاَنِ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَبِمَا عَمِلَ فِيْهَا اَبُوْ بَكْرٍ وَبِمَا عَمِلْتُ فِيْهَا مُنْذُ وَلِيْتُهَا فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا اِلَيْنَا

فَبِذٰلِكَ دَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا فَاَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ دَفَعْتُهَا اِلَيْهِمَا بِذٰلِكَ قَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلٰى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ دَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا بِذٰلِكَ قَالاَ نَعَمْ قَالَ فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّى قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ فَوَاللّٰهِ الَّذِىْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ لاَ اَقْضِىْ فِيْهَا قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ فَاِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا اِلَىَّ فَاِنِّىْ اَكْفِيْكُمَاهَا ـ

২৮৬১. মালেক ইবনে আওস (রা) বর্ণনা করেন, একদিন পূর্বাহ্নে প্রচন্ড রৌদ্র তাপের সময় আমি নিজের পরিবার-পরিজনের মধ্যে অবস্থানরত ছিলাম। এ সময় উমার উবনে খাত্তাব (রা)-এর দূত এসে আমাকে বলল, আমীরুল মুমিনীন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি তার সাথে উমারের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখলাম তিনি খেজুরের ডাল দিয়ে তৈরী একটা খাটের ওপর একটি চামড়ার বালিশে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে বসে পড়লে তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে মালেক, তোমার গোত্রের কয়েক ঘর লোক (সাহায্যপ্রার্থী হয়ে) আমার কাছে এসেছে। আমি তাদেরকে অল্প কিছু (অর্থ) দেয়ার নির্দেশ দিয়েছি। ওগুলো তুমি নিয়ে তাদের মধ্যে বন্টন করে দাও। আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন ! এ দায়িত্ব অন্যের ওপর অর্পণ করলেই ভাল হত। তিনি বললেন, আরে, নিয়ে যাও না। এরপর আমি তাঁর কাছে বসে আছি। ইতিমধ্যে তাঁর দ্বাররক্ষী ইয়ারফা প্রবেশ করে বলল, উসমান, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, যুবায়ের এবং সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) (সাক্ষাতের) অনুমতি প্রার্থনা করছে। তাদেরকে কি আসতে দেয়া যায় ? তিনি বললেন, হাঁ। তাদেরকে অনুমতি প্রদান করলে তারা সবাই প্রবেশ করে সালাম দিয়ে বসে পড়লেন। অতপর ইয়ারফা অল্প কিছুক্ষণ বসার পর এসে বলল, আলী ও আব্বাসের জন্য কি আপনার অনুমতি আছে ? তিনি বললেন, হাঁ। তাদেরকেও প্রবেশের অনুমতি দিলে তারা প্রবেশ করে সালাম দিয়ে বসে পড়লেন। তাঁরা দু'জন পরস্পর আল্লাহ তাঁর রসূলকে বনু নাযীর গোত্রের যে সম্পদ বিনা যুদ্ধে দান করেছিলেন—সে বিষয়ে ঝগড়া করছিলেন। সুতরাং আব্বাস বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন ! আমার ও তাঁর (আলীর) মধ্যে মীমাংসা করে দিন। (একথা শুনে) উসমান ও তাঁর সাথীগণ বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন ! তাদের ঝগড়া মীমাংসা করে দিয়ে পরস্পরের মধ্যে শান্তি কায়েম করে দিন। (সব শুনে) উমর বললেন, থামুন ! আমি সবাইকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, যাঁর নির্দেশে পৃথিবী ও ঊর্ধজগত ঠিকমত চলছে, আপনারা কি জানেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমরা (নবীগণ) কোন উত্তরাধিকারী রেখে যাই না, আমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সাদকা হিসেবে গণ্য হয় ? এর দ্বারা কি রসূলুল্লাহ (স) নিজেকে বুঝাননি ? সবাই বললেন, হাঁ, নবী (স) তাই বলেছিলেন। এরপর উমার আলী ও আব্বাসের দিকে ফিরে বললেন, আমি আপনাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আপনারা কি জানেন, রসূলুল্লাহ (স) এ কথা বলেছেন ? উভয়ে জবাব দিলেন, হাঁ, তিনি তা বলেছেন। উমার বললেন, আমি এ বিষয়ে আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আল্লাহ

এই ফাই (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ)-এর একটি জিনিসকে বিশেষভাবে তাঁর রসূলের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা অপর কাউকে প্রদান করেননি। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ "আর আল্লাহ তাঁর রসূলকে ফাই হিসেবে (বিনা যুদ্ধে) যা কিছু প্রদান করেছেন, সে জন্য তোমরা ঘোড়া বা সেনাবাহিনী পরিচালনা করো নাই, বরং আল্লাহ তাঁর রসূলগণকে যার বিরুদ্ধে ইচ্ছা বিজয় দান করেন। আল্লাহ সকল কিছুর ওপরেই ক্ষমতাবান।(সূরায়ে হাশর, আয়াত ঃ ৭)। সুতরাং এ অর্থ ছিলো রসূলের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। আল্লাহর শপথ ! তিনি তোমাদেরকে বাদ দিয়ে এককভাবে এ মাল গ্রহণ করেননি বা এককভাবে শুধু তোমাদেরকেও প্রদান করেননি। বরং এর থেকে তোমাদের সবাইকে দিয়েছেন এবং সবার মধ্যেই বন্টন করেছেন। অবশেষে তা থেকে এই পরিমাণ অর্থ অবশিষ্ট আছে। এ সম্পদ থেকেই রসূলুল্লাহ (স) তাঁর পরিবার-পরিজনদের পুরো এক বছরের জন্য ব্যয় করতেন এবং অবশিষ্ট অর্থ আল্লাহর মাল অর্থাৎ সাদকার মত খরচ করতেন। আর রসূলুল্লাহ (স) তাঁর সমগ্র জীবনে এভাবেই আমল করেছেন। আমি আল্লাহর শপথ দিয়ে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করছি, আপনারা কি এসব অবগত আছেন ? সবাই বললেন, হাঁ, আমরা অবগত আছি। তারপর তিনি আলী ও আব্বাসকে লক্ষ করে বললেন, আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, (যা বললাম) আপনারা কি তা জানেন ? উমার (রা) আরো বললেন, এরপর আল্লাহ তাঁর নবী (স)-কে ওফাত দান করলেন। তখন আবু বাকর এই বলে উক্ত সম্পদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বহন করলেন, যে আমি আল্লাহর রসূলের স্থলাভিষিক্ত। তিনি ঠিক তেমনি করলেন যেরূপ রসূলুল্লাহ (স) করেছিলেন। আল্লাহ জানেন, তিনি এ ব্যাপারে সত্যবাদী, সৎ, সুপথপ্রাপ্ত এবং হকের অনুসারী ছিলেন। এরপর আল্লাহ আবু বাকরকেও ওফাত দান করলেন। আমি আবু বাকরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে উক্ত সম্পদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আমার খেলাফতের বিগত দু'বছর যাবত পালন করে আসছি। আর এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বাকর যেমন কাজ করেছেন আমিও তেমনটিই করে আসছি। আল্লাহ জানেন, আমি এ ব্যাপারে সত্যবাদী, সৎকর্মশীল, সুপথপ্রাপ্ত এবং হকের অনুসারী। আর আজ আপনারা দু'জনেই একই দাবী নিয়ে আমার নিকট আগমন করে সে বিষয়ে কথা বলেছেন। আপনাদের উভয়ের উদ্দেশ্য একই। হে আব্বাস ! আপনি এসেছেন, আপনার ভাতিজার সম্পদে অংশের দাবী নিয়ে। আর এই আলী এসেছেন, তাঁর শ্বশুরের সম্পদ থেকে তাঁর স্ত্রীর অংশের দাবী নিয়ে। আমি আপনাদেরকে জানালাম, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমরা (নবীগণ) কোন উত্তরাধিকারী করে যাই না। আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ সাদকা হিসেবে গণ্য হয়। ঐগুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আমি আপনাদের ওপর অর্পণ করেছিলাম, তখন বলেছিলাম, একটি শর্তেই তা আমি আপনাদের ওপর অর্পণ করতে পারি। আর তা এই যে, আপনারা আল্লাহর নামে এই বলে প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞা করবেন যে, রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বাকর এ সম্পদ যেভাবে কাজে লাগিয়েছেন এবং আমার তত্ত্বাবধানে আসার পর যেভাবে আমি কাজে লাগিয়েছি, আপনারাও ঠিক তেমনিভাবে কাজে লাগাবেন। আপনারা বলেছিলেন, হাঁ, এভাবেই আমাদের হাতে অর্পণ করুন। ঐ শর্তেই আমি আপনাদের দায়িত্বে তা অর্পণ করেছিলাম (অতপর তিনি সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন,) আপনাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আমি কি তাদেরকে এই শর্তে উক্ত সম্পদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করিনি ?

সবাই জবাব দিলেন, হাঁ, এ শর্তে দেয়া হয়েছিল। অতপর তিনি (উমার) আলী ও আব্বাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ দিয়ে আপনাদেরকে বলছি, এই শর্তেই কি আমি আপনাদেরকে উক্ত সম্পদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করিনি ? তাঁরা উভয়েই বললেন, হাঁ। উমর বললেন, এই মীমাংসিত বিষয়ে পুনরায় কেন আপনারা আমার নিকট নতুন মীমাংসা প্রার্থনা করছেন ? যার আদেশ ও ব্যবস্থাপনায় পৃথিবী ও উর্ধজগত সঠিকভাবে চলছে, সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, এ ব্যাপারে নতুন কোন মীমাংসা আমি করবা না। তবে যদি আপনারা এর তত্ত্বাবধান ও দেখাশোনা করতে অপারগ ও অক্ষম হয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে প্রত্যর্পণ করুন। আপনাদের পরিবর্তে আমি একাই উক্ত সম্পদের তত্ত্বাবধানের জন্য যথেষ্ট।

২০১- অনুচ্ছেদ ঃ গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে জমা দেয়া দীনের অংশ।

٢٨٦٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا هٰذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيْعَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرٍ فَلَسْنَا نَصِلُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ نَأْخُذُ مِنْهُ وَنَدْعُوْ اِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ اٰمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَعَقَدَ بِيَدِهٖ وَاِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَاَنْ تُؤَدُّوْا لِلّٰهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ ـ

২৮৬২. ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা রাবীয়া গোত্রেরই একটি শাখা। আমাদের ও আপনার মাঝখানে কাফের মুদার গোত্রের অবস্থান হওয়ার কারণে মাহে হারাম ছাড়া আর কোন সময় আমরা আপনার নিকট আসতে পারি না। কাজেই, আমাদের এমন কিছু কাজের আদেশ করুন, যা আমাদের গোত্রের অন্যান্য লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে আমরা বলব এবং নিজেরাও সেই অনুযায়ী কাজ করব। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয়ের আদেশ দিচ্ছি ও চারটি বিষয়ে নিষেধ করছি। আদেশ দিচ্ছি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই এ কথার সাক্ষ্য দেবার এ বলে তিনি হাত দিয়ে ইশারা করলেন। নামায কায়েম করার, যাকাত আদায় করার, রমযানের রোযা রাখার এবং গণীমাতের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর উদ্দেশ্যে আদায় করার আদেশ দিচ্ছি। আর নিষেধ করছি, কদুর পাত্র ব্যবহার করতে, কাষ্ঠপাত্র ব্যবহার করতে, সবুজ বর্ণের মৃৎপাত্র এবং তেলে পাকানো পাত্র ব্যবহার করতে।[৫৫]

২০২- অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীগণের ভরণপোষণ।

---

৫৫. যে ক'টি বিষয়ে নবী (স) আদেশ করলেন, তার মধ্যে হজ্জের কথা নেই। অথচ হজ্জ ঈমানের একটি মৌলিক স্তম্ভ। এর কারণ এই যে, হজ্জের (ফরয হওয়ার) নির্দেশ তখন পর্যন্ত প্রদান করা হয়নি। যেসব পাত্র ব্যবহার করতে নবী (স) নিষেধ করলেন তা এ কারণে যে, জাহেলী যুগে ঐসব পাত্রে সাধারণত মদ্য প্রস্তুত ও পান করা হতো। মদ হারাম হওয়ার বিধানটি মুসলমানদের মনে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর আবার এ পাত্রগুলো ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়।

٢٨٦٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِىْ دِيْنَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِىْ وَ مُؤْنَةِ عَامِلِىْ فَهُوَ صَدَقَةٌ -

২৮৬৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমার উত্তরাধিকারীদের উচিত দিনার বা দিরহাম (প্রাপ্য) অংশ হিসেবে গ্রহণ না করা। আমি যে সম্পদ পরিত্যাগ করে যাব, আমার স্ত্রীদের ভরণপোষণের এবং আমার আমেল (ইসলামী হুকুমাতের পক্ষ থেকে নিযুক্ত রাজস্ব আদায়কারী)-এর ব্যয় নির্বাহের পর তা হতে যা অবশিষ্ট থাকবে, সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।

٢٨٦٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا فِىْ بَيْتِىْ مِنْ شَىْءٍ يَاْكُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ اِلاَّ شَطْرُ شَعِيْرٍ فِىْ رَفٍّ لِىْ فَاَكَلْتُ مِنْهُ حَتّٰى طَالَ عَلَىَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِىَ -

২৮৬৪. আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, যে সময় রসূলুল্লাহ (স) ওফাতপ্রাপ্ত হলেন সে সময় আমার ঘরে এমন কিছুই ছিল না যা খেয়ে কোন প্রাণী জীবনধারণ করতে পারে। তবে তাকের ওপর কিছু যব (আধা সা'-দেড় সেরের মত) ছিলো, তা খেয়ে আমি দীর্ঘদিন কাটিয়েছিলাম। একদিন আমি তা মেপে দেখলাম। তার পরে ওগুলো নিশেষ হয়ে গেলো।

٢٨٦٥- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِىُّ ﷺ اِلاَّ سِلاَحَهُ وَبَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَاَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً -

২৮৬৫. আমর ইবনে হারেস (রা) বর্ণনা করেন, ওফাতের সময় নবী (স) যুদ্ধের হাতিয়ার তাঁর খচ্চরটা ও কিছু ভূমি ছাড়া আর কিছু পরিত্যাগ করে যাননি। এগুলো তিনি সাদকা হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন।

২০৩-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর স্ত্রীদের বসতবাটী। তাঁদের বাড়িগুলোর পরিচয় তাদের নামেই হবে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى - (احزاب)

"তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান কর, আর জাহেলী যুগের মতো সেজেগুজে বের হয়ো না।"

وَلاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ اِلاَّ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ -

"অনুমতি ছাড়া তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করো না।"-(সূরা নূর)।

٢٨٦٦- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْتَأْذَنَ اَزْوَاجَهُ اَنْ يُمَرَّضَ فِى بَيْتِى فَاَذِنَّ لَهُ -

২৮৬৬. নবী (স)-এর সহধর্মিনী আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স)-এর পীড়া কঠিন হয়ে পড়লে তিনি অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে তাঁর চিকিৎসা ও সেবার জন্য আমার ঘরে অবস্থান করার অনুমতি চাইলেন। সকল স্ত্রীই তাঁকে সেখানে অবস্থান করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

٢٨٦٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فِىْ بَيْتِى وَفِىْ نَوْبَتِى وَبَيْنَ سَحْرِىْ وَنَحْرِىْ وَجَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَ رِيقِىْ وَرِيْقِهِ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِسِوَاكٍ فَضَعُفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَاَخَذْتُهُ فَمَضَغْتُهُ ثُمَّ سَنَنْتُهُ بِهِ -

২৮৬৭. আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমার ঘরে এবং পালাক্রমে আমার কাছে অবস্থানের দিনই আমার বুকে মাথা রেখেই নবী (স) ইন্তেকাল করেছেন। সেই সময় আমার ও তাঁর মুখের লালা একত্রিত হয়েছিল। আয়েশা বলেন, (এ ঘটনাটি ছিল) আবদুর রহমান একটি মিসওয়াক নিয়ে আগমন করলে, [নবী (স) মিসওয়াক করার জন্য সেটি তার নিকট থেকে চেয়ে নিলেন।] কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে তা চিবাতে সক্ষম হলেন না। আমি সেটি নিয়ে চিবিয়ে (নরম করে) ব্যবহারের উপযোগী করে দিলাম।[৫৬]

٢٨٦٨- عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ اَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ تَزُوْرُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِى الْمَسْجِدِ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ قَرِيْبًا مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ نَفَذَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رِسْلِكُمَا قَالَا سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْاِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَاِنِّى خَشِيْتُ اَنْ يَقْذِفَ فِىْ قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا -

---

৫৬. নবী (স) ইন্তেকালের নিকটবর্তী সময়ে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) উরুর ওপর মাথা রেখে শায়িত ছিলেন। এ সময় আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকর একটি মিসওয়াক হাতে সেখানে এলে তিনি সেটির দিকে চেয়ে থাকলেন। আয়েশা (রা) বুঝতে পারলেন, তিনি দন্ত মোবারক পরিষ্কার করতে চান। তাই আবদুর রহমানের নিকট থেকে মিসওয়াক নিয়ে নবী (স)-কে দিলেন। কিন্তু দুর্বলতার কারণে তিনি সেটি চিবিয়ে নরম করতে সক্ষম হলেন না। তখন উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) মিসওয়াকটা নিয়ে চিবিয়ে নবী (স)-কে প্রদান করলে এবার তিনি তা দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করলেন। এভাবে হযরত আয়েশা ও নবী (স)-এর মুখের লালা একত্রিত হয়েছিল। হযরত আয়েশা (রা) হাদীসটিতে এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন।

২৮৬৮. আলী ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর সহধর্মিনী সাফিয়্যা (রা) তাকে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) রমযানের শেষ দশ দিনব্যাপী মসজিদে ইতিকাফরত ছিলেন। এ সময় তিনি (সাফিয়্যা) তাঁর (স) নিকট সাক্ষাত লাভের জন্য গেলেন। ফেরার সময় রসূলুল্লাহ (স) তার সাথে সাথে অগ্রসর হয়ে মসজিদের দরজার সন্নিকটে তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামার গৃহদ্বারের কাছে উপস্থিত হলে দু'জন আনসার তাঁদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় সালাম বলে দ্রুত চলে যেতে উদ্যত হয়। নবী (স) তাদেরকে বললেন, থাম। (অর্থাৎ দেখে যাও আমি আমার স্ত্রীর সাথে কথা বলছি)। আনসারদ্বয়ের কাছে ব্যাপারটি অস্বাভাবিক মনে হল। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ ! হে আল্লাহর রসূল, (আপনার ব্যাপারেও কি আমরা সন্দেহ পোষণ করতে পারি ?) রসূলুল্লাহ (স) বললেন, শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় রক্তের মতই প্রবাহিত হয়। আর এ কারণেই আমার সন্দেহ হলো যে, তোমাদের মনেও কিছু জাগাতে পারে (কোন সন্দেহের বীজ উপ্ত হতে পারে)।

٢٨٦٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اِرْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْضِيْ حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأمِ -

২৮৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, একদিন আমি হাফসার ঘরের ছাদে আরোহণ করে হঠাৎ (দৃষ্টি পড়লে) দেখতে পেলাম নবী (স) কেবলার দিকে পিছু ফিরে সিরিয়ার দিকে মুখ করে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিচ্ছেন।

٢٨٧٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا -

২৮৭০. আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) এমন সময় আসরের নামায পড়তেন সূর্যরশ্মি তখনও তাঁর কক্ষে থাকতো (পতিত হতো)।

٢٨٧١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيْبًا فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ فَقَالَ هُنَا الْفِتْنَةُ ثَلَاثًا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ -

২৮৭১. আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) একদিন আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দান করলেন এবং আয়েশা (রা)-এর গৃহের দিকে (অর্থাৎ পূর্ব দিকে) ইঙ্গিত করে তিনবার বললেন ঃ ওদিক থেকেই ফিতনা সৃষ্টি হবে, যেদিক থেকে শয়তানের মাথার উদয় হয়।[৫৭]

---

৫৭. যেখানে দাঁড়িয়ে নবী (স) ভাষণ দিচ্ছিলেন সেখান থেকে আয়েশা (রা)-এর গৃহ পূর্বদিকে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে তিনি পূর্বদিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন, আয়েশা (রা)-এর বাড়ীর দিকে নয়। অর্থাৎ ফিতনার উৎপত্তি হবে পূর্বাঞ্চল হতে। আয়েশার গৃহে নবী (স) বহুদিন কাটিয়েছেন এবং ইন্তেকালের সময় সেখানেই অবস্থান করছিলেন এবং সেখানেই তিনি শায়িত আছেন। এমতাবস্থায় আয়েশার গৃহকে কোনক্রমেই ফিতনার উৎস বলা যেতে পারে না।

٢٨٧٢- عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَاَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ اِنْسَانٍ يَسْتَاْذِنُ فِيْ بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَاْذِنُ فِيْ بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُرَاهُ فُلاَنًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ -

২৮৭২. আবদুর রহমানের কন্যা আমরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে জানিয়েছেন, নবী (স) একদিন তার (আয়েশার) কাছে অবস্থান করছিলেন, এমন সময় আয়েশা শুনতে পেলেন একজন লোক হাফসার গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছে। আয়েশা বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, এ যে একজন পুরুষ মানুষ আপনার গৃহে প্রবেশ করতে চাচ্ছে ! রসূলুল্লাহ (স) বললেন, সে হাফসার দুধ (শরীক) চাচা। আর জন্মগত সম্পর্ক যাদের (সাথে বিবাহ) নিষিদ্ধ করে দেয় দুধের সম্পর্কও তাদের তদ্রূপ নিষিদ্ধ করে দেয়।

২০৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বর্ম, ছড়ি, তরবারি, পানপাত্র, অঙ্গুরী এবং এসব বস্তুর যেগুলো খলীফাগণ তাঁর তিরোধানের পর ব্যবহার করেছেন এবং যা বন্টন করা হয়নি। তাঁর কেশ, জুতা এবং পাত্রসমূহের মধ্যে যেগুলো সাহাবা ও অন্য লোকেরা তাঁর ইন্তিকালের পর ব্যবহার করেছেন সেসব জিনিসের বর্ণনা ।

٢٨٧٣- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ لَمَّا اُسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ اِلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَهُ هٰـذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ (بِخَاتَمِ النَّبِيِّ وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلاَثَةَ اَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُوْلٌ سَطْرٌ وَاللّٰهِ سَطْرٌ -

২৮৭৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাকর খলীফা নির্বাচিত হলে তাঁকে (গভর্নরের) দায়িত্ব দিয়ে বাহরাইনে প্রেরণ করলেন এবং তাঁর করণীয় সম্পর্কে তাঁকে একটি পত্রে লিখিত নির্দেশ দিলেন (অর্থাৎ ফরয সাদকা সম্পর্কে)। এ পত্রে নবী (স)-এর মোহারাঙ্কিত করা হয়েছিল। তাঁর মোহরে তিনটি ছত্র খোদিত ছিল। একছত্রে মুহাম্মাদ, একছত্রে রসূল এবং একছত্রে আল্লাহ শব্দটি খোদিত ছিল।

٢٨٧٤- عَـنْ عِيْسٰى بْنِ طَهْمَانَ قَالَ : اَخْرَجَ اِلَيْنَا اَنَسٌ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ (يُرِيْدُ مِنَ الْاَخْلاَقِ) لَـهُمَا قِبَالاَنِ فَحَدَّثَنِيْ ثَابِتٌ الْبُنَانِيّ بَعْدُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُمَا نَعْلاَ النَّبِيِّ ﷺ -

২৮৭৪. ঈসা ইবনে তাহমান বর্ণনা করেন, আনাস (রা) আমাদেরকে পশমবিহীন চামড়ার ফিতা লাগানো একজোড়া জুতা বের করে দেখালেন। সাবেতুল বানানী পরে আমাদেরকে

বলেছিলেন যে, জুতা জোড়া ছিল নবী (স)-এর আর আনাসই তাকে এ কথা জানিয়েছিলেন।

٢٨٧٥- عَنْ اَبِى بُرْدَةَ قَالَ اَخْرَجَتْ اِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مُلَبَّدًا وَقَالَتْ فِىْ هٰذَا نُزِعَ رُوْحُ النَّبِىِّ ﷺ وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ اَخْرَجَتْ اِلَيْنَا عَائِشَةُ اِزَارًا غَلِيْظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ هٰذِهِ الَّتِىْ يَدْعُوْنَهَا الْمُلَبَّدَةَ ـ

২৮৭৫. আবু বুরদাহ (রা) বর্ণনা করেন, আয়েশা (রা) আমাদের সামনে একখানা তালি দেয়া পশমী চাদর বের করে দেখালেন, এ চাদরেই নবী (স) ইন্তিকাল কারেছিলেন। সুলাইমান হুমায়েদের মাধ্যমে আবু বুরদাহ থেকে অতিরিক্ত এতটুকু বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা আমাদের সামনে একখানা মোটা তহবন্দ যা ইয়ামনে প্রস্তুত করা হত এবং অনুরূপভাবে একটি জামার মত বস্ত্র যাকে মুলাব্বাদা বলা হতো বের করে দেখালেন।

٢٨٧٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ قَدَحَ النَّبِىِّ ﷺ اِنْكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِّنْ فِضَّةٍ قَالَ عَاصِمٌ رَاَيْتُ الْقَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيْهِ ـ

২৮৭৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন; নবী (স) তাঁর পানপাত্রটি ভেঙে গেলে ভাঙা জায়গায় রূপার তার দিয়ে জোড়া দিয়েছিলেন। আসেম বলেছেন, আমি পানপাত্রটি দেখেছি এবং তাতে পানিও পান করেছি।

٢٨٧٧- عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ اَنَّهُمْ حِيْنَ قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ اِلَىَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِىْ بِهَا فَقُلْتُ لَهُ لاَ فَقَالَ لَهُ فَهَلْ اَنْتَ مُعْطِىَّ سَيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنِّى اَخَافُ اَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَئِنْ اَعْطَيْتَنِيْهِ لاَ يُخْلَصُ اِلَيْهِمْ اَبَدًا حَتّٰى تُبْلَغَ نَفْسِىْ اِنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ اَبِىْ جَهْلٍ عَلٰى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ فِىْ ذٰلِكَ عَلٰى مِنْبَرِهِ هٰذَا وَاَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ اِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّىْ وَاَنَا اَتَخَوَّفُ اَنْ تُفْتَنَ فِىْ دِيْنِهَا ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ شَمْسٍ فَاَثْنٰى عَلَيْهِ فِىْ مُصَاهَرَتِهِ اِيَّاهُ قَالَ حَدَّثَنِىْ فَصَدَقَنِىْ وَوَعَدَنِىْ فَوَفٰى لِىْ وَاِنِّىْ لَسْتُ اُحَرِّمُ حَلاَلاً وَلاَ اُحِلُّ حَرَامًا وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللّٰهِ اَبَدًا ـ

২৮৭৭. আলী ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন, হুসাইনের শাহাদাতের পর তাঁরা ইয়াযিদ ইবনে মু'আবিয়ার নিকট থেকে মদীনায় ফিরে আসলে মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ তাঁর কাছে এসে বললেন, আমি আপনার কোন কাজে লাগলে আদেশ করুন। (আলী ইবনে হুসাইন বলেন,) আমি বললাম, না, আপনাকে দিয়ে আমার কোন কাজ নেই। মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ বললেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর তরবারিখানা কি আপনি আমাকে দিতে পারেন ? কারণ আমার আশংকা হয় যে, লোকেরা আপনার নিকট থেকে তা ছিনিয়ে নিতে পারে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনি যদি তরবারিখানা আমাকে দেন, তাহলে আমার জীবদ্দশায় কেউ তা আমার থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আলী ইবনে আবু তালেব এক সময় ফাতেমার জীবদ্দশায় আবু জেহেলের কন্যাকে বিবাহের পয়গাম প্রেরণ করলে আমি শুনেছিলাম, রসূলুল্লাহ (স) লোকদের মাঝে বক্তৃতা করতে গিয়ে মিম্বরে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে বলেছিলেন। সে সময় আমি প্রাপ্তবয়স্ক ছিলাম। নবী (স) বললেন, ফাতেমা আমার অংশ এবং আমার আশংকা হয় (সতীনের সাথে আত্মমর্যাদার প্রশ্নে) সে দীনের ক্ষেত্রে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়ে যায়। অতপর নবী (স) আবদ্ শামস গোত্রের তাঁর এক জামাতার কথা উল্লেখ করে তার প্রশংসা করলেন এবং বললেন, সে সত্য বলেছে, আমাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। আমি কোন হালালকে হারাম করতে পারি না বা কোন হারামকে হালাল করতে পারি না। কিন্তু আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আল্লাহর রসূলের কন্যা ও তাঁর শত্রুর কন্যা কখনো একত্রিত হতে পারে না।

٢٨٧٨ - عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ لَوْ كَانَ عَلِيٌّ ذَاكِرًا عُثْمَانَ ذَكَرَهُ يَوْمَ جَاءَهُ نَاسٌ فَشَكَوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ فَقَالَ لِيْ عَلِيٌّ اِذْهَبْ اِلٰى عُثْمَانَ فَاَخْبِرْهُ اَنَّهَا صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمُرْ سُعَاتَكَ يَعْمَلُوْنَ فِيْهَا فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ اَغْنِهَا عَنَّا فَاَتَيْتُ بِهَا عَلِيًّا فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ضَعْهَا حَيْثُ اَخَذْتَهَا ـ

২৮৭৮. ইবনুল হানাফিয়াহ (রা) বর্ণনা করেন, যদি উসমান (রা)-কে বদনাম করার ইচ্ছা আলী (রা)-এর থাকতো, তাহলে উসমানের গভর্ণরগণের অন্যায়ভাবে যাকাত আদায়ের অভিযোগ নিয়ে যেদিন লোকেরা আলীর কাছে আগমন করেছিল সেদিনই করতেন। ইবনুল হানাফিয়াহ বর্ণনা করেন, আলী (রা) আমাকে (একখানা পুস্তিকা দিয়ে) বললেন, (এটি নিয়ে) উসমানের কাছে গিয়ে তাকে বল যে, রসূলুল্লাহর (স) সাদকা আদায়ের নিয়মবিধি এ পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ আছে, আপনার খেরাজ বা সাদকা আদায়কারী গভর্ণরদেরকে এটি মেনে চলার নির্দেশ দিন। আমি পুস্তিকাখানি নিয়ে তাঁর নিকট গমন করলে তিনি বললেন, ওটি আমার নিকট থেকে নিয়ে যাও, ওর কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। অতএব সেটি নিয়ে আলীর নিকট ফিরে এসে আমি তাঁকে সবকিছু অবহিত করলাম। আলী বললেন, সেটি যেখান থেকে নিয়েছিলে, আবার সেখানে রেখে দাও।

অন্য একটি সূত্রে হুমায়দি, সুফিয়ান, মুহাম্মাদ ইবনে সুকা এবং মুনযির আত্তুযীর মাধ্যমে মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার আব্বা আমাকে

বললেন, এ পুস্তিকাখানা নিয়ে উসমানের কাছে গিয়ে তাকে বলো, এর মধ্যে সাদকা সংক্রান্ত ব্যাপারে নবী (স)-এর নির্দেশাবলী রয়েছে।[৫৮]

২০৫-অনুচ্ছেদ ঃ গণীমাতের পঞ্চমাংশ যে রসূলুল্লাহ (স) ও মিসকীনদের প্রয়োজন পূরণের জন্য তার দলিল। ফাতেমা যাঁতা পিষে আটা তৈরী করতে অক্ষমতা জানিয়ে একজন যুদ্ধবন্দিনীকে খাদেমা হিসেবে প্রদান করার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রার্থনা জানালে তিনি তাঁকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে আহলে সুফ্ফা ও বিধবা নারীদেরকে অগ্রাধিকার দান করেন।[৫৯]

---

৫৮. ইবনুল হানাফিয়াহ অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়াহ। ইনি হযরত আলী (রা)-এর পুত্র, ইমাম হাসান ও হুসাইনের বৈমাত্রেয় ভাই। মুসাইলিমা নবুয়াত দাবী করলে বনু হানাফিয়াহ গোত্র সরল বিশ্বাসেই তাকে নবী বলে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু এটি ছিল ইসলামের মৌলিক আদর্শের মূলেই কুঠারাঘাত। তাই হযরত আবু বাকর সিদ্দিকের নির্দেশে মুসাইলিমার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে আক্রমণ করা হলে এই যুদ্ধে মুসাইলিমা মারা যায় এবং তার অনুসারীগণ পরাস্ত হয়। স্বাভাবিকভাবেই বনু হানাফিয়াহ গোত্রও পরাস্ত হয়। আবু বাকর সিদ্দিক তাদের সকল নারী ও পুরুষকে দাস-দাসী হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। আর বনু হানাফিয়াহ গোত্রের বিবি হনুফা নাম্নী এক মহিলা দাসী হিসেবে হযরত আলীর অংশে পড়েন। তিনি তাকে মুক্ত করে দিয়ে বিবাহ করেন এবং তারই গর্ভে মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়াহর জন্ম হয়।

৫৯. এখানে আহ্লুস সুফ্ফা أهل الصفة। শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সুফফাতুন صفة শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ঘাস ও লতাপাতায় ছাওয়া গ্রীষ্মকালীন গৃহ। অর্থাৎ গ্রীষ্মের খরতাপে যে ঘরে আশ্রয় নিলে আরাম লাভ হয়। সুফফাতুল মাসজেদ বললে বুঝায় মসজিদের বাইরে ছায়া ঘেরা অংগন বিশেষ। ইসলামী পরিভাষায় আহলুস সুফফা বলতে বুঝায় নবী (স)-এর যুগের নিঃস্ব ও দরিদ্র সাহাবাদের ঐ দলকে যারা নবী (স)-এর মসজিদের বারান্দায় অবস্থান করতেন এবং ইসলামী আন্দোলনের কাজের জন্য সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত থাকতেন। এঁদেরকে ইসলামের ইতিহাসে আসহাবে সুফফা বলেও উল্লেখিত হতে দেখা যায়।

এখন প্রশ্ন হলো, আহলুস সুফফা বা আসহাবে সুফফাদের প্রকৃত পরিচয় ও কাজ কি ছিল? কুরআন মাজিদে সূরা বাকারার ২৭৩ আয়াতে আসহাবে সুফফাদের কথা পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ ز يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ ج لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ط وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ

(নিজস্ব উপার্জন ও ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের উত্তম অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করার নির্দেশ দানের পরই আল্লাহ তাআলা বলছেন ঃ) বিশেষভাবে সাহায্য পাওয়ার অধিকারী ঐসব দরিদ্র লোকেরা যারা আল্লাহর পথে "দীন ইসলামকে" বিশ্বে একটা বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করার কাজের সাথে এমনভাবে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছে যে, নিজের জীবিকার্জনের জন্য পৃথিবীতে কোন চেষ্টা করার অবকাশই তাদের নেই। তাদের আত্মসম্মান বোধ ও পরমুখাপেক্ষীহীনতা দেখে বুদ্ধিহীনেরা তাদেরকে সচ্ছল মনে করে। কিন্তু আসল ব্যাপার এই যে, তারা কাকুতি-মিনতি করে লোকদের নিকট তাদের অভাব ব্যক্ত করে না। সুতরাং তাদেরকে সাহায্যের জন্য যা কিছু অর্থসম্পদ তোমরা খরচ করবে, তা নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার দৃষ্টি বর্হিভূত থেকে যাবে না। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা যেসব লোকদের সাহায্যার্থে অর্থসম্পদ খরচ করার কথা বলেছেন, তাঁরা ছিলেন রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবাদের অন্তর্গত প্রায় তিন চার শত লোক। তাঁরা তাদের স্থায়ী ঘরবাড়ীর সাথে স্থায়ীভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করে মদীনায় আগমন করে নবী (স)-এর মসজিদে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। নবী (স) দীন ইসলামের যে আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন তাতে যে কোন কঠিন বা হাল্কা দায়িত্ব পালন করার জন্য তাঁরা প্রত্যেকেই সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতেন এবং প্রাণের বিনিময়েও তা পালন করতেন। মদীনার বাইরে যখন তাদের কোন দায়িত্ব থাকতো না তখন নবী (স)-এর সাহচর্যে থেকে তারা জ্ঞানার্জন করতেন। তাঁরা ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের সার্বক্ষণিক কর্মী বাহিনী। তাঁরা যেহেতু নবী (স) কর্তৃক পরিচালিত ইসলামী তাহরীক বা আন্দোলনের সার্বক্ষণিক কর্মী হওয়ার কারণে নিজেদের জন্য জীবিকার্জনের কোন অবকাশই পেতেন না তাই উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ অপেক্ষাকৃত সচ্ছল মুসলমানদেরকে তাদের জন্য খরচ করার নির্দেশ প্রদান করলেন। এ আয়াতের আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আসহাবে সুফফা ছিলেন আসলে ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ একটি বাহিনী। আর তাদের সম্পর্কে অনুরূপ গুণাবলীর ধারক ও বাহকদের ক্ষেত্রেই সূরা বাকারার উপরোক্ত আয়াতটি প্রযোজ্য। কোন পীর, ফকির বা ফকিরের নযর -নেওয়াজ ও তোহফা হাদিয়া জায়েয করার জন্য আয়াতটি নয়, এ কথা আমাদের ভালভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

٢٨٧٩- عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ اِشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحٰى مِمَّا تَطْحِنُ فَبَلَغَهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِسَبْىٍ فَاَتَتْهُ تَسْاَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تُوَافِقْهُ فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ عَائِشَةُ لَهُ فَاَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا لِنَقُوْمَ فَقَالَ عَلٰى مَكَانِكُمَا حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلٰى صَدْرِىْ فَقَالَ اَلَا اَدُلُّكُمَا عَلٰى خَيْرٍ مِمَّا سَاَلْتُمَاهُ اِذَا اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللّٰهَ اَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ فَاِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَاَلْتُمَاهُ -

২৮৭৯. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে কিছুসংখ্যক যুদ্ধবন্দী আনীত হয়েছে এই মর্মে ফাতেমার নিকট খবর পৌঁছলে তিনি নবী (স)-এর নিকট হাজির হয়ে (আটা তৈরীর জন্য) যাঁতা পিষাইজনিত শ্রম ও ক্লেশের কথা জানিয়ে খাদেম হিসেবে একজন যুদ্ধবন্দী প্রার্থনা করতে গেলে তাঁর (স) সাক্ষাত পেলেন না এবং সে বিষয়ে আয়েশাকে অবগত করে ফিরে আসলেন। পরে আয়েশা নবী (স)-কে বিষয়টি ব্যক্ত করলে, তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের বাড়ীতে এলেন। আমরা তখন শয্যাগ্রহণ করেছি। আমরা বিছানা হতে ওঠার প্রস্তুতি নিলে তিনি বললেন, তোমরা যেমনভাবে আছ তেমনি থাক। (তারপর তিনি আমাদের মাঝখানে বসলেন) আলী (রা) বলেন, আমি তাঁর ঠান্ডা পদযুগলের শীতলতা আমার বক্ষে অনুভব করলাম। তিনি তখন বললেন, তোমরা আমার নিকট যে জিনিস প্রার্থনা করেছ তার চাইতে কল্যাণকর জিনিসের সন্ধান কি আমি তোমাদেরকে দেব না ? যখন তোমরা শয্যাগ্রহণ করবে, তখন চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ এবং তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ পড়বে। তোমরা যা প্রার্থনা করেছ তার চাইতে এ কাজটি বেশী কল্যাণকর।

২০৬-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ٧ (سورة انفال : ٤١)

"তোমরা যেসব সম্পদ গণীমাত হিসেবে অর্জন করবে, জেনে রাখ তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ, আল্লাহর রসূল, তাঁর নিকটাত্মীয়স্বজন, ইয়াতিম, মিসকীন এবং অসহায় পথিকদের জন্য নির্দিষ্ট।"অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশ বন্টনের অধিকারী রসূলুল্লাহ (স)। নবী (স) বলেছেন, আমি বন্টনকারী ও কোষাধ্যক্ষ আর আল্লাহ তা প্রদান করে থাকেন।

٢٨٨٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَّا مِنَ الْاَنْصَارِ غُلَامٌ فَاَرَادَ اَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ شُعْبَةُ فِىْ حَدِيْثِ مَنْصُوْرٍ اِنَّ الْاَنْصَارِىَّ قَالَ حَمَلْتُهُ عَلٰى

عُنُقِيْ فَاَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَفِيْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ وُلِدَ لَهُ غُلاَمٌ فَاَرَادَ اَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ سَمُّوْا بِاِسْمِيْ وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِيْ فَاِنِّيْ اِنَّمَا جُعِلْتَ قَاسِمًا اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَقَالَ حُصَيْنٌ بُعِثْتُ قَاسِمًا اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ * قَالَ عَمْرُو اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنْ جَابِرٍ اَرَادَ اَنْ يُسَمِّيَهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَمُّوْا بِاِسْمِيْ وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ ـ

২৮৮০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমাদের আনসারদের এক ব্যক্তির ঘরে একটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে তার নাম মুহাম্মাদ রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করল। শু'বা মনসুর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আনসারী লোকটি বলল, আমি তাকে (ছেলেটিকে) কাঁধে বহন করে নবী (স)-এর কাছে গেলাম। সুলাইমানের বর্ণিত হাদীসে আছে, তার একটা পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে তার নাম মুহাম্মাদ রাখবে বলে ইচ্ছা করলো। নবী (স) বললেন, আমার নামে নাম রাখো, কিন্তু আমার কুনিয়াত বা উপনামে ডেকো না। কেননা একমাত্র আমাকেই বন্টনকারী করা হয়েছে, আমি তোমাদের মাঝে বন্টন করে থাকি। হুসাইনের বর্ণনায় আছে, আমি বন্টনকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। তোমাদের মাঝে বন্টন করে থাকি। আমর বর্ণনা করেছেন, আমাকে শু'বা খবর দিয়েছেন, তাঁকে কাতাদাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি সালেমের কাছ থেকে শুনেছেন এবং তিনি জাবের (রা) থেকে শুনেছেন যে, আনসারী লোকটি তার (ছেলেটির) নাম "কাসেম" রাখতে মনস্থ করলে নবী (স) বললেন, আমার নামে নাম রাখো, কিন্তু আমার উপনামে (কুনিয়াতে) ডেকো না।

٢٨٨١- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لاَ نَكْنِيْكَ اَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وُلِدَ لِيْ غُلاَمٌ فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لاَ نَكْنِيْكَ اَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَحْسَنَتِ الْاَنْصَارُ سَمُّوْا بِاِسْمِيْ وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِيْ فَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ ـ

২৮৮১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের (আনসারদের) এক ব্যক্তির একটি পুত্রসন্তান জন্ম নিলে সে তার নাম রাখল কাসেম। আনসারগণ লোকটিকে বললেন, আমরা তোমাকে আবুল কাসেম বলে সম্বোধন করব না (বা ঐভাবে সম্বোধন করে) তোমাকে তৃপ্তি দান করব না। (এ কথা শুনে) লোকটি নবী (স)-এর নিকট গিয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আমার একটি সন্তান জন্মেছে। আমি

তার নাম রেখেছি কাসেম। কিন্তু আনসারগণ বলছেন, আমরা তোমাকে আবুল কাসেম (কাসেমের পিতা) বলে ডাকবো না বা এভাবে সম্বোধন করে তৃপ্তিদান করবো না। নবী (স) বললেন, আনসারগণ উত্তম কথাই বলেছে। তোমরা আমার নামে নাম রাখ, কিন্তু আমার উপনামে (কুনিয়াতে) ডেকো না। একমাত্র আমিই কাসেম বা বন্টনকারী।[৬০]

٢٨٨٢- عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِىْ الدِّيْنِ وَاللّٰهُ الْمُعْطِىْ وَاَنَا الْقَاسِمُ وَلاَ تَزَالُ هٰذِهِ الاُمَّةُ ظَاهِرِيْنَ عَلٰى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ -

২৮৮২. মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ যাকে কল্যাণ দানের ইচ্ছা করেন, তাকে দীন সম্পর্কে (ইসলাম সম্পর্কে) গভীর জ্ঞান দান করেন। আল্লাহ প্রদানকারী আর আমি বন্টনকারী। আমার এ উম্মত তাদের বিরোধীদের ওপর চিরদিন বিজয়ী হবে—এ অবস্থায়ই আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা (অর্থাৎ কেয়ামত) এসে উপস্থিত হবে এবং তখনো তারা বিজয়ী থাকবে।

٢٨٨٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اُعْطِيْكُمْ وَلاَ اَمْنَعُكُمْ اَنَا قَاسِمٌ اَضَعُ حَيْثُ اُمِرْتُ -

২৮৮৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি (স্বীয় ইচ্ছায়) তোমাদেরকে কিছু প্রদান করি না আবার বঞ্চিতও করি না। (এসবের প্রকৃতপক্ষে মালিক মহান আল্লাহ) আমি শুধুমাত্র বন্টনকারী। আমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছি সেভাবে দান করি বা বন্টন করি।

٢٨٨٤- عَنْ خَوْلَةَ الاَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُوْنَ فِىْ مَالِ اللّٰهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

২৮৮৪. খাওলা আনসারিয়া (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, কিছুসংখ্যক লোক আল্লাহর সম্পদ বিনা অধিকারে খরচ করে থাকে, এ ধরনের লোকদের জন্য কেয়ামতে দোযখের আগুন নির্ধারিত রয়েছে।

২০৭-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) বলেন, তোমাদের জন্য গনীমাতকে হালাল করা হয়েছে। মহাপরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন ঃ

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِىَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا (سورة الفتح : ٢٠)

৬০. কুনিয়াত বলতে সাধারণত আরবীতে বুঝায় বাপ-মাকে ছেলে বা মেয়ের নামে ওমুকের বাপ বা ওমকের মা নামে ডাকা।–সম্পাদক

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তোমরা প্রচুর গণীমাত লাভ করবে। তোমাদের জন্য তা লাভ করার দ্রুত ব্যবস্থা করেছেন এবং লোকদের হাতকে (মক্কাবাসী কাফেরগণের হাতকে) তোমাদের থেকে বিরত রেখেছেন যেন তা ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকে, এভাবেই তোমাদেরকে সহজ সরল পথে পরিচালিত করেন।" [আল ফাত্হ ঃ ২০]

٢٨٨٥- عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ الْاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

২৮৮৫. উরওয়াতুল বারেকী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে, আর তা হলো, পুরস্কার ও গণীমাত।

٢٨٨٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا هَلَكَ كِسْرٰى فَلاَ كِسْرٰى بَعْدَهُ وَاِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتُنْفِقَنَّ كُنُوْزَهُمَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

২৮৮৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, (পারস্য সম্রাট) কিসরা ধ্বংস হবে তারপরে আর কিসরা (পারস্য সম্রাট) হবে না। (রোমান পূর্বাঞ্চলের সম্রাট) কায়সার ধ্বংস হবে তারপরে আর কেউ কায়সার হবে না এবং যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম করে বলছি, তাদের উভয়ের গচ্ছিত সম্পদরাজি তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে।

٢٨٨٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا هَلَكَ كِسْرٰى فَلاَ كِسْرٰى بَعْدَهُ وَاِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتُنْفِقَنَّ كُنُوْزَهُمَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

২৮৮৭. জাবের ইবনে সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, (পারস্য সম্রাট) কিসরা ধ্বংস হবে তারপরে আর কিসরা (পারস্য সম্রাট) হবে না। (রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের সম্রাট) কায়সার ধ্বংস হবে তারপরে আর কেউ কায়সার হবে না এবং যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম করে বলছি, তাদের উভয়ের গচ্ছিত সম্পদরাজি তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে।

٢٨٨٨- عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُحِلَّتْ لِى الْغَنَائِمُ -

২৮৮৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমার (অর্থাৎ আমার উম্মত) জন্য গনীমাতকে (যুদ্ধলব্ধ অর্থকে) হালাল করে দেয়া হয়েছে।

٢٨٨٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَكَفَّلَ اللّٰهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِهِ لاَ يُخْرِجُــهُ اِلاَّ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَاتِهِ بِاَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرْجِعَهُ اِلٰى مَسْكَنِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ -

২৮৮৯. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং একমাত্র আল্লাহর পথে জিহাদ ও তার বিধানের সত্যতার প্রতি স্বীয় বিশ্বাস প্রতিপন্ন করে দেখানো ছাড়া আর কিছুই যাকে বাড়ী থেকে বের করতে পারে না, আল্লাহ স্বয়ং তাঁর ব্যাপারে এ লাভ জিম্মাদারী গ্রহণ করেছেন যে, তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন (যদি সে জিহাদে শাহাদাত লাভ করে থাকে) অথবা সে যা কিছু পুরস্কার এবং গনীমাত লাভ করেছে সেসবসহ, যেখান থেকে সে (জিহাদে) বের হয়েছে সেখানে তাঁকে (সহিসালামতে) ফিরিয়ে আনবেন।

٢٨٩٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَزَا نَبِىٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لاَيَتْبَعَنِىْ رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ اِمْرَاَةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يَّبْنِىْ بِهَا وَلاَ اَحَدٌ بَنٰى بُيُوْتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوْفَهَا وَلاَ اَحَدٌ اِشْتَرٰى غَنَمًا اَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلاَدَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاَةَ الْعَصْرِ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ اِنَّكَ مَاْمُوْرَةٌ وَاَنَا مَاْمُوْرٌ اَللّٰهُمَّ اَحْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ حَتّٰى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَائَتْ يَعْنِى النَّارَ لِتَاْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمَهَا فَقَالَ اِنَّ فِيْكُمْ غُلُوْلاً فَلْيُبَايِعْنِىْ مِنْ كُلِّ قَبِيْلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدَ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ فَلْيُبَايِعْنِىْ قَبِيْلَتُكَ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ فَجَاؤُا بِرَاْسٍ مِثْلِ راس بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوْهَا فَجَاءَتِ النَّارُ فَاَكَلَتْهَا ثُمَّ اَحَلَّ اللّٰهُ لَنَا الْغَنَائِمَ رَاٰى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَاَحَلَّهَا لَنَا -

২৮৯০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, কোন একজন নবী জিহাদ করতে মনস্থ করে নিজের কওমের লোকদের বললেন, যে ব্যক্তি বিবাহ করেছে কিন্তু বাসররাত্রি যাপন করেনি অথচ সে বাসররাত্রি যাপনের প্রত্যাশী, সে যেন আমার সাথে (এ যুদ্ধে) গমন না করে। যে ব্যক্তি গৃহ নির্মাণ করেছে কিন্তু এখনো ছাদ উত্তোলন করেনি

অথবা যে ব্যক্তি গর্ভিণী বকরী কিংবা উট ক্রয় করে বাচ্চা পাবার জন্য অপেক্ষায় আছে, কিন্তু এখনো বাচ্চা লাভ করেনি এসব ব্যক্তিও যেন আমার সাথে না যায়। অতপর তিনি জিহাদের জন্য বের হলেন এবং এক জনপদের নিকটবর্তী হলে আসরের নামাযের সময় হলে অথবা প্রায় আসরের সময় হয়ে গেলে তিনি সূর্যকে উদ্দেশ করে বললেন, তুমি আল্লাহর নির্দেশমত কাজ করছো আমিও আল্লাহর নির্দেশমত কাজ করছি। (অতপর তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন,) হে আল্লাহ ! তুমি তাকে আমাদের জন্য থামিয়ে দাও। তাই বিজয় লাভ করা পর্যন্ত তা থামিয়ে দেয়া হল। তিনি গনীমাত কুড়িয়ে স্তূপ করলেন, ঐগুলো জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য আগুন আগমন করলো কিন্তু জালিয়ে দিল না। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে গনীমাত আত্মসাতকারী আছে। কাজেই প্রত্যেক গোত্রের একজন করে লোককে আমার হাতে হাত দিয়ে বাইয়াত করতে হবে। বাইয়াত করার সময় একজন লোকের হাত তাঁর হাতের সাথে আটকে গেলে তিনি বললেন, তোমাদের গোত্রের মধ্যে আত্মসাতকারী আছে। সুতরাং গোটা গোত্রের লোককেই আমার হাতে বাইয়াত করতে হবে। এভাবে (বাইয়াত করার সময়) দু' অথবা তিন ব্যক্তির হাত তাঁর হাতের সাথে আটকে গেল। তিনি বললেন, আত্মসাতকৃত মাল তোমাদের কাছেই আছে। এরপর তারা গরুর মাথার ন্যায় একখন্ড স্বর্ণ এনে স্তূপের মধ্যে রাখলে আগুন এসে তা জালিয়ে দিল। এ কথা বলার পর নবী (স) বললেন, পরে আল্লাহ আমাদের জন্য গনীমাতের অর্থকে হালাল করে দিয়েছেন। তিনি আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখেই আমাদের জন্য গনীমাতের মাল হালাল করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরাই গনীমাতের অর্থ লাভ করে।

٢٨٩١- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَوْ لاَ اٰخِرُ الْمُسْلِمِيْنَ مَا فُتِحَتْ قَرْيَةٌ اِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ اَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْبَرَ -

২৮৯১. যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, উমর (রা) বলেছেন, পরবর্তীকালের মুসলমানদের জন্য সমস্যা দেখা না দিলে নবী (স) যেমন খায়বার এলাকা বন্টন করে দিয়েছিলেন আমিও সমস্ত বিজিত এলাকাকে তার অধিবাসীদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম।

অনুচ্ছেদ ঃ যে গনীমাতের লোভে লড়াই করে তার কল্যাণের অংশ কি কমে যাবে ?

٢٨٩٢- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىْ قَالَ قَالَ اَعْرَابِىٌّ لِلنَّبِىِّ ﷺ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَيُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهٗ مَنْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

২৮৯২. আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। একজন গ্রাম্য আরব এসে নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এক ব্যক্তি গনীমাতের লোভে লড়াই করে এক ব্যক্তি তার বীরত্ব গাথা লোকে আলোচনা করুক এই উদ্দেশ্যে লড়াই করে। আরেক ব্যক্তি তার মর্যাদা ও সম্মান

বৃদ্ধির জন্য লড়াই করে। এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে লড়াই করছে ? নবী (স) বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমা বা তাওহীদকে উচ্চে তুলে ধরা বা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে সে-ই আল্লাহর পথে লড়াই করছে।

২১০-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম কর্তৃক উপস্থিত লোকদেরকে গনীমাত বন্টন এবং অনুপস্থিতদের জন্য সংরক্ষণ।

٢٨٩٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُهْدِيَتْ لَهُ اَقْبِيَةٌ مِنْ دِيْبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِىْ نَاسٍ مِنْ اَصْحَابِهٖ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ فَجَاۤءَ وَمَعَهُ ابْنُهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ اُدْعُهُ لِىْ فَسَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ صَوْتَهُ فَاَخَذَ قَبَاءً فَتَلَقَّاهُ بِهٖ وَاسْتَقْبَلَهُ بِاَزْرَارِهٖ فَقَالَ يَا اَبَا الْمِسْوَرِ خَبَاتُ هٰذَا لَكَ يَا اَبَا الْمِسْوَرِ خَبَاتُ هٰذَا لَكَ وَكَانَ فِىْ خُلُقِهٖ شِدَّةٌ -

২৮৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-কে সোনার বোতাম লাগানো কতগুলো কুব্বা উপহার পাঠানো হলে তিনি সেগুলো তাঁর কিছুসংখ্যক সাহাবার মধ্যে বন্টন করলেন এবং মাখরামা ইবনে নওফেলের জন্য একটি আলাদা করে রাখলেন। মাখরামা ইবনে নওফেল তার পুত্র মিসওয়ার ইবনে মাখরামাকে সাথে নিয়ে আসলেন এবং নবী (স)-এর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, আমার নাম নিয়ে নবী (স)-কে ডাকো। নবী (স) তার কণ্ঠস্বর শুনে কুব্বাটি হাতে নিয়ে তার সামনে আসলেন এবং সোনার বোতাম খচিত কুব্বাটি তার দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, হে আবু মিসওয়ার ! এটি আমি তোমার জন্যই আলাদা করে রেখেছিলাম। হে আবু মিসওয়ার ! এটি আমি তোমার জন্যই আলাদা করে রেখেছিলাম। তার কঠোর কর্কশ স্বভাবের জন্যই নবী (স) (এরূপ) বার বার কথাটি বললেন।

২১১-অনুচ্ছেদ ঃ বনু কুরায়যা এবং বনু নাযির গোত্রের সম্পদ নবী (স) যেভাবে বন্টন করেছেন এবং উক্ত সম্পদ থেকে স্বীয় জরুরী প্রয়োজনে যা ব্যয় করেছেন।

٢٨٩٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِىِّ ﷺ النَّخَلاَتِ حَتّٰى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ -

২৮৯৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন, লোকেরা নবী (স)-কে খেজুর গাছ উপহার দিতো। পরে নবী (স) যখন বনু কোরায়যা ও বনু নাযির গোত্রের ওপর বিজয়ী হলেন তখন ঐ গাছগুলো তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

২১২-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) ও খোলাফায়ে রাশেদার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি জীবিত হোক বা মৃত্যুবরণ করে থাকুক, তার অর্থসম্পদে বরকত হবে।

٢٨٩٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِى فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَقَالَ يَابُنَىَّ اِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الْيَوْمَ اِلاَّ ظَالِمٌ اَوْ مَظْلُوْمٌ وَاِنِّى لاَ اُرَانِى اِلاَّ سَاُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُوْمًا وَاِنَّ مِنْ اَكْبَرِ هَمِّى لَدَيْنِى اَفَتَرٰى يُبْقِى دَيْنُنَا مِنْ مَالِنَا شَيْئًا فَقَالَ يَا بُنَىَّ بِعْ مَالَنَا فَاقْضِ دَيْنِى وَاَوْصٰى بِالثُّلُثِ وَثُلُثِهِ لِبَنِيْهِ يَعْنِى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ ثُلُثُ الثُّلُثِ فَاِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَىْءٌ فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللّٰهِ قَدْ وَازٰى بَعْضَ بَنِى الزُّبَيْرِ خُبَيْبٌ وَعَبَّادٌ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِيْنَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَجَعَلَ يُوْصِيْنِى بِدَيْنِهِ وَيَقُوْلُ يَابُنَىَّ اِنْ عَجِزْتَ عَنْهُ فِىْ شَىْءٍ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلاَىَ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا دَرَيْتُ مَا اَرَادَ حَتّٰى قُلْتُ يَا اَبَةِ مَنْ مَوْلاَكَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا وَقَعْتُ فِىْ كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ اِلاَّ قُلْتُ يَامَوْلَى الزُّبَيْرِ اَقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ فَيَقْضِيْهِ فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَمْ يَدَعْ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا اِلاَّ اَرَضِيْنَ مِنْهَا الْغَابَةُ وَاِحْدٰى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِالْكُوْفَةِ وَدَارًا بِمِصْرَ قَالَ وَاِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِىْ عَلَيْهِ اَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَاْتِيْهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ اِيَّاهُ فَيَقُوْلُ الزُّبَيْرُ لاَ وَلٰكِنَّهُ سَلَفٌ فَاِنِّى اَخْشٰى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ وَمَا وَلِىَ اِمَارَةً قَطُّ وَلاَ جِبَايَةَ خَرَاجٍ وَلاَ شَيْئًا اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ فِىْ غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اَوْ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ اَلْفَىْ اَلْفٍ وَمِائَتَىْ اَلْفٍ قَالَ فَلَقِىَ حَكِيْمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ ا الزُّبَيْرِ فَقَالَ يَا اِبْنَ اَخِىْ كَمْ عَلٰى اَخِىْ مِنَ الدَّيْنِ فَكَتَمَهُ فَقَالَ مِائَةُ اَلْفٍ فَقَالَ حَكِيْمٌ وَاللّٰهِ مَا اَرٰى اَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهٰذِهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ اَفَرَاَيْتَكَ اِنْ كَانَتْ اَلْفَىْ اَلْفٍ وَمِائَتَىْ اَلْفٍ قَالَ مَا اَرَاكُمْ تُطِيْقُوْنَ هٰذَا فَاِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِيْنُوْابِىْ قَالَ وَكَانَ الزُّبَيْرُ اِشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِيْنَ وَمِائَةِ اَلْفٍ فَبَاعَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بِاَلْفِ اَلْفٍ وَسِتِّمَائَةِ اَلْفٍ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ حَقٌّ فَلْيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ فَاَتَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ اَرْبَعُمِائَةِ اَلْفٍ فَقَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ اِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا

لَكُمْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ قَالَ فَاِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوْهَا فِيمَا تُوَخِّرُوْنَ اِنْ اَخَّرْتُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ قَالَ قَالَ فَاقْطَعُوْا لِيْ قِطْعَةً فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَكَ مِنْ هَاهُنَا اِلَى هَاهُنَا قَالَ فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ فَاَوْفَاهُ وَبَقِيَ مِنْهَا اَرْبَعَةُ اَسْهُمٍ وَنِصْفٌ فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ كَمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ قَالَ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ اَلْفٍ قَالَ كَمْ بَقِيَ قَالَ اَرْبَعَةُ اَسْهُمٍ وَنِصْفٌ قَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ اَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ اَلْفٍ قَالَ عَمْرُوْ بْنُ عُثْمَانَ قَدْ اَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ اَلْفٍ وَقَالَ اِبْنُ زَمْعَةَ قَدْ اَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ اَلْفٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمْ بَقِيَ فَقَالَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ قَالَ اَخَذْتُهُ بِخَمْسِيْنَ وَمِائَةِ اَلْفٍ قَالَ وَبَاعَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيْبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّمِائَةِ اَلْفٍ فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُوْ الزُّبَيْرِ اَقْسِمْ بَيْنَنَا مِيْرَاثَنَا قَالَ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى اُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ اَرْبَعَ سِنِيْنَ اَلاَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَاتِنَا فَلْنَقْضِهِ قَالَ فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِيْ بِالْمَوْسِمِ فَلَمَّا مَضَى اَرْبَعُ سِنِيْنَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ قَالَ فَكَانَ لِلزُّبَيْرِ اَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَرَفَعَ الثُّلُثَ فَاَصَابَ كُلَّ امْرَاَةٍ اَلْفَ اَلْفٍ وَمِائَتَا اَلْفٍ فَجَمِيْعُ مَالِهِ خَمْسُوْنَ اَلْفَ اَلْفٍ وَمِائَتَا اَلْفٍ ـ

২৮৯৫. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) বর্ণনা করেন, জামাল (উষ্ট্রের) যুদ্ধের দিন (আমার পিতা) যুবায়ের (রা) রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকলেন। আমি গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, পুত্র, আজকে যারা নিহত হবে, তারা হয় জালেম নয়তো মজলুম হবে। আমার মনে হয়, আমি মজলুম হিসেবে নিহত হব। এ মুহূর্তে আমার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা আমার ঋণের জন্য। তুমি কি মনে কর আমার ঋণ পরিশোধের পর আমার সম্পদ কিছু অবশিষ্ট থাকবে? তিনি আরো বললেন, হে বৎস! (আমার মৃত্যুর পর) তুমি আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে তা দিয়ে ঋণ শোধ করবে। তিনি ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদের তৃতীয়াংশের জন্য অসিয়ত করে বললেন, ঐ তৃতীয়াংশের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ তার অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সন্তানদের জন্য (অসিয়ত করলেন)। তিনি বললেন, আমার ঋণ পরিশোধ করার পর যদি কিছু সম্পদ অতিরিক্ত থেকে যায় তাহলে তা তিন ভাগে ভাগ করে তৃতীয়াংশের একভাগ তোমার সন্তানদের দান করবে। হিশাম বলেন, সে সময় আবদুল্লাহর কোন কোন সন্তান যুবায়েরের সন্তানদের সমবয়স্ক ছিল। যেমন খোবায়েব ও উব্বাদ। সেই সময় যুবায়েরের নয়টি পুত্র ও নয়টি কন্যাসন্তান ছিল।

আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, তিনি (যুবায়ের) আমাকে বার বার তার ঋণ সম্পর্কে অসিয়ত করে বলছিলেন, হে বৎস ! যদি তুমি (কোন সময় ঋণ পরিশোধ) সাধ্যাতীত মনে কর, তাহলে আমার প্রভুর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়ো। আবদুল্লাহ বলেন, আল্লাহর শপথ ! আমার প্রভু বলতে তিনি কাকে বুঝাচ্ছিলেন, তা বুঝতে না পেরে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আব্বাজান, আপনার প্রভু কে ? তিনি বললেন, আল্লাহ । আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, আল্লাহর শপথ ! তাঁর ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে যখনই আমি কোন বিপদ বা কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি, তখনই প্রার্থনা করেছি, হে যুবায়েরের প্রভু, তার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দাও। আর আল্লাহ ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। (সেই যুদ্ধে) যুবায়ের নিহত হলেন, তিনি গাবা নামক কিছু ভূমি, মদীনাতে এগারোখানা বাড়ি, বসরায় দু'টি বাড়ি, কুফায় একটি বাড়ি এবং মিসরে একটি বাড়ি ছাড়া (নগদ) দিনার বা দিরহাম কিছুই রেখে গেলেন না। আবদুল্লাহ বলেন, তার ঋণ ছিল এরূপ যে, কোন ব্যক্তি এসে তার কাছে অর্থ আমানত রাখতে চাইলে যুবায়ের তাকে বলতেন, এভাবে নয়, বরং কর্জ হিসেবে রাখতে পারো। কেননা ঐভাবে তা ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আমি বেশী আশংকা করি। তিনি কখনো শাসন ক্ষমতা, খেরাজ বা কর আদায় বা অনুরূপ দায়িত্বের কোন চাকুরী গ্রহণ করেননি। বরং শুধুমাত্র নবী (স), আবু বাকর, উমার ও উসমানের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বলেন, আমি তাঁর সমূদয় ঋণ হিসেব করে দেখলাম তা বাইশ লক্ষ দিরহাম দাঁড়ায়। তিনি বলেন, অতপর হাকীম ইবনে হিযাম আবদল্লাহ ইবনে যুবায়েরের (তার নিজের) সাথে সাক্ষাত করে বললেন, ভাতিজা, আমার ভাইয়ের (যুবায়েরের) ঋণের পরিমাণ কত ? আবদুল্লাহ সঠিক পরিমাণ গোপন রাখতে চেয়ে বললেন, এক লাখ দিরহাম। একথা শুনে হাকীম (ইবনে হিযাম) বলে উঠলেন, আমার মনে হয় না যে, তোমাদের সকল সম্পদ দিয়েও এতো ঋণ পরিশোধ করা যাবে। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ তাকে বললেন, যদি উক্ত ঋণের পরিমাণ বাইশ লক্ষ দিরহাম হয় তবে আপনি কি মনে করেন ? তিনি (হাকীম) বললেন, তাহলে এ বোঝা বহন করা তোমাদের সাধ্যের অতীত বলে মনে করি। আর এ ব্যাপারে তোমরা যদি (সত্য সত্যই) অক্ষম হয়ে পড়, তাহলে আমাকে বলবে। বর্ণনাকারী বলেন, যুবায়ের "গাবার" ভূমি এক লক্ষ সত্তর হাজার দিরহামে খরিদ করেছিলেন, আর আবদুল্লাহ তা ষোল লক্ষ দিরহামে বিক্রি করলেন। অতপর আবদুল্লাহ তাঁর ঋণ পরিশোধ করতে শুরু করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, যুবায়েরের নিকট যার যার পাওনা আছে সে যেন গাবা নামক জায়গায় এসে তা গ্রহণ করে। সুতারাং আবদুল্লাহ ইবনে জাফর আগমন করলেন। যুবায়েরের কাছে আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফরের পাওনা ছিল চার লক্ষ দিরহাম। তিনি আবদুল্লাহর কাছে এসে বললেন, আপনারা চাইলে আমি তা ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু আবদুল্লাহ বললেন, না, তার প্রয়োজন নেই। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর বললেন, আপনারা চাইলে আমার পাওনা সর্বশেষে পরিশোধ করতে পারেন। এবারও আবদুল্লাহ ইবনে যুবয়ের বললেন, না, তাও হবে না। তখন আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর বললেন, তাহলে আমাকে একখন্ড জমি দিয়ে দিন। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বললেন, আপনাকে এখান থেকে ঐ পর্যন্ত ভূমি খন্ড দেয়া হল। বর্ণনাকারী বলেন, (গাবার) এক খন্ড জমি বিক্রি করে তিনি তার ঋণ পূর্ণরূপে পরিশোধ করলেন এবং এরপরও সাড়ে চার অংশ অবশিষ্ট

থাকলো। পরবর্তী সময়ে (আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের) মু'আবিয়ার কাছে গমন করলেন। সেই সময় তার কাছে আমর ইবনে উসমান, মুনযির ইবনে যুবায়ের এবং ইবনে যাম'আহ উপস্থিত ছিলেন। মু'আবিয়া তাকে (আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে) জিজ্ঞেস করলেন, গাবার ভূমির মূল্য কত হয়েছিল ? আবদুল্লাহ বললেন, এক অংশ এক লক্ষ দিরহাম। মুআবিয়া বললেন, এখন কতটা জমি অবশিষ্ট আছে ? আবদুল্লাহ জবাব দিলেন, সাড়ে চার অংশ। মুনযির ইবনে যুবায়ের বলেন, আমি এক অংশ এক লক্ষ দিরহাম দিয়ে খরিদ করলাম। আমর ইবনে উসমান বললেন, এক অংশ আমিও এক লক্ষের বিনিময় খরিদ করলাম। ইবনে যুমআহ বললেন, এক লক্ষের বিনিময়ে আমিও এক অংশ কিনে নিলাম। এবার মুআবিয়া বললেন, এখন কত অংশ অবশিষ্ট থাকল ? আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বললেন, দেড় অংশ। তিনি বললেন, দেড় লক্ষ দিয়ে আমি তা খরিদ করে নিচ্ছি। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর তার অংশ মু'আবিয়ার নিকট ছয় লক্ষ দিরহামে বিক্রি করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, যুবায়ের পুত্র যুবায়েরের সকল ঋণ পরিশোধ করে দিলে তার (যুবায়েরের) অন্যান্য পুত্রগণ বললেন, পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ আমাদের মধ্যে বন্টন করে দিন। আবদুল্লাহ (তাদেরকে) বললেন ঃ আল্লাহর শপথ, যুবায়েরের নিকট যাদের পাওনা আছে, তারা আমাদের কাছে এসে তা নিয়ে যান, চার বছর ধরে হজ্জের দিনে একথা ঘোষণা না করা পর্যন্ত তা আমি তোমাদেরকে বন্টন করে দিবো না। বর্ণনাকারী বলেন, প্রতিবছর (হজ্জের) মওসুমে তিনি ঐ ঘোষণা দিতেন। এভাবে চার বছর অতিবাহিত হলে তিনি তা সকলের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, যুবায়েরের চারজন স্ত্রী ছিলেন। অসিয়ত আদায়ের পর প্রত্যেক স্ত্রী অংশমত বার লক্ষ দিরহাম করে পেলেন। আর তার সমুদয় সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল বায়ান্ন লক্ষ দিরহাম।

২১৩-অনুচ্ছেদ ঃ প্রয়োজন বোধে ইমাম কাউকে কোথাও দূত বানিয়ে প্রেরণ করলে বা কোন জায়গায় কাজে নিয়োগ করার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারলে সে গনীমাতের অংশীদার হবে কি না ?

٢٨٩٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ فَاِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيْضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ لَكَ اَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ -

২৮৯৬. ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, উসমান বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। কারণ [রসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা] এ সময় পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন। অতএব রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে তাঁর সেবা শুশ্রূষার জন্য রেখে গিয়েছিলেন। নবী (স) তাঁকে বলেছিলেন, বদর যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছে, তুমিও তাদের মতই পুরস্কৃত হবে। তিনি তাঁকে গনীমাতের অংশ প্রদান করেছিলেন।

২১৪-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের আপদ-বিপদকালে গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ ব্যয় করা যাবে, তার দলিল এ ঘটনা যে, নবী (স) হাওয়াযেন গোত্রের এক মহিলার দুধ পান করেছিলেন, এ সম্পর্কের বরাত দিয়ে গোত্রের লোকেরা নবী (স)-এর নিকট তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ফেরত চেয়েছিলেন। অতপর তিনি শুধু বন্দীদের মুক্তি দিয়ে মুসলমানদের জন্য তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত গনীমাত বৈধ করে দিলেন। তিনি লোকদেরকে ফাই (বিনাযুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমাত) এবং গনীমাতের পঞ্চমাংশ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিতেন এবং তিনি আনসারদেরকে (এ সম্পদ থেকে) দান করেছিলেন এবং জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে খায়বারের (গনীমাতলব্ধ) খেজুর প্রদান করেছিলেন।

٢٨٩٧- عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَاَلُوْهُ اَنْ يَرُدَّ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الْحَدِيْثِ اِلَىَّ اَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوْا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اِمَّا السَّبْىُ وَاِمَّا الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ اِسْتَاْنَيْتُ بِهِمْ وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْتَظَرَ اٰخِرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ اِلَيْهِمْ اِلاَّ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوْا فَاِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمُسْلِمِيْنَ فَاَثْنَى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اِخْوَانَكُمْ هٰؤُلاَءِ قَدْ جَاؤُنَا تَائِبِيْنَ وَاِنِّى قَدْ رَاَيْتُ اَنْ اَرُدَّ اِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّطَيِّبَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَّكُوْنَ عَلَى حَظِّهِ حَتّٰى نُعْطِيَهُ اِيَّاهُ مِنْ اَوَّلِ مَا يُفِىءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا لاَنَدْرِىْ مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ فِىْ ذٰلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَاْذَنْ فَارْجِعُوْا حَتّٰى يَرْفَعَ اِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ اَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوْا فَاَذِنُوْا فَهٰذَا الَّذِىْ بَلَغَنَا عَنْ سَبْىِ هَوَازِنَ -

২৮৯৭. মারওয়ান ইবনুল হাকাম এবং মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। হাওয়াযেন গোত্র ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের প্রতিনিধিদল রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে তাদের সম্পদ ও বন্দীদের প্রত্যর্পণ করার আবেদন জানালে তিনি তাদেরকে বললেন, সত্য কথাই আমার নিকট বেশী প্রিয় (আমি তাই সত্য কথাই বলে থাকি)। বন্দী অথবা সম্পদ এ দু'টির যেকোন একটি তোমরা গ্রহণ করতে পার। আমি তোমাদের দিকে চেয়েই

গনীমাত বন্টনে বিলম্ব করেছি। তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নবী (স) তাদের (হাওয়াযেন) জন্য দশ রাতেরও বেশী অপেক্ষা করেছিলেন। যখন তারা স্পষ্ট বুঝতে পারল যে, রসূলুল্লাহ (স) (সম্পদ বা বন্দী এ) দু'টির একটির বেশী ফিরিয়ে দেবেন না, তখন তারা জানাল, আমরা আমাদের বন্দীদেরকেই ফিরে পেতে চাই। সুতরাং রসূলুল্লাহ (স) মুসলমানদের কাছে তাঁর বক্তব্য পেশ করার জন্য দাঁড়ালেন এবং যথাযোগ্যভাবে আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেন, তোমাদের এসব ভাইয়েরা কুফরী থেকে তাওবা করে (মুসলমান হওয়ার পর) আমাদের কাছে এসেছে। আমি তাদের কাছে তাদের বন্দীদেরকে প্রত্যর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যারা পবিত্রতা ও সৌজন্য পসন্দ কর তাদেরও এটাই করা উচিত। আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা নিজের অংশ ঠিক রাখতে চাও তাদেরও উচিত তাদের অংশের বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেয়া। এরপরে প্রথমেই আল্লাহ আমাকে যে ফাই দান করবেন তা থেকে আমি তাদের অংশ পূরণ করে দেব। একথা শুনে সবাই বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা তাদের জন্য এটাই (কোন বিনিময় ছাড়াই তাদের মুক্ত করে দেয়া) পসন্দ করলাম। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, কিন্তু তোমাদের মধ্য থেকে কে সানন্দে অনুমতি দিল আর কে দিল না, তা যেহেতু আমি জানি না, অতএব তোমরা (নিজেদের তাঁবুতে) ফিরে যাও। এ ব্যাপারে নেতাগণ আমার সাথে কথা বলবেন। লোকেরা গিয়ে তাদের নেতাদের সাথে আলোচনা করলো। তারপর তারা রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে জানাল, তারা এটি পসন্দ করে অনুমতি দান করেছে। মধ্যবর্তী বর্ণনাকারী যুহরী বলেন হাওয়াযেন গোত্রের বন্দীদের সম্পর্কে এ হাদীসটিই আমরা পেয়েছি।

٢٨٩٨- عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِىْ مُوْسٰى فَاُتِىَ ذِكْرَ دَجَاجَةً وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِى تَيْمِ اللّٰهِ اَحْمَرُ كَاَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِىْ فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ اِنِّى رَاَيْتُهُ يَاكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ لاَ اٰكُلُ فَقَالَ هَلُمَّ فَلاُحَدِّثْكُمْ عَنْ ذٰلِكَ اِنِّى اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ نَفَرٍ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَحْمِلُكُمْ وَمَاعِنْدِىْ مَا اَحْمِلُكُمْ وَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَهْبِ اِبِلٍ فَسَالَ عَنَّا فَقَالَ اَيْنَ النَّفَرُ الْاَشْعَرِيُّوْنَ فَاَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرٰى فَلَمَّا اِنْطَلَقْنَا قُلْنَا مَاصَنَعْنَا لاَ يُبَارَكُ لَنَا فَرَجَعْنَا اِلَيْهِ فَقُلْنَا اِنَّا سَاَلْنَاكَ اَنْ تَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ اَنْ لاَّ تَحْمِلَنَا اَفَنَسِيْتَ قَالَ لَسْتُ اَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَمَلَكُمْ وَاِنِّى وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَ اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ اَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا -

২৮৯৮. যাহদাম বর্ণনা করেন, আমি আবু মূসা (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে তার কাছে বড় এক প্লেট ভর্তি মুরগীর ভূনা গোশত আনা হল। বনী তায়েম গোত্রের লাল চেহারাবিশিষ্ট একটি লোকও সেখানে বসেছিল, যাকে দেখে মুক্ত ক্রীতদাস

বলে মনে হচ্ছিল। তিনি তাকেও খাবার জন্য ডাকলেন। সে বলল, আমি ঐ জন্তুকে পায়খানা খেতে দেখেছি এ জন্য তার গোশত খাওয়া পসন্দ করি না। আর আমি এর গোশত খাব না বলে শপথ করেছি। আবু মূসা বললেন, এসো, আমি তোমাকে এ বিষয়ে কিছু শুনাব। এক সময় আমি কিছুসংখ্যক আশআরীর সাথে নবী (স)-এর নিকট সওয়ারী জন্তু চাইতে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ আমার কাছে কোন সওয়ারী জন্তু নেই ; আমি তোমাদেরকে কোন সওয়ারী জন্তু দিতে পারবো না। নবী (স)-এর নিকট গনীমাতের কিছু উট আনীত হলে তিনি আমাদেরকে তালাশ করলেন এবং বললেন, আশআরী গোত্রের লোকগুলো কোথায় ? পরে তিনি আমাদেরকে শ্বেত কুঁজ (ঝুঁটি) বিশিষ্ট কয়েকটি উট প্রদান করলেন। আমরা সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে পথিমধ্যে চিন্তা করলাম আমরা যা করেছি তজ্জন্য আমাদের কোন বরকত বা কল্যাণ হবে না। সুতরাং আমরা তাঁর নিকট [রসূলুল্লাহর (স)] ফিরে গিয়ে বললাম, আমরা আপনার কাছে সওয়ারী জন্তু প্রার্থনা করলে আপনি শপথ করে বললেন যে, আপনি আমাদেরকে কোন সওয়ারী জন্তু দিতে পারবেন না। একথা কি আপনি বিস্মৃত হয়েছেন ? তিনি জবাব দিলেন, আমি তোমাদেরকে সওয়ারী জন্তু প্রদান করিনি ; বরং আল্লাহ তোমাদেরকে সওয়ারী জন্তু প্রদান করেছেন। আল্লাহর কসম, ইনশাআল্লাহ আমি যখন কোন শপথ করি, আর তার বিপরীত কোন বস্তুকে তার চাইতে কল্যাণকর মনে করি তখন শপথ ভঙ্গ করে কল্যাণকর বস্তুকেই গ্রহণ করে থাকি।

٢٨٩٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيْهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوْا اِبِلاً كَثِيْرًا فَكَانَتْ سِهَامُهُمْ اِثْنَى عَشَرَ بَعِيْرًا اَوْ اَحَدَ عَشَرَ بَعِيْرًا وَنُفِّلُوْا بَعِيْرًا بَعِيْرًا -

২৮৯৯. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) একটি (খন্ডযুদ্ধের) অভিযানের উদ্দেশ্যে নজদের দিকে একটি ক্ষুদ্র দল প্রেরণ করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাতে ছিলেন। তারা গনীমাত হিসেবে বহুসংখ্যক উট হস্তগত করে ফিরে আসলেন এবং প্রত্যেকে নিজ অংশে বার অথবা এগারটি উট এবং অতিরিক্ত একটি করে উট লাভ করেছিলেন।

٢٩٠٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَّبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لاَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوٰى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ -

২৯০০. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) খন্ড অভিযানে প্রেরিত কিছু সংখ্যক সৈনিককে বিশেষভাবে সাধারণ সৈনিকদের অংশ অপেক্ষা অতিরিক্ত কিছু গনীমাত প্রদান করতেন।

٢٩٠١- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِىِّ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِيْنَ اِلَيْهِ اَنَا وَاَخَوَانِ لِىْ اَنَا اَصْغَرُهُمْ اَحَدُهُمَا اَبُوْ بُرْدَةَ وَالْاٰخَرُ اَبُوْ رُهْمٍ اِمَّا قَالَ فِىْ بِضْعٍ وَاِمَّا قَالَ فِىْ ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِيْنَ اَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِيْنَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِىْ فَرَكِبْنَا سَفِيْنَةً فَاَلْقَتْنَا سَفِيْنَتُنَا اِلَى النَّجَاشِىِّ بِالْحَبْشَةِ وَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ وَاَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْفَرٌ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَنَا هَاهُنَا وَاَمَرَنَا بِالْاِقَامَةِ فَاَقِيْمُوْا مَعَنَا فَاَقَمْنَا مَعَهُ حَتّٰى قَدِمْنَا جَمِيْعًا فَوَافَقْنَا النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ اِفْتَتَحَ خَيْبَرَ فَاَسْهَمَ لَنَا اَوْ قَالَ فَاَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِاَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا اِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ اِلَّا اَصْحَابَ سَفِيْنَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَاَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ -

২৯০১. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। আমরা ইয়ামানে থাকতেই নবী (স)-এর হিজরতের সংবাদ প্রাপ্ত হলাম। আমি ও আমার বড় দু'ভাই আবু বুরদাহ ও আবু রুহমও হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লাম। আমি ছিলাম তাদের দু'জনের ছোট। সর্বমোট আমার স্বগোত্রীয় পঞ্চাশের কিছু অধিক, অথবা তিপ্পান্ন অথবা বায়ান্ন জন লোক মুহাজির হিসেবে সেখান থেকে নবী (স)-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমরা একটি জাহাজে আরোহণ করলাম জাহাজটি আমাদেরকে নিয়ে নাজ্জাশীর রাজ্য হাবশার উপকূলে নোঙর করল। আমরা সেখানে জা'ফর ইবনে আবু তালিব ও তার সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হলাম। জা'ফর বললেন ঃ নবী (স) আমাদেরকে এখানে প্রেরণ করেছেন এবং এখানেই অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। আপনারাও আমাদের সাথে অবস্থান করুন। সুতরাং আমরা তার সাথেই অবস্থান করলাম এবং পরবর্তী সময়ে সকলেই সেখান থেকে যাত্রা করে নবী (স)-এর সাথে মিলিত হলাম। তিনি তখন সবেমাত্র খায়বর জয় করে ফিরেছেন। তিনি আমাদেরকে (খায়বরের গনীমাতের সম্পদ হতে) অংশ প্রদান করলেন। যারা তাঁর সাথে খায়বরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি বা উক্ত খায়বর বিজয়ের সময় অনুপস্থিত থেকেছে, তিনি তাদেরকে খায়বরের গনীমাতের কোন অংশ প্রদান করেননি। তবে জা'ফর এবং তার সঙ্গীদের সাথে আমাদের জাহাজের আরোহীদেরকে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও তিনি এ যুদ্ধের গনীমাতের অংশ প্রদান করেছেন।

٢٩٠٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ قَدْ جَاءَنِىْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ اَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَلَمْ يَجِئْ حَتّٰى قُبِضَ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ اَمَرَ اَبُوْ بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادٰى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَيْنٌ اَوْ عِدَةٌ

فَلْيَأْتِنَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِىْ كَذَا وَكَذَا فَحَثَا لِىْ ثَلاَثًا وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَحْثُوْ بِكَفَّيْهِ جَمِيْعًا ثُمَّ قَالَ لَنَا هٰكَذَا قَالَ لَنَا اِبْنُ الْمُنْكَدِرِ وَقَالَ مَرَّةً فَأَتَيْتُ اَبَابَكْرٍ فَسَأَلْتُ فَلَمْ يُعْطِنِىْ ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِىْ ثُمَّ اَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِىْ ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِىْ ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِىْ فَاِمَّا اَنْ تُعْطِيَنِىْ وَاِمَّا اَنْ تَبْخَلَ عَنِّىْ قَالَ قُلْتَ تَبْخَلُ عَلَىَّ مَامَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ اِلاَّ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اُعْطِيَكَ * قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ جَابِرٍ فَحَثَا لِىْ حَثْيَةً وَقَالَ عُدَّهَا فَوَجَدْتُهَا خَمْسَمِائَةٍ قَالَ فَخُذْ مِثْلَهَا مَرَّتَيْنِ وَقَالَ يَعْنِىْ اِبْنَ الْمُنْكَدِرِ وَاَىُّ دَاءٍ اَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ ـ

২৯০২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) আমাকে বলেছিলেন, আমার কাছে বাহরাইনের সম্পদ আসলে আমি তোমাকে এতো এতো দিতাম। কিন্তু বাহরাইনের সম্পদ আসার পূর্বেই নবী (স) ইন্তিকাল করলেন। পরবর্তীকালে (আবু বাকরের খেলাফতকালে) বাহরাইনের সম্পদ আসলে আবু বাকর একজন ঘোষককে এ মর্মে ঘোষণা করতে নির্দেশ দিলেন যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যার কোন পাওনা আছে অথবা তিনি কাউকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকলে সে যেন আমার নিকট এসে (তা আদায় করে নেয়)। আমি (জাবের) তার কাছে গিয়ে বললাম, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে এরূপ এরূপ বলেছিলেন। কাজেই তিনি (আবু বাকর) আমাকে তিনবার হাত ভরে দিলেন। সুফিয়ান এ হাদীস বর্ণনার সময় তার দু'হাতের তালুযুক্ত করে আমাদেরকে বলতেন, ইবনুল মুনকাদের এভাবে আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন। মুররাহ বর্ণনা করেছেন, জাবের বলেন, আমি আবু বাকরের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলাম। তিনি আমাকে দিলেন না। আবার গেলাম, সেবারও কিছু দিলেন না। তৃতীয়বারে তাঁর কাছে গেলাম। এবারও তিনি কিছু দিলেন না। তখন আমি তাঁকে বললাম, আমি আপনার কাছে চাইলাম কিন্তু আপনি আমাকে দিলেন না। আবার চাইলাম, তখনও দিলেন না। তারপর চাইলাম, তবুও দিলেন না। এখন আবার বলছি, হয় দিন নয় অস্বীকার করুন। আবু বাকর (রা) বললেন, তুমি আমার অস্বীকার করার কথা বলছ। কিন্তু একবারও তো আমি অস্বীকার করিনি বরং আমি তোমাকে দিতেই ইচ্ছুক। সুফিয়ান আমর ও মুহাম্মাদ ইবনে আলীর মাধ্যমে জাবের থেকে বর্ণনা করেন, আবু বাকর আমাকে দু'হাত ভরে দিয়ে বললেন, গুণে দেখ কত আছে? আমি গুণে দেখলাম, পাঁচশত। সুতরাং আবু বাকর আমাকে বললেন, অনুরূপ আর দু'বার গ্রহণ কর। ইবনুল মুনকাদের বলেন, কৃপণতার চাইতে বড় রোগ আর কি হতে পারে?

٢٩٠٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْسِمُ غَنِيْمَةً بِالْجِعْرَانَةِ اِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اَعْدِلْ فَقَالَ لَهُ شَقِيْتَ اِنْ لَمْ اَعْدِلْ ـ

২৯০৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আল জুরানাহ নামক স্থানে রসূলুল্লাহ (স) গনীমাতের মাল বন্টন করার সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলো, ইনসাফ করুন। (একথা শুনে) নবী (স) বললেন, যদি আমি ইনসাফ না করি তবে আমি বড়ই দুর্ভাগা।

২১৫- অনুচ্ছেদ ঃ মালে গনীমাতের পঞ্চমাংশ গ্রহণ না করে বন্দীদের ওপর নবী (স)-এর অনুগ্রহ।

٢٩٠٤- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِىْ اُسَارِىْ بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِىٍّ حَيًّاثُمَّ كَلَّمَنِىْ فِىْ هٰؤُلَاءِ النَّتْنٰى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ -

২৯০৪. মুহাম্মাদ ইবনে জুবায়ের ইবনে মুত'এম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী (স) বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে বলেছেন, যদি (আজ) মুত'এম ইবনে আদী (যিনি কুফরী অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন) জীবিত থাকত আর এসব হীন ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমাকে বলত তাহলে তার কারণে আমি এদেরকে (মুক্তিপণ ছাড়াই) ছেড়ে দিতাম।[৬১]

২১৬-অনুচ্ছেদ ঃ খুমুস বা গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ বন্টন ইমাম বা রাষ্ট্রনেতার অধিকারভুক্ত। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর নিকটাত্মীয়দের কাউকে তা থেকে দিতে পারেন কিংবা নাও দিতে পারেন। কেননা নবী (স) খায়বরের গনীমাতের পঞ্চমাংশ থেকে বনী মুত্তালিব ও বনী হাশেমকে দিয়েছিলেন। উমার উবনে আবদুল আজিজ বলেন, নবী (স) সকল আত্মীয়কে সাধারণভাবে তা দেননি বা অভাবীকে বাদ দিয়ে নিজের নিকটাত্মীয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করেননি। তিনি আত্মীয়দের দিয়েছিলেন, কারণ তারা অভাবের অভিযোগ করতো এবং কুরাইশ ও তাদের সহযোগীদের হাতে তাদের কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল।

٢٩٠٥- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَيْتُ اَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطَيْتَ بَنِىْ الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا بَنُوْ الْمُطَّلِبِ وَبَنُوْ هَاشِمٍ شَىْءٌ وَاحِدٌ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ وَزَادَ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِىُّ ﷺ لِبَنِىْ عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِبَنِىْ نَوْفَلٍ وَقَالَ اِبْنُ اِسْحٰقَ عَبْدُ شَمْسٍ وَهَاشِمُ وَالْمُطَّلِبُ اِخْوَةٌ لِاُمٍّ وَاُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ وَكَانَ نَوْفَلُ اَخَاهُمْ لِاَبِيْهِمْ -

---

৬১. কুরাইশরা হাশেমী ও মুত্তালিবীদেরকে শে'বে আবু তালিবে অবরুদ্ধ করে তাদের কাছে কোন বস্তু বিক্রি করবে না বা তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না—এ মর্মে যে লিখিত চুক্তিপত্র সই করেছিল সেটিকে মুত'এম ইবনে আদী ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। এ জন্য নবী (স) তার কাজের বিনিময় এভাবে দিতে চেয়েছিলেন।

২৯০৫. জুবায়ের ইবনে মুত‘এম (রা) বর্ণনা করেন, আমি এবং উসমান ইবনে আফফান রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি গনীমাতের খুমুস বা পঞ্চমাংশ থেকে বনী মুত্তালিবকে প্রদান করলেন এবং আমাদেরকে বঞ্চিত করলেন অথচ আমরা ও তারা আপনার কাছে একই পর্যায়ের। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (স) বললেন, হাঁ, বনু মুত্তালিব ও বনু হাশেম-এর মধ্যে আমার কাছে কোন পার্থক্য নেই।[৬২]

২১৭-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের ময়দানে নিহত শত্রুর নিকট থেকে হস্তগত সম্পদের পঞ্চমাংশ গ্রহণ না করা এবং কেউ কোন কাফেরকে হত্যা করলে নিহতের পরিত্যক্ত সম্পদ পঞ্চমাংশ প্রদান ব্যতীত তারই হবে। এ বিষয়ে ইমামের সিদ্ধান্তের বর্ণনা।

٢٩٠٦- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ بَيْنَا اَنَا وَاقِفٌ فِى الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ وَشِمَالِىْ فَاِذَا اَنَا بِغُلاَمَيْنِ مِنَ الْاَنْصَارِ حَدِيْثَةٍ اَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ بَيْنَ اَضْلَعٍ (اَصلَح) مِنْهُمَا فَغَمَزَنِىْ اَحَدُهُمَا فَقَالَ يَاعَمِّ هَلْ تَعْرِفُ اَبَا جَهْلٍ قُلْتُ نَعَمْ مَا حَاجَتُكَ اِلَيْهِ يَا ابْنَ اَخِىْ قَالَ اُخْبِرْتُ اَنَّهُ يَسُبُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ لَئِنْ رَاَيْتُهُ لاَيُفَارِقُ سَوَادِىْ سَوَادَهُ حَتّٰى يَمُوْتَ الْاَعْجَلُ مِنَّا فَتَعَجَّبْتُ لِذٰلِكَ فَغَمَزَنِى الْاٰخَرُ فَقَالَ لِىْ مِثْلَهَا فَلَمْ اَنْشَبْ اَنْ نَظَرْتُ اِلٰى اَبِىْ جَهْلٍ يَجُوْلُ فِى النَّاسِ قُلْتُ اَلاَ اِنَّ هٰذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِىْ سَاَلْتُمَانِىْ فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتّٰى قَتَلاَهُ ثُمَّ اِنْصَرَفَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَاهُ فَقَالَ اَيُّكُمَا قَتَلَهُ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا قَالاَ لاَ فَنَظَرَ لاَ فِى السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلاَكُمَا قَتَلَهُ سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ -

২৯০৬. সালেহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) তার পিতা এবং দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি সৈন্যদের সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে ডানে বামে দৃষ্টিপাত করলাম এবং আনসারদের দু'জন অল্পবয়স্ক তরুণকে দেখতে পেলাম। মনে মনে আকাঙ্খা পোষণ করলাম, যদি আমি তাদের উভয়ের পঞ্জরাস্থির

৬২. লাইছ বলেন, ইউনুস জুবাইর থেকে আমার কাছে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) বনী আবদে শামস এবং বনী নওফেলকে কোন অংশ দেননি। ইসহাক বর্ণনা করেন, আবদে শামস, হাশেম ও মুত্তালিব একই মায়ের সন্তান। তাদের মা ছিলেন আতেকাহ বিনতে মুররাহ। নওফেল ছিল তাদের বৈমাত্রেয় ভাই।

মধ্যে থাকতাম (অর্থাৎ যদি তাদের মতো উদ্দীপনাময় যুবক হতাম কিংবা এ অর্থে যদি আমি তাদের দু'জনের মাঝখানে থাকতাম, তাহলে চরম বিপদের মুহূর্তে এই তরুণদ্বয়কে সাহায্য করতে পারতাম)। ইতিমধ্যে তাদের একজন আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, চাচাজান, আপনি কি আবু জেহেলকে চিনেন ? আমি বললাম, হাঁ। তবে, তাকে তোমার কি দরকার বাবা ? সে বলল, আমি জানতে পেরেছি যে, সে রসূলুল্লাহ (স)-কে গালি দেয়। যার অধিকারে আমার প্রাণ, সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যদি আমি তাকে দেখতে পাই তাহলে আমাদের মধ্যে (আমার ও আবু জেহেল) যার মৃত্যু পূর্বে নির্ধারিত সে মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত তার ও আমার দেহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। তার কথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম। ইতিমধ্যে অন্যজনও আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে এই একই কথা জিজ্ঞেস করল। পরক্ষণেই আমি আবু জেহেলকে লোকদের মধ্যে ঘুরতে দেখতে পেলাম। আমি বললাম, দেখ, তোমরা দু'জন যার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাচ্ছিলে, সে ঐ ব্যক্তি। একথা শোনামাত্র তারা উভয়েই তরবারি হাতে দ্রুত গিয়ে তাকে আঘাত করল এবং হত্যা করে ফেলল এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে ফিরে এসে তাকে অবহিত করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে ? উভয়েই বলল, আমি তাকে হত্যা করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা নিজ নিজ তরবারি মুছে ফেলেছ ? তারা বললো, না। সুতরাং নবী (স) তাদের তরবারী দেখে বললেন, তোমরা দু'জনেই তাকে হত্যা করেছ। কিন্তু তার পরিত্যক্ত বস্তুগুলো মু'আয ইবনে আমর ইবনুল জামুহ পাবে। এ দু'তরুণ ছিলেন, মু'আয ইবনে 'আফরা এবং মু'আয ইবনে 'আমর ইবনে জামুহ।

٢٩٠٧- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا اِلْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ فَرَاَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَدَرْتُ حَتّٰى اَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتّٰى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلٰى حَبْلِ عَاتِقِهِ فَاَقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِىْ ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيْحَ الْمَوْتِ ثُمَّ اَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَاَرْسَلَنِىْ فَلَحِقْتُ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَابَالُ النَّاسِ قَالَ اَمْرُ اللّٰهِ ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ رَجَعُوْا جَلَسَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَّشْهَدُ لِىْ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَّشْهَدُ لِىْ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَلَبُهُ عِنْدِىْ فَاَرْضِهِ عَنِّى فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لاَهَا اللّٰهِ اِذًا يَعْمِدُ اِلٰى اَسَدٍ مِّنْ اَسَدِ اللّٰهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ﷺ يُعْطِيْكَ سَلَبَهُ

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ فَاَعْطَاهُ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِيْ بَنِيْ سَلَمَةَ فَاِنَّهُ لَاَوَّلُ مَالٍ تَاَثَّلْتُهُ فِي الْاِسْلَامِ ـ

২৯০৭. আবু কাতাদাহ (রা) বর্ণনা করেন, হুনায়েনের যুদ্ধে আমরা নবী (স)-এর সাথে অংশগ্রহণ করলাম। যখন আমরা শত্রুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলাম তখন মুসলমানদের মধ্যে পরাজয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হল। এ সময় আমি দেখলাম, এক মুশরিক একজন মুসলমানকে কাবু করে তার বুকের ওপর বসে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। আমি ঘুরে গিয়ে পেছন দিক থেকে তার কাঁধের ওপর তরবারির আঘাত করলাম। সে তখন (তাকে ছেড়ে দিয়ে) আমার দিকে অগ্রসর হল এবং আমাকে এমনভাবে চেপে ধরল যে, আমি মৃত্যুকে চাক্ষুষ দেখতে পেলাম। পরক্ষণেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে আমাকে ছেড়ে দিল। অতপর উমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে দেখা হলে আমি তাকে বললাম, লোকদের কি হয়েছে যে, এমনটি করল ? তিনি বললেন, আল্লাহর ফায়সালা। অতপর সবাই ফিরে আসলে নবী (স) বসে তাদেরকে বললেন, (আজ) কেউ কোন ব্যক্তিকে (কাফের) যদি হত্যা করে থাক এবং তার প্রমাণ থাকে, তবে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্তু হত্যাকারীর। এ সময় আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কেউ আমার পক্ষে প্রমাণ দেবে কি ? অতপর বসে পড়লাম। তিনি (স) আবার বললেন, (আজ) কেউ কোন (কাফের) ব্যক্তিকে যদি হত্যা করে থাকে, আর তার প্রমাণ থাকে তবে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্তু হত্যাকারীর। আমি (এবারও) দাঁড়িয়ে বললাম, আমার পক্ষে প্রমাণ দেয়ার কেউ আছে কি ? একথা বলে আমি আবারও বসে পড়লাম। নবী (স) তৃতীয়বার একই কথা বললেন, আমি দাঁড়ালাম, নবী (স) বললেন, আবু কাতাদাহ ! তোমার কি ? সুতরাং আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম, এ সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলো, হে আল্লাহর রসূল ! সে সত্য কথাই বলেছে। তবে সেই নিহতের পরিত্যক্ত বস্তু আমার কাছে আছে। আর তা আমার কাছেই থাকার ব্যাপারে আপনি তাকে রাজি করিয়ে দিন। একথা শুনে আবু বকর সিদ্দিক বললেন, তা কখনও হতে পারে না। আল্লাহর সিংহ, যিনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে লড়াই করেছেন তার (হাতে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্তু) তিনি (স) তোমাকে দিতে পারেন না। নবী (স) বললেন, আবু বকর ঠিকই বলেছে। সুতরাং তিনি (নিহত কাফেরের পরিত্যক্ত) বস্তুগুলো তাকেই (আবু কাতাদাহকে) প্রদান করলেন। আবু কাতাদাহ বলেন, (তার মধ্য থেকে) আমি লৌহ বর্মটি বিক্রি করে বনু সালামার একটি বাগান খরিদ করলাম। ইসলাম গ্রহণের পর এটিই আমার অর্জিত প্রথম সম্পদ ছিল।

২১৮-অনুচ্ছেদ ঃ দুর্বল ঈমানের মুসলমানদের হৃদয় জয়ের জন্য বা অন্যান্য লোকদেরকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে খুমুস বা গনীমাতের পঞ্চমাংশ থেকে প্রদান করা। আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ নবী (স) থেকে এতদসংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৯০৮- عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَانِيْ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِيْ ثُمَّ قَالَ لِيْ يَاحَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ

نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْــهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاَشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكَ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِىْ يَاكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَرْزَاُ اَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتّٰى اُفَرِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدْعُوْ حَكِيْمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَاَبٰى اَنْ يَّقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ اِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَاَبٰى اَنْ يَّقْبَلَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اِنِّى اَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِىْ قَسَمَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ هٰذَا الْفَىْءِ فَيَابٰى اَنْ يَاخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَاحَكِيْمٌ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ حَتّٰى تُوُفِّىَ -

২৯০৮. হাকীম ইবনে হিযাম (রা) বলেছেন, (এক সময়) আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট (ফাই-এর অর্থ থেকে কিছু সম্পদ) চাইলে তিনি তা প্রদান করলেন। আমি আবার চাইলে তিনি আবারও প্রদান করলেন এবং আমাকে বললেন, হে হাকীম, এসব সম্পদ সুমিষ্ট ও তরতাজা (খুবই লোভনীয়)। কেউ তা আন্তরিক ঔদার্যের সাথে (অর্থ-সম্পদের প্রতি বিশেষ কোন মোহ বা আকর্ষণ না রেখে) গ্রহণ করলে তাতে বরকত বা কল্যাণ দান করা হয়। আর কেউ তা স্বীয় প্রবৃত্তি ও আকাঙ্খা তৃপ্ত করার মানসে গ্রহণ করলে, তার সে সম্পদে বরকত বা কল্যাণ প্রদান করা হয় না। তার উদাহরণ হল, সেই ব্যক্তির ন্যায় যে খায় কিন্তু তৃপ্তি পায় না। (জেনে রাখো) ওপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম (দাতা গ্রহীতার চেয়ে উত্তম)। হাকীম বর্ণনা করেন, আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! যিনি আপনাকে ন্যায় বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, আপনার কাছে এ চাওয়ার পর দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া (মৃত্যুবরণ) পর্যন্ত আর কারো কাছেই কিছু প্রার্থনা করবো না। অতপর আবু বকর (রা) (তাঁর খেলাফতকালে) তাকে (অর্থ-সম্পদ) দেয়ার জন্য ডেকে পাঠাতেন। কিন্তু তিনি তাঁর নিকট থেকে কোন কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাতেন। পরবর্তী সময়ে উমর (রা) (তাঁর খেলাফতকালে) তাঁকে কিছু দেয়ার জন্য (একইভাবে) ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর নিকট থেকেও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। তাই তিনি (উমর মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে) বললেন, হে মুসলমানেরা ! মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ এই ফাইয়ের অর্থ থেকে তাঁর জন্য যে হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা গ্রহণ করার জন্য আমি তার সামনে পেশ করছি, কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। বর্ণনাকারী বলেন, নবী (স)-এর কাছে চাওয়ার পর ওফাত পর্যন্ত হাকীম আর কোন মানুষের কাছে কিছু চাননি।

٢٩٠٩- عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّهُ كَانَ عَلَىَّ اِعْتِكَافُ يَوْمٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاَمَرَهُ اَنْ يَفِىَ بِهِ قَالَ وَاَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْىِ حُنَيْنٍ فَوَضَعَهُمَا فِىْ بَعْضِ بُيُوْتِ مَكَّةَ قَالَ فَمَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى سَبْىِ حُنَيْنٍ

فَجَعَلُوْا يَسْعَوْنَ فِى السِّكَكِ فَقَالَ عُمَرُ يَاعَبْدَ اللّٰهِ اُنْظُرْ مَا هٰذَا فَقَالَ مَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّبْى قَالَ اِذْهَبْ فَاَرْسِلِ الْجَارِيَتَيْنِ قَالَ نَافِعٌ وَلَمْ يَعْتَمِرْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَلَوِ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ ـ

২৯০৯. উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! জাহেলী যুগে আমি একদিনের এতেকাফ করার মানত করেছিলাম। নবী (স) তাকে তা আদায় করার নির্দেশ দিলেন। নাফে' বলেন, হুনায়েনের বন্দীদের মধ্য থেকে উমর অংশ হিসেবে দু'টি দাসী লাভ করলেন তাদেরকে মক্কার একটি বাড়িতে রেখে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর রসূলুল্লাহ (স) হুনায়েনের বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন তারা পথেঘাটে চলাফেরা করতে থাকল। তা দেখে উমর (তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে) বললেন, আবদুল্লাহ, দেখো তো ব্যাপার কি ? আবদুল্লাহ বললেন, রসূলুল্লাহ (স) বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। (একথা শুনে) উমর (আবদুল্লাহকে) বললেন, তুমিও গিয়ে দাসী দু'জনকে মুক্ত করে দাও। নাফে' বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) জি'রানা থেকে উমরাহ করেননি। যদি তিনি উমরাহ করতেন তবে তা আবদুল্লাহর অজানা থাকতো না।[৬২]

٢٩١٠- عَنْ عَمْرِو ابْنُ تَغْلِبَ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَوْمًا وَمَنَعَ اٰخَرِيْنَ فَكَاَنَّهُمْ عَتَبُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ اِنِّى اُعْطِى قَوْمًا اَخَافُ ظَلَعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ وَاَكِلُ اَقْوَامًا اِلٰى مَا جَعَلَ اللّٰهُ فِى قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْغِنٰى مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ : مَااُحِبُّ اَنَّ لِىْ بِكَلِمَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُمْرَ الْغَنَمِ ـ

২৯১০. আমর ইবনে তাগলিব (রা) বর্ণনা করেন, একদা রসূলুল্লাহ (স) গণীমাতের সম্পদ বন্টন করে কিছুসংখ্যক লোককে দিলেন এবং কিছুসংখ্যক লোককে দিলেন না। (যাদেরকে দিলেন না) তারা যেন তাঁর ওপর মনঃক্ষুণ্ন হল। সুতরাং নবী (স) বললেন, আমি কিছুসংখ্যক লোককে তাদের সত্য পথচ্যুত ও অধৈর্য হওয়ার আশংকায় দিয়ে থাকি এবং কিছুসংখ্যক লোককে (না দিয়ে) তাদের হৃদয়ে আল্লাহ যে, কল্যাণ ও অভাববোধহীনতা দান করেছেন তৎপ্রতি তাদেরকে সমর্পণ করে থাকি। (অর্থাৎ তাদেরকে না দিলেও তাদের হৃদয়ে যে কল্যাণ বা ঈমান এবং অভাববোধহীনতা আছে, তাই তাদেরকে আল্লাহর দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখবে)। আমর ইবনে তাগলিবও এ ধরনেরই একজন লোক। (এ কারণে) আমর ইবনে তাগলিব বলতেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর এ কথাটির বিনিময়ে যদি আমি অতি উত্তম সম্পদও লাভ করতাম তবুও তা আমার নিকট প্রিয় হতো না।[৬৩]

---

৬২. গোটা হাদীসটির বিষয়বস্তুর সাথে সর্বশেষ কথাটির কোন সম্পর্ক আপাতদৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু শেষাংশটুকু আসলে উদ্দেশ্যহীনভাবে সংযুক্ত করা হয়নি। ইমাম কিরমানীর মতে, নাফের এ কথাটি বলার উদ্দেশ্য হলো তিনি ইবনে উমরের নিকট থেকে হাদীসটি শুনেছেন এ কথা উল্লেখ করা।

৬৩. অন্য একটি সনদের মাধ্যমে আবু আছেম আমর ইবনে তাগলেব থেকে এতটুকু কথা অরিতিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে কিছু অর্থ-সম্পদ ও বন্দী আনীত হলে তিনি তা উপরোক্তভাবে বন্টন করেছিলেন।

٢٩١١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّى اُعْطِى قُرَيْشًا اَتَاَلَّفُهُمْ لاَنَّهُمْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ -

২৯১১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আমি কুরাইশদের হৃদয়কে ইসলা-মের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য (অর্থ-সম্পদ) দিয়ে থাকি। কেননা তারা সবেমাত্র জাহেলিয়াত (কুফর) পরিত্যাগ করেছে (ইসলাম গ্রহণ করেছে)।

٢٩١٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ نَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ قَالُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْ اَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا اَفَاءَ فَطَفِقَ يُعْطِىْ رِجَالاً مِنْ قُرَيْشٍ اَلْمِائَةَ مِنَ الْاِبِلِ فَقَالُوْا يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِى قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ اَنَسُ فَحَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَقَالَتِهِمْ فَاَرْسَلَ اِلَى الْاَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِىْ قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ اَحَدًا غَيْرَهُمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوْا جَائَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا كَانَ حَدِيْثُ بَلَغَنِى عَنْكُم قَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ اَمَّا ذَوُوْ اٰرَائِنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَمْ يَقُوْلُوْا شَيْئًا وَاَمَّا اُنَاسٌ مِنَّا حَدِيْثَةٌ اَسْنَانُهُم فَقَالُوْا يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِى قُرَيْشًا وَيَتْرُكُ الْاَنْصَارَ وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى وَيَتْرُكُ الْاَنْصَارَ وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى اُعْطِىْ رِجَالاً حَدِيْثُ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْاَمْوَلِ وَتَرْجِعُوْنَ اِلٰى رِحَالِكُمْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَاللّٰهِ مَا تَنْقَلِبُوْنَ بِهِ خَيْرُ مِمَّا يَنْقَلِبُوْنَ بِهِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ رَضِيْنَا فَقَالَ لَهُمْ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِىْ اُثْرَةً شَدِيْدَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ عَلٰى الْحَوْضِ قَالَ اَنَسُ فَلَمْ نَصْبِرْ -

২৯১২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ বিনা যুদ্ধে তাঁর রসূল (স)-কে হাওয়াযেন গোত্রের সম্পদরাজি (গনীমাত আকারে) হস্তগত করে দিলে তিনি তা থেকে কুরাইশদের কিছু লোককে একশ' করে উট প্রদান করতে থাকলেন। আনসারদের কিছু লোক বললো, আল্লাহ তাঁর রসূলকে ক্ষমা করুন, তিনি আমাদের না দিয়ে কুরাইশদেরকে প্রদান করছেন অথচ আমাদের তরবারি থেকে তাদের রক্ত এখনও ঝরছে। আনাস (রা)

বর্ণনা করেন, তাদের এ কথা রসূলুল্লাহ (স)-কে জানানো হলে, তিনি (আনসারদের কাছে) লোক পাঠিয়ে আনসারদেরকে ডেকে এক চর্মনির্মিত তাঁবুর মধ্যে সমবেত করলেন। তাদেরকে ছাড়া আর কাউকে সেখানে ডাকলেন না। সকলে সমবেত হলে রসূলুল্লাহ (স) সেখানে গিয়ে বললেন, তোমাদের পক্ষ থেকে আমি এ কেমন কথা শুনতে পাচ্ছি ? আনসারদের নেতৃস্থানীয় (জ্ঞানী-গুণী) লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের জ্ঞানী-বুদ্ধিমান লোকেরা এমন কথা বলেনি। কিছু সংখ্যক অল্পবয়স্ক তরুণ বলেছে, আল্লাহ তাঁর রসূলকে ক্ষমা করুন, তিনি আনসারদেরকে না দিয়ে কুরাইশদের প্রদান করছেন, অথচ আমাদের তরবারি থেকে তাদের শোণিত এখনও ঝরছে। (এ কথা শুনে) রসূলুল্লাহ (স) বললেন, সবেমাত্র কুফর ত্যাগ করেছে এমন কিছু লোককে আমি প্রদান করেছি। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, এসব লোকে অর্থ-সম্পদ নিয়ে চলে যাক আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। আল্লাহর শপথ, তোমরা যা নিয়ে ফিরে যাচ্ছ তা তারা যা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে তার চাইতে উত্তম। আনসাররা সবাই বললো, হাঁ, হে আল্লাহর রসূল, আমরা এতেই সন্তুষ্ট। অতপর তিনি বললেন, আমার পরে অচিরেই তোমরা মারাত্মক ধরনের স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাবে। সেই সময় থেকে হাওযের ধারে আল্লাহ ও রসূলের সাক্ষাতপ্রাপ্তি পর্যন্ত সবর করবে। আনাস বলেন, আমরা কিন্তু সবর করতে সক্ষম হইনি।

٢٩١٣- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّهُ بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلاًمِنْ حُنَيْنٍ عَلِقَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلاَعْرَابُ يَسْاَلُوْنَهُ حَتّٰى اِضْطَرُّوْهُ اِلٰى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَعْطُوْنِى رِدَائِى فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هٰذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لاَتَجِدُوْنِى بَخِيْلاً وَلاَ كَذُوْبًا وَلاَ جَبَانًا -

২৯১৩. জুবায়ের ইবনে মুত'এম থেকে বর্ণিত। হুনায়েন থেকে ফিরবার সময় তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন এবং আরো কিছু লোক তাঁর (স) সাথে ছিল। এক সময়ে পথে কিছু সংখ্যক গ্রাম্য আরব (বেদুঈন) রসূলুল্লাহ (স)-কে আকড়ে ধরে তাদেরকে কিছু দেয়ার জন্য আবদার করতে থাকল। এমন কি তাঁকে একটি বাবলা বৃক্ষের নীচে যেতে বাধ্য করলো। তারা তাঁর চাদরখানাও নিয়ে নিলো। রসূলুল্লাহ (স) সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, আমার চাদরখানা আমাকে দাও। আমার কাছে যদি এখন এই কাঁটা বৃক্ষগুলোর সমসংখ্যক উট ও দুম্বা থাকতো, তাহলে সেগুলো আমি তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। তোমরা আমাকে কৃপণ স্বভাব, মিথ্যাচারী ও ভীরু কাপুরুষ হিসেবে পাবে না।

٢٩١٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَمْشِى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِىٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ فَاَدْرَكَهُ اَعْرَابِىٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيْدَةً حَتّٰى نَظَرْتُ اِلٰى صَفْحَةِ

عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ اَثَّرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ مُرْلِي مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ اَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ -

২৯১৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এক সময়ে নবী (স)-এর সাথে পথ চলছিলাম। সে সময় তাঁর গায়ে নাজরানে প্রস্তুত মোটা পাড় বিশিষ্ট চাদর ছিল। এই সময় একজন গ্রাম্য আরবের (বেদুঈন) সাথে তাঁর সাক্ষাত হলে লোকটি তাঁর চাদর ধরে হঠাৎ জোরে টান দিল, আমি দেখতে পেলাম জোরে টান দেয়ায় তাঁর কাঁধের ওপর চাদরের পাড়ের দাগ বসে গিয়েছে। তারপর লোকটি বলল, আল্লাহর যে সম্পদ আপনার কাছে আছে, তা থেকে আমাকে কিছু দেবার আদেশ দিন। একথা শুনে নবী (স) তার দিকে চেয়ে হাসলেন এবং তাকে কিছু দেবার জন্য আদেশ করলেন।

٢٩١٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ اٰثَرَ النَّبِيُّ ﷺ اُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَاَعْطَى الْاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ وَاَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَاَعْطَى اُنَاسًا مِنْ اَشْرَافِ الْعَرَبِ فَاٰثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ قَالَ رَجُلٌ وَاللّٰهِ اِنَّ هٰذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيْهَا وَمَا اُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَاُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَاَتَيْتُهُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَمَنْ يَعْدِلُ اِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ رَحِمَ اللّٰهُ مُوْسٰى قَدْ اُوْذِيَ بِاَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ -

২৯১৫. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। নবী (স) হুনায়েনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমাতের মাল বন্টন কালে কিছু সংখ্যক লোককে অগ্রাধিকার দান করেন। তিনি আকরা ইবনে হাবেসকে একশ' উট প্রদান করেন এবং 'উয়াইনাকেও অনুরূপ দান করেন এবং আরবের গণ্যমান্য কিছু ব্যক্তিকে ঐদিন তিনি সম্পদ দান করার ব্যাপারে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। এসব দেখে এক ব্যক্তি (মা'তাব ইবনে কাইশার নামক মুনাফিক) মন্তব্য করলো, আল্লাহর কসম, এ ধরনের বন্টনে কোন ইনসাফ করা হলো না এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হলো না। আমি তাকে বললাম ঃ আল্লাহর শপথ, তুমি যা বললে সে সম্পর্কে নবী (স)-কে অবহিত করবো। সুতরাং আমি নবী (স)-কে জানালাম। তিনি বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল যদি ইনসাফ না করে থাকেন, তবে আর কে ইনসাফ করতে পারবে ? আল্লাহ মূসার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। তাঁকে এর চাইতেও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছিল ; কিন্তু তিনি সবর করেছিলেন।

٢٩١٦- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ كُنْتُ اَنْقُلُ النَّوٰى مِنْ اَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِيْ اَقْطَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَاْسِيْ وَهِيَ مِنِّيْ عَلٰى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ وَقَالَ اَبُوْ ضَمْرَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَقْطَعَ الزُّبَيْرَ اَرْضًا مِنْ اَمْوَالِ بَنِيْ النَّضِيْرِ -

২৯১৬. আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) যুবাইরকে যে ভূমি খন্ড দান করেছিলেন সেখান থেকে আমি খেজুরের আঁটি মাথায় করে বহন করে আনতাম। আমাদের বাড়ি থেকে জায়গাটা এক ফারসাখের দু'তৃতীয়াংশ দূরত্বে অবস্থিত ছিলো।[৬৪] আবু যামরাহ ! হিশাম এবং তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বনী নুযায়েরের সম্পদ থেকে নবী (স) যুবাইরকে একখন্ড ভূমি প্রদান করেছিলেন।

٢٩١٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ اَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلٰى اَهْلِ خَيْبَرَ اَرَادَ اَنْ يُّخْرِجَ الْيَهُوْدَ مِنْهَا وَكَانَتِ الْاَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُوْدِ (لِلّٰهِ) وَلِلرَّسُوْلِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فَسَاَلَ الْيَهُوْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّتْرُكَهُمْ عَلٰى اَنْ يَّكْفُوْا الْعَمَلَ وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نُقِرُّكُمْ (نَتْرُكُكُمْ) عَلٰى ذٰلِكَ مَا شِئْنَا فَاُقِرُّوْا حَتّٰى اَجْلَاهُمْ عُمَرُ فِىْ اِمَارَتِهِ اِلٰى تَيْمَاءَ وَاَرِيْحَا -

২৯১৭. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। উমর ইবনুল খাত্তাব ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে হেজায ভূমি হতে দেশান্তরিত করেছিলেন। রসূলুল্লাহ (স) খায়বারবাসীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হলে ইয়াহুদীদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কারের ইচ্ছা করেছিলেন। কেননা, বিজয় লাভের পর সে এলাকা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলিমদের কর্তৃত্ব ও মালিকানাভুক্ত হয়ে পড়েছিল। সুতরাং ইয়াহুদীগণ নবী (স)-এর কাছে এই শর্তে সেখানে থাকার আবেদন জানালো যে, তারা ভূমিতে কাজ করবে এবং বিনিময়ে উৎপাদিত ফল ও সফলের অর্ধেক গ্রহণ করবে। তাই রসূলুল্লাহ (স) বললেন, এই শর্তে আমরা তোমাদেরকে যতদিন ইচ্ছা থাকতে দেব। উমর তার খেলাফত কালে তাদেরকে উচ্ছেদ করে তাইমা ও আরীহাতে প্রেরণ না করা পর্যন্ত তারা সেখানেই অবস্থান করেছিল।

২১৯-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের ময়দানে খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া ও তার হুকুম।

٢٩١٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِيْنَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمٰى اِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيْهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لِاٰخُذَهُ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا النَّبِىُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ -

২৯১৮. মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। আমরা খায়বারের দুর্গ অবরোধ করে থাকাকালে এক ব্যক্তি চর্বি ভর্তি একটি থলে নিক্ষেপ করলে আমি ছুটে তা ধরতে গেলাম। কিন্তু তাকিয়ে নবী (স)-কে দেখতে পেয়েই লজ্জিত হলাম।

---

৬৪. এক ফারসাখ প্রায় তিন মাইল বা সাড়ে চার কিলোমিটারের সমান। অর্থাৎ হযরত যুবাইরের ক্ষেত্রটি ছিল তাঁর বাড়ি থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।–সম্পাদক

٢٩١٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِيْنَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأكُلُهُ وَلاَ نَرْفَعُهُ -

২৯১৯. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যুদ্ধকালীন সময়ে আমরা মধু বা আঙ্গুর পেতাম কিন্তু তা জমা করে না রেখে খেয়ে ফেলতাম।

٢٩٢٠- عَنْ اِبْنِ اَبِيْ اَوْفٰى يَقُوْلُ اَصَابَتْنَا مَجَاعَةُ لَيَالِيَ خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُوْرُ نَادٰى مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَكْفِؤُا الْقُدُوْرَ فَلاَ تَطْعَمُوْا مِنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ شَيْئًا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَقُلْنَا اِنَّمَا نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ لاَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ قَالَ وَقَالَ اٰخَرُوْنَ حَرَّمَهَا اَلْبَتَّةَ وَسَاَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ -

২৯২০. ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খায়বরের যুদ্ধকালীন সময়ের রাতগুলোতে আমরা ভীষণভাবে ক্ষুধার কষ্ট ভোগ করেছি। শেষ পর্যন্ত খায়বর যুদ্ধের দিন আমরা গৃহপালিত গাধাগুলো যবেহ করতে বাধ্য হলাম। ডেকচিতে গোশত যখন টগবগ করে ফুটছে তখন রসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করলো, (তোমরা ডেকচি উলটিয়ে) সমস্ত গোশত ফেলে দাও। পালিত গাধার সামান্য গোশতও ভক্ষণ করো না। আমরা তখন বলাবলি করতে লাগলাম যে, গৃহপালিত গাধার গোশত নবী (স) এ জন্য নিষিদ্ধ করেছেন যে, তা থেকে পঞ্চমাংশ আলাদা করা হয়নি। অন্যরা বললো, আল্লাহ তা হারাম করে দিয়েছেন। আমি সাঈদ ইবনে জুবাইরকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, আল্লাহ পালিত গাধার গোশত স্থায়ীভাবে হারাম করে দিয়েছেন।

২২০-অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মী বা অমুসলিম সংখ্যালঘুদের থেকে যিজিয়া গ্রহণ এবং হরবী বা যুদ্ধরত অমুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُوْا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ - (التوبة - ٢٩)

"আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যে জিনিস যা হারাম করেছেন তা হারাম বলে গ্রহণ করে না এবং দীনে হক বা ইসলামী জীবন বিধান গ্রহণ করছে না তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।" (তাওবা ঃ ২৯)

ইয়াহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক ও অনারব (অমুসলিমদের) থেকে জিযিয়া গ্রহণের জন্য এ আয়াতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। 'উয়াইনা ইবনে আবু নাজীহ থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করলাম, সিরিয়ার আহলি কিতাবদের নিকট থেকে মাথাপিছু চার দিনার এবং ইয়ামানের আহলি কিতাবদের নিকট থেকে মাথাপিছু এক দিনার জিযিয়া আদায় করা হয়, এর কারণ কি ? তিনি বললেন, প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি এবং বিত্তের তারতম্যের দিকটি বিবেচনা করে এটা করা হয়েছে।

٢٩٢١- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرِو بْنِ اَوْسٍ فَحَدَّثَهُمَا بَجَالَةُ سَنَةَ سَبْعِيْنَ عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِاَهْلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرَجِ زَمْزَمَ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْاَحْنَفِ فَاَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ فَرِّقُوْا بَيْنَ كُلِّ ذِيْ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوْسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ اَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوْسِ حَتّٰى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَهَا مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ -

২৯২১. উমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জাবের ইবনে যায়েদ এবং আমর ইবনে আওসের সাথে বসেছিলাম। বাজালাহ তাঁদের দু' জনের কাছে হাদীস বর্ণনা করেন ঃ সত্তর হিজরী সনের যে বছর মুসআব ইবনে যুবায়ের বসরাবাসীদের সাথে হজ্জ সমাপন করেছিলেন, সেই বছর বাজালাহ যমযম কূপের সিঁড়ির পাশে (দাঁড়িয়ে) বলেন, আমি আহনাফের চাচা জায্য়ি ইবনে মু'আবিয়ার সেক্রেটারী ছিলাম। উমর ইবনে খাত্তাবের ইন্তিকালের একবছর পূর্বে আমরা তাঁর একটি পত্র পেলাম, তাতে নির্দেশ ছিল ঃ অগ্নিপূজকদের মধ্যে মাহরাম আত্মিয়ের সাথে বিবাহিত দম্পতি থাকলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দাও। উমর অগ্নিপূজকদের থেকে জিযিয়া নিতেন না। তবে আবদুর রহমান ইবনে আওফ যখন সাক্ষ্য দিলেন যে, রসূলুল্লাহ (স) হাজর নামক জায়গার অগ্নিপূজকদের থেকে জিযিয়া নিতেন তখন থেকে তিনি তাদের থেকে জিযিয়া নিতে থাকেন।

٢٩٢٢- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْاَنْصَارِيِّ وَهُوَ حَلِيْفٌ لِبَنِىْ عَامِرِ بْنِ لُؤَىٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ اِلَى الْبَحْرَيْنِ يَاتِىْ بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ اَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْاَنْصَارُ بِقُدُوْمِ اَبِىْ عُبَيْدَةَ فَوَافَتْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا صَلّٰى بِهِمُ الْفَجْرَ

اِنْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوْالَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ رَاٰهُمْ وَقَالَ اَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ اَنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ جَاءَ بِشَيْءٍ قَالُوْا اَجَلْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاَبْشِرُوْا وَاَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللّٰهِ لاَ الْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنْ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ -

২৯২২. বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বনী আমর ইবনে লুয়াই গোত্রের মিত্র আমর ইবনে আওফ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) জিযিয়া আদায় করে আনার জন্য আবু উবায়দাহ ইবনে জাররাহকে বাহরাইনে প্রেরণ করলেন। নবী (স) বাহরাইনবাসীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। আবু উবায়দাহ বাহরাইন থেকে আদায়কৃত জিযিয়ার অর্থ নিয়ে ফিরে আসলে আনসারগণ তার আগমন সংবাদ শুনে নবী (স)-এর সাথে ফজরের নামায আদায় করলেন। তাদের সাথে নামায আদায়ের পর নবী (স) যখন ফিরে চললেন, সেই সময় আনসারগণ তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। রসূলুল্লাহ (স) তাদের দেখে মুচকি হেসে ফেললেন এবং বললেন, আমার মনে হয়, তোমরা শুনেছো যে, আবু উবায়দাহ কিছু অর্থ নিয়ে ফিরে এসেছে ? সবাই বললেন, হাঁ, হে আল্লাহর রসূল ! তিনি বললেন, খুশীর সংবাদ গ্রহণ কর এবং খুশী হওয়ার মত বিষয়ের আশা রাখ। আল্লাহর শপথ ! আমি তোমাদের ব্যাপারে দৈন্য ও দারিদ্রের ভয় করি না, বরং তোমাদের ব্যাপারে আমার আশংকা হয় যে, তোমাদের জন্য পৃথিবীকে তেমনি সচ্ছল করে দেয়া হবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি করা হয়েছিল এবং তারা যেমন পৃথিবীর মোহে আসক্ত হয়ে ধ্বংস হয়েছিল তোমারাও তেমনিভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।

٢٩٢٣- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِىْ اَفْنَاءِ الْاَمْصَارِ يُقَاتِلُوْنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَاَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ فَقَالَ اِنِّى مُسْتَشِيْرُكَ فِىْ مَغَازِىَّ هٰذِهٖ قَالَ نَعَمْ مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيْهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوِّ الْمُسْلِمِيْنَ مَثَلُ طَائِرٍ لَهُ رَأْسٌ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجْلاَنِ فَاِنْ كُسِرَ اَحَدُ الْجَنَاحَيْنِ نَهَضَتِ الرِّجْلاَنِ بِجَنَاحٍ وَالرَّأْسُ فَاِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ الْاٰخَرُ نَهَضَتِ الرِّجْلاَنِ وَالرَّأْسُ وَاِنْ شُدِخَ الرَّأْسُ ذَهَبَتِ الرِّجْلاَنِ وَالْجَنَاحَانِ وَالرَّأْسُ فَالرَّأْسُ كِسْرٰى وَالْجَنَاحُ قَيْصَرُ وَالْجَنَاحُ الْاٰخَرُ فَارِسُ فَمُرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلْيَنْفِرُوْا اِلٰى كِسْرٰى * وَقَالَ بَكْرٌ وَزِيَادٌ جَمِيْعًا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ فَنَدَبَنَا عُمَرُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِاَرْضِ

الْعَـدُوِّ وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرٰى فِىْ اَرْبَعِيْنَ اَلْفًا فَقَامَ تَرْجُمَانٌ فَقَالَ لِيُكَلِّمْنِىْ رَجُلٌ مِّنْكُمْ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ سَلْ عَمَّا شِئْتَ قَالَ مَااَنْتُمْ قَالَ نَحْنُ اُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ كُنَّا فِىْ شَقَاءٍ شَدِيْدٍ وَبَلاَءٍ شَدِيْدٍ نَمَصُّ الْجِلْدَ وَالنَّوٰى مِنَ الْجُوْعِ وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعْرَ وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ اِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْاَرَضِيْنَ تَعَالٰى ذِكْرُهُ وَجَلَّتْ عَظَمَتُهُ اِلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ اَنْفُسِنَا نَعْرِفُ اَبَاهُ وَاُمَّهُ فَاَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُوْلُ رَبِّنَا ﷺ اَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتّٰى تَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَحْدَهُ اَوْ تُؤَدُّوْا الْجِزْيَةَ وَاَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا اَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ اِلَى الْجَنَّةِ فِىْ نَعِيْمٍ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ وَمَنْ بَقِىَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ فَقَالَ النُّعْمَـانُ رُبَّمَا اَشْهَدَكَ اللّٰهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يُنَدِّمْكَ وَلَمْ يُخْزِكَ (يُخْزِنْكَ) وَلٰكِنِّى شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا لَمْ يُقَاتِلْ فِىْ اَوَّلِ النَّهَارِ اِنْتَظَرَ حَتّٰى تَهُبَّ الْاَرْوَاحُ وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ ـ

২৯২৩. জুবায়ের ইবনে হাইয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (স্বীয় খেলাফতকালে) উমর (রা) মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিভিন্ন দেশ ও এলাকায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে শুরু করলেন। (এমনিভাবে এক সময়) হরমুযান ইসলাম গ্রহণ করলো। উমর (রা) তাকে বললেন, আমি এসব যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে আপনার পরামর্শ চাই। হরমুযান বললেন, বেশ (ঠিক আছে) তবে শুনুন, ঐসব দেশ ও এলাকাগুলোতে মুসলমানদের যেসব শত্রু অবস্থান করে তাদের উদাহরণ এমন পাখী—যার একটি মাথা, দু'টি ডানা ও দু'টি পা আছে। যদি তার একটি ডানা চূর্ণ করে দেয়া হয় তাহলে একটি ডানা ও মাথা নিয়ে দু'টি পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকবে। যদি অপর ডানাটিও চূর্ণ করে দেয়া হয় তবে মাথা নিয়ে পদযুগলের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু যদি মস্তক চূর্ণ করে দেয়া হয় তবে ডানা ও পদযুগল এবং মাথা অকেজো হয়ে যাবে (শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে)। পারস্য সম্রাট কিসরা হল মাথা, একটি ডানা রোমীয় সম্রাট কায়সার এবং অপর ডানাটি হল পারস্য সম্রাজ্য। অতএব আপনি পারস্য সম্রাট কিসরার বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে আদেশ দান করুন। বকর ও জিয়াদ উভয়েই জুবায়ের ইবনে হাইয়াহ থেকে বর্ণনা করেছেন। অতপর উমর (রা) আমাদেরকে ডেকে সেনাবাহিনী গঠন করলেন এবং নুমান ইবনে মুকাররেনকে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। (পরে অভিযান ব্যাপদেশে) আমরা শত্রু এলাকায় পৌছে গেলে পারস্য সম্রাটের প্রতিনিধিও চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলো। (যুদ্ধের প্রাক্কালে) তাদের একজন দোভাষী দাঁড়িয়ে বলল, আপনাদের কেউ আমার সাথে কিছু কথা বলুন। মুগীরাহ ইবনে শোবা বললেন, যা খুশী

জিজ্ঞেস করুন। দোভাষী বললেন, আপনাদের পরিচয় কি ? মুগীরাহ জবাব দিলেন ঃ আমরা আরবের অধিবাসী কিছু লোক। আমরা অতি কষ্টে দিনাতিপাত করতাম ও সাংঘাতিকভাবে বিপদগ্রস্ত ছিলাম। জঠর জ্বালায় আমরা শুকনো চামড়া ও খেজুরের আঁটি চুষে খেতাম, পশম ও লোমের মোটা কাপড় পরতাম এবং গাছ ও পাথরের পূজা করতাম। এ অবস্থায় পৃথিবী ও আকাশের মহান প্রভু আমাদের মধ্য হতেই আমাদের জন্য একজন নবী পাঠালেন যাঁর পিতা-মাতা ও বংশ পরিচয় আমরা জানি। আমাদের সেই নবী ও আল্লাহর রসূল আমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে ততদিন পর্যন্ত লড়াই করার জন্য নির্দেশ দান করলেন যতদিন না তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর কিংবা জিযিয়া প্রদান কর। আমাদের নবী আমাদের প্রভুর তরফ থেকে আমাদেরকে এও জানিয়েছেন যে, এ লড়াইয়ে আমাদের কেউ নিহত হলে সে অনুপম (অফুরন্ত) নিয়ামতে ভরা জান্নাতে চলে যাবে, যার মত আর কিছু দেখা যায়নি। আর আমাদের যারা জীবিত থাকবেন তারা তোমাদের দন্ডমুন্ডের অধিকারী হবেন। অতপর নোমান বললেন, নবী (স)-এর সঙ্গে থেকে আল্লাহ আপনাকে এরূপ বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন। নবী (স) কখনো আপনাকে লজ্জিত বা লাঞ্ছিত করেননি। আমি বহু সময় রসূলুল্লাহ (স)-এর যুদ্ধে গিয়ে দেখেছি তিনি যদি দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধ আরম্ভ করতে না পারতেন তাহলে (বিকালের) অনুকূল ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।

২২১-অনুচ্ছেদ ঃ কোন জনপদের অধিপতির সাথে ইমাম (ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান) চুক্তিবদ্ধ হলে তা কি জনপদের সকল অধিবাসীর জন্য প্রযোজ্য হবে ?

٢٩٢٤- عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَـزَوْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ تَبُوْكَ وَاَهْدٰى مَلِكُ اَيْلَةَ لِلنَّبِىِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ -

২৯২৪. আবু হুমায়েদ সায়েদী (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেই সময় আয়লার শাসনকর্তা নবী (স)-কে একটি শ্বেত বর্ণের খচ্চর ও একখানা চাদর উপহার দিয়েছিলেন এবং নবী (স) তার দেশের জন্য একটি নিরাপত্তা পত্র লিখে দিয়েছিলেন।

২২২-অনুচ্ছেদ ঃ রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ যিম্মী তথা অমুসলিমদের সাথে আচরণের অসিয়ত। যিম্মাহ শব্দের অর্থ চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি এবং আল ইয়াল্‌ শব্দের অর্থ আত্মীয়তা।

٢٩٢٥- عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ التَّمِيْمِىْ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُلْنَا اَوْصِنَا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ اُوْصِيْكُـمْ بِذِمَّةِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيِّكُـمْ وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ -

২৯২৫. জুওয়াইরীয়া ইবনে কুদামাহ তামিমী (রা) বর্ণনা করেন, আমরা উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-কে বললাম, হে আমিরুল মুমিনীন ! আমাদের কিছু উপদেশ দান করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের আল্লাহর ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পালনের উপদেশ দিচ্ছি। কেননা তা তোমাদের নবীরই ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি এবং এতে তোমাদের পরিবার-পরিজনের রিয্‌ক রয়েছে।

২২৩-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) কর্তৃক বাহ্‌রাইনে ভূমি প্রদান এবং তথাকার সম্পদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দান এবং বিনাযুদ্ধে লব্ধ অর্থ-সম্পদ ও জিযিয়া যাদের মধ্যে বন্টন করতে হবে।

٢٩٢٦- عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الاَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ حَتّٰى تَكْتُبَ لِاِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا فَقَالَ ذٰلِكَ لَهُمْ مَا شَاءَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ يَقُوْلُوْنَ لَهُ قَالَ فَاِنَّكُمْ سَتَـــرَوْنَ بَعْدِى اُثْرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ -

২৯২৬. ইয়াহইয়া ইবনে সা'ঈদ (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) আনসারদেরকে বাহরাইনে ভূমি প্রদানের জন্য ডাকলেন। তারা বললো, আল্লাহর শপথ ! আমাদের ভাই কুরাইশদের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা না করলে আমরা তা গ্রহণ করতে পারি না। তিনি বললেন, আল্লাহ চাইলে তাদের জন্যও অনুরূপ সুযোগ আসবে। তবুও আনসারগণ পুনঃ পুনঃ বলতে থাকলে তিনি বললেন, আমার ইন্তিকালের পর তোমরা দেখতে পাবে অযৌক্তিকভাবে (স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব করে) অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। তখন থেকে হাওযের ধারে আমার সাথে সাক্ষাত না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করবে।

٢٩٢٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِىْ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ اَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَلَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَـــنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِدَةٌ فَلْيَاتِنِىْ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كَانَ قَالَ لِىْ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَاَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَقَالَ لِىْ اُحْثُهْ فَحَثَوْتُ حَثْيَةً فَقَالَ لِىْ عُدَّهَا فَعَدَدْتُهَا فَاِذَا هِىَ خَمْسُمِائَةٍ فَاَعْطَانِىْ اَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ اُتِىَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ اُنْثُرُوْهُ فِى الْمَسْجِدِ فَكَانَ اَكْثَرَ مَالٍ اُتِىَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ

فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِنِيْ اِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيْلاً قَالَ خُذْ فَحْثَافِيْ ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ اُمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ اِلَيَّ قَالَ لاَ قَالَ فَارْفَعْهُ اَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لاَ فَنَثَرَمِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَرْفَعْهُ فَقَالَ اُمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ قَالَ لاَ قَالَ فَارْفَعْهُ اَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لاَ فَنَثَرَ ثُمَّ اِحْتَمَلَهُ عَلٰى كَاهِلِهِ ثُمَّ انطَلَقَ فَمَا زَالَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتّٰى خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ فَمَاقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ ـ

২৯২৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন ঃ যদি বাহরাইনের সম্পদ আমার কাছে আসতো তবে আমি তোমাকে এরূপ, এরূপ এবং এরূপ পরিমাণ অর্থ প্রদান করতাম। অতপর তিনি ইন্তিকাল করার পর [আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে] বাহরাইন থেকে অর্থ-সম্পদ আসলে আবু বকর (রা) ঘোষণা করলেন, কারো প্রতি রসূলুল্লাহ (স)-এর কোন প্রতিশ্রুতি থাকলে সে যেন আমাকে তা অবহিত করে। (বর্ণনাকারী জাবের বলেন,) আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছিলেন, যদি বাহরাইন থেকে অর্থ আসতো তাহলে আমি তোমাকে তা থেকে এরূপ, এরূপ এবং এরূপ পরিমাণ প্রদান করতাম। এ কথা শুনে আবু বকর (রা) আমাকে বললেন, দু'হাত ভরে গ্রহণ কর। সুতরাং আমি দু'হাত ভরে গ্রহণ করলে তিনি তা গণনা করতে বললেন। আমি গণনা করে দেখলাম, পাঁচ শ'। সুতরাং তিনি আমাকে পনর শত প্রদান করলেন। ইবরাহীম ইবনে তাহমান আবদুল আজিজ ও সুহাইবের মাধ্যমে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স)-এর নিকট বাহরাইন থেকে অর্থ আনীত হলে তিনি বললেন, এগুলো মসজিদে স্তুপ কর। এ পর্যন্ত নবী (স)-এর কাছে যত অর্থ আনা হয়েছিল তার মধ্যে এ অর্থের পরিমাণই ছিল সর্বাধিক। এই সময় আব্বাস এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকেও কিছু প্রদান করুন। কেননা আমি (বদর যুদ্ধে বন্দী হয়ে) নিজের ও আকীলের মুক্তিপণ প্রদান করে (সর্বস্বান্ত হয়ে) গিয়েছি। তিনি বললেন, নিয়ে যাও। সুতরাং তিনি দু'হাত ভরে তুলে কাপড়ে বেঁধে উঠাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু উঠাতে না পেরে নবী (স)-কে বললেন, কাউকে বলুন, এগুলো আমার কাঁধে উঠিয়ে দিক। তিনি বললেন, না তা হতে পারে না। আব্বাস বললেন, তাহলে আপনিই উঠিয়ে দিন। তিনি বললেন, তাও হতে পারে না। অতপর তিনি গাঁটরি থেকে কিছু নামিয়ে রেখে তা ঘাড়ে উঠিয়ে চলতে শুরু করলেন। তার অত্যধিক লোভ দেখে বিস্মিত হয়ে নবী (স) অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি অপলকনেত্রে চেয়ে থাকলেন এবং শেষ দিরহামটি বন্টিত না হওয়া পর্যন্ত নবী (স) সেখান থেকে উঠলেন না।

২২৪-অনুচ্ছেদ ঃ চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তিকে বিনা অপরাধে হত্যা করার গোনাহ।

٢٩٢٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاِنَّ رِيْحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ـ

২৯২৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন লোককে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুবাস পর্যন্ত লাভ করবে না, যদিও তার সুবাস চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে।

২২৫-অনুচ্ছেদ : আরব উপদ্বীপ থেকে ইয়াহুদীদের বহিষ্কার। উমর (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ যতদিন তোমাদেরকে এখানে রাখবেন ততদিন আমি এখানে তোমাদেরকে থাকতে দেব।

٢٩٢٩- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ انْطَلِقُوْا اِلٰى يَهُوْدَ فَخَرَجْنَا حَتّٰى (اِذَا) جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَالَ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِنِّى اُرِيْدُ اَنْ اُجْلِيَكُمْ مِنْ هٰذَا الْاَرْضِ فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهٖ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَاِلاَّ فَاعْلَمُوْا اَنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -

২৯২৯. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমরা মসজিদে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে নবী (স) আমাদের কাছে আগমন করে বললেন, চলো, ইয়াহুদীদের এলাকায় যেতে হবে। আমরা রওয়ানা হয়ে বায়তুল মিদরাসে (ইয়াহুদীদের ধর্মীয় শিক্ষালয়) পৌছলে নবী (স) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর শান্তিতে থাকতে পারবে। জেনে রাখো সমগ্র পৃথিবী আল্লাহ ও তাঁর রসূলের। আমি তোমাদেরকে এই ভূখন্ডে (আরব উপদ্বীপ) থেকে বহিষ্কার করতে চাই। কাজেই তোমরা কোন বস্তু বিক্রি করতে সক্ষম হলে বিক্রি করে দাও। অন্যথায় জেনে নাও এ পৃথিবী আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ইখতিয়ারভুক্ত।

٢٩٣٠- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ يَوْمُ الْخَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ ثُمَّ بَكٰى حَتّٰى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصٰى قُلْتُ يَا اَبَا عَبَّاسٍ مَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعُهُ فَقَالَ ائْتُوْنِى بِكَتِفٍ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ اَبَدًا فَتَنَازَعُوْا وَلاَ يَنْبَغِى عِنْدَ نَبِىٍّ تَنَازُعٌ فَقَالُوْا مَالَهُ اَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوْهُ فَقَالَ ذَرُوْنِى فَالَّذِى اَنَا فِيْهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُوْنِى اِلَيْهِ فَاَمَرَهُمْ بِثَلاَثٍ قَالَ اَخْرِجُوْا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاَجِيْزُوْا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ اُجِيْزُهُمْ وَالثَّالِثَةُ (وَنَسِيْتُ الثَّالِثَةَ) خَيْرٌ اِمَّا اَنْ سَكَتَ عَنْهَا وَاِمَّا اَنْ قَالَهَا فَنَسِيْتُهَا قَالَ سُفْيَانُ هٰذَا مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ -

২৯৩০. সাঈদ ইবনে জুবায়ের ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন ঃ আহ্ বৃহস্পতিবার দিন ! আর কি বলবো সেই বৃহস্পতিবার দিনের কথা। এ কথাগুলো বলেই তিনি এতো কাঁদলেন যে, প্রস্তরখণ্ডসমূহ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো। আমি বললাম, হে ইবনে আব্বাস ! বৃহস্পতিবার দিন কি হয়েছিল বলুন ? তিনি বললেন, এই দিনই রসূলুল্লাহ (স)-এর পীড়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়লো। এই সময় তিনি বললেন, আমার কাছে একখণ্ড কাঁধের হাড় নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখিয়ে দিবো, যা অনুসরণ করলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তখন সাহাবাগণ মতানৈক্য করে পরস্পর কথা কাটাকাটি শুরু করে দিলেন, যদিও কথা কাটাকাটি কোন নবীর সামনে সমীচীন নয়। তারা বললেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে এ সময় বেশী কষ্ট দেয়া উচিত নয়। তবে তাঁকে জিজ্ঞেস করা যায়। এই সময় রসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমি যেমন আছি তেমনই আমাকে থাকতে দাও। কারণ, তোমরা আমাকে যে বিষয়ের প্রতি আহবান করছো তার চেয়ে আমি বর্তমানে যে অবস্থায় আছি, তা-ই উত্তম। তিনি তারপর তিনটি বিষয়ে সবাইকে উপদেশ দান করলেন। (আর তাহলো এই যে,) আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদেরকে বহিষ্কার করবে। দূত বা প্রতিনিধি দলকে আমি যেভাবে আপ্যায়ন করতাম তোমরাও অনুরূপভাবে আপ্যায়ন করবে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তৃতীয়টি তিনি (স) নিজেই বলেননি কিংবা বলেছিলেন, কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি।[৬৫]

২২৬-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকরা মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে কি না ?

٢٩٣١- عَـنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ اُهْدِيَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ شَاةٌ فِيْهَا سَمٌّ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَجْمَعُوْا اِلَى مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ يَهُوْدَ فَجُمِعُـوْا لَهُ فَقَالَ اِنِّى سَائِلُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَهَلْ اَنْتُمْ صَادِقِىَّ عَنْهُ فَقَالُوْا نَعَمْ قَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَبُوْكُمْ قَالُوْا فُلاَنٌ فَقَالَ كَذِبْتُمْ بَلْ اَبُوْكُمْ فُلاَنٌ قَالُوْا صَدَقْتَ قَالَ فَهَلْ اَنْتُمْ صَادِقِىَّ عَنْ شَىْءٍ اِنْ سَاَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوْا نَعَمْ يَا اَبَا الْقَاسِمِ وَاِنْ كَذِبْنَا عَرَفْتَ كَذِبْنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِىْ اَبِيْنَا فَقَالَ لَهُمْ مَنْ اَهْلُ النَّارِ قَالُوْا نَكُوْنُ فِيْهَا يَسِيْرًا ثُمَّ تَخْلُفُوْنَا فِيْهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَخْسَئُوْا فِيْهَا وَاللّٰهِ لاَ نَخْلُفُكُمْ فِيْهَا اَبَدًا ثُمَّ قَالَ هَلْ اَنْتُمْ صَادِقِىَّ عَنْ شَىْءٍ اِنْ سَاَلْتُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوْا نَعَمْ يَا اَبَا الْقَاسِمِ قَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِىْ هٰذِهِ الشَّاةِ سَمًّا قَالُوْا نَعَمْ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ قَالُـوْا اَرَدْنَا اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيْحُ وَاِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ -

৬৫. ইয়াকুব ইবনে মুহাম্মাদ বলেন, আমি মুগীরাহ ইবনে আবদুর রহমানকে "আরব উপদ্বীপ" সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এর দ্বারা মক্কা, ইয়ামামা ও ইয়ামানকে বুঝানো হয়েছে। আর ইয়াকুবের মতে তিহামার কিছু এলাকা।

২৯৩১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। খায়বর অধিকৃত হলে (এলাকার ইয়াহুদী অধিবাসীদের পক্ষ থেকে) নবী (স)-কে বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশত উপঢৌকন পাঠানো হলো। সুতরাং নবী (স) নির্দেশ দিলেন, এখানে যত ইয়াহুদী আছে তাদের একত্রিত করো। তাদেরকে একত্রিত করা হলে তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি তোমাদের একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করবো, তোমরা কি সে বিষয়ে আমাকে সঠিক জওয়াব দেবে ? তারা বললো, হাঁ, সঠিক জওয়াব দেব। তখন নবী (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পিতা কে ? তারা বললো, অমুক। নবী (স) বললেন, তোমরা মিথ্যা কথা বলছো, তোমাদের পিতা বরং অমুক ব্যক্তি। তখন তারা সবাই বললো, আপনি সত্য বলেছেন। অতপর তিনি বললেন, তোমরা কি সত্য কথা বলবে যদি আমি অপর এক বিষয় সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি। তারা সবাই বললো, হে আবুল কাসেম, হাঁ আমরা সত্যই বলবো। আর যদি মিথ্যা বলি তাহলে আমাদের পিতার ব্যাপারে যেমন তা আপনি ধরতে পারলেন, তেমনি ধরতে পারবেন। তখন নবী (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কারা দোযখবাসী হবে ? তারা বললো, অল্প সময়ের জন্য আমরা দোযখবাসী হবো অতপর আপনারা আমাদের স্থলাভিষিক্ত হবেন (এবং আমরা জান্নাতে চলে যাবো)। নবী (স) বললেন, তোমরা সেখানে ধ্বংস হও। আল্লাহর শপথ ! আমরা কখনো তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবো না। অতপর তিনি বললেন, আরো একটি বিষয়ে যদি তোমাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করি, তাহলে তোমরা আমাকে সত্য জবাব দেবে কি ? সবাই বললো, হাঁ, হে আবুল কাসেম। নবী (স) বললেন, বকরীর এই গোশতে কি তোমরা বিষ মিশিয়েছিলে ? তারা বললো, হাঁ। তিনি বললেন, এরূপ করলে কেন ? তারা বললো, আমরা মনে করলাম যদি আপনি মিথ্যাবাদী হন তাহলে আমরা ঝামেলা মুক্ত হয়ে যাবো আর যদি নবী হন তাহলে বিষে আপনার কোন ক্ষতি হবে না।

২২৭-অনুচ্ছেদ ঃ চুক্তি ভঙ্গকারীর জন্য ইমামের (ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান) বদদোয়া করা।

٢٩٣٢- عَنْ عَاصِمٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوْتِ قَالَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ فَقُلْتُ اِنَّ فُلاَنًا يَزْعُمُ اَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ كَذَبَ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَدْعُوْ عَلٰى اَحْيَاءٍ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ قَالَ بَعَثَ اَرْبَعِيْنَ اَوْ سَبْعِيْنَ يَشُكُّ فِيْهِ مِنَ الْقُرَّاءِ اِلٰى اُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَعَرَضَ لَهُمْ هٰؤُلاَءِ فَقَتَلُوْهُمْ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَهْدٌ فَمَا رَاَيْتُهُ وَجَدَ عَلٰى اَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ -

২৯৩২. আসেম (রা) বর্ণনা করেন, আমি আনাস (রা)-কে কুনুত (পড়া) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রুকূ'র পূর্বে পড়তে হবে। তখন আমি বললাম, অমুক ব্যক্তি বলে থাকে যে, আপনি রুকূ'র পরে পড়ার কথা বলেছেন। আনাস বললেন, সে মিথ্যা কথা বলেছে। এরপর তিনি নবী (স) সম্পর্কে বললেন যে, তিনি বনী সুলাইমের গোত্রগুলোর

জন্য বদদোয়া করে একমাস পর্যন্ত রুকূ'র পরে কুনূত (নাযেলী) পড়েছেন। আনাস (আরো) বর্ণনা করেছেন, নবী (স) মুশরিকদের এই গোত্রের লোকদের কাছে চল্লিশ অথবা সত্তর (আনাসের সন্দেহ) জন ক্বারীকে প্রেরণ করলে ঐ সব লোকেরা তাদের সাথে শত্রুতা করে সবাইকে হত্যা করে অথচ নবী (স) ও তাদের মধ্যে চুক্তি বর্তমান ছিলো। তাঁকে তাদের ব্যাপারে যেমন শোকাহত ও মর্মাহত হতে দেখেছি তেমনটি আর কারো ব্যাপারে দেখিনি।

২২৮-অনুচ্ছেদ ঃ নারীগণ যদি কাউকে নিরাপত্তা ও আশ্রয়দান করে, তার বর্ণনা।

٢٩٣٣- عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ تَقُوْلُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلَانَ بْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ وَذٰلِكَ ضُحًى -

২৯৩৩. আবু তালেবের কন্যা উম্মে হানীর আযাদকৃত গোলাম আবু মুররাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মে হানীকে বলতে শুনেছেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর একদা রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গমন করলাম। তিনি সেই সময় গোসল করছিলেন আর তাঁর কন্যা ফাতেমা তাঁকে পর্দা করে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি তাঁকে সালাম বললে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে ? আমি বললাম, আমি আবু তালেবের কন্যা উম্মে হানী। তিনি বললেন, মারহাবা (স্বাগতম) ! উম্মে হানী, এসো। অতপর গোসল শেষ করে তিনি একখানি মাত্র কাপড় শরীরে জড়িয়ে আট রাকাআত নামায আদায় করলেন। পরে আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমার ভাই আলী বলছে যে, সে আমার আশ্রিত অমুক ইবনে হুবাই-রাকে হত্যা করবেই। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, হে উম্মে হানী ! তুমি যাকে আশ্রয় দান করেছো আমি নিজেই তাকে আশ্রয় দান করেছি। উম্মে হানী বলেন, নবী (স)-এর সাথে আমার এই কথোপকথন দিনের পূর্বাহ্নে (প্রথম প্রহরের সময়) হয়েছিল।

২২৯-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানগণ কর্তৃক নিরাপত্তা ও আশ্রয় দানের প্রতিশ্রুতি সাধারণ-ভাবে সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি, প্রতিশ্রুতিদাতা মুসলমান যত নগণ্য ব্যক্তিই হোক না কেন।

٢٩٣٤- عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللّٰهِ وَمَا فِيْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ فَقَالَ فِيْهَا الْجِرَاحَاتُ وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ وَالْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ آوَى فِيْهَا مُحْدِثًا

فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَّلاَ عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلّٰى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذٰلِكَ ـ

২৯৩৪. ইবরাহীম আততায়মী (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদিন আলী (রা) আমাদের সামনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বললেন ঃ মহান আল্লাহর কিতাব, যা আমরা পাঠ করে থাকি এবং এ সহীফা (পুস্তিকা) ছাড়া আমাদের নিকট আর কিছুই লিপিবদ্ধ নেই। এতে আছে আহতের বিধিবিধান, রক্তপণস্বরূপ দেয় উটের বিধান এবং আইর হতে অমুক জায়গা (অর্থাৎ ওহোদ পাহাড়) পর্যন্ত মদীনার হেরেম (সম্মানীয় বা নিষিদ্ধ) হওয়ার আহকাম। এখানে কেউ ক্ষতিকর নতুন বিষয় (বিদাআত) চালু করলে অথবা প্রচলনকারীকে আশ্রয় দান করলে, তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সমস্ত মানবকুলের অভিসম্পাত বর্ষিত হয়। এই ব্যক্তির ফরয কিংবা নফল কোন ইবাদতই আল্লাহ কবুল করেন না। আর কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর অনুমতি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুললে তার ওপরও অনুরূপ অভিসম্পাত বর্ষিত হয়। যে কোন মুসলমানের অভয় বা আশ্রয়দানের দায়িত্ব সাধারণভাবে সকল মুসলমানেরই অভয় বা আশ্রয়দানের দায়িত্ব (হিসেবে গণ্য হবে)। এখানে কেউ কোন মুসলমানকে অসম্মান বা বেইজ্জতি করলে তার প্রতিও অনুরূপ লানত বর্ষিত হয়।

২৩০-অনুচ্ছেদ ঃ কাফেররা "আসলামনা" (ইসলাম গ্রহণ করলাম) না বলে কথাটি "সাবানা"[৬৬] বললে ইবনে উমরের বর্ণনা মতে খালেদ তাদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করল। এ ঘটনায় নবী (স) বললেন, হে আল্লাহ ! খালেদের ক্রিয়াকর্মের দায়দায়িত্ব হতে আমি তোমার কাছে মুক্ত। উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, কেউ যদি বলে مترس "মাতারস" (ফারসী শব্দ) অর্থাৎ ভয় পেও না তাহলে সে নিরাপত্তা প্রদান করল। কেননা, মহান আল্লাহ সকল ভাষা বুঝেন। উমর (রা) হরমুযানকে (ইরানী নেতা) বলেছিলেন ঃ تكلم বল, কি বলতে চাও, কোন ভয় নেই (তাঁর একথাকে নিরাপত্তা প্রদান হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল।)

২৩১-অনুচ্ছেদ ঃ অর্থ-সম্পদ ইত্যাদির বিনিময়ে মুশরিকদের সাথে সন্ধি ও চুক্তি ভংগকারীর গোণাহের বর্ণনা। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (سورة انفال :٦١)

"তারা সন্ধি ও শান্তি কামনা করলে তাতে সম্মতি প্রদান কর এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর কর। তিনি শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।–(আনফাল ঃ ৬১)

٢٩٣٥– عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ قَالَ اِنْطَلَقَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ اِلٰى خَيْبَرَ وَهِىَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا فَاَتٰى مُحَيِّصَةُ اِلٰى عَبْدِ

৬৬. সাবানা এর অর্থ হচ্ছে, আমি বেদীন হয়ে গেলাম। অর্থাৎ আমি আমার প্রপিতামহের দীন ত্যাগ করলাম। কাফেররা ইসলাম গ্রহণ করতে হলে এতটুকুই বলতো। কারণ তারা ইসলাম সম্পর্কে বেশী জানতো না। তাই আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম বলতে পারতো না।–সম্পাদক

اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَمَّطُ فِيْ دَمٍ قَتِيْلاً فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ اِبْنَا مَسْعُوْدٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ كَبِّرْ كَبِّرْ وَهُوَ اَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ تَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ قَاتِلَكُمْ اَوْ صَاحِبَكُمْ قَالُوْا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ قَالَ فَتُبَرِّيْكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ فَقَالُوْا كَيْفَ نَاخُذُ اَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ ـ

২৯৩৫. সাহল ইবনে হাছমাহ (রা) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল ও মুহাইয়েছাহ ইবনে মাসউদ ইবনে জায়েদ সন্ধিচুক্তির বর্তমানে খায়বারের দিকে যাত্রা করেন। (একটি ঘন খেজুর বনে) তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পরে মুহাইয়েছাহ আবদুল্লাহ ইবনে সাহলের কাছে এসে দেখেন তিনি সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে রক্তাক্ত শরীরে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। মৃত্যুর পর তাকে দাফন করে মুহাইয়েছাহ মদীনায় আগমন করেন। পরে আবদুর রহমান ইবনে সাহল এবং মাসউদের দু' পুত্র মুহাইয়েছা ও হুয়াইয়েছাহ নবী (স)-এর কাছে আগমন করেন। আবদুর রহমান কথা বলতে উদ্যত হলে নবী (স) বললেন, বড়কে বলতে দাও। আবদুর রহমান ছিল দলের মধ্যে অল্প বয়স্ক। সুতরাং সে বিরত হলে বড় দু'জন কথা বললেন। নবী (স) বললেন, হত্যাকারী কে তা কি তোমরা শপথ করে বলতে পার ? যদি পার তাহলে রক্তপণের অধিকারী হবে। তারা বলল, কেমন করে আমরা শপথ করে বলব, আমরা তো উপস্থিত ছিলাম না বা দেখিওনি কে তাকে হত্যা করেছে ? তখন নবী (স) বললেন, তাহলে ইয়াহুদীরা পঞ্চাশবার শপথ করে তোমাদের মামলা প্রত্যাখ্যান করে দেবে। তারা বললেন, আমরা কাফেরদের শপথ কি করে গ্রহণ করতে পারি ? সুতরাং নবী (স) নিজের পক্ষ থেকে তাদের রক্তপণ আদায় করে দিলেন।

২৩২-অনুচ্ছেদ ঃ চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারীর মর্যাদা।

٢٩٣٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ هِرَقْلَ اَرْسَلَ اِلَيْهِ فِيْ رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوْا تِجَارًا بِالشَّامِ فِى الْمُدَّةِ الَّتِى مَادَّ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا سُفْيَانَ فِيْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ ـ

২৯৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সুফিয়ান হারব ইবনে উমাইয়াহ তাঁকে জানিয়েছেন, যে সময় তিনি সিরিয়ায় ব্যবসায় ব্যাপদেশে উপস্থিত ছিলেন সে সময় রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে কয়েকজন কুরাইশসহ ডেকে পাঠালেন। এটা কুরাইশ কাফেরদের সাথে নবী (স)-এর চুক্তি বিদ্যমান থাকাকালীন ঘটনা।

২৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোন যিম্মি (অমুসলিম সংখ্যালঘু) কাউকে যাদু করলে তাকে ক্ষমা করা হবে কি না ? ইবনে ওহাব ইউনুসের মাধ্যমে ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা

করেছেন, তিনি (ইবনে শিহাব) বলেন, কোন যিম্মি কাউকে যাদু করলে তাকে হত্যা করা যাবে কি না, এ বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করা হলে আমি জবাব দিলাম ঃ আমরা জানি খোদ নবী (স)-কে এভাবে যাদু করা হয়েছিল। কিন্তু যাদুকারী আহলে কিতাবকে তিনি হত্যা করেননি।

٢٩٣٧- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ -

২৯৩৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-কে যাদু করা হয়েছিল। তাঁর ওপর যাদুর প্রভাব এভাবে পড়েছিল যে, তিনি মনে করতেন অমুক কাজ তিনি সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা তিনি করেননি।

২৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে হুশিয়ারী। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِن يُّرِيدُوا اَن يَّخدَعُوكَ فَاِنَّ حَسبُكَ اللّهُ ط هُوَ الَّذِى اَيَّدَكَ بِنَصرِهِ وَبِالمُؤمِنِينَ ٧ وَاَلَّفَ بَينَ قُلُوبِهِم ط لَو اَنفَقتَ مَا فِى الاَرضِ جَمِيعًا مَّا اَلَّفتَ بَينَ قُلُوبِهِم وَلكِنَّ اللّهَ اَلَّفَ بَينَهُم ط اِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌO (انفال : ٦٢-٦٣)

"হে নবী, তারা যদি আপনাকে বিভ্রান্ত করতে ও ধোঁকা দিতে চায় তাতে কিছুই যায় আসে না। আপনার জন্য মহান আল্লাহ-ই যথেষ্ট। তিনি আপনাকে স্বীয় সাহায্য ও ঈমানদারদের দ্বারা শক্তি যুগিয়েছেন এবং ঈমানদারদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহৃদয়তা সৃষ্টি করেছেন। (এসব আমি না করলে) আপনি সারা বিশ্বের সম্পদরাশির বিনিময়েও তাদের হৃদয়ে সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি করেত পারতেন না। কিন্তু আল্লাহই তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধন গড়ে দিয়েছেন। তিনি সর্বশক্তিমান ও জ্ঞানময়।" (আল আনফাল ঃ ৬২-৬৩)

٢٩٣٨- عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكٍ وَهُوَ فِىْ قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ فَقَالَ اُعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ مَوْتِى ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ مَوْتَانٌ يَاخُذُ فِيْكُم كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اِسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِيْنَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِتْنَةٌ لاَ يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ اِلاَّ دَخَلَتْهُ ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُوْنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِى الاَصْفَرِ فَيَغْدِرُوْنَ فَيَاتُوْنَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا -

২৯৩৮. আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবুক যুদ্ধের সময় আমি নবী (স)-এর কাছে গিয়েছিলাম। তখন তিনি একটি চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। তিনি বললেন, স্মরণ রেখ, কিয়ামতের পূর্বে ছয়টি লক্ষণ প্রকাশ পাবে। আমার মৃত্যু, বায়তুল মুকাদ্দাসের বিজয়, অস্বাভাবিকভাবে বকরী যেমন মরে যায় তোমাদের মধ্যেও তেমনি মহামারী ছড়িয়ে পড়বে (অর্থাৎ অকস্মাৎ ব্যাপকভাবে মানুষ মরবে)। সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দেবে। এমনকি কোন ব্যক্তিকে একশত দিনার দিলেও সে সন্তুষ্ট হবে না। অতপর এমন ফিতনা উত্থিত হবে যা থেকে আরবের কোন বাড়িই মুক্ত থাকবে না। এরপর তোমাদের ও বনী আসফার অর্থাৎ রোমানদের মধ্যে সন্ধি হবে কিন্তু তারা সন্ধি ভঙ্গ করে আশিটি পতাকার নীচে সংঘবদ্ধ হয়ে তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। প্রতিটি পতাকার নীচে বারো হাজার করে সৈনিক থাকবে।

২৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে চুক্তি ভঙ্গ বা রহিত করতে হবে। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَومٍ خِيَانَةً فَانبِذ اِلَيهِم عَلٰى سَوَاءٍ ط اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الخَائِنِينَ

"হে মুসলমানগণ, চুক্তিবদ্ধ কোন জাতির পক্ষ থেকে যদি চুক্তিভঙ্গের আশংকা কর তবে চুক্তি বলবৎ না থাকার কথা সোজাসুজি তাদের জানিয়ে দাও এবং চুক্তি আর বিদ্যমান নেই এটা উভয় পক্ষই সমানভাবে জেনে নাও। আল্লাহ খেয়ানতকারীকে কখনও পসন্দ করেন না।"-(সূরা আনফাল ঃ ৫৮)।

٢٩٣٩- عَــــنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَيَوْمُ الْحَجُّ الاَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ وَاِنَّمَا قِيلَ الاَكْبَرُ مِنْ اَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الاَصْغَرُ فَنَبَذَ اَبُوْ بَكْرٍ اِلَى النَّاسِ فِىْ ذٰلِكَ الْعَامِ فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِىْ حَجَّ فِيْهِ النَّبِىُّ ﷺ مُشْرِكٌ -

২৯৩৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর অন্য লোকদের সাথে আমাকেও কুরবানীর দিন মিনায় এ মর্মে ঘোষণা করার জন্য পাঠালেন যে, এ বছর পর কোন মুশরিক হজ্জ পালন করতে পারবে না, কেউ উলঙ্গ হয়ে কাবা (গৃহ) প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করতে পারবে না, কুরবানীর দিনকেই হজ্জে আকবর বলা হয়। একে হজ্জে আকবর বলার কারণ হচ্ছে এই যে, লোকেরা (উমরাহকে) হজ্জে আসগর বলতে শুরু করেছিল। আবু বকর এ বছরই কাফেরদের সাথে সকল চুক্তি বাতিল ও রহিত করে দেন। হাজ্জাতুল বিদার (বিদায় হজ্জের) বছরে (যে বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ আদায় করেন, সে বছর) কোন মুশরিকই হজ্জ করেনি।

২৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর বিশ্বাসঘাতকতা করা মারাত্মক অপরাধ। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنهُم ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهدَهُم فِى كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُم لاَيَتَّقُونَ○(انفال ٥٦)

"যারা তোমার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এবং প্রতিবারই চুক্তিভঙ্গ করে, তারা এ ব্যাপারে কোন শঙ্কা অনুভব করে না।"–(সূরা আল আনফাল ঃ ৫৬)

٢٩٤٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا مَــنْ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا -

২৯৪০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন যার মধ্যে চারটি স্বভাব আছে সে নির্ভেজাল মোনাফেক। যে কোন কিছু বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, চুক্তি করার পর বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং ঝগড়া বা বিবাদ বাধলে অশ্লীল ও অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করে। কারো মধ্যে এ স্বভাবগুলোর কোন একটি থাকলে সে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত বলা যাবে যে, তার মধ্যে একটি মোনাফিকী স্বভাব আছে।

٢٩٤١- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِلاَّ الْقُرْاٰنَ وَمَا فِى هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَابَيْنَ عَائِرٍ اِلٰى كَذَا فَمَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يَقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَمَنْ وَالٰى قَوْمًا بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا لَمْ تَجْتَبُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا فَقِيْلَ لَهُ كَيْفَ تَرٰى ذٰلِكَ كَائِنًا يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اِىْ وَالَّذِىْ نَفْسُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِيَـدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوْقِ قَالُوْا عَمَّ ذَاكَ قَالَ تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ ﷺ فَيَشُدُّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوْبَ اَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَمْنَعُوْنَ مَافِىْ اَيْدِيْهِمْ -

২৯৪১. আলী (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স)-এর নিকট থেকে কুরআন ও এ ক্ষুদ্র সহিফাখানীতে (পুস্তিকা) যা আছে তা ছাড়া আমরা আর কিছুই লিপিবদ্ধ করে রাখিনি। নবী (স) বলেছেন, আয়ের নামক জায়গা হতে অমুক জায়গা পর্যন্ত মদীনা হারাম তথা

সম্মানিত বা নিষিদ্ধ এলাকা। কাজেই যে ব্যক্তি এর মধ্যে কোন নতুন জিনিস প্রবেশ করাবে বা গুনাহ করবে অথবা নতুন বিষয়ের প্রচলনকারীকে (বিদায়াতী) আশ্রয়দান করবে তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানবকুলের লানত (বর্ষিত হবে)। তার কোন নফল বা ফরয ইবাদাত কবুল হবে না। যে কোন মুসলমাননের পক্ষ থেকে (কোন মুসলিমকে) অভয় বা আশ্রয় দান সাধারণভাবে সকল মুসলমানেরই অভয় বা আশ্রয় দানের শামিল, সে নগণ্য ব্যক্তি হলেও। এখানে কেউ কোন মুসলমানের অসম্মান করলে তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানবকুলের লানত (বর্ষিত হবে)। তার কোন নফল বা ফরয ইবাদাত গৃহীত হবে না। আর কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর অনুমতি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুললে তার প্রতিও আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানবকুলের লানত (বর্ষিত হয়)। তার কোন নফল বা ফরয ইবাদাত গৃহীত হয় না। অন্য একটি সূত্রে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ তিনি বলেন, সেই সময় তোমাদের পরিস্থিতি কেমন হবে যখন দিনার বা দিরহাম (অর্থাৎ অর্থ কড়ি) কিছুই তোমরা পবে না। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আবু হুরাইরা (রা), কিভাবে তা হবে বলে আপনার ধারণা (হলো)? তিনি বললেন, শোনো যে মহান সত্তার হাতে আবু হুরাইরার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, সত্যবাদী বলে স্বীকৃত [নবী (স)]-এর বাণী থেকে বলছি। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, এর কারণ কি হবে ? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অংগীকার ও জিম্মাদারীর (ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দানের) অবমাননা করা হবে। সুতরাং যিম্মিদের হৃদয়কে আল্লাহ কঠিন করে দিবেন। তারা অর্থ (জিযিয়া) থেকে তোমাদেরকে বঞ্চিত করবে। অর্থাৎ জিযিয়া প্রদান করবে না।

٢٩٤٢- عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا وَائِلٍ شَهِدْتَ صِفِّيْنَ قَالَ نَعَمْ فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُــوْلُ اِتَّهِمُوْا رَأيَكُمْ رَاَيْتُنِىْ يَوْمَ اَبِىْ جَنْدَلٍ وَلَوْ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَرُدَّ اَمْرَ النَّبِىِّ ﷺ لَرَدَدْتُهُ وَمَا وَضَعْنَا اَسْيَافَنَا عَلٰى عَوَاتِقِنَا لِاَمْرٍ يُفْظِعُنَا اِلاَّ اَسْهَلْنَ بِنَا اِلٰى اَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرِ اَمْرِنَا هٰذَا ـ

২৯৪২. আ'মাশ (রা) বর্ণনা করেন, আমি আবু ওয়ায়েলকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি সিফফিনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ? তিনি বললেন, হাঁ। আর আমি সাহল ইবনে হানিফকে (যখন তাঁকে জিহাদ করার আগ্রহের অভাবের জন্য দোষারোপ করা হচ্ছিল) বলতে শুনেছি, "ওহে লোকেরা, তোমরা বরং নিজেদের সিদ্ধান্তকেই দোষারোপ করো।" আবু জানদালের ঘটনার দিন আমি দেখেছি,[৬৭] যদি আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ পালন না করে এড়িয়ে যেতে চাইতাম, তবে সেদিন এড়িয়ে যেতে পারতাম (এবং কাফেরদের

৬৭. আবু জানদাল এমন এক সময় ইসলাম গ্রহণ করেন যখন মুসলমানরা মক্কার মুশরিকদের সাথে হোদায়বিয়ায় সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করছিলো। আবু জানদাল তখনই মক্কা থেকে পালিয়ে আসেন। কিন্তু সন্ধির চুক্তি অনুসারে নবী (স) তাকে মুশরিকদের কাছে ফেরত দিতে বাধ্য হন। অথচ সাহাবায়ে কেরাম তা চাইছিলেন না।—সম্পাদক

সাথে যুদ্ধ করতাম)। একমাত্র এ কাজটি ছাড়া (যার মধ্যে মুসলমানরা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে) আমরা যখনই কোন ভয়াবহ কাজের জন্য তরবারী নিয়ে বেরিয়েছি তখনই সে কাজ আমাদের জন্য সহজতর হয়ে গিয়েছে।

٢٩٤٣- عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ كُنَّا بِصِفِّيْنَ فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِتَّهِمُوْا اَنْفُسَكُمْ فَاِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَلَوْ نَرٰى قِتَالاً لَقَاتَلْنَا فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ فَقَالَ بَلٰى فَقَالَ اَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِى الْجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِى النَّارِ قَالَ بَلٰى قَالَ فَعَلٰى مَا نُعْطِىْ الدَّنِيَّةَ فِىْ دِيْنِنَا اَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللّٰهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ اِبْنَ الْخَطَّابِ اِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِى اللّٰهُ اَبَدًا فَانْطَلَقَ عُمَرُ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَاقَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللّٰهُ اَبَدًا فَنَزَلَتْ سُوْرَةُ الْفَتْحِ فَقَرَاَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عُمَرَ اِلٰى اٰخِرِهَا فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَ فَتْحٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ -

২৯৪৩. আবু ওয়ায়েল (রা) বর্ণনা করেন, আমরা সিফফিনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। সাহল ইবনে হানিফ সেখানে বললেন, হে লোকেরা ! তোমরা নিজেদের (সিদ্ধান্তের) ত্রুটি উপলব্ধি করো। কেননা, হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম। যদি যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দিতো, তাহলে অবশ্যই যুদ্ধ করতাম। এই সময় উমর ইবনে খাত্তাব আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা কি হকের এবং তারা কি বাতিলের অনুসারী নয় ? তিনি বললেন, হাঁ। উমর বললেন, আমাদের নিহতরা জান্নাতে আর তাদের নিহতরা কি দোযখে যাবে না ? তিনি (স) বললেন, হাঁ ! উমর বললেন, তাহলে আমরা দীনের ব্যাপারে কঠিন শর্ত মেনে নেবো কেন ? আমাদের ও তাদের মাঝে আল্লাহর তরফ থেকে কোন ফায়সালা না হতেই বা আমরা কেন ফিরে যাবো ? নবী (স) বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র ! আমি আল্লাহর রসূল. আল্লাহ আমাকে কখনো ধ্বংস করবেন না। এরপর উমর আবু বকরের কাছে গিয়ে নবী (স)-কে যা বলেছিলেন, তাঁকেও তাই বললেন। সব শুনে আবু বকর বললেন, তিনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ তাঁকে কখনো ধ্বংস করবেন না। এ সময় সূরা আল ফাত্হ নাযিল হলে রসূলুল্লাহ (স) প্রথম থেকে শেষ অবধি তা উমরকে পাঠ করে শুনালেন। এবারও উমর জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল, এটাই (হুদাইবিয়ার সন্ধি) কি বিজয় ? তিনি বললেন, হাঁ, এটাই বিজয়।

٢٩٤٤- عَنْ اَسْمَاءَ اِبْنَةِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلٰى اُمِّى وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فِىْ عَهْدِ قُرَيْشٍ اِذْ عَاهَدُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمُدَّتِهِمْ مَعَ اَبِيْهَا فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّى قَدِمَتْ عَلَىَّ وَهِىَ رَاغِبَةٌ اَفَاصِلُهَا قَالَ نَعَمْ صِلِيْهَا ـ

২৯৪৪. আবু বকরের কন্যা আসমা (রা) বর্ণনা করেন। আমার আম্মা ছিলেন মুশরিক। তিনি কুরাইশ ও রসূলুল্লাহ (স)-এর মাঝে চুক্তি বলবৎ থাকা অবস্থায় তার পিতাকে সংগে নিয়ে আমার কাছে (মদীনায়) আগমন করলেন। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বললাম, হে আল্লাহর রসূল, আমার মা আমার কাছে আগমন করেছেন। তিনি আমার পক্ষ থেকে ভালো প্রতিদান চান। আমি কি তার সাথে সুসম্পর্ক রাখবো ? তিনি বললেন, হাঁ, তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক ও সদ্ভাব বজায় রাখো।

২৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ তিন দিন অথবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধি করা।

٢٩٤٥- عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا اَرَادَ اَنْ يَّعْتَمِرَ اَرْسَلَ اِلٰى اَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَاذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ فَاشْتَرَطُوْا عَلَيْهِ اَنْ لاَّ يُقِيْمَ بِهَا اِلاَّ ثَلاَثَ لَيَالٍ وَلاَ يَدْخُلَهَا اِلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ وَلاَ يَدْعُوْ مِنْهُمْ اَحَدًا قَالَ فَاَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنَهُمْ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَكَتَبَ هٰذَا مَاقَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالُوْا : لَوْ عَلِمْنَا اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَمْ نَمْنَعْكَ وَلَبَايَعْنَاكَ وَلٰكِنْ اُكْتُبْ هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ اَنَا وَاللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَنَا وَاللّٰهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ وَكَانَ لاَيَكْتُبُ قَالَ فَقَالَ لِعَلِىٍّ اُمْحُ رَسُـوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَلِىٌّ وَاللّٰهِ لاَ اَمْحَاهُ اَبَدًا قَالَ فَاَرِنِيْهِ قَالَ فَاَرَاهُ اِيَّاهُ فَمَحَاهُ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضٰى الْاَيَّامُ اَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوْا مُرْ صَاحِبَكَ فَلْيَرْتَحِلْ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ ارْتَحَلَ ـ

২৯৪৫. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) উমরা করার সংকল্প নিয়ে মক্কাবাসীদের নিকট সেখানে প্রবেশের অনুমতির জন্য লোক প্রেরণ করলে মক্কাবাসীরা শর্ত আরোপ করলো যে, তিন দিনের বেশী তিনি মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন না, তরবারী কোষবদ্ধ করে প্রবেশ করতে হবে এবং কাউকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাতে পারবেন না। আলী ইবনে আবু তালেব সন্ধির শর্তগুলো লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন এবং এতটুকু লিখলেন ঃ এ সন্ধি চুক্তি যদ্বারা আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ ....। (এ পর্যন্ত লিখলে) কাফেরগণ বললো, আমরা আপনাকে আল্লাহর রসূল বলে স্বীকার করলে তো আপনাকে বাধা প্রদানই করতাম না। বরং আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতাম। অতএব,

লিখুন এই চুক্তি যদ্বারা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ সন্ধি স্থাপন করছেন। নবী (স) বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ এবং আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহর রসূলও। বর্ণনাকারী বারাআ বলেন, তিনি লিখতে জানতেন না, আলী লিখছিল। বারাআ বলেন, তাই তিনি আলীকে বললেন, আল্লাহর রসূল শব্দটি মুছে ফেলো। আলী বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি কখনো তা মুছতে পারি না। তিনি (স) বললেন, তাহলে আমাকে দেখিয়ে দাও। অতপর আলী (রা) (জায়গাটি) দেখিয়ে দিলে নবী (স) স্বহস্তে তা মুছে ফেললেন। পরের বছর তিনি উমরার জন্য মক্কায় প্রবেশ করলেন। নির্দিষ্ট সময় (তিন দিন) অতিবাহিত হলে মক্কাবাসীগণ আলীকে বললো, আপনাদের নেতাকে বলুন, তিনি এখন চলে যাক। আলী রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলে তিনি বললেন, হাঁ তাই-ই করছি। অতপর তিনি সেখান থেকে (মদীনার দিকে) যাত্রা করলেন।

২৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ অনির্দিষ্ট কালের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া। নবী (স)-এর উক্তি ঃ হে ইয়াহুদীগণ ! আল্লাহ যতদিন তোমাদেরকে এ ভূখণ্ডে থাকতে দেবেন আমি ততদিনই তোমাদেরকে অবস্থান করতে দেব।

২৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ বিনা পারিশ্রমিকে মুশরিকদের লাশ কূপে নিক্ষেপ করা।

٢٩٤٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَاجِدُ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ اَبِىْ مُعَيْطٍ بِسَلٰى جَزُوْرٍ فَقَذَفَهُ عَلٰى ظَهْرِ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ رَاْسَهُ حَتّٰى جَاءَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَاَخَذَتْ مِنْ ظَهْرِهٖ وَدَعَتْ عَلٰى مَنْ صَنَعَ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَاَ مِنْ قُرَيْشٍ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ اَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَعُقْبَةَ بْنَ اَبِىْ مُعَيْطٍ وَاُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ اَوْ اُبَىَّ بْنَ خَلَفٍ فَلَقَدْ رَاَيْتُهُمْ قُتِلُوْا يَوْمَ بَدْرٍ فَاُلْقُوْا فِىْ بِئْرٍ غَيْرَ اُمَيَّةَ اَوْ اُبَىٍّ فَاِنَّهٗ كَانَ رَجُلاً ضَخْمًا فَلَمَّا جَرُّوْهُ تَقَطَّعَتْ اَوْ صَالُهُ قَبْلَ اَنْ يُّلْقٰى فِى الْبِئْرِ -

২৯৪৬. আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) সিজদারত ছিলেন, এই সময় মুশরিক কুরাইশদের কিছু লোক তাঁর চারপাশে বসেছিল। উকবা ইবনে আবু মুয়ীত একটা উটের নাড়ীভুড়ি নবী (স)-এর পিঠের ওপর নিক্ষেপ করলো। তিনি মস্তক অবনত করে সিজদাতেই থাকেন। এমন সময় ফাতেমা (রা) এসে তাঁর পিঠের উপর হতে নাড়ীভুড়ি ফেলে দিলেন এবং যারা এরূপ দুর্ব্যবহার করেছে তাদের জন্য বদদোয়া করলেন। নবী (স) বদদোয়া করে বললেন, হে আল্লাহ, কুরাইশ প্রধানকে ধ্বংস করে দাও। হে আল্লাহ, আবু জাহল ইবনে হিশাম, উতবা ইবনে রাবীআ, শায়বাহ ইবনে রাবীআ, উকবা ইবনে আবু মুয়ীত এবং উমাইয়া ইবনে খালফকে অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) উবাই ইবনে খালফকে

ধ্বংস কর। আবদুল্লাহ বলেন, এদের অধিকাংশকে আমি বদরের যুদ্ধে নিহত হতে দেখেছি। উমাইয়া অথবা উবাই ছাড়া সবার লাশকে একটি কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। উমাইয়া অথবা উবাইয়ের দেহ ছিল মাংসল ও মেদ বহুল। কূপে নিক্ষেপের জন্য সাহাবাগণ যখন তার লাশ টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন সে সময় তার দেহের সমস্ত সংযোগ স্থল খুলে যায়।

২৪০-অনুচ্ছেদ ঃ নেককার অথবা বদকার যার সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করা হোক না কেন তা গোনাহ।

٢٩٤٧- عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ اَحَدُهُمَا يُنْصَبُ وَقَالَ الْاٰخَرُ يُرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ -

২৯৪৭.আনাস (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেন। প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামতের দিন একটা পতাকা থাকবে। বর্ণনাকারীদের একজন বলেছেন, তা উত্তোলিত হবে। অপরজন বলেছেন, কিয়ামতের দিন তা এমনভাবে রাখা হবে যদ্বারা তাকে চিহ্নিত করা যাবে।

٢٩٤٨- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ لِغَدْرَتِهِ -

২৯৪৮. ইবনে উমর (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক বিশ্বাস-ঘাতকের জন্যই একটি পতাকা উত্তোলিত হবে যা তার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক হবে।

٢٩٤٩- عَنْ اِبنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لاَ هِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لِاَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِيْ اِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ اِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلاَ يُخْتَلٰى خَلاَهُ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَاِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوْتِهِمْ قَالَ اِلاَّ الْاِذْخِرَ -

২৯৪৯. ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) মক্কা বিজয়ের দিন ঘোষণা করেছেন, এখন আর হিজরাতের প্রয়োজন নেই। বরং প্রয়োজন শুধু জিহাদের এবং জিহাদের পরিস্থিতি না থাকলে (জিহাদের) নিয়াতের। তোমাদেরকে যখনই জিহাদের জন্য

আহবান জানানো হবে তখনই সাড়া দেবে। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি আরো বলেছিলেন, পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ এ শহরকে (মক্কা) মহাসম্মানিত করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত করে দেয়ার কারণেই এ শহর কিয়ামত পর্যন্ত সম্মানিত থাকবে। আমার পূর্বে কারো জন্য এখানে লড়াই বা রক্তপাত হালাল ছিল না এবং একদিনের কিছু সময় ছাড়া আমার জন্যও তা হালাল করা হয়নি। কাজেই আল্লাহর দেয়া সম্মান ও মর্যাদার কারণে কিয়ামত পর্যন্ত তা সম্মানিত থাকবে। এখানকার কাঁটা (গাছ) উৎপাটিত করা যাবে না, কোন জন্তুকে বিতাড়িত করা যাবে না, চেনার বা প্রচারের উদ্দেশ্য ছাড়া কোন পড়ে থাকা জিনিস উঠানো যাবে না, খালি জায়গায় অবস্থানকারী কোন লোককে সরিয়ে দেয়া যাবে না এবং ঘাসও কাটা যাবে না। এ কথা শুনে আব্বাস (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! ইজখির ঘাসের কথা বাদ রাখুন। কেননা, তা বাড়িতে ও স্বর্ণকারের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। নবী (স) বললেন, হাঁ, তবে ইজখির ঘাস কাটা যাবে।[৬৮]

---

৬৮. মক্কার হারাম বা সম্মানিত হওয়ার বড় প্রমাণ এই যে, হাজার হাজার বছর ধরে লক্ষকোটি মানবসন্তান এ পবিত্র শহরটিকে সত্যিকার অর্থে সম্মান প্রদর্শন করে আসছে এবং সত্যিকার শান্তি ও মর্যাদার শহর হিসেবেই তা টিকে আছে। হাজার হাজার বছর কাল পরিক্রমায় বিশ্বের অসংখ্য জনপদ ও শহর লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আইয়ামে জাহেলিয়ার তমসাচ্ছন্ন যুগেও যখন গোটা আরব উপদ্বীপের কোথাও শান্তি ছিল না তখনও এই পবিত্র শহরে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজমান ছিল। এমনকি উপনিবেশবাদী (শাসনের) দীর্ঘ যুগেও তার শান্তি, পবিত্রতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন ছিল—যদিও গোটা দুনিয়া তাতে আন্দোলিত হয়েছে।

অধ্যায়-৩৩

كتاب بدء الخلق

(সৃষ্টির সূচনার বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ـ

"আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, পুর্নবার (মৃত্যুর পর) তিনি তা পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং এটি তাঁর পক্ষে খুব সহজ কাজ।"(আর রূম ঃ ২৭) (এবং এ প্রসংগে) রাবী ইবনে খুসাইম এবং হাসান (বসরী) (র) বলেন, সবকিছুই আল্লাহর পক্ষে সহজ।

٢٩٥٠- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ نَفَرٌ مِّنْ بَنِى تَمِيْمٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا بَنِى تَمِيْمٍ اَبْشِرُوْا قَالُوْا بَشَّرْتَنَا فَاَعْطِنَا فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَجَاءَهُ اَهْلُ الْيَمَنِ فَقَالَ يَا اَهْلَ الْيَمَنِ اقْبَلُوْا الْبُشْرٰى اِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُوْ تَمِيْمٍ قَالُوْ قَبِلْنَا فَاَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ يُحَدِّثُ بَدْءَ الْخَلْقِ وَالْعَرْشِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا عِمْرَانُ رَاحِلَتُكَ تَفَلَّتَتْ لَيْتَنِى لَمْ اَقُمْ ـ

২৯৫০. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বানু তামীমের একদল লোক নবী (স)-এর খেদমতে হাজির হল। তিনি তাদের বলেন, "হে বানু তামীম ! শুভ সংবাদ গ্রহণ কর।" তারা বলল, আপনি সুখবর তো দিয়েছেন, এখন কিছু দান করুন। এতে নবীর চেহারার রং বদলে গেলো। এরই মধ্যে ইয়ামেনের লোকজন আসল। নবী (স) বললেন, হে ইয়ামানবাসী, বানু তামীম তো শুভ সংবাদ গ্রহণ করলো না, তোমরা তা গ্রহণ কর। তারা বলল, আমরা গ্রহণ করলাম। অতপর নবী (স) সৃষ্টির সূচনা ও আরশ সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। এমনি সময় এক লোক এসে বলল, হে ইমরান, তোমার বাহন (উষ্ট্রী)-টি পালিয়ে গেছে। (ইমরান এ বলে আক্ষেপ করেছেন) হায় ! আমি যদি একথায় ওঠে না যেতাম।

٢٩٥١- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَقَلْتُ نَاقَتِىْ بِالْبَابِ فَاَتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ فَقَالَ اَقْبَلُوْا الْبُشْرٰى يَابَنِى تَمِيْمٍ قَالُوْا قَدْ بَشَّرْتَنَا فَاَعْطِنَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اَقْبَلُوْا الْبُشْرٰى يَا اَهْلَ الْيَمَنِ اِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُوْ تَمِيْمٍ قَالُوْا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالُوْا جِئْنَاكَ نَسَاَلُكَ

عَنْ هٰذَا الْاَمْرِ قَالَ كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فَنَادٰى مُنَادٍ ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا ابْنَ الْحُصَيْنِ فَانْطَلَقْتُ فَاِذَا هِيَ يَقْطَعُ دُوْنَهَا السَّرَابُ فَوَاللّٰهِ لَوَدِدْتُ اَنِّي كُنْتُ تَرَكْتُهَا وَرَوٰى عِيْسٰى عَنْ رَقَبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ ﷺ مَقَامًا فَاَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتّٰى دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَاَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ -

২৯৫১. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার উষ্ট্রীকে দরজার সাথে বেঁধে নবী (স)-এর মজলিশে হাজির হলাম। তখন তাঁর দরবারে বানু তামীমের কিছু লোক আসল। তিনি বললেন, হে বানু তামীম ! শুভ সংবাদ গ্রহণ কর। (জবাবে) তারা দু'বার বলল, আপনি শুভ সংবাদ তো শুনিয়েছেন, এবার কিছু দানও করুন। পরক্ষণে নবী (স)-এর খেদমতে ইয়ামানের কিছু লোক আসলে তিনি তাদেরকে বললেন, হে ইয়ামানবাসী, শুভ সংবাদ গ্রহণ কর। কেননা, বানু তামীম তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা জবাব দিল, হে আল্লাহর রসূল, আমরা তা কবুল করলাম। আমরা এই (অর্থাৎ সৃষ্টির সূচনা) সম্পর্কে আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য এসেছিলাম। নবী (স) ইরশাদ করলেন, আদিতে একমাত্র আল্লাহ-ই ছিলেন এবং তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। (তারপর তিনি তার আরশ অর্থাৎ সিংহাসন সৃষ্টি করলেন।) অতপর পানির ওপর তাঁর আরশ স্থাপিত হল। এবং তিনি প্রত্যেকটি জিনিস কিতাব তথা লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করলেন এবং আসমান ও জমিন সৃষ্টি করলেন। (ইমরান বলেন, এ সময় জনৈক ব্যক্তি হাঁক ছাড়লো, হে ইবনে হুসাইন ! আপনার উষ্ট্রী পালিয়ে গেছে। তখন আমি (উষ্ট্রীর খোঁজে) চলে গেলাম। দেখলাম, উষ্ট্রীটি এতদূর ভেগে গেছে যে, তার এবং আমার মধ্যে মরীচিকাময় প্রান্তরের ব্যবধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহর কসম, (তখন) আমার ইচ্ছা হল, যদি আমি উষ্ট্রীটিকে একেবারেই পরিত্যাগ করতাম !

ঈসা রাকাবা থেকে, তিনি কায়েস বিন মুসলিম থেকে, তিনি তারিক বিন শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন, (তারিক) বলেছেন, আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী (স) আমাদের মাঝে একস্থানে দাঁড়ালেন এবং সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করলেন, এমনকি(এটুকুও বললেন যে,) বেহেশতবাসী ও দোযখবাসী তাদের স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে চলে গেল। এই কথাটি যে স্মরণ রাখতে পেরেছে, রেখেছে আর যে ভুলবার সে ভুলে গেছে।"

٢٩٥٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُرَاهُ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَشْتِمُنِيْ شَتَمَنِيْ اِبْنُ اٰدَمَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ اَنْ يَشْتِمَنِيْ وَتَكْذِبُنِيْ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ اَمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ اِنَّ لِيْ وَلَدًا وَاَمَّا تَكْذِيْبُهُ فَقَوْلُهُ لَيْسَ يُعِيْدُنِيْ كَمَا بَدَانِيْ -

২৯৫২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রেওয়ায়েত করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ "মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন,[১] আদম সন্তান আমাকে গালি দেয়। অথচ আমাকে গালি দেয়া তার শোভা পায় না। আর আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। অথচ তা করা তার অনুচিত।" "নিশ্চয়ই আমার সন্তান আছে"—তার এ উক্তিই আমাকে তার গালি দেয়া এবং "আল্লাহ যেভাবে আমাকে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে পুনঃ সৃষ্টি করবেন না"—তার এ উক্তিই আমার প্রতি তার মিথ্যারোপ করা।"

٢٩٥٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا قَضَى اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِىْ كِتَابِهٖ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ اِنَّ رَحْمَتِىْ غَلَبَتْ غَضَبِىْ ـ

২৯৫৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ যখন সৃষ্টিকর্ম সমাধা করেন, তখন তাঁর কিতাবে[২] লিখে নেন, —"নিশ্চয়ই আমার ক্রোধের চেয়ে আমার করুণা প্রবল"এবং তা আরশের ওপর আল্লাহর নিকট বিদ্যমান।

২-অনুচ্ছেদ ঃ সাত যমীনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا ـ

"আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপ সাত যমীনও। এগুলোর মধ্যে (আল্লাহর) বিধান নাযিল হয়। (এসব বলার উদ্দেশ্য) যেন তোমরা অবগত হতে পার যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ অবশ্যই নিজ জ্ঞানের আওতায় সবকিছুকেই আবদ্ধ রেখেছেন।"(সূরা আত্ তালাক ঃ ১২)

السقف المر فوع অর্থ আসমান। سمكها এর ভিত্তি الحبك। তার সমান ও সুন্দর হওয়া।

اذنت। শ্রবণ করল ও মান্য করল। القت। পৃথিবীর সকল মৃতকে বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং খালি হয়ে যাবে। طحها তাকে বিছিয়ে দিয়েছে। الساهرة। ভূপৃষ্ঠ—যা সকল জীব জন্তুর শয়ন জাগরণের স্থান।

٢٩٥٤- عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اُنَاسٍ خُصُوْمَةٌ فِىْ اَرْضٍ فَدَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا ذٰلِكَ فَقَالَتْ يَا اَبَا سَلَمَةَ اِجْتَنِبِ الْاَرْضَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ ـ

---

১. এটি হাদীসে কুদসী। এর ভাষা রসূলুল্লাহ (স)-এর কিন্তু ভাব আল্লাহর। তাই 'আল্লাহ বলেন', বলা হয়েছে।
২. এখানে 'কিতাব'-এর অর্থ 'লাওহে মাহফুজ' যার বাংলা প্রতিশব্দ 'সুরক্ষিত ফলক'।

২৯৫৪. আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান (রা) হতে বর্ণিত। কয়েকজন লোকের সঙ্গে জমি নিয়ে তাঁর বিবাদ ছিল। আবু সালমা আয়েশা (রা)-এর খেদমতে এসে তাঁর কাছে ব্যাপারটি ব্যক্ত করলেন। আয়েশা (রা) বললেন, হে আবু সালমা ! জায়গা জমির (ঝামেলা) এড়িয়ে চল। কেননা, রসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, যে লোক এক বিঘত পরিমাণও (পরের) জমি যুলুম করে আত্মসাত করেছে, (কিয়ামতের দিন) সাত তবক যমীনের হার [গলবেড়ী (হাসুলির মত) বানিয়ে] তার গলায় পরানো হবে।

٢٩٥٥- عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ اَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْاَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلٰى سَبْعِ اَرْضِيْنَ -

২৯৫৫. সালেম (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করছেন, নবী (স) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নাহক (কারো) যমীনের সামান্যতম অংশও আত্মসাত করেছে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের নীচে তাকে ধসিয়ে দেয়া হবে।

٢٩٥٦- عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ السَّنَةُ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِيْ بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ -

২৯৫৬. আবু বাকারা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ যেদিন আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সেদিন কাল (এর আবর্তন) যে রূপ ছিল, (বছর) আবর্তিত হতে হতে আজও তা সে অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। বছরে বার মাস। এর মধ্যে চার মাস মহাসম্মানিত। ওই চার মাসের মধ্যে যুলকাদা, যুল হাজ্জাহ ও মুহাররম—মাস তিনটি পর পর রয়েছে। বাকী মাসটি একক রজব। তা জুমাদা ও শাবান মাসের মধ্যে (অবস্থিত)।[৩]

٢٩٥٧- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ اَنَّهُ خَاصَمَتْهُ اَرْوٰى فِيْ حَقٍّ زَعَمَتْ اَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا اِلٰى مَرْوَانَ فَقَالَ سَعِيْدٌ اَنَا اَنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ قَالَ اَبْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ لِيْ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ -

৩. সৃষ্টির শুরুতে কালের যে গতি, দিন ও মাসের যে রূপ ছিল, আজও তা হুবহু অনুরূপ রয়েছে। এতে কোনই পরিবর্তন হয়নি। সম্মানিত চার মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম, 'জুমাদা' দ্বারা এখানে জুমাদাল আখিরাহ বুঝানো হয়েছে।

২৯৫৭. সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা) হতে বর্ণিত। আরওয়া নামে জনৈকা মহিলা তার ধারণা মতে অভিযোগ আনে যে, সাঈদ (জমি সংক্রান্ত) তার হক নষ্ট করেছেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে মহিলাটি মারওয়ানের কাছে মামলা দায়ের করে। (তা শুনে) সাঈদ বললেন, মহিলাটির সামান্যতম হকও কি আমি নষ্ট করতে পারি ? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি (অপরের) এক বিঘত যমীনও জোর জুলুম করে আত্মসাত করলো, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের শৃংখল তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে।

ইবনে আবুয যিনাদ হিশাম ও তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে এই শব্দগুলো উল্লেখ করেছেন যে, আমাকে সাঈদ ইবনে যায়েদ এভাবে বলেছেন ঃ আমি নবী (স)-এর নিকট হাযির হয়েছিলাম।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ তারকারাজি। আল্লাহর বাণী ঃ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ

"এবং আমি পৃথিবীর নিকটতম আসমানকে (প্রথম আসমানকে) অসংখ্য আলোকমালায় (নক্ষত্র দ্বারা) সুসজ্জিত করেছি।" (আল মুলক ঃ ৫)

কাতাদা (রা) বলেন, এসব তারকারাজি সৃষ্টির উদ্দেশ্য তিনটি। আসমান সুসজ্জিত করা, শয়তানদের বিতাড়িত করা এবং পথ ও দিক নির্ণয়ের নিদর্শন বানানো যে এই তিন-এর অতিরিক্ত অন্য কোন ব্যাখ্যা দিল সে ভুল করলো, নিজের প্রাপ্য হারালো এবং এমন ব্যাপারে মাথা খাটালো যে ব্যাপারে তার কোন জ্ঞানই নেই। আর ইবনে আব্বাস বলেন, هشيما অর্থ পরিবর্তিত হওয়া, الأب। তৃণরাজি গরুছাগল যা খায়। الانام। সৃষ্টি, برزخ আড়, প্রতিবন্ধক। মুজাহিদ বলেন, الفافا। অর্থ মিলিত, الغلب। মিলিত, فراشا বিছানো, যেমন আল্লাহর তায়ালার বাণী ঃ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر এবং পৃথিবীতে তোমাদের জন্য রয়েছে অবস্থানের জায়গা (আবাসস্থল)। نكدا অর্থ স্বল্প।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ **"সূর্য ও চন্দ্র কিভাবে একটি বৃত্তের মধ্যে আবর্তন করে।"**

মুজাহিদ বলেন, حسبان এর অর্থ তারা যেন একটি চাক্কির মতো ঘুরছে। অন্যেরা বলেছেন, এমন নির্দিষ্ট হিসাব ও নির্ধারিত স্থানের সঙ্গে (নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত) যে, চন্দ্র-সূর্য তা লংঘন করতে পারে না। হিসাবকারীদের দলকে 'হুসবান' বলা হয়। যেমন شهاب আর شهبان ضحاها অর্থ তার জ্যোতি ও উজ্জলতা। ان تدرك القمر।(চন্দ্র-সূর্য) একের উজ্জলতাকে অপরের জ্যোতি ঢাকতে পারে না এবং তা উভয়ের পক্ষে অসম্ভব। سابق النهار রজনী দ্রুত দিবসকে অতিক্রম করে। تسلخ অর্থাৎ একটি থেকে অপরটিকে বের করে আনি।

واهية وهيها অর্থ তার বিদীর্ণ হওয়া। ارجائها। তার সেই অংশ যা বিদীর্ণ হয়নি। কাজেই ফেরেশতারা আকাশের উভয় পার্শ্বে থাকবে। যেমন প্রচলিত কথায় বলা হয় على ارجاء البئر অর্থাৎ কূপের তীরে। اغطش وجن। (উভয় শব্দের) অর্থ অন্ধকার হয়ে গেল। হাসান বলেছেন, كورت অর্থ সংকুচিত ও দলিত মথিত করে দেয়া হবে—যাতে তার জ্যোতি ও উজ্জলতা নিশেষ হয়ে যাবে। والليل وما وسق যে জন্তু জমায়েত করলো। اتسق। সমপরিমাণ হলো চন্দ্রসূর্যের কক্ষ ও নির্ধারিত স্থান। بروجا

দিবাভাগে সূর্যের সঙ্গে হয়ে থাকে। ইবনে আব্বাস বলেছেন, الحرور। নিশীথে এবং দিবসে হয়ে থাকে। কথিত আছে, يولج অর্থ দলন করছে। وليجه অর্থ এমন প্রতিটি বস্তু যা তুমি অন্যটির মধ্যে ঢুকিয়েছ।

٢٩٥٨- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَبِى ذَرٍّ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ اَتَدْرِىْ اَيْنَ تَذْهَبُ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهَا تَذْهَبُ حَتّٰى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَاذِنَ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَيُوْشِكُ اَنْ تَسْجُدُ فَلاَ يُقْبَلَ مِنْهَا وَتَسْتَاذِنَ فَلاَ يُؤْذَنَ لَهَا يُقَالُ لَهَا ارْجِعِىْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّلَهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ -

২৯৫৮. আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "একদিন সূর্য অস্ত গেলে নবী (স) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান, সূর্য কোথায় যায়? আমি জবাব দিলাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, তা যেতে যেতে আরশের নীচে পৌছে (আল্লাহকে) সিজদা করে। অতপর (পুনরায় উদিত হওয়ার) অনুমতি চায় এবং তাকে অনুমতি দেয়া হয়। এমন এক সময় আসবে যখন সে সিজদা করবে কিন্তু তা কবুল হবে না এবং (যথারীতি উদিত হওয়ার) অনুমতি চাইবে। কিন্তু সে অনুমতি আর মিলবে না। (বরং) তাকে নির্দেশ দেয়া হবে, যে পথে এসেছো সে পথেই ফিরে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক হতেই উদিত হবে। এটাই হলো আল্লাহ তাআলার এ বাণীর মর্মার্থ "এবং সূর্য তার নির্ধারিত (কক্ষ) পথে চলে। ওটিই সর্বশক্তিমান মহাজ্ঞানী আল্লাহর নির্ধারিত বিধান।" (ইয়াসীন ঃ ৩৮)

٢٩٥٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

২৯৫৯. আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (স) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, নবী (স) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন চন্দ্র ও সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে।[৪]

٢٩٦٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا -

২৯৬০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) থেকে তার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি (স) বলেছেন ঃ কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। বরং এ দু'টো আল্লাহর (অসংখ্য) নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টো নিদর্শন। যখন তোমরা তা (হতে) দেখবে, তখন নামায পড়বে।

৪. গুটিয়ে নেয়া হবে অর্থ চন্দ্র ও সূর্যকে সেদিন জ্যোতিহীন ও নিষ্প্রভ করে দেয়া হবে।

٢٩٦١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ ـ

২৯৬১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর অগণিত নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টো নিদর্শন। কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ লাগে না। যখন তোমরা তা (সংগঠিত) হতে দেখবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে।

٢٩٦٢- عَـنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَكَبَّرَ وَقَرَاءَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَـــنْ حَمِدَهُ وَقَامَ كَمَا هُـــوَ فَقَــرَاَءَةً قِرَاءَةً طَوِيْلَةً وَهِيَ اَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْاُوْلَى ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهِيَ اَدْنٰى مِنَ الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ سَجَدَ سُجُوْدًا طَوِيْلاً ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَــرِ اِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَافْزَعُوْا اِلَى الصَّلاَةِ ـ

২৯৬২. ইবনে হিশাম (রা) উরওয়াহ (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) তাঁকে বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স) সূর্যগ্রহণের দিন (নামাযে) দাঁড়ালেন, অতপর তাকবীর বললেন এবং লম্বা কিরাত করলেন। এরপর দীর্ঘক্ষণ রুকূতে থাকলেন তারপর سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে মাথা উঠালেন এবং পূর্ববৎ দাঁড়িয়ে গেলেন। এবার (দাঁড়িয়ে) লম্বা কিরাত করলেন। (তবে) এই কিরাত প্রথম কিরাতের তুলনায় ছোট ছিল। পুনরায় তিনি একটি দীর্ঘ রুকূ করলেন। তবে প্রথম রাকাতের (রুকূর) তুলনায় এটি ছোট ছিল। এরপর দীর্ঘ সিজদা দিলেন। তারপর দ্বিতীয় রাকাতও অনুরূপ করলেন। শেষে সালাম ফিরালেন। এ সময় সূর্যের উজ্জলতা তীব্র হল, (অর্থাৎ গ্রহণ ছেড়ে গেল) তখন নবী (স) জনতাকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিলেন। সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে বললেন, নিশ্চয়ই এ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টো নিদর্শন। কারও মৃত্যু ও জন্মের কারণে তা সংঘঠিত হয় না। যখন তোমরা তা হতে দেখবে, নামাযের দিকে দৌড়ে যাবে।

٢٩٦٣- عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا ـ

২৯৬৩. আবু মাসউদ (রা) নবী (স) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, নবী (স) বলেছেন ঃ সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ কারও মৃত্যু বা জন্মের কারণে সংঘটিত হয় না। বরং এ দু'টো আল্লাহর অসংখ্য নিদশর্নাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন মাত্র। যখন তোমরা তা ঘটতে দেখবে, (সাথে সাথে) নামায পড়বে।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ রহমত ও আযাবের বায়ু। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ .

"তিনিই সেই সত্তা, যিনি রহমতের বারি বর্ষণের পূর্বে সুসংবাদবাহী বিভিন্ন প্রকারের বায়ু প্রবাহিত করে থাকেন।" (সূরা আল আরাফ ঃ ৫৭)

٢٩٦٤- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَاُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُوْرِ -

২৯৬৪. ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন ঃ পূর্বের বায়ু দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, আর পশ্চিমের বায়ু দ্বারা আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে।

٢٩٦٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا رَاٰى مَخِيْلَةً فِى السَّمَاءِ اَقْبَلَ وَاَدْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَاِذَا اَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّىَ عَنْهُ فَعَرَّفَتْهُ عَائِشَةُ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا اَدْرِىْ لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ - (الاحقاف)

২৯৬৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি আকাশে মেঘ দেখতেন, তখন একবার সামনে আসতেন, আবার পিছে হঠতেন। কখনো (ঘরে) ঢুকতেন, পুনরায় বেরিয়ে যেতেন (অর্থাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়তেন) এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত। পরে আকাশ বারি বর্ষণ করলে তাঁর এ অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটত। আয়েশা এ অবস্থা সম্পর্কে তাঁর সাথে আলোচনা করলে নবী (স) বললেন, জানি না, (আযাবের) মেঘ দেখে 'আদ জাতি' যে উক্তি করেছিল এ মেঘ অনুরূপ (আযাবের) মেঘও তো হতে পারে। (কুরআন বলছে ঃ) "তারপর তারা যখন মেঘমালা তাদের উপত্যকা অভিমুখে অগ্রসর হতে দেখল, তখন তারা বলে উঠল, এতো সেই মেঘমালা, যা আমাদের ওপর বর্ষিত হবে। বরং তা সেই ভয়ঙ্কর হাওয়া—যা তোমরা ত্বরিত পেতে চেয়েছিলে ; যাতে যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।" (সূরা আল আহকাফ ঃ ২৪)

৬-অনুচ্ছেদ ঃ ফেরেশতাদের বিবরণ।

٢٩٦٦- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنْ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَدُوُّ الْيَهُوْدِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ .

২৯৬৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম নবী (স)-এর নিকট বলেন ঃ নিশ্চয়ই ফেরেশতাকূলের মধ্যে জিবরাইল ইয়াহুদীদের দুশমন।[৫] আর ইবনে আব্বাস বলেছেন, لنحن الصافون এর অর্থ আমরা ফেরেশতাগণ।

٢٩٦٧- عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَا اَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ وَذَكَرَ يَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَاُتِيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُلِئَ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ اِلٰى مَرَاقِ الْبَطْنِ ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا وَاُتِيْتُ بِدَابَّةٍ اَبْيَضَ دُوْنَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ الْبُرَاقُ فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيْلَ حَتّٰى اَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَّعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَاَتَيْتُ عَلٰى اٰدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اِبْنٍ وَنَبِيٍّ فَاَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَاَتَيْتُ عَلٰى عِيْسٰى وَيَحْيٰى فَقَالَا مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخٍ وَنَبِيٍّ فَاَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَّعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ اَرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ وَلَنِعْمَ الْمُجِيْءُ جَاءَ فَاَتَيْتُ يُوْسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخٍ وَنَبِيٍّ فَاَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَّعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قِيْلَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَاَتَيْتُ عَلٰى اِدْرِيْسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا مِنْ اَخٍ وَنَبِيٍّ فَاَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَاَتَيْنَا عَلٰى هَارُوْنَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخٍ

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) পূর্বে ইয়াহুদী ছিলেন। এখানে ইয়াহুদীদের ধারণাটিই তিনি ব্যক্ত করেছেন মাত্র। কেননা, ইয়াহুদীদের ওপর আপতিত সকল আযাব হযরত জিবরাইল (আ)-ই নিয়ে এসেছেন। তাই তারা তাঁর সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করত।

وَنَبِيٍّ فَاتَيْنَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهٖ وَ نِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَاَتَيْتُ عَلٰى مُوْسٰى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخٍ وَنَبِيٍّ فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكٰى فَقِيْلَ مَا اَبْكَاكَ قَالَ يَارَبِّ هٰذَا الْغُلَامُ الَّذِىْ بُعِثَ بَعْدِىْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِهٖ اَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ اُمَّتِىْ فَاَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهٖ وَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَاَتَيْتُ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اِبْنٍ وَنَبِيٍّ فَرُفِعَ لِىَ الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ فَسَاَلْتُ جِبْرِيْلَ فَقَالَ هٰذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ يُصَلِّىْ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ اِذَا خَرَجُوْا لَمْ يَعُوْدُوْا اِلَيْهِ اٰخِرَ مَا عَلَيْهِمْ وَرُفِعَتْ لِىَ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى فَاِذَا نَبِقُهَا كَاَنَّهٗ قِلَالُ هَجَرَ وَوَرَقُهَا كَاَنَّهٗ اٰذَانُ الْفُيُوْلِ فِىْ اَصْلِهَا اَرْبَعَةُ اَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَسَاَلْتُ جِبْرِيْلَ فَقَالَ اَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِى الْجَنَّةِ وَاَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيْلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَىَّ خَمْسُوْنَ صَلَاةً فَاَقْبَلْتُ حَتّٰى جِئْتُ مُوْسٰى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَىَّ خَمْسُوْنَ صَلَاةً قَالَ اَنَا اَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ عَالَجْتُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسَلْهُ فَرَجَعْتُ فَسَاَلْتُهٗ فَجَعَلَهَا اَرْبَعِيْنَ ثُمَّ مِثْلَهٗ ثُمَّ ثَلَاثِيْنَ ثُمَّ مِثْلَهٗ فَجَعَلَ عِشْرِيْنَ ثُمَّ مِثْلَهٗ فَجَعَلَ عَشْرًا فَاَتَيْتُ مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهٗ فَجَعَلَهَا خَمْسًا فَاَتَيْتُ مُوْسٰى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ جَعَلَهَا خَمْسًا فَقَالَ مِثْلَهٗ قُلْتُ سَلَّمْتُ بِخَيْرٍ فَنُوْدِىَ اِنِّىْ قَدْ اَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِىْ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِىْ وَاَجْزِىْ بِالْحَسَنَةِ عَشْرًا وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ -

২৯৬৭. কাতাদা আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে, তিনি মালেক ইবনে সাসাআ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (মালেক) বলেন, নবী (স) বলেছেন, আমি (কা'বা) ঘরের পাশে নিদ্রা ও জাগরণ—উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম। এরপর নবী (স) দু'ব্যক্তির[৬] মাঝে নিজেকে উল্লেখ করে (বলেন) আমার নিকট সোনার তশতরী নিয়ে আসা হল—যা হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। আমার বক্ষ থেকে পেটের নীচ পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হল,

---

৬. এ দু' ব্যক্তি ছিলেন হযরত হামযা (রা) ও হযরত জা'ফর (রা) ইবনে আবু তালেব।

তারপর পেট যমযমের পানিতে ধৌত করা হল এবং তা হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ করে দেয়া হল। পরে আমার কাছে একটি সাদা চতুস্পদ জন্তু আনা হল, যা খচ্চর থেকে ছোট এবং গাধা থেকে বড়। অর্থাৎ 'বুরাক'।[৭] অতপর (তাতে আরোহণ করে) আমি জিবরাইল সহ চলতে লাগলাম এবং পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে গিয়ে পৌছলাম। জিজ্ঞেস করা হলো, 'কে' ? জবাব দেয়া হল, আমি জিবরাইল। প্রশ্ন হলো তোমার সাথে কে ? উত্তর দেয়া হল, 'মুহাম্মাদ'। জানতে চাওয়া হল তাঁকে কি আনতে পাঠানো হয়েছিলো ? জিবরাইল জানালেন, হাঁ। বলা হল, মারহাবা, আপনার শুভাগমন কতই না উত্তম। এরপর আমি আদমের কাছে গেলাম। তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, মারহাবা, হে পুত্র এবং নবী।

অতপর আমরা দ্বিতীয় আসমানে গেলাম। জিজ্ঞেস করা হল, কে ? জানালেন, আমি জিবরাইল। প্রশ্ন করা হল, তোমার সাথে কে ? বললেন, 'মুহাম্মাদ"। প্রশ্ন হল, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে ? বললেন, হাঁ। বলা হল, মারহাবা, আপনার শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর ঈসা ও ইয়াহইয়ার কাছে পৌছলাম। তাঁরা বললেন, মারহাবা, হে ভাই ও নবী। এরপর আমরা তৃতীয় আসমানে গেলাম। জিজ্ঞেস করা হল, কে ? উত্তর দেয়া হল, জিবরাইল। প্রশ্ন হল, সাথে কে ? জবাব হল, 'মুহাম্মাদ'। জানতে চাওয়া হল, তাঁকে কি আনতে পাঠান হয়েছিল ? জানান হল, হাঁ। বলা হল, মারহাবা, আপনার আগমন কতই না আনন্দের ! অতপর আমি ইউসুফের কাছে গেলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা, হে ভাই ও নবী। এবার আমরা চতুর্থ আসমানে গেলাম। প্রশ্ন হল, কে ? বললেন, আমি জিবরাইল। প্রশ্ন হল, সাথে কে ? বলা হল, 'মুহাম্মাদ'। জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে ? জানান হল, হাঁ। বলা হল, মারহাবা আপনার আগমন কতই না উত্তম ! এরপর ইদরীস-এর খেদমতে এসে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, মারহাবা, হে ভাই ও নবী। তারপর আমরা পঞ্চম আসমানে পৌছলাম। (অনুরূপ) প্রশ্নোত্তর হলো। (যেমন) প্রশ্ন–কে ? উত্তর–জিবরাইল। প্রশ্ন–সাথে কে ? উত্তর–মুহাম্মাদ। প্রশ্ন–তাঁকে কি ডাকা হয়েছে ? উত্তর–হাঁ। বলা হল–মারহাবা, আপনার শুভাগমন কতইনা আনন্দের ! পরে আমরা হারুনের খেদমতে হাযির হলাম, তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা হে ভাই ও নবী। অতপর আমরা ষষ্ঠ আসমানে গিয়ে পৌছলাম। (এখানেও অনুরূপ প্রশ্নোত্তর হল) প্রশ্ন—কে ? উত্তর–জিবারাইল। প্রশ্ন—সাথে কে ? উত্তর—'মুহাম্মাদ'। প্রশ্ন–ডাকা হয়েছে কি ? উত্তর–হাঁ। বলা হল–মারহাবা, তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম! তারপর আমি মূসা (আ)-এর কাছে গেলাম এবং তাকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা হে ভাই ও নবী। যখন আমরা এগিয়ে চললাম, তখন মূসা কেদে দিলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কেন কাঁদছেন ? বললেন, হে আল্লাহ ! এই ছেলে আমার পরে নবী হয়েছে, তার উম্মত আমার উম্মতের চেয়ে অধিক পরিমাণে জান্নাতে যাবে।[৮] এরপর সপ্তম আসমানে উঠলাম। (এখানেও সেই প্রশ্নোত্তর) প্রশ্ন–কে ? উত্তর –জিবরাইল। প্রশ্ন–তোমার সাথে কে ? উত্তর—'মুহাম্মাদ'। প্রশ্ন তাঁকে কি ডাকা হয়েছে ? জবাব–হাঁ।

---

৭. বুরাক-অর্থ অতি দ্রুত সঞ্চরণশীল বিদ্যুৎ।

৮. এই কান্না ঈর্ষা বা বিদ্বেষবশত নয়। একজন নবীর পক্ষে তা সম্ভবও নয়। বরং মূসা (আ) এ কথা আপন উম্মতগণের প্রতি অধিক ভালবাসা বশতই বলেছেন।

বলা হল–মারহাবা, তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম! অতপর আমি ইবরাহীম-এর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা, হে সন্তান ও নবী। তারপর আমার সামনে বায়তুল মা'মুরকে উন্মুক্ত করে আনা হল। আমি এটি সম্পর্কে জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটি বায়তুল মা'মুর। প্রতিদিন এখানে সত্তর হাজার ফেরেশতা নামায আদায় করে। এই সত্তর হাজার একবার এখান থেকে বের হলে দ্বিতীয়বার (কিয়ামত পর্যন্ত) তারা এখানে আর ফিরে আসবে না। তারপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা[৯] দেখান হল। দেখলাম, এর ফল (কুল) হাজারা নামক স্থানের মটকির সমান বিরাট ও পুরু। তার পাতাগুলো যেমন এক একটি হাতীর কান। এর মূলদেশে চারটি ঝর্ণাধারা প্রবহমান। এর দু'টি অভ্যন্তরে আর দু'টি বাইরে। আমি জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, অভ্যন্তরের দু'টি জান্নাতে অবস্থিত। আর বাইরের দু'টি হল (ইরাকের) ফুরাত ও (মিসরের) নীল নদ। অতপর আমার ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়। এরপর আমি ফিরে চলি এবং মূসার কাছে এসে পৌঁছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি করে আসলেন। বললাম, আমার ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে। তিনি বললেন, আমি মানুষ সম্পর্কে আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞাত আছি। আমি বনী ইসরাঈলের (মানসিক) চিকিৎসার ভীষণ চেষ্টা চালিয়েছি। আপনার উম্মত (এত নামায আদায়ে) কিছুতেই সমর্থ হবে না। আল্লাহর কাছে ফিরে যান এবং (তা কমানোর) প্রার্থনা করুন। আমি ফিরে গেলাম এবং প্রার্থনা করলাম। সুতরাং তিনি নামায চল্লিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। পুনরায় অনুরূপ ঘটলে ত্রিশে নেমে আসল। আবার সেরূপ হলে আল্লাহ বিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। আবারও তদ্রূপই ঘটল। আল্লাহ দশে নামিয়ে দিলেন। তারপর মূসার কাছে আসলাম। তিনি পূর্বের মতোই বললেন, এবার আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায (ফরয) করলেন। অতপর মূসার কাছে আসলাম। কি করে এসেছি তা তিনি জানতে চাইলেন। বললাম, আল্লাহ নামায পাঁচ ওয়াক্ত করে দিয়েছেন। এবারও তিনি তা-ই বললেন। বললাম, আমি তা (সানন্দে) মেনে নিয়েছি। তখন (আল্লাহর পক্ষ থেকে) ডাক আসল, "আমি আমার ফরয জারি করে দিয়েছি এবং আমার বান্দাহদের থেকে লাঘব করে দিয়েছি। আমি প্রতিটি নেকীর দশ গুণ সওয়াব দেব।"

হাম্মাম (রা) বলেছেন কাতাদা থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি আবু হুরাইরা থেকে এবং তিনি নবী (স) থেকে পরম্পরা সূত্রে বায়তুল মা'মুর সম্পর্কে বর্ণনা করছেন।[১০]

২৯৬৮– عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اُكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَاَجَلَهُ وَشَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ فَاِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ اِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ

৯. সিদরাতুল মুনতাহা সর্বোচ্চ আসমানের একটি বৃক্ষ। ফেরেশতাদের জ্ঞান ও ঊর্ধে গমন এ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

১০. অধিকাংশ উলামার মত হচ্ছে, মি'রাজ রসূলুল্লাহ (স)-এর জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে হয়েছে।

وَيَعْمَلُ حَتّٰى مَايَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ اِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

২৯৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সত্যবাদী ও সত্যের বাহক রসূলুল্লাহ (স) আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলে তার মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন ধরে, অতপর সে জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হতে থাকে অনুরূপ (চল্লিশ দিন) সময়ে। তারপর মাংসপিন্ডের আকার ধারণ করে তদ্রূপ সময়ে। এরপর আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে পাঠান এবং (তাকে) চারটি বিষয়ের আদেশ দেন। তাকে নির্দেশ দেয়া হয়, এ ব্যক্তির আমল, রিযিক, মৃত্যুকাল এবং সে নেক্কার হবে পাপীষ্ঠ সব লিপিবদ্ধ কর। অতপর তার মধ্যে 'রূহ' ফুঁকে দেয়া হয়। অতএব তোমাদের কোন ব্যক্তি আমল করতে থাকে, এমন কি তার ও বেহেশতের মধ্যে আর মাত্র এক হাতের ব্যবধান থেকে। এমনি সময় তার (পূর্ব) লিখিত নিয়তি সামনে এসে যায় এবং সে জাহান্নামী ব্যক্তির মত আমল শুরু করে। আর এক ব্যক্তি আমল করতে থাকে ; এমন কি তার ও দোযখের মধ্যে শুধুমাত্র এক হাত দূরত্ব থাকে। এমনি সময় তার (পূর্ব) লিখিত নিয়তি সামনে এসে পড়ে। তখন সে বেহেশতীদের (অনুরূপ) আমল শুরু করে।

٢٩٦٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ الْعَبْدَ نَادٰى جِبْرِيْلَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَاَحْبِبْهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ فَيُنَادِىْ جِبْرِيْلُ فِىْ اَهْلِ السَّمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَاَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى الْاَرْضِ ـ

২৯৬৯. নাফে আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ যখন কোন বান্দাহকে ভালবাসতে থাকেন, তখন জিবরাইলকে ডেকে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ অমুককে ভালবাসেন, তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিবরাইলও তাকে ভালবাসেন এবং আসমানবাসী সকলের মধ্যে ঘোষণা করে দেন, নিশ্চয় আল্লাহ অমুক (ব্যক্তি)-কে ভালবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন আসমানবাসী সকলেই তাকে ভালবাসতে থাকে। অতপর যমীনেও (সবাইকে) ঐ ব্যক্তির প্রতি অনুরাগী করে দেয়া হয়।

٢٩٧٠- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَنْزِلُ فِى الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْاَمْرَ قُضِىَ فِى السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوْحِيْهِ اِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ ـ

২৯৭০. উরওয়া ইবনুয যোবায়ের নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন, ফেরেশতাগণ মেঘমালার আড়ালে অবতরণ করেন এবং আসমানে (আল্লাহর) ফয়সালাকৃত বিধান সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন। শয়তানেরা গোপনে চোরাপথে তা শোনার চেষ্টা করে এবং তা (কিছুটা) শুনেও ফেলে। অতপর (সেই শোনা) কথাটি গণক ও জ্যোতিষীদের কাছে পৌছিয়ে দেয়। তারা (সেই সত্য) কথাটির সাথে নিজেদের মনগড়া সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে মানুষের নিকট অলীক কথা বলে।[১১]

٢٩٧١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مِنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلاَئِكَةُ يَكْتُبُوْنَ الاَوَّلَ فَالاَوَّلَ فَاذَا جَلَسَ الاِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاؤُا يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ -

২৯৭১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ যখন জুমআর দিন হয়, তখন মসজিদগুলোর প্রতিটি দরজায় ফেরেশতারা এসে (দাঁড়িয়ে) যায় এবং মসজিদে ঢুকে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তির নাম লিখে নেয়। তারপরে লেখে পরবর্তীদের নাম। আর যখন ইমাম (মিম্বরে উঠে) বসেন, তখন তারা এসব লিখিত পুস্তিকা বন্ধ করে নেয় এবং খুৎবা শুনতে থাকে।

٢٩٧٢- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَرَّ عُمَرُ فِى الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ فَقَالَ كُنْتُ اُنْشِدُ فِيْهِ وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكَ ثُمَّ اِلْتَفَتَ الٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ اَسَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَجِبْ عَنِّى اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُوْسِ قَالَ نَعَمْ -

২৯৭২. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) মসজিদে (নববীতে) উমরের আগমন ঘটে। তখন হাসসান কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। (উমর মসজিদে কবিতা পাঠে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।) হাসসান বলেন, আমি মসজিদে এমন ব্যক্তির উপস্থিতিতেও কবিতা আবৃত্তি করেছি যিনি আপনার চেয়েও উত্তম ছিলেন (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (স)]। অতপর তিনি আবু হুরাইরার (রা) দিকে তাকান এবং বলেন, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছ যে, (হে হাসসান !) আমার পক্ষ থেকে (কবিতায়) জবাব দাও এবং হে আল্লাহ ! তুমি রূহুল কুদ্দুস (জিবরাইল) দ্বারা তাকে সাহায্য কর। তিনি উত্তর দেন, হাঁ।[১২]

---

১১. গণকদের অলীক ভবিষ্যত গণনার বহু উপায়ের একটি সূত্র মাত্র এই হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য সূত্রগুলোও এরূপই কাল্পনিক ও মিথ্যা। ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের গণনায় বিশ্বাস করা ও আস্থা রাখা নাজায়েয, গণনার জন্য তাদের কাছে যাওয়া হারাম এবং 'তারা গায়েব জানে',-এমন কথা বিশ্বাস করা শিরক।

১২. এক সময় রসূলুল্লাহ (স) কাফেরদের কুৎসার জবাব দানের জন্য হযরত হাসসানকে বলেছিলেন এবং জিবরাইল (আ) দ্বারা তাঁকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেছিলেন—সেই কথার দিকে তিনি ইঙ্গিত করেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) এর সত্যতা স্বীকার করেন।

٢٩٧٣- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَسَّانَ اَهْجُهُمْ اَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيْلُ مَعَكَ.

২৯৭৩. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) হাসসানকে বলেছেন, তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) কুৎসা কর। জিবরাইল তোমার সাথে আছে।

٢٩٧٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَاَنِّى اَنْظُرُ اِلَى غُبَارٍ سَاطِعٍ فِىْ سِكَّةِ بَنِىْ غَنْمٍ زَادَ مُوْسٰى مَوْكِبَ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ -

২৯৭৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী গানামের গলিতে উর্ধে উত্থিত ধূলা আমি স্বয়ং যেন দেখতে পাচ্ছি। আবু মূসা এতটুকু বাড়িয়ে বলেছেন ঃ "জিবরাইল (আ)-এর লস্করের কারণে"। অর্থাৎ জিবরাইল (আ)-এর লস্করের পদচারণায় উত্থিত ধূলা আমি যেন বনী গানামের গলিতে দেখতে পাচ্ছি।

٢٩٧٥- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ كَيْفَ يَاْتِيْكَ الْوَحْىُ قَالَ كُلُّ ذَاكَ يَاتِى الْمَلَكُ اَحْيَانًا فِىْ مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ فَيَفْصِمُ عَنِّى وَقَدْ وَعَيْتُ مَاقَالَ وَهُوَ اَشَدُّهُ عَلَىَّ وَيَتَمَثَّلُ لِى الْمَلَكُ اَحْيَانًا رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِىْ فَاَعِىْ مَا يَقُوْلُ -

২৯৭৫. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হারেস ইবনে হিশাম নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ আপনার কাছে অহী কিভাবে আসে। তিনি বললেন, প্রতিটি অহীর সময় ফেরেশতা কখনও আমার কাছে আসে ঘন্টার অনুরূপ শব্দ করে। যখন অহী শেষ হয়, তখন ফেরেশতা যা বলল, আমি তা সবই হিফয (মুখস্ত) করে নেই। এ (ঘন্টার আওয়াযের অনুরূপ) অহীটাই আমার কাছে অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়। আর কখনও কখনও ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে আমার কাছে আসে এবং আমার সাথে কথা বলে। সে যা বলে, আমি তা পুরোপুরি বুঝে ও মুখস্ত করে নেই।

٢٩٧٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ اَىْ فُلُ هَلُمَّ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ ذَاكَ الَّذِىْ لاَ تَوٰى عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ -

২৯৭৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি, নবী (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোনো এক জোড়া (জিনিস) দান করবে জান্নাতের দ্বাররক্ষীরা (ফেরেশতা) (সবদিক থেকে) তাকে ডাকতে থাকবে, হে অমুক ব্যক্তি ! এদিকে আসুন। তখন আবু বকর আরয করলেন, এমন ব্যক্তির ধ্বংস হওয়ার কোন আশংকাই নেই। নবী (স) বললেন ঃ আমি আশা পোষণ করি, তুমিও তাদের একজন হবে।

٢٩٧٧- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا يَاعَائِشَةُ هٰذَا جِبْرِيْلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرٰى مَا لَاَ اَرٰى تُرِيْدُ النَّبِيَّ ﷺ -

২৯৭৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁকে বলেন, আয়েশা, ওই (দেখ), জিবরাইল তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। আয়েশা বললেন ঃ তাঁর প্রতিও সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত এবং নবী (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ আপনি তো এমন কিছুও দেখেন, আমরা যা দেখতে পাই না।

٢٩٧٨- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِجِبْرِيْلَ اَلَا تَزُوْرُنَا اَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا قَالَ فَنَزَلَتْ : وَمَانَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا اَلْاٰيَةَ -

২৯৭৮. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি যতবার আমার নিকট এসে থাকেন, তার চেয়ে অধিক বার আসেন না কেন ? বর্ণনাকারী বলেন, তখনই এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "আমরা আপনার রবের নির্দেশ ছাড়া আসতে পারি না। আমাদের আগে পিছের এবং এই উভয়ের মাঝখানের সবকিছু তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। আর আপনার রব কখনও ভুলেন না।"

٢٩٧٩- عن اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَقْرَاَنِي جِبْرِيْلُ عَلٰى حَرْفٍ فَلَمْ اَزَلْ اَسْتَزِيْدُهُ حَتّٰى اِنْتَهٰى اِلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ -

২৯৭৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, জিবরাইল আমাকে একটি কিরাআত তথা আরবের একটি উপভাষা অনুযায়ী কুরআন পড়িয়েছেন। সদাসর্বদা আমি তাঁর কাছে আরও অধিক (কিরাআত) পেতে চাইতাম। পরে তা সাত কিরাআতে পড়িয়েছেন।[১৩]

٢٩٨٠- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ اَجْوَدُ مَايَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَكَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْاٰنَ فَلَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ اَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ * وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَرَوٰى

১৩. নবী (স)-এর বাসনা অনুযায়ী কুরআন আরবের প্রধান সাতটি আঞ্চলিক আরবী ভাষায় নাযিল হয়। পরে এতে অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় একমাত্র কুরাইশি আরবী রেখে বাকি সব আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পাঠ নিষিদ্ধ ঘোষিত

اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَفَاطِمَةُ رَضِىَ اللّٰهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنْ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْاٰنَ -

২৯৮০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দানশীল। আর (অন্য সময়ের তুলনায়) রমযান মাসে জিবরাইল যখন তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন, তখন তিনি সর্বাধিক দানশীল হয়ে যেতেন। জিবরাইল রমযান মাসে প্রতি রাত্রে তাঁর সাথে দেখা করতেন। তিনি জিবরাইলকে কুরআন তেলাওয়াত করে শুনাতেন। যখন জিবরাইল রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাক্ষাত করতেন, তখন রসূল (স) দ্রুত সঞ্চরণশীল বায়ুর চেয়েও অধিক উদার ও দানশীল হয়ে পড়তেন।

আবদুল্লাহ বলেন, মুআম্মার এ সনদেই অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আবু হুরাইরা ও ফাতিমা নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জিবরাইল তাঁর সাথে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করতেন।

٢٩٨١- عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ اَمَا اِنَّ جِبْرِيْلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى اِمَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ اِعْلَمْ مَا تَقُوْلُ يَاعُرْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَزَلَ جِبْرِيْلُ فَاَمَّنِىْ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسُبُ بِاَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ -

২৯৮১. ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। (একদিন) উমর বিন আবদুল আযীয আসরের নামায আদায়ে কিছুটা দেরী করে ফেললেন। তখন উরওয়া তাঁকে বললেন, (একদা) জিবরাইল আসলেন এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর ইমাম হয়ে নামায পড়ালেন। উমর বললেন, হে উরওয়া কি বলছ, চিন্তা কর[১৪] তিনি জবাব দিলেন, বশীর ইবনে আবু মাসউদের বর্ণনা আমি শুনেছি, আবু মাসউদ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, (একদিন) জিবরাইল আসলেন এবং আমার ইমামতী করলেন। অতপর তাঁর সাথে আমি নামায পড়লাম, এরপরও তাঁর সাথে নামায আদায় করলাম, আবারও তাঁর সাথে নামায পড়লাম, তারপরও পড়লাম, পুনরায়ও তাঁর সাথে নামায আদায় করলাম। রসূল (স) (এই কথাগুলো বলার সময়) নিজের আঙ্গুলে গুণে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কথা বলেন।

٢٩٨٢- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ لِىْ جِبْرِيْلُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِكَ

১৪. হযরত উমর বিন আবদুল আযীয আশ্চর্য হয়েছেন যে, জিবরাইল (আ) কি করে রসূল (স)-এর ইমাম হতে পারেন। অথচ রসূল (স) জিবরাইল (আ) থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই তিনি এ কথা বলেছেন।

لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ اَوْ لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ -

২৯৮২. আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, আমাকে জিবরাইল অবহিত করলেন, আপনার উম্মতের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যাবে যে আল্লাহর সাথে কোন শিরক করেনি, সে বেহেশতে যাবে। অথবা দোযখে প্রবেশ করবে না। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন—যদি সে যিনা করে এবং চুরি করে (তবুও ?)। জিবরাইল, জবাব দিলেন, যদিও (যেনা করে এবং চুরি করে তবুও)।[১৫]

٢٩٨٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْمَلاَئِكَةُ يَتَعَاقَبُوْنَ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْاَلُهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ فَيَقُوْلُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَاهُمْ يُصَلُّوْنَ -

২৯৮৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ ফেরেশতাগণ একদলের পিছনে আরেক দল যাতায়াত করে থাকে। একদল ফেরেশতা রাতে আসে, আরেক দল দিনে। আর তারা ফজর এবং আসরের নামাযের সময় একত্রিত হয়। অতপর যারা তোমাদের মাঝে রাত্রি যাপন করেছিল তারা আল্লাহর কাছে চলে যায়। তিনি তাদের (মানুষের অবস্থা) জিজ্ঞেস করেন অথচ তাদের চেয়ে তিনি (এ সম্পর্কে) অধিক জানেন। জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দাহদের কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ ? তারা জবাব দেয়—তাদের নামাযরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি এবং নামাযরত অবস্থায়ই তাদের কাছে গিয়েছি।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ আমীন বলার উপকারিতা।

"তোমাদের কেউ যখন 'আমীন' বলে এবং আসমানে ফেরেশতারাও তা বলে, আর পরস্পরের 'আমীন' বলা যদি এক হয়ে যায়, তখন সেই ব্যক্তির অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।"

٢٩٨٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَشَوْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ وِسَادَةً فِيْهَا تَمَاثِيْلُ كَاَنَّهَا نُمْرُقَةٌ فَجَاءَ فَقَامَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ فَقُلْتُ مَا لَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَابَالُ هٰذِهِ الْوِسَادَةِ قَالَتْ وِسَادَةٌ جَعَلْتُهَا لَكَ لِتَضْطَجِعَ عَلَيْهَا قَالَ اَمَا عَلِمْتِ اَنَّ

১৫. অর্থাৎ তাওহীদের ওপর ঈমান নিয়ে মরলে সে অবশ্যই বেহেশতে যাবে। তবে শাস্তির উপযোগী গুনাহ বা অপরাধ করলে তা মাফ করিয়ে নিতে না পারলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তারপর বেহেশতে যাবে।

الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُوْرَةٌ وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّوْرَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ ـ

২৯৮৪. আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর জন্য (প্রাণীর) ছবিযুক্ত ছোট আকারের একটি বালিশ সেলাই করি। অতপর নবী (স) (আমার ঘরে) আসেন এবং দু'জরদার মাঝখানে দাঁড়ান। (বালিশটি দেখামাত্র) তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার কি কোন অপরাধ হয়েছে? তিনি বললেন, এ বালিশটি কেন? বললাম, এটি আমি আপনার জন্য বানিয়েছি। আপনি এর গায়ে হেলান দিয়ে বসবেন। তিনি জবাব দিলেন, তুমি কি জান না, যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা ঢোকে না এবং যে ব্যক্তি (প্রাণীর) ছবি আঁকবে, কিয়ামতের দিন তাকে শাস্তি দেয়া হবে? আর আল্লাহ (তাকে) বলবেন, যে (প্রাণীর) ছবি তুমি বানিয়েছ, তাকে জীবন দান কর।

٢٩٨٥- عَنْ أَبِي طَلْحَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةُ تَمَاثِيْلَ ـ

২৯৮৫. উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) এর বর্ণনা। তিনি ইবনে আব্বাসকে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, আমি আবু তালহাকে বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: যে ঘরে কুকুর থাকে বা (প্রাণীর) ছবি থাকে, সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

٢٩٨٦- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُوْرَةٌ قَالَ بُسْرٌ فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيْرُ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلاَنِيِّ أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيْرِ فَقَالَ إِنَّهُ قَالَ إِلاَّ رَقْمٌ فِي ثَوْبٍ أَلاَ سَمِعْتَهُ قُلْتُ لاَ قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرَهُ ـ

২৯৮৬. যায়েদ ইবনে খালিদ আল জুহানী থেকে বর্ণিত। আবু তালহা (রা) তার কাছে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন: যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি আছে (রহমতের) ফেরেশতাগণ সে ঘরে কখনও ঢুকে না। বুসর (একজন মধ্যবর্তী বর্ণনাকারী) বলেন, অতপর যায়েদ ইবনে খালেদ রোগাক্রান্ত হন। আমরা তাঁর শুশ্রূষার জন্য যাই। হঠাৎ দেখতে পাই, তাঁর ঘরে একখানা পর্দা (ঝুলছে) আর তাতে ছবি আঁকা। তখন আমি উবায়দুল্লাহ আল খাওলানীকে জিজ্ঞেস করি, ইনি কি আমাদের কাছে ছবি (নিষিদ্ধ হওয়া) সংক্রান্ত হাদীস বলেননি? তিনি জবাব দিলেন, তিনি যে বলেছেন, (ছবি নিষিদ্ধ) তবে কাপড়ে গাছ-গাছালির নকশা ছাড়া, এটি কি শুনন নি? বললাম, না। তিনি বললেন, হাঁ, তিনি এটিও উল্লেখ করেছেন।

٢٩٨٧- عَـــنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِيَّ ﷺ جِبْرِيْلَ فَقَالَ اِنَّا لاَ نَدْخُـلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلاَ كَلْبٌ ـ

২৯৮৭. সালেম (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, একবার জিবরাইল নবী (স)-এর সাথে আসার ওয়াদা করেন, (কিন্তু তিনি আসেননি। তারপর যখন আসেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর না আসার কারণ জিজ্ঞেস করেন। জবাবে) তিনি বলেন ঃ যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি এবং কুকুর থাকে সে ঘরে আমরা ঢুকি না।

٢٩٨٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُـوا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ

২৯৮৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, (নামাযে) ইমাম যখন বলে, সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ তখন তোমরা বলবে ঃ রব্বানা লাকাল হামদ (হে আল্লাহ, আমাদের রব, সকল প্রশংসা তোমারই জন্য)। কেননা, যার কথা ফেরেশতাগণের কথার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।[১৬]

٢٩٨٩- عَـــنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ فِىْ صَلاَةٍ مَادَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ وَالْمَلاَئِكَةُ تَقُـــوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ مَالَمْ يَقُمْ مِنْ صَلاَتِهِ اَوْ يُحْدِثْ ـ

২৯৮৯. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যতক্ষণ নামাযে আটক থাকবে, ফেরেশেতাগণ ততক্ষণ (তার জন্য এই বলে) দোআ করতে থাকবে (হে আল্লাহ, লোকটিকে মাফ করে দাও, হে আল্লাহ, এর প্রতি রহম করো।) যতক্ষণ না সে নামায ছেড়ে দাঁড়াবে কিংবা হদস[১৭] করবে (এ দোআ চলবে)।

٢٩٩٠- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ قَالَ سُفْيَانُ فِىْ قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ وَنَادَوْا يَامَالِ ـ

২৯৯০. সাফওয়ান ইবনে ইয়ালা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি নবী (স)-কে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে এ আয়াত পড়তে শুনেছি ونادوا يامالك অর্থাৎ তারা ডাকবে হে মালেক (দোযখের দারোগা)! সুফিয়ান বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কেরাআতে এভাবেই উল্লেখ আছে।

---

১৬. অর্থাৎ আল্লাহর হক নষ্টজনিত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। বান্দার হক নষ্ট করলে মাফ করবেন না।

১৭. হদস অর্থ পায়খানার রাস্তা দিয়ে বায়ু নির্গত হওয়া।

٢٩٩١- عَـنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ هَلْ اَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ اَشَدَّ مِنْ يَوْمِ اُحُدٍ قَالَ لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيْتُ وَكَانَ اَشَدَّ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ يَـوْمَ الْعَقَبَةِ اِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى اِبْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ فَلَمْ يُجِبْنِيْ اِلَى مَا اَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَاَنَا مَهْمُوْمٌ عَلَى وَجْهِيْ فَلَمْ اَسْتَفِقْ اِلاَّ وَاَنَا بِقَـرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَاْسِـي فَاِذَا اَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ اَظَلَّتْنِيْ فَنَظَرْتُ فَاِذَا فِيْهَا جِبْرِيْلُ فَنَادَانِيْ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوْا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ اللّٰهُ اِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَامُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ فَنَادَانِيْ مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَامُحَمَّدُ فَقَالَ ذٰلِكَ فَـمَا شِئْتَ اِنْ شِئْتَ اَنْ اُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الاَخْشَبَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَـلْ اَرْجُوْ اَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ مِنْ اَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا -

২৯৯১. ইবনে শিহাব, উরওয়া ও নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে পরম্পরা সূত্রে হাদীস বর্ণিত রয়েছে। (একদা) আয়েশা নবী (স)-এর কাছে আরয করলেন, ওহুদের দিনের চাইতেও কি কোন কঠিন দিন আপনার ওপর দিয়ে গিয়েছে ? তিনি জবাব দিলেন, তোমার কওমের পক্ষ থেকে যেসব সংকটের সম্মুখীন আমি হয়েছি, তা-তো হয়েছিই। আর যেদিন আমি সবচেয়ে কঠিন সংকটের সম্মুখীন হই, সে ছিল আকাবার দিন। সেদিন আমি স্বয়ং যখন ইবনে আবদে ইয়ালীল ইবনে আবদে কুলালের সামনে হাযির হই, তখন আমি যা চেয়েছিলাম, তার কোন সদুত্তর সে দেয়নি। অতএব আমি মনক্ষুণ্ন হয়ে ফিরে আসলাম। এখনও আমার হুশ ফিরে আসেনি, এমনি অবস্থায় আমি কারনেস-সা'আলেবে এসে পৌঁছলাম। অতপর মাথা উঠালাম, হঠাৎ দেখলাম, এক খন্ড মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। যখনি সেদিকে তাকালাম, অভ্যন্তরে জিবরাইলকে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, আপনার সাথে আপনার জাতির যে কথাবার্তা এবং তাদের যে প্রতি উত্তর হয়েছে অবশ্যই আল্লাহ তা সব শুনেছেন। তিনি পাহাড়ের (দায়িত্বে নিয়োজিত) ফেরেশতাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। উদ্দেশ্য, এসব লোকের ব্যাপারে আপনি তাকে যেমন ইচ্ছা হুকুম দিতে পারেন। তখন পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডাকল, সালাম করল এবং বলল, হে মুহাম্মাদ ! এসব ব্যাপার আপনার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। আপনি যদি চান, 'আখশাবাইন' নামক পাহাড় দু'টি তাদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারি। (একথা শুনে) নবী (স) বললেন, (না, তা কখনও হতে পারে না) বরং আমি আশা করি, মহান আল্লাহ তাদের বংশে এমন সন্তান সৃষ্টি করবেন, যারা এক অদ্বিতীয় মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহরই ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।

٢٩٩٢- عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيْ قَالَ سَاَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَـــى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهِ مَا اَوْحٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِبْنُ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ رَاٰى جِبْرِيْلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ -

২৯৯২. আবু ইসহাক শায়বানী (রা) বলেন, আমি যির ইবনে হুবাইশের কাছে মহান আল্লাহর আয়াত "দুই ধনুকের পরিমাণ কিংবা তার চেয়েও কম দূরত্ব ছিল। অতপর আল্লাহ তাঁর বান্দার ওপর অহী করলেন" এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি। তখন তিনি বলেন, ইবনে মাসউদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) জিবারাইল (আ)-কে দেখেছেন, তাঁর ছয়শ'টি ডানা ছিল।

٢٩٩٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى قَالَ رَاٰى رَفْرَفًا اَخْضَرَ سَدَّ اُفُقَ السَّمَاءِ ـ

২৯৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। এ আয়াত "নিশ্চয়ই তিনি রবের বড় বড় নিদর্শনাবলী দেখেছেন" এর মর্মার্থ বর্ণনা করে তিনি বলেছেন, নবী (স) সবুজ 'রাফরাফ'[১৮] দেখেছেন, যা দিগন্তব্যাপী আকাশকে ঢেকে রেখেছিল।

٢٩٩٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ زَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَاٰى رَبَّهُ فَقَدْ اَعْظَمَ وَلٰكِنْ قَدْ رَاٰى جِبْرِيْلَ فِيْ صُوْرَتِهِ وَخَلْقِهِ سَادٌّ مَا بَيْنَ الْاُفُقِ ـ

২৯৯৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি মনে করবে মুহাম্মাদ (স) নিশ্চয়ই তাঁর রবকে দেখেছেন, সে বিরাট ভুল করবে। বরং তিনি জিবরাইলকে তাঁর আসল অবয়ব আকৃতিতে দেখেছেন। তিনি দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ ঢেকে রেখেছিলেন।

٢٩٩٥- عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فَاَيْنَ قَوْلُهُ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى قَالَتْ ذٰلِكَ جِبْرِيْلُ كَانَ يَاتِيْهِ فِيْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ وَاَنَّهُ اَتَاهُ هٰذِهِ الْمَرَّةَ فِيْ صُوْرَتِهِ الَّتِيْ هِيَ صُوْرَتُهُ فَسَدَّ الْاُفُقَ ـ

২৯৯৫. মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর এ কালাম "পুন নিকটবর্তী হলেন, তারপর আরও নিকটে চলে আসলেন, অতপর উভয়ের মধ্যে ব্যবধান দু' ধনুক কিংবা তার চেয়েও কম হয়ে গিয়েছিল"-এর মর্ম কি? আয়েশা জবাব দেন, তিনি ছিলেন জিবরাইল। সাধারণত তিনি নবী (স)-এর কাছে আসতেন মানুষের আকৃতিতে। কিন্তু এবার এসেছিলেন স্বরূপ ধরে এবং সারা আকাশ রেখেছিলেন ঘিরে।

٢٩٩٦- عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِيْ قَالَا الَّذِيْ يُوْقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ وَاَنَا جِبْرِيْلُ وَهٰذَا مِيْكَائِيْلُ ـ

২৯৯৬. সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেন ঃ আজ রাতে আমি দেখেছি, দু' ব্যক্তি আমার নিকট এসেছে। তারা বলছে, যে আগুন প্রজ্জলিত করছে, সে হল

---

১৮. 'রাফরাফ' অর্থ সবুজ কার্পেট যা প্রসারিত। সম্ভবত এর অর্থ জিবরাইল (আ)-এর ডানাগুলো।

দোযখের দারোগা (নাম তার) মালেক আর আমি হলাম জিবরাইল এবং ইনি হলেন মিকাঈল।

٢٩٩٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهِ فَاَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا اَلْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ -

২৯৯৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজের বিছানায় ডাকে এবং স্ত্রী আসতে অস্বীকার করে ; অতপর সে ব্যক্তি ক্ষোভ নিয়ে রাত কাটায়, তখন ভোর পর্যন্ত ফেরেশতাকূল এমন স্ত্রীর প্রতি লানত ও অভিসম্পাত বর্ষণ করতে থাকে।

٢٩٩٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ ثُمَّ فَتَرَ عَنِّىَ الْوَحْىُ فَتْرَةً فَبَيْنَا اَنَا اَمْشِىْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِىْ قِبَلَ السَّمَاءِ فَاِذَا اَلْمَلَكُ الَّذِىْ جَاءَنِىْ بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلٰى كُرْسِىٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَجُئِثْتُ مِنْهُ حَتّٰى هَوَيْتُ اِلَى الْاَرْضِ فَجِئْتُ اَهْلِىْ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِى زَمِّلُوْنِىْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ اِلٰى فَاهْجُرْ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ وَالرِّجْزُ الْاَوْثَانُ -

২৯৯৮. ইবনে শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু সালামার সূত্রে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন. তিনি (জাবের) নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন : (হেরা গুহার ঘটনার) পর আমার কাছে অহী আসা বন্ধ হয়ে গেল। এরপর একদিন আমি পথ চলছিলাম, এমন সময় এক আকাশবাণী শুনলাম। তখন আকাশের প্রতি তাকালাম। দেখলাম; হেরা গুহায় আমার কাছে যিনি এসেছিলেন, এ সেই ফেরেশতা। আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীর ওপর উপবিষ্ট। আমি তাকে দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। এমনকি মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গেলাম। তারপর পরিবার-পরিজনের নিকট আসলাম। (তাদের) বললাম, আমাকে কম্বল দিয়ে আবৃত কর। আমাকে কম্বলে আবৃত কর। তখন মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ এ আয়াতগুলো নাযিল করেন। "হে কম্বল আবৃতজন ! ওঠো এবং ভয়প্রদর্শন কর। আর তোমার রবের মহিমা প্রচার কর। তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পাক-পবিত্র কর এবং অপবিত্রতা পরিহার কর।"

আবু সালামা বলেছেন, এ আয়াতে الرجز। শব্দ দ্বারা প্রতিমার কথা বুঝানো হয়েছে।

٢٩٩٩- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ مُوْسٰى رَجُلاً اٰدَمَ طُوَالاً جَعْدًا كَاَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَرَاَيْتُ عِيْسٰى رَجُلاً مَرْبُوْعًا مَرْبُوْعَ الْخَلْقِ اِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبِطَ الرَّاْسِ وَرَاَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَّالَ فِىْ

اٰيَاتٍ اَرَاهُنَّ اللّٰهُ اِيَّاهُ فَلاَ تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ قَالَ اَنَسٌ وَاَبُوْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَحْرُسُ الْمَلاَئِكَةُ الْمَدِيْنَةَ مِنَ الدَّجَّالِ ـ

২৯৯৯. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ যে রাতে আমার মিরাজ হয়, সে রাতে আমি মূসাকে দেখতে পাই। তিনি তামাটে বর্ণের, দীর্ঘ দেহী ও কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট। ঠিক যেন শানুয়া গোত্রের একজন লোক। আমি ঈসাকেও দেখেছি, মাঝারি উচ্চতা সম্পন্ন সাদা লালে মিশ্রিত মধ্যম অবয়ব বিশিষ্ট এবং মাথার চুল খাড়া। দোযখের দারোগা মালেক (ফেরেশতা) এবং দাজ্জালকেও দেখেছি। আল্লাহ (সে রাতে) বিশেষ করে যেসব নিদর্শনাবলী দেখিয়েছেন, এগুলো হলো তার মধ্যে কয়েকটি নিদর্শন মাত্র। তারপর কুরআনের এ আয়াতটি পড়েন ঃ "কাজেই তাঁর সাথে সাক্ষাত হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহে পতিত হয়ো না।

আনাস ও আবু বাকারা নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ফেরেশতারা দাজ্জালের উৎপাত থেকে মদীনা রক্ষা করবে। (সে মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না।)

৮-অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতের বিশেষত্বের বর্ণনা। জান্নাতের অধিবাসীরা হায়েয, পেশাব ও থুথু ফেলা থেকে মুক্ত হবে। যখনই তাদেরকে কোনো জিনিস দেয়া হবে এবং তারপর অন্য একটা জিনিস দেয়া হবে তখনই তারা বলবে ঃ "আমাদের ইতিপূর্বে জীবিকা হিসেবে যা দেয়া হতো এতো তাই।" কারণ তাদের কাছে তাদের পরিচিত আকৃতির জিনিস আনা হবে কিন্তু তাদের স্বাদ হবে ভিন্ন। জান্নাতের ফলগুলো তাদের নিকটবর্তী হবে এবং তারা নিজেদের ইচ্ছামতো তা পেড়ে নিতে পারবে। (এরপর এই শিরোনামে অন্যান্য যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তা মূলত কুরআনের কয়েকটি শব্দের অর্থ। এই শব্দগুলো জান্নাত ও জান্নাতের অধিবাসীদের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই এখানে এগুলোর অনুবাদ করা হলো না।)

٣٠٠٠ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَاِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ ـ

৩০০০. নাফে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মারা যায় তখন তাকে তার (পরকালের) ঠিকানা সকাল সন্ধ্যায় দেখান হবে। সে জান্নাতী হলে নিজেকে জান্নাতে আর জাহান্নামী হলে জাহান্নামে দেখতে পাবে।

٣٠٠١ - عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ ـ

৩০০১. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি জান্নাতের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি। তাতে এর অধিকাংশ বাসিন্দা গরীবদেরই দেখতে পেয়েছি। আমি জাহান্নামেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি। আর নারীদেরকেই তার অধিকাংশ বাসিন্দা দেখেছি।

٣٠٠٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِىْ فِى الْجَنَّةِ فَاِذَا اِمْرَاَةٌ تَتَوَضَّا اِلٰى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ فَقَالُوْا لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكٰى عُمَرُ وَقَالَ اَعَلَيْكَ اَغَارُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ -

৩০০২. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন ঃ আমি ঘুমের মধ্যে নিজেকে বেহেশতে দেখতে পেলাম। এক মহিলাকে দেখতে পেলাম। একটি প্রাসাদের পাশে সে অযু করছে। জিজ্ঞেস করলাম, প্রাসাদটি কার ? ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন, উমরের। তখন উমরের আত্মমর্যাদাবোধের কথাটি আমার স্মরণ হল। আমি পেছনে ফিরে আসলাম। (এ কথা শুনে) উমর কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনার ওপর আমি কি আত্মমর্যাদাবোধ করতে পারি ?

٣٠٠٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ الْاَشْعَرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ طُوْلُهَا فِى السَّمَاءِ ثَلاَثُوْنَ مِيْلاً فِىْ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ اَهْلٌ لاَ يَرَاهُمُ الْاٰخَرُوْنَ * قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَالْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ سِتُّوْنَ مِيْلاً -

৩০০৩. আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ (বেহেশতে ঈমানদারদের জন্য) মোতির গাঁথুনি দেয়া একটি তাঁবু আছে। এর উচ্চতা ত্রিশ মাইল এবং এর প্রতি কোণে কোণে মুমিনদের জন্য থাকবে এমন পরিবার (সুন্দরী স্ত্রী) যাদের কেউ (কখনও) দেখেনি।

আবু আবদুস সামাদ ও হারেছ ইবনে উবাইদ আবু ইমরান থেকে (ত্রিশ মাইলের স্থলে) 'ষাট মাইল' বর্ণনা করেছেন।

٣٠٠٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَاَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ : فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ -

৩০০৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন ঃ আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব নেয়ামত তৈরী

করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে (এ সম্পর্কে) কোন ধারণাও জন্মেনি। তোমরা চাইলে (এর প্রমাণস্বরূপ) কুরআনের এ আয়াতটি পড়তে পার ঃ কেউ জানে না, তাদের চোখ জুড়ানো (কত জিনিস) যা গোপন করে রাখা হয়েছে।

٣٠٠٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوْرَتُهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لاَ يَبْصُقُوْنَ فِيْهَا وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ اٰنِيَتُهُمْ فِيْهَا الذَّهَبُ اَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَجَامِرُهُمُ الاَلُوَّةُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكَ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرٰى مُخُّ سُوْقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ قُلُوْبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا -

৩০০৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলের (লোকদের) চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় (উজ্জ্বল ও সুন্দর) হবে। জান্নাতে তাদের না আসবে থু থু, না ঝরবে নাকের পানি, না হবে পায়খানা। তাদের বাসন হবে সোনার তৈরী, চিরুনী হবে সোনা ও রূপার। তাদের আংটি আগর বাতির ন্যায় জ্বলতে থাকবে। তাদের ঘাম মেশকের ন্যায় (খোশবুদার) হবে। প্রত্যেকে দু'জন করে এমন বিবি পাবে—অত্যধিক সৌন্দর্যের কারণে যাদের গোশত ভেদ করে হাড্ডির ভেতরের মজ্জাও দেখা যাবে। বেহেশতবাসীদের মধ্যে (কখনো) না হবে মতভেদ, না দেখা দেবে পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ। সবাই এক মন, এক প্রাণ হয়ে থাকবে। সকাল সন্ধ্যায় তারা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা রত থাকবে।

٣٠٠٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّذِيْنَ عَلٰى اٰثْرِهِمْ كَاَشَدِّ كَوْكَبٍ اِضَاءَةً قُلُوْبُهُمْ عَلٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرٰى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الْحُسْنِ يُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا لاَ يَسْقَمُوْنَ وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ وَلاَ يَبْصُقُوْنَ اٰنِيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَاَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَقُوْدُ مَجَامِرِهِمُ الاَلُوَّةُ قَالَ اَبُوْ الْيَمَانِ يَعْنِى الْعُوْدَ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الاِبْكَارُ اَوَّلُ الْفَجْرِ وَالْعَشِىُّ مَيْلُ الشَّمْسِ اَنْ تُرَاهُ تَغْرُبَ -

৩০০৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ প্রথমে যে দল বেহেশতে প্রবেশ করবে, পূর্ণিমা রজনীর চাঁদের মতো (উজ্জ্বল ও সুন্দর) রূপ ধরেই তারা প্রবেশ করবে। আর তাদের পরবর্তী যে দল যাবে তাদের চেহারা হবে উজ্জ্বলতম তারকার

অনুরূপ। সবাই এক দেহ, এক প্রাণ হয়ে থাকবে। তাদের মধ্যে কোন কোন্দল থাকবে না, হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির দু'জন করে বিবি হবে। সৌন্দর্যের বিকারণের কারণে তাদের মাংসপিন্ডের ভেতর থেকে পায়ের নলাস্থিত মজ্জাও দেখা যাবে। সকাল ও সন্ধ্যায় তারা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনায় রত থাকবে। কখনও তারা রোগাক্রান্ত হবে না। কখনও তাদের নাকের সিকনী ঝরবে না, থুথু আসবে না। তাদের বাসন হবে সোনা রূপার, চিরুণী হবে স্বর্ণ নির্মিত, তাদের আংটিগুলো মুক্তার ন্যায় চিক চিক করতে থাকবে। আবু ইয়ামান বলেন, তাদের গায়ের ঘাম মেশকের (মত খোশবুদার) হবে। মুজাহিদ বলেন, ابكار। অর্থ ফজরের পহেলা উষাকাল। আর عشى অর্থ সূর্য ঢলে পড়া যেন তোমরা তাকে অস্তমিত হতে দেখছ।

٣٠٠٧- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُوْنَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ لاَ يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ اٰخِرُهُمْ وُجُوْهُهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ـ

৩০০৭. সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ আমার উম্মতের সত্তর হাজার কিংবা (বলেছেন) সাত লাখ লোক একসঙ্গে বেহেশতে প্রবেশ করবে। কেউ আগে, কেউ পেছনে, এভাবে নয়। তাদের চেহারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের অনুরূপ সমুজ্জ্বল হবে।

٣٠٠٨- عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ جُبَّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّـــذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هٰذَا ـ

৩০০৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স)-কে একটি রেশমী জুব্বা হাদীয়া (উপঢৌকন) দেয়া হয়। অথচ তিনি রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। মানুষ তা খুব পসন্দ করল। তিনি বললেন ঃ কসম সেই সত্তার, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, বেহেশতে সা'দ ইবনে মু'আযের রুমাল এর চেয়েও অধিক সুন্দর হবে।

٣٠٠٩- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِثَوْبٍ مِنْ حَرِيْرٍ فَجَعَلُوْا يَعْجَبُــوْنَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِيْنِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَفْضَلُ مِنْ هٰذَا ـ

৩০০৯. বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে রেশমের একখানা কাপড় আনা হয়। লোকেরা এর সৌন্দর্য ও কমনীয়তাকে অত্যন্ত পসন্দ করে। তখন রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ বেহেশতে সা'দ ইবনে মুআযের রুমাল এর চাইতেও অধিক উত্তম হবে।

٣٠١٠- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْضِعَ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ـ

৩০১০. সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী (রা)-এর বর্ণনা। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ বেহেশতে সামান্যতম ও নগণ্যতম জায়গাও সমগ্র দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবকিছু থেকে উত্তম।

٣٠١١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا ـ

৩০১১. আনাস ইবনে মালেক (রা) নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেছেন ঃ বেহেশতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, কোন সওয়ারী এর ছায়ায় শত বর্ষ ধরে চলেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।

٣٠١٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ وَاقْرَوُا اِنْ شِئْتُمْ :وَظِلٍّ مَمْدُوْدٍ وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ اَوْ تَغْرُبُ ـ

৩০১২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, বেহেশতে এমন একটি গাছ আছে যার ছায়াতলে কোন সওয়ারী শত বর্ষব্যাপী চলতে পারে। তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াত পড়তে পার "এবং দীর্ঘছায়া।" আর বেহেশতে তোমাদের একটি ধনুকের পরিমাণ জায়গাও যেখানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত ঘটে (অর্থাৎ দুনিয়া) তার চেয়ে অনেক উত্তম।

٣٠١٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّذِيْنَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ كَاَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ اِضَاءَةً قُلُوْبُهُمْ عَلٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لاَ تَبَاغُضَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَحَاسُدَ لِكُلِّ امْرِئٍ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُوْرِ الْعَيْنِ يُرٰى مُخُّ سُوْقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ ـ

৩০১৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (স) বলেছেন, জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে যে দল সে দলের লোকদের চেহারা হবে পূর্ণিমা রাতের চাঁদের অনুরূপ (সুন্দর ও উজ্জ্বল)। আর তাদের অনুগামী যারা (অর্থাৎ পরবর্তী দল) তাদের চেহারা হবে আকাশের উজ্জ্বলতম তারকার চেয়েও অধিক উজ্জ্বলতর ও সুন্দর। তারা সবাই হবে এক দেহ, এক মন, এক প্রাণ। তাদের মধ্যে না থাকবে হিংসা, না বিদ্বেষ। প্রত্যেকের জন্য দু'জন করে ডাগর ডাগর কাজল কালো আনত নয়না স্ত্রী থাকবে। এদের পায়ের হাড্ডির মজ্জাও হাড় মাংস ভেদ করে দেখা যাবে।

٣٠١٤- عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ اِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ -

৩০১৪. বারাআ (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন (নবী তনয়) ইবরাহীমের ইন্তেকাল হয়, তখন নবী (স) বলেন, জান্নাতে এর জন্য একজন ধাত্রী (দুধপান করানোর জন্য) বিদ্যমান আছে।

٣٠١٥- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَيُوْنَ اَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَيُوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الْاُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ اَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْاَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلٰى وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ رِجَالٌ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَصَدَّقُوْا الْمُرْسَلِيْنَ -

৩০১৫. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, নিশ্চয়ই বেহেশতীরা তাদের উর্ধের বালাখানার বাসিন্দাদেরকে এমনভাবে দেখতে পাবে যেমন করে আকাশের পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিগন্তে তোমরা একটি উজ্জ্বল ও দেদীপ্যমান তারকা দেখতে পাও। তাদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্যের কারণে এটা হবে। সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর নবী ! সেটি নবীগণের স্থান। অন্যরা তো সেখানে পৌছুতে পারবে না ? তিনি বললেন, না, সেই সত্তার কসম ! যার হাতে আমার প্রাণ নিবদ্ধ, সেটি তাদের স্থান যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং রসূলগণের সত্যতা যথাযথভাবে স্বীকার করবে।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতের দরজাগুলোর বর্ণনা।

"নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি (প্রত্যেক জিনিসের) যুগল (জোড়া জোড়া) দান করবে, বেহেশতের প্রতি দরজা থেকে তাকে ডাকা হবে। এ কথাটি উবাদা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন।"

٣٠١٦- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ فِيْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ اِلَّا الصَّائِمُوْنَ -

৩০১৬. সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, জান্নাতে আটটি দরজা। এর মধ্যে একটি দরযার নাম রাখা হয়েছে 'রাইয়্যান'। একমাত্র রোযাদাররাই এ দরজা দিয়ে (বেহেশতে) প্রবেশ করবে।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ দোযখের বর্ণনা এবং একথা সত্য যে, এটি তৈরী হয়ে গেছে।

٣٠١٧- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَقَالَ اَبْرِدْ ثُمَّ قَالَ اَبْرِدْ حَتّٰى فَاءَ الْفَىْءُ يَعْنِىْ لِلتُّلُوْلِ ثُمَّ قَالَ اَبْرِدُوْا بِالصَّلاَةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ -

৩০১৭. আবু যার (রা) রেওয়ায়েত করেন, নবী (স) (একদা) সফরে ছিলেন। (যখন হযরত বিলাল যোহরের নামাযের আযান দেয়ার জন্য উঠলেন তখন) তিনি বললেন ঃ একটু ঠান্ডা হতে দাও। পুনরায় বললেন, একটু ঠান্ডা হতে দাও। টিলাগুলোর ছায়া নীচে নামা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আবারও বললেন, (যোহরের) নামায একটু ঠান্ডা হলে পর আদায় করবে। কেননা, গরমের (রৌদ্রের) তীব্রতার উৎস জাহান্নামের তেজ থেকেই।

٣٠١٨- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَبْرِدُوْا بِالصَّلاَةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ -

৩০১৮. আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, নামায ঠান্ডার সময় পড়। কেননা, গরমের প্রচন্ডতা জাহান্নামের শ্বাস থেকেই উৎসারিত।

٣٠١٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِشْتَكَتِ النَّارُ اِلٰى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ اَكَلَ بَعْضِىْ بَعْضًا فَاَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّيْفِ فَاَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ فِى الْحَرِّ وَاَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ -

৩০১৯. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেন, দোযখ তার রবের কাছে অভিযোগ করে এবং বলে, হে খোদা ! আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলেছে। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে দু'টি নিঃশ্বাস ছাড়ার অনুমতি দেন ; একটি নিঃশ্বাস শীতকালে, অপরটি গ্রীষ্মকালে। সুতরাং তোমরা (যে) শীতের তীব্রতা ও গরমের প্রচন্ডতা পেয়ে থাক (তা ওই নিশ্বাসদ্বয়ের প্রভাব মাত্র)।

٣٠٢٠- عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ الضُّبَعِىِّ قَالَ كُنْتُ اُجَالِسُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَاَخَذَتْنِى الْحُمّٰى فَقَالَ اَبْرِدْهَا عَنْكَ بِمَاءِ زَمْزَمَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ اَوْ قَالَ بِمَاءِ زَمْزَمَ شَكَّ هَمَّامٌ -

৩০২০. আবু জামরা দুবা'ঈ (রা)-এর বর্ণনা, তিনি বলেন, আমি মক্কায় ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে বসতাম। (একদা) আমি জ্বরে আক্রান্ত হই। তখন ইবনে আব্বাস বললেন, তোমার (গায়ের) জ্বর যমযমের পানি দ্বারা শীতল কর। কেননা, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, জ্বর জাহান্নামের শ্বাস থেকেই (এসে থাকে)। তাই তা পানি দ্বারা কিংবা বলেছেন, যমযমের পানি দ্বারা ঠান্ডা কর। [এর কোনটি রসূল (স) বলেছেন এ ব্যাপারে বর্ণনাকারী] হাম্মাম সন্দেহে পড়েছেন।

٣٠٢١- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْحُمّٰى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَابْرِدُوْهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ ـ

৩০২১. রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের ি৺ক্ষপ্ত ও উত্তপ্ত আগুন থেকে। সুতরাং পানি দ্বারা তোমরা গায়ের জ্বর ঠান্ডা কর।

٣٠٢٢- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ ـ

৩০২২. আয়েশা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ জ্বর (এর উৎপত্তি) জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। সুতরাং তোমরা পানি দিয়ে তোমাদের জ্বর ঠান্ডা কর।

٣٠٢٣- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ ـ

৩০২৩. ইবনে উমর (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন. জ্বর (এর উৎস) জাহান্নামের উত্তাপ। সুতরাং তোমরা পানি দিয়ে তা ঠান্ডা কর।

٣٠٢٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْأً مِّنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزْأً كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا ـ

৩০২৪. আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের (ব্যবহৃত) আগুনের উত্তাপ জাহান্নামের আগুনের (উত্তাপের) সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। জিজ্ঞেস করা হলো. হে আল্লাহর রসূল ! (জাহান্নামীদের শাস্তি দানের জন্য) দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। তিনি জবাব দিলেন, দুনিয়ার আগুনের ওপর জাহান্নামের আগুন (এর তাপ) আরও উনসত্তর ভাগ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক অংশে এর সমপরিমাণ তাপ রয়েছে।

٣٠٢٥- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ ـ

৩০২৫. সাফওয়ান ইবনে ইয়ালা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী (স)-কে মিম্বারের ওপর বসে বলতে শুনেছেন, "এবং তারা ডাকতে থাকবে, হে মালেক !"[১৯]

٣٠٢٦- عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ قِيْلَ لِاُسَامَةَ لَوْ اَتَيْتَ فُلَانًا فَكَلَّمْتَهُ قَالَ اِنَّكُمْ لَتَرَوْنَ اَنِّيْ لَا اُكَلِّمُهُ اِلَّا اُسْمِعُكُمْ اِنِّيْ اُكَلِّمُهُ فِي السِّرِّ دُوْنَ اَنْ اَفْتَحَ بَابًا لَا اَكُوْنَ

১৯. এখানে মালেক অর্থ দোযখের দারোগা।

أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ وَلاَ أَقُوْلُ لِرَجُلٍ أَنْ كَانَ عَلَى أَمِيْرًا أَنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالُوْا وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُوْلُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِى النَّارِ فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرِحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ أَىْ فُلاَنُ مَاشَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ اٰمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ اٰتِيْهِ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاٰتِيْهِ رَوَاهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ -

৩০২৬. আবু ওয়ায়েল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, উসামাকে বলা হল, আপনি যদি ঐ ব্যক্তি [হযরত উসমান (রা)]-এর কাছে যেতেন এবং (বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে) তাঁর সাথে আলোচনা করতেন, তাহলে কত ভাল হতো ! জবাবে তিনি বললেন, তোমরা মনে করছো, আমি তাঁর সাথে কথা বলিনি। আসলে আমি তাঁর সাথে আলোচনা করছি গোপনে, যাতে (ফিতনা ও বিদ্রোহের) একটি দ্বার আমি যেন খুলে না বসি। আমি এ ফেতনার দ্বার উন্মুক্তকারী প্রথম ব্যক্তি হতে চাই না। আমি রসূলুল্লাহ (স) থেকে এমন একটি হাদীস শুনেছি—যার পরে এমন ব্যক্তিকে আর কিছু বলতে পারি না যিনি আমাদের আমীর (প্রশাসক) এবং অবশ্যই আমাদের সবার মধ্যে সেরা। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, তাঁকে কি বলতে শুনেছেন ? উসামা জবাব দিলেন, তাঁকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে, এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে তার নাড়ীভুড়িগুলো বেরিয়ে পড়বে। ফলে সে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, গাধা যেমন তার পাথরের চারপাশে ঘুরতে থাকে। দোযখবাসীরা এ লোকের কাছে এসে জমায়েত হবে এবং তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি ! তোমার এ অবস্থা কেন ? তুমি না আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ করতে এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করতে ? সে বলবে, (হাঁ) আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতাম, অথচ আমি তা করতাম না। আর অন্যায় কাজ হতে তোমাদের নিষেধ করতাম, অথচ আমি তাতে লিপ্ত হতাম। গুনদার ও শোবা এবং আমাশ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ ইবলিস ও তার দলবলের বর্ণনা।

٣٠٢٧- عَـــنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ اِلَى هِشَامُ اَنَّهُ سَمِعَهُ وَوَعَاهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النَّبِىُّ ﷺ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّىْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ اَشَعَرْتِ اَنَّ اللهَ اَفْتَانِىْ فِيْمَا فِيْهِ شِفَائِى اَتَانِى رَجُلاَنِ فَقَعَدَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِىْ وَالْاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلَىَّ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِلْاٰخَرِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ

لَبِيْدُ بْنُ الْاَعْصَمِ قَالَ فِيْمَا ذَا قَالَ فِيْ مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ قَالَ فَاَيْنَ هُوَ قَالَ فِيْ بِئْرِ ذَرْوَانَ فَخَرَجَ اِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ حِيْنَ رَجَعَ نَخْلُهَا كَاَنَّهَا رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنِ فَقُلْتُ اِسْتَخْرَجْتَهُ فَقَالَ لاَ اَمَّا اَنَا فَقَدْ شَفَانِيَ اللّٰهُ وَخَشِيْتُ اَنْ يُثِيْرَ ذٰلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ثُمَّ دُفِنَتِ الْبِئْرُ۔

৩০২৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক সময়) নবী (স)-কে যাদুটোনা করা হয়েছিল। লাইস বলেন, আমার কাছে হিশাম পত্র লেখেন, যাতে লেখা ছিল যে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে আয়েশা থেকে হাদীসটি শুনেছেন এবং সংরক্ষণ করেছেন যে, নবী (স)-কে যাদু করা হয়। এমন কি (যার প্রভাবে) তাঁর খেয়াল হতো যে তিনি কোন কাজ করে ফেলেছেন, অথচ (প্রকৃতপক্ষে) তিনি তা করেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি একদিন (আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের আরোগ্যের জন্য) বার বার দোয়া করেন। তারপর তিনি (আমাকে) বলেন, তুমি কি জান, আল্লাহ আমাকে সেই জিনিসের কথা বাতলিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমার রোগমুক্তি নিহিত। আমার কাছে দু'জন লোক আসে। তাদের একজন বসে আমার শিয়রে; অপর জন বসে পায়ের কাছে। অতপর একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করে, এ ব্যক্তির রোগটা কি ? দ্বিতীয়জন জবাব দেয় তাঁর ওপর যাদু করা হয়েছে। প্রথমজন জিজ্ঞেস করে, যাদু কে করেছে ? সে জানায়—লাবীদ ইবনে আসাম। প্রথমজন প্রশ্ন করল, কিসের মধ্যে (যাদু করেছে) ? দ্বিতীয় ব্যক্তি জবাবে বলল, চিরুনি ও সূতার তাগাতে (ডোর) এবং খেজুরের কলির ওপরের ছালে। প্রথমজন বলল, এসব জিনিস কোথায় আছে ? দ্বিতীয়জন জবাব দিল, যারওয়ান কূপে। তখন নবী (স) সেখানে গেলেন এবং ফিরে আসলেন। ফিরে এসে আয়েশা (রা)-কে বললেন, কূপের নিকটস্থ খেজুর গাছগুলো এক একটি যেন শয়তানের মুন্ড। আয়েশা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, যাদু করা সেই জিনিসগুলো কি আপনি বের করতে পেরেছেন ? জবাব দিলেন, না। তবে আল্লাহ আমাকে আরোগ্য করেছেন। আমার আশংকা হয়েছিল (এসব জিনিস বের করলে) তাতে মানুষের মধ্যে ফাসাদের প্রসার ঘটতে পারে। তারপর সেই কূপটি বন্ধ করে দেয়া হয়।

٣٠٢٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَاِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ صَلّٰى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ كُلُّهَا فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَاِلاَّ اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ۔

৩০২৮ আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ নিদ্রা যাওয়ার কালে তোমাদের প্রত্যেকের মাথার শেষাংশে শয়তান তিনটি করে গিরা দিয়ে দেয় এবং প্রত্যেক গিরায় (এ কথা বলে) ফুঁ মারে যে, রাত অধিক রয়ে গেছে, এখনো শুয়ে থাক। অতপর সে লোক যদি জেগে ওঠে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন একটি গিরা

খুলে যায়। তারপর যদি ওযু করে, দ্বিতীয় গিরাও খুলে যায়। আর যদি নামায পড়ে তাহলে সব গিরাই খুলে যায়। অতপর এই ব্যক্তি পবিত্র মন ও ফূর্তির মধ্যে দিন শুরু করবে, অন্যথায় খবিস প্রকৃতি ও অলসতার মধ্যে দিন শুরু করবে।

٣٠٢٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتّٰى اَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِىْ اُذُنَيْهِ اَوْ قَالَ فِىْ اُذُنِه -

৩০২৯. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (স)-এর সামনে এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়, যে সারা রাত ভোর হওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকতো। নবী (স) বলেন, এ লোকের উভয় কানে, কিংবা বলেছেন, তার কানে শয়তান পেশাব করেছে।

٣٠٣٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَمَا اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَتٰى اَهْلَهٗ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَرُزِقَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ -

৩০৩০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, দেখ, তোমাদের কেউ যখন তার পরিবারের (স্ত্রীর) কাছে (মিলনের উদ্দেশ্যে) যায় আর এ দোয়া পড়ে —"আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ ! আমাদেরকে শয়তান (এর প্রভাব) থেকে রক্ষা কর এবং যে সন্তান আমাদেরকে দান করবে, তাকেও শয়তান থেকে হিফাজত কর।" অতপর যে সন্তান তাদেরকে দান করা হবে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

٣٠٣١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوْا الصَّلَاةَ حَتّٰى تَبْرُزَ وَاِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتّٰى تَغِيْبَ وَلَا تَحَيَّنُوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوْبَهَا فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ اَوِ الشَّيْطَانِ لَا اَدْرِىْ اَىَّ ذٰلِكَ قَالَ هِشَامٌ -

৩০৩১. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যখন সূর্যের এক অংশ উদিত হয়, তখন তা সম্পূর্ণ ও পরিষ্কারভাবে উদিত না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়া বন্ধ রেখো। আর সূর্যের একপাশ যখন অস্ত যাবে, তখন সম্পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত নামায পড়া বন্ধ রেখো। তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তকালে নামায পড়বে না। কেননা, শয়তানের দুই শিঙের মধ্যখান দিয়ে এর উদয় ঘটে।

বর্ণনাকারী বলেন, হিশাম এখানে شيطان বলেছেন, নাকি الشيطان। তা আমি জানি না।

٣٠٣٢- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَىْ اَحَدِكُمْ شَىْءٌ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَلْيَمْنَعْهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيَمْنَعْهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ -

৩০৩২. আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেছেন, নামায পড়াকালে তোমাদের কারো সামনে দিয়ে যদি কেউ চলাচল করে, তাকে অবশ্যই বাধা দেবে। যদি অমান্য করে, আবারও নিষেধ করবে। তারপরও অমান্য করলে তার সাথে (প্রয়োজনে) লড়াই করবে। কেননা, সে শয়তান।

٣٠٣٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَّلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِىْ اٰتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ ـ

৩০৩৩. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে রমযানের (সাদকায়ে) ফিতরের হিফাজতের জন্য (কর্মচারী) নিযুক্ত করলেন। তখন একজন আগন্তুক আমার কাছে আসল এবং দু'হাতে ভরে খাদ্যশস্য নিতে শুরু করল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিয়ে যাব। তখন সে একটি পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করল এবং বলল, যখন তোমরা বিছানায় শুতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে। আল্লাহ সর্বদা তোমাদের হিফাজত করে যাবেন। ভোর হওয়া পর্যন্ত শয়তান তোমাদের কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। তখন নবী (স) বললেন, (কথাটি) তোমাকে সে সত্য বলেছে। অথচ আসলে সে মিথ্যাবাদী এবং শয়তান ছিল।

٣٠٣٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِى الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتّٰى يَقُوْلَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ ـ

৩০৩৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের কারো কাছে শয়তান আসতে পারে এবং জিজ্ঞেস করতে পারে—এ জিনিস কে বানিয়েছে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে : (এসব বলতে বলতে) শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে বসবে, তোমাদের রবকে কে সৃষ্টি করেছে ? ব্যাপার যখন এ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, তখন অবশ্যই আল্লাহর কাছে তোমরা আশ্রয় চাইবে এবং ব্যাপারটি পরিহার করবে ও চুপ হয়ে যাবে।

٣٠٣٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ ـ

৩০৩৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, রমযান (মাস) যখন শুরু হয়ে যায়, তখন আসমানের (অন্য বর্ণনায় বেহেশতের) দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়।[২০]

٣٠٣٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مُوْسٰى قَالَ لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَاءَ نَا قَالَ اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهِ اِلاَّ الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ وَلَمْ يَجِدْ مُوْسٰى النَّصَبَ حَتّٰى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِىْ اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ ـ

৩০৩৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাই ইবনে কাব আমাদের কাছে বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে তিনি বলতে শুনেছেন, (নবী) মূসা তাঁর সঙ্গী খাদেমকে নির্দেশ দিলেন—আমাদের সকালের খানা নিয়ে এসো। সে বলল, আপনি কি লক্ষ করেননি, আমরা যখন প্রস্তরখণ্ডটির নিকটে অবস্থান করি, তখন মাছের কথা আমি একেবারেই ভুলে যাই এবং তা উল্লেখ করা থেকে শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে রাখে। অতপর আল্লাহ যে স্থানটি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেটি অতিক্রম করা পর্যন্ত মূসা কোনরূপ ক্লান্তি অনুভব করেননি।

٣٠٣٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُشِيْرُ اِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ هَا اِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا اِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ ـ

৩০৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে দেখেছি, তিনি পূর্ব দিকে ইশারা করে বলেছেন, ফিতনা এখানেই, ফিতনা এখানেই—যেখান থেকে শয়তানের শিং বেরোয়।[২১]

٣٠٣٨- عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَجْنَحَ (اللَّيْلُ) اَوْ كَانَ (قَالَ) جُنْحُ اللَّيْلِ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ فَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ فَاِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَحَلُّوْهُمْ (فَخَلُّوْهُمْ) وَاَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَاَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَاَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَخَمِّرْ اِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا ـ

---

২০. হাদীসটি রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, বাহ্যিক অর্থে নয়। আসমানের দরজা খুলে দেয়ার অর্থ ব্যাপক ও অধিক পরিমাণে রহমত নাযিল করা। বেহেশতের দ্বার খোলার অর্থ সওয়াব ও কল্যাণের কাজ করার তাওফিক দান করা—যা বেহেশতে প্রবেশ লাভের একমাত্র কারণ। অনুরূপভাবে দোযখের দ্বার বন্ধ করে দেয়ার অর্থ রোযাদারগণ কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ দমনের মাধ্যমে গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করেন। ফলে দোযখে যাওয়ার পথ তাদের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। শয়তানদের শৃঙ্খলিত করার অর্থ নেকীর দিকে রোযাদারদের ঝোঁকপ্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় তাদেরকে শয়তানদের ধোঁকা প্রতারণা দেয়া ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়া।

২১. অর্থাৎ পূর্ব দিক থেকে দাজ্জালের ফিতনার সূত্রপাত হবে।

৩০৩৮. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, যখন সাঁঝের আঁধার নেমে আসে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে (ঘরে) আটকে রেখো। কেননা, এই সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে। যখন রাত্রের কিছু সময় চলে যাবে, তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার। তুমি আল্লাহর নাম স্মরণ করে তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করবে, আল্লাহর নামে বাতি নিভাবে এবং আল্লাহর নাম নিয়েই পানির পাত্র ঢেকে রাখবে। আর আল্লাহর নাম যিকর করেই আপন (খাদ্য দ্রব্যের) পাত্র ঢেকে রাখবে। (ঢাকবার কিছু না পেলে) যৎসামান্য কিছু হলেও তার ওপর দিয়ে রাখবে।

٣٠٣٩- عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ حُيَيٍّ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُعْتَكِفًا فَاَتَيْتُهُ اَزُوْرُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِيْ وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِيْ دَارِ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَلَمَّا رَاَيَا النَّبِيَّ ﷺ اَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى رِسْلِكُمَا اِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالاَ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَاِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ يَقْذِفَ فِيْ قُلُوْبِكُمَا سُوْءًا اَوْ قَالَ شَيْئًا ـ

৩০৩৯. [নবী (স)-এর সহধর্মীনী] সুফিয়া বিনতে হুয়াই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রসূলুল্লাহ (স) (মসজিদে নববীতে) ইতিকাফ অবস্থায় ছিলেন। আমি রাত্রে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর খেদমতে আসলাম। কিছু কথাবার্তা বললাম। তারপর ফিরে আসার জন্য উঠে দাঁড়ালাম, তখন রসূল (স)-ও আমাকে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য আমার সাথে উঠলেন। সুফিয়ার বাসস্থান উসামা ইবনে যায়েদের বাসভবনেই ছিল। এমন সময় দু'জন আনসারী সে স্থান অতিক্রম করছিলেন। তাঁরা যখন নবী (স)-কে দেখলেন, দ্রুত চলে যেতে লাগলেন। নবী (স) বললেন, একটু অপেক্ষা কর, এই মহিলা সুফিয়া বিনতে হুয়াই (আমার স্ত্রী)। তাঁরা জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রসূল, সুবহানাল্লাহ ! (আপনার ব্যাপারে আমরা কি অন্যরূপ ধারণা করতে পারি !) তিনি বললেন, শয়তান মানুষের শরীরে শিরায় শিরায় রক্তধারার মতই প্রবহমান থাকে। আমার আশংকা হয়েছিল, সে তোমাদের অন্তরে কোন কুধারণা সৃষ্টি করে দেয় নাকি। কিংবা নবী (স) عسو এর স্থলে شيئا বলেছিলেন।

٣٠٤٠- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرَجُلاَنِ يَسْتَبَّانِ فَاَحَدُهُمَا اَحْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ اَوْدَاجُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّيْ لَاَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ فَقَالُوْا لَهُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ وَهَلْ بِيْ جُنُوْنٌ ـ

৩০৪০. সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর কাছে বসা ছিলাম। দু'জন লোক পরস্পরকে গালাগালি করছিল। তাদের একজনের চেহারা (রাগে) লাল হয়ে গেল এবং তার গর্দানের রগ ফুলে মোটা হয়ে উঠলো। তখন নবী (স) বললেন, আমি এমন একটি (দোয়ার) কথা জানি, এ ব্যক্তি যদি সেই দোয়া পড়ে, তাহলে তার রাগ পড়ে যাবে। সে যদি বলে ঃ 'আমি শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।' তাহলে তার রাগ পড়ে যাবে। লোকেরা সেই ব্যক্তিকে জানাল, নবী (স) বলছেন, শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও। তখন লোকটি বলল, আমি কি পাগল হয়েছি ?

٣٠٤١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَتَى اَهْلَهُ قَالَ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي فَاِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ -

৩০৪১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন আপন পত্নীর কাছে মিলনের উদ্দেশ্যে যায় আর (যৌন মিলনের সময়) এই দোয়া পড়ে اللّهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان مارزقتني তাহলে তাদের কোন সন্তান জন্মালে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারে না এবং তার ওপর কর্তৃত্বও করতে সক্ষম হয় না।

٣٠٤٢- عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ صَلَّى صَلاَةً فَقَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ عَلَيَّ فَاَمْكَنَنِي اللّٰهُ مِنْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ -

৩০৪২. নবী (স) থেকে আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, (একবার) নবী (স) নামায পড়লেন. তারপর বললেন, শয়তান আমার সামনে এসেছিল এবং আমার নামায ভাঙ্গাবার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। (কিন্তু) আল্লাহ আমাকে তার ওপর কর্তৃত্ব দিয়ে দিয়েছেন। অতপর সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

٣٠٤٣- عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا نُوْدِيَ بِالصَّلاَةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ فَاِذَا قُضِيَ اَقْبَلَ فَاِذَا ثُوِّبَ بِهَا اَدْبَرَ فَاِذَا قُضِيَ اَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْاِنْسَانِ وَقَلْبِهِ فَيَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا وَكَذَا حَتَّى لاَ يَدْرِيْ اَثَلاَثًا صَلَّى اَمْ اَرْبَعًا فَاِذَا لَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى اَوْ اَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ -

৩০৪৩. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান পিছন দিয়ে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে ভাগতে থাকে। আযান যখন শেষ হয়ে যায়, তখন সামনে এগিয়ে আসে এবং মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা (প্ররোচণা) সৃষ্টি করতে থাকে ; আর বলতে থাকে—অমুক কথা স্মরণ কর এবং অমুক কাজ মনে কর এমন কি সে ব্যক্তির এ কথা আর স্মরণ থাকে না যে, নামায তিন রাকাত পড়েছে না কি

চার রাকাত। (এমন যদি কারো ঘটে) যখন সে মনেই করতে পারে না যে, তিন রাকাত পড়েছে কি চার রাকাত, তাহলে দু'টি সহু সিজদা করবে।

٣٠٤٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِىْ جَنْبَيْهِ بِاَصْبَعِهِ حِيْنَ يُوْلَدُ غَيْرَ عِيْسٰى ابْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِى الْحِجَابِ ۔

৩০৪৪. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন। নবী (স) বলেছেন, প্রত্যেকটি আদম সন্তানের জন্মের সময় তার পার্শ্বদেশে শয়তান আপন আঙ্গুল দ্বারা টোকা মারে। তবে ঈসা ইবনে মরিয়ম এর ব্যতিক্রম। শয়তান তাঁকে (অনুরূপ) টোকা মারতে গিয়েছিল (কিন্তু ব্যর্থ হয়) তখন পর্দায় কিংবা কাপড়ের ওপরে টোকা মারে।

٣٠٤٥- عَـــنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَقُلْتُ مَنْ هٰهُنَا قَالُوْا اَبُوْ الدَّرْدَاءِ قَالَ اَفِيْكُمُ الَّذِىْ اَجَارَهُ اللّٰهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ۔

৩০৪৫. আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শাম দেশে (সিরিয়ায়) যাই এবং লোকদের জিজ্ঞেস করি, এখানে কি কোন সাহাবী আছেন? তারা জবাব দিল, আবুদ দারদা (রা) আছেন। তিনি (আবার) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মাঝে এমন লোকও কি আছেন, যাকে আল্লাহ আপন নবী (স)-এর মৌখিক দোয়ায় শয়তান থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন?

٣٠٤٦- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْمَلاَئِكَةُ تَتَحَدَّثُ فِى الْعَنَانِ وَالْعَنَانُ الْغَمَامُ بِالْاَمْرِ يَكُوْنُ فِى الْاَرْضِ فَتَسْمَعُ الشَّيَاطِيْنُ الْكَلِمَةَ فَتَقُرُّهَا فِىْ اُذُنِ الْكَاهِنِ كَمَا تُقَرُّ الْقَارُوْرَةُ فَيَزِيْدُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ ۔

৩০৪৬. মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাঁর নবী (স)-এর মৌখিক দোয়ায় শয়তান থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন, তিনি হলেন, আম্মার ইবনে ইয়াসির।---------এবং আয়েশা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন ফেরেশতাগণ মেঘের মধ্যে এমন সব ব্যাপারে আলোচনা করেন, যা জমিনে ঘটবে, তখন শয়তানেরা দু' একটি বাক্য শুনে ফেলে এবং তা গণকদের কানে এমনভাবে ঢেলে দেয়, যেমনভাবে হাঁড়িতে পানি ইত্যাদি ঢালা হয়। তখন গণক এই (সত্য) কথাটির সাথে শত প্রকারের মিথ্যা মিশিয়ে বলে।

٣٠٤٧- عَـــنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ ۔

৩০৪৭. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে (এসে থাকে)। সুতরাং যখন তোমাদের কারো হাই আসবে, যথাশক্তি দিয়ে তা দমন করবে। কেননা, যখন হাই তোলার সময় কেউ 'হা'–করে, তখন শয়তান হাসতে থাকে।

٣٠٤٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمَ اُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُوْنَ فَصَاحَ اِبْلِيْسُ اَىْ عِبَادَ اللّٰهِ اُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ اُوْلَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِىَ وَاُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَاِذَا هُوَ بِاَبِيْهِ الْيَمَانِ فَقَالَ اَىْ عِبَادَ اللّٰهِ اَبِىْ اَبِىْ فَوَاللّٰهِ مَااَحْتَجَزُوْا حَتّٰى قَتَلُوْهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكُمْ قَالَ عُرْوَةُ فَمَازَالَتْ فِىْ حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

৩০৪৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ওহুদের দিন যখন মুশরিকরা পরাজিত হয়ে ভাগতে লাগলো, তখন ইবলিস চীৎকার করে বলতে শুরু করল ঃ হে আল্লাহর বান্দারা, অর্থাৎ হে মুসলমানেরা ! তোমাদের পশ্চাতের লোকদের হত্যা কর। (অর্থাৎ তারা কাফের, কিন্তু আসলে তারা ছিল মুসলমান) সুতরাং অগ্রভাগের লোকেরা পশ্চাতের (লোকদের ওপর) ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং উভয় দলে সংঘর্ষ বেধে গেল। হুযাইফা অকস্মাৎ তাঁর পিতা ইয়ামানকে দেখতে পেলেন (মুসলমানরা তাঁর ওপর হামলা করছে —অথচ তিনি ছিলেন মুসলমান)। তখন তিনি বলে উঠলেন, হে আল্লাহর বান্দারা ! আমার পিতা, আমার পিতা, (তিনি মুসলমান) কিন্তু আল্লাহর কসম ! তারা বিরত হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে হত্যা করেই ফেললো। তখন হুযাইফা বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করুন।

উরওয়া বলেন, এ ঘটনার দুঃখ হুযাইফার মনে মহান আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ আমৃত্যু) বিদ্যমান ছিল।

٣٠٤٩- عَنْ عَائِشَةَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِى الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ اَحَدِكُمْ -

৩০৪৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি নবী (স)-কে নামাযের মধ্যে মানুষের এদিক-সেদিক নজর করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, এটা হলো (নামাযে শয়তানের) হস্তক্ষেপ ; যা সেই শয়তান তোমাদের নামাযে করে থাকে।

٣٠٥٠- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَوْ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا حَلَمَ اَحَدُكُمْ حُلْمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا فَاِنَّهَا لَا يَضُرُّهُ -

৩০৫০. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। দ্বিতীয় একটি সনদেও আবু কাতাদা থেকে একই রেওয়ায়েত করা হয়েছে। নবী (স) বলেছেন ঃ নেক ও ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, আর কুস্বপ্ন হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। অতপর তোমাদের কেউ যখন এমন কোন কুস্বপ্ন দেখে যা ভীতিজনক, তখন সে যেন তার বাঁ দিকে থুথু মারে এবং আল্লাহর কাছে শয়তানের অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চায়। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

٣٠٥١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِىَ وَلَمْ يَاْتِ اَحَدٌ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ اِلاَّ اَحَدٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ -

৩০৫১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশ' বার এ দোয়া পড়ে (যার অর্থ) "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, বাদশাহী একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও শুধুমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।" তাহলে তার শটি গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ সওয়াব হবে। একশ'টি সওয়াব তার নামে লেখা হবে এবং তার একশ'টি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে সুরক্ষিত থাকবে। কোন ব্যক্তি তার থেকে উত্তম সওয়াবের কাজ উপস্থিত করতে সক্ষম হবে না। তবে হাঁ, ঐ ব্যক্তি পারবে, যে এর চেয়ে বেশী আমল করে (অধিকবার এ দোয়া পড়ে)।

٣٠٥٢- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ اسْتَاْذَنَ عُمَرُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً اَصْوَاتُهُنَّ فَلَمَّا اسْتَاْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ فَاَذِنَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْحَكُ فَقَالَ عُمَرُ اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ عَجِبْتُ مِنْ هٰؤُلاَءِ اللاَّتِىْ كُنَّ عِنْدِىْ فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ قَالَ عُمَرُ فَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُنْتَ اَحَقَّ اَنْ يَهَبْنَ ثُمَّ قَالَ اَىْ عَدُوَّاتِ اَنْفُسِهِنَّ اَتَهَبْنَنِىْ وَلاَ تَهَبْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْنَ نَعَمْ اَنْتَ اَفَظُّ وَاَغْلَظُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَالَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًا اِلاَّ سَلَكَ فَجًا غَيْرَ فَجِّكَ -

৩০৫২. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উমর (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। তখন কয়েকজন কুরাইশ মহিলা (নবী পত্নীগণ) তাঁর সাথে আলাপ করছিল। তারা খুব উচ্চস্বরে বেশী (অর্থ) দাবী করছিল। যখন উমর (রা) অনুমতি চাইলেন, তখন তারা উঠলো এবং ত্বরিত পর্দার আড়ালে চলে গেল। অতপর রসূলুল্লাহ (স) স্মিতহাস্যে অনুমতি দিলেন। উমর বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহ্ আপনাকে স্মিতহাস্য রাখুন। তিনি বললেন, আমার কাছে যেসব মহিলা ছিল, তাদের ব্যাপারে আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। যখনই তারা তোমার কণ্ঠস্বর শুনেছে তখনই পর্দার আড়ালে চলে গেছে। উমর বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমার তুলনায় আপনাকে তাদের ভয় করাই অধিক কর্তব্য ছিল। তারপর উমর মহিলাদের সম্বোধন করে বললেন, হে নিজেদের দুশমনেরা ! তোমরা আমাকে ভয় কর, অথচ রসূলুল্লাহ (স)-কে ভয় কর না ? তারা জবাব দিল, হাঁ, তুমি রসূলুল্লাহ (স)-এর তুলনায় অধিক কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয় ব্যক্তি (তাই তোমাকে অধিক ভয় করি)। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, সেই সত্তার কসম ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ নিবদ্ধ ! শয়তান কখনও কোন পথে তোমাকে চলতে দেখলে সাথে সাথে সেই পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে।

٣٠٥٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اُرَاهُ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّا فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثًا فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلٰى خَيْشُوْمِهِ -

৩০৫৩. নবী (স) থেকে আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠল এবং ওজু করল, তখন তার তিনবার নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে ফেলা উচিত। কেননা, শয়তান তার নাকের ছিদ্র পথে রাত্রিযাপন করেছে।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ জ্বিন জাতি, তাদের সওয়াব ও আযাবের বর্ণনা যেমন মহান আল্লাহর বানীতে বলা হয়েছে ঃ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِىْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ - وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ - (اَلْاَنْعَام ١٣٢-١٣٠)

"হে জ্বিন ও মানব জাতি ! তোমাদেরই মধ্য থেকে রসূলগণ কি তোমাদের কাছে আসেনি ? তাঁরা কি তোমাদের সামনে আমার নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেনি ? আর তোমাদের আজকের এ (কিয়ামতের) দিনের সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে কি ভয় দেখায়নি ? তারা জবাব দিবে, আমরা নিজেদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ দিচ্ছি। বস্তুত দুনিয়ার জীবনই তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে এবং তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে যে, নিশ্চয়ই তারা কাফের ছিল। এটা এ কারণে যে, তোমার রব কোন বসতির অধিবাসীদের বে-খবর অবস্থায় ধ্বংস করেন না। আর প্রত্যেকের জন্যে

তাদের আমলের কারণে মর্যাদার আসন রয়েছে এবং তোমার রব এরা যা করছে তা থেকে বে-খবর নন।"

٣٠٥٤- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ الْاَنْصَارِىْ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ قَالَ لَهُ اِنِّى اَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَاِذَا كُنْتَ فِىْ غَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ فَاَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَاِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ اِنْسٌ وَلاَ شَىْءٌ اِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৩০৫৪. আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু সা'সা' আনসারী (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা তাঁকে জানিয়েছেন যে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) তাঁকে বলেছেন, আমি তোমাকে লক্ষ করেছি, তুমি ছাগলের পাল ও জঙ্গলই পসন্দ কর। সুতরাং যখন তুমি তোমার ছাগলের পাল নিয়ে জঙ্গলে অবস্থান কর, আর (সময় হলে) আযান দাও, তখন আযানের আওয়াযকে বুলন্দ করবে (অর্থাৎ খুব জোরে আযান দেবে) কেননা, মুয়াযযীনের আযানের শব্দ যেসব জ্বিন, মানুষ ও অপর কিছু শোনে, কিয়ামতের দিনে তারা সবাই তার পক্ষে সাক্ষ দিবে। আবু সাঈদ বলেছেন, এ কথাটি আমি রসূলুল্লাহ (স) থেকে শুনেছি।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا اَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ - قَالُوْا يٰقَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىْ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ - يٰقَوْمَنَا اَجِيْبُوْا دَاعِىَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْلَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ - وَمَنْ لاَّ يُجِبْ دَاعِىَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءُ اُوْلٰئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ - (احقاف ٢٩-٣٢)

"স্মরণ কর, যখন আমি জ্বিনদের একদলকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম —যারা কুরআন শুনছিল। তারপর যখন তারা তার সামনে হাজির হয়েছিল তখন তারা বলেছিল, নীরব হও; অতপর যখন তা শেষ হলো, তখন তারা ভয়প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আপন জাতির দিকে ফিরে গেল। বলল, হে আমাদের জাতি ! নিশ্চয় আমরা এমন এক কিতাব শুনতে পেয়েছি, যা মূসার পরে নাযিল হয়েছে, যা এর পূর্ববর্তী (কিতাব) সমূহের সত্যতা স্বীকার করে, বা হক-এর দিকে এবং সরল পথের দিকে পথ দেখায়। হে আমাদের জাতি ! তোমরা

আল্লাহর দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আন, তিনি তোমাদের কল্যাণার্থে তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হতে রক্ষা করবেন। আর যে আল্লাহর দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া না দেবে, সে জমিনে পরাভবকারী হতে পারবে না এবং তিনি ভিন্ন তার আর কোন অভিভাবক নেই। এরাই প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত রয়েছে।" (আহকাফ ঃ ২৯-৩২)

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ "এবং আল্লাহ জমিনে প্রত্যেক প্রকারের প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন"—এর বর্ণনা।

٣٠٥٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ اَقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوْا ذَاالطُّفَيْتَيْنِ وَالاَبْتَرَ فَاِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَبَيْنَا اَنَا اُطَارِدُ حَيَّةً لاَقْتُلَهَا فَنَادَانِي اَبُوْ لُبَابَةَ لاَ تَقْتُلْهَا فَقُلْتُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ قَالَ اِنَّهُ نَهٰى بَعْدَ ذٰلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوْتِ وَهِيَ الْعَوَامِرُ -

৩০৫৫. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে মিম্বরের ওপর ভাষণ দানকালে বলতে শুনেছেন, সাপ মেরে ফেল, (বিশেষত) পিঠে দু'টি সাদা রেখা বিশিষ্ট সাপ এবং লেজ কাটা সাপ অবশ্যই মেরে ফেলবে (এগুলো খুবই বিষাক্ত)। এ দু' প্রকারের সাপ চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয় এবং গর্ভপাত ঘটায়। আবদুল্লাহ বলেন, একদিন আমি একটি সাপ মারার জন্য তার খোঁজে তেড়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আবু লুবাবা আমাকে ডেকে বলল, একে মেরো না। আমি জবাব দিলাম, রসূলুল্লাহ (স) সাপ মারার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, তারপর তিনি আবার গৃহে বাস করে; এবং যাদের 'আওয়ামের' বলে—এমন সাপ মারতে নিষেধ করে দিয়েছেন।[২২]

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ ছাগলের পাল, যাদের নিয়ে তারা পাহাড়ের চূড়ায় চলে যাবে।

٣٠٥٦- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ اَنْ يَكُوْنَ

২২. হাদীসের শব্দ থেকে গৃহে বসবাসকারী সবধরনের সাপের কথাই বুঝা যাচ্ছে। কিন্তু ইমাম মালেক (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এই নিষেধাজ্ঞা ছিল কেবলমাত্র মদীনার গৃহে বসবাসকারী সাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোন কোন ফকীহ শহরের বিভিন্ন গৃহে যেসব সাপ বসবাস করে তাদের পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞাকে সম্প্রসারিত করেছেন। মোটকথা নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে এই যে, গৃহে বসবাসকারী সাপ সাধারণত জ্বিন হয়ে থাকে। এরা কখনো কখনো সাপের রূপ ধারণ করে বাইরে বের হয়। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এসব ঘরে বসবাসকারী সাপেরা হচ্ছে 'আওয়ামের' তাই তোমরা যখনই তাদেরকে দেখবে, তিনবার সতর্ক করে দেবে। তারপরও যদি তারা না যায় তাহলে তাদেরকে মেরে ফেলবে।—সম্পাদক

خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ (الْمُسْلِمِ) غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ ـ

৩০৫৬. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ সে যুগ অতি নিকটে, যখন একজন মুসলমানের সর্বোত্তম সম্পদ হবে ছাগলের পাল যা নিয়ে সে চলে যাবে পাহাড়ের চূড়ায় আর গহীন জঙ্গলে। ফিতনা থেকে আপন দীন রক্ষার্থে সে (এভাবে) ভাগবে।

٣٠٥٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَاْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِىْ اَهْلِ الْخَيْلِ وَالْاِبِلِ وَالْفَدَّادِيْنَ اَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِيْنَةُ فِىْ اَهْلِ الْغَنَمِ ـ

৩০৫৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কুফরীর মূল পূর্ব দিকে এবং দম্ভ ও অহংকার উট ও ঘোড়ার পালের মালিকদের মধ্যে, এবং বেদুইনদের মধ্যে যারা তাদের উটের পাল নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং দীনের প্রতি মনোযোগী হয় না। আর প্রশান্তি ছাগলের মালিকের মধ্যে।[২৩]

٣٠٥٨- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَشَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْاِيْمَانُ يَمَانٍ هَاهُنَا اَلاَ اِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوْبِ فِى الْفَدَّادِيْنَ عِنْدَ اُصُوْلِ اَذْنَابِ الْاِبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِىْ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ ـ

৩০৫৮. উকবা ইবনে উমর ও আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) নিজ হাত দ্বারা ইয়ামেনের দিকে ইশারা করে বলেন, 'ঈমান তো ওদিকে ইয়ামেনের মধ্যে। কঠোরতা ও মনের কাঠিন্য এমন সব বেদুইনদের মধ্যে যারা তাদের উট নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং ধর্মের প্রতি মনোযোগী হয় না, যেখান থেকে শয়তানের শিং দু'টি বেরোয় রাবি'আ ও মুদার গোত্রদ্বয়ের মাঝে।

٣٠٥٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْاَلُوْا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَاِنَّهَا رَاَتْ مَلَكًا وَاِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهُ رَاَى شَيْطَانًا ـ

৩০৫৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে, তখন আল্লাহর কাছে তাঁর রহমত ও ফযল চেয়ে দোয়া করবে। কেননা, এ

---

২৩. 'কুফরীর মূল পূর্ব দিকে'–দ্বারা তৎকালীন ইরানের অগ্নি উপাসকদের কুফরীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা মদীনা থেকে ইরান পূর্ব দিকে অবস্থিত। ভারতের মূর্তিপূজাও এই ইঙ্গিতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

মোরগ ফেরেশতা দেখেছে। আর যখন গাধার ডাক শুনবে, তখন শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইবে। কেননা, সে শয়তান দেখেছে।

٣٠٦٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ اَوْ اَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوْاصِبْيَانَكُمْ فَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ فَاِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحَلُّوْهُمْ وَاَغْلِقُوْا الْاَبْوَابَ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا - قَالَ وَاَخْبَرَنِيْ عَمْرُوْ بْنُ دِيْنَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ نَحْوَ مَا اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ وَلَمْ يَذْكُرْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ -

৩০৬০. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যখন রাতের আঁধার নেমে আসে, কিংবা বলেছেন, যখন সন্ধ্যা হয়ে যাবে, তখন তোমরা তোমাদের শিশুদের (ঘরে) আটকে রাখো। কেননা, এ সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। আর রাত কিছুটা কেটে গেলে তাদেরকে ছেড়ে দিতে পার এবং আল্লাহর নাম নিয়ে (ঘরের) দরজা বন্ধ কর। কারণ, শয়তান বন্ধ দরজা খোলে না।

হাদীস বর্ণনাকারী (ইবনে জুরাইহ) বলেছেন, আমাকে আমর ইবনে দীনার জানিয়েছেন যে, আতা যেমন রেওয়ায়েত করেছেন, ঠিক অনুরূপ বর্ণনা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে তিনিও শুনেছেন। তবে তিনি اذكروا اسم الله এর উল্লেখ করেননি।

٣٠٦١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فُقِدَتْ اُمَّةٌ مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ لاَ يُدْرِيْ مَا فَعَلَتْ وَاِنِّيْ لاَ اُرَاهَا اِلاَّ الْفَارَ اِذَا وُضِعَ لَهَا اَلْبَانُ الْاِبِلِ لَمْ تَشْرَبْ وَاِذَا وُضِعَ لَهَا اَلْبَانُ الشَّاةِ شَرِبَتْ فَحَدَّثْتُ كَعْبًا فَقَالَ اَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لِيْ مِرَارًا فَقُلْتُ اَفَاَقْرَاُ التَّوْرَاةَ -

৩০৬১. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বনী ইসরাইলের একদল লোক নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। কেউ জানে না তারা কি করলো। আমি মনে করি, এ ইঁদুরই (বিবর্তিত আকৃতিতে) সেই নিখোঁজ সম্প্রদায়। (এর কারণ) যখন ইঁদুরের সামনে উটের দুধ রাখা হয়—তখন সে তা পান করে না। আর যখন ছাগলের দুধ রাখা হয় তখন সে পান করে। (আবু হুরাইরা বলেন,) আমি কা'বের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি স্বয়ং নবী (স)-কে এ হাদীস বলতে শুনেছ ? জবাব দিলাম, হাঁ। অতপর তিনি কয়েকবার এ কথা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তখন আমি বলি, আমি কি তাওরাত পড়েছি ?

٣٠٦٢- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ الْفُوَيْسِقُ وَلَمْ اَسْمَعْهُ اَمَرَ بِقَتْلِهِ وَزَعَمَ سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِهِ -

৩০৬২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) গিরগিটী (কাঁকলাশ)-কে নিকৃষ্ট ক্ষতিকারক বলে অভিহিত করেছেন। নবী (স)-কে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতে আমি শুনিনি। আর সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস দাবী করেন যে, নবী (স) নিশ্চয়ই তা হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।

٣٠٦٣- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ أُمَّ شَرِيْكٍ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهَا بِقَتْلِ الْاَوْزَاغِ -

৩০৬৩. সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রা)-এর বর্ণনা, উম্মে শরীক তাঁকে জানিয়েছেন, নবী (স) তাকে গিরগিটী মারার নির্দেশ দিয়েছেন।

٣٠٦٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُقْتُلُوْا ذَاالطُّفْيَتَيْنِ فَاِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيْبُ الْحَبَلَ -

৩০৬৪. আয়েশা (রা) থেকে বাণত। রসূলুল্লাহ (স) নির্দেশ দিয়েছেন, পিঠে দু'টি দীর্ঘ সাদা রেখা বিশিষ্ট সাপ মেরে ফেল। কেননা, এ জাতীয় সাপ (ভয়ঙ্কর বিষাক্ত) চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়।

٣٠٦٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِقَتْلِ الْاَبْتَرِ وَقَالَ اِنَّهُ يُصِيْبُ الْبَصَرَ وَيُذْهِبُ الْحَبَلَ -

৩০৬৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) লেজ কাটা সাপ মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এ জাতীয় সাপ চোখের জ্যোতি নষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়।

٣٠٦٦- عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّ اِبْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ ثُمَّ نَهٰى قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ هَدَمَ حَائِطًا لَهُ فَوَجَدَ فِيْهِ سِلْخَ حَيَّةٍ فَقَالَ انْظُرُوْا اَيْنَ هُوَ فَنَظَرُوْا فَقَالَ اقْتُلُوْهُ فَكُنْتُ اَقْتُلُهَا لِذٰلِكَ فَلَقِيْتُ اَبَا لُبَابَةَ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تَقْتُلُوْا الْجِنَّانَ اِلاَّ كُلَّ اَبْتَرَ ذِىْ طُفْيَتَيْنِ فَاِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ فَاقْتُلُوْهُ -

৩০৬৬. ইবনে আবু মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমর সাপ মেরে ফেলতেন। কিন্তু পরে আবার সাপ মারতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, (একবার) নবী (স) নিজস্ব একটি দেয়াল ভেঙ্গে ফেলেন। তাতে সাপের খোলস দেখতে পান। তখন তিনি (লোকদের) বলেন, তোমরা দেখ, সাপ কোথায় আছে ? লোকজন দেখলো (এবং তাকে জানালো)। তিনি নির্দেশ দিলেন, তাকে মেরে ফেল। এ কারণে আমি সাপ মারতাম।

এরপর আবু লুবাবার সাথে আমার দেখা হল। তিনি আমাকে জানালেন যে, নবী (স) বলেছেন, তোমরা লেজ কাটা এবং পিঠে সাদা দু' রেখাবিশিষ্ট সাপ ছাড়া অন্য ছোট ছোট সাপ মেরো না। কেননা, এ দু' জাতীয় সাপ গর্ভপাত ঘটায় এবং দৃষ্টিশক্তি খতম করে দেয়। সুতরাং তা মেরে ফেল।

٣٠٦٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ فَحَدَّثَهُ اَبُوْ لُبَابَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوْتِ فَاَمْسَكَ عَنْهَا ـ

৩০৬৭. (নাফে (রা)-এর বর্ণনা,) ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি (প্রথমে) সাপ মেরে ফেলতেন। তারপর আবু লুবাবা তাঁর কাছে হাদীস বর্ণনা করেন, নবী (স) গৃহে বসবাসকারী সাপ মারতে নিষেধ করেছেন। ফলে তিনি সাপ মারা থেকে বিরত হয়ে যান।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়ে যায়, তাহলে তাকে ডুবিয়ে নেয়া উচিত। কারণ তার একটি ডানায় রোগের জীবানু থাকে এবং অন্য ডানায় থাকে (ঐ জীবানু থেকে সৃষ্ট রোগের) নিরাময়। আর পাঁচ প্রকার প্রাণী ক্ষতিকারক। হারাম শরীফেও তাদেরকে হত্যা করা যেতে পারে।

٣٠٦٨- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِى الْحَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ ـ

৩০৬৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, পাঁচ রকম প্রাণী ক্ষতিকারক। হারাম শরীফেও তাদের মারা যেতে পারে। (এরা হলো) ইঁদুর, বিচ্ছু, চিল, কাক এবং কামড়ায় এমন কুকুর।

٣٠٦٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاَةُ ـ

৩০৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, পাঁচ প্রকারের (কষ্টদায়ক) প্রাণী আছে, যাদের কেউ এহরাম বাঁধা অবস্থায়ও যদি মেরে ফেলে, তাহলেও তার কোন গুনাহ নেই। (এগুলো হল) বিচ্ছু, ইঁদুর, কামড়ায় এমন কুকুর, কাক ও চিল।

٣٠٧٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَفَعَهُ قَالَ خَمِّرُوْا الْاٰنِيَةَ وَاَوْكُوْا الْاَسْقِيَةَ وَاَجِيْفُوْا الْاَبْوَابَ وَاكْفِتُوْا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ فَاِنَّ لِلْجِنِّ اِنْتِشَارًا وَخَطْفَةً وَاَطْفِئُوْا الْمَصَابِيْحَ

عِنْدَ الرُّقَادِ فَانَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيْلَةَ فَاَحْرَقَتْ اَهْلَ الْبَيْتِ قَالَ اِبْنُ جُرَيْجٍ وَحَبِيْبُ عَنْ عَطَاءٍ فَانَّ الشَّيْطَانَ ـ

৩০৭০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে মারফূ হাদীস হিসেবে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, পাত্রগুলো ঢেকে রেখো, পানির পাত্রগুলো ঢেকে রেখো, (ঘরের) দরজা বন্ধ রেখো, সন্ধ্যাকালে তোমাদের শিশুদের (ঘরে) আটকিয়ে রাখো। কেননা, এ সময় জ্বিনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং কোন কিছু দ্রুত পাকড়াও করে। আর নিদ্রাকালে বাতি নিভিয়ে ফেল। কেননা, নিকৃষ্ট ইঁদুর কখনও কখনও (প্রজ্জ্বলিত তৈলের সলতেযুক্ত) বাতি টেনে নিয়ে যায়। আর গৃহবাসীদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে।

ইবনে জুরাইজ ও হাবীব আতা থেকে فان الشياطين শব্দ বর্ণনা করেছেন।

٣٠٧١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَارٍ فَنَزَلَتْ وَالْمُرسَلاَتِ عُرْفًا فَانَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ اِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُحْرِهَا فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا * وَعَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ قَالَ وَاِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ رَطْبَةً * وَتَابَعَهُ اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ وَقَالَ حَفْصُ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهِ ـ

৩০৭১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে এক গুহায় ছিলাম। তখন আল মুরসালাত সূরা নাযিল হয়। আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর মুখ থেকে সূরাটি শিখে নিচ্ছিলাম। এমনি সময় গর্ত থেকে একটি সাপ বেরিয়ে আসে। আমরা তাকে মারার জন্য দৌড়ে যাই। কিন্তু সে আমাদের আগেই ভেগে যায় এবং গর্তে ঢুকে পড়ে। তখন রসূলুল্লাহ (স) বলেন, সে তোমাদের অনিষ্টকারিতা থেকে ঠিক তেমনিভাবে রক্ষা পেয়েছে, যেমনি তার অনিষ্টকারিতা থেকে রক্ষা পেয়েছ তোমরা।

ইসমাঈল, আমাশ, ইবরাহীম, আলকামা ও আবদুল্লাহ থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। (এখানে) আবদুল্লাহ বলেছেন, আমরা তাঁর মুখ থেকে অনায়েসে শিখে নিচ্ছিলাম এবং আবু আওয়ানা অনুরূপই হাদীস বর্ণনা করেছেন মুগীরা থেকে। আর হাফসা, আবু মু'আবিয়া ও সুলাইমান ইবনে কারম, আমাশ, ইবরাহীম, আসওয়াদ ও আবদুল্লাহ থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

٣٠٧٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ دَخَلَتْ اِمْرَاةُ النَّارَ فِىْ هِرَّةٍ رَبَطَهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَاْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الْاَرْضِ ـ

৩০৭২. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, এক মহিলা একটি বিড়ালের কারণে দোযখে গিয়েছে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। না তাকে কোন আহার দিয়েছে, না ছেড়ে দিয়েছে যাতে সে জমিনের পোকামাকড় খেতে পারত।

٣٠٧٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَزَلَ نَبِىٌّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَاَمَرَ بِجِهَازِهِ فَاُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ اَمَرَ بِبَيْتِهَا فَاُحْرِقَ بِالنَّارِ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً ـ

৩০৭৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, নবীগণের মধ্যে কোন এক নবী এক গাছের নীচে বিশ্রাম নেন। একটি পিঁপড়া তাঁকে কামড়ায়। তিনি তার সামান পত্র বাইরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। কাজেই তা গাছতলা থেকে তা বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন তিনি পিঁপড়ার বাসা (জ্বালিয়ে দেয়ার) আদেশ দেন। সুতরাং তার বাসা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি অহী নাযিল করেন : তুমি কেবলমাত্র একটি পিঁপড়াকে কেন সাজা দিলে না ?[২৪]

১৭-অনুচ্ছেদ : তোমাদের কারোর পানীয়দ্রব্যে মাছি পড়লে তাকে আরও ডুবিয়ে দিতে হবে। কেননা, তার এক ডানায় রোগ জীবানু থাকে আর অপরটিতে থাকে এর প্রতিশেধক।

٣٠٧٤- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِىْ شَرَابِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَاِنَّ فِىْ اِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْاُخْرَى شِفَاءً ـ

৩০৭৪. উবাইদ ইবনে হুনাইন (রা) বর্ণনা করেন। আমি আবু হুরাইরা (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী (স) বলেছেন, তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে সেটিকে তাতে (সম্পূর্ণ) ডুবিয়ে দাও। অতপর তাকে অবশ্যই বের করে ফেলে দাও। কেননা, তার এক ডানায় রোগ (জীবানু) থাকে। আর অপরটিতে থাকে তার প্রতিশেধক।

٣٠٧٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ غُفِرَ لِاِمْرَاَةٍ مُوْمِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلٰى رَاْسِ رَكِىٍّ يَلْهَثُ قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطْشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَاَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَغُفِرَلَهَا بِذٰلِكَ ـ

৩০৭৫. রসূলুল্লাহ (স) থেকে আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন। রসূল (স) বলেছেন, এক ব্যভিচারিনীকে কেবল এই কারণে ক্ষমা করে দেয়া হয় যে, সে যখন একটি কুকুরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল তখন সে কুকুরটি একটি কূপের পাশে বসে হাপাচ্ছিল। পানির পিপাসা

---

২৪. কারণ কামড়েছে একটি মাত্র পিঁপড়া। কিন্তু বাসা তো অনেকের।

তাকে আশু মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল। সেই পতিতা নারী আপন মোজা খুলে উড়নার সাথে বাঁধল। তারপর (তা কূপে ছেড়ে দিয়ে) পানি তুলে আনল (এবং তাকে পান করাল)। এই কারণে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো।

٣٠٧٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ -

৩০৭৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু তালহা নবী (স) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। নবী (স) বলেছেন, যে ঘরে কুকুর এবং (প্রাণীর) ছবি থাকবে, সে ঘরে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করবে না।[২৫]

٣٠٧٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ -

৩০৭৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন।[২৬]

٣٠٧٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ اِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ اَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ -

৩০৭৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুকুর রাখবে (পালন করবে) প্রতিদিন তার আমলনামা থেকে এক কিরাত পরিমাণ সওয়াব হ্রাস পেতে থাকবে। অবশ্য কৃষিকাজ এবং (গৃহপালিত) পশুপাল রক্ষার কাজে নিয়োজিত (শিকারী) কুকুর-এর ব্যতিক্রম।[২৭]

٣٠٧٩- عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَنَ بْنَ اَبِىْ زُهَيْرٍ الشَّنُوِىَّ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لاَ يُغْنِى عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ - فَقَالَ السَّائِبُ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالَ اَىْ وَرَبِّ هٰذِهِ الْقِبْلَةِ -

৩০৭৯. আসসায়েব ইবনে ইয়াযীদ, সুফইয়ান ইবনে আবু যুহাইর শানাভির (রা)-এর কাছ থেকে শুনেছেন। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি কুকুর পালন করে, যদ্বারা না কৃষির উপকার হয়, না পশুপালনের, তার আমল থেকে প্রতিদিন এক কিরাত আমল হ্রাস পায়। সায়েব জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নিজেই কি তা রসূলুল্লাহ (স) থেকে শুনেছেন ? তিনি জবাব দিলেন, এই কেবলার (কাবার) রবের কসম ; হাঁ।

---

২৫. তবে শিকার, কৃষিকাজ ইত্যাদির জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর রাখা জায়েয।

২৬. ক্ষতিকারক ও কামড়ায় এমন কুকুরই এখানে বুঝানো হয়েছে।

২৭. কিরাত-এর পরিমাণ আল্লাহ তাআলাই ভালো অবগত আছেন।

كتاب الانبياء صلوات اللّٰه عليهم

(নবীগণের ইতিহাস)

১-অনুচ্ছেদ ঃ আদম ও বনী আদম সৃষ্টির কাহিনী।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

كِتَابُ الاَنبِيَاء صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ ١٥٩ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِى الاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ ـ

"এবং সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন ঃ আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। তখন তারা বলল ঃ আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করতে চান, যে সেখানে বিশৃংখলা সৃষ্টি এবং রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই তো আপনার প্রশংসা ও স্তুতিসহকারে তাসবীহ পাঠ ও পবিত্রতা প্রকাশ করছি। উত্তরে আল্লাহ বললেন ঃ নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জান না। (আল বাকারা ঃ ৩০)

٣٠٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ وَطُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا ثُمَّ قَالَ اِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلٰى اُولٰئِكَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّوْنَكَ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوْا السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَكُلُّ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ اٰدَمَ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْاٰنَ ـ

৩০৮০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। তারপর আল্লাহ (আদমকে) বললেন, যাও এবং ফেরেশতাদলকে সালাম কর। ফেরেশতাগণ তোমার সালামের কিরূপ জবাব দেয়, মনোযোগ দিয়ে তা শোন। কেননা, এটিই হবে তোমার ও তোমার সন্তানদের সালামের রীতি।

অতপর আদম (ফেরেশতাদের নিকট গিয়ে) আসসালামু আলাইকুম বললেন। ফেরেশতাগণ আসসালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে জবাব দিলেন। সালামের জবাবে তাঁরা ওয়ারাহমাতুল্লাহ শব্দ অতিরিক্ত যোগ করলেন।

যিনিই জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তিনিই আদমের আকার বিশিষ্ট হবেন। তবে আদম আলাইহিস সালামের পরে (দৈর্ঘে-প্রস্থে) কমতে কমতে বনী আদম বর্তমান অবস্থায় পৌছে গেছে।

٣٠٨١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ عَلٰى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً لاَ يَبُوْلُوْنَ وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ وَلاَ يَتْفِلُوْنَ وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ الْأَنْجُوْجُ عُوْدُ الطِّيْبِ وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ عَلٰى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلٰى صُوْرَةِ أَبِيْهِمْ آدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ ـ

৩০৮১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে দল সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমা রাত্রের চাঁদের মত উজ্জ্বল। তারপর যে দল প্রবেশ করবে তাদের চেহারা হবে আকাশে দীপ্তিমান সর্বাধিক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। তারা না পেশাব করবে না পায়খানা। তাদের মুখে না আসবে থুথু, না বের হবে নাকের শ্লেষ্মা তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণ নির্মিত, ঘাম হবে মেশকের (কস্তুরীর) মত সুগন্ধিযুক্ত। তাদের অংগারধানীতে থাকবে পাক পরিচ্ছন্ন চন্দন কাঠ। তাদের পত্নী হবেন ডাগর ডাগর কাজলকালো চক্ষুবিশিষ্টা হুরগণ। (জান্নাতবাসীরা) সবাই হবেন একমন একপ্রাণ। সবাই আদিপিতা আদমের দেহাকৃতি লাভ করবেন। আসমানের দিকে উচ্চতায় হবেন ষাট হাত দৈর্ঘ বিশিষ্ট।

٣٠٨١- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَبِمَا يُشْبِهُ الْوَلَدُ ـ

৩০৮২. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে সুলাইম আরয করল, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহ কখনো সত্য প্রকাশে লজ্জা করেন না। যদি মেয়েদের স্বপ্নদোষ হয়, তাহলে তাদের ওপর কি গোসল ফরয হয় ? তিনি বললেন, হাঁ, যখন নাপক পানি দেখতে পাবে। উম্মে সালামা (একথা শুনে) হাসতে লাগলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েদেরও কি স্বপ্নদোষ হয় ? রসূলুল্লাহ (স) বললেন, এমন না হলে সন্তানের তার আকৃতি পাওয়ার কারণ কি ?

٣٠٨٣- عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَلَغَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلاَمٍ مَقْدَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلاَثٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِيٌّ أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلٰى أَبِيْهِ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلٰى أَخْوَالِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَبَّرَنِيْ بِهِنَّ آنِفًا جِبْرِيْلُ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُوْدِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ ﷺ أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ

فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوْتٍ وَاَمَّا الشَّبَهُ فِى الْوَلَدِ فَاِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَشِىَ الْمَرْاَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ وَاِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا كَانَ الشَّبَهُ لَهَا قَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْيَهُوْدَ قَوْمٌ بُهُتٌ اِنْ عَلِمُوْا بِاِسْلاَمِىْ قَبْلَ اَنْ تَسْاَلَهُمْ بَهَتُوْنِىْ عِنْدَكَ فَجَاءَتِ الْيَهُوْدُ وَدَخَلَ عَبْدُ اللّٰهِ الْبَيْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ رَجُلٍ فِيْكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ قَالُوْا اَعْلَمُنَا وَابْنُ اَعْلَمِنَا وَاَخْبَرُنَا وَابْنُ اَخْبَرِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفَرَاَيْتُمْ اِنْ اَسْلَمَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالُوْا اَعَاذَهُ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَقَعُوْا فِيْهِ -

৩০৮৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবদুল্লাহ ইবনে সালামের কাছে রসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনা আগমনের খবর পৌছল, তখন তিনি রসূল (স)-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং বললেন, আমি আপনার নিকট এমন তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে চাই, যা নবী ছাড়া আর কেউ অবগত নন। অতপর জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামতের প্রথম আলামত কি ? জান্নাতবাসীদের প্রথম খাদ্য—যা তাঁরা খাবেন—কি হবে ? কি কারণে সন্তান পিতার সাদৃশ্য ও আকৃতি লাভ করে আর কিসের প্রভাবে (কোন কোন সময়) মামাদের আকৃতি লাভ করে থাকে ? রসূলুল্লাহ (স) জবাব দিলেন ঃ জিবরাইল (আ) এইমাত্র আমাকে এ (তিনটি) ব্যাপারে অবহিত করেছেন। তখন আবদুল্লাহ বললেন, সে তো ফেরেশতাগণের মধ্যে ইয়াহুদীদের দুশমন। রসূলুল্লাহ (স) জবাব দিলেন, আগুন হলো কিয়ামতের প্রথম আলামত—যা মানুষকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে (হাঁকিয়ে) নিয়ে যাবে। আর জান্নাতবাসীদের প্রথম খাদ্য যা তাঁরা খাবেন, তা হল মাছের কলিজার সর্বোত্তম অংশ। বাকি রইল সন্তানের সাদৃশ্যের কথা। তাহলো পুরুষ যখন আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন যদি তার বীর্য প্রথমে স্খলিত হয়ে যায়, তাহলে সন্তান তার আকৃতি পায়। আর যদি আগে স্ত্রীর বীর্যপাত হয়, তবে সন্তান মায়ের আকৃতি লাভ করে। (জবাব শুনে) আবদুল্লাহ বললেন, আমি সাক্ষ দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রসূল। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! ইয়াহুদীরা হলো এক মিথ্যাচারী ও কুৎসা রটনাকারী জাতি। আমার ব্যাপারে আপনি তাদের জিজ্ঞেস করার আগে যদি তারা আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জেনে যায়, তাহলে তারা আপনার কাছে আমার কুৎসা গাইবে। অতপর ইয়াহুদীরা এসে গেল এবং আবদুল্লাহ ঘরে ঢুকে গেলেন। তখন রসূলুল্লাহ (স) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তোমাদের মধ্যে কেমন লোক। তারা জবাব দিল, তিনি আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে বড় জ্ঞানী এবং শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী পুত্র। আর আমাদের মাঝে তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির সন্তান। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন, (আচ্ছা) যদি আবদুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তোমাদের অভিমত কি হবে ? তারা জবাব দিল, আল্লাহ এ থেকে তাঁকে রক্ষা করুন। আবদুল্লাহ হঠাৎ তাদের সামনে এসে গেলেন এবং ঘোষণা করলেন, আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং (আরও) সাক্ষ

দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রসূল। (এ ঘোষণা শুনে) তারা বলে উঠলো, সে আমাদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং নিকৃষ্টতম ব্যক্তির পুত্র। অতপর তারা তাঁর গীবত ও কুৎসা রটনায় লিপ্ত হলো।

٣٠٨٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ يَعْنِىْ لَوْ لاَ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْ لاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ اُنْثٰى زَوْجَهَا ـ

৩০৮৪. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ নবী (স) বলেছেন, যদি বনী ইসরাইল না হত, তাহলে গোশতে পচন ধরত না।[১] আর (মা) হাওয়া যদি না হতেন, তাহলে কোন নারীই তার স্বামীর খেয়ানত করত না

٣٠٨٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ فَاِنَّ الْمَرْاَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ اَعْلاَهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ ـ

৩০৮৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, নারীদের সাথে উত্তম ও উপদেশপূর্ণ কথা বলো। কেননা, নারীজাতিকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের মধ্যে একেবারে ওপরের হাড়টি অধিক বাঁকা। যদি তা সোজা করতে যাও, ভেঙে ফেলবে। আর যদি ছেড়ে দাও, তবে সবসময় বাঁকাই থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের সাথে উপদেশপূর্ণ কথাই বলবে।[২]

٣٠٨٦- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ (خلق) اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ مَلَكًا بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَاَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ فَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ ـ

৩০৮৬. আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, সত্যবাদী ও সত্যের মূর্ত প্রতীক রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমাট বাঁধতে থাকে। তারপর তা অনুরূপভাবে (চল্লিশ দিনে) জমাটবদ্ধ রক্তপিন্ডে রূপ নেয়। পুনরায়

১. বনী ইসরাইল আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অমান্য করে 'সালওয়া' নামক এক প্রকার পাখীর গোশত জমা করা শুরু করে। ফলে এ জমাকৃত গোশতে পচন ধরে। এই ঘটনা থেকেই গোশত পচনের সূত্রপাত হয়।

২. হাওয়াকে আদম (আ)-এর বাম পাঁজরের একেবারে ওপরের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তা অধিক বাঁকা এবং কখনো সোজা করা যায় না। হাদীসে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তদ্রূপ (চল্লিশ দিন) গোশতের টুকরায় পরিণত হয়। অতপর আল্লাহ চারটি কথার নির্দেশসহ তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠান। সে তার আমল, মৃত্যু, রিযিক এবং পাপিষ্ঠ হবে না-কি নেক্কার, এসব লিখে দেয়। এরপর তার মধ্যে 'রূহ' ফুঁকে দেয়া হয়। (জন্মের পর) এক ব্যক্তি একজন জাহান্নামীর ন্যায় ক্রিয়াকান্ড করতে থাকে। এমন কি তার ও জাহান্নামের মধ্যে মাত্র এক হাতের ব্যবধান রয়ে যায়। এমনি মুহূর্তে তার (নিয়তির) লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জান্নাতবাসীদের অনুরূপ আমল (কাজকর্ম) করে যায় এবং (পরিণতিতে) জান্নাতে প্রবেশ করে। আর এক ব্যক্তি (শুরুতে) জান্নাতবাসীরই অনুরূপ আমল করে। এমনিভাবে তার ও জান্নাতের মাঝেখানে মাত্র এক হাতের দূরত্ব থেকে যায়। এমনি সময় তার ওপর তার (ভাগ্যের) লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জাহান্নামীদের অনুরূপ কাজকর্ম শুরু করে দেয়। (ফলে) সে জাহান্নামী হয়।

٣٠٨٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ فِي الرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ يَا رَبِّ عَلَقَةٌ يَا رَبِّ مُضْغَةٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْلُقَهَا قَالَ يَا رَبِّ اَذَكَــرٌ يَا رَبِّ اُنْثٰى يَا رَبِّ شَقِيٌّ اَمْ سَعِيْدٌ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْاَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذٰلِكَ فِيْ بَطْنِ اُمِّهٖ -

৩০৮৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ মাতৃগর্ভে একজন ফেরেশতা মোতায়েন করে রেখেছেন। ফেরেশতাটি বলেন, ইয়া রব, এখনো তো ভ্রূণ মাত্র। হে পরওয়ারদিগার, এখন জমাটবদ্ধ রক্তপিন্ডে পরিণত হয়েছে। হে প্রতিপালক এবার গোশতের টুকরায় পরিণত হয়েছে। তারপর আল্লাহ যখন তাকে পয়দা করতে চাইবেন, তখন ফেরেশতাটি বলবে, হে আমার রব, (সন্তানটি) ছেলে হবে না মেয়ে? হে আমার রব, পাপী হবে না নেক্কার? তার রিযিক কি পরিমাণ হবে? তার আয়ু কত হবে? অতএব এভাবে (সবকিছু) তার মাতৃগর্ভেই লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়।

٣٠٨٨- عَنْ اَنَسٍ يَرْفَعُهُ اَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ لِاَهْوَنِ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ اَنَّ لَكَ مَا فِــي الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِيْ بِهٖ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ سَاَلْتُكَ مَا هُوَ اَهْوَنُ مِنْ هٰذَا وَاَنْتَ فِيْ صُلْبِ اٰدَمَ اَنْ لَا تُشْرِكَ بِيْ فَاَبَيْتَ اِلَّا الشِّرْكَ -

৩০৮৮. আনাস (রা) সরাসরি রসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে লঘুদন্ড ও সহজ আযাব ভোগকারীকে জিজ্ঞেস করবেন, যদি দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ (এখন) তোমার হাসিল হয়ে যায়, তাহলে এ আযাবের বিনিময়ে তুমি কি তা সব দিয়ে দেবে? সে জবাব দেবে–হাঁ। তখন আল্লাহ বলবেন, যখন তুমি আদমের পৃষ্ঠদেশে ছিলে, আমি তোমার থেকে এর চেয়েও অতি সহজ একটি জিনিস চেয়েছিলাম, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না। কিন্তু তুমি (তা মানতে) অস্বীকার করলে এবং শিরকে লিপ্ত হলে।

٣٠٨٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا اِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِاَنَّهٗ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ -

৩০৮৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যখনি কোন ব্যক্তিকে নাহক হত্যা করা হয়, তখনি তার এ খুনের গোনাহর একটি অংশ আদমের বড় ছেলে (কাবীল)-এর ওপরও বর্তায়। কেননা, সে-ই প্রথম হত্যার রীতি চালু করে।[৩]

২-অনুচ্ছেদ ঃ রূহ (আত্মা) হচ্ছে সমাবেশকৃত সৈন্য বাহিনীর ন্যায়।

আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, সমস্ত রূহ হচ্ছে সমাবেশকৃত সৈন্য বাহিনীর ন্যায়। সেখানে যেসব রূহের মধ্যে (একমনা হওয়ার কারণে) পরস্পর পরিচয় হয়েছিল, এখানেও তাদের মাঝে পরস্পর বন্ধুত্ব জন্মে। আর সেখানে যাদের মধ্যে পরস্পর (একমনা না হওয়ার) পরিচয় হয়নি, এখানেও তাদের মধ্যে অনৈক্য ও অসদ্ভাব থাকবে।[৪]

৩-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ لَقَد اَرسَلنَا نُوحًا الِى قَومِه "এবং আমরা নূহ-কে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম----"

৩০৯০- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّاسِ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنِّى لَاُنْذِرُكُمُوْهُ وَمَا مِنْ نَبِىٍّ اِلاَّ اَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ اَنْذَرَ نُوْحٌ قَوْمَهُ وَلٰكِنِّى اَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِىٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ اَعْوَرُ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاَعْوَرَ -

৩০৯০. ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) (একদা) এক জনসমাবেশে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর উপযুক্ত পরিমাণ প্রশংসা করলেন। তারপর দাজ্জালের কথা উল্লেখ করলেন এবং বললেন, আমি এর সম্পর্কে তোমাদেরকে সাবধান করছি। প্রত্যেক নবীই এ দাজ্জাল সম্পর্কে নিজ নিজ জাতিকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন। নূহও তাঁর জাতিকে (দাজ্জালের) ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে এমন এক কথা বলছি, যা কোন নবী তাঁর জাতিকে জানাননি। (তাহলো) তোমরা জেনে রাখো, নিশ্চয়ই দাজ্জাল হবে কানা (এক চক্ষুহীন), আর আল্লাহ কানা নন।

৩০৯১- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِىٌّ قَوْمَهُ اِنَّهُ اَعْوَرُ وَاِنَّهُ يَجِىءُ مَعَهُ بِمِثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِى يَقُوْلُ اِنَّهَا الْجَنَّةُ هِىَ النَّارُ وَاِنِّى اُنْذِرُكُمْ كَمَا اَنْذَرَ بِهِ نُوْحٌ قَوْمَهُ -

---

৩. জগতে যে ব্যক্তিই কোন অন্যায়, যুলুম, হারাম ইত্যাদির গোনাহর রীতি প্রথম চালু করবে, কিয়ামত পর্যন্ত যারা ঐ গোনাহে লিপ্ত হবে তাদের সবার সমপরিমাণ গোনাহ ঐ রীতি চালুকারীর আমলনামায় গিয়ে জমা হবে। এ হাদীসই তার প্রমাণ।

৪. হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সকল মানুষের রূহ আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পূর্বেই সৃষ্টি করা হয়েছিল, সুতরাং রূহসমূহ পরস্পরের সাথে পরিচিত ছিল। যে সকল লোকের রূহের মধ্যে সেখানে পরস্পরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এখানেও পার্থিব জগতে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হবে। আর যাদের রূহের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ছিল না ইহজগতেও তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক হবে না।

৩০৯১. আবু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন কথা বলে দেব না যা কোন নবী তাঁর জাতিকে বলেননি? (তাহলো) নিশ্চয়ই সে একচক্ষু বিশিষ্ট এবং সে নিজের সাথে করে জান্নাত ও জাহান্নাম সদৃশ (নকল দু'টি জান্নাত ও জাহান্নাম) নিয়ে আসবে। অথচ যাকে সে বলবে এটি জান্নাত, প্রকৃতপক্ষে সেটিই হবে জাহান্নাম। আমি তোমাদেরকে (দাজ্জাল সম্পর্কে) ঠিক তেমনিই ভয় প্রদর্শন করছি যেমনি ভয় দেখিয়েছিলেন নূহ তাঁর জাতিকে।

٣٠٩٢- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجِىْ نُوْحٌ وَاُمَّتُهُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ اَىْ رَبِّ فَيَقُوْلُ لِاُمَّتِهِ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ لاَ مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِىٍّ فَيَقُوْلُ لِنُوْحٍ مَنْ يَّشْهَدُ لَكَ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ ﷺ وَاُمَّتُهُ فَنَشْهَدُ اَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَالْوَسْطُ الْعَدْلُ -

৩০৯২. আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, (হাশরের দিন) নূহ এবং তার উম্মতেরা (আল্লাহর দরবারে) হাযির হবেন। আল্লাহ (নূহকে) জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি (যথাযথভাবে আমার পয়গাম) পৌছিয়েছ? তিনি জবাব দিবেন, হাঁ, হে পরওয়ারদিগার! তখন আল্লাহ তাঁর উম্মতকে জিজ্ঞেস করবেন, নূহ কি তোমাদেরকে (আমার পয়গাম) পৌছিয়েছে। তারা বলবে, না, আমাদের কাছে কোন নবীই আসেননি। অতপর আল্লাহ নূহকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার পক্ষে কে সাক্ষ দেবে? নূহ বলবেন, মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর উম্মত। [রসূলুল্লাহ (স) বলেন] তখন আমরা সাক্ষ দেব, নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহর পয়গাম) পৌছিয়েছেন। আর এটিই আল্লাহর (এই) বাণীর তাৎপর্য যে, এবং এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যেন তোমরা গোটা মানবজাতির ওপর সাক্ষ্যদাতা হতে পার।

٣٠٩٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ دَعْوَةٍ فَرُفِعَ اِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ اَنَا سَيِّدُ الْقَوْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ تَدْرُوْنَ بِمَنْ يَجْمَعُ اللّٰهُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِىْ وَتَدْنُوْ مِنْهُمُ الشَّمْسُ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ اَلاَ تَرَوْنَ اِلٰى مَا اَنْتُمْ فِيْهِ اِلٰى مَا بَلَغَكُمْ اَلاَ تَنْظُرُوْنَ اِلٰى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ اَبُوْكُمْ اٰدَمُ فَيَاْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُوْنَ يَا اٰدَمُ اَنْتَ اَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ وَاَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ وَاَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ اَلاَ تَشْفَعُ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلاَ تَرٰى مَا نَحْنُ

فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا فَيَقُولُ رَبِّى غَضِبَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَنَهَانِى عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِى نَفْسِى اِذْهَبُوا اِلٰى غَيْرِى اِذْهَبُوا اِلٰى نُوْحٍ فَيَأْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُوْنَ يَا نُوْحُ اَنْتَ اَوَّلُ الرُّسُلِ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ وَسَمَّاكَ اللّٰهُ عَبْدًا شَكُوْرًا اَمَا تَرَىٰ اِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ أَلاَ تَرَىٰ اِلٰى مَا بَلَغَنَا اَلاَ تَشْفَعُ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ فَيَقُوْلُ رَبِّى غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ نَفْسِى نَفْسِى اِئْتُوا النَّبِىَّ ﷺ فَيَأْتُوْنِى فَاَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ لاَ اَحْفَظُ سَائِرَهُ ـ

৩০৯৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে এক দাওয়াতে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর সামনে রান্না করা (খাসীর সামনের) বাহু পেশ করা হল। এটা ছিল তাঁর অতীব প্রিয়। তিনি সেখান থেকে এক টুকরা খেলেন এবং বললেন, আমি হাশরের দিন সমগ্র মানবজাতির নেতা হব। তোমরা কি জান, কিভাবে আল্লাহ (হাশরের দিন) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষকে একটি বিশাল সমতল ময়দানে জমায়েত করবেন। (এমনভাবে সমবেত করবেন) যেন একজন দর্শক তাদের সবাইকে দেখতে পায় এবং আহবানকারীর ডাক সকলের কাছে পৌছায়। সূর্য তাদের অতি নিকটে এসে যাবে। তখন কোন কোন লোক বলবে, তোমরা কি লক্ষ করোনি যে, কি অবস্থায় আছ এবং কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছ ? তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে খুঁজে দেখবে না, যিনি তোমাদের রবের কাছে তোমাদের জন্য শাফায়াত (সুপারিশ) করবেন ? অপর কিছু লোক বলবে, তোমাদের আদি পিতা আদম আছেন, (তাঁর নিকট চল)। অতপর সবাই তাঁর কাছে যাবে এবং বলবে, হে আদম, আপনি সমগ্র মানবজাতির আদি পিতা। আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় রূহ আপনার মধ্যে ফুঁকেছেন, ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছেন, (সে অনুযায়ী) তারা সবাই আপনাকে সিজদাও করেছে এবং আপনাকে তিনি জান্নাতে বসবাস করতেও দিয়েছেন। আপনি কি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করবেন না ? আপনি কি দেখেন না, আমরা কি অবস্থায় আছি এবং কত কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি ? তখন আদম বলবেন, আজ আমার রব (গোনাহগারদের প্রতি) এত রাগান্বিত হয়েছেন যে, এর পূর্বে কখনও এমনটি হননি। আর পরেও হবেন না। (ইহা ছাড়া) তিনি আমাকে বৃক্ষটি থেকে (ফল খেতে) নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আমি (তাঁর) নাফরমানী করেছি। এখন আমার নিজেরই ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী অবস্থা। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। (হাঁ) নূহের কাছে চলে যাও। তখন সবাই নূহের কাছে যাবে এবং বলবে, হে নূহ, পৃথিবীবাসীদের প্রতি আপনিই ছিলেন প্রথম রসূল। আল্লাহ আপনাকে 'কৃতজ্ঞ বান্দাহ' খেতাব দিয়েছেন। আপনি কি দেখেন না আমারা কি অবস্থায় আছি ? আপনি লক্ষ করছেন না, আমরা কত দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হয়েছি ? আপনি কি আপনার প্রভুর কাছে আমাদের জন্য শাফায়াত (সুপারিশ) করবেন না ? তখন তিনি বলবেন, আজ আমার প্রভু এমন রাগান্বিত হয়েছেন যেমনটি এর আগে আর কখনও হননি আর পরেও কখনও হবেন না।

এখন আমার নিজেরই 'ইয়া নাফসী', 'ইয়া নাফসী' অবস্থা। তোমরা নবী (মুহাম্মাদ) (স)-এর কাছে যাও। তখন তারা আমার কাছে আসবে। আমি আরশের নীচে সিজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ, মাথা উঠাও, শাফায়াত করো, তোমার শাফায়াত কবুল করা হবে। তুমি চাও তোমাকে দেয়া হবে।

মুহাম্মাদ ইবনে উবায়েদ বলেন, পুরো হাদীসটি (অর্থাৎ হাদীসের বাকী অংশ) আমি মুখস্ত রাখতে পারিনি।

٣٠٩٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ مِثْلَ قِرَاءَةِ الْعَامَّةِ -

৩০৯৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ আয়াতটি সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত কিরায়াতের অনুরূপই তিলাওয়াত করেছেন।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۰ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَلَا تَتَّقُوْنَ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ - اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ -

"আর ইলিয়াসও নিসন্দেহে রসূলগণের একজন ছিলেন। স্মরণ কর, সে যখন নিজের জাতির লোকদের বলেছিল, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় কর না ?" .... ইলিয়াসের প্রতি সালাম। নেক আমলকারীদের প্রতিফল আমরা এ রকমই দিয়ে থাকি। বাস্তবিকই সে মুমীন বান্দাহগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।"

ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস থেকে উল্লেখ রয়েছে যে, ইলিয়াস ছিলেন ইদরীস (আ) নিজেই (অর্থাৎ তাঁর অপর নাম)।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ হযরত ইদরীস (আ)-এর কাহিনী। তিনি হযরত নূহের (আ) পিতার দাদা ছিলেন এবং এও বলা হয় যে, হযরত নূহের (আ) দাদা ছিলেন।

আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا **"এবং আমি তাকে (ইদরীসকে) খুব উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেছি।"**

٣٠٩٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ ذَرٍّ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَاَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ فَفَرَجَ صَدْرِى ثُمَّ غَسَلَهٗ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا فَاَفْرَغَهَا فِىْ صَدْرِى ثُمَّ اَطْبَقَهٗ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِىْ فَعَرَجَ بِىْ اِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا جَاءَ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيْلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ اِفْتَحْ قَالَ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ قَالَ مَعَكَ اَحَدٌ قَالَ مَعِىَ مُحَمَّدٌ قَالَ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَافْتَحْ فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ اِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِيْنِهٖ اَسْوِدَةٌ وَعَنْ يَسَارِهٖ اَسْوِدَةٌ فَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيْنِهٖ ضَحِكَ وَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهٖ بَكٰى

فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالاِبْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هٰذَا اٰدَمُ وَهٰذِهِ الْاَسْوِدَةُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيْهِ فَاَهْلُ الْيَمِيْنِ مِنْهُم اَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْاَسْوِدَةُ الَّتِيْ عَنْ شِمَالِهِ اَهْلُ النَّارِ فَاِذَا نَظَرَقِبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكٰى ثُمَّ عَرَجَ بِيْ جِبْرِيْلُ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لِخَازِنِهَا اِفْتَحْ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مَا قَالَ الْاَوَّلُ فَفَتَحَ قَالَ اَنَسٌ فَذَكَرَ اَنَّهُ وَجَدَ فِى السَّمٰوَاتِ اِدْرِيْسَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى وَاِبْرَاهِيْمَ وَلَمْ يُثْبِتْ لِيْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ اَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ اَنَّهُ وَجَدَ اٰدَمَ فِى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَاِبْرَاهِيْمَ فِى السَّادِسَةِ وَقَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيْلُ بِاِدْرِيْسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَلْاَخِ الصَّالِحِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا اِدْرِيْسُ ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوْسٰى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا مُوْسٰى ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيْسٰى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ عِيْسٰى ثُمَّ مَرَرْتُ بِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالاِبْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ وَاَخْبَرَنِيْ ابْنُ حَزْمٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا حَيَّةَ الْاَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُوْلاَنِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ عُرِجَ بِيْ حَتّٰى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى اَسْمَعُ صَرِيْفَ الْاَقْلاَمِ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَاَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَفَرَضَ اللّٰهُ عَلَىَّ خَمْسِيْنَ صَلاَةً فَرَجَعْتُ بِذٰلِكَ حَتّٰى اَمُرَّ بِمُوْسٰى فَقَالَ مُوْسٰى مَاالَّذِيْ فُرِضَ عَلٰى اُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِيْنَ صَلاَةً قَالَ فَرَاجِعْ رَبَّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لاَ تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّيْ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَاجِعْ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لاَ تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَاجَعْتُ رَبِّيْ فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُوْنَ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ : قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّيْ ثُمَّ انْطَلَقَ حَتّٰى اَتَى السِّدْرَةَ الْمُنْتَهٰى فَغَشِيَهَا اَلْوَانٌ لاَ اَدْرِيْ مَا هِيَ ثُمَّ اُدْخِلْتُ (الجنّة) فَاِذَا فِيْهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤْ وَاِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ ـ

৩০৯৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আবু যার (রা) হাদীস বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ (মিরাজের রজনীতে) যখন আমি মক্কায় ছিলাম। আমার ঘরের ছাদ উন্মুক্ত হয়ে গেল। অতপর জিবরাইল এলেন এবং আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন এবং যমযমের পানি দ্বারা তা ধুইলেন। অতপর হিকমত ও ঈমান ভর্তি একখানা সোনার তশ্‌তরী আনলেন এবং তা আমার বুকের মধ্যে ঢেলে দিলেন। এরপর আমার বুক সেলাই করে পূর্বের মত করে দিলেন। অতপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে আসমানের দিকে উঠিয়ে নিলেন। যখন দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে পৌছলেন, তখন জিবরাইল আসমানের দ্বাররক্ষীদের বললেন, (দরজা) খুলুন। দ্বাররক্ষী জিজ্ঞেস করলেন, কে ? জবাব দিলেন, (আমি) জিবরাইল। দ্বাররক্ষী জানতে চাইলেন, আপনার সাথে আর কেউ আছেন কি ? বললেন, মুহাম্মাদ (স) আমার সাথে আছেন। দ্বাররক্ষী প্রশ্ন করলেন, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে ? তিনি বললেন, হাঁ। অতপর দরজা খোলা হল। যখন আমরা আসমানের ওপর পৌছলাম, হঠাৎ দেখলাম, এক ব্যক্তির ডানে একদল লোক এবং বামেও একদল লোক। তিনি যখন ডান দিকে তাকান তখন হাসতে থাকেন, আর যখন বাম দিকে তাকান তখন কাঁদতে থাকেন। (আমাকে দেখে) তিনি বললেন, মারহাবা ! নেক নবী এবং সুসন্তান ! আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাইল ! ইনি কে ? জবাব দিলেন, ইনি আদম। আর তাঁর ডান ও বামের এসব লোকগুলো হল তাঁর সন্তান সন্ততিদেরই রূহসমূহ। এদের মধ্যে ডান দিকের গুলো হল জান্নাতবাসী আর বাম দিকের লোকগুলো হল জাহান্নামবাসী। (এ জন্য) যখন ডান দিকে তাকান তখন হাসেন। আর যখন বাম দিকে তাকান তখন কাঁদেন। অতপর জিবরাইল আমাকে নিয়ে আরও উর্ধে আরোহণ করলেন। এমনকি দ্বিতীয় আসমানে পৌছে গেলেন। তখন তিনি এ আসমানের দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খুলুন। দ্বাররক্ষী তখন তাঁকে প্রথম (আসমানের) দ্বাররক্ষী যেমনটি প্রশ্ন করছিলেন, ঠিক তদ্রূপ প্রশ্ন করলেন। অতপর তিনি দরজা খুলে দিলেন।

আনাস (রা) বলেন, আবু যার উল্লেখ করেছেন যে, নবী (স) আসমানগুলোতে ইদরীস, মূসা, ঈসা ও ইবরাহীমের সাক্ষাত পেয়েছেন । তাদের কার কি মর্যাদা ছিল, আবু যার তা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি শুধু এতটুকুই উল্লেখ করেছেন যে, নবী (স) দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে আদমের এবং ষষ্ঠ আসমানে ইবরাহীমের দেখা পেয়েছেন।

আনাস বলেন, যখন জিবরাইল (আ) [নবী (স) সহ] ইদরীসের পাশ দিয়ে অগ্রসর হলেন, তখন ইদরীস বলেছিলেন, হে নেক নবী এবং নেক ভাই ! মারহাবা ! [নবী (স) বলেন] আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? জিবরাইল বললেন, ইনি ইদরীস। অতপর মূসার নিকট দিয়ে অগ্রসর হলাম, তিনি বললেন, হে নেক নবী এবং নেক ভাই ! মারহাবা। আমি জানতে চাইলাম ইনি কে ? জিবরাইল বললেন, ইনি মূসা। তারপর ঈসার পাশ দিয়ে অগ্রসর হলাম। তিনি বললেন, হে নেক নবী ও নেক ভাই ! মারহাবা। জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? জিবরাইল জবাব দিলেন, ইনি ঈসা। তারপর ইবরাহীমের পাশ দিয়ে গমন

করলাম। তিনি বললেন, হে নেক নবী এবং সুসন্তান, মারহাবা। বললাম, ইনি কে ? জবাব দিলেন, ইনি ইবরাহীম।

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন, আমাকে ইবনে হাযম জানিয়েছেন যে, ইবনে আব্বাস ও আবু হাইয়্যা আনসারী বলেন, নবী (স) ইরশাদ করেছেন, অতপর জিবরাইল আমাকে উর্ধে নিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত এক সমতল স্থানে গিয়ে পৌছলাম, যেখান থেকে কলমসমূহের খশ্‌খশ্‌ আওয়াজ শুনছিলাম।

ইবনে হাযম ও আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন, তখন আল্লাহ আমার ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করলেন। এ নির্দেশ নিয়ে আমি ফিরে চললাম। যখন মূসার পাশ দিয়ে যেতে থাকলাম, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ আপনার উম্মতের ওপর কি ফরয করেছেন ? বললাম, তাদের ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে। মূসা বললেন, আপনার প্রভুর কাছে গিয়ে (কমাবার জন্য) আরয করুন। কেননা, আপনার উম্মতের এত শক্তি নেই। তখন আমি ফিরে গেলাম আমার মাবুদের নিকট এবং (নামায কমিয়ে দেয়ার) আবেদন জানালাম। তিনি এর অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। আমি মূসার কাছে ফিরে আসলাম। তিনি বললেন, আপনার প্রভুর কাছে পুনরায় আবেদন করুন এবং তিনি পূর্বের অনুরূপ (কথা আবার) উল্লেখ করলেন। তখন তিনি এর অর্ধেক মাফ করে দিলেন। আবার আমি মূসার কাছে ফিরে আসলাম এবং তাঁকে এ খবর দিলাম। তিনি বললেন, আপনার রবের নিকট আবার গিয়ে আরয করুন। আমি (তা) করলাম। তখন আল্লাহ তাআলা এর এক অংশ মাফ করে দিলেন। আমি আবার মূসার নিকট ফিরে আসলাম এবং তাঁকে (তা) জানালাম। তিনি বললেন, আবার গিয়ে আপনার প্রভুর কাছে আরয করুন। কেননা, আপনার উম্মত এত (এতটুকু আদায়েরও) শক্তি রাখে না। অনন্তর আমি আবার ফিরে গেলাম এবং আমার প্রভুর দরবারে আবার আরয করলাম। তখন তিনি বললেন, এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায (বাকি রইল) কিন্তু তা (সওয়াবের ক্ষেত্রে) পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সমকক্ষ (হবে)। কেননা, আমার কথার পরিবর্তন হয় না। অতপর আমি মূসার কাছে ফিরে আসলাম। তিনি বললেন, আবার গিয়ে আপনার প্রতিপালকের নিকট আবেদন করুন। আমি বললাম, (এবার তো) প্রতিপালকের সম্মুখীন হতে আমার লজ্জা করছে। কাজেই আমি চললাম। শেষ পর্যন্ত জিবরাইল আমাকে সাথে নিয়ে সিদরাতুল মুনতাহায় এসে পৌছলেন। এমন অপরূপ রঙ-এ তা পরিপূর্ণ (দেখলাম) যা ব্যক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হল। দেখলাম এর ইট পাথর হচ্ছে মতি নির্মিত এবং এর মাটি হচ্ছে মেশ্‌ক। (কস্তুরীর মত সুগন্ধযুক্ত)

৬-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَالٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
"এবং আদ জাতির প্রতি তাদেরই ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম" (৭ ঃ ৬৫)

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ .... كَذَالِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ-

"স্মরণ কর, যখন তিনি (হূদ) আহকাফ অঞ্চলে বসবাসকারী অপর জাতিকে সতর্ক করলেন-----এমনিভাবেই আমি অপরাধী জাতিদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।"

(৪৬ ঃ ২১–২৫)

৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার মহাবাণী ঃ

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (الحاقه ٨-٦)

"আর আদকে (জাতিকে) ধ্বংস করা হয়েছে একটি ভয়াবহ তীব্র ঝঞ্ঝাবর্তের আঘাতে। আল্লাহ তাআলা তা ক্রমাগত সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত তাদের ওপর চাপিয়ে রেখেছিলেন। (তুমি সেখানে থাকলে) দেখতে পেতে যে, তারা সেখানে এমনভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে যেমন পুরাতন শুষ্ক খেজুর গাছের কান্ডসমূহ পড়ে থাকে। এখানে তাদের মধ্য থেকে কেউ অবশিষ্ট আছে বলে দেখতে পাও কি ?"(সূরা আল হাক্কাহ ঃ ৬-৮)

٣٠٩٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَاُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُوْرِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نُعْمٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ بَعَثَ عَلِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْاَرْبَعَةِ الْاَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِىِّ ثُمَّ الْمَجَاشِعِىِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِىِّ وَزَيْدٍ الطَّائِىِّ ثُمَّ اَحَدِ بَنِىْ نَبْهَانَ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِىِّ ثُمَّ اَحَدِ بَنِىْ كِلَابٍ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْاَنْصَارُ قَالُوْا يُعْطِىْ صَنَادِيْدَ اَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ اِنَّمَا اَتَاَلَّفُهُمْ فَاَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِيْنِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوْقٌ فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ اِذَا عَصَيْتُ اَيَامَنُنِىْ اللّٰهُ عَلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ فَلَا تَاْمَنُوْنِىْ فَسَاَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ اَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ اِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا اَوْ فِىْ عَقِبِ هٰذَا قَوْمٌ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُوْنَ اَهْلَ الْاِسْلَامِ وَيَدَعُوْنَ اَهْلَ الْاَوْثَانِ لَئِنْ اَنَا اَدْرَكْتُهُمْ لَاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ -

৩০৯৬. ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন, (খন্দকের যুদ্ধের সময়) ভোরের হাওয়া দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে এবং দাবুর (এক প্রকারের ধ্বংসাত্মক পশ্চিমা মরু বায়ু) দ্বারা 'আদ জাতি'কে ধ্বংস করা হয়েছে।

আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) নবী (স)-এর নিকট কিছু স্বর্ণের টুকরা পাঠালেন। তিনি তা চার ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করে দিলেন। (এই চার ব্যক্তি হলেন,)

আকরা ইবনে হাবিস আল হানযালী—যিনি মাজাশিয়ী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, উয়াইনা ইবনে বদর আল ফারাযী, যায়েদ আত তাঈ যিনি বনু নাবহান গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং আলকামা ইবনে উলাসা আল আমেরী—যিনি বনু কিলাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এতে কুরাইশ ও আনসারগণ ক্ষুব্ধ হলেন এবং বলতে লাগলেন, তিনি (স) নজদবাসীদের নেতৃবৃন্দকে দিচ্ছেন আর আমাদেরকে উপেক্ষা করছেন। নবী (স) বললেন ঃ আমি তো তাদের (ইসলামের দিকে আকর্ষণ করার জন্য) মনোরঞ্জন করছি। তখন এক ব্যক্তি সামনে (এগিয়ে) আসল, যার চক্ষুদ্বয় কোটরাগত, গন্ডদ্বয় ঝুলে পড়া, কপাল উঁচু, দাড়ী ঘন এবং মাথা মুড়ানো ছিল। সে বলল, হে মুহাম্মাদ ! আল্লাহকে ভয় কর। তিনি জবাব দিলেন, আমিই যদি নাফরমানী করি, তাহলে আল্লাহর আনুগত্য করবে কে ? আল্লাহ আমাকে দুনিয়াবাসীর ওপর আমানতদার বানিয়েছেন। আর তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করো না ? তখন তাঁর কাছে জনৈক ব্যক্তি একে হত্যা করার অনুমতি চাইল। (আবু সাঈদ বলেন) আমার ধারণা, এ ব্যক্তি খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ছিলেন। কিন্তু নবী (স) তাঁকে নিষেধ করেন। (অভিযোগকারী) লোকটি যখন ফিরে চলে গেল, তখন নবী (স) বললেন ঃ এ ব্যক্তির বংশে অথবা এ ব্যক্তির পরে এমন একদল লোকের উদ্ভব হবে—যারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। দীন থেকে তারা এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায়। তারা হত্যা করবে ইসলামের অনুসারীদেরকে, আর মুক্তি ও অব্যাহতি দেবে মূর্তিপুজারীদেরকে। যদি আমি ততদিন বাঁচি তাহলে আদ জাতির মতো অবশ্যই তাদের হত্যা করবো।

٣٠٩٧- عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ -

৩০৯৭. আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ আমি নবী (স) থেকে فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ কে (মশহুর কিরাআত অনুযায়ী) পড়তে শুনেছি।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াজুজ মাজুজের কাহিনী।

আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ اِنَّ يَاْجُوجَ وَمَاْجُوجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ
"নিশ্চয়ই ইয়াজুজ ও মাজুজ (জাতি) জগতে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।"

৯-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ পাকের বাণী ঃ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ .... سَبَبًا **"(হে নবী) আপনার নিকট যুলকারনাঈন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। .... উল্লেখিত আয়াতের মধ্যে** سَبَبًا **শব্দটির অর্থ হলো চলাচলের পথ ও রাস্তা।**

যুলকারনাঈন সম্পর্কে কুরআনে আরও বলা হয়েছে ঃ اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ......

"(হে যুলকারনাঈন !) লোহার পাত আমার কাছে আন।" এখানে زُبَر **শব্দটি বহুবচন। এর এক বচন হচ্ছে** زُبْرَة **আর এর অর্থ হচ্ছে টুকরা।**

এ বিষয়ে আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

حَتّٰى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا حَتّٰى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا قَالَ اٰتُوْنِىْٓ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ـ

"শেষ পর্যন্ত যখন দুই পর্বতের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূর্ণরূপে ভরে দিল, তখন লোকদেরকে বলল, এখন তাতে ফুঁক দিতে থাক। শেষ পর্যন্ত যখন তা আগুনের ন্যায় উত্তপ্ত হল, তখন সে বলল, তোমরা গলিত সীসা আন, আমি তা-এর ওপর ঢেলে দেব।"

এ আয়াতে الصرفين। শব্দের অর্থে ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় যে, এর দ্বারা দু'টি পর্বতের কথা বুঝানো হয়েছে। আর এ সূরারই অন্যত্র বর্ণিত والسدين শব্দের অর্থও দু'টি পাহাড়। আর قطرا। শব্দের ব্যাখ্যায় লৌহগলিত পদার্থের কথাও বলা হয়। আর তার রং হলুদ হবার কথাও বলা হয়। ইবনে আব্বাস এ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে এর অর্থ হচ্ছে তাম্রগলিত পদার্থ।

আল্লাহ উক্ত সূরাতে আরো বলেন ঃ

فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا ـ

"এরপর ইয়াজুজ ও মাজুজ এ প্রাচীর অতিক্রম করতে পারল না। আর তাতে সুড়ংগ কাটতেও পারল না। যুলকারনাঈন বলল, এ হচ্ছে আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ ! আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি যখন এসে উপস্থিত হবে, তখন এসব ধূলিস্মাত করে দেবেন।"

আর دكاء মানে ধূলিস্মাত করে দেবেন। অর্থাৎ মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন। মানে মাটির সমান হয়ে যাবে। এ থেকেই বলা হয় ناقة دكاء অর্থাৎ যে উটের পিঠে কুঁজ নেই। জমিনের সমতল উপরিভাগের মতই তা সমান হয়ে আছে এবং কোথাও তা উপরের দিকে উঁচু হয়ে নেই। "এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিটি প্রতিশ্রুতিই সত্য।"

এ সূরায়ে আল্লাহ আরো বলেন ঃ

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِىْ بَعْضٍ ـ

"আর সেদিন আমি তাদের অনেককে ছেড়ে দেবো, তারা অনেকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তরঙ্গের মতো।"

অপর এক সূরায় আল্লাহ বলেন ঃ

حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ـ

"শেষ পর্যন্ত ইয়াজুজ মাজুজের জন্য পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে এবং তারা উচ্চস্থান (পাহাড়-পর্বত) হতে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে আসবে।"

কাতাদাহ্ বলেছেন, حدب অর্থ টিলা। জনৈক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে আরজ করল, আমি নকশীদার চাদরের ন্যায় যুলকারনাঈনের প্রাচীর দেখেছি। নবী (স) বললেন, তাহলে তুমি তা দেখেছ।

٣٠٩٨- عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهِ وَحَلَّقَ بِاِصْبَعِهِ الاِبْهَامِ وَالَّتِيْ تَلِيْهَا قَالَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ -

৩০৯৮. (উম্মুল মুমিনীন) উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান (উম্মুল মুমিনীন) যয়নাব বিনতে জাহশ থেকে বর্ণনা করেন, নবী (স) ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর (যয়নাবের) ঘরে তাশরীফ আনলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ! আরবের লোকদের সেই বিপদ হতে অনিষ্ট অনিবার্য যা অত্যাসন্ন হয়ে এসেছে। আজ ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীরে এই পরিমাণ ছিদ্র হয়ে গেছে। (এ কথা বলবার সময়) তিনি আপন শাহাদাত অঙ্গুলী বুড়ো আঙ্গুলের সাথে মিলিয়ে গোলাকৃতি করে (ছিদ্রের পরিমাণ) দেখালেন। যয়নাব বিনতে জাহশ বলেন, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের মাঝে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ লোকেরা বেঁচে থাকতেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, যখন ঘৃণ্য ও গোনাহের কার্যকলাপ অধিকমাত্রায় বেড়ে যাবে।

٣٠٩٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَتَحَ اللّٰهُ مِنْ رَدْمِ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مِثْلَ هٰذَا وَعَقَدَ بِيَدِهٖ تِسْعِيْنَ -

৩০৯৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ ইয়াজজু ও মাজুজের প্রাচীরে এই পরিমাণ ছিদ্র সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (এই বলে) তিনি আপন শাহাদাত অঙ্গুলীর মাথা বুড়ো আঙ্গুলের গোড়ায় লাগিয়ে ছিদ্রের পরিমাণ দেখালেন।

٣١٠٠- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا اٰدَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ فَيَقُوْلُ اَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ تِسْعَمِاءَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ فَعِنْدَهُ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَمَاهُمْ بِسُكَارٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَيُّنَا ذٰلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ اَبْشِرُوْا فَاِنَّ مِنْكُمْ رَجُلٌ وَمِنْ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ اَلْفٌ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ اِنِّيْ اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا

رُبُعَ اَهْــلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا فَقَالَ اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا فَقَالَ اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا فَقَالَ مَا اَنْتُمْ فِى النَّاسِ اِلاَّ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِىْ جِلْدِ ثَوْرٍ اَبْيَضَ اَوْ كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِى جِلْدِ ثَوْرٍ اَسْوَدَ ـ

৩১০০. আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, (হাশরের দিন) আল্লাহ তাআলা ডাকবেন, হে আদম ! তিনি আরজ করবেন, আমি হাজির আছি, সৌভাগ্যবান হয়েছি এবং সব রকমের কল্যাণ আপনার হাতেই নিবদ্ধ। আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিবেন, জাহান্নামী দলকে বের কর। আদম জিজ্ঞেস করবেন, জাহান্নামী দলের সংখ্যা কত ? আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন। সে সময় (চরম ভয়াবহ অবস্থার কারণে) শিশুরা বুড়ো হয়ে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। তুমি মানুষদেরকে নেশাগ্রস্ত উন্মাদ ও মাতালের মতো দেখতে পাবে। অথচ আসলে তারা মাতাল নয়। কিন্তু আল্লাহর আযাবই ভয়ঙ্কর। সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! (হাজার প্রতি মাত্র একজন জান্নাতী) সেই একজন আমাদের মধ্যে কে হবেন ? তিনি বললেন, তোমরা আনন্দিত হও। কেননা, তোমাদের মধ্য থেকে একজন এবং এক হাজারের বাকি (নয় শত নিরানব্বই জন) ইয়াজুজ মাজুজ হবে। তারপর তিনি বললেন, যার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম, আমি আশা করি, তোমরা (যারা আমার উম্মত তারা) সমস্ত জান্নাতবাসীর চার ভাগের এক ভাগ হবে। (আবু সাঈদ বলেন) আমরা (সাহাবীরা এই সুখবর শুনে) তাকবীর ধ্বনি দিয়ে উঠলাম। তিনি আবার বললেন, আমি আশা করি তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে। (এ কথা শুনে) আমরা পুনরায় তাকবীর ধ্বনি দিলাম। নবী (স) পুনরায় বলেন, আমি আশা করি, সমস্ত জান্নাতবাসীর তোমরাই অর্ধেক হবে। আমরা এবারও তাকবীর ধ্বনি দিলাম। অতপর তিনি বললেন, তোমরা তো অন্যান্য লোকদের মুকাবিলায় এমন—যেমন সাদা বলদের গায়ে কতিপয় কালো পশম কিংবা কালো বলদের গায়ে কতিপয় সাদা লোম।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ বাণী ঃ وَتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً **"এবং আল্লাহ ইবরাহীমকে খলিল (দোস্ত) বানিয়েছেন।" মহান আল্লাহর কালাম ঃ** اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ **"নিশ্চয়ই ইবরাহীম আল্লাহর প্রতি পূর্ণ অনুগত উম্মত ছিলেন।"**

আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ **"নিশ্চয়ই ইবরাহীম হৃদয়বান ও ধৈর্যশীল ছিলেন।" আবু মাইসারা বলেন, আবিসিনীয় ভাষায় দয়ালু ও দয়াবানকে** اواه **বলা হয়।**

٣١٠١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ثُمَّ قَرَأَ كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ وَاَوَّلُ مَنْ يُكْسٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمُ وَاِنَّ اُنَاسًا مِنْ اَصْحَابِىْ يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ اَصْحَابِىْ اَصْحَابِىْ فَيَقُوْلُ اِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَادُمْتُ فِيْهِمْ اِلٰى قَوْلِهِ الْحَكِيْمُ ـ

৩১০১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, নিশ্চয় তোমাদেরকে হাশরের ময়দানে নগ্ন পা, উলঙ্গ দেহ এবং খতনা বিহীন অবস্থায় হাযির করা হবে। অতপর তিনি (একথার প্রমাণ হিসেবে) এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন ঃ "আমি প্রথমে যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করব। এটি আমার অটল ওয়াদা (এর বাস্তবায়ন) আমার ওপর অপরিহার্য। আমি তা (পূরণ) করবই।" আর কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাঁকে কাপড় পরানো হবে তিনি হবেন ইবরাহীম (আ)। আর (সেদিন) আমার আসহাবগণের কয়েকজন লোককে পাকড়াও করে বাম দিকে (অর্থাৎ জাহান্নামের পথে) নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, (এরা তো) আমার আসহাব আমার আসহাব। এ সময় আল্লাহ তাআলা বলবেন, যখন আপনি তাদের থেকে চির বিদায় নেন, তখন এরা তাদের পূর্ব ধর্ম মতে ফিরে যায়।[৫] তখন আমি বলব, যেমন বলেছিলেন, আল্লাহর প্রিয় নেকবান্দা। [ঈসা আলাইহিস সালাম] হে আল্লাহ ! আমি যতদিন তাদের মাঝে বর্তমান ছিলাম, ততদিন আমি তাদের অবস্থার পর্যবেক্ষণকারী ছিলাম। যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিলেন, তখন আপনিই ছিলেন তাদের অবস্থা প্রত্যক্ষকারী। আপনি তো সব কিছুর ওপর প্রত্যক্ষদর্শী। যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন (তা দিতে পারেন) কেননা, এরা আপনারই গোলাম। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন, (তাও করতে পারেন) কারণ, আপনি মহা ক্ষমতাবান এবং মহা প্রজ্ঞার অধিকারী।

٣١٠٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَلْقَى اِبْرَاهِيْمُ اَبَاهُ اٰزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلٰى وَجْهِ اٰزَرَ قَتَرَةٌ غَبَرَةٌ فَيَقُوْلُ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ لاَ تَعْصِنِىْ فَيَقُوْلُ اَبُوْهُ فَالْيَوْمَ لاَ اَعْصِيْكَ فَيَقُوْلُ اِبْرَاهِيْمُ يَارَبِّ اِنَّكَ وَعَدْتَنِىْ اَنْ لاَ تُخْزِيَنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ فَاَىُّ خِزْىٍ اَخْزٰى مِنْ اَبِى الْاَبْعَدِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنِّىْ حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ثُمَّ يُقَالُ يَا اِبْرَاهِيْمُ مَاتَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَاِذَا هُوَ بِذِيْخٍ مُلْتَطِخٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقٰى فِى النَّارِ -

৩১০২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) ইরশাদ করেছেন, ইবরাহীম কিয়ামতের দিন তাঁর পিতা আযরের দেখা পাবেন। তখন আযরের চেহারা কালিমাযুক্ত ও ধূলা বালি মাখা থাকবে। ইবরাহীম তাকে বলবেন, আমি কি আপনাকে (দুনিয়ায়) বলিনি যে, আমার নাফরমানী করবেন না ? তখন তাঁর পিতা বলবেন, আজ আর তোমার কথা অমান্য করব না। অতপর ইবরাহীম (আল্লাহর নিকট) ফরিয়াদ করবেন, হে প্রভু, আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, হাশরের দিন আপনি আমাকে লজ্জিত করবেন না। (আপনার রহমত থেকে বঞ্চিত) আমার পিতার অপমানের চাইতে অধিক অপমান আমার জন্য আজ আর কি হতে পারে ? আল্লাহ তখন বলবেন, আমি চিরতরে কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। পুনরায় বলা হবে, হে ইবরাহীম ! তোমার পদতলে কি ?

৫. এখানে রসূল (স)-এর কোন বিখ্যাত বা পরিচিত সাহাবী উদ্দেশ্য নয়। বরং সে যুগের গ্রামীণ আরবের কিছু লোক, যারা রসূলের ইন্তিকালের পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, তাদের দিকেই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তখন তিনি নীচের দিকে তাকাবেন, হঠাৎ দেখতে পাবেন, সেখানে (তাঁর পিতার স্থানে) সর্বশরীরে ঘৃণ্য রক্তমাখা একটি মুর্দার খোর জানোয়ার পড়ে রয়েছে। তার চার পা বেঁধে জাহান্নামে ছুঁড়ে মারা হবে।[৬]

٣١٠٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ وَجَدَ فِيْهِ صُوْرَةَ اِبْرَاهِيْمَ وَصُوْرَةَ مَرْيَمَ فَقَالَ اَمَا لَهُمْ فَقَدْ سَمِعُوْا اَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ هٰذَا اِبْرَاهِيْمُ مُصَوَّرٌ لَهُ يَسْتَقْسِمُ -

৩১০৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কাবা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাতে ইবরাহীম ও মরিয়মের ছবি দেখতে পেলেন। তখন বললেন, কুরাইশদের কি হল ? অথচ তারা তো শুনতে পেয়েছে যে, যে ঘরে কোন (প্রাণীর) ছবি থাকবে, সেখানে ফেরেশতাগণ ঢুকেন না। এটি ইবরাহীমের ছবি বানান হয়েছে। তাও আবার তিনি ভাগ্যের বাণ নিক্ষেপরত অবস্থায় অথচ তিনি এর থেকে মুক্ত।

٣١٠٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَاَى الصُّوَرَ فِى الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ حَتّٰى اَمَرَ بِهَا فَمُحِيَتْ وَرَاَى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ بِاَيْدِيْهِمَا الْاَزْلاَمَ فَقَالَ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اِنِ اسْتَقْسَمَا بِالْاَزْلاَمِ قَطُّ -

৩১০৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যখন নবী (স) কাবা ঘরে ছবিসমূহ দেখতে পেলেন, তখন যে পর্যন্ত তাঁর নির্দেশে তা মিটিয়ে ফেলা না হল, সে পর্যন্ত তিনি তাতে ঢুকলেন না। তিনি দেখতে পেলেন, ইবরাহীম ও ইসমাঈলের হাতে ভাগ্য নির্ধারণের তীর। অতপর নবী (স) ইরশাদ করলেন, কুরাইশদের ওপর আল্লাহ লানত করুন ! আল্লাহর কসম ! তারা দু'জন কখনো ভাগ্য নির্ধারণের তীর নিক্ষেপ করেননি।[৭]

٣١٠٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اَتْقَاهُمْ فَقَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَيُوْسُفُ نَبِيُّ اللّٰهِ ابْنُ نَبِيِّ اللّٰهِ ابْنِ نَبِيِّ اللّٰهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَمَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُوْنَ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلاَمِ اِذَا فَقِهُوْا -

৩১০৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একদা রসূলুল্লাহ (স)-কে] জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল ! মানুষের মধ্যে সব চেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে ? তিনি জবাব দিলেন, যে সবচেয়ে বেশী মুত্তাকি। লোকেরা বলল, আমরা তো এ ব্যাপারে আপনাকে প্রশ্ন করিনি। তিনি বললেন, তাহলে (সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি) আল্লাহর নবী

৬. এভাবে আযরের আকৃতির বিবর্তন ঘটিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে এবং ইবরাহীম (আ)-কে অপমান হতে বাঁচান হবে।

৭. আরবের রীতি ছিল, কেউ কোন কাজে বা সফরে বের হলে সে তীর দ্বারা কাজের শুভাশুভ নির্ণয় করত। এসব তীরে শুভ বা অশুভ সূচক কথা লেখা থাকত। এটা ইসলামে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

ইউসুফ ইবনে আল্লাহর নবী (ইয়াকুব) ইবনে আল্লাহর নবী (ইসহাক) ইবনে আল্লাহর নবী (ইবরাহীম) খলীলুল্লাহ। তারা বলল, আমরা এ ব্যাপারে আপনাকে প্রশ্ন করিনি। তখন তিনি বললেন, তাহলে কি তোমরা আরবের গোত্র ও গোষ্ঠীসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছ? জাহেলিয়াতের (প্রাক ইসলামের) যুগে তাদের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, ইসলামেও তিনিই সর্বোত্তম। তবে শর্ত হল যখন তিনি ইসলামী জ্ঞান অর্জন করেন।

٣١٠٦- عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَانِى اللَّيْلَةَ اٰتِيَانِ فَاَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ طَوِيْلٍ لاَ اَكَادُ اَرٰى رَاْسَهُ طُوْلاً وَاِنَّهُ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ -

৩১০৬. সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আজ রাতে (স্বপ্নে) আমার কাছে দু'জন লোক আসলেন। তখন (এ দু'জনসহ) আমরা এক দীর্ঘদেহী ব্যক্তির নিকট গেলাম। খুব লম্বা হওয়ার কারণে আমি তাঁর মাথা দেখতে পারছিলাম না। আসলে তিনি ছিলেন ইবরাহীম (আ)।

٣١٠٧- عَنْ مُجَاهِدٍ اِنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَذَكَرُوْا لَهُ الدَّجَّالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوْبٌ كَافِرٌ اَوْ ك ف ر قَالَ لَمْ اَسْمَعْهُ وَلٰكِنَّهُ قَالَ اَمَّا اِبْرَاهِيْمُ فَانْظُرُوْا اِلٰى صَاحِبِكُمْ وَاَمَّا مُوْسٰى فَجَعْدٌ اٰدَمُ عَلٰى جَمَلٍ اَحْمَرَ مَخْطُوْمٍ بِخُلْبَةٍ كَاَنِّى انْظُرُ اِلَيْهِ اِنْحَدَرَ فِى الْوَادِىْ يُكَبِّرُ -

৩১০৭. মুজাহিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি আব্বাসের কাছে শুনেছেন, তাঁর সামনে লোকেরা দাজ্জাল সম্পর্কে উল্লেখ করছিল যে, তার দু'চোখের মাঝখানে (কপালে) কাফের কিংবা কাফ্, ফা, রা লিখিত রয়েছে। ইবনে আব্বাস বললেন, আমি তা [নবী (স) থেকে] শুনিনি। বরং আমি এটি শুনেছি যে, নবী (স) বলেছেন, যদি তোমরা ইবরাহীম (আ)-কে দেখতে চাও, তাহলে তোমাদের সাথী [আমি মুহাম্মাদ (স)-কে] দেখ। (বাকি) রইলেন মূসা (আ)। অতপর তিনি হলেন ঘন চুলের অধিকারী তামাটে রং বিশিষ্ট, একটি লাল উটের ওপর উপবিষ্ট, যার নাকের রজ্জু হল খেজুর গাছের ছালের তৈরী। আমি যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি তিনি উপত্যকায় অবতরণ করছেন, তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছেন।

٣١٠٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ اِبْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُوْمِ -

৩১০৮. আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, নবী ইবরাহীম (আ) স্বয়ং নিজ হাতে কুঠার জাতীয় অস্ত্র (যেমন বাইস) দ্বারা নিজের খাতনা করেছিলেন এবং তখন তাঁর বয়স ছিল আশি বছর।

٣١٠٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمُ اِلاَّ ثَلاَثًا -

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ

فِىْ ذَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلُهُ اِنِّى سَقِيْمٌ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ اِذْ اَتٰى عَلٰى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ هَاهُنَا رَجُلاً مَعَهُ اِمْرَأَةٌ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَسَاَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قَالَ اُخْتِىْ فَاَتٰى سَارَةَ قَالَ يَا سَــرَةُ لَيْسَ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِىْ وَغَيْرُكِ وَاِنَّ هٰذَا سَاَلَنِىْ فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّكِ اُخْتِىْ فَلاَ تُكَذِّبِيْنِىْ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهٖ فَاُخِذَ فَقَالَ اُدْعِىْ اللّٰهَ لِىْ وَلاَ اَضُرُّكِ فَدَعَتِ اللّٰهَ فَاُطْلِقَ ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ فَاُخِذَ مِثْلَهَا اَوْ اَشَدَّ فَقَالَ اُدْعِى اللّٰهَ لِىْ وَلاَ اَضُرُّكِ فَدَعَتْ فَاُطْلِقَ فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهٖ فَقَالَ اِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُوْنِى بِاِنْسَانٍ اِنَّمَا اَتَيْتُمُوْنِىْ بِشَيْطَانٍ فَاَخْدَمَهَا هَاجَرَ فَاَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فَاَوْمَا بِيَدِهٖ مَهْيَا قَالَتْ رَدَّ اللّٰهُ كَيْدَ الْكَافِرِ اَوِ الْفَاجِرِ فِىْ نَحْرِهٖ وَاَخْدَمَ هَاجَرَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ تِلْكَ اُمُّكُمْ يَا بَنِىْ مَاءِ السَّمَاءِ ـ

৩১০৯. আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ইবরাহীম (আ) কখনও মিথ্যা বলেননি ; তবে তিনবার। (অন্য বর্ণনায় আছে) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবরাহীম (আ) তিনবার মাত্র মিথ্যা বলেছেন। এর মধ্যে দু'বার ছিল আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে। যেমন তিনি বলেছিলেন, 'আমি পীড়িত' এবং তাঁর অপর কথাটি ছিল "বরং তাদের এই বড় মূর্তিটিই তো করেছে।" বর্ণনাকারী বলেন, একদা ইবরাহীম (আ) ও (তাঁর পত্নী) সারা এক জালিম শাসনকর্তার এলাকায় (মিসরে) এসে পৌছলেন। শাসনকর্তাকে খবর দেয়া হল যে, এই এলাকায় একজন বিদেশী লোক এসেছে। তার সাথে আছে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা এক রমণী। রাজা তখন ইবরাহীম (আ)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে আনলেন। সে তাঁকে রমণীটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল ঃ এই রমণীটি কে ? ইবরাহীম (আ) জবাব দিলেন, আমার বোন। অতপর তিনি সারার কাছে আসলেন এবং বললেন, হে সারা, আমি এবং তুমি ছাড়া জমীনের ওপর আর কোন মুমিন নেই। এই লোকটি আমাকে (তোমার সম্বন্ধে) জিজ্ঞেস করেছিল। আমি তাকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। সুতরাং আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর না। তারপর রাজা সারার নিকট (তাঁকে আনার জন্য) লোক পাঠাল। সারা যখন রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন এবং রাজা তাঁর দিকে হাত বাড়ালো তখনই সে (আল্লাহর গযবে) পাকড়াও হল। জালিম (অবস্থা বেগতিক দেখে সারাকে) বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর ; আমি তোমাকে কোন কষ্ট দেব না। তখন সারা আল্লাহর কাছে (তার জন্য) দোয়া করলেন। ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। জালিম আবার তাঁর দিকে হাত বাড়াল। তখনই পূর্বের অনুরূপ কিংবা আরো ভয়ঙ্কর গযবে পতিত হল। এবারও বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। আবারও তিনি দোআ করলেন এবং সে মুক্তি পেয়ে গেল। অতপর রাজা তার কোন একজন দারওয়ানকে ডাকল এবং বলল, তোমরা

আমার কাছে কোন মানুষকে আননি। এনেছ একজন শয়তানকে। পরে রাজা সারার খেদমতের জন্য 'হাজেরা' (নামে এক রমণী)-কে দান করল। অতপর সারা ইবরাহীম (আ)-এর কাছে এসে গেল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। (নামাযের অবস্থায়) হাতের ইশরায় সারাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ঘটল ? সারা বলল, আল্লাহ্ জালিম কাফেরের চক্রান্ত তারই বক্ষে উল্টো নিক্ষেপ করেছেন অর্থাৎ নস্যাৎ করে দিয়েছেন। আর রাজা 'হাজেরা'কে আমার খেদমতের জন্য দান করেছে।

আবু হুরাইরা (রা) (হাদীস বর্ণনান্তে) বললেন, হে আকাশের পানির সন্তান—অর্থাৎ হে আরববাসীগণ ! এ 'হাজেরা'ই তোমাদের আদি মাতা।

٣١١٠- عَنْ أُمِّ شَرِيْكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَقَالَ كَانَ يَنْفُخُ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

৩১১০. উম্মে শারীক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) গিরগিটী (রক্তচোষা ও কাঁকলাশও বলা হয়) মারার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, যে অগ্নিকুন্ডে ইবরাহীম (আ) নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, তাতে (আগুনকে আরও প্রজ্জ্বলিত করার উদ্দেশ্যে) গিরগিটী ফুঁ দিয়েছিল।

٣١١١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ لَيْسَ كَمَا تَقُوْلُوْنَ لَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ بِشِرْكٍ اَوَلَمْ تَسْمَعُوْا اِلٰى قَوْلِ لُقْمَانَ لِاِبْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ -

৩১১১. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াতটি (যার অনুবাদ এই) "যারা ঈমান এনেছে এবং তারা তাদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশিয়ে ফেলেনি অর্থাৎ কুফরী করেনি," নাযিল হল, তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের ওপর জুলুম করেনি ? তিনি বললেন, তোমরা যেরূপ বলছ, ব্যাপারটি তা নয়। বরং এ জুলুম-এর অর্থ–শিরক। তোমরা কি লোকমানের কথা শুননি ? তিনি তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন, "হে আমার পুত্র ! আল্লাহর সাথে কোনরূপ শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক এক বিরাট জুলুম।"

১১-অনুচ্ছেদ ঃ দ্রুত চলার বর্ণনা।

٣١١٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بِلَحْمٍ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَجْمَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيْ وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُوْ الشَّمْسُ مِنْهُمْ فَذَكَرَ حَدِيْثَ الشَّفَاعَةِ فَيَاْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ نَبِيُّ اللّٰهِ

وَخَلِيْلُهُ مِنَ الْاَرْضِ اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ فَيَقُوْلُ فَذَكَرَ كَذْبَاتِهِ نَفْسِىْ نَفْسِىْ اِذْهَبُوْا اِلٰى مُوْسٰى * تَابَعَهُ اَنَسٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ـ

৩১১২. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদিন নবী (স)-এর সামনে গোশত পেশ করা হল, তখন তিনি বললেন : নিশ্চয় আল্লাহ কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে এক সমতল ময়দানে জমায়েত করবেন। আহবানকারী তাদের সকলকে (তার ডাক) শোনাতে পারবে এবং দর্শকের দৃষ্টিও সকলের ওপর পড়বে এবং সূর্য তাদের অতি নিকটে এসে যাবে। অতপর তিনি শাফায়াতের হাদীসটি বর্ণনা করলেন যে, পরিশেষে সমস্ত মানুষ (হাশরের ময়দানে) ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আসবে এবং বলবে, দুনিয়ায় আপনি আল্লাহর নবী ও তাঁর খলীফা (দোস্ত) ছিলেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর কাছে শাফায়াত করুন। তখন তিনি তাঁর মিথ্যা কথাগুলো উল্লেখ করে বলবেন, নাফসী ! নাফসী ! তোমরা মূসার কাছে যাও।[৮]

অনুরূপ হাদীস আনাসও নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣١١٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ اُمَّ اِسْمٰعِيْلَ لَوْلَا اَنَّهَا عَجِلَتْ لَكَانَ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِيْنًا ـ

৩১১৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, ইসমাঈলের মা (হাজেরা)-এর ওপর আল্লাহ রহম করুন। যদি তিনি তাড়াতাড়ি না করতেন, তাহলে যমযম অবশ্যই (কূপ না হয়ে) প্রবহমান ঝর্ণায় পরিণত হত।

٣١١٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ اُمِّ اِسْمٰعِيْلَ اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لَتُعَفِّيَ اَثَرَهَا عَلٰى سَارَةَ ثُمَّ جَاءَ بِهَا اِبْرَاهِيْمُ وَبِاَبْنِهَا اِسْمٰعِيْلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ حَتّٰى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِىْ اَعْلَى الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ

---

৮. হাশরের ময়দানের সেই ভয়ঙ্কর অবস্থা এবং আল্লাহ তাআলার গযব ও ক্রোধ দেখে সব নবীই ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী করবেন। ইবরাহীম (আ) যে তিনটি দ্ব্যর্থবোধক কথা ব্যবহার করেছেন, যা প্রকাশ্যে মিথ্যা হলেও প্রকৃত অর্থে তা সত্য ছিল, কিন্তু তবুও এজন্য তিনি কোন অসুবিধায় পড়েন কি না, সেই চিন্তায় অস্থির থাকবেন। একটু বিশ্লেষণ করলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হবে। কারণ তিনি বলেছিলেন, আমি পীড়িত। অর্থাৎ তোমাদের শিরক ও কুফরী আমাকে মানসিকভাবে পীড়িত করেছে। কাজেই তোমাদের ঐ শিরকের মেলায় আমি যেতে পারছি না। দ্বিতীয়ত তিনি বলেছিলেন, ঐ বড় মূর্তিটিকে জিজ্ঞেস করো, সেই এই কাজ করেছে। অর্থাৎ আশ্চর্যের ব্যাপার, তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছো। অথচ এই মূর্তিগুলোকে আল্লাহ বলে পূজা করো। এদের অসীম ক্ষমতা আছে বলে মনে করো। কিন্তু এরা নিজেদেরকেই রক্ষা করতে পারে না এবং তাদেরকে কে ভেঙ্গেছে তা বলতে পারে না। কাফেরদেরকে এ সত্য উপলব্ধি করাবার জন্য যে এরা আল্লাহ নয় তিনি মিথ্যার আবরণে ঢেকে এ সত্য কথাটি বলেছিলেন। তৃতীয়ত তিনি সারাকে নিজের বোন বলেছিলেন। আসলে সকল মু'মিন পরস্পর ভাইবোন। কুরআনেই একথা বলা হয়েছে। এদিক দিয়ে বিপদ এড়াবার জন্য তিনি কথাটি এভাবে বলেছিলেন। তাছাড়া এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, হযরত সারা ছিলেন হযরত ইবরাহীমের চাচাত বোন। এভাবে এ তিনটি কথা মূলত সত্য।—সম্পাদক

بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ اَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ
تَمْرٌ وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ ثُمَّ قَفَّى اِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا فَتَبِعَتْهُ اُمُّ اِسْمَعِيلَ فَقَالَتْ يَا
اِبْرَاهِيمُ اَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهٰذَا الْوَادِي الَّذِيْ لَيْسَ فِيهِ اِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ فَقَالَتْ لَهُ
ذٰلِكَ مِرَارًا وَجَعَلَ لاَ يَلْتَفِتُ اِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ اللّٰهُ الَّذِيْ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ
اِذَنْ لاَ يُضَيِّعُنَا ثُمَّ رَجَعَتْ فَانْطَلَقَ اِبْرَاهِيمُ حَتّٰى اِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ
لاَ يَرَوْنَهُ اِسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَبِّ
اِنِّي اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ حَتّٰى بَلَغَ يَشْكُرُوْنَ وَجَعَلَتْ اُمُّ اِسْمَعِيلَ
تُرْضِعُ اِسْمَعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَاءِ حَتّٰى اِذَا نَفِدَ مَافِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ
وَعَطِشَ اِبْنُهَا وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ اِلَيْهِ يَتَلَوّٰى اَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ اَنْ تَنْظُرَ
اِلَيْهِ فَوَجَدَتِ الصَّفَا اَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الْاَرْضِ يَلِيْهَا فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ
الْوَادِيْ تَنْظُرُ هَلْ تَرٰى اَحَدًا فَلَمْ تَرَ اَحَدًا فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتّٰى اِذَا بَلَغَتْ
الْوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الْاِنْسَانِ الْمَجْهُوْدِ حَتّٰى جَاوَزَتِ
الْوَادِيَ ثُمَّ اَتَتِ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَرٰى اَحَدًا فَلَمْ تَرَ اَحَدًا فَفَعَلَتْ
ذٰلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ -

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَذٰلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا اَشْرَفَتْ
عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ صَهٍ تُرِيْدُ نَفْسَهَا ثُمَّ تَسَمَّعَتْ فَسَمِعَتْ اَيْضًا
فَقَالَتْ قَدْ اَسْمَعْتَ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ غُوَاثٌ فَاِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ
فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ اَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ حَتّٰى ظَهَرَ الْمَاءُ فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُوْلُ بِيَدِهَا
هٰكَذَا وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِيْ سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُوْرُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ ۔

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ اُمَّ اِسْمَعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ
اَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِيْنًا قَالَ فَشَرِبَتْ وَاَرْضَعَتْ
وَلَدَهَا فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ لاَ تَخَافُوا الضَّيْعَةَ فَاِنَّ هَاهُنَا بَيْتَ اللّٰهِ يَبْنِيْ هٰذَا الْغُلاَمُ
وَاَبُوْهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يُضِيْعُ اَهْلَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الْاَرْضِ كَالرَّابِيَةِ تَاْتِيْهِ

السَّيُوْلُ فَتَاْخُذُ عَنْ يَمِيْنِه وَشِمَالِه فَكَانَتْ كَذٰلِكَ حَتّٰى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ
جُرْهُمَ اَوْ اَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمَ مُقْبِلِيْنَ مِنْ طَرِيْقِ كَدَاءٍ فَنَزَلُوْا فِيْ اَسْفَلِ مَكَّةَ
فَرَاَوْا طَائِرًا عَائِفًا فَقَالُوْا اِنَّ هٰذَا الطَّائِرَ لَيَدُوْرُ عَلٰى مَاءٍ لَعَهْدُنَا بِهٰذَا الْوَادِيْ
وَمَا فِيْهِ مَاءٌ فَاَرْسَلُوْا جَرِيًّا اَوْ جَرِيَّيْنِ فَاِذَا هُمْ بِالْمَاءِ فَرَجَعُوْا فَاَخْبَرُوْهُمْ بِالْمَاءِ
فَاَقْبَلُوْا قَالَ وَاُمُّ اِسْمٰعِيْلَ عِنْدَ الْمَاءِ فَقَالُوْا اَتَاْذَنِيْنَ لَنَا اَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ فَقَالَتْ
نَعَمْ وَلٰكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ
فَاَلْفٰى ذٰلِكَ اُمَّ اِسْمٰعِيْلَ وَهِيَ تُحِبُّ الْاِنْسَ فَنَزَلُوْا وَاَرْسَلُوْا اِلٰى اَهْلِيْهِمْ فَنَزَلُوْا
مَعَهُمْ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِهَا اَهْلُ اَبْيَاتٍ مِنْهُمْ وَشَبَّ الْغُلَامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ
وَاَنْفَسَهُمْ وَاَعْجَبَهُمْ حِيْنَ شَبَّ فَلَمَّا اَدْرَكَ زَوَّجُوْهُ اِمْرَاَةً مِنْهُمْ وَمَاتَتْ اُمُّ اِسْمٰعِيْلَ
فَجَاءَ اِبْرَاهِيْمُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ اِسْمٰعِيْلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ فَلَمْ يَجِدْ اِسْمٰعِيْلَ فَسَاَلَ
اِمْرَاَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِيْ لَنَا ثُمَّ سَاَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ
بِشَرٍّ نَحْنُ فِيْ ضِيْقٍ وَشِدَّةٍ فَشَكَتْ اِلَيْهِ قَالَ فَاِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِيْ عَلَيْهِ
السَّلَامَ وَقُوْلِيْ لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَاءَ اِسْمٰعِيْلُ كَاَنَّهُ اٰنَسَ شَيْئًا فَقَالَ
هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ اَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا فَسَاَلَنَا عَنْكَ فَاَخْبَرْتُهُ
وَسَاَلَنِيْ كَيْفَ عَيْشُنَا فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّا فِيْ جَهْدٍ وَشِدَّةٍ قَالَ فَهَلْ اَوْصَاكِ بِشَيْءٍ
قَالَتْ نَعَمْ اَمَرَنِيْ اَنْ اَقْرَاَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكِ
اَبِيْ وَقَدْ اَمَرَنِيْ اَنْ اُفَارِقَكِ الْحَقِيْ بِاَهْلِكِ فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ اُخْرٰى فَلَبِثَ عَنْهُمْ
اِبْرَاهِيْمُ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَدَخَلَ عَلٰى اِمْرَاَتِهِ فَسَاَلَهَا
عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِيْ لَنَا قَالَ كَيْفَ اَنْتُمْ وَسَاَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ
فَقَالَتْ نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ وَاَثْنَتْ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ مَاطَعَامُكُمْ قَالَتِ اللَّحْمُ
قَالَ فَمَا شَرَابُكُمْ قَالَتِ الْمَاءُ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ -

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيْهِ قَالَ
فَهُمَا لَا يَخْلُوْ عَلَيْهِمَا اَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ اِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ قَالَ فَاِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِيْ

عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَمُرِيْهِ يُثْبِتُ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَاءَ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ هَلْ اَتَاكُمْ مِنْ اَحَدٌ قَالَتْ نَعَمْ اَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَاَثْنَتْ عَلَيْهِ فَسَاَلَنِىْ عَنْكَ فَاَخْبَرْتُهُ فَسَاَلَنِىْ كَيْفَ عَيْشُنَا فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّا بِخَيْرٍ قَالَ فَاَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ هُوَ يَقْرَاُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَيَاْمُرُكَ اَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكَ اَبِى وَاَنْتِ الْعَتَبَةُ اَمَرَنِىْ اَنْ اُمْسِكَكِ ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُم مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاِسْمٰعِيْلُ يَبْرِى نَبْلاً لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيْبًا مِنْ زَمْزَمَ فَلَمَّا رَاٰهُ قَامَ اِلَيْهِ فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ثُمَّ قَالَ يَا اِسْمٰعِيْلُ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ بِاَمْرٍ قَالَ فَاصْنَعْ مَا اَمَرَكَ رَبُّكَ قَالَ وَتُعِيْنُنِىْ ؟ قَالَ وَاُعِيْنُكَ قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ اَنْ اَبْنِىَ هَاهُنَا بَيْتًا وَاَشَارَ اِلٰى اَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلٰى مَا حَوْلَهَا قَالَ فَعِنْدَ ذٰلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ فَجَعَلَ اِسْمٰعِيْلُ يَاْتِىْ بِالْحِجَارَةِ وَاِبْرَاهِيْمُ يَبْنِى حَتّٰى اِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهٰذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِىْ وَاِسْمٰعِيْلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُوْلاَنِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ قَالَ فَجَعَلاَ يَبْنِيَانِ حَتّٰى يَدُوْرَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُوْلاَنِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

৩১১৪. ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, নারীজাতি সর্ব প্রথম ইসমাঈল (আ)-এর মাতা (হাজেরা) থেকেই কোমরবন্ধ বানানো শিখেছে। হাজেরা সারা থেকে আপন নিদর্শনাবলী গোপন করার উদ্দেশেই কোমরবন্ধ লাগাতেন। অতপর (উভয়ের মনোমালিন্য চরমে পৌছলে আল্লাহর আদেশে) ইবরাহীম (আ) হাজেরা ও তাঁর শিশুপুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে (নির্বাসন দানের জন্য) বের হলেন। পথে হাজেরা শিশুকে দুধ পান করাতেন। শেষ পর্যন্ত ইবরাহীম (আ) তাদের উভয়কে নিয়ে যেখানে খানা এ কাবা অবস্থিত সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং মসজিদের উচুঁ অংশে যমযমের উপরিস্থ এক বিরাট বৃক্ষতলে তাদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল কোন জনমানব, না ছিল পানির কোনরূপ ব্যবস্থা। অতপর সেখানেই তাদেরকে রেখে গেলেন এবং একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে স্বল্প পরিমাণ পানি দিয়ে গেলেন। তারপর ইবরাহীম (আ) (নিজ গৃহ অভিমুখে) ফিরে চললেন। ইসমাঈলের মাতা (হাজেরা) তাঁর পিছু পিছু ছুটে আসলেন এবং চীৎকার করে বলতে লাগলেন, হে ইবরাহীম ! কোথায় চলে যাচ্ছ ? আর আমাদেরকে রেখে যাচ্ছ এমন এক ময়দানে, যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী, না আছে (পানাহারের) কোন বস্তু। তিনি বার বার একথা বলতে লাগলেন। কিন্তু ইবরাহীম (আ) সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। তখন হাজেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, (এই নির্বাসন)-এর

আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। (জবাব শুনে) হাজেরা বললেন, তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস ও বরবাদ করবেন না। তারপর তিনি ফিরে আসলেন। ইবরাহীমও (পেছনে না চেয়ে) সামনে চললেন। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে এসে পৌঁছলেন, যেখানে স্ত্রী পুত্র আর তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল না, তখন তিনি কাবা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং দু'হাত তুলে এই দোয়া করলেন ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার পবিত্র ঘরের নিকটে এমন এক ময়দানে আমার সন্তান ও পরিজনের বসতি স্থাপন করে যাচ্ছি, যা কৃষির অনুপযোগী (এবং জনশূন্য মুরুভূমি)। হে প্রভু ! উদ্দেশ্য এই, তারা সালাত (নামায) কায়েম করবে। অতএব তুমি লোকদের মনকে এদিকে আকৃষ্ট করে দাও এবং (হে আল্লাহ) প্রচুর ফলফলাদি দিয়ে এদের রিযিক-এর ব্যবস্থা করে দাও। যাতে করে তারা (তোমার নিয়ামতের) শোকরিয়া আদায় করতে পারে।"

[অতপর ইবরাহীম (আ) চলে গেলেন] তখন ইসমাঈলের মাতা ইসমাঈলকে (নিজের বুকের) দুধ খাওয়াতেন আর নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। পরিশেষে মশকে যা পানি ছিল তা ফুরিয়ে গেল। তখন তিনি নিজেও তৃষ্ণার্ত হলেন এবং (এ কারণে বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায়) তাঁর শিশু পুত্রটিও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুর প্রতি দেখতে লাগলেন, (পিপাসায়) শিশুর বুক ধড়ফড় করছে কিংবা বলেছেন, সে জমিনে ছটফট করছে। শিশু পুত্রের (এই করুণ অবস্থার) দিকে তাকানো তাঁর পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠল। তিনি সরে পড়লেন এবং তাঁর অবস্থানের সংলগ্ন পর্বত 'সাফা'-কেই একমাত্র নিকটতম পর্বত হিসেবে পেলেন অতপর তিনি এর উপর উঠে দাঁড়ালেন, তারপর ময়দানের দিকে মুখ করলেন, এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখলেন কাউকে দেখা যায় কি না। কিন্তু না কাউকে তিনি দেখলেন না। তখন দ্রুত সাফা পর্বত থেকে নেমে পড়লেন। যখন তিনি নীচু ময়দানে পৌঁছলেন তখন আপন কামিজের এক দিক তুলে একজন শ্রান্তক্লান্ত ব্যক্তির ন্যায় দৌড়ে চললেন। শেষে ময়দান অতিক্রম করলেন, মারওয়া পাহাড়ের নিকট এসে গেলেন এবং তার উপর উঠে দাঁড়ালেন। অতপর চারদিকে নজর করলেন, কাউকে দেখতে পান কি না। কিন্তু কাউকে দেখলেন না। (মানুষের খোঁজে) তিনি (পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে) অনুরূপভাবে সাতবার (দৌড়াদৌড়ি) করলেন।

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন। নবী (স) বলেছেন, এ জন্যেই (হজ্জের সময়) মানুষ এই পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে (সাতবার) সায়ী বা দৌড়াদৌড়ি করে। (এবং এটা হজ্জের একটি অঙ্গ।)

অতপর যখন তিনি (শেষবার) মারওয়া পাহাড়ের উপর উঠলেন, একটি আওয়াজ শুনলেন। তখন নিজেকেই নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা কর (মনোযোগ দিয়ে শোন)। তিনি (একাগ্রতার সাথে ঐ আওয়াজের দিকে) কান দিলেন। আবারও শব্দ শুনলেন। তখন বললেন, তোমার আওয়াজ তো শুনছি। যদি তোমার কাছে সাহায্যকারী কেউ থাকে তবে আমায় সাহায্য কর। অকস্মাৎ তিনি, যমযম যেখানে অবস্থিত সেখানে একজন ফেরেশতাকে দেখতে পেলেন। সেই ফেরেশতা আপন পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত

করলেন। কিংবা তিনি বলেছেন—আপন ডানা দ্বারা আঘাত হানলেন। ফলে (আঘাতের স্থান থেকে) পানি উপচে উঠতে লাগল। হাজেরা এর চার পাশে আপন বাঁধ দিয়ে তাকে হাউযের আকার দান করলেন এবং অঞ্জলি ভরে তাঁর মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। হাজেরার অঞ্জলি ভরার পরে পানি উছলে উঠতে লাগল।

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ ইসমাঈলের মাতাকে রহম করুন—যদি তিনি যমযমকে (বাঁধ না দিয়ে ঐভাবে) ছেড়ে দিতেন, কিংবা তিনি বলেছেন, যদি তিনি অঞ্জলি ভরে ভরে পানি (মশকে) না ভরতেন, তাহলে যমযম (কূপ না হয়ে) হতো একটি প্রবহমান ঝরণা।

বর্ণনাকারী বলেন, অতপর হাজেরা পানি পান করলেন এবং শিশুপুত্রকেও দুধ পান করালেন। তখন ফেরেশতা তাঁকে বললেন, ধ্বংসের কোন আশংকা আপনি করবেন না। কেননা, এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। এই শিশু তার পিতার সাথে মিলে এটি পুনঃ নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ তাঁর পরিজনকে কখনও ধ্বংস করেন না। ঐ সময় বায়তুল্লাহ (আল্লাহর ঘরের পরিত্যক্ত স্থানটি) জমিন থেকে টিলার ন্যায় উঁচু ছিল। বন্যার পানি আসতো এবং তার ডান বাম থেকে ভেঙ্গে নিয়ে যেতো।

হাজেরা এভাবেই দিন যাপন করছিলেন। শেষ পর্যন্ত (ইয়ামন দেশীয়) 'জুরহুম' গোত্রের একদল লোক তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে গেল। কিংবা তিনি বলেছেন, 'জুরহুম' গোত্রের কিছু লোক 'কাদা'-র পথে (এদিকে) আসছিল। তারা মক্কার নীচুভূমিতে অবতরণ করল এবং দেখতে পেল কতগুলো পাখী চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয় এ পাখীগুলো পানির ওপরই ঘুরছে। অথচ আমরা এ ময়দানে বহুকাল কাটিয়েছি। কিন্তু কোন পানি এখানে ছিল না। অতপর তারা একজন বা দু'জন লোক (সেখানে) পাঠাল। তারা গিয়েই পানি দেখতে পেল। ফিরে এসে সবাইকে পানির খবর দিল। (খবর শুনে) সবাই সেদিকে অগ্রসর হল। বর্ণনাকারী বলেছেন, ইসমাঈলের মাতা পানির কাছে বসা ছিলেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই ; আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, তবে এ পানির ওপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা হাঁ বলে সম্মতি জানাল। ইবনে আব্বাস বলেন, নবী (স) ইরশাদ করেছেন ঃ এ ঘটনা ইসমাঈলের মাতার জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিল এবং তিনিও মানুষের সাহচর্য কামনা করেছেন। অতপর আগন্তুক দলটি সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং পরিবার পরিজনের কাছেও খবর পাঠাল। তারাও এসে এদের সাথে বসবাস করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সেখানে তাদের কয়েকটি খান্দান জন্ম নিল। ইসমাঈলও (আস্তে আস্তে) বড় হলেন। তাদের থেকে (তাদের ভাষা) আরবী শিখলেন। যোয়ান হলে তিনি তাদের অধিক আগ্রহের বস্তু ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। যখন তিনি যৌবনপ্রাপ্ত হলেন, তখন তারা তাদেরই এক মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিল। বিয়ের পর ইসমাঈলের মাতা (হাজেরা) ইন্তিকাল করলেন।

ইসমাঈলের বিয়ের পর ইবরাহীম (আ) তাঁর পরিত্যক্ত পরিজনকে দেখার জন্য এখানে আসলেন। কিন্তু (এসে) ইসমাঈলকে পেলেন না। পরে তাঁর স্ত্রীর নিকট তাঁর

সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী বলল, তিনি আমাদের রিযিকের সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন। পুনরায় তিনি পুত্রবধুকে তাদের জীবনযাত্রা ও অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। বধু বলল, আমরা অতিশয় দূরবস্থা, টানাটানি এবং ভীষণ কষ্টে আছি। সে ইবরাহীম (আ)-এর নিকট (তাদের দুর্দশার) অভিযোগ করল। তিনি (বধুকে) বললেন, তোমার স্বামী (বাড়ি) আসলে তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে নেয়। (এ বলে তিনি চলে গেলেন)।

ইসমাঈল যখন (বাড়ি) আসলেন, তখন তিনি [ইবরাহীম (আ)-এর আগমন সম্পর্কে] একটা কিছু আভাস পেলেন। (স্ত্রীকে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কাছে কেউ কি এসেছিলেন ? স্ত্রী বলল, হাঁ, এমন এমন আকৃতির একজন বৃদ্ধ এসেছিলেন। আপনার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাকে (আপনার) খবর জানালাম। তিনি পুনরায় আমাকে আমাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। আমি তাঁকে জানালাম যে, আমরা অত্যন্ত কষ্ট ও অভাবে আছি। ইসমাইল জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন অসিয়ত করে গেছেন ? স্ত্রী জবাব দিল, হাঁ, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যেন আপনাকে তাঁর সালাম পৌছাই এবং তিনি বলে গেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলেন। ইসমাঈল (আ) বললেন, তিনি ছিলেন আমার পিতা এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যেন তোমাকে আমি পৃথক করে দেই। সুতরাং তুমি তোমার (পিত্রালয়ে) আপন লোকদের কাছে চলে যাও। (এ বলে) ইসমাঈল (আ) তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং জরহুম গোত্রের অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করলেন। অতপর আল্লাহ যদ্দিন চাইলেন, ইবরাহীম (আ) তদ্দিন এদের থেকে দূরে রইলেন। পরে আবার দেখতে আসলেন। কিন্তু ইসমাঈল (আ)-কে পেলেন না। তিনি পুত্রবধুর ঘরে ঢুকলেন এবং তাকে ইসমাঈল (আ) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী জানালেন, তিনি আমাদের খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন। ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেমন আছ ? তিনি তার কাছে তাদের জীবনযাত্রা ও সাংসারিক অবস্থা সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলেন। পুত্রবধু জবাব দিলেন, আমরা ভাল অবস্থা ও সচ্ছলতার মধ্যেই আছি। (এ বলে) তিনি আল্লাহর প্রশংসাও করলেন। ইবরাহীম (আ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের প্রধান খাদ্য কি ? বধু জবাবে বললেন, গোশত। তিনি আবার জানতে চাইলেন, তোমাদের পানীয় কি ? তিনি জবাব দিলেন, পানি। ইবরাহীম (আ) দোয়া করলেন ঃ "আয় আল্লাহ ! তাদের গোশত ও পানিতে বরকত দান কর।"

নবী (স) বলেছেন, ওই সময় তাদের (সেখানে) খাদ্যশস্য উৎপন্ন হতো না। যদি হতো, ইবরাহীম (আ) সে ব্যাপারেও তাঁদের জন্য দোয়া করতেন।

বর্ণনাকারী বলেছেন, কোন লোকই মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও শুধু গোশত এবং পানি দ্বারা জীবন অতিবাহিত করতে পারে না। কারণ, শুধু গোশত ও পানি (সব সময়) তার প্রকৃতির অনুকূল হতে পারে না।

ইবরাহীম (আ) (আলাপ শেষে) পুত্রবধুকে বললেন, তোমার স্বামী যখন আসবে, তখন তাকে আমার সালাম বলবে এবং তাকে (আমার পক্ষ থেকে) হুকুম করবে, সে যেন তার দরজার চৌকাঠ বহাল রাখে।

অতপর ইসমাঈল (আ) যখন (বাড়ি) আসলেন, (স্ত্রীকে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট কেউ এসেছিলেন কি ? স্ত্রী বললেন, হাঁ, একজন সুন্দর আকৃতির বৃদ্ধ এসেছিলেন।

স্ত্রী তাঁর প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন, আমি তাঁকে (আপনার) খবর দিয়ে দিয়েছি। তিনি আমাকে আমাদের জীবন যাপন সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করেছেন, আমি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি যে আমরা ভাল অবস্থায় আছি। ইসমাঈল জানতে চাইলেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন ব্যাপারে আদেশ দিয়ে গেছেন ? স্ত্রী বললেন, হাঁ, আপনাকে সালাম বলেছেন আর নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যেন আপনি আপনার দরজার চৌকাঠ বহাল রাখেন। ইসমাঈল (আ) বললেন, ইনিই আমার আব্বাজান। আর তুমি হলে চৌকাঠ। তোমাকে (স্ত্রী হিসেবে) বহাল রাখার নির্দেশ তিনি আমাকে দিয়েছেন।

পুনরায় ইবরাহীম (আ) আল্লাহর ইচ্ছায় কিছুদিন এদের থেকে দূরে রইলেন। এরপর আবার তাদের কাছে আসলেন। (এসে দেখলেন) ইসমাঈল (আ) যমযমের নিকটস্থ একটি বৃক্ষতলে বসে নিজের তীর মেরামত করছেন। পিতাকে যখন (আসতে) দেখলেন, দাঁড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। অতপর একজন পিতা পুত্রের সঙ্গে এবং পুত্র পিতার সঙ্গে (সাক্ষাত হলে) যা করে তারা তা-ই করলেন। তারপর ইবরাহীম (আ) বললেন, হে ইসমাঈল ! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের হুকুম করেছেন। ইসমাঈল (আ) জবাব দিলেন, আপনার পরওয়ারদিগার আপনাকে যা আদেশ করেছেন, তা করে ফেলুন। ইবরাহীম (আ) বললেন, তুমি আমাকে সাহায্য করবে কি ? ইসমাঈল (আ) বললেন, হাঁ, আমি আপনার সাহায্য নিশ্চয়ই করব। ইবরাহীম (আ) বললেন, আল্লাহ আমাকে এখানে এর চারপাশ ঘেরাও করে একটি ঘর বানাবার নির্দেশ দিয়েছেন। (এ বলে) তিনি উঁচু টিলাটির দিকে ইশারা করলেন (এবং স্থানটি দেখালেন)। তখনি তাঁরা উভয়ে কাবা ঘরের দেয়াল উঠাতে লেগে গেলেন। ইসামঈল (আ) পাথর যোগান দিতেন এবং ইবরাহীম (আ) গাঁথুনী করতেন। যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল (আ) মাকামে ইবরাহীম নামক মশহুর পাথরটি আনলেন এবং ইবরাহীম (আ)-এর জন্য তা (যথাস্থানে) রাখলেন।[৯] ইবরাহীম (আ) এর ওপর দাঁড়িয়ে ইমারত নির্মাণ করতে লাগলেন এবং ইসমাঈল (আ) তাঁকে পাথর যোগান দিতে লাগলেন। আর উভয়ে এ দোয়া করতে থাকলেন ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের থেকে (এ কাজটুকু) কবুল করুন ! নিশ্চয়ই আপনি (সবকিছু) শোনেন ও জানেন।"

আবার তাঁরা উভয়ে ইমারত নির্মাণ করতে লাগলেন। তাঁরা কাবা ঘরের চারদিকে ঘুরছিলেন এবং উভয়ে এ দোয়া করছিলেন ঃ "হে আমাদের প্রভু ! আমাদের এ শ্রমটুকু কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সব শোনেন ও জানেন।"

٣١١٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ بَيْنَ اِبْرَاهِيْمَ وَبَيْنَ اَهْلِهِ مَا كَانَ خَرَجَ بِاِسْمٰعِيْلَ وَاُمِّ اِسْمٰعِيْلَ وَمَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيْهَا مَاءٌ فَجَعَلَتْ اُمُّ اِسْمٰعِيْلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ فَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلٰى صَبِيِّهَا حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ثُمَّ رَجَعَ اِبْرَاهِيْمُ اِلٰى اَهْلِهِ فَاتَّبَعَتْهُ اُمُّ اِسْمٰعِيْلَ حَتّٰى لَمَّا بَلَغُوْا كَدَاءً نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ

৯. এ পাথরটিই কাবাঘর নির্মাণে মাচাং-এর কাজ করেছে। কাবার এক পাশে এটি এখনো সুরক্ষিত আছে।

يَا اِبْرَاهِيْمُ اِلٰى مَنْ تَتْرُكُنَا قَالَ اِلَى اللّٰهِ قَالَتْ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ قَالَ فَرَجَعَتْ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ وَيَدِرُّ لَبَنُهَا صَبِيِّهَا حَتّٰى لَمَّا فَنِيَ الْمَاءُ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّيْ اُحِسُّ اَحَدًا قَالَ فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسُّ اَحَدًا فَلَمْ تُحِسَّ اَحَدًا فَلَمَّا بَلَغَتِ الْوَادِيَ سَعَتْ وَاَتَتِ الْمَرْوَةَ فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ اَشْوَاطًا ثُمَّ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ تَعْنِي الصَّبِيَّ فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَاِذَا هُوَ عَلٰى حَالِهِ كَاَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ فَلَمْ تُقِرُّهَا نَفْسُهَا فَقَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّيْ اُحِسُّ اَحَدًا فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ فَلَمْ تُحِسَّ اَحَدًا حَتّٰى اَتَمَّتْ سَبْعًا ثُمَّ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ فَاِذَا هِيَ بِصَوْتٍ فَقَالَتْ اَغِثْ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ فَاِذَا جِبْرِيْلُ قَالَ فَقَالَ بِعَقِبِهِ هٰكَذَا وَغَمَزَ عَقِبَهُ عَلَى الْاَرْضِ قَالَ فَانْبَثَقَ الْمَاءُ فَدَهَشَتْ اُمُّ اِسْمٰعِيْلَ فَجَعَلَتْ تَحْفِزُ قَالَ فَقَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ لَوْ تَرَكَتْهُ كَانَ الْمَاءُ ظَاهِرًا قَالَ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلٰى صَبِيِّهَا قَالَ فَمَرَّ نَاسٌ مِنْ جُرْهُمَ بِبَطْنِ الْوَادِيْ فَاِذَا هُمْ بِطَيْرٍ كَاَنَّهُمْ اَنْكَرُوْا ذَاكَ وَقَالُوْا مَا يَكُوْنُ الطَّيْرُ اِلَّا عَلٰى مَاءٍ فَبَعَثُوْا رَسُوْلَهُمْ فَنَظَرَ فَاِذَا هُمْ بِالْمَاءِ فَاَتَاهُمْ فَاَخْبَرَهُمْ فَاَتَوْا اِلَيْهَا فَقَالُوْا يَا اُمَّ اِسْمٰعِيْلَ اَتَاْذَنِيْنَ لَنَا اَنْ نَكُوْنَ مَعَكِ اَوْ نَسْكُنَ مَعَكِ فَبَلَغَ اِبْنُهَا فَنَكَحَ فِيْهِمْ اِمْرَاَةً قَالَ ثُمَّ اِنَّهُ بَدَا لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لِاَهْلِهِ اِنِّيْ مُطَّلِعٌ تَرِكَتِيْ قَالَ فَجَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ اَيْنَ اِسْمٰعِيْلُ؟ فَقَالَتِ امْرَاَتُهُ ذَهَبَ يَصِيْدُ قَالَ قُوْلِيْ لَهُ اِذَا جَاءَ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ فَلَمَّا جَاءَ اَخْبَرَتْهُ قَالَ اَنْتِ ذَاكِ فَاذْهَبِيْ اِلٰى اَهْلِكِ قَالَ ثُمَّ اِنَّهُ بَدَا لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لِاَهْلِهِ اِنِّيْ مُطَّلِعٌ تَرِكَتِيْ قَالَ فَجَاءَ فَقَالَ اَيْنَ اِسْمٰعِيْلُ فَقَالَتِ امْرَاَتُهُ ذَهَبَ يَصِيْدُ فَقَالَتْ اَلَا تَنْزِلُ فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ فَقَالَ وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ قَالَتْ طَعَامُنَا اللَّحْمُ وَشَرَابُنَا الْمَاءُ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ قَالَ فَقَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بَرَكَةٌ بِدَعْوَةِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثُمَّ اِنَّهُ بَدَا لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لِاَهْلِهِ اِنِّيْ مُطَّلِعٌ تَرِكَتِيْ فَجَاءَ فَوَافَقَ اِسْمٰعِيْلَ مِنْ وَرَاءِ زَمْزَمَ يُصْلِحُ نَبْلًا لَهُ فَقَالَ يَا اِسْمٰعِيْلُ اِنَّ رَبَّكَ اَمَرَنِيْ اَنْ اَبْنِيَ لَهُ بَيْتًا قَالَ اَطِعْ رَبَّكَ قَالَ اِنَّهُ قَدْ اَمَرَنِيْ

أَنْ تُعِيْنَنِى عَلَيْهِ قَالَ اِذَنْ اَفْعَلَ اَوْ كَمَا قَالَ قَالَ فَقَامَا فَجَعَلَ اِبْرَاهِيْمُ يَبْنِى وَاِسْمٰعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَيَقُوْلاَنِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ قَالَ حَتّٰى اِرْتَفَعَ الْبِنَاءُ وَضَعُفَ الشَّيْخُ عَلٰى نَقْلِ الْحِجَارَةِ فَقَامَ عَلٰى حَجَرِ الْمَقَامِ فَجَعَلَ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَيَقُوْلاَنِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

৩১১৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বিবি (সারা)-এর মধ্যে যা হওয়ার হয়ে গেল, অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, তখন ইবরাহীম (আ) শিশুপুত্র ইসমাঈল ও ইসমাঈলের মাতাকে নিয়ে বের হলেন। তাদের সাথে ছিল একটি মশক, তাতে ছিল পানি। ইসমাঈলের মাতা মশক থেকে পানি পান করতেন। আর শিশুপুত্রকে নিজের দুধ পান করাতেন। শেষ পর্যন্ত ইবরাহীম (আ) মক্কা এসে গেলেন এবং হাজেরাকে (শিশুপুত্রসহ) একটি বৃক্ষ তলে বসিয়ে দিলেন। তারপর ইবরাহীম (আ) আপন পরিবার (সারা)-এর নিকট ফিরে চললেন। ইসমাঈলের মাতা (কিছুদূর পর্যন্ত) তাকে অনুসরণ করলেন। শেষে যখন কাদা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন পিছন থেকে তাকে ডেকে বললেন, হে ইবরাহীম ! আমাদেরকে কার কাছে রেখে যাচ্ছেন। ইবরাহীম জবাব দিলেন, আল্লাহর কাছে। হাজেরা বললেন, আমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

ইবনে আব্বাস বলেন, অতপর হাজেরা ফিরে আসলেন। নিজের মশক থেকে পানি পান করতেন এবং শিশুকে নিজের দুধ পান করাতেন। অতপর যখন পানি শেষ হয়ে গেল, তখন ইসমাঈলের মাতা বললেন, হায়, আমি গিয়ে যদি (এদিক সেদিক) তাকাতাম ! সম্ভবত কোন মানুষ দেখতে পেতাম। ইবনে আব্বাস বলেন, অতপর ইসমাঈলের মাতা গেলেন এবং 'সাফা' (পাহাড়)-এর ওপর উঠলেন। তারপর (এদিক সেদিক) চেয়ে দেখলেন এবং কাউকে দেখেন কিনা এ জন্য খুব নিরীক্ষণ করলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। পরে তিনি নীচে ময়দানে নেমে গেলেন, খুব দৌড়ালেন এবং 'মারওয়া' পাহাড়ে এসে গেলেন। এভাবে তিনি কয়েক চক্কর দিলেন। পুনরায় (মনে মনে) বললেন, যদি গিয়ে দেখতাম যে শিশু (ইসমাঈল) কি করছে। অতপর তিনি গেলেন এবং দেখলেন যে, সে পূর্বাবস্থায়ই আছে, যেন সে মরণাপন্ন হয়ে গেছে। মায়ের মন স্বস্তি পাচ্ছিল না। আবার (মনে মনে) বললেন, যদি (সেখানে) যেতাম এবং (এদিক সেদিক) দেখতাম ! হয়তো কাউকে দেখতে পেতাম। অতপর তিনি গেলেন, এবং সাফা পাহাড়ে উঠলেন এবং (এদিক সেদিক) দেখলেন, আরও দেখলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এমনকি তিনি (সায়ী) সাতবার পূর্ণ করলেন। পুনরায় (মনে মনে) বললেন, যদি যেতাম এবং সে কি করছে, তা দেখতাম ! অকস্মাৎ একটি আওয়ায হল, তখন হাজেরা বললেন, সাহায্য কর, যদি তোমার কাছে কল্যাণ থেকে থাকে। সেখানে জিবরাইল ছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তখন জিবরাইল (আ) তার পায়ের গোড়ালি দিয়ে জমিনে এমন আঘাত করলেন (ইশারা করে জানালেন) এবং গোড়ালি দিয়ে জমিনে আঘাত কররেন। ইবনে আব্বাস বলেন, সাথে সাথে পানি বেরিয়ে আসল। ইসমাঈলের মাতা (তা দেখে) হয়রান হয়ে গেলেন এবং গর্ত খনন করতে লাগলেন। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, আবুল কাসিম

[রসূলুল্লাহ (স)] বলেছেন, যদি হাজেরা একে (তার অবস্থার ওপরই) ছেড়ে দিতেন, তাহলে পানি ছড়িয়ে পড়তো। ইবনে আব্বাস বলেন, অতপর হাজেরা পানি পান করতে লাগলেন এবং তাঁর শিশু সন্তানকেও নিজের দুধ পান করাতে লাগলেন। ইবনে আব্বাস বলেন, জুরহুম গোত্রীয় একদল লোক ময়দানের মাঝখান দিয়ে (পথ) অতিক্রম করছিল, হঠাৎ তারা দেখল কিছু পাখী (উড়ছে)। তারা যেন তা বিশ্বাসই করতে পারছিল না। তারা বলল, পাখী তো পানি যেখানে আছে, সেখানেই থেকে থাকে। তখন তারা (সেখানে) তাদের একজন লোক পাঠাল। সে সেখানে গিয়ে দেখল, সেখানে পানি মওজুদ রয়েছে। তখন সে (দলীয়) লোকদের কাছে ফিরে আসল এবং তাদের (পানির) খবর দিল। অতপর তারা সবাই হাজেরার কাছে এল এবং তাকে বলল, হে ইসমাঈলের মা ! তুমি কি আমাদেরকে তোমার সাথী হওয়ার কিংবা তোমার সাথে বসবাস করার অনুমতি দিবে ? (হাজেরা তাদেরকে বসবাসের অনুমতি দিলেন, এভাবে দীর্ঘদিন চলল)। অতপর হাজেরার শিশুপুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হল। তখন তিনি জুরহুম গোত্রেরই এক রমণীকে বিয়ে করলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, পুনরায় নির্বাসিত পরিজনের কথা ইবরাহীম (আ)-এর মনে জাগল। তিনি স্ত্রী (সারা)-কে বললেন, আমি আমার নির্বাসিত পরিজনদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে চাই। ইবনে আব্বাস বলেন, অতপর ইবরাহীম (আ) (তাঁদের কাছে) আসলেন এবং সালাম দিলেন। শেষে জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাঈল (আ) কোথায় ? ইসমাঈলের স্ত্রী বলল, তিনি শিকারে গিয়েছেন। ইবরাহীম (আ) বললেন, সে যখন আসবে, তখন তাকে (আমার এ নির্দেশের কথা) বলবে, "তুমি তোমার ঘরের চৌকাঠখানা বদলিয়ে ফেলবে।" যখন ইসমাঈল ফিরে আসলেন, স্ত্রী তাঁকে খবরটি জানালেন। তখন তিনি (স্ত্রীকে) বললেন, তুমিই সেই চৌকাঠ। অতএব তুমি তোমার পিতামাতার কাছে চলে যাও। ইবনে আব্বাস বলেন, (কিছুদিন পর) পুনরায় তাঁদের কথা ইবরাহীম (আ)-এর মনে জাগল। তিনি তাঁর স্ত্রী(সারা)-কে বললেন, আমি আমার নির্বাসিত জনদের খবর জানতে চাই। অতপর তিনি (সেখানে) এলেন এবং (পুত্রবধুকে) জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাঈল কোথায় ? তাঁর স্ত্রী বললেন, তিনি শিকারে গেছেন। পুত্রবধু তাঁকে বললেন, আপনি কি অপেক্ষা করবেন না ? কিছু খানা পিনা করবেন না ? ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের খাদ্য এবং পানীয় কি ? বধু জবাব দিলেন, আমাদের খাদ্য হল গোশত এবং পানীয় হল পানি। তখন ইবরাহীম (আ) দোআ করলেন, হে আল্লাহ ! এদের খাদ্য এবং পানীয়ের মধ্যে বরকত দান করুন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবুল কাসিম (স) বলছেন, (মক্কার খাদ্য বস্তুতে) ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার কারণেই বরকত (পাওয়া যাচ্ছে)। ইবনে আব্বাস বলেন, (আবার কিছুদিন পর) ইবরাহীম (আ)-এর মনে (নির্বাসিত পরিজনের কথা) জাগল। তিনি পত্নী সারাকে বললেন, আমি আমার পরিত্যক্ত পরিজনদের খোঁজ নিতে চাই। অতপর তিনি এলেন এবং ইসাঈলের সাক্ষাত পেলেন। তিনি যমযম কূপের পিছনে বসে তীর ঠিক করছিলেন। ইবরাহীম (আ) ডাকলেন, হে ইসমাঈল ! পরওয়ারদিগার তাঁর জন্য একখানা ঘর বানাতে আমাকে হুকুম করেছেন। ইসমাঈল বললেন, আপনার প্রতিপালকের হুকুম বাস্তবায়িত করুন। ইবরাহীম (আ) বললেন, তিনি এ নির্দেশও দিয়েছেন, এ ব্যাপারে তুমিও যেন আমার সাহায্য কর। ইসমাঈল বললেন, আমি প্রস্তুত। কিংবা অনুরূপ কিছু বলেছেন। অতপর উভয়ে

উঠলেন। ইবরাহীম (আ) ইমারত নির্মাণে লেগে গেলেন এবং ইসমাঈল তাঁকে পাথর এনে দিতে লাগলেন। আর উভয়ে এ দোয়া করছিলেন : رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ। এরি মধ্যে দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, ইবরাহীম (আ) বার্ধক্যের কারণে পাথর (অত উঁচুতে) উঠাতে অক্ষম হয়ে পড়লেন। তখন তিনি মাকামে ইবরাহীমের পাথরের ওপর দাঁড়ালেন। ইসমাঈল তাঁকে পাথর এনে দিতে লাগলেন। আর উভয়ে মিলে এ দোয়া করছিলেন— رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

٣١١٦- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِى الْاَرْضِ اَوَّلُ قَالَ اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ اَلْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً ثُمَّ اَيْنَمَا اَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ بَعْدُ فَصَلِّهْ فَاِنَّ الْفَضْلَ فِيْهِ -

৩১১৬. আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! দুনিয়ায় সর্বপ্রথম কোন মসজিদের বুনিয়াদ রাখা হয় ? তিনি জবাব দিলেন, মসজিদে হারাম (অর্থাৎ কাবা ও তার চারপাশের চত্তর)। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। আমি আরয করলাম, উভয় মসজিদের নির্মাণের মধ্যে কতদিনের ব্যবধান ছিল ? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। (তিনি আরও বললেন,) অতপর যে স্থানেই তোমার নামাযের ওয়াক্ত হবে, সে স্থানেই নামায আদায় করবে। কেননা, তাতেই ফযীলত নিহিত।

٣١١٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ اُحُدٌ فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَاِنِّى اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا -

৩১১৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে ওহুদ পাহাড় ভেসে উঠল। তিনি বললেন, এ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে। আর আমরাও তাকে ভালবাসি। হে আল্লাহ ! ইবরাহীম (আ) তো মক্কাকে হেরেম বানিয়েছেন। আর আমি হেরেম বানাচ্ছি এ দু'পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত (মদীনা)-কে।

٣١١٨- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَمْ تَرٰى اَنَّ قَوْمَكِ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اِقْتَصَرُوْا عَنْ قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا تَرُدُّهَا عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لَوْ لَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اُرٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَرَكَ اِسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ اِلَّا اَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

৩১১৮. ইবনে আবু বকর (রা) আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে জানিয়েছেন, তিনি নবী (স)-এর পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) (হযরত আয়েশাকে) বলেছেন ঃ তুমি কি জান, যখন তোমার কাবা (ঘর) পুনর্নির্মাণ করেছে, তখন তারা ইবরাহীম (আ)-এর ভিত্তি থেকে তাকে খাটো করে দিয়েছে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি তাকে আবার ইবরাহীম (আ)-এর বুনিয়াদ অনুযায়ী করে দেন না কেন ? তিনি বললেন, যদি তোমার কওমের যমানাটা কুফরের নিকটবর্তী না হত (তাহলে তা করতাম)। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, যদি আয়েশা (রা) এ হাদীস রসূলুল্লাহ (স) থেকেই শুনে থাকেন, তাহলে আমি বুঝতে পেরেছি, রসূলুল্লাহ (স) হাতীমে কাবার সংলগ্ন দু'টি খুঁটিকে চুমু দেয়া পরিহার করেছেন একমাত্র এ কারণে যে, খানা এ কাবা ইবরাহীম (আ)-এর বুনিয়াদের ওপর সম্পূর্ণ করা হয়নি।

٣١١٩- عَـــنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُـــوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

৩১১৯. আবু হুমাইদ সা'য়েদী (রা) জানিয়েছেন, সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা কিভাবে আপনার ওপর দুরূদ পাঠ করব ? রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ এভাবে পড়বে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

"হে আল্লাহ ! মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর রহম করুন এবং তাঁর পত্নীগণের ওপর এবং তাঁর বংশধরগণের ওপর যেমন আপনি রহম করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের ওপরও তেমনি বরকত দান করুন মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর এবং তাঁর পত্নীগণ ও বংশধরদের ওপর যেমনিভাবে আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর ওপর। নিশ্চয় আপনি চরম প্রশংসিত ও অতি মর্যাদার অধিকারী।"

٣١٢٠- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ لَقِيَنِىْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ اَلاَ اُهْدِىْ لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِىِّ ﷺ فَقُلْتُ بَلٰى فَاَهْدِهَا لِىْ فَقَالَ سَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ قَالَ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

৩১২০. আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাব ইবনে উজরা আমার সাথে দেখা করেন। অতপর বলেন, আমি কি তোমাকে এমন এক হাদীয়া (উপঢৌকন) দেব না, যা আমি নবী (স) থেকে শুনেছি ? আমি বললাম, হাঁ, সেই হাদীয়া আমাকে দিন। তখন তিনি বললেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাতে বলেছিলাম ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আপনাদের অর্থাৎ আহলে বাইতের ওপর আমরা কিভাবে দুরূদ পড়ব ? কেননা, আপনার ওপর সালাম পাঠ কিভাবে করব, তাতো আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। (এখন আহলে বাইতের ওপর দুরূদ পাঠের পদ্ধতিও বাতলিয়ে দিন) তিনি বললেন, তোমরা পড় ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

٣١٢١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُوْلُ اِنَّ اَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ -

৩১২১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) (নীচের এ দোআটি পড়ে) হাসান ও হুসাইনের ওপর ফুঁ দিতেন এবং বলতেন, তোমাদের পিতা [ইবরাহীম (আ)]-ও এটি পড়ে ইসমাঈল ও ইসহাকের ওপর দম করতেন। দোয়াটি হল—

اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِن كُلِّ شَيطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِن كُلِّ عَينٍ لاَمَّةٍ -

"আমি আল্লাহর (বরকত) পূর্ণ বাক্যাবলী দ্বারা প্রত্যেক শয়তান ও বিষাক্ত প্রাণনাশক প্রাণী এবং বদ নজরের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাচ্ছি।"

১২-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ - قَالُوْا لاَ تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ - (الحجر ٥٣-٥١)

"হে মুহাম্মদ ! আপনি তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানগণের ঘটনা জানিয়ে দিন। যখন মেহমানগণ তাঁর নিকট আসল এবং সালাম করল, তখন (তাঁরা খাদ্য স্পর্শ না করায়) ইবরাহীম (আ) বললেন, আমরা তোমাদের দরুন ভীত হয়ে পড়েছি। তারা বলল, ভয় পাবেন না, আমরা আপনাকে এক জ্ঞানবান পুত্র সন্তানের সুখবর দান করছি।" (সূরা আল হিজর ঃ ৫১)

اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى . قَالَ اَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-(البقرة ٢٦٠)

"স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বললেন, হে আমার প্রভু ! আমাকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দিন, আপনি কিভাবে মৃতকে পুনরায় জীবন দান করেন। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি বিশ্বাস হয় না ? ইবরাহীম (আ) বললেন, হাঁ, তবে আমার মন যেন স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে (এ জন্যে দেখার বাসনা)। আল্লাহ বললেন, তাহলে তুমি চারটি পাখী সংগ্রহ কর–এবং তোমার নিকট রেখে ভাল ভাবে তাদের (আকৃতি) চিনে রাখ। অতপর (পাখীগুলোকে টুকরো টুকরো করে) তাদের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ের ওপর রেখে দাও। তারপর পাখীগুলোকে ডাক, দেখবে, তারা তোমার কাছে দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমতাশীল ও সুকৌশলী।" (আল বাকারা ঃ ২৬০)

٣١٢٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ اَحَقُّ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَالَ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَاْوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِى السِّجْنِ طُوْلَ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ لَاَجَبْتُ الدَّاعِىَ -

৩১২২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর এ আবেদন যে, "হে পরোয়ারদিগার : আপনি কিভাবে মৃতকে (পুনরায়) জীবিত করবেন, তা আমাকে একটু দেখিয়ে দিন। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না ? তিনি বললেন, হাঁ, (বিশ্বাস অবশ্যই করি), তবে আমার মন যাতে স্বস্তি ও স্থিরতা লাভ করতে পারে, (এ জন্যই এ জিজ্ঞাসা)।"[এ পরিপ্রেক্ষিতে ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তাআলা কর্তৃক পুনরুজ্জীবন দান সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন বলে কেউ মনে করলে] আমি বলব, ইবরাহীম (আ) অপেক্ষা আমাদের সন্দেহ পোষণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

অতপর [তিনি লূত (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে বললেন,] আল্লাহ লূত (আ)-এর ওপর রহম করুন। (আল্লাহর দীন প্রচারের ক্ষেত্রে অসহায়তার দরুন) তিনি একটি মজবুত খুঁটির আশ্রয় পেতে চেয়েছিলেন। আর ইউসুফ (আ) যত দীর্ঘ সময় কয়েদখানায় ছিলেন, এত দীর্ঘদিন আমিও যদি কারাগারে থাকতাম, (আর বাদশার তরফ হতে মুক্তির আহবান পেতাম তবে) তখন তখনই আহবানকারীর ডাকে সাড়া দিয়ে বসতাম। [কিন্তু ইউসুফ (আ) তা করেননি।][১০]

১০. ইউসুফ (আ) দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত কারাগারে বন্দী থাকার পর বাদশা যখন মুক্তির পয়গাম পাঠালেন, সাথে সাথে তিনি তা কবুল করলেন না। বরং বললেন, আগে আমার ওপর আরোপিত কলঙ্ক ও অপবাদের তদন্ত করা হোক। এর ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমি কারাগার ত্যাগ করবো না। এখানে তাঁর দৃঢ় মনোবল ও অসীম ধৈর্যের প্রশংসাই করা হয়েছে। আর লূত (আ)-এর প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে সহানুভূতি।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ মহীয়ান আল্লাহর বাণী ঃ "এবং কিতাবে ইসমাঈলের ঘটনা উল্লেখ কর। নিশ্চয়ই তিনি ওয়াদায় সত্যবাদী ছিলেন।"

٣١٢٣- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى نَفَرٍ مِنْ اَسْلَمَ يَنْتَضِلُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِرْمُوْا بَنِيْ اِسْمٰعِيْلَ فَاِنَّ اَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا وَاَنَا مَعَ بَنِيْ فُلَانٍ قَالَ فَاَمْسَكَ اَحَدُ الْفَرِيْقَيْنِ بِاَيْدِيْهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَالَكُمْ لاَ تَرْمُوْنَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَرْمِيْ وَاَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ اِرْمُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ -

৩১২৩. সালামা ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রসূলুল্লাহ (স) বনু আসলাম গোত্রের একদল লোকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তারা তীরন্দাজী করছিল। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে বনী ইসমাঈল ! তোমরা তীরন্দাজী করে যাও। কেননা, তোমাদের আদি পিতা (ইসমাঈলও) তীরন্দাজ ছিলেন। অতএব তোমরাও তীরন্দাজী করে যাও। আমিও (তীরন্দাজীতে) অমুক গোত্রীয় দলের সাথে যোগ দিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, (একথা শুনে) এক পক্ষ হাত চালনায় বিরতি টানল। তখন রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি হল, তোমরা যে তীরন্দাজী করছ না ? তারা জবাব দিল, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা কিভাবে তীর ছুঁড়তে পারি, অথচ আপনি রয়েছেন তাদের সাথে। তখন তিনি বললেন, (ঠিক আছে) তোমরা তীরন্দাজী কর, আমি তোমাদের সবার সাথে আছি।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনী। এ কাহিনী সম্পর্কে ইবনে উমর ও আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاۤءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتَ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ - قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ - (البقرة ١٣٣)

"যখন ইয়াকুবের অন্তিমকাল এসে গিয়েছিল, তখন কি তোমরা সেখানে উপস্থিত ছিলে ? যখন তিনি তাঁর সন্তানদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার (মৃত্যুর) পরে তোমরা কার ইবাদাত করবে ? তারা সকলেই জবাব দিয়েছিল, আমরা সেই এক ইলাহরই ইবাদাত করব, যিনি ছিলেন, আপনার ইলাহ এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকেরও ইলাহ। আর আমরা তাঁরই অনুগত (মুসলিম) হয়ে থাকব।"

٣١٢٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اَكْرَمُهُمْ اَتْقَاهُمْ قَالُوْا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ قَالَ فَاَكْرَمُ النَّاسِ يُوْسُفُ

نَبِيِّ اللّٰهِ ابْنَ نَبِيِّ اللّٰهِ ابْنَ خَلِيْلِ اللّٰهِ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ أَفَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُوْنِيْ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا ـ

৩১২৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন, যিনি সবার চেয়ে অধিক মুত্তাকী, তিনিই সবচেয়ে বেশী সম্মানিত। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর নবী ! আমরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তাহলে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হলেন আল্লাহর নবী ইউসুফ ইবনে নবীউল্লাহ (ইয়াকুব), ইবনে নবীউল্লাহ (ইসহাক), ইবনে খলিলুল্লাহ [ইবরাহীম (আ)]। লোকজন বলল, আমরা এই সম্বন্ধেও প্রশ্ন করিনি। তিনি বললেন, তবে কি তোমরা আরবের খান্দানসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ ? তারা জবাব দিল, হাঁ। তখন নবী (স) বললেন, জাহেলিয়াতের যুগে তোমাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিল, ইসলাম গ্রহণের পরও তাঁরাই তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি। তবে শর্ত হল, যদি তাঁরা (ইসলামী) জ্ঞান অর্জন করে।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝ اَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ۝ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَخْرِجُوْا اٰلَ لُوْطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَتَطَهَّرُوْنَ ۝ فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهٗ اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغَابِرِيْنَ ۝ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ـ (النمل ٥٨-٥٤)

"(আল্লাহ বলেছেন, আমি) লূতকে (নবীরূপে পাঠিয়েছিলাম) যখন তিনি স্বজাতীয় লোকদের বলেছিলেন, তোমরা কি এই কুৎসিৎ অশ্লীল কাজেই লিপ্ত থাকবে ? অথচ তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ। তোমরা নারীদের (অর্থাৎ স্ত্রীদের) পরিহার করে পুরুষদের কাছে যৌন ক্ষুধা মিটাতে আসছ। বরং তোমরা একটি নাদান ও মূর্খ জাতিই বটে। তখন তাঁর জাতি (এ কথার) জবাবে একমাত্র এটাই বলল, যে দেশ থেকে লূত পরিবার (ও তাঁর দল)-কে বহিষ্কার করে দাও। এরা বেশী পবিত্রতা দেখাচ্ছে। অতপর আমি তাঁকে ও তাঁর পরিজনকে নাজাত দিলাম, তবে তাঁর স্ত্রী রক্ষা পায়নি। যারা (আযাবের জন্য) রয়ে গেছে, তাঁর স্ত্রীকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে রেখে দিয়েছিলাম। আর এদের সবার ওপর বিশেষ ধরনের (পাথর) বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। এই সতর্ককৃত লোকদের ওপর বর্ষিত বৃষ্টি ভীষণ ভয়ঙ্কর ছিল।"(আন নামল ঃ ১৯)

٣١٢٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِلُوْطٍ اِنْ كَانَ لَيَاْوِيْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ـ

৩১২৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ লূতকে মাফ করুন ! তিনি একটি মজবুত খুঁটির আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ نِ الْمُرْسَلُونَ قَالَ اِنَّكُم قَومٌ مُّنكَرُونَ ـ

"যখন (আল্লাহর) প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূত-এর গৃহে আগমন করল, তখন তিনি বললেন, তোমরা তো সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক।"

٣١٢٦. عَن عَبدِ اللّٰهِ قَالَ قَرَأَ النَّبِىُّ ﷺ فَهَل مِن مُّدَّكِرٍ

৩১২৬. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) পড়েছেন فَهَل مِن مُّدَّكِرٍ ।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِلٰى ثَمُودَ اَخَاهُم صَالِحًا ـ قَالَ يٰقَومِ اعبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُم مِّن اِلٰهٍ غَيرُهُ ـ

"আর সামূদ জাতির প্রতি আমি তাদেরই (বংশীয়) ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, হে আমার জাতি ! এক আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।" (হূদ ঃ ৬১)

আল্লাহ আরও বলেন ঃ كَذَّبَ اَصحَابُ الحِجرِ المُرسَلِينَ **"হিজর নামক স্থানের বাসিন্দারা আল্লাহর রসূলগণকে মিথ্যা বলেছিল।" (আল হিজর ঃ ৮০)**

٣١٢٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَذَكَرَ الَّذِىْ عَقَرَ النَّاقَةَ قَالَ اِنْتَدَبَ لَهَا رَجُلٌ ذُوعِزٍّ وَمَنَعَةٍ فِى قُوَّةٍ كَاَبِىْ زَمْعَةَ ـ

৩১২৭. আবদুল্লাহ ইবনে যামআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে যে লোক [সালেহ (আ)-এর] উটনীর পা' কেটেছে, তার উল্লেখ করতে শুনেছি। তিনি বলেন ঃ উটনীকে হত্যা করার জন্য এমন এক ব্যক্তি তৈরী হয়েছিল, যে ছিল সম্মানিত এবং শক্তিমান, যেমন ছিলেন (হযরত) আবু যাম'আহ।

٣١٢٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا نَزَلَ الْحِجْرَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اَمَرَهُمْ اَنْ لاَ يَشْرَبُوْا مِنْ بِئْرِهَا وَلاَ يَسْتَقُوْا مِنْهَا فَقَالُوْا قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَطْرَحُوْا ذٰلِكَ الْعَجِيْنَ وَيُهْرِيْقُوْا ذٰلِكَ الْمَاءَ وَيُرْوٰى عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ وَاَبِى الشَّمُوْسِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِاِلْقَاءِ الطَّعَامِ وَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مَنِ اعْتَجَنَ بِمَائِهِ ـ

৩১২৮. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) যখন তাবুকের যুদ্ধে 'হিজর' নামক স্থানে অবতরণ করলেন, তখন সাহাবাগণকে তিনি নির্দেশ দিলেন, তাঁরা যেন এখানকার কূপ থেকে পানি পান না করেন এবং (মশকেও যেন) পানি ভরে না রাখেন।

সাহাবাগণ বললেন, আমরা তো এই কূপের পানি দিয়ে (রুটির) আটা গুলে ফেলেছি এবং পানিও ভরে রেখেছি। তখন নবী (স) তাদেরকে সেই আটা ফেলে দেয়ার এবং পানি ঢেলে ফেলার হুকুম দিলেন।

সাবরা ইবনে মা'বাদ ও আবুশশামুস বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) খাদ্য ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আবু যার নবী (স) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, এই পানি দিয়ে যে আটা গুলেছে সে যেন তা ফেলে দেয়।

٣١٢٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّاسَ نَزَلُوْا مَعَ رَسُوْلِ ﷺ اَرْضَ ثَمُوْدَ الْحِجْرَ فَاسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا وَاعْتَجَنُوْا بِهِ فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُهَرِيْقُوْا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا وَاَنْ يَعْلِفُوْا الْاِبِلَ الْعَجِيْنَ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَسْتَقُوْا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِىْ كَانَ تَرِدُهَا النَّاقَةُ -

৩১২৯. (নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত।) আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাঁকে জানিয়েছেন যে, লোকেরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সামুদ জাতির 'হিজর' নামক স্থানে অবতরণ করলো। অতপর সেখানকার কূপের পানি (মশকে) ভরে রাখলো এবং সেই পানিতে আটা গুলে ফেললো। তখন রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তারা যেসব পানি ভরে রেখেছে, তা যেন ঢেলে ফেলে এবং সেই পানিতে গোলা আটা যেন উটগুলোকে খাওয়ায়। এরপর তিনি তাদেরকে হুকুম করলেন, [হযরত সালেহ (আ)-এর] উটনী যে কূপ থেকে পানি পান করত, সেই কূপ থেকেই যেন তারা (মশকে) পানি ভরে রাখে।

٣١٣٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ لَا تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِلاَّ اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ اَنْ يُصِيْبَكُمْ مَا اَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ -

৩১৩০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। নবী (স) (তাবুকের পথে) 'হিজর' নামক স্থান অতিক্রম কালে সাহাবাগণকে বললেন, তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থায় ছাড়া এমন লোকদের বস্তিতে প্রবেশ কর না, যারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে। কেননা, তাদের ওপর যে মুসিবত এসেছিল, সেই মুসিবত তোমাদের ওপরও এসে পড়ার আশংকা আছে। অতপর নবী (স) সওয়ারীর ওপর বসা অবস্থায়ই আপন চাদর দ্বারা মুখ আবৃত করে নিলেন (এবং দ্রুত ঐ এলাকা অতিক্রম করলেন)।

٣١٣١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ اَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَهُمْ -

৩১৩১. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) (তাবুকের পথে সবাইকে) নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা (আল্লাহর ভয়ে) একমাত্র ক্রন্দনরত অবস্থায়ই এমন

লোকদের বস্তিতে ঢুকবে যারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে (এবং ধ্বংস হয়েছে)। (নতুবা) তাদের ওপর যেমন মুসিবত (আযাব) এসেছিল, তোমাদের ওপরও অনুরূপ মুসিবত এসে পড়ার আশংকা রয়েছে।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ - (البقرة ١٣٣)

"যখন ইয়াকুবের অন্তিম সময় এসে হাযির হয়েছিল, তখন কি তোমরা সেখানে উপস্থিত ছিলে ? যখন তিনি তাঁর সন্তানদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার (মৃত্যুর) পর তোমরা কার ইবাদাত করবে ? তারা সমস্বরে জবাব দিয়েছিল, আমরা সেই এক ইলাহরই ইবাদাত করবো, যিনি আপনার ইলাহ এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকেরও ইলাহ। আর আমরা একমাত্র তাঁরই অনুগত—মুসলিম হয়ে থাকব।"

٣١٣٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْكَرِيْمَ ابْنَ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنَ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ -

৩১৩২. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আ) হলেন করীম ইবনে করীম, ইবনে করীম, ইবনে করীম। (পুন্যবানের পুত্র ....)

২০-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

لَقَدْ كَانَ فِىْ يُوسُفَ وَاِخْوَتِهِ اٰيَاتٌ لِّلسَّائِلِيْنَ -

"নিশ্চয়ই ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের ঘটনায় প্রশ্নকারীদের জন্য (উপদেশ লাভের) বহু নিদর্শন রয়েছে।"

٣١٣٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اَتْقَاهُمْ لِلّٰهِ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ قَالَ فَاَكْرَمُ النَّاسِ يُوْسُفُ نَبِىُّ اللّٰهِ ابْنِ نَبِىِّ اللّٰهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْاَلُوْنِىْ النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا -

৩১৩৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে ? তিনি জবাব দিলেন, তাদের মধ্যে

যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা আপনার কাছে এই ব্যাপারে আরজ করিনি। তিনি বললেন, তাহলে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি হলেন আল্লাহর নবী ইউসুফ ইবনে নবীউল্লাহ ইবনে খলীলুল্লাহ। সাহাবাগণ আরজ করলেন, আমাদের প্রশ্ন এ সম্পর্কেও ছিল না। তখন তিনি বললেন, তা হলে তোমরা আমার কাছে কি আরবের খনি অর্থাৎ খান্দানগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছ ? (শোনো) মানুষ খনি বিশেষ। জাহিলিয়াতের জমানায় তাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি যারা, ইসলামেও তাঁরাই সর্বোত্তম। তবে শর্ত হলো, যদি তাঁরা (ইসলামী) জ্ঞান অর্জন করে। আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

٣١٣٤- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا مُرِي اَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ اِنَّهُ رَجُلٌ اَسِيْفٌ مَتٰى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ فَعَادَ فَعَادَتْ قَالَ شُعْبَةُ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ -

৩১৩৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁকে বলেছিলেন, আবু বকরকে বল, যেন লোকদেরকে নামায পড়িয়ে দেয়। আয়েশা বললেন, তিনি একজন অতি কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি (সামান্য ব্যথায় কেঁদে ফেলেন)। যখন আপনার জায়গায় দাঁড়াবেন, তখনই কাতর হয়ে পড়বেন (এবং নামায পড়াতে পারবেন না)। নবী (স) পুনরায় তা-ই বললেন। আয়েশাও আবার সেই জবাবই দিলেন। শোবা বলেন, তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দফায় নবী (স) বললেন, তোমরা ইউসুফ-এর সঙ্গী নারীদের অনুরূপ হয়েছ। আবু বকরকে বল (নামায পড়িয়ে দিক)।

٣١٣٥- عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ فَقَالَ مِثْلَهُ فَقَالَتْ مِثْلَهُ فَقَالَ مُرُوْهُ فَاِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ فَاَمَّ اَبُوْ بَكْرٍ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ رَجُلٌ رَقِيْقٌ -

৩১৩৫. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) নবী (স) রোগাক্রান্ত হলেন এবং বললেন, আবু বকরকে বল, যেন লোকদেরকে (ইমামতী করে) নামায পড়িয়ে দেয়। তখন আয়েশা আরজ করলেন, আবু বকর তো এই ধরনের একজন কোমল অনুভূতি পরায়ণ লোক। অতপর নবী (স) অনুরূপই জবাব দিলেন। আয়েশাও (আবার) তদ্রূপই বললেন। তখন নবী (স) বললেন, আবু বকরকে বল, (যেন নামায পড়িয়ে দেয়)। নিশ্চয় তোমরা ইউসুফের সঙ্গী নারীদের মতো হয়ে পড়েছ। অতপর আবু বকর নবী (স)-এর জীবিতকালে ইমামতী করলেন।

হুসাইন যায়েদা থেকে এখানে رجل এর স্থলে رجل رقيق বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ কোমল হৃদয় ও সংবেদনশীল ব্যক্তি।

٣١٣٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ اَبِيْ

رَبِيْعَةَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَشْدُدْ وَطَاتَكَ عَلٰى مُضَرَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ ـ

৩১৩৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ ! 'আইয়াশ ইবনে আবি রাবী'আকে (কাফেরদের জুলুম থেকে) নাজাত দিন। হে আল্লাহ, ! সালামা ইবনে হিশামকে মুক্তি দিন ! হে আল্লাহ ! ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকেও রেহাই দিন ! হে আল্লাহ ! দুর্বল মুমিনদেরকেও নাজাত দিন ! হে আল্লাহ ! মুদার গোত্রের ওপর আপনার পাকড়াও কঠোরতর করুন। হে আল্লাহ ! এই (জালিম). গোত্রের ওপর ইউসুফ (আ)-এর যুগের অনুরূপ চরম আকাল ও দুর্ভিক্ষ নাযিল করুন।

٣١٣٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَاْوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِى السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ ثُمَّ اَتَانِىَ الدَّاعِىْ لَاَجَبْتُهُ ـ

৩১৩৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দোয়া করেছেন, আল্লাহ লূত-এর ওপর রহম করুন। তিনি (দীনি কাজে অসহায় অবস্থায়) একটি মযবুত খুঁটির আশ্রয় পেতে চেয়েছিলেন। আর ইউসুফ (আ) যত দীর্ঘকাল কারাবাসে কাটিয়েছেন, এত দীর্ঘকাল আমি যদি কয়েদখানায় থাকতাম এবং পরে রাজদূত আমার নিকট আসতো, তবে নিশ্চয়ই আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে বসতাম।

٣١٣٨- عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَاَلْتُ اُمَّ رُوْمَانَ وَهِىَ اُمُّ عَائِشَةَ عَمَّا قِيْلَ فِيْهَا مَا قِيْلَ قَالَتْ بَيْنَمَا اَنَا مَعَ عَائِشَةَ جَالِسَتَانِ اِذْ وَلَجَتْ عَلَيْنَا اِمْرَاَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَهِىَ تَقُوْلُ فَعَلَ اللّٰهُ بِفُلَانٍ وَفَعَلَ قَالَتْ فَقُلْتُ لِمَ قَالَتْ اِنَّهُ نَمَا ذِكْرَ الْحَدِيْثِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَىُّ حَدِيْثٍ فَاَخْبَرَتْهَا قَالَتْ فَسَمِعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ نَعَمْ فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا فَمَا اَفَاقَتْ اِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِضٍ فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَا لِهٰذِهِ قُلْتُ حُمَّى اَخَذَتْهَا مِنْ اَجْلِ حَدِيْثٍ تُحُدِّثَ بِهِ فَقَعَدَتْ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لَئِنْ حَلَفْتُ لَا تُصَدِّقُوْنِىْ وَلَئِنِ اعْتَذَرْتُ لَا تَعْذِرُوْنِىْ فَمَثَلِىْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ يَعْقُوْبَ وَبَنِيْهِ فَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ فَانْصَرَفَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ مَا اَنْزَلَ فَاَخْبَرَهَا فَقَالَتْ بِحَمْدِ اللّٰهِ لَا بِحَمْدِ اَحَدٍ ـ

৩১৩৮. মাসরুক (রা)-এর বর্ণনা, তিনি বলেন, আমি আয়েশার জননী উম্মে রুমানের কাছে আয়েশার ব্যাপারে যেসব (অপবাদের) কথা ছড়ানো হয়েছিল সেই (ইফকের ঘটনা) সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, আয়েশা ও আমি বসা ছিলাম। এমনি সময় একজন আনসারী মহিলা এই কথা বলতে বলতে আমার নিকট আসল যে, আল্লাহ করুন,

অমুকের ওপর আল্লাহর লানত পড়ুক। আর লানতের আযাব তো তাকে পেয়েই বসেছে। (উম্মে রুমান বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কথা কেন ? সেই মহিলা বলল, কেননা সে (মিথ্যার অপবাদের) কথার চর্চা করে বেড়াচ্ছে। তখন আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ কথা ? (উম্মে রুমান) আয়েশাকে ব্যাপারটি খুলে বললেন। আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপারটি কি আবু বকর এবং রসূলুল্লাহ (স) শুনেছেন ? বললেন, হাঁ। আয়েশা (রা) বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। পরে তাঁর হুশ ফিরে এলে গা কাঁপিয়ে ভীষণ জ্বর উঠল। তারপর নবী (স) আগমন করলেন এবং (তাঁর অবস্থা দেখে) জিজ্ঞেস করলেন, তার কি হল ? আমি (উম্মে রুমান) জবাব দিলাম, তার সম্পর্কে যা কিছু রটনা হয়েছে তাতে আঘাত পেয়ে জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। তখন আয়েশা উঠে বসল এবং বলতে লাগল, আল্লাহর কসম ! (ব্যাপারটি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাতে) আমি যদি কসমও খাই, তবুও আপনারা আমায় বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি ওজর পেশ করি, তা-ও আপনারা মানবেন না। অতএব এখন আমার এবং আপনাদের ব্যাপার হল ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানদের মতো। (অর্থাৎ ইয়াকুব যেমন ইউসুফকে হারিয়ে চরম ধৈর্য ধারণ করেছিলেন, আমিও তাই করলাম তিনি ছেলেদের মনগড়া কাহিনী শুনে বলেছিলেন ঃ)।–" তোমরা যা বর্ণনা করছ সে ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহরই কাছে মদদ চাওয়া হয়ে থাকে।" অতপর নবী (স) ফিরে চলে গেলেন এবং আল্লাহ (এ ব্যাপারে) যা নাযিল করার ছিল, নাযিল করলেন। নবী (স) এসে এ খবর আয়েশাকে জানালেন। আয়েশা বললেন, আমি একমাত্র আল্লাহরই প্রশংসা করব, আর করোর নয়।

٣١٣٩- عَـــنْ عُـرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَرَاَيْتِ قَوْلَهُ حَتّٰى اِذَا اسْتَيْاَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوْا اَوْ كُذِبُوْا قَالَتْ بَلْ كَذَّبَهُمْ قَوْمُهُمْ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوْا اَنَّ قَـوْمَهُمْ كَذَّبُوْهُمْ وَمَا هُوَ بِالظَّنِّ فَقَالَتْ يَا عُرَيَّةُ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوْا بِذٰلِكَ قُلْتُ فَلَعَلَّهَا اَوْ كُذِبُوْا قَالَتْ مَعَاذَ اللّٰهِ لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذٰلِكَ بِرَبِّهَا وَاَمَّا هٰذِهِ الْاٰيَةُ قَالَتْ هُمْ اَتْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوْهُمْ وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ وَاسْتَاْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتّٰى اِذَا اسْتَيْاَسَتْ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَظَنُّوْا اَنَّ اَتْبَاعَهُمْ كَذَّبُوْهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللّٰهِ * قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اسْتَيْاَسُوْا اِفْتَعَلُوْا مِنْ يَئِسْتُ مِنْهُ مِنْ يُوْسُفَ لَا تَيْاَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ مَعْنَاهُ الرَّجَاءُ-

৩১৩৯. উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী পত্নী আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কি আল্লাহর এ ফরমানের প্রতি লক্ষ করেছেন ? (যার অর্থ হল) "যখন রসূলগণ নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তাদের এ ধারণা জন্ম নিল যে, নিশ্চয়ই এখন জাতি তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করার প্রয়াস পাবে।" এ আয়াতে শব্দটি كُذِّبُوْا না

كُذِبُوا ঃ তখন আয়েশা বললেন, كُذِّبُوا। কেননা, তাদেরকে তাঁদের জাতি মিথ্যাবাদী বলেছে। আমি বললাম, আল্লাহর কসম ! রসূলগণের তো দৃঢ় বিশ্বাস ও ইয়াকিন হয়ে গিয়েছিল যে, তাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। তাহলে আয়াতে ظَنَّ শব্দ কিভাবে বলা হল ? (যার অর্থ হয় ধারণা করা) আয়েশা বললেন, আরে উরাইয়্যা (শোন্) নিশ্চয় এ ব্যাপারে তাঁদের ইয়াকীন ছিল। আমি বললাম, তাহলে সম্ভবত এটি اَو كُذِبُوا হবে। আয়েশা বললেন, নাউযুবিল্লাহ, রসূলগণ আল্লাহর সাথে এমন ধারণা কখনো করতে পারে না। (কেননা, তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে এই যে, তাদের এ ধারণা হয়ে গেল যে, তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে মিথ্যা বলা হয়েছে !) বরং আয়াতে "তাঁরা"–এর অর্থ হলো, রসূলগণের সেসব অনুসারী, যারা আপন রবের ওপর ঈমান এনেছিলেন, তাঁরা রসূলগণকে সত্য বলে স্বীকার করেছিলেন। তারপর তাঁদের ঈমানের পরীক্ষা একটু দীর্ঘায়িত হয়ে গেল, (আল্লাহর) সাহায্য আসতে কিছু দেরী হয়ে পড়ল, শেষ পর্যন্ত যখন নবীগণ স্বজাতীয় লোকদের মাঝে যারা তাঁদেরকে মিথ্যা মনে করেছে তাদের ঈমান আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তাঁদের এ ধারণা হতে লাগল যে, তাঁদের অনুসারীগণও তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করে বসবেন, ঠিক তখনই আল্লাহর সাহায্য এসে গেল।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখরী) বলেন ঃ استاسوا। এসেছে ييئست منه থেকে এবং তা افتعال। এর ওজন অনুযায়ী হয়েছে। অর্থাৎ ইউসুফ (কে পাওয়া) থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন। আর لا تياسوا من روح الله এর অর্থ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।

٣١٤٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَرِيْمُ ابْنُ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ -

৩১৪০. ইবনে উমর (রা)-এর বর্ণনা, নবী (স) বলেছেন ঃ ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আ) হলেন করীম ইবনে করীম ইবনে করীম।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌ বাণী ঃ

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ - (انبياء ٨٤-٨٣)

"আইউবের কাহিনী স্মরণ কর ; যখন তিনি তাঁর পরোয়ারদিগারকে ডাকলেন, হে পরোয়ারদিগার ! আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আপনি তো শ্রেষ্ঠতম দয়ালু। (আমার যাতনা দূর করে দিন) অতপর আমি তার আবেদন মঞ্জুর করে নিলাম এবং সকল কষ্ট-যাতনা দূর করে দিলাম। পুনঃ তার (হারানো) পরিজনবর্গ তাকে ফিরিয়ে দিলাম এবং এদের সাথে সমপরিমাণ আরও দান করলাম। এ ছিল আমার পক্ষ থেকে অসীম রহমত ও করুণা। আর আমার বান্দাদের জন্য এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।"

(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৮৩-৮৪)

٣١٤١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا اَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْتَشِىْ فِىْ ثَوْبِهِ فَنَادَى رَبُّهُ يَا اَيُّوبُ اَلَمْ اَكُنْ اَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرٰى قَالَ بَلٰى يَا رَبِّ وَلٰكِنْ لاَ غِنَى لِىْ عَنْ بَرَكَتِكَ -

৩১৪১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ একদিন আইউব (আ) নগ্নদেহে গোসল করছিলেন, এমনি অবস্থায় তাঁর ওপর সোনার অসংখ্য পঙ্গপাল পতিত হল। তিনি (সেগুলোকে) দ্রুত হাতে ধরে ধরে কাপড়ে রাখতে লাগলেন। তখন তাঁর প্রভু তাঁকে ডেকে বললেন, হে আইউব ! তুমি দেখতে পাচ্ছ, তা থেকে আমি কি তোমায় মুখাপেক্ষীহীন করে দেইনি ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, প্রভু। কিন্তু আপনার বরকত ও কল্যাণময়তা থেকে তো আর মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারি না।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ مُوسٰى اِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُوْلاً نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا -

"কিতাবে মূসার ঘটনাটি স্মরণ কর। নিশ্চয়ই তিনি একজন নিষ্ঠাবান ছিলেন। আর ছিলেন রসূল ও নবী। আমি তাকে তুর পাহাড়ের ডান দিক থেকে ডেকেছি এবং গোপনে কথা বলার জন্য নিকটে এনেছি।"

٣١٤٢- عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَرَجَعَ النَّبِىُّ اِلٰى خَدِيْجَةَ يَرْجِفُ فُؤَادُهُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ اِلٰى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ وَكَانَ رَجُلاً تَنَصَّرَ يَقْرَأُ الْاِنْجِيْلَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَقَالَ وَرَقَهُ مَاذَا تَرٰى فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوْسُ الَّذِىْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى مُوْسٰى وَاِنْ اَدْرَكَنِىْ يَوْمُكَ اَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا اَلنَّامُوْسُ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِىْ يُطْلِعُهُ بِمَا يَسْتُرُهُ عَنْ غَيْرِهِ -

৩১৪২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) হেরা গিরিগুহা থেকে খাদীজার কাছে ফিরে আসলেন। তাঁর হৃদকম্পন হচ্ছিল। তখন খাদীজা তাঁকে নিয়ে ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের নিকট গেলেন। ওয়ারাকা ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং আরবী ভাষায় ইনজিল পাঠ করতেন। ওয়ারাকা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি দেখেছেন ? নবী (স) তাকে সব জানালেন। তখন ওয়ারাকা বললেন, এতো সেই 'নামুস' (ফেরেশতা), যাকে মহান আল্লাহ মূসার ওপর নাযিল করেছিলেন। আমি যদি আপনার জমানা পাই, তবে সর্বশক্তি দিয়ে আপনার সাহায্য করব।

'নামুস' অর্থ গুপ্ত তত্ত্ব ও তথ্যবাহী। যাকে কেউ কোন বিষয়ে অবহিত করে, আর সে তা অপর থেকে গোপন রাখে, প্রকাশ হতে দেয় না। [এখানে এ শব্দ দ্বারা হযরত জিবরাইল (আ)-কে বুঝানো হয়েছে]।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى اِذْ رَاٰى نَارًا فَقَالَ لاَهْلِهِ امْكُثُوْا اِنِّى اٰنَسْتُ نَارًا لَعَلِّىْ اٰتِيْكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى - فَلَمَّا اَتٰهَا نُوْدِىَ يٰمُوْسٰى اِنِّى اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ - اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى - وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى - (طـه)

"মূসার কাহিনী কি আপনার কাছে পৌছেছে, (পথিমধ্যে) তিনি যখন আগুন দেখলেন, তখন নিজ পরিজনকে বললেন, তোমরা (এখানে একটু) অপেক্ষা কর। আমি (একটু দূরে) আগুন দেখেছি। আশা করি, তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু (আগুন) নিয়ে আসব কিংবা (সেখানে) আগুনের সন্ধান পাবো। অতপর মূসা সেখানে আসলে পর ডাক শুনলেন, হে মূসা ! নিশ্চয় আমি তোমার রব। তুমি পায়ের জুতা খুলে ফেল। কেননা, তুমি 'তুয়া' নামক এক পবিত্র প্রান্তরে হাজির হয়েছ। আমি তোমাকে (রসূল) মনোনীত করেছি। অতএব যা অহী করা হয়, তা মনোযোগ দিয়ে শোন।"

٣١٤٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ اُسْرِىَ بِهِ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاِذَا هَارُوْنُ قَالَ هٰذَا هَارُوْنُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ -

৩১৪৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। মালেক ইবনে সাসাআ বর্ণনা করেন, নবী (স) মিরাজের রজনীর বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁদের কাছে এ ঘটনাও বলেছেন যে, তিনি যখন পঞ্চম আসমানে পৌছেন, তখন সেখানে হঠাৎ হারুন (আ)-এর সাথে সাক্ষাত ঘটে। জিবরাইল (আ) (পরিচয় করিয়ে দিয়ে) বলেন, ইনি হলেন হারুন (আ), তাঁকে সালাম করুন। অতপর আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনিও এর জবাব দিলেন। তারপর হারুন (আ) বললেন, হে আমার নেক ভাই ও মহান নবী, মারহাবা !

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ ঈমানদারের আহবান। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ-اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

"[ফেরাউন মূসা (আ)-কে হত্যার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে] ফেরাউন বংশীয় এক ব্যক্তি যে নিজ ঈমানকে (এ পর্যন্ত) গোপন রেখেছিল—বলল, তোমরা কি একজন লোককে হত্যা করতে চাইছ শুধু এ অপরাধে (?) যে, সে বলছে, আমার রব আল্লাহ ? অথচ সে তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছে। সে

যদি সত্যবাদী না হয়, তবে মিথ্যার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে সে তোমাদের সাথে যেসব ওয়াদা করছে, তার কিছু অংশ (আযাব) তোমাদের ওপর অবশ্যই আসবে। যারা সীমা লংঘনকারী ও মিথ্যাবাদী, আল্লাহ কখনও তাদেরকে হেদায়াত দান করেন না।"-(সূরা আল মু'মিন ঃ ২৮)

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوسٰى وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَكْلِيمًا

"[হে মুহাম্মাদ (স)!] আপনার কাছে কি মূসার খবরটি পৌঁছেছে ?" "এবং আল্লাহ মূসার সাথে ভালোভাবে কথাবার্তা বলেছেন।"

٣١٤٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهٖ رَاَيْتُ مُوْسٰى وَاِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ كَاَنَّهٗ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَرَاَيْتُ عِيْسٰى فَاِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبْعَةٌ اَحْمَرُ كَاَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ وَاَنَا اَشْبَهُ وَلَدِ اِبْرَاهِيْمَ ثُمَّ اُتِيْتُ بِاِنَاءَيْنِ فِىْ اَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِى الْاٰخَرِ خَمْرٌ فَقَالَ اِشْرَبْ اَيُّهُمَا شِئْتَ فَاَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهٗ فَقِيْلَ اَخَذْتَ الْفِطْرَةَ اَمَا اِنَّكَ لَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ اُمَّتُكَ ـ

৩১৪৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ যে রাতে আমার মিরাজ হয়, সে রাতে আমি মূসাকে দেখতে পেয়েছি। তাঁর গায়ের গোশত জমাট বাঁধা অর্থাৎ তিনি বলিষ্ঠদেহী ছিলেন, তাঁর চুল কোঁকড়ানো। (মনে হচ্ছিল) তিনি যেন শানুআ গোত্রেরই একজন লোক। আমি ঈসা (আ)-কেও দেখেছি। তিনি মধ্যমদেহী ছিলেন। রং ছিল তাঁর লাল। তিনি যেন (এইমাত্র) হাম্মাম থেকে বের হলেন। আর ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে তাঁর সাথে আমার চেহারার মিল রয়েছে সবচেয়ে বেশী। অতপর আমার সামনে দু'টি পিয়ালা আনা হল। এর একটিতে ছিল দুধ এবং অপরটিতে ছিল শরাব। জিবরাইল (আ) বললেন, দু'টির মধ্যে যেটি চান সেটি থেকে পান করুন। আমি দুধ নিলাম এবং তা পান করলাম। তখন বলা হল, আপনি 'ফিতরাত'ই (স্বভাব ও প্রকৃতি) বেছে নিয়েছেন। যদি আপনি শরাব নিয়ে নিতেন, তাহলে আপনার উম্মত গোমরাহ হয়ে যেত।

٣١٤٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا يَنْبَغِىْ لِعَبْدٍ اَنْ يَّقُوْلَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى وَنَسَبَهٗ اِلٰى اَبِيْهِ وَذَكَرَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهٖ فَقَالَ مُوْسٰى اٰدَمُ طُوَالٌ كَاَنَّهٗ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَقَالَ عِيْسٰى جَعْدٌ مَرْبُوْعٌ وَذَكَرَ مَالِكَ خَازِنَ النَّارِ وَذَكَرَ الدَّجَّالَ ـ

৩১৪৫. কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল আলিয়ার কাছে শুনেছি, তাঁর কাছে তোমাদের নবী (স)-এর চাচাতো ভাই ইবনে আব্বাস রেওয়ায়েত করেছেন।

নবী (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তির পক্ষে আমাকে ইউনুস ইবনে মাত্তার চেয়ে উত্তম বলা শোভা পায় না। নবী (স) ইউনুস (আ)-কে তাঁর পিতার সাথে সম্পর্কিত করেছেন। নবী (স) মিরাজের রাতের কথাও উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, মূসা (আ) ছিলেন দীর্ঘদেহী এবং বাদামী রং বিশিষ্ট, যেন 'শানুআ' গোত্রের একজন লোক। তিনি এ-ও বলেছেন, ঈসা (আ) ছিলেন কোঁকড়ানো চুলওয়ালা, মধ্যমদেহী লোক। তিনি দোযখের দারোগা মালেক ও দাজ্জালের কথাও উল্লেখ করেছেন।

٣١٤٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَجَدَهُمْ يَصُوْمُوْنَ يَوْمًا يَعْنِي عَاشُوْرَاءَ فَقَالُوْا هٰذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللّٰهُ فِيْهِ مُوْسٰى وَاَغْرَقَ اٰلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوْسٰى شُكْرًا لِلّٰهِ فَقَالَ اَنَا اَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْهُمْ فَصَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ -

৩১৪৬. জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী (স) যখন (হিজরত করে) মদীনায় আসেন, তিনি দেখতে পান যে, ইয়াহুদীরা একদিন রোযা রাখছে। দিনটি ছিল আশুরার দিন। (জিজ্ঞেস করার পর) তারা বলল, এটি এক মহান দিন। এ দিনেই আল্লাহ মূসা (আ)-কে নাজাত দিয়েছেন এবং ফিরাউনের দলকে ডুবিয়ে মেরেছেন। অতপর মূসা (আ) আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের জন্য রোযা রেখেছেন। তখন নবী (স) বললেন, তাদের তুলানায় আমিই হলাম মূসা (আ)-এর বেশী ঘনিষ্ঠ। সুতরাং তিনি নিজেও (এই দিন) রোযা রেখেছেন এবং সবাইকে রোযা রাখার হুকুমও করেছেন।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقٰتُ رَبِّهٖ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ - وَلَمَّا جَاءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرٰنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرٰنِيْ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ -(الاعراف : ١٤٣)

"আমি মূসার সাথে (কিতাবদানের উদ্দেশ্যে) তিরিশ রজনীর জন্য ওয়াদা করেছিলাম এবং (পরে) আরও দশ রাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে চল্লিশ রজনীতে পূর্ণ করলাম। মূসা (তুর পবর্তে যাত্রাকালে) তাঁর ভাই হারুনকে বলল, (আমার অবর্তমানে) জাতির মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে। তাদের সংশোধন করে যাবে। ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পন্থা অনুসরণ করবে না। মূসা যখন আমার নির্ধারিত দিনগুলোতে আসল এবং তার প্রভু তার সাথে কথা বলল, তখন সে আরজ করল, হে আমার পরোওয়ারদিগার ! আমাকে

দেখা দিন। আমি একটু আপনাকে দেখতে চাই। আল্লাহ্ বললেন, (এ জগতে) কখনও আমাকে দেখতে পারবে না। তবে (সামনের) ঐ পাহাড়টির দিকে নজর কর, যদি তা স্ব স্থানে স্থির থাকে, তখন হয়ত আমাকে দেখবে। যখন তার পরোয়ারদিগার সেই পাহাড়ে আপন তাজাল্লির (জ্যোতির) ঝলক মাত্র মারলেন, তাতেই পাহাড়টি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল এবং মূসা বেহুশ হয়ে পড়ে গেল। যখন মূসার চৈতন্য ফিরে আসল, তখন আরজ করল, প্রভু ! আপনি পাকপবিত্র। আমি আপনার দরবারে তওবা করছি। আর (এ জগতে আপনার দিদার যে সম্ভব নয়, সে বিষয়ে) আমিই সর্বপ্রথম ঈমান আনলাম।"–(সূরা আরাফ ঃ ১৪২–৪৩)

٣١٤٧– عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ النَّاسُ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ يُّفِيْقُ فَإِذَا أَنَا بِمُوْسٰى اٰخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِيْ أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوْزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّوْرِ -

৩১৪৭. আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সব মানুষ বেহুশ হয়ে যাবে। সর্বপ্রথম আমিই চেতনা ফিরে পাব। তখন হঠাৎ আমি মূসা (আ)-কে দেখব, তিনি আরশের খুঁটিগুলোর একটি খুঁটি ধরে রয়েছেন। আমি জানি না, আমার আগেই কি তাঁর হুশ আসবে, নাকি তুর পাহাড়ে বেহুশ হওয়ার বিনিময় তাঁকে দেয়া হবে (যে, তিনি আর এখানে বেহুশই হবেন না)।

٣١٤٨– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ لاَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْ لاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثٰى زَوْجَهَا الدَّهْرَ -

৩১৪৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যদি বনী ইসরাইল না হত, তাহলে গোশতে কখনও পচন ধরত না। আর যদি (আদি মাতা) 'হাওয়া' না হতেন, তাহলে কোন নারী কোনকালে স্বামীর সাথে খেয়ানত করত না।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ তুফানের বর্ণনা। 'তুফান' কখনও বন্যাপ্রবাহের কারণে হয়ে থাকে। আর অধিক হারে মানুষের মৃত্যুকেও তুফান বলা হয়। القمل এর অর্থ কীট যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উকুনের ন্যায় হয়ে থাকে, حقيق এর অর্থ উপযুক্ত এবং হক। سقط অর্থ লজ্জিত হওয়া। আর যে লোকই লজ্জিত হয় সেই নিজের হাতের ওপর পড়ে যায়। (অর্থাৎ গভীর মর্মবেদনায় কখনো দাঁত দিয়ে হাত কামড়ে ধরে আবার কখনো অন্য ধরনের কিছু করে বসে, যাতে তার গভীর দুঃখ ও শোকের প্রকাশ ঘটে।)

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ মূসা ও খিযিরের কাহিনী সম্বলিত হাদীস।

٣١٤٩– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارٰى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ الْفَزَارِيُّ فِيْ صَاحِبِ مُوْسٰى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ ابْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِيْ هٰذَا فِيْ صَاحِبِ مُوْسٰى الَّذِيْ سَالَ السَّبِيْلَ إِلٰى لُقِيِّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَمَا مُوْسٰى فِىْ مَلَاٍ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ اَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ لاَ - فَأَوْحَى اللّٰهُ إِلٰى مُوْسٰى بَلٰى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ مُوْسٰى السَّبِيْلَ إِلَيْهِ فَجُعِلَ لَهُ الْحَوْتُ اٰيَةً وَقِيْلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ فَكَانَ يَتْبَعُ الْحُوتَ فِى الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوْسٰى فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا أَنْسَانِيْهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ اَذْكُرَهُ - فَقَالَ مُوْسٰى ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِىْ قَصَّ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ -

৩১৪৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এবং হুর ইবনে কায়েস ফাযারী মূসার সাথীর ব্যাপারে বির্তক করছিলেন। ইবনে আব্বাস বলেন, তিনি হলেন 'খিযির'। এমনি সময় তাঁদের নিকট দিয়ে উবাই ইবনে কাব পথ অতিক্রম করছিলেন। ইবনে আব্বাস তাঁকে ডাকলেন এবং বললেন, আমি ও আমার এ সাথী মূসা (আ)-এর সেই সাথীর ব্যাপারে বির্তক করছি—যার সাথে মুলাকাতের জন্য মূসা (আ) পথের সন্ধান চেয়েছিলেন। আপনি কি রসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর কোন অবস্থা বর্ণনা করতে শুনেছেন ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি যে, মূসা (আ) বনী ইসরাইলের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। তখন তার কাছে একজন লোক আসল এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি এমন কোন ব্যক্তিকে জানেন, যিনি আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ? তিনি বললেন, না। তখন আল্লাহ মূসার প্রতি অহী পাঠালেন যে, হাঁ (তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী) আমার এক বান্দা আছে—যার নাম 'খিযির'। মূসা তখন তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য পথের সন্ধান জানতে চাইলেন। তাঁর জন্য একটি মাছকেই (পথের) নিশান ও চিহ্ন হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হল এবং তাঁকে বলে দেয়া হল, যখন তুমি মাছটিকে হারাবে, তখন (পেছনে) ফিরে আসবে। তাহলেই খিযিরের সাক্ষাত পাবে। অতপর মূসা (আ) নদীতে মাছের চিহ্ন খুঁজে চলছিলেন। এমনি সময় মূসা (আ)-কে তাঁর খাদেম বলে উঠল, আপনি লক্ষ করেছেন যে, আমরা যখন ঐ পাথরটির নিকট বসেছিলাম তখন আমি মাছটির কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। বস্তুত তার স্মরণ থেকে একমাত্র শয়তানই আমাকে গাফিল করে দিয়েছে। মূসা (আ) বললেন, তাকেই তো আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। অতএব উভয়েই পেছনে ফিরে চললেন এবং 'খিযির'-এর সাক্ষাত পেয়ে গেলেন। তাঁদের (খিযির ও মূসা) উভয়ের অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা ঠিক তা-ই যা মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন।[১৩]

٣١٥٠- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفَا الْبِكَالِىَّ يَزْعَمُ أَنَّ مُوْسٰى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوْسٰى بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ إِنَّمَا هُوَ مُوْسٰى اٰخَرُ

১৩. 'খিযির' শব্দই প্রচলিত হয়ে গেছে, কিন্তু এর শুদ্ধ উচ্চারণ খাযের।

فَقَالَ كَذِبَ عَدُوُّ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ مُوْسٰى قَامَ خَطِيْبًا فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ بَلٰى لِيْ عَبْدٌ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ أَيْ رَبِّ وَمَنْ لِيْ بِهٖ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ أَيْ رَبِّ وَكَيْفَ لِيْ بِهٖ قَالَ تَأْخُذُ حُوْتًا فَتَجْعَلُهُ فِيْ مِكْتَلٍ حَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَهُوَ ثَمَّ وَرُبَّمَا قَالَ فَهُوَ ثَمَّهُ وَاَخَذَ حُوْتًا فَجَعَلَهُ فِيْ مِكْتَلٍ ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوْشَعُ بْنُ نُوْنٍ حَتّٰى أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُسَهُمَا فَرَقَدَ مُوْسٰى وَاضْطَرَبَ الْحُوْتُ فَخَرَجَ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَأَمْسَكَ اللّٰهُ عَنِ الْحُوْتِ جِرْيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ فَقَالَ هٰكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا حَتّٰى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا وَلَمْ يَجِدْ مُوْسٰى النَّصَبَ حَتّٰى جَاوَزَ حَيْثُ أَمَرَهُ اللّٰهُ قَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا أَنْسَانِيْهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا فَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا وَلَهُمَا عَجَبًا قَالَ لَهُ مُوْسٰى ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِيْ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا- رَجَعَا يَقُصَّانِ اٰثَارَهُمَا حَتّٰى اِنْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى بِثَوْبٍ فَسَلَّمَ مُوْسٰى فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ وَأَنّٰى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ قَالَ أَنَا مُوْسٰى قَالَ مُوْسٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِيْ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ يَامُوْسٰى إِنِّيْ عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَنِيْهِ اللّٰهُ لاَ تَعْلَمُهُ وَأَنْتَ عَلٰى عِلْمٍ مِن عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَكَهُ اللّٰهُ لاَ أَعْلَمُهُ قَالَ هَلْ أَتَّبِعُكَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَالَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا إِلٰى قَوْلِهٖ إِمْرًا فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ كَلَّمُوْهُمْ أَنْ يَحْمِلُوْهُمْ فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوْهُ بِغَيْرِ نَوْلٍ فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ جَاءَ عُصْفُوْرٌ فَوَقَعَ عَلٰى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ قَالَ لَهُ الْخَضِرُ يَا مُوْسٰى مَانَقَصَ عِلْمِيْ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَصَ هٰذَا الْعُصْفُوْرُ بِمِنْقَارِهٖ مِنَ الْبَحْرِ إِذْ أَخَذَ الْفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحًا قَالَ فَلَمْ

يَفْجَأْ مُوْسٰى إِلاَّ وَقَدْ قَلَعَ لَوْحًا بِالْقَدُوْمِ فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى مَا صَنَعْتَ قَوْمٌ حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلٰى سَفِيْنَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقْنِيْ مِنْ أَمْرِيْ عُسْرًا فَكَانَتِ الْأُوْلٰى مِنْ مُوْسٰى نِسْيَانًا فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ الْبَحْرِ مَرُّوْا بِغُلاَمٍ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَأَوْمَأَ سُفْيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا- قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِيْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّيْ عُذْرًا فَانْطَلَقَا حَتّٰى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ أَنْ يَنْقَضَّ مَائِلاً أَوْمَأَ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَأَشَارَ سُفْيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيْئًا إِلٰى فَوْقُ فَلَمْ أَسْمَعْ سُفْيَانَ يَذْكُرُ مَائِلاً إِلاَّ مَرَّةً قَالَ قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُوْنَا وَلَمْ يُضَيِّفُوْنَا عَمَدْتَ إِلٰى حَائِطِهِمْ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَدِدْنَا أَنَّ مُوْسٰى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْحَمُ اللهُ مُوْسٰى لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ ثُمَّ قَالَ لِيْ سُفْيَانُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ قِيْلَ لِسُفْيَانَ حَفِظْتَهُ قَبْلَ أَنْ تَسْمَعَهُ مِنْ عَمْرٍو أَوْ تَحَفَّظْتَهُ مِنْ إِنْسَانٍ فَقَالَ مِمَّنْ أَتَحَفَّظُهُ وَرَوَاهُ أَحَدٌ عَنْ عَمْرٍو غَيْرِيْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ ـ

৩১৫০. সাঈদ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললাম ঃ নাওফ বেক্কালী মনে করছে যে, খিযিরের সঙ্গী মূসা বনী ইসরাইলের (নবী) মূসা নন। নিশ্চয়ই তিনি অপর কোনও মূসা। তখন ইবনে আব্বাস বললেন, আল্লাহর দুশমন মিথ্যা কথা বলেছে। উবাই ইবনে কা'ব নবী (স) থেকে আমাদের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, (একদা) মূসা বনী ইসরাইলের এক সমাবেশে ভাষণ দিতে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, কোন্ লোকটি সবচেয়ে অধিক জ্ঞানী ? মূসা জবাব

দিলেন, আমি। (তাঁর এ জবাবে) আল্লাহ তাকে তিরস্কার করলেন। কেননা, তিনি জ্ঞানকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করেননি। আল্লাহ তাঁকে বললেন, দেখ, দু'নদীর সংযোগ স্থলে আমার এক বান্দা আছে। সে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। মূসা আরজ করলেন, হে আমার পরোয়ারদিগার ! তাঁর কাছে আমাকে কে পৌছাবে ? কখনও সুফিয়ান এভাবে রেওয়ায়েত করেছেন যে, হে প্রভু ! আমি তাঁর নিকটে কিরূপে পৌঁছুব ? আল্লাহ বললেন, তুমি একটি মাছ ধর এবং তা (ভাজা করে) থলের মধ্যে ভরে রাখ। যেখানে গিয়ে তুমি মাছটি হারিয়ে ফেলবে, আমার সেই বান্দার সাক্ষাত তুমি সেখানেই পাবে। কখনও সুফিয়ান شئ এর স্থলে شمه বর্ণনা করেছেন। অতপর মূসা একটি মাছ ধরলেন এবং তা (ভাজা করে) থলের মধ্যে ভরে রাখলেন। তারপর তিনি ও তাঁর খাদেম ইউশা ইবনে নুন (সফরের উদ্দেশ্যে) চললেন। চলতে চলতে তাঁরা (সাগর তীরে) একটি প্রকান্ড পাথরের কাছে এসে থামলেন। উভয়ে পাথরটির উপর মাথা রাখলেন (এবং বিশ্রাম করলেন) ইতিমধ্যে মূসা ঘুমিয়ে পড়লেন। মাছটি (জীবন্ত হয়ে উঠল এবং) ছটফট করতে করতে (থলে থেকে) বেরিয়ে এলো এবং সাগরে নেমে গেল। অতপর সে সাগরের মধ্যে সুড়ঙ্গ আকারে আপন পথ করে নিল। অর্থাৎ আল্লাহ মাছটির গমন পথে পানির গতি রোধ করে দিলেন। ফলে তার গমন পথটি মিহরাবের মতো হয়ে গেল। নবী (স) (হাতের ইশরায়) বললেন যে, এভাবে মিহরাবের মতো হয়েছে। অতপর উভয়ে অবশিষ্ট দিন ও সারা রাত পথ চললেন। যখন পরদিন সকাল হল, তখন মূসা তাঁর খাদেমকে বললেন, আমার ভোরের খানা আন। আমি (পাথরটিতে বিশ্রাম নেয়ার পর থেকে) এ সফরে খুব ক্লান্তি ও কষ্ট অনুভব করছি। বস্তুত মূসা যে পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশিত সেই স্থানটি অতিক্রম করে না গেছেন, সে পর্যন্ত সফরে তিনি কোন ক্লান্তি বোধ করেননি। তখন খাদেম তাঁকে জানাল ঃ আপনি কি খেয়াল করেছেন যে, আমরা যখন সেই পাথরটির কাছে বিশ্রাম নিয়েছিলাম, তখন (মাছটি পানিতে চলে গেছে) মাছটির (অলৌকিকভাবে চলে যাওয়ার) কথা বলতে আমি একেবারেই ভুলে গেছি। আসলে (আপনার নিকট) তা উল্লেখ করতে একমাত্র শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। মাছটি সমুদ্রে আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে নিয়েছে। (বর্ণনাকারীর মন্তব্য) পথটি মাছের জন্য ছিল একটি সুড়ঙ্গ। আর তাঁদের জন্য ছিল এক অভিনব ও আশ্চর্যজনক ব্যাপার। মূসা তাকে বললেন, এটিই তো (সেই স্থান যা) আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। পরে উভয়ে আপন পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে পেছনের দিকে ফিরে চললেন। শেষ পর্যন্ত সেই পাথরটির কাছে এসে পৌছলেন এবং (সেখানে)দেখলেন, একজন লোক কাপড়ে আবৃত হয়ে আছেন। মূসা তাঁকে সালাম করলেন। তিনিও সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, এদেশে তো সালামের কোন রেওয়াজ নেই। (তুমি কিভাবে তা করলে ?) তিনি বললেন, আমি মূসা। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, বনী ইসরাইলের মূসা ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। আমি এসেছি আপনার নিকট থেকে হেদায়াতের সেই কথাগুলো শেখার জন্যে যা আপনাকে শেখানো হয়েছে। লোকটি বলল, হে মূসা ! আমার কিছু আল্লাহ প্রদত্ত ইল্‌ম আছে—যা তিনিই আমাকে দান করেছেন। এ সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই। আর তোমার কিছু আল্লাহ প্রদত্ত ইল্‌ম আছে যা—একমাত্র তোমাকেই আল্লাহ দান করেছেন। সে ব্যাপারে আমার কোন ইল্‌ম নেই। মূসা বললেন, আমি কি

আপনার সাথে থাকতে পারি ? খিযির বললেন, তুমি আমার সাথে থেকে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না। আর তুমি এমন এমন জিনিসের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করবেই বা কিভাবে —যার রহস্য ও হাকীকত অনুধাবন করা তোমার সাধ্যের বাইরে ? মূসা বললেন, ইনশাআল্লাহ আপনি অবশ্যই আমাকে একজন ধৈর্যধারণকারী হিসেবে দেখতে পাবেন। আমি আপনার কোন হুকুমই অমান্য করব না। খিযির বললেন, যদি তুমি আমার সাথে থাকতে চাও, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার নিকট ব্যক্ত না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বিষয়ে তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে পারবে না।

অতপর উভয়ে রওয়ানা করলেন এবং সাগরের তীর দিয়ে চলতে লাগলেন। এমন সময় একটি নৌকা তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাঁরা তাঁদেরও নৌকায় উঠিয়ে নিতে মাঝিদেরকে অনুরোধ করলেন। মাঝিরা খিযিরকে চিনে ফেললো এবং বিনা ভাড়ায় (সঙ্গীসহ) তাঁকে নৌকায় তুলে নিল। তাঁরা নৌকায় আরোহণ করার পর একটি চড়ুই পাখী নৌকার একপাশে এসে বসল এবং একবার বা দু'বার সাগরের পানিতে ঠোঁট ডুবাল। খিযির বললেন, হে মূসা ! এ পাখীটি সাগর থেকে ঠোঁটের সাহায্যে যে সামান্য পরিমাণ পানি নিয়েছে, তাতে সাগরে পানি যতটুকু হ্রাস পেয়েছে, আমার ও তোমার ইলমের দ্বারা আল্লাহর ইলমে ততোটুকুও কমতি আসেনি। তারপর খিযির হঠাৎ করে একটি কুড়াল উঠালেন এবং (আঘাত হেনে) নৌকার একটি তক্তা (ভেঙ্গে) বের করে ফেললেন। মূসা দেখলেন, খিযির কুড়ালের আঘাতে নৌকার তক্তা ভেঙ্গে ফেলেছেন। তখন তাঁকে মূসা বললেন, আপনি এ কি করলেন ? এরা বিনা ভাড়ায় আমাদেরকে (নৌকায় তুলে) নিল। এখন তাদের নৌকাই আপনার আঘাতের লক্ষবস্তু হল, আপনি আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য নৌকায় ছিদ্র করে দিলেন। এ এক গুরুতর কাজ করলেন। খিযির বললেন, আমি কি বলিনি যে, তুমি কখনই আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবে না। মূসা জবাব দিলেন, আমি ব্যাপারটি ভুলে গেছি, সেই ভুলের জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না এবং আমার এ আচরণে আমার প্রতি কঠোর হবেন না। মূসার পক্ষ থেকে এ প্রথম ভুল হয়ে গেল। অতপর তাঁরা উভয়েই সাগর পার হয়ে আসলেন। এরপর একটি বালকের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। সে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলছিল। খিযির ছেলেটির মাথা ধরলেন এবং নিজ হাতে তার গর্দান আলাদা করে ফেললেন। (এ কথাটি বোঝানোর জন্য) সুফিয়ান (হাদীস বর্ণনাকারী) তাঁর হাতের আঙুলগুলো দ্বারা এমনভাবে ইশারা করলেন যেন তিনি কোন জিনিস ভেঙে ফেলছিলেন। এ সময় মূসা বললেন ঃ নিশ্চয়ই আপনি একটি জঘন্য কাজ করলেন। খিযির বললেন, আমি কি বলিনি যে, তুমি কখনই আমার সাথে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না ? মূসা বললেন, এরপর যদি আমি আপনাকে আর কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি তাহলে আপনি আমাকে আর আপনার সঙ্গে রাখবেন না। আমার ওজরের চূড়ান্ত হয়ে গেছে। অতপর তাঁরা হাঁটতে আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত লোকালয়ে এসে হাজির হলেন এবং গ্রামবাসীরদের কাছে খাবার চাইলেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। সেই লোকালয়েই তাঁরা একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন, যা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল এবং একদিকে ঝুঁকে পড়েছিল। খিযির তা সুদৃঢ় করে ও হাত দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। একথা বলে বর্ণনাকারী সুফিয়ান হাত দিয়ে এভাবে ইঙ্গিত করলেন যেন তিনি কোন জিনিস উপরের দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। আমি সুফিয়ানকে–'ঝুঁকে পড়েছে'–এ কথা উল্লেখ করতে একবারই মাত্র শুনেছি।

মূসা বললেন, এরা এমন মানুষ, আমরা তাদের নিকট আসলাম, তারা না আমাদের জন্য খাবার সরবরাহ করলো, না আমাদের মেহমানদারী করল। আর আপনি গেলেন তাদের প্রাচীর ঠিক করে দিতে। আপনি যদি চাইতেন, তাদের নিকট থেকে এর মজুরী আদায় করতে পারতেন। খিযির বললেন, ব্যস এখান থেকেই তোমার ও আমার মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হচ্ছে। তবে যেসব ব্যাপারে তুমি ধৈর্যধারণ করতে পারনি। সেগুলোর গূঢ় রহস্য আমি তোমাকে অবহিত করছি।

নবী (স) বলেছেন, হায় ! যদি মূসা সবর করতেন আল্লাহ আমাদের নিকট তাঁদের উভয়ের খবরা খরব (আরও অধিক) বর্ণনা করতেন !

সুফিয়ান বর্ণন করেন, নবী (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ মূসার ওপর রহমত বর্ষণ করুন ! যদি তিনি সবর করতেন, তাহলে তাঁদের উভয়ের ব্যাপারে আমাদের কাছে (আরও অধিক ঘটনা) বর্ণিত হতো। ইবনে আব্বাস (এখানে) وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا এর স্থলে পড়েছেন وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا (অর্থাৎ তাদের সামনে একজন বাদশা ছিল যে, প্রতিটি নিখুঁত নৌকা জবরদস্তিমূলক ছিনিয়ে নেয়)।

(ইবনে আব্বাস এও পড়েছেন যে,) وَمَا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ (অর্থাৎ সে বালকটি ছিল কাফের এবং তার মা-বাপ ছিল ঈমানদার)। পুনরায় সুফিয়ান আমাকে বলেছেন, আমি এ হাদীসটি আমর ইবনে দীনারের থেকে দু'বার শুনেছি এবং তাঁর নিকট থেকেই তা মুখস্ত করেছি। সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কি আমর থেকে শোনার আগেই তা মুখস্ত করে ফেলেছেন কিংবা অপর কোন লোকের কাছ থেকে তা মুখস্ত করেছেন ? সুফিয়ান জবাব দিলেন, আমি কার নিকট থেকে তা মুখস্ত করতে পারি ? আমি ছাড়া আর কেউ কি হাদীসটি আমরের নিকট থেকে বর্ণনা করেছে ? আমি তাঁর নিকট থেকে দু'বার কিংবা তিনবার তা শুনেছি এবং তাঁর কাছ থেকেই তা মুখস্ত করেছি।

٣١٥١- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرُ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرَاءَ -

৩১৫১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ খাযেরকে 'খাযের' নামে আখ্যায়িত করার কারণ হলো এই যে, (একদা) তিনি ঘাস পাতাবিহীন শুষ্ক সাদা জায়গায় বসেছিলেন। তাঁর উঠে যাওয়ার পরই হঠাৎ ঐ জায়গাটি সবুজের সমারোহে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। (সে ঘটনা থেকে তাঁর নাম 'খাযের'–প্রচলিত বাংলা উচ্চারণে 'খিযির' হয়ে গেল)।

٣١٥٢- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قِيلَ لِبَنِى إِسْرَائِيلَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ فَبَدَّلُوا فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةٌ فِى شَعْرَةٍ -

৩১৫২. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ বনী ইসরাইলকে আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা (প্রস্তাবিত শহরে) প্রবেশদ্বার দিয়ে অবনতমস্তকে ঢুকবে।

আর (মুখে) বলবে, 'হিত্তাতুন' (অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আমাদের গোনাহ মাফ করে দাও)। কিন্তু তারা (এ শব্দটি) পরিবর্তন করে ফেলল এবং (নীচু হয়ে যাতে শির নত করতে না হয়) নিজ নিজ কোমরের ওপর ভর করে (শহরে) প্রবেশ করল। আর মুখে বলল : 'হাব্বাতুন ফি শা'রাতিন' (অর্থাৎ যবের দানা চাই, এক কথায়—খাদ্য চাই)।

٣١٥٣- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مُوْسٰى كَانَ رَجُلاً حَيِيًّا سِتِّيْرًا لاَ يُرٰى مِنْ جِلْدِهٖ شَيْءٌ اِسْتِحْيَاءً مِنْهُ فَاٰذَاهُ مَنْ اٰذَاهُ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيْلَ فَقَالُوا مَا يَسْتَتِرُ هٰذَا التَّسَتُّرَ إِلاَّ مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهٖ إِمَّا بَرَصٍ وَإِمَّا أُدْرَةٍ وَإِمَّا اٰفَةٍ وَإِنَّ اللّٰهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوْا لِمُوْسٰى فَخَلاَ يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلٰى ثِيَابِهٖ لِيَأْخُذَهَا وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهٖ فَأَخَذَ مُوْسٰى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ ثَوْبِىْ حَجَرُ ثَوْبِىْ حَجَرُ حَتّٰى اِنْتَهٰى إِلٰى مَلَإٍ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيْلَ فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ وَأَبْرَاَهُ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ وَقَامَ الْحَجَرُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبِسَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ فَوَاللّٰهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهٖ ثَلاَثًا أَو أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ـ

৩১৫৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন : (হযরত) মূসা খুবই লাজুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। (সব সময়) শরীর আবৃত রাখতেন। লজ্জাশীলতার কারণে তাঁর দেহের কোন অংশ কখনও খোলা দেখা যেত না। বনী ইসরাইল গোত্রের একদল লোক (এ ব্যাপারটিকে ভিত্তি করে) তাঁকে ভীষণ কষ্ট দিল। তারা (তাঁর ওপর অপবাদ এনে) বলল : তিনি যে শরীর ঢেকে রাখতে এত বেশী তৎপর, তার একমাত্র কারণ হলো যে, তাঁর শরীরে নিশ্চয় কোন দোষ আছে। হয়তো শ্বেত রোগ রয়েছে কিংবা অন্ডকোষে একশিরা বা অপর কোন ঘৃণ্য ব্যাধি আছে। মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলেন, মূসা সম্পর্কে তারা যে অপবাদ রটিয়েছে, তা থেকে তাঁকে পাকসাফ করে দেবেন। সুতরাং একদিন মূসা (এক নির্জন স্থানে গিয়ে) একাকী হলেন এবং পরনের কাপড় খুলে একটি পাথরের ওপর রাখলেন। তারপর (পানিতে নেমে) গোসল করলেন। গোসল সেরে যখনই কাপড় নিতে সেদিকে এগিয়ে গেলেন, অমনি তাঁর কাপড়সহ পাথরটি ছুটে চলল। তখন মূসা তাঁর লাঠিটি হাতে নিলেন এবং পাথরটিকে ধাওয়া করলেন। আর (চীৎকার দিয়ে) বলতে লাগলেন, হে পাথর ! আমার কাপড় (ফিরিয়ে দাও) ; হে পাথর আমার কাপড় (ফিরিয়ে দাও) ! এমনকি শেষ পর্যন্ত পাথরটি বনী ইসরাইলের এক মজলিসে এসে পৌছল। ফলে তারা মূসাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখে ফেলল। তারা দেখতে পেল মূসার শরীর আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সৌন্দর্যে ভরপুর এবং তারা যা বলছে সেসব দোষ থেকে

তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। পাথরটি (সেখানে) থামল। মূসা তাঁর কাপড় নিয়ে পরিধান করলেন এবং লাঠি দ্বারা পাথরকে খুব জোরে মারতে লাগলেন। আল্লাহর কসম ! এতে পাথরের গায়ে তিন, চার কিংবা পাঁচটি আঘাতের দাগ পড়ে গেল। এটিই হল এ আয়াতের মর্ম ঃ "হে ঈমানদারগণ ! তোমরা কখনও তাদের মতো হয়ো না, যারা মূসাকে ব্যথা দিয়েছিল। অতপর আল্লাহ তাঁকে তাদের দেয়া অপবাদ থেকে অব্যাহতি দান করলেন। আর মূসা আল্লাহর কাছে অতি সম্মানিত লোক ছিলেন।"(আল আহযাব ঃ ৬৯)

٣١٥٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَسَمَ النَّبِىُّ ﷺ قَسَمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَغَضِبَ حَتّٰى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِىْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسٰى قَدْ أُوْذِىَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ -

৩১৫৪. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) কিছু জিনিস (লোকদের মধ্যে) বন্টন করলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল ঃ এতো এমন ধরনের বন্টন—যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কোন ইচ্ছা পোষণ করা হয়নি। আমি নবী (স)-এর খেদমতে আসলাম এবং ব্যাপারটি তাঁকে জানালাম। তিনি খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং আমি অসন্তোষের ভাব তাঁর চেহারায় দেখতে পেলাম। অতপর তিনি বললেন, আল্লাহ মূসার প্রতি রহম করুন। এর চেয়েও বেশী কষ্ট তাঁকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি সবর করেছিলেন।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَجٰوَزْنَا بِبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰى اَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوْا يٰمُوْسٰى اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ اِنَّ هٰؤُلَاۤءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - (الاعراف :٣٩-١٣٨)

"আর আমি বনী ইসরাইলকে সাগর পার করে নিয়েছিলাম। তখন তারা এমন এক জাতির নিকট আসল—যারা তাদের প্রতিমাগুলোর সামনে পূজায় রত ছিল। তারা বলল, হে মূসা ! আমাদের জন্যও একটি মূর্তি বানিয়ে দাও—যেমন তাদের দেবদেবী রয়েছে। মূসা বললেন, তোমরা একটি জাহেল জাতি। তারা যে কাজে রত আছে তা অবশ্যই ক্ষতিকর। আর তারা যা করছে তা সম্পূর্ণই বাতিল।"

–(সূরা আরাফ ঃ ১৩৮—১৩৯)

٣١٥٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَجْنِى الْكَبَاثَ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْاَسْوَدِ مِنْهُ فَاِنَّهُ أَطْيَبُهُ قَالُوْا أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَالَ وَهَلْ مِنْ نَبِىٍّ إِلاَّ وَقَدْ رَعَاهَا -

৩১৫৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে "কেবাছ" নামীয় পাকা ফল বেছে বেছে নিচ্ছিলাম। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, এর মধ্যে কালোগুলো নেয়াই তোমাদের উচিত। কেননা, সেগুলোই অধিক সুস্বাদু। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি ছাগল চরিয়েছেন ? তিনি জবাব দিলেন, এমন একজন নবীও নেই যিনি তা চরাননি।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَإِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً قَالُوْا اَتَتَّخِذُنَا هُـــزُوًا قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ - قَالُوْا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِـــىَ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ عَـوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ فَافْـعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ - قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا.......... فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ -

"(স্মরণ কর সেই ঘটনা) যখন মূসা তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে গাভী জবাই করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তারা বলল, আপনি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছেন ? মূসা বললেন, আমি জাহেলদের ন্যায় (কর্মকান্ড) করা হতে আল্লাহর পানাহ চাই। তারা বলল, (তাহলে) আপনি আপনার প্রভুর নিকট আবেদন করুন, তিনি যেন গাভীটি কেমন হবে সে সম্পর্কে আমাদেরকে বিস্তারিত জানিয়ে দেন। মূসা বললেন, আল্লাহ বলছেন, তা এমন একটি গাভী হবে, যা বুড়োও নয়, একেবারে বাছুরও নয়। বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি বয়সের হবে। অতএব, যা নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তা করে ফেল। তারা (আবার) বলল, আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট এ মর্মে আবেদন করুন যে, তিনি যেন আমাদের বলে দেন, এর রং কেমন হবে ? মূসা বললেন, তিনি বলেছেন, এটি নিশ্চয় হলুদ বর্ণের গাভী হবে, যার রং হবে উজ্জল এবং দর্শকদের জন্য যা হবে আনন্দদায়ক। (এর পরও) তারা বলল, আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট আবেদন করুন, তিনি যেন বর্ণনা করেন গাভীটি কিরূপ হবে ? কেননা গাভীটি (বাছাই করার ব্যাপারে) আমাদের সংশয় রয়েছে। ইনশাআল্লাহ আমরা (তা) সন্ধান করে নিতে পারব। মূসা বললেন, আল্লাহ বলছেন, নিশ্চয় তা এমন গাভী হবে, যাকে কোন কাজে লাগিয়ে দুর্বল করা হয়নি। জমিও চাষ করা হয় না, সেচের কাজে পানিও টানে না। নিখুঁত হবে, তাতে কোন দাগ থাকতে পারবে না। তারা বলল, এবার আপনি সঠিক কথায় এসেছেন। অতপর তারা সেটি জবাই করল। অথচ তারা করবে বলে মনে হচ্ছিল না।[১২] (সূরা বাকারা ঃ ৬৭–৭১)

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ মূসা (আ)-এর ওফাত।

---

১২. বহুশতাব্দী পর্যন্ত বনী ইসরাইল গো পূজারী কিবতীদের সংস্পর্শে ছিল। তাদের প্রভাবে গো দেবতাদের মহিমা ও পবিত্রতায় তারাও বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিল। তাই গাভী যবেহ করার নির্দেশের মাধ্যমে চলেছিল তাদের ঈমানের পরীক্ষা। অপর দিকে এসব টালবাহানা ও কূটতর্কের মাধ্যমে তারা তা উপেক্ষা করতে চেয়েছিল।

٣١٥٦- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلٰى مُوْسٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلٰى رَبِّهٖ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِىْ إِلٰى عَبْدٍ لاَ يُرِيْدُ الْمَوْتَ قَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلٰى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ اَىْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالْاٰنَ قَالَ فَسَأَلَ اللّٰهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُــوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَارَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلٰى جَانِبِ الطَّرِيْقِ تَحْتَ الْكَثِيْبِ الْأَحْمَرِ ـ

৩১৫৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মউতের ফেরেশতাকে মূসার নিকট (তাঁর জান কবযের জন্য) পাঠানো হয়েছিল। ফেরেশতা যখন তাঁর নিকট আসলেন, তিনি তাকে এক ঘুষি মারলেন। তখন ফেরেশতা তার পরওয়াদিগারের কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেন, আপনি আমাকে এমন এক বান্দাহর নিকট পাঠিয়েছেন, যে মরতে চায় না। আল্লাহ বললেন, তুমি তার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল, সে যেন তার একখানা হাত একটি গরুর পিঠে রাখে, তার হাতের নীচে যতগুলো পশম পড়বে, প্রতিটি পশমের পরিবর্তে সে এক বছরের হায়াত পাবে। মূসা জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভু ! এরপর কি হবে ? আল্লাহ বললেন, তারপর মৃত্যু। মূসা বললেন, তাহলে এখনই হয়ে যাক। আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, নবী মূসা মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহর নিকট আবেদন জানিয়েছেন, তাঁকে যেন বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্বে করব দেয়া হয়।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যদি আমি সেখানে হতাম, অবশ্যই তোমাদেরকে রাস্তার পাশে লাল টিলার নীচে তাঁর কবরটি দেখিয়ে দিতাম।

٣١٥٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِىْ اصْطَفٰى مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الْعَالَمِيْنَ فِىْ قَسَمٍ يُقْسِمُ بِهٖ فَقَالَ الْيَهُوْدِىُّ وَالَّذِىْ اُصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْعَالَمِيْنَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذٰلِكَ يَدَهُ فَلَطَمَ الْيَهُوْدِىَّ فَذَهَبَ الْيَهُوْدِىُّ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الَّذِىْ كَانَ مِنْ أَمْرِهٖ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ لاَ تُخَيِّرُوْنِىْ عَلٰى مُوْسٰى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ يُّفِيْقُ فَإِذَا مُوْسٰى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِىْ أَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِىْ أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ

৩১৫৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। একজন মুসলমান ও একজন ইয়াহুদী পরস্পরকে গালি দিল। মুসলমান বললো, সেই আল্লাহর কসম, যিনি মুহাম্মাদ (স)-কে সমগ্র জগতের ওপর মনোনীত ও সম্মানিত করেছেন। ইয়াহুদীও বললো, কসম সেই সত্তার, যিনি মূসাকে

সারা জাহানের ওপর মর্যাদাবান করেছেন। তখনই মুসলমানটি হাত উঠালো এবং ইয়াহুদীকে একটি চড় মারলো। ইয়াহুদী নবী (স)-এর নিকট গেল এবং তার ও মুসলমানটির মধ্যে সংঘটিত ব্যাপারটি তাঁকে অবহিত করলো। নবী (স) বললেন, আমাকে মূসার ওপর মর্যাদা দিতে যেও না। কেননা, (কিয়ামতের দিন) সব মানুষ বেহুশ হয়ে যাবে। আমিই সর্বপ্রথম হুশ ফিরে পাব। হুশ আসতেই মূসাকে দেখবো, তিনি আরশের একপাশ ধরে রয়েছেন। আমি জানি না, যারা বেহুশ হয়েছে, তিনিও কি তাদের মধ্যে ছিলেন ? তারপর আমার আগেই তাঁর হুশ এসে গেছে ? কিংবা তাদেরই একজন ছিলেন, যাদেরকে মহান আল্লাহ (বেহুশ হওয়া থেকে) রেহাই দিয়েছেন ?

٣١٥٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى أَنْتَ اٰدَمُ الَّذِىْ أَخْرَجَتْكَ خَطِيْئَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ اٰدَمُ أَنْتَ مُوْسٰى الَّذِىْ اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِرِسَالاَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ ثُمَّ تَلُوْمُنِى أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَى قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى مَرَّتَيْنِ -

৩১৫৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আদম ও মূসা (আসমানে) পরস্পর বিতর্ক করছিলেন। মূসা তাঁকে বললেন, আপনি সেই আদম, আপনার ভুল আপনাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল ? আদম তাঁকে বললেন, তুমি তো সেই মূসা, যাকে আল্লাহ তাঁর রিসালাত দান ও বাক্যালাপ দ্বারা সম্মানিত করেছেন। অথচ তারপরও তুমি এমন একটি বিষয়ে আমার প্রতি দোষারোপ করছ, যা আমার সৃষ্টিরও আগে আমার তকদীরে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ (স) দু'বার বলেছেন যে, (এই বিতর্কে) আদম মূসার ওপর জয়ী হন।

٣١٥٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ يَوْمًا قَالَ عُرِضَتْ عَلَى الْأُمَمُ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَقِيْلَ هٰذَا مُوْسٰى فِىْ قَوْمِهِ -

৩১৫৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (স) আমাদের কাছে বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন, (সমস্ত নবীর) উম্মতদেরকে আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল। আমি এক বিরাট জামায়াত দেখতে পেলাম, যা আসমানের এক দিক ঢেকে ফেলেছিল। তখন বলা হল, ইনি হলেন, মূসা—আপন কওমের মধ্যে (অবস্থান করছেন)।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِى مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ - وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِىْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ - (التحريم ١١-١٢)

"আর যারা ঈমান এনেছে, তাদের (শিক্ষা গ্রহণের) জন্য আল্লাহ ফিরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। যখন সে দোয়া করেছিল ঃ হে আমার প্রভু ! আমার জন্য তোমার কাছেই জান্নাতে একখানি ঘর বানিয়ে দাও এবং আমাকে ফিরাউন ও তার অপকর্ম থেকে নাজাত দাও। আর জালিমের হাত থেকে আমাকে মুক্তিদান কর। এবং (আল্লাহ) ইমরান তনয়া মারয়ামের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যে আপন লজ্জাস্থানের হিফাজত করেছিল। পরে আমি তার ভিতরে আমার পক্ষ থেকে ফুঁকে দিলাম এবং সে তার প্রভুর বাক্যসমূহ ও কিতাবগুলোর সত্যতা স্বীকার করলো। আর আসলে সে ছিল অনুগত লোকদেরই একজন।"(সূরা তাহরীম ঃ ১১-১২)

٣١٦٠- عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ اٰسِيَةُ اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ -

৩১৬০. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, পুরুষদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক কামালিয়াত (পূর্ণতা) হাসিল করেছে। কিন্তু নারীদের মধ্যে ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া এবং ইমরানের কন্যা মারয়াম ছাড়া আর কেউই পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। তবে আয়েশার মর্যাদা সব নারীর ওপর এমন, যেমন সারীদের (শুরুয়া ও ঝোলে ভিজা রুটি) মর্যাদা সর্বপ্রকারের খাদ্যের ওপর।[১৩]

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ বাণী ঃ

إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ اُوْلِى الْقُوَّةِ - اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لاَ تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ - وَابْتَغِ فِيْمَاۤ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ............لِمَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ -

(القصص٧٦-٨٢)

"নিশ্চয়ই কারুন মূসার জাতিরই একজন। কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। আমি তাকে এত অধিক ধনভাণ্ডার দান করেছিলাম, যার চাবিসমূহ মহাশক্তির অধিকারী একদল লোকের পক্ষে উঠানো কষ্টকর ছিল। যখন তার জাতি তাকে বললো, দম্ভ করো না। আল্লাহ কখনও দাম্ভিকদের ভালবাসেন না। আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তা দ্বারা আখেরাতের নিবাস তালাশ কর এবং দুনিয়াতেও তোমার অংশের কথা ভুলে যেও না। আর আল্লাহ তোমার যেমন কল্যাণ করেছেন, তুমিও তদ্রূপ (মানুষের) কল্যাণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে মোটেই ভালবাসেন না। সে জবাব দিল, আমার নিজস্ব জ্ঞান গরিমা দ্বারাই তো এ ধনদৌলত অর্জিত হয়েছে। (আল্লাহ বলেন,) সে কি জানে না,

---

১৩. সেকালে আরবে অনুরূপ খাদ্যকে সব রকমের খাদ্যের মধ্যে উত্তম মনে করা হতো।

আল্লাহ্ তার পূর্বে অনেক মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন, যারা তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও ধনশালী ছিল ? অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে না। (কারণ, তাদের অপরাধ সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ অবহিত আছেন)।

(একদিনের ঘটনা) কারুন পূর্ণ জাঁকজমক ও আড়ম্বরসহ তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হল। যারা দুনিয়ার জীবনই শুধু কামনা করতো, (তা দেখে) তারা বলতে লাগলো, হায়—কারুনকে যেরূপ দান করা হয়েছে, যদি আমাদেরও সেরূপ হতো ! নিশ্চয়ই সে অতীব ভাগ্যবান। আর যাদেরকে (প্রকৃত) জ্ঞান দান করা হয়েছিল, তারা বলল, তোমাদের সর্বনাশ হোক ! (জেনে রাখ) যে ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, আল্লাহর সওয়াব ও পুরস্কারই তার জন্য সর্বোত্তম। তবে একমাত্র সবরকারীরাই তা লাভ করবে।

অতপর আমি তাকে তার দালান কোঠাসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তখন তার স্বপক্ষে এমন কোন দলই ছিল না যে আল্লাহর শাস্তি থেকে সাহায্য করতে পারতো এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না। এবং যারা গতকাল কারুনের সমতুল্য হওয়ার বাসনা করেছিল, তারা আজ বলতে লাগলো, বাস্তবিকই আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যার জন্য ইচ্ছে করেন পর্যাপ্ত রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন, আর (যাকে চান) সঙ্কুচিত করে দেন।"—(আল কাসাস ঃ ৭৬-৮২)

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَالٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُم مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّىْ اَرٰكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ - وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ............اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ - (هود ٨٤-٨٧)

"এবং মাদ্য়ানবাসীদের প্রতি তাদেরই ভাই শোআইবকে (নবীরূপে) পাঠিয়েছি। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায় ! আল্লাহরই ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমরা ওজনে কম করো না। আমি তো তোমাদেরকে সমৃদ্ধিশালী দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি তোমাদের ওপর এক সর্বগ্রাসী দিবসের আযাবের আশংকা করছি। হে আমার সম্প্রদায় ! মাপ ও ওজন ইনসাফ সহকারে পূর্ণ কর ; লোকদেরকে তাদের জিনিস কম দিও না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না। তোমারা যদি মু'মিন হও, তবে আল্লাহর দান (মুনাফা) টুকুই তোমাদের জন্য উত্তম। (আমার কথা যদি না শোন, তবে) আমি তোমাদের ওপর পাহারাদার নই।

জবাবে তারা বলল, হে শোআইব ! তোমার সালাত (নামায) কি তোমাকে আদেশ করছে যে, আমাদের বাপ দাদারা যার ইবাদাত করতো আমাদের তা বর্জন করতে হবে এবং আমরা আমাদের ধন-সম্পদ যা ইচ্ছা তা করা ছেড়ে দেবো ? তুমি তো বস্তুতই একজন সহনশীল ও হেদায়াতপ্রাপ্ত লোক।"–(হুদ ঃ ৮৪–৮৭)

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ - اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ - فَلَوْ لاَ اَنَّهُ كَانَ مِنَ............فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ - (الصّٰفّٰت ١٣٩-١٤٨)

"এবং নিশ্চয়ই ইউনুসও রসূলগণের অন্তর্গত ছিল। স্মরণ করো যখন সে (বিনা অনুমতিতে তার এলাকা ত্যাগ কালে) একটি বোঝাই নৌকায় পৌছলো। তখন লটারী ব্যবস্থায় পড়ে গেল, এবং অপরাধী সাব্যস্ত হল। (পানিতে ফেলে দিলে) একটি মাছ তাকে গিলে ফেললো। তখন সে অনুতপ্ত হলো। এ অবস্থায় যদি সে (আল্লাহর) তাসবীহ না পড়তো, তাহলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাকে মাছের পেটেই থাকতে হতো। অতপর আমি তাকে বালুচরে ফেলে দিলাম এবং সে রুগ্ন ছিল। আমি তার নিকটে একটি লাউ গাছ উৎপাদন করলাম। এবং তাকে পুনরায় এক লাখ কিংবা তারও অধিক লোকের নিকট প্রেরণ করলাম। তখন তারা ঈমান আনলো, আমি তাদেরকে একটি বিশেষ সময়কাল পর্যন্ত (দুনিয়ায় সুখভোগের) সুযোগ দান করলাম।"—(আস সাফফাত ঃ ১৩৯-১৪৮)

আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেছেন ঃ

وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ (القلم : ٤٧)

"মাছের সাথী ইউনুসের মতো হয়ো না। সে ভীষণ চিন্তামগ্ন ও সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় (তার প্রভুকে) ডেকেছিল।" (আল কলম ঃ ৪৭)

٣١٦١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّى خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ زَادَ مُسَدَّدٌ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى -

৩১৬১. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কখনও এরূপ না বলে যে, 'আমি (মুহাম্মাদ) ইউনুস থেকে উত্তম।' মুসাদ্দাদ বাড়িয়ে বলেছেন, 'ইউনুস ইবনে মাত্তা।'

٣١٦٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْبَغِى لِعَبْدٍ أَنْ يَقُوْلَ إِنِّى خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى وَنَسَبَهُ إِلٰى أَبِيْهِ -

৩১৬২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, কোন বান্দাহর জ [illegible]মন কথা বলা উচিত নয় যে, নিশ্চয়ই আমি (মুহাম্মাদ) ইউনুস ইবনে মাত্তার উত্তম। এবং নবী (স) তাঁকে (ইউনুসকে) তাঁর পিতার সাথে সম্পর্কিত করেছেন।

٣١٦٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا يَهُوْدِىٌّ يَعْرِضُ سِلْعَتَهُ أُعْطِىَ بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ فَقَالَ لاَ وَالَّذِىْ اصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْبَشَرِ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَامَ

فَلَطَمَ وَجْهَهُ وَقَالَ تَقُوْلُ وَالَّذِى اصْطَفَى مُوْسٰى عَلَى الْبَشَرِ وَالنَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِىْ ذِمَّةً وَعَهْدًا فَمَا بَالُ فُلَانٍ لَطَمَ وَجْهِىْ فَقَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ فَذَكَرَهُ فَغَضِبَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى رُؤِىَ فِىْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لاَ تُفَضِّلُوْا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللّٰهِ فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ أُخْرٰى فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوْسٰى اٰخِذٌ بِالْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِىْ أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّوْرِ أَمْ بُعِثَ قَبْلِىْ وَلاَ أَقُوْلُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُوْنُسَ ابْنُ مَتّٰى -

৩১৬৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহুদী নিজস্ব কিছু মাল সামগ্রী বিক্রি করছিল। বিনিময়ে তাকে এমন দাম দেয়া হচ্ছিল, যা সে পছন্দ করল না। সে বললো, না, সেই সত্তার কসম, যিনি মূসাকে সমগ্র মানবজাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। একথাটি একজন আনসার শুনলেন। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তার মুখের ওপর এক চড় মারলেন। অতপর বললেন, তুমি বলছো, সেই সত্তার কসম, যিনি মূসাকে মানবজাতির ওপর মর্যাদা দান করেছেন। অথচ নবী (স) আমাদের সামনে বিদ্যমান। সে ইয়াহুদী লোকটি নবী (স)-এর খেদমতে আসলো এবং বললো ঃ হে আবুল কাসেম ! নিশ্চয়ই আমার জন্য নিরাপত্তা ও ফরমান রয়েছে। (অর্থাৎ আমি একজন যিম্মি) সুতরাং অমুক ব্যক্তির কি হলো, কি কারণে সে আমার মুখে চড় মেরেছে ? তখন নবী (স) (তাকে) জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি তার মুখে চড় মেরেছ ? তিনি ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। (তা শুনে) নবী (স) খুব অসন্তুষ্ট হলেন। এমনকি তাঁর চেহারায় তা প্রকাশ পেল। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহর নবীগণের মাঝে কাউকে কারো ওপর মর্যাদা দান করো না। কেননা, (কিয়ামতের দিন) যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন আল্লাহ যাকে চাইবেন সে ছাড়া আসমান জমিনের সবাই বেহুশ হয়ে যাবে। পুনরায় তাতে দ্বিতীয় বার ফুঁক দেয়া হবে। তখন সর্বপ্রথম আমাকেই উঠানো হবে। আমি (উঠেই) দেখবো, মূসা (আ) আরশ ধরে রয়েছেন। আমি বলতে পারব না, কোহেতুরের (ঘটনার) দিন তিনি যে বেহুশ হয়েছিলেন, এটা কি তারই বিনিময়, না আমারই আগে তাঁকে উঠানো হয়েছে ? আর আমি এ কথাও বলি না যে, কোন ব্যক্তি ইউনুস ইবনে মাত্তার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান।

٣١٦٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَنْبَغِىْ لِعَبْدٍ أَنْ يَّقُوْلَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى -

৩১৬৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, কোন (ঈমানদার) বান্দাহর পক্ষেই এ কথা বলা উচিত নয় যে, আমি (মুহাম্মাদ) ইউনুস ইবনে মাত্তা থেকে উত্তম।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَسَأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ يَتَعَدُّوْنَ يُجَاوِزُوْنَ فِى السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا..............كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ - (اعراف :٦٦-١٦٣)

"ইয়াহূদীদেরকে সেই গ্রামবাসীদের ঘটনা জিজ্ঞেস কর—যারা সমুদ্র উপকূলে বাস করতো। যখন তারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালংঘন করেছিল, যখন শনিবার দিন মাছগুলো (পানির ওপর) ভেসে তাদের নিকট এসে যেতো, শনিবার দিন ছাড়া (এরূপ) তাদের নিকট আসত না। এভাবেই আমি তাদের পরীক্ষা করেছিলাম। কেননা, তারা সত্য ত্যাগ করেছিল। আর তাদেরই একদল যখন (অনুরূপ কাজে বাধাদানকারীদের) বললো, আল্লাহ্ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন তাদেরকে তোমরা সদুপদেশ দাও কেন ? তারা বললো, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্ব মুক্তির জন্য এবং যাতে তারা সাবধান হয় সে জন্য। কিন্তু যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল যখন তারা তা সব ভুলে গেল তখন আমি এ অপকর্ম থেকে যারা বাধা দিয়েছিল, তাদেরকে উদ্ধার করলাম। আর যারা জুলুম করল, তাদের কঠিন আযাবে নিক্ষিপ্ত করলাম। কেননা, তারা অন্যায় কাজে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আর যে কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছিল, যখন তারা সে কাজে চরমভাবে লিপ্ত হলো, তখন আমি তাদের বললাম, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।
—(আরাফ ঃ ১৬৩-১৬৬)

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ্ বলেন ঃ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا "আমি দাউদকে যাবুর (কিতাব) দান করেছি।" (আন নিসা ঃ ১৬৩)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (سبا ١١-١٠)

"আমি আমার তরফ থেকে দাউদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আদেশ করেছিলাম, হে পর্বতমালা ! তোমরা দাউদের সাথে মিলে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং (এ নির্দেশ) পাখীকেও (দিয়েছিলাম)। আমি তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। লৌহবর্ম তৈরী করা এবং এর খুচরা অংশ তৈরী করতে সঠিক মাপের দিকে লক্ষ রেখো। আর সৎকাজ কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয়ই আমি তা দেখি।"
—(সূরা আস্ সাবা ঃ ১০-১১)

٣١٦٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ خُفِّفَ عَلٰى دَاوٗدَ الْقُرْاٰنُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ -

৩১৬৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, দাউদের পক্ষে (যাবুরের) তিলাওয়াত সহজ করে দেয়া হয়েছিল। এমন কি তিনি তাঁর যানবাহনের পশুর ওপর (জিন বা গদি) বাঁধার আদেশ করতেন। তখন তার ওপর গঁদি বাঁধা হতো। কিন্তু তাঁর যানবাহনের পশুটির ওপর গদি বাঁধার আগেই তিনি (যাবুর) তিলাওয়াত করে শেষ করে ফেলতেন। তিনি নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।

٣١٦٦- عَــنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنِّى أَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَاَ صُوْمَنَّ النَّهَارَ وَلَاَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ مَاعِشْتُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ أَنْتَ الَّذِىْ تَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَاَ صُوْمَنَّ النَّهَارَ وَلَاَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ قُلْتُ قَدْ قُلْتُهُ قَالَ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقُلْتُ إِنِّى أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ إِنِّى أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَومًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ وَهُوَ عَدْلُ الصِّيَامِ قُلْتُ إِنِّى أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ -

৩১৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে অবহিত করা হলো যে, আমি বলছি আল্লাহর কসম, যতদিন বাঁচি ততদিন অবশ্যই আমি (বিরতিহীনভাবে) দিনে রোযা রাখবো এবং রাতে ইবাদাতে রত থাকবো। তখন রসূলুল্লাহ (স) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বলছো "আল্লাহর কসম, সারা জীবন দিনে রোযা রাখবো এবং রাতে ইবাদতে রত থাকবো ?" আমি আরজ করলাম, (হাঁ) আমি তা বলেছি। তিনি বললেন, সেই শক্তি তোমার নেই। সুতরাং রোযা রাখ এবং ভাঙ্গো (অর্থাৎ বিরতিও দাও), (রাতে) ইবাদতও কর এবং ঘুমাও। এবং প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখ। কেননা, প্রত্যেক সৎকাজের (কম পক্ষে) দশগুণ প্রতিদান পাওয়া যায়। এবং এটা সারা বছর রোযা রাখার সমান। আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমি এর চেয়েও অধিক (রোযা রাখার) শক্তি রাখি। তখন তিনি বললেন, তাহলে একদিন রোযা রাখ এবং দু'দিন বিরতি দাও। আমি আবার বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি এর থেকেও বেশী (রাখার) ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন, তাহলে একদিন রোযা রাখ, একদিন ভেঙ্গে ফেল। এটা দাউদের রোযা রাখার পদ্ধতি এবং এটিই রোযা রাখার সর্বোত্তম পদ্ধতি। এর পরও আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ (স) ! আমি এর চেয়েও অধিক শক্তি রাখি। তিনি বললেন, এর চেয়ে অধিক কিছু নেই।

٣١٦٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلَمْ أُنَبَّأْ أَنَّكَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْــنُ

وَنَفَهَتِ النَّفْسُ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ أَوْ كَصَوْمِ الدَّهْرِ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ بِي قَالَ مِسْعَرٌ يَعْنِي قُوَّةً قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى ـ

৩১৬৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস্ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কি (সঠিক) অবহিত হইনি যে, তুমি সারা রাত ইবাদত রত থাক এবং দিনভর রোযা রাখ ? আমি জবাব দিলাম, হাঁ (খবর সত্য)। তিনি বললেন, এমন যদি কর, চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাবে এবং মন অবসন্ন হয়ে পড়বে। প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখ। এটা সারা বছরের রোযা (হয়ে যাবে)। কিংবা বলেছেন, সারা বছরের রোযার সমতুল্য (হয়ে যাবে)। আমি বললাম, আমি আমার মধ্যে আরও অধিক অনুভব করছি। মেসআর বলেন, তিনি এখানে শক্তি বুঝিয়েছেন। তখন রসূল (স) বললেন, তাহলে দাউদের পদ্ধতিতে রোযা রাখ। তিনি একদিন রোযা রাখতেন, একদিন ভাঙ্গতেন এবং (শত্রুর) সম্মুখীন হলে কখনও পলায়ন করতেন না।[১৪]

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ নবী দাউদের রীতিতে নামায পড়া এবং দাউদের রীতেতে রোযা রাখা আল্লাহর নিকট অধিক পসন্দনীয়। তিনি রাতের অর্ধেক সময় ঘুমাতেন, এক-তৃতীয়াংশ সময় নামায পড়তেন এবং বাকী ষষ্ঠাংশ নিদ্রা যেতেন। তিনি একদিন (নফল) রোযা রাখতেন, আর একদিন বিরতি দিতেন।

আলী বলেন, এটি আয়েশার কথাও যে, যখনই রসূলুল্লাহ (সা) আমার এখানে থেকেছেন তখনই ভোরে অর্থাৎ রাত্রি শেষে সূর্যোদয়ের পূর্বে তাকে আমার পাশে সর্বদা ঘুমন্তই পাওয়া গেছে।

٣١٦٨- عَــنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللّٰهِ صَلاَةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ ـ

৩১৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহর নিকট অধিক পসন্দনীয় (নফল) রোযা হল, নবী দাউদের (পদ্ধতিতে) রোযা রাখা। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিরতি দিতেন। আর আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পসন্দনীয় (তাহাজ্জুদের) নামায হল, নবী দাউদের (রীতি অনুযায়ী তাহাজ্জুদের) নামায আদায় করা। তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতেন রাতের তৃতীয়াংশে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তেন এবং অবশিষ্ট ষষ্ঠাংশ (আবার) ঘুমাতেন।

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ বাণী ঃ

---

১৪. অর্থাৎ অতিরিক্ত রোযা রেখে দুর্বল হতেন না। তাই জিহাদের ময়দানে শত্রুকে প্রতিহত করতে পারতেন, পলায়ন করতেন না।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْاَيْدِ اِنَّهُ أَوَّابٌ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْـرَاقِ - وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً كُلٌّ لَّهُ اَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ - (ص ٣٠-١٧)

"এবং আমার শক্তিশালী বান্দাহ দাউদের কথা স্মরণ কর। নিশ্চয়ই সে (আমার) বিশেষ অনুরক্ত ছিল। আমি পর্বতমালাকে তার অধীন করে দিয়েছিলাম। তার সাথে এগুলোও সকাল বিকাল আমার তাসবীহ্ পাঠ করতো। এবং পাখীকেও (তার অনুগত করেছিলাম) এরাও তার নিকট জমায়েত হত। প্রত্যেকটি পাখীই তার অনুসরণ করতো। আমি তাঁর রাজ্যকে মজবুত ও শক্তিশালী করে দিয়েছিলাম এবং তাঁকে দান করেছিলাম প্রজ্ঞা ও ফায়সালাকারী বাগ্মিতা।—(সূরা সোয়াদ ঃ ১৭-২০)

وَهَلْ اَتٰكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ - اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُــوْا لاَ تَخَفْ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِنَـا............فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ - (ص-٢٤-٢١)

"পরস্পর বিরোধী দু'টি দলের খবর কি তোমার নিকট এসেছে ? যখন তারা দেয়াল টপকিয়ে মিহরাবে প্রবেশ করলো ; যখন তারা ঢুকে দাউদের সামনে এসে দাঁড়ালো, তখন (তাদের আকস্মিক আগমনে) দাউদ ভয় পেয়ে গেলো। তারা বলল ঃ ভয় পাবেন না। (আমরা) দু'টি বিবদমান দল। আমাদের একদল অপর দলের ওপর অন্যায় করেছে। আপনি আমাদের মধ্যে হক ফায়সালা করে দিন ; অন্যায় করবেন না। এবং আমাদেরকে (মীমাংসার) সরল পথ দেখিয়ে দিন। এ হলো আমার ভাই। তার নিরানব্বইটি দুম্বা আছে। আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা। (তা সত্ত্বেও) সে (আমাকে) বলে, "তোমার দুম্বাটিও আমাকে দিয়ে দাও।"এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে। (ফরিয়াদ শুনে) দাউদ রায় দিল যে, এই ব্যক্তির অনেকগুলো দুম্বা থাকা সত্ত্বেও তোমার দুম্বাটি চেয়ে অবশ্যই সে তোমার ওপর জুলুম করেছে। আর অধিকাংশ অংশীদার একে অন্যের ওপর জুলুম করে থাকে। তবে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করে (তারা তা কখনও করেন না)। এরূপ লোকের সংখ্যা অতি কম। (ব্যাপার দেখে) দাউদ বুঝে ফেলল, আমি (আল্লাহ্) তাকে পরীক্ষা করছি। তৎক্ষণাৎ সে তার পরওয়ারদিগারের নিকট মাগফিরাত চাইলো, সিজদায় পড়ে গেল এবং তাঁর অভিমুখী হলো।"—(সোয়াদ ঃ ২১-২৪)

٣١٦٩- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَسْجُدُ فِيْ ص فَقَرَأَ : وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ حَتّٰى أَتٰى فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ فَقَالَ نَبِيُّكُمْ ﷺ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ -

৩১৬৯. মুজাহিদ (রা) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি সূরা সোয়াদ (ص) পাঠ করে সিজদা দিব ? তখন তিনি এই আয়াত পড়লেন ঃ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ

دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ থেকে নিয়ে فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ পর্যন্ত)। অতপর ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, তোমাদের নবী (স) সেসব মহান ব্যক্তির একজন, যাদেরকে পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। (আর সূরা সোয়াদে দাউদের সিজদা দানের কথা উল্লেখিত আছে। সুতরাং তাঁর অনুকরণে সিজদা করা উচিত)।

٣١٧٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ صَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا -

৩১৭০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা সোয়াদের সিজদা জরুরী নয় কিন্তু আমি নবী (স)-কে এই সূরায় সিজদা করতে দেখেছি।

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمٰنَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ (ص : ٣٠)

"এবং আমি দাউদের জন্য (পুত্র হিসেবে) সুলাইমানকে দান করলাম। তিনি উত্তম বান্দা এবং আমার প্রতি নির্ভরশীল।"

মহান আল্লাহ্ আরও বলেছেন ঃ

رَبِّ هَبْ لِيْ مُلْكًا لاَّيَنْبَغِيْ لاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ (ص : ٣٥)

"(সুলাইমান দোয়া করলেন, হে মালিক ! দীন প্রতিষ্ঠার জন্য) আমাকে এমন একটি রাজত্ব দান করুন যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেউ না হয়। আর আপনিই একমাত্র দাতা।" (সোয়াদ ঃ ৩৫)

আল্লাহ তাআলার ঘোষণা ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوْا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنِ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ - (البقرة-١٥٢)

"এবং সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানেরা যে জিনিসের চর্চা করতো, ইয়াহুদীরা তারই অনুসরণ করলো। প্রকৃতপক্ষে সুলাইমান কুফরী করেনি। বরং শয়তানেরাই কুফুরী করেছে। তারা মানুষকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিত।"-(সূরা বাকারা ঃ ১০২)

আল্লাহর বাণী ঃ

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَاَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ - وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ - يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رَّسِيٰتٍ اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ -

"(আমি) বাতাসকে সুলাইমানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম। যার গতি (ছিল) শুধু এক প্রভাতে এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ। আর আমি তার জন্য (গলিত) তামার একটি ঝরণা প্রবাহিত করেছিলাম এবং (জ্বিন জাতিকে তার অনুগত করে দিয়েছিলাম তাদের) অনেক জ্বিন তাঁর রবের হুকুমে তাঁর সামনে কাজ করতো। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে, তাকে আমার জাহান্নামের আযাবের স্বাদ ভোগ করতে হবে। জ্বিনেরা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী বড় বড় ইমারত নির্মাণ করতো, বানাতো ভাস্কর্যশিল্প, তৈরী করতো হাওযের মত বৃহদাকার রন্ধন পাত্রবিশেষ। এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত বিশাল বিশাল ডেকচি। হে দাউদের পরিজন ! কৃতজ্ঞতা সহকারে কাজ করতে থাকো। আমার বান্দাদের কম লোকই শোকর গুজার।"-(সূরা সাবা ঃ ১২-১৩)

আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖ إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ الْأَرْضَةُ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ـ (سبا)

"আমি যখন সুলাইমানের ওপর মৃত্যুর হুকুম জারী করলাম, তার মৃত্যু সম্পর্কে (কর্মরত) জ্বিনদেরকে কেউ-ই অবগত করাতে পারলো না একমাত্র মাটির পোকা ছাড়া। এসব পোকা তার লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। যখন সুলাইমান পড়ে গেলো, তখন জ্বিনেরা বুঝতে পারলো যে, যদি তারা গায়েব জানতো, তাহলে তারা (এতদিন) এ লাঞ্ছনাময় আযাবে নিয়োজিত থাকতো না। (সাবা ঃ ১৪)

আল্লাহ বলেন ঃ

اِذْ اعُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِىِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ فَقَالَ اِنِّىْ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّىْ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوْهَا عَلَىَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ـ (ص-٣١-٣٣)

"স্মরণ কর, যখন এক বিকেলে সুলাইমানের সামনে একদল সুদর্শন উত্তম ঘোড়া পেশ করা হলো, (তিনি তা দর্শনে মুগ্ধ হয়ে তখনকার ইবাদতের কথা ভুলে গেলেন) তখন (সচেতন হয়ে অনুতাপ করে) বললেন, আমি আমার পরোওয়ারদিগারের যিক্‌র থেকে সম্পদের মহব্বতে মগ্ন হলাম, এমনকি সূর্য আড়ালে চলে গেল (অস্ত গেল এবং ইবাদতের সময়টিও রইল না)! (নির্দেশ দিলেন) শিগ্‌গির ঘোড়াগুলো আমার সামনে ফিরিয়ে আন। (আনা হলে) সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোড়াগুলোর গলা ও রগ (তলোয়ার দ্বারা) কেটে দিলেন।" (সোয়াদ ঃ ৩১-৩৩)

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَاءً حَيْثُ اَصَابَ وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَّغَوَّاصٍ وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ

"আমি বাতাসকে তাঁর অধীন করে দিয়েছিলাম, বাতাস তাঁর আদেশে (তাঁকে বহন করে) যেখানে সে যেতে চাইতো সে পর্যন্ত আরামে (তাকে নিয়ে) চলে যেতো। আর জ্বিনদেরকেও (তার নিয়ন্ত্রণে দিয়েছিলাম)। এরা সব রকম কঠিন নির্মাণের এবং (সমুদ্রে মণিমুক্তা আহরণে) ডুবুরীর কাজ করত। অপরাপর জ্বিনগুলোকে শিকল বন্দী করে রাখা হতো। (আমি বললাম, হে সুলাইমান,) এটি আমার দান। তুমিও অপরকে দান কর কিংবা একাই বেহিসেব ভোগের জন্য রেখে দাও।" (সোয়াদ ঃ ৩৬-৩৯)

٣١٧١- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ عِفْرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلاَتِي فَأَمْكَنَنِي اللّٰهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلٰى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِيْ الْمَسْجِدِ حَتّٰى تَنْظُرُوْا إِلَيْهِ كُلُّكُم فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِيْ سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِيْ مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا عِفْرِيْتٌ مُتَمَرِّدٌ مِنْ إِنْسٍ أَوْ جَانٍّ مِثْلَ زِبْنِيَّةٍ جَمَاعَتُهَا الزَّبَانِيَةُ -

৩১৭১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, একটি অবাধ্য দুষ্ট জ্বিন আমার নামায ভেঙ্গে দেয়ার উদ্দেশ্যে হঠাৎ এক রাতে আমার নিকট আসলো। আল্লাহ আমাকে তার ওপর ক্ষমতা দিলেন। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং মসজিদের একটি খুঁটির সাথে তাকে বেঁধে রাখার মনস্থ করলাম, যেন তোমরা সবাই (ভোরে) তাকে (স্বচক্ষে) দেখতে পাও। তক্ষুণি আমার ভাই সুলাইমানের এ দোয়াটি আমার স্মরণ হলো "হে আমার প্রভু ! আমাকে মাফ করে দাও এবং আমাকে এমন এক হুকুমত দান কর, আমার পর যেন এমনটি আর কেউ না পায়।" অতপর আমি জ্বিনটিকে ব্যর্থ ও বিমুখ করে ফিরিয়ে দিলাম।

٣١٧٢- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيمَانُ بنُ دَاوُدَ لأَطُوفَنَّا اللَّيلَةَ عَلَى سَبعِينَ امرَأَةً تَحمِلُ كُلُّ أَمرَأَةٍ فَارِسًا يُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِن شَاءَ اللّٰهُ فَلَم يَقُل وَلَم تَحمِل شَيئًا إِلاَّ وَاحِدًا سَاقِطًا إِحدى شِقَّيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَو قَالَهَا لَجَاهَدُوا فِى سَبِيلِ اللّٰهِ * قَالَ شُعَيب وَابنُ أَبِى الزِّنَادِ تِسعِينَ وَهوَ أَصَحُّ -

৩১৭২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) ইরশাদ করেছেন, সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ) (কসম খেয়ে) বলেছেন, অবশ্যই আমি আজ রাতে (আমার) সত্তর জন স্ত্রীর নিকট যাব। প্রত্যেক স্ত্রী একজন করে অশ্বারোহী মুজাহিদ গর্ভধারণ করবে। এরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। সুলাইমানের এক সাথী বললেন, 'ইন্‌শাআল্লাহ' বলুন। সুলাইমান তা বললেন না। অতপর একজন স্ত্রী ছাড়া বাকী আর কেউ-ই গর্ভবতী হলো না। সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল এবং তারও একটি অঙ্গ ছিল না। নবী (স) বলেছেন, যদি

তিনি 'ইন্‌শাআল্লাহ বলতেন, তাহলে সবগুলো (সন্তানই জন্ম নিত এবং) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতো।

শোআইব ও ইবনে আবু জিনাদ এখানে 'সত্তর'-এর স্থলে 'নিরানব্বই স্ত্রী'-র কথা উল্লেখ করেছেন এবং এটিই সঠিক রেওয়ায়েত।

٣١٧٣- عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصٰى قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُوْنَ ثُمَّ قَالَ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ وَالْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ -

৩১৭৩. আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! সর্বপ্রথম কোন্ মসজিদটি বানানো হয়। তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, দু'টি (নির্মাণে)-র মাঝখানে কত (দিনের) ব্যবধান ছিল ? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। অতপর (তিনি বললেন) যেখানেই তোমার নামাযের ওয়াক্ত হবে সেখানেই নামায পড়ে নেবে। কেননা সারা পৃথিবীটাই তোমার জন্য মসজিদ।[১৫]

٣١٧٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَثَلِىْ وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُّ تَقَعُ فِى النَّارِ وَقَالَ كَانَتْ اِمْرَأَتَانِ مَعَهُمَا اِبْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ اِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ وَقَالَتِ الْاُخْرٰى اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا اِلٰى دَاوُدَ فَقَضٰى بِهٖ لِلْكُبْرٰى فَخَرَجَتَا عَلٰى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَاَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُوْنِىْ بِالسِّكِّيْنِ اَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرٰى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ هُوَ اِبْنُهَا فَقَضٰى بِهٖ لِلصُّغْرٰى قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاللّٰهِ اِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّيْنِ اِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُوْلُ اِلَّا الْمُدْيَةَ -

৩১৭৪. আবু হুরাইরা (রা) রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন। আমার ও অন্যান্য মানুষের দৃষ্টান্ত হলো এমন—যেমন কোন ব্যক্তি আগুন জ্বালালো, তাতে ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গ এবং কীটগুলো পড়তে লাগলো। তারপর রসূলুল্লাহ (স) বললেন, দু'জন মহিলা ছিল। তাদের সাথে তাদের দু'টি শিশু সন্তানও ছিল। হঠাৎ একটি বাঘ এসে তাদের একজনের শিশুটি নিয়ে গেল। তখন সঙ্গের মহিলাটি বললো, (বাঘে) তোমার শিশুটিই নিয়েছে। দ্বিতীয় মহিলা বললো, বাঘে নিয়েছে তোমার শিশুটিকে। অতপর উভয় মহিলা হযরত দাউদের নিকট (এ বিষয়ে মীমাংসার জন্য) বিচারপ্রার্থী হলো। তখন হযরত দাউদ শিশুর ব্যাপারে বয়স্কা মহিলাটির পক্ষে রায় দিলেন। মহিলা দু'জন বের হয়ে হযরত সুলাইমানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তাঁকে মামলার বিবরণ শুনালো। তখন তিনি (লোকজনকে)

---

১৫. এই চল্লিশ বছরের ব্যবধান মূল বুনিয়াদ স্থাপনে। পুনর্নির্মাণে নয়। হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত সুলাইমান (আ) যথাক্রমে মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসার পুনর্নির্মাণ করেছেন মাত্র। আর মূল বুনিয়াদ স্থাপন করেন হযরত আদম (আ)।

বললেন, তোমরা আমার কাছে একখানা ছোরা নিয়ে এসো। আমি শিশুটি কেটে দ্বিখণ্ডিত করে তাদের দু'জনের মধ্যে ভাগ করে দেব। (এ কথা শুনে) কম বয়স্কা মহিলাটি বলে উঠলো, এরূপ করবেন না। আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন ! (আমি মেনে নিচ্ছি) শিশুটি তারই। তখন তিনি কম বয়স্কা মহিলাটির পক্ষেই রায় দিয়ে দিলেন।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম ! ছুরি অর্থে سكين শব্দ আমি সেদিনই প্রথম শুনেছি। না হয় আমরা তো ছুরিকে مدية ই বলতাম।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ - (لقمن - ١٢-١٣)

"নিশ্চয় আমি লোকমানকে হিকমাত দান করেছি (এবং বলেছি) আল্লাহর শোকর আদায় কর। আর যে শোকর করবে, সে একমাত্র নিজের কল্যাণের জন্যই তা করবে। পক্ষান্তরে যে কুফরী করলো (আসলে সে নিজেই নিজের ক্ষতি করলো)। কেননা, নিশ্চয় আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন, স্বপ্রশংসিত। আর স্মরণ কর, যখন লোকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ দানকালে বলেছিল, ব্রেটা ! আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করো না। নিশ্চয় শির্ক এক মহা জুলুম।"(সূরা লোকমান ঃ ১২-১৩)

يٰبُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ - يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ -

(لقمن ١٤-١٩)

"হে আমার পুত্র ! মানুষের কোন গোনাহ যদি (সরিষার) দানা পরিমাণও ক্ষুদ্র হয় এবং তা কোন পাথরের ভিতরও হয় কিংবা হয় আসমান বা জমিনের কোনও নিভৃত কোণে, তাহলে (কিয়ামতে) আল্লাহ তা হাযির করে ফেলবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞ। হে আমার পুত্র ! নামায কায়েম কর, সৎ ও ন্যায়ের আদেশ দাও, অন্যায় প্রতিহত কর এবং (এই পথে) তোমার ওপর যা (বিপদ) আসে, তার ওপর সবর কর। নিশ্চয় এ (সবর) হলো এক কঠিন সাহসিকতার কাজ। (গর্বে) মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখো না এবং (আল্লাহর) জমিনে দাপট দেখিয়ে চলো না। আল্লাহ কখনও কোন অহংকারী দাম্ভিককে ভালবাসেন না। আর (পথ চলাকালে)

তোমার চলনে (অহংকার পরিহার করে) ভারসাম্যমূলক (ভদ্রজনোচিত) চলন অবলম্বন কর এবং (কথা বলার সময়) তোমার স্বরকে মোলায়েম কর। নিশ্চয় গাধার আওয়াজই সর্বাধিক কর্কশ ও ঘৃণিত আওয়াজ।—(সূরা লোকমান ঃ ১৬-১৯)

٣١٧٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ " الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ اَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيْمَانَهُ بِظُلْمٍ فَنَزَلَتْ " لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ -

৩১৭৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াতটি নাযিল হয়, "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশিয়ে ফেলেনি," সাহাবারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, জুলুমকে নিজের ঈমানের সাথে মিশায়নি ? তখন নাযিল হয় " আল্লাহর সাথে শরীক করো না। কেননা নিশ্চয় শিরক হচ্ছে এক মহা জুলুম।"

٣١٧٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟قَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوْا مَا قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ -

৩১৭৬. আবুদল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন (কুরআনের) এই আয়াতটি নাযিল হলো ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে 'জুলুম'-এর সাথে মিশিয়ে ফেলেনি (দোযখ থেকে একমাত্র তারাই মুক্তি পাবে।) তখন তা মুসলমানদের বিচলিত করে ফেললো। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের ওপর 'জুলুম' করেনি ? তিনি বললেন, এখানে (জুলুম) এর এ অর্থ নয়। বরং এখানে এর একমাত্র অর্থ শির্‌ক। তোমরা কি (কুরআনে) শোননি লোকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ দানকালে কি বলেছিলেন ? তিনি বলেছিলেন, "হে আমার পুত্র ! তুমি আল্লাহর সাথে শির্‌ক করো না। কেননা, নিশ্চয় শির্‌ক হচ্ছে এক মহা জুলুম।"

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً اَصْحَبَ الْقَرْيَةِ .... بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ -

"এবং আপনি তাদের নিকট সেই গ্রামবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন ....বরং তোমরা একটি জালিম জাতি বই আর কিছু নও।" (ইয়াসীন ঃ ৩৬)

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَه زَكَرِيَّا .... وَسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (مريم : ٢ - ١٦)

"(এ বর্ণনা হলো) বিশিষ্ট বান্দা যাকারিয়ার প্রতি তোমার রবের রহমত দানের .... মরবে এবং যেদিন আবার জীবিত হয়ে উঠবে।"–(সূরা মারয়াম ঃ ২-১৫)।

٣١٧٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ اَنَّ نَبِيَّ ﷺ اللّٰهِ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةَ أُسْرِىَ ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَــنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَد أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا يَحْيَى وَعِيْسَى وَهُمَا اَبْنَا خَالَةٍ قَالَ هٰذَا يَحْيَى وَعِيْسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَـرَدَّا ثُمَّ قَالاَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ -

৩১৭৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) মালেক ইবনে সাসাআ থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) সাহাবাগণের কাছে মিরাজ রজনী সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ তারপর জিবরাইল (আমাকে নিয়ে) ওপরে চললেন, এমনকি দ্বিতীয় আসমানে এসে পৌঁছলেন এবং (দরজা) খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে ? জবাব দিলেন, (আমি) জিবরাইল। প্রশ্ন করা হলো, সাথে কে ? বললেন, মুহাম্মাদ (স)। জানতে চাওয়া হলো, তাঁকে ডাকা হয়েছে ? জবাব দিলেন, হাঁ। অতপর যখন আমরা ছাড়া পেলাম এবং সেখানে পৌঁছলাম, তখন (হযরত) ইয়াহইয়া ও (হযরত) ঈসাকে দেখলাম। তারা উভয়ে খালাত ভাই (ছিলেন)। জিবরাইল বললেন, তারা হলেন, (হযরত) ইয়াহইয়া ও (হযরত) ঈসা। তাঁদের সালাম করুন। তখন আমি সালাম করলাম। তাঁরাও (সালামের) জবাব দিলেন। তারপর বললেন, হে নেক ভাই ও নেক নবী, মারহাবা !

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَاذْكُرْفِى الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا - (مريم -١٦)

"পবিত্র কিতাব কুরআনে মারয়ামের (ঘটনা) স্মরণ করুন, যখন সে আপন পরিজন হতে (সরে) পূর্বদিকের ঘরে আসলো, তখন তাদের থেকে পর্দার আড়ালে চলে গেল।"–(মারয়াম ঃ ১৬)

إِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ - (ال عمران - ٥٤)

"স্মরণ কর—যখন ফেরেশতাগণ মারয়ামকে বললো, হে মারয়াম ! আল্লাহ তোমাকে তাঁর তরফ হতে (প্রদত্ত) কালেমার দ্বারা (সৃষ্ট সন্তানের) সুখবর দিচ্ছেন—যার নাম (হবে) 'মসীহ ঈসা ইবনে মারয়াম'। সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়খানেই হবে অতি মর্যাদাশালী এবং সে (আল্লাহর) ঘনিষ্ঠদের একজন। –(সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৫)

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَاٰلَ إِبْرَاهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ - ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ - اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِى بَطْنِى.................... قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ - (ال عمران :٣٣-٣٧)

"আল্লাহ আদম ও নূহকে এবং ইবরাহীম ও ইমরানের বংশধরদেরকে সারা জগতের ওপর (মর্যাদা দিয়ে নবুয়াত ও রিসালাতের জন্য) মনোনীত করেছেন। এরা একে অপরের সন্তান ও বংশধর ছিল। আল্লাহ সব শোনেন ও জানেন।

স্মরণ কর—যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, হে আমার রব ! আমি আমার গর্ভস্থ সন্তানকে তোমার উদ্দেশ্যে মানত করছি, সে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তোমার কাজে নিয়োজিত থাকবে। আমার এ মানত তুমি কবুল কর। নিশ্চয় তুমি সব শোন এবং জান। যখন সে মহিলা সন্তান প্রসব করলো, তখন বললো, হে প্রতিপালক ! আমি তো কন্যাসন্তান প্রসব করেছি। অথচ সে যা প্রসব করেছে, আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন। আর পুত্র সন্তান কন্যাসন্তানের মতো হয় না। আমি ওর নাম রাখলাম মারয়াম এবং আমি তাকে ও তার বংশধরদেরকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে তোমারই আশ্রয়ে সোপর্দ করছি। অতপর তার রব এ কন্যা সন্তানকে সন্তুষ্টির সাথে কবুল করে নিলেন এবং অতি সুন্দরভাবে তাকে বাড়িয়ে তুললেন। আর যাকারিয়াকে করে দিলেন তার পৃষ্ঠপোষক। যাকারিয়া যখনি ইবাদত খানায় তার নিকট যেতেন, তখনি তার কাছে রিযিক (স্বরূপ নানা খাদ্যদ্রব্য) দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন, মারয়াম, এ রিযিক তোমার জন্য কোত্থেকে আসে ? মারয়াম জবাব দিত, এ রিযিক আল্লাহর তরফ থেকে আসে। বস্তুত আল্লাহ যাকে চান, বেহিসেব রিযিক দিয়ে থাকেন।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৩-৩৭)

ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলে ইমরান দ্বারা আলে ইবরাহীম, আলে ইয়াসীন ও আলে মুহাম্মাদ (স)-এর সব ঈমানদারকে বুঝানো হয়েছে। তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা) বলেছেন, "সমগ্র মানুষের মধ্যে ইবরাহীমের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হলো তারা—যারা তাঁর ইত্তেবা ও অনুসরণ করেছে।" আর তারা হলো মু'মিন সম্প্রদায়।

٣١٧٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مَوْلُوْدٍ اِلاَّ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَّسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاِنِّى أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

৩১৭৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, এমন কোন আদম সন্তান নেই, জন্মকালে শয়তান যাকে খোঁচায় না। পয়দা হওয়ার সময় শয়তান তাকে খোঁচা দেয় বলেই সে চীৎকার দিয়ে কাঁদে। তবে মারয়াম ও তার পুত্র (ঈসা) এর একমাত্র ব্যতিক্রম। তারপর আবু হুরাইরা (রা) বলেন, (এ কারণে

মারয়ামের মায়ের এ দোয়া)- وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ "হে আল্লাহ ! আমি মারয়ামকে ও তার বংশধরকে বিতাড়িত শয়তান থেকে তোমারই আশ্রয়ে সোপর্দ করেছি।"

৪৫-মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلٰى نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُوْنَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُوْنَ - (ال عمران : ٤٢-٤٤)

"স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণ বলল, হে মারয়াম ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে উচ্চ সম্মান দান করেছেন, পবিত্রতা দান করেছেন এবং সারা জগতের সমস্ত নারীদের ওপর মর্যাদা দান করে (নিজ কাজের জন্য) মনোনীত করেছেন। হে মারয়াম ! তোমার রবের অনুগত হও, (তাকে) সিজদা কর এবং (তাঁর সামনে) মাথা অবনতকারীদের সাথে তুমিও মাথা নত কর। হে মুহাম্মাদ ! এসবই গায়েবের খবর, তোমার কাছে তা অহীর মাধ্যমে পৌঁছাচ্ছি। তুমি তো তখন সেখানে হাজির ছিলে না, যখন মারয়ামের লালন পালন কে করবে তা (লটারীতে ঠিক করার জন্য) সেবায়েতগণ নিজ নিজ কলম ছুঁড়েছিল। আর যখন (এ ব্যাপারে) তারা ঝগড়া করছিল, তখনও তুমি হাজির ছিলে না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৪২-৪৪)

٣١٧٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ -

৩১৭৯. আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) আলী (রা) থেকে শুনে বর্ণনা করেন, আলী বলেছেনঃ আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ (সেকালের) সমগ্র নারীদের মধ্যে ইমরান তনয়া মারয়াম হলেন সর্বোত্তম। আর (একালে) নারীকূলের সেরা হল খাদীজা।

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ - قَالَتْ رَبِّ أَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضٰى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ - (ال عمران٤٧-٤٥)

"স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণ মারয়ামকে বলল, হে মারয়াম ! আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে (দোয়া) কালেমা দ্বারা (সৃষ্ট এক সন্তানের) সুখবর দান করছেন, যার

নাম (হবে) মসীহ—ঈসা ইবনে মারয়াম। সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়স্থলেই হবে অতি শরীফ, মর্যাদাবান এবং হবে (আল্লাহর) ঘনিষ্ঠদের একজন। সে দোলনায় (থেকেও) মানুষের সাথে কথা বলবে এবং বেশী বয়সেও। আর সে হবে নেক বান্দাদের একজন। মারয়াম বলল, হে আল্লাহ ! আমার গর্ভে সন্তান হবে কোথা হতে ? আমাকে তো (আজও) কোন পুরুষ স্পর্শই করেনি। জবাব আসলো, এরূপেই হবে। আল্লাহ যা চান, সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোন কাজ করার ফয়সালা করেন, তখন সে সম্পর্কে শুধু বলেন, 'হও' অমনি তা হয়ে যায়।"–(আলে ইমরান ঃ ৪৫-৪৬)

٣١٨٠- عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَاٰسِيَةُ اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَقَالَ ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ اَحْنَاهُ عَلٰى طِفْلٍ وَأَرْعَاهُ عَلٰى زَوْجٍ فِىْ ذَاتِ يَدِهِ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَلٰى اَثْرِ ذٰلِكَ وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيْرًا قَطُّ -

৩১৮০. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ সকল নারীর ওপর আয়েশার ফযীলত ও মর্যাদা এমন, যেমন সব রকম খাদ্য সামগ্রীর ওপর সারীদ এর মর্যাদা। পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামেল হয়েছেন, সাধনায় পূর্ণতা লাভ করেছেন। কিন্তু নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারয়াম ও ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া ভিন্ন আর কেউ কামেল হয়নি। আর আবু হুরাইরা (রা) আরও বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, কুরাইশ বংশীয় নারীরা উটে আরোহণকারী (আরবের) সকল নারীদের তুলনায় উত্তম। এরা শিশু সন্তানের ওপর অধিক দরদী হয়ে থাকে এবং স্বামীর মালের হিফাযত খুব বেশী করে থাকে। এরপর আবু হুরাইরা বলেছেন, ইমরানের কন্যা মারয়াম কখনও উটে আরোহণ করেননি।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلاَ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُوْلِهِ وَلاَ تَقُوْلُوْا ثَلاَثَةٌ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللّٰهُ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَّكُوْنَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاً - (النساء ١٧١)

"হে আহলে কিতাব ! তোমাদের দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না। আল্লাহ সম্পর্কে হক কথাই বল। মারয়াম তনয় ঈসা মসীহ আল্লাহর রসূল ও তাঁর কালেমা (বই আর

কিছুই নন)। আল্লাহ এ কালেমা মারয়াম পর্যন্ত পৌছিয়েছেন এবং তাঁরই পক্ষ থেকে একটি 'রূহ' মাত্র। অতএব, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান আন। আর কখনও বলো না যে, (আল্লাহ) তিনজন। এ থেকে নিবৃত্ত হও, তোমাদের জন্য কল্যাণ হবে। আল্লাহ তো একমাত্র একক মাবুদ। তিনি সন্তান হওয়া থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। উকীল ও অভিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা আন নিসা ঃ ১৭১)

٣١٨١- عَنْ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رَسُوْلُهُ وَأَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلٰى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ قَالَ الْوَلِيْدُ حَدَّثَنِى ابْنُ جَابِرٍ عَنْ جُنَادَةَ وَزَادَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ أَيِّهَا شَاءَ-

৩১৮১. উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, যে সাক্ষ দিল, আল্লাহ ভিন্ন আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, আর মুহাম্মাদ (স) তাঁর বান্দা ও রসূল। আর নিশ্চয় ঈসা আল্লাহর বান্দা, তাঁর রসূল ও তাঁর সেই কালেমা—যা তিনি মারয়ামকে পৌছিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি 'রূহ' মাত্র, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, তার আমল যা-ই হোক, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর (অন্য সনদে) জুনাদা এ কথাগুলো বাড়িয়ে বলেছেন, জান্নাতের আট দরজার যে কোন দরজা দিয়েই সে চাইবে (আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا - قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا قَالَ أَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ أٰيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا -(مريم ١٦-٢١)

"আর কিতাবে মারয়ামের (ঘটনা) বর্ণনা কর ; যখন সে আপন পরিজন হতে আলাদা হয়ে পূর্বদিকের ঘরে চলে গেল এবং তাদের থেকে পর্দা করে নিল। তখন আমি তার নিকট আমার 'রূহ' (জিবরাইল)-কে পাঠালাম। সে তার নিকট সম্পূর্ণ মানুষের আকার ধারণ করে গেল। মারয়াম বলল, আমি তোমার থেকে পরম করুণাময়ের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, যদি মুত্তাকী—আল্লাহ ভীরু হও-(তাহলে চলে যাও)। সে বলল, আমি তো কেবল তোমার রবেরই পাঠানো (ফেরেশতা), আমার আসার উদ্দেশ্য তোমাকে একটি পুত্র সন্তান দান করা। মারয়াম বলল, কিরূপে আমার সন্তান হবে ? কোন পুরুষ তো আমাকে স্পর্শ করেনি। আর আমি ব্যভিচারিণীও নই।

ফেরেশতা বলল, এরূপেই হবে। তোমার প্রভু বলেছেন, ওটি আমার পক্ষে অতি সহজ। আমি যেন তাকে মানব জাতির জন্য এক নিদর্শন এবং আমার রহমত স্বরূপ করে রাখতে পারি। আর এটি একটি স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত।"–(সূরা মারয়াম ঃ ১৬-২১)

٣١٨٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ عِيْسٰى وَكَانَ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ كَانَ يُصَلِّي جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَقَالَ أُجِيْبُهَا أَوْ أُصَلِّي فَقَالَتْ اَللّٰهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتّٰى تُرِيَهُ وُجُوْهَ الْمُوْمِسَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ اِمْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَأَبٰى فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوْا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوْهُ وَسَبُّوْهُ فَتَوَضَّأَ وَصَلّٰى ثُمَّ أَتَى الْغُلاَمَ فَقَالَ مَنْ أَبُوْكَ يَاغُلاَمُ قَالَ الرَّاعِيْ قَالُوْا نَبْنِيْ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ طِيْنٍ وَكَانَتِ اِمْرَأَةٌ تُرْضِعُ اِبْنًا لَهَا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُوْ شَارَةٍ فَقَالَتِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اِبْنِيْ مِثْلَهُ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِيْ مِثْلَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلٰى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمَصُّ إِصْبَعَهُ ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ فَقَالَتِ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِيْ مِثْلَ هٰذِهِ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِثْلَهَا فَقَالَتْ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَهٰذِهِ الْأَمَةُ يَقُوْلُوْنَ سَرَقْتِ زَنَيْتِ وَلَمْ تَفْعَلْ -

৩১৮২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, (নবজাত শিশু) দোলনায় তিনজনই মাত্র কথা বলেছে। (একজন) হযরত ঈসা (আ)। আর বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি ছিল। তার নাম ছিল জুরাইজ। সে নামায পড়ছিল। এমনি সময় তার কাছে তার মা আসল এবং তাকে ডাকল। সে (মনে মনে) বলল, আমি জবাব দেব ; নাকি নামায পড়তে থাকব। (সাড়া না পেয়ে) তার মা বদদোয়া দিল যে, হে আল্লাহ ! যেনাকারিণীদের চেহারা না দেখা পর্যন্ত তার মরণ না হোক। জুরাইজ নিজের ইবাদাতখানায় থাকত। (একদিন) এক মহিলা তার নিকট আসল। তার সাথে কিছু কথাবার্তা বলল। কিন্তু সে (মহিলাটির সাথে মিলতে) অস্বীকার করল। অতপর মহিলাটি একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে আপন মনোবাসনা পূরণ করে নিল। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। সে অপবাদ দিয়ে বললো, এটি জুরাইজের সন্তান। লোকজন জুরাইজের নিকট আসল। তার ইবাদাতখানা ভেঙ্গে ফেলল। তাকে নীচে নামিয়ে আনল। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করল। তখন জুরাইজ গিয়ে অযু করল এবং নামায পড়ল। তারপর নবজাত শিশুটির নিকট আসল এবং তাকে জিজ্ঞেস করল, হে শিশু ! তোমার পিতা কে ? সে জবাব দিল, সেই রাখালটি। (জনগণ নিজেদের ভুল বুঝল, জুরাইজকে) বলল, আমরা

আপনার ইবাদাতখানাটি সোনা দিয়ে বানিয়ে দিচ্ছি। সে বলল, না, মাটি দিয়েই বানিয়ে দেবে। (তৃতীয় ঘটনা হচ্ছে ঃ) বনী ইসরাইলের এক মহিলা ছিল। সে তার শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিল। তার কাছ দিয়ে আরোহী এক সুপুরুষ চলে গেল। সে দোয়া করল, হে আল্লাহ ! আমার ছেলেটিকে তার মত বানিয়ে দাও। শিশুটি (তখনি) মায়ের স্তন ছেড়ে দিল, সেই আরোহীর দিকে ফিরল এবং বলল, হে আল্লাহ ! আমাকে এর মতোন বানিও না। তারপর আবার মায়ের দুধের দিকে ফিরল এবং তাতে চুষতে লাগল। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) আপন আঙ্গুল চুষে (শিশুটির দুধ চোষার যে অবস্থা) দেখাচ্ছিলেন, আমি যেন তা (এখনও) দেখতে পাচ্ছি। পুনরায় সেই মহিলাটির পাশ দিয়ে একটি দাসীকে নিয়ে যাওয়া হলো। (তার মালিক তাকে মারছিল) মহিলাটি দোয়া করল, হে আল্লাহ ! আমার ছেলেকে তার মতো করো না। ছেলেটি (সাথে সাথে) মায়ের স্তন ছেড়ে দিল এবং বলল, হে আল্লাহ ! আমাকে তার মতো কর। মা জিজ্ঞেস করল, তা কেন ? শিশুটি জবাব দিল, সেই আরোহীটি ছিল জালিমদের অন্যতম। আর এ দাসীটিকে লোকেরা বলছে, তুমি চুরি করেছ, যেনা করেছ। অথচ সে কিছুই করেনি।

٣١٨٢- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِهٖ لَقِيْتُ مُوْسٰى قَالَ فَنَعَتَهُ فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ قَالَ وَلَقِيْتُ عِيْسٰى فَنَعَتَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ يَعْنِى الْحَمَّامَ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيْمَ وَ أَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهٖ بِهٖ قَالَ وَأُتِيْتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا لَبَنٌ وَالْاٰخَرُ فِيْهِ خَمْرٌ فَقِيْلَ لِىْ خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقِيْلَ لِىْ هُدِيْتَ الْفِطْرَةَ أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ ـ

৩১৮৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ আমার মিরাজের রাত্রিতে আমি মূসা (আ)-এর সাক্ষাত পেয়েছি। আবু হুরাইরা বলেন, নবী (স) মূসার আকৃতি বর্ণনা করেছেন যে, (আবদুর রাজ্জাক বলেন, আমার ধারণায়) তিনি দীর্ঘদেহী, খাড়া চুল বিশিষ্ট, যেন শানুয়া গোত্রের একজন লোক। নবী (স) বলেছেন, আমি ঈসা (আ)-এর সাক্ষাতও পেয়েছি। অতপর নবী (স) তাঁর আকৃতি বর্ণনা করেছেন। তিনি হলেন মাঝারি গড়নের লাল বর্ণ বিশিষ্ট। যেন এইমাত্র হাম্মামখানা (গোসলখানা) থেকে বের হয়ে এসেছেন। আমি ইবরাহীম (আ)-কেও দেখেছি। তাঁর বংশধরদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বেশী তাঁর আকৃতি বিশিষ্ট। নবী (স)বলেন, অতপর আমার সামনে দু'টি পেয়ালা আনা হল। একটিতে দুধ, অপরটিতে মদ। আমাকে বলা হল, আপনি যেটি চান, নিন। আমি দুধের পেয়ালাটি নিলাম এবং তা পান করলাম। তখন আমাকে বলা হল, আপনি (মানবীয়) স্বভাবজাত পথটিই ধরেছেন। কিংবা (বলা হল) আপনি ফিতরাত (মানবীয়) প্রকৃতি সুলভ পথ পর্যন্তই পৌঁছেছেন। আপনি যদি মদ নিতেন তাহলে আপনার উম্মত গোমরাহ হয়ে যেত।

٣١٨٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ عِيْسٰى وَمُوْسٰى وَاِبْرَاهِيْمَ فَأَمَّا عِيْسٰى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيْضُ الصَّدْرِ وَأَمَّا مُوْسٰى فَاٰدَمُ جَسِيْمٌ سَبْطٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ -

৩১৮৪. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ (মিরাজের রজনীতে) আমি ঈসা, মূসা ও ইবরাহীম (আ)-কে দেখেছি। ঈসা (আ) লাল বর্ণ, কোঁকড়ানো চুল, প্রশস্ত বক্ষ বিশিষ্ট লোক ছিলেন। মূসা (আ) ছিলেন বাদামী রং বিশিষ্ট মোটা তাজা বলিষ্ঠ; সোজা চুলওয়ালা, যেন যুত গোত্রের একজন লোক।

٣١٨٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَيِ النَّاسِ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلاَ إِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ وَأَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ فَإِذَا رَجُلٌ اٰدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرٰى مِنْ اٰدْمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رَجِلُ الشَّعْرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلٰى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالُوْا هٰذَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلاً وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطَطًا أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنٰى كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ قَطَنٍ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلٰى مَنْكِبَيْ رَجُلٍ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ -

৩১৮৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) একদিন লোকজনের সামনে মাসীহ দাজ্জালের কথা উল্লেখ করলেন এবং বললেন, আল্লাহ অন্ধ নন। সাবধান মাসীহে দাজ্জালের ডান চোখ কানা। তার চোখ যেন ফুলে ওঠা আঙ্গুর। আমি এক রাতে স্বপ্নে নিজকে কাবার কাছে দেখতে পেলাম। তখন (সেখানে) বাদামী রঙের এক ব্যক্তিকে দেখলাম, তোমরা যেমন সুন্দর বর্ণের বাদামী রঙের মানুষ দেখে থাক, তার চেয়েও অধিক সুন্দর। তাঁর মাথার সোজা চুল উভয় কাঁধ পর্যন্ত ঝুলছিল। মাথা থেকে পানি ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছিল। দু'জন লোকের কাঁধে হাত রেখে তিনি কাবা (শরীফ) তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? তাঁরা (ফেরেশতারা) জবাব দিলেন ইনি মাসীহ ইবনে মারয়াম। তারপর তাঁর পিছনে আরেক ব্যক্তিকে দেখলাম যার চুল খুব কোঁকড়ানো, ডান চোখ কানা, আকৃতিতে আমার দেখা (কাফির) ইবনে কাতানের সাথে অধিক সাদৃশ্য বিশিষ্ট। সে একজন লোকের দুই কাঁধে হাত রেখে কাবার চারদিকে ঘুরছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে ? তারা জবাব দিলেন, এ হল, মাসীহে দাজ্জাল।

٣١٨٦- عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعِيْسٰى أَحْمَرُ وَلٰكِنْ

قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ يُهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً فَقُلْتُ مَنْ هٰـذَا قَالُوْا اِبْنُ مَرْيَمَ فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيْمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنٰى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا هٰذَا الدَّجَّالُ وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا اِبْنُ قَطَنٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ هَلَكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ـ

৩১৮৬. সালেম (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর কসম, নবী (স) এ কথা বলেননি যে, ঈসা (আ) লাল রঙ বিশিষ্ট। বরং তিনি বলেছেন, একদিন আমি স্বপ্নে কাবার তাওয়াফ করছিলাম, তখন দেখলাম এক ব্যক্তি বাদামী রঙ বিশিষ্ট খাড়া চুলওয়ালা। দু'জন লোকের মাঝে তিনি চলছেন। তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরে পড়ছে, কিংবা তাঁর মাথার পানি বয়ে পড়ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইনি কে ? তারা বলল, ইনি মারয়ামের পুত্র (ঈসা)। আমি এদিক সেদিক দেখতে লাগলাম। হঠাৎ দেখলাম এক লোক রক্তবর্ণ, খুব মোটা, মাথার চুল কোঁকড়ানো, ডান চোখ কানা, তার চোখ যেন কালো ফোলা আঙ্গুরের মতো (ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে এমন)। আমি জিজ্ঞেস করলাম এ কে ? তারা বলল, এ দাজ্জাল। চেহারার সাদৃশ্যে ইবনে কাতানের সাথে তার অধিক মিল রয়েছে।

যুহরী বলেন, (ইবনে কাতান) খুযায়া গোত্রের এক ব্যক্তি। জাহেলী (কুফরী) অবস্থায়ই সে মরেছে।

٣١٨٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ وَالْأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ ـ

৩১৮৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, আমি মারয়ামের পুত্র (ঈসা)-এর সবচেয়ে বেশী নিকটতম। নবীগণ একে অন্যের বৈমাত্রেয় ভাই। আমার ও তাঁর (ঈসার) মাঝে কোন নবী নেই।

٣١٨٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَالْاَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتّٰى وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ ـ

৩১৮৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি দুনিয়া এবং আখেরাতে ঈসা ইবনে মারয়ামের সবচেয়ে বেশী নিকটের। নবীগণ একে অপরের বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের মা ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু দীন (যা বাপের মতো) এক।

٣١٨٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأٰى عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ

فَقَالَ لَهُ أَسَرَقْتَ قَالَ كَلاَّ وَاللّٰهِ الَّذِىْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ فَقَالَ عِيْسٰى اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِىْ ـ

৩১৮৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) বলেছেন, ঈসা (আ) এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখলেন, তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি চুরি করেছ? সে জবাব দিল, কখনও নয়, সেই সত্তার কসম, যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। ঈসা (আ) বললেন, আমি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি এবং নিজের চোখকে অবিশ্বাস করেছি।

٣١٩٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ عُمَرَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُطْرُوْنِىْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارٰى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ ـ

৩১৯০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উমর (রা)-কে মিম্বারে দাঁড়িয়ে (এই হাদীস) বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছেন, (খবরদার) আমার প্রশংসা করতে অতিরঞ্জিত করো না, যেমন মারয়ামের পুত্র ঈসা (আ) সম্পর্কে করছিল নাসারারা। আমি একমাত্র আল্লাহর বান্দা। তবে তোমরা (আমার সম্পর্কে) বলবে, আল্লাহর বান্দা তাঁর রসূল।

٣١٩١- عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى الْأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اٰمَنَ بِعِيْسٰى ثُمَّ اٰمَنَ بِىْ فَلَهُ أَجْرَانِ وَالْعَبْدُ إِذَا اتَّقٰى رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ ـ

৩১৯১. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি তার দাসীকে আদব শিখায় এবং সুন্দর পন্থায় তা শিখায়, আর তাকে ইল্‌ম শিখায় এবং সুন্দর পন্থায় এই জ্ঞান দান করে, তারপর তাকে আজাদ করে দেয়, অতপর তাকে বিয়ে করে নেয়, তবে তার দ্বিগুণ সওয়াব হবে। আর যে ব্যক্তি ঈসা (আ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে অতপর আমার উপর ঈমান আনে, তার জন্যও দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। আর গোলাম যদি তার রবকে ভয় করে এবং তার মালিকদের মেনে চলে, তাহলে তার জন্যও রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব।

٣١٩٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُحْشَرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ثُمَّ قَرَأَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ فَأَوَّلُ مَنْ يُكْسٰى إِبْرَاهِيْمُ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِىْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُوْلُ أَصْحَابِىْ

فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَأَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ إِلٰى قَوْلِهِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ذُكِرَ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَبِيْصَةَ قَالَ هُمُ الْمُرْتَدُّوْنَ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰى عَهْدِ أَبِيْ بَكْرٍ - فَقَاتَلَهُمْ أَبُوْ بَكْرٍ -

৩১৯২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা (হাশর ময়দানে) নগ্ন পা, উলঙ্গ শরীর ও খতনাবিহীন অবস্থায় উত্থিত হবে। অতপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন, (যার অর্থ) "আমি যেভাবে শুরুতে প্রথমবার সৃষ্টি করেছি, ঠিক তেমনিভাবে দ্বিতীয়বারও করবো। এ ওয়াদা আমার দায়িত্বে রয়েছে। আমি অবশ্যই তা পূরণ করবো।" অতপর (সেখানে) সর্বপ্রথম যাকে কাপড় পরান হবে, তিনি হলেন ইবরাহীম (আ)। তারপর আমার সাহাবীদের কয়েকজনের ডান দিকে (জান্নাতে) এবং সমসাময়িক কিছু লোককে বাম দিকে (জাহান্নামে) নিয়ে যাওয়া হবে। আমি তখন বলব, (এরা) আমার সাহাবী। (আমাকে) বলা হবে, আপনি তাদের থেকে চিরবিদায় নিয়ে যাওয়ার পর থেকেই তারা মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগী) হয়ে গেছে। তখন আমি তা-ই বলব, যা বলেছিলেন (আল্লাহর) নেক বান্দাহ মারয়াম তনয় ঈসা (আ)। (তা হল এ আয়াত) "এবং আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী, কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমি সব বিষয়ে সাক্ষী। যদি তুমি তাদের আযাব দিতে চাও, (কাকে দিবে) এরা তো তোমারই বান্দা। আর যদি তুমি তাদের মাফ করে দাও, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আল মায়েদা ঃ ১১৭-১১৮) অন্য এক সনদে কাবীসা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, এরা হল সেসব মুরতাদ যারা আবু বকর (রা)-এর খিলাফত কালে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তখন আবু বকর (রা) তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন।

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণের বর্ণনা।

٣١٩٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَّنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضُ الْمَالُ حَتّٰى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتّٰى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاقْرَؤُا إِنْ شِئْتُمْ : وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا -

৩১৯৩. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কসম সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অনতিবিলম্বে মারয়ামের পুত্র (ঈসা) তোমাদের মাঝে (আসমান থেকে) অবতরণ করবেন একজন (ইসলামী) শাসক ও ন্যায়বিচারক হিসেবে। তিনি (খৃষ্টানধর্মের প্রতীক) ক্রুশ ভাঙ্গার অভিযান চালিয়ে তা নিশ্চিহ্ন করবেন, শুকর নিধন করবেন, জিযিয়া কর তুলে দেবেন, (কেননা, তখন সবাই মুসলমান হয়ে যাবে)। ধন-সম্পদ (স্রোতের মতো) বয়ে চলবে (প্রাচুর্য ও সম্পদের আধিক্য দেখা দেবে)। কেউ তা কবুল করতে চাইবে না। এমন কি (তখন এর চেয়ে আল্লাহকে) একটি সিজদা দেয়া সমগ্র দুনিয়া ও তার মধ্যকার সব সম্পদ থেকে অধিক বলে গণ্য হবে। এরপর আবু হুরাইরা (রা) বলেন, (এর সমর্থনে) তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াতটি পড়তে পার। "এবং আহলে কিতাবের এমন কেউ আর থাকবে না, যে ঈসা (আ)-এর ওপর তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ঈমান আনবে না এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের ওপর সাক্ষী হবেন।"

١٣٩٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ ـ

৩১৯৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন মারয়ামের পুত্র (ঈসা) তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন। আর তোমাদের ইমাম নেতা তোমাদের (মুসলমানদের) মধ্য থেকেই হবেন।

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ বনী ইসরাইলের ঘটনাবলীর বিবরণ।

١٣٩٥- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لِحُذَيْفَةَ أَلاَ تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ إِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ إِذَا خَرَجَ مَاءً وَنَارًا فَأَمَّا الَّذِىْ يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ وَأَمَّا الَّذِىْ يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِى الَّذِىْ يَرٰى أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ قَالَ حُذَيْفَةُ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ إِنَّ رَجُلاً كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوْحَهُ فَقِيلَ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ قَالَ مَا أَعْلَمُ قِيلَ لَهُ انْظُرْ قَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّى كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا وَأُجَازِيهِمْ فَأُنْظِرُ الْمُوسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَأَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَلَمَّا يَئِسَ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصٰى أَهْلَهُ إِذَا أَنَا مُتُّ فَاجْمَعُوْا لِىْ حَطَبًا كَثِيْرًا وَأَوْقِدُوْا فِيهِ نَارًا حَتّٰى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِىْ وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِىْ فَامْتَحَشَتْ فَخُذُوْهَا فَاطْحَنُوْهَا ثُمَّ انْظُرُوْا يَوْمًا رَاحًا فَاذْرُوْهُ فِى الْيَمِّ فَفَعَلُوْا فَجَمَعَهُ فَقَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ذَاكَ وَكَانَ نَبَّاشًا ـ

৩১৯৫. উকবা ইবনে আমর (রা) হুজাইফাকে বললেন, আপনি রসূলুল্লাহ (স) থেকে যা শুনেছেন, তা আমাদের কাছে কেন বর্ণনা করেন না ? তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, যখন দাজ্জাল বের হবে, তখন তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। অতপর মানুষ যাকে আগুনের ন্যায় দেখবে (আসলে) তা হবে ঠান্ডা পানি। আর মানুষ যাকে মনে করবে ঠান্ডা পানি (প্রকৃতপক্ষে) তা হবে দহনকারী আগুন। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দাজ্জালের দেখা পাবে সে অবশ্যই যা আগুনের ন্যায় দেখবে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কেননা, তা প্রকৃতপক্ষে শীতল ও সুস্বাদু পানি হবে। হুজাইফা বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তী যামানার একজন লোক ছিল, তার জান কবয করার জন্য তার কাছে মালাকুল মউত (আযরাইল) এসেছিলেন। অতপর (সে মারা গেল, কবরে) তাকে জিজ্ঞেস করা হল, তুমি কি কোন নেক আমল করেছ ? সে জবাব দিল, আমার জানা নেই। তাকে বলা হল, চিন্তা করে দেখ। সে বলল, এ জিনিসটি ছাড়া আর কোন কিছুই আমার জানা নেই যে, দুনিয়াতে আমি মানুষের সাথে লেনদেন করতাম (অর্থাৎ করয দিতাম) এবং তা আদায়ে তাদের তাগাদা করতাম। (দিতে না পারলে) আমি সচ্ছল ব্যক্তিকে সময় দিতাম এবং দুঃখী ও অসচ্ছল ব্যক্তিকে মাফ করে দিতাম। তখন আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন। হুজাইফা (আরও) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় এসে হাযির হল। যখন সে জীবন থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন সে তার পরিবার পরিজনকে অসীয়ত করল, আমি যখন মরে যাব, তখন অনেকগুলো লাকড়ি স্তুপ করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিও (এবং আমাকে সেখানে ফেলে দিও)। যখন আগুন আমার গোশত পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে এবং শেষ পর্যন্ত হাড্ডিও পুড়িয়ে ফেলবে। তখন পোড়া হাডিডগুলো নিয়ে পিসে গুড়ো করে ফেলবে। তারপর যেদিন দেখবে, খুব হাওয়া বইছে, তখন সেই ছাইগুলোকে নদীতে ফেলে দিবে। তার পরিজনরা তাই করল। অতপর আল্লাহ তাআলা তার দেহকে আবার একত্রিত ও সংগঠিত করলেন এবং (জীবিত করে) জিজ্ঞেস করলেন, এমনটি কেন করলে ? সে জবাব দিল, আপনার ভয়ে। তখন আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন। উকবা ইবনে আমর বলেছেন, আমি হুজাইফাকে বলতে শুনেছি ঐ ব্যক্তি কাফন চোর ছিল।

٣١٩٦- عَـنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً عَلٰى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذٰلِكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا -

৩১৯৬. ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রা) উভয়জন থেকে বর্ণিত। যখন রসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের সময় এসে হাজির হল (এবং মরণ কষ্ট দেখা দিল) তখন তিনি আপন মুখের ওপর একখানা চাদর দিয়ে রাখলেন। পরে যখন খারাপ লাগল, তখন তা চেহারা মুবরাক থেকে সরিয়ে দিলেন এবং এ অবস্থায়ই বললেন, ইয়াহুদ ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর লানত পড়ুক। তারা তাদের নবীগণের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। এই কঠিন মুহূর্তে নবী (সা) তাদের গোমরাহী থেকে মুসলমানদেরকে সতর্ক করেছেন।

٣١٩٧- عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِيْنَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ قَالُوْا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوْا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ ـ

৩১৯৭. আবু হাযেম (রা) বলেন, আমি পাঁচ বছর আবু হুরাইরা (রা)-এর মজলিসে বসেছি। তাঁর থেকে আমি নবী (স)-এর এ হাদীসটি শুনেছি ঃ নবী (স) বলেছেন, বনী ইসরাইলের নবীগণ তাদের ওপর শাসন পরিচালনা করতেন। যখন একজন নবী মারা যেতেন, অন্য একজন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী নেই। অবশ্য খলীফা হবেন এবং তাঁরা অনেক হবেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি আমাদের কি হুকুম দিচ্ছেন ? তিনি বললেন, সবার আগে যার বাইয়াত গ্রহণ করবে তার প্রতি বিশ্বস্ততাকে অপরিহার্য জানবে। তোমাদের ওপর তাদের যে হক ও অধিকার রয়েছে তা আদায় করবে। কারণ আল্লাহ তাঁদেরকে যাদের ওপর শাসক বানিয়েছেন, সে শাসন সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তিনি কিয়ামতের দিন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন।

٣١٩٨- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتّٰى لَوْ سَلَكُوْا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوْهُ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى قَالَ فَمَنْ ـ

৩১৯৮. আবু সাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের পদে পদে অনুসরণ করে চলবে। এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তেও ঢুকে থাকে তোমারাও তাতে ঢুকবে। আমরা আরজ করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! পূর্ববর্তী উম্মত বলতে কি ইয়াহুদ ও নাসারা বুঝাচ্ছেন ? তিনি বললেন, তবে আর কারা ?

٣١٩٩- عَنْ أَنَسٍ قَالَ ذَكَرُوْا النَّارَ وَالنَّاقُوْسَ فَذَكَرُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَّشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوْتِرَ الْإِقَامَةَ ـ

৩১৯৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। (নামাযের জামায়াতে সকলকে শামিল করার জন্য) সাহাবায়ে কেরাম আগুন জ্বালান ও ঘন্টা বাজানোর প্রস্তাব দিলেন। কোন কোন সাহাবা বললেন, এতো ইয়াহুদী ও নাসারাদের পদ্ধতি। অতপর বিলালকে আযানের বাক্যগুলো দু' দু'বার এবং ইকামতে একবার করে বলার হুকুম করা হল।

٣٢٠٠- عَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَّجْعَلَ يَدَهُ فِيْ خَاصِرَتِهِ وَتَقُوْلُ إِنَّ الْيَهُوْدَ تَفْعَلُهُ ـ

৩২০০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কোমরে হাত রাখা অপসন্দ করতেন এবং বলতেন, ইয়াহুদীরাই এরূপ করে।

٣٢٠١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِىْ أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الْاُمَمِ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى كَرَجُلٍ إِسْتَعْمَلَ عُمَّالاً فَقَالَ مَنْ يَّعْمَلُ لِىْ إِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ إِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَّعْمَلُ لِىْ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلٰى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارٰى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلٰى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَّعْمَلُ لِىْ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلٰى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ أَلَا فَأَنْتُمُ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ اَلَا لَكُمُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوْا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقَلُّ عَطَاءً قَالَ اللّٰهُ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوْا لَا قَالَ فَإِنَّهُ فَضْلِىْ أُعْطِيْهِ مَنْ شِئْتُ -

৩২০১. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, (পূর্ববর্তী) যেসব উম্মাত অতীত হয়ে গেছে, সেসব উম্মাতের যুগের তুলনায় তোমাদের যুগটি হল আসরের নামায থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ সময়টুকুর সমান। আর তোমাদের এবং ইয়াহুদ ও নাসারাদের দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে কয়েকজন লোককে (তার) কাজে লাগাল এবং জিজ্ঞেস করল, এমন কে আছ যে এক এক কিরাতের[১৬] বিনিময়ে দুপুর পর্যন্ত আমার কাজ করে দেবে ? তখন ইয়াহুদীরা এক এক কিরাতের বিনিময়ে দুপুর পর্যন্ত কাজ করল। পুনরায় সে ব্যক্তি বলল, এমন কে আছ, যে আমার কাজ দুপুর থেকে আসর নামায পর্যন্ত এক এক কিরাতের বদলায় করে দেবে ? তখন নাসারারা এক এক কিরাতের বদলায় দুপুর থেকে আসরের নামায পর্যন্ত কাজ করল। অতপর সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করল, কে আছ, যে আমার কাজ দু' দু' কিরাতের বিনিময়ে আসর নামায থেকে সূর্যাস্তের সময় পর্যন্ত করে দেবে ? রসূলুল্লাহ (স) বললেন, দেখ, তোমরাই হলে সেসব লোক, যারা আসরের নামায থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু' দু' কিরাতের বিনিময়ে কাজ করলে। লক্ষ্য কর, তোমাদের মজুরী দ্বিগুণ। তখন ইয়াহুদী ও নাসারারা নারাজ হয়ে গেল এবং বলল, আমরা কাজ তো করলাম বেশী আর মজুরী পেলাম কম। আল্লাহ বললেন, তোমাদের হক (পাওনা) থেকে কি কিছু কম দিয়েছি ? তারা জবাব দিল, না। তখন আল্লাহ বললেন, এটি হল আমার মেহেরবানী—পুরস্কার। যাকে চাই, তাকে দান করি।

---

১৬. কীরাত তৎকালীন আরবীয় মুদ্রার পরিমাণ। এর মূল্যমান দুই রতি বা ৩.৫১ গ্রাম স্বর্ণের সমান।

٣٢٠٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ قَاتَلَ اللّٰهُ فَلاَنًا أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمِ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا -

৩২০২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ধ্বংস করুন ! সে কি জানে না যে, নবী (স) বলেছেন আল্লাহ ইয়াহুদীদের ওপর লানত করুন, তাদের ওপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করত ?

٣٢٠٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

৩২০৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আমার বাণী লোকদের কাছে পৌছিয়ে দাও, তা একটি বাক্য হলেও। আর বনী ইসরাইলের ঘটনাগুলো তোমারা বর্ণনা করতে পারো। এতে কোন দোষ নেই। যে আমার ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করল, জাহান্নামেই তার ঠিকানা নির্দিষ্ট করে নেয়া উচিত।

٣٢٠٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لاَ يَصْبُغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ -

৩২০৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ইয়াহুদী ও নাসারারা (চুলে মেহেদী ইত্যাদি) রং ও খেযাব লাগায় না। অতএব তোমরা (খেযাব লাগিয়ে) তাদের খেলাফ ও বিপরীতে (কাজ) কর।

٣٢٠٥- عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ وَمَا نَسِيْنَا مُنْذُ حَدَّثَنَا وَمَا نَخْشٰى أَنْ يَكُوْنَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّيْنًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتّٰى مَاتَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى بَادَرَنِيْ عَبْدِيْ بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ -

৩২০৫. হাসান (রা) বলেন ঃ জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (বসরার) এ মসজিদেই আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেই থেকে না আমরা হাদীসটি ভুলেছি, আর না এ আশংকা (ধারণা) করেছি যে. জুন্দুব রসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে মিথ্যা বলেছেন। জুন্দুব বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী যমানায় একজন লোক ছিল। তার (হাতে) আঘাত লেগেছিল। এতে সে ভীষণ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছিল। শেষে সে একখানা ছুরি (হাতে) নিল এবং তা দিয়ে তার একখানা হাত কেটে ফেলল। ফলে রক্ত আর বন্ধ হল না। এমনকি (এতেই) সে মরে গেল। মহান আল্লাহ বললেন, আমার বান্দাটি আমার কাছে আসার ব্যাপারে নিজেই অগ্রণী হলো. তাই আমি তার ওপর বেহেশত হারাম করে দিলাম।

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ বনী ইসরাইলের একজন শ্বেতরোগী, টাকওয়ালা ও অন্ধের বিবরণ সম্বলিত হাদীস।

٣٢٠٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ ثَلاَثَةً فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمٰى بَدَا لِلّٰهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا فَقَالَ أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْإِبِلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرَ هُوَ شَكٌّ فِيْ ذٰلِكَ إِنَّ الْأَبْرَصَ وَالْأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا الْإِبِلُ وَقَالَ الْآخَرُ الْبَقَرُ فَاعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيْهَا وَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّيْ هٰذَا قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ قَالَ فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيْهَا وَأَتَى الْأَعْمٰى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ يَرُدُّ اللّٰهُ إِلَيَّ بَصَرِيْ فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللّٰهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ فَاعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا فَأُنْتِجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِّنْ إِبِلٍ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنْ بَقَرٍ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِيْ صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا اتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِيْ سَفَرِيْ فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْحُقُوْقَ كَثِيْرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَأَنِّيْ أَعْرِفُكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَأَعْطَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ إِلٰى مَا كُنْتَ وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِيْ صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهٰذَا فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَارَدَّ عَلَيْهِ هٰذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ إِلٰى مَا كُنْتَ وَأَتَى الْأَعْمٰى فِيْ صُوْرَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَابْنُ سَبِيْلٍ وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ رَدَّ عَلَيْكَ

بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِيْ سَفَرِيْ فَقَالَ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللّٰهُ بَصَرِى وَفَقِيْرًا فَقَدْ أَغْنَانِىْ فَخُذْ مَا شِئْتَ فَوَاللّٰهِ لاَ أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَىْءٍ أَخَذْتَهُ لِلّٰهِ فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيْتُمْ فَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ ـ

৩২০৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ বনী ইসরাইলে তিনজন লোক ছিল। একজন ছিল শ্বেতরোগী, দ্বিতীয়জন (মাথায়) টাকওয়ালা এবং তৃতীয়জন অন্ধ। মহান আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করতে ইচ্ছা করলেন। অতপর তাদের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা (প্রথমে) শ্বেতরোগীটির নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ জিনিস তোমার নিকট অধিক প্রিয়। সে জবাব দিল, সুন্দর রঙ ও সুন্দর চামড়া (যাতে মানুষ আমাকে নিজের কাছে বসতে দেয়)। কেননা মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। তখন ফেরেশতা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে তার রোগ চলে গেল এবং তাকে সুন্দর রঙ ও কমনীয় চামড়া দান করা হল। অতপর ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ ধরনের সম্পদ তোমার নিকট অধিক প্রিয়। সে জবাব দিল উট। কিংবা বলল গরু। এ ব্যাপারে বর্ণনা কারীর সন্দেহ রয়েছে যে, শ্বেতরোগী এবং টাকওয়ালা দু'জনের একজন বলেছিল উট আর অপরজন বলেছিল গরু। অতএব তাকে একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী দেয়া হল। ফেরেশতা দোয়া করলেন (আল্লাহ তাআলা) তোমাকে এর মধ্যে বরকত দান করুন। এরপর তিনি টাকওয়ালার নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কোন্ জিনিস অধিক প্রিয় ? সে জবাব দিল—সুন্দর চুল এবং আমার থেকে যেন এ টাক চলে যায়। কেননা মানুষ আমাকে ঘৃণা করে থাকে। অতপর সেই ফেরেশতা তার ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে তার টাক চলে গেল এবং মাথা চুলে ভরে গেল। তারপর ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন কোন্ সম্পদ তোমার কাছে বেশী প্রিয় ? সে বলল, গরু। অতএব একটি গর্ভবতী গাভী তাকে দিয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেন, আল্লাহ এতে তোমার জন্য বরকত দান করুন ! সবশেষে ফেরেশতা অন্ধের নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কোন্ জিনিস অধিক প্রিয় ? সে বলল, আল্লাহ যেন আমার চোখে জ্যোতি ফিরিয়ে দেন, যাতে তা দিয়ে আমি মানুষকে দেখতে পারি। ফেরেশতা তখন তার চোখের ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে আল্লাহ তার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিলেন। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ ধরনের সম্পদ তোমার অধিক প্রিয় ? সে বলল, ছাগল। তিনি তাকে একটি গর্ভবতী ছাগী দিলেন।

অতপর তিনজনের পশুগুলোই বাচ্চা দিল এবং অল্পদিনেই একজনের উটে ময়দান ভর্তি হয়ে গেল। অপরজনের গরুতে চারণভূমি ভরে উঠল এবং তৃতীয়জনের ছাগলে সারা উপত্যকা ছেয়ে গেল। পুনরায় সেই ফেরেশতা (একদিন আল্লাহর হুকুমে) পূর্ব সুরত ও আকৃতিতেই শ্বেতরোগীটির নিকট আসলেন এবং বললেন, আমি একজন নিঃস্ব গরীব লোক। আমার সফরের সকল সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আজ আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ ভিন্ন আর কোন উপায় নেই। আমি আল্লাহর নামে যিনি তোমাকে সুন্দর রঙ, সুন্দর চামড়া ও সম্পদ দান করেছেন, তোমার কাছে মাত্র একটি উট প্রার্থনা করছি। আমি এর ওপর সওয়ার হয়ে বাড়ি পৌছে যাব। তখন লোকটি তাকে বলল, (আরে বেটা আমার এখান থেকে ভাগ) আরও অনেকের হক রয়ে গেছে। ফেরেশতা বললেন, সম্ভবত আমি

তোমাকে চিনতে পেরেছি। তুমি কি (এক সময়) শ্বেতরোগী ছিলে না ? মানুষ তোমাকে ঘৃণা করত। তুমি কি ফকির ছিলে না ? অতপর আল্লাহ তাআলা তোমাকে (বিপুল সম্পদ) দান করেছেন। সে বলল, এসব তো আমি (কয়েক পুরুষ পূর্বে) বাপ-দাদা থেকেই ওয়ারিশ সূত্রেই পেয়েছি। তখন ফেরেশতা বললেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক, আল্লাহ তোমাকে আবার সেরূপ করে দিন যেমন তুমি (আগে) ছিলে। পরে তিনি টাকওয়ালার নিকট সেই আকার ও আকৃতিতেই আসলেন এবং তার কাছেও ঠিক তদ্রূপই প্রার্থনা করলেন, যেমন করেছিলেন শ্বেতরোগী লোকটির কাছে। এও ঠিক তেমনি জবাবই দিল যেমন দিয়েছিল সে। তখন ফেরেশতা বললেন যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তাহলে আল্লাহ তোমাকে সেরূপই করে দিক যেমন তুমি পূর্বে ছিলে। পরিশেষে তিনি স্বীয় আকৃতিতে অন্ধের নিকট আসলেন এবং বললেন, আমি একজন গরীব মিসকীন মুসাফির। আমার পথের সম্বল সব শেষ হয়ে গেছে। আজ বাড়ি পৌছার আল্লাহ ভিন্ন আর কোন উপায় নেই। আমি তোমার কাছে সেই আল্লাহর নামে একটি ছাগী প্রার্থনা করছি, যিনি তোমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি ছাগীটি দিয়ে আমার সফরের কাজ শেষ করতে পারবো। তখন লোকটি বলল, সত্যিই আমি অন্ধ ছিলাম। অতপর আল্লাহ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি গরীব ছিলাম। আল্লাহ আমাকে ধনী বানিয়েছেন। এখন তুমি যা চাও নিয়ে যাও। আল্লাহর কসম ! আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি যা কিছু নেবে তার বিনিময় আজ আমি তোমার কাছে কোন প্রশংসাই পাওয়ার দাবী করবো না। তখন ফেরেশতা বললেন, তোমার সম্পদ তুমি রেখো দাও। আমি তো তোমাদেরকে শুধু পরীক্ষা করেছিলাম (তা হয়ে গেছে)। আল্লাহ তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তোমার সাথী দু'জনের ওপর হয়েছেন নারাজ।

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ○ اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ○

"তুমি কি মনে কর আসহাবে কাহ্ফ ও খোদিত লিপি ফলক আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ? স্মরণ কর যখন যুবকগণ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি নিজের পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর এবং আমাদের কার্যকলাপকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত কর।"

–(আল কাহ্ফ ঃ ৯-১০)

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ গুহাবাসীদের বিবরণ সম্বলিত হাদীস।

٣٢٠٧– عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُوْنَ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنَّهُ وَاللّٰهِ يَا هٰؤُلاَءِ لاَ يُنْجِيْكُمْ إِلاَّ الصِّدْقُ فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيْهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِيْ أَجِيْرٌ عَمِلَ لِيْ عَلَى فَرَقٍ

مِنْ أَرُزٍّ فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ وَأَنِّيْ عَمَدْتُ إِلَى ذٰلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَأَنَّهُ أَتَانِيْ يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَقُلْتُ اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَسُقْهَا فَقَالَ لِيْ إِنَّمَا لِيْ عِنْدَكَ فَرَقٌ مِّنْ أَرُزٍّ فَقُلْتُ لَهُ اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا مِنْ ذٰلِكَ الْفَرَقِ فَسَاقَهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ فَقَالَ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ كَانَ لِيْ أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ فَكُنْتُ اٰتِيْهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَمٍ لِيْ فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِمَا لَيْلَةً فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا وَأَهْلِيْ وَعِيَالِيْ يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الْجُوْعِ فَكُنْتُ لاَ أَسْقِيْهِمْ حَتّٰى يَشْرَبَ أَبَوَايَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوْقِظَهُمَا وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا فَلَمْ أَزَلْ أَنْتَظِرُ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتّٰى نَظَرُوْا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِيْ ابْنَةُ عَمٍّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَأَنِّيْ رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ إِلاَّ أَنْ اٰتِيَهَا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَطَلَبْتُهَا حَتّٰى قَدَرْتُ فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفْسِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا فَقَالَتِ اتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِائَةَ دِيْنَارٍ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِن خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَفَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوْا ـ

৩২০৭. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের লোকদের মধ্যে তিনজন লোক ছিল। তারা পথ চলছিল। হঠাৎ তারা বৃষ্টির মধ্যে পড়ে গেল। তখন তারা এক গুহায় আশ্রয় নিল। অমনি তাদের গুহার মুখ (একটি পাথর চাপা পড়ে) বন্ধ হয়ে গেল। তাদের একজন অন্যদেরকে বলল, বন্ধুগণ! আল্লাহর কসম! এখন সত্য ছাড়া আর কিছুই তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারবে না। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকের সেই জিনিসের অসিলায় দোয়া করা উচিত, যে ব্যাপারে জানা আছে যে, এ কাজটিতে সে সত্যতা বহাল রেখেছে। তখন তাদের একজন (এই বলে) দোয়া করল ঃ হে আল্লাহ! তুমি ভালো করেই জান যে, আমার একজন মজদুর ছিল। সে এক ফারাক[১৭] চালের বিনিময়ে আমার কাজ করে দিয়েছিল। পরে সে চলে গিয়েছিল এবং মজুরিও নেয়নি। আমি তার মজুরী দিয়ে কিছু একটা করতে মনস্থ করলাম এবং কৃষি কাজে লাগালাম। এতে যা উৎপাদন হয়েছে তার বিনিময়ে আমি একটি গাভী কিনলাম। অনেক

১৭. তৎকালীন আরবের ওজনের একটি পরিমাপ।

দিন পর সেই মজদুরটি আমার নিকট এসে তার মজুরী দাবী করল। আমি তাকে বললাম, এ গাভীটির দিকে তাকাও এবং তা হাঁকিয়ে নিয়ে যাও। সে জবাব দিল, ঠাট্টা করবেন না, আমার তো আপনার কাছে মাত্র এক ফারাক চালই পাওনা। আমি তাকে বললাম গাভীটি নিয়ে যাও। কেননা (তোমার) সেই এক ফারাক দ্বারা যা উৎপাদিত হয়েছে, তারই বিনিময়ে এটি খরিদ করা হয়েছে। তখন সে গাভিটি হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। (হে আল্লাহ) যদি তুমি মনে করো তা আমি একমাত্র তোমার ভয়েই করেছি, তাহলে আমাদের (গুহার মুখ) থেকে (এ পাথরটি) সরিয়ে দাও। সুতরাং পাথরটি কিছুটা সরে গেল। দ্বিতীয় যুবক দোয়া করল, হে আল্লাহ ! তোমার যদি জানা থাকে (অর্থাৎ তোমার জানাই আছে) যে, আমার মা-বাপ খুব বুড়ো ছিলেন। আমি প্রতিরাতে তাঁদের জন্য আমার ছাগলের দুধ নিয়ে তাঁদের কাছে যেতাম। ঘটনাক্রমে এক রাতে তাদের কাছে (দুধ নিয়ে) যেতে আমি দেরী করে ফেললাম। তারপর এমন সময় গেলাম, যখন তাঁরা উভয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর আমার সন্তানগুলো ছটফট করছে। কিন্তু আমি আমার মা-বাপকে দুধ পান না করান পর্যন্ত আমার ক্ষুধায় কাতর ছেলেপেলেকে দুধ পান করাইনি। কেননা, তাঁদেরকে ঘুম থেকে জাগানটা আমি পছন্দ করিনি। অপরদিকে তাঁদেরকে বাদ দিতেও ভাল লাগেনি। কারণ, এ দুধটুকু পান না করালে তাঁরা উভয়েই খুব দুর্বল হয়ে যাবেন। তাই (দুধ হাতে) আমি (সারারাত) ভোর হয়ে যাওয়া পর্যন্ত (তাদের জাগার) অপেক্ষাই করেছিলাম। যদি তুমি জেনে থাক যে, এটা করেছি আমি একমাত্র তোমারই ভয়ে তাহলে আমাদের থেকে (পাথরটি) সরিয়ে দাও। অতপর পাথরটি তাদের থেকে আরেকটু সরে গেল। এমনকি তারা আসমান দেখতে পেল। সর্বশেষ যুবকটি দোয়া করল, হে আল্লাহ ! তুমি জান যে, আমার একটি চাচাত বোন ছিল। সবার চেয়ে সে আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। আমি তার সাথে (যৌনমিলনের) বাসনা করেছিলাম। কিন্তু আমি তাকে একশ দিনার না দেয়া পর্যন্ত সে রাজী হলো না। তখন আমি তা সংগ্রহে লেগে গেলাম। শেষ পর্যন্ত তা সংগ্রহে সক্ষম হলাম। তা নিয়ে তার নিকট আসলাম এবং এ একশ দিনার তাকে দিয়ে দিলাম। অতপর সে নিজেই নিজকে আমার নিকট সোপর্দ করল। আমি যখন তার দু'পায়ের মাঝখানে বসলাম, তখনি সে বলে উঠল, আল্লাহকে ভয় কর এবং (শরীয়াতের বিধান মতে) অধিকার লাভ করা ছাড়া আমার কুমারীত্ব নষ্ট করো না। আমি তখন উঠে গিয়েছিলাম এবং একশ দিনারও ত্যাগ করেছিলাম। তুমি যদি জান যে, আমি একমাত্র তোমার ভয়েই তা করেছি, তাহলে তুমি আমাদের থেকে (পাথরটি) সরিয়ে দাও। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের (গুহার মুখ) থেকে (পাথরটি) সরিয়ে দিলেন। অতপর তারা (গুহা থেকে) বেরিয়ে আসল।

৫৪-অনুচ্ছেদ :

٣٢٠٨- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا اِمْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَهَا إِذْ مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ وَهِىَ تُرْضِعُهُ فَقَالَتِ اللّٰهُمَّ لاَ تُمِتْ اِبْنِىْ حَتّٰى يَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِىْ مِثْلَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِى الثَّدْىِ وَمُرَّ بِامْرَأَةٍ تُجَرَّرُ وَيُلْعَبُ بِهَا

فَقَالَتْ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِىْ مِثْلَهَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِثْلَهَا فَقَالَ أَمَّا الرَّاكِبُ فَاِنَّهُ كَافِرٌ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَاِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ لَهَا تَزْنِى وَتَقُوْلُ حَسْبِىَ اللّٰهُ وَيَقُوْلُوْنَ تَسْرِقُ وَتَقُوْلُ حَسْبِىَ اللّٰهُ ـ

৩২০৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন, (একদা) এক মহিলা আপন শিশুপুত্রকে দুধ পান করাচ্ছিল। ঘটনাক্রমে তার সামনে দিয়ে একজন (ঘোড়) সওয়ার গেল। তখন মহিলাটি দোয়া করল, হে আল্লাহ ! এ সওয়ারী লোকটির মতো না হওয়া পর্যন্ত আমার পুত্রটির মৃত্যু দিয়ো না। শিশুটি বলে উঠল, হে আল্লাহ ! আমাকে তার মতো করো না। অতপর সে আবার (মায়ের) দুধের দিকে ফিরল। কিছুক্ষণ পর অন্যদিক থেকে একটি মহিলাকে কিছু লোক টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। আর কিছু লোক তাকে উপহাস করছিল। শিশুটির মা বলল, হে আল্লাহ ! আমার ছেলেকে এর মতো করো না। ছেলেটি বলল, হে আল্লাহ! আমাকে তার মতোই বানাও। (এর কারণ স্বরূপ) ছেলেটি বলল, (ঘোড়ায়) আরোহী লোকটি একজন কাফের। আর এ মহিলাটির অবস্থা এই যে, এরা তাকে বলছে, তুমি যিনা করেছো এবং সে বলছে, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তারা বলছে, তুমি চুরি করেছো এবং সে বলছে, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

٣٢٠٩ـ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيْفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِىٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ فَنَزَعَتْ مُوْقَهَا فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ ـ

৩২০৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ (এক সময়) একটি কুকুর একটি কুয়ার চারদিকে ঘুরছিল। মনে হচ্ছিল যে, পানির পিপাসায় এখনই সে মারা পড়বে। এমনি সময় বনী ইসরাইলের বেশ্যা রমণী কুকুরটি দেখল। সে তার জুতা খুলে নিল এবং (তা দিয়ে কূয়া থেকে পানি উঠিয়ে) কুকুরটিকে পানি পান করাল। এ কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

٣٢١٠ـ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ ابْنَ أَبِىْ سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ وَكَانَتْ فِىْ يَدَىْ حَرَسِىٍّ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَنْهٰى عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ وَيَقُوْلُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ ـ

৩২১০. হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান যে বছর হজ্জ করেন, সে বছর মিম্বারে দাঁড়িয়ে তাকে বলতে শুনেছেন। মুয়াবিয়া দেহরক্ষীর হাত থেকে একগুচ্ছ (কৃত্রিম) চুল হাতে নিলেন এবং বললেন, হে মদীনাবাসীগণ ! তোমাদের আলেমগণ কোথায় ? আমি নবী (স)-কে এর মাধ্যমে কেশ

সাজাতে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, বনী ইসরাইল ঠিক তখনি ধ্বংস হয়েছে, যখন তাদের নারীরা তা ধারণ করেছে।

٣٢١١- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيْمَا مَضٰى قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُوْنَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ أُمَّتِىْ هٰذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ـ

৩২১১. আবু হুমাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের উম্মতগণের মধ্যে কিছু লোক 'মুহাদ্দাস' ছিলেন। আর আমার এ উম্মতের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে, তবে সে হলো উমর ইবেন খাত্তাব।[১৮]

٣٢١٢- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ فِىْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ إِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ فَأَتٰى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لاَ فَقَتَلَهُ فَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اِئْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ فَأَوْحَى اللّٰهُ إِلٰى هٰذِهِ أَنْ تَقَرَّبِىْ وَأَوْحَى اللّٰهُ إِلٰى هٰذِهِ أَنْ تَبَاعَدِىْ وَقَالَ قِيْسُوْا مَا بَيْنَهُمَا فَوُجِدَ إِلٰى هٰذِهِ أَقْرَبُ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ ـ

৩২১২. আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ বনী ইসরাইলের মধ্যে একজন লোক ছিল, যে নিরানব্বইজন মানুষকে হত্যা করেছিল। অতপর (নাজাতের উপায় আছে কি না তা জানার জন্য) জিজ্ঞেস করতে বের হয়েছিল। প্রথমে সে একজন ঈসায়ী গীর্জাবাসী সাধুর কাছে গেল এবং তাকে জিজ্ঞেস করল, আমার তাওবা (কবুল) হবে কি। সাধু বলল, না। তখন সে তাকেও হত্যা করল। এরপরেও সে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেই থাকল। কোন এক ব্যক্তি তাকে বলল, অমুক লোকালয়ে যাও। (সেখানে একজন আলেম আছেন তাঁকে জিজ্ঞেস করে নাও। সুতরাং লোকটি রওয়ানা দিল) কিন্তু (পথেই) তার মৃত্যু হয়ে গেল। (মরণকালে) সে তার বুকটি সেই লোকালয়ের দিকে বাড়িয়ে দিল। এখন তাকে নিয়ে রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতা ঝগড়া ও বিতর্ক শুরু করে দিল। এমন সময় আল্লাহ—যে লোকলয়ের দিকে লোকটি (তাওবা করার জন্য) রওয়ানা দিয়েছিল—তাকে হুকুম করলেন। হে গ্রাম ! লোকটির নিকটবর্তী হয়ে যাও। আর যেখানে সে হত্যার কাজ করেছিল, সে গ্রামকে হুকুম করলেন হে গ্রাম ! তার থেকে দূরে সরে যাও। তারপর ফেরেশতাদ্বয়কে বললেন, তোমরা উভয় লোকালয়ের দূরত্ব মেপে দেখ (লোকটি কোন্ লোকালয়ের বেশী নিকটে)। সুতরাং (পরিমাপের পর) দেখা গেল, মৃত লোকটি—যে লোকালয়ে তাওবা করতে যাচ্ছিল অন্য লোকালয়টির তুলনায় তার এক বিঘত অধিক নিকটবর্তী। তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

---

১৮. মুহাদ্দাস এমনসব লোকদের বলা হয় অহী ও নবুওয়াত ছাড়াই যাদের মুখ থেকে অকাট্য সত্য কথা উচ্চারিত হয়।

٣٢١٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوْقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا فَقَالَتْ إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهٰذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللّٰهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ فَقَالَ فَإِنِّي أُوْمِنُ بِهٰذَا أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِيْ غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذِّئْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَبَ حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ هٰذَا اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّي فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَهَا غَيْرِيْ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللّٰهِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ قَالَ فَإِنِّي أُوْمِنُ بِهٰذَا أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَاهُمَا ثَمَّ -

৩২১৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রসূলুল্লাহ (স) ফজরের নামায পড়ার পর লোকদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, এক ব্যক্তি একটি গরু হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে তার পিঠে উঠে বসল এবং তাকে মারতে লাগল। এ সময় গরুটি বলল, আমরা তো এ জন্য সৃষ্টি হইনি। আমরা তো একমাত্র কৃষি কাজের জন্য সৃষ্টি হয়েছি। লোকেরা বলল, সুবহানাল্লাহ ! গরু কথা বলছে ! রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ আমি, আবু বকর ও উমর এ ঘটনার ওপর ঈমান রাখি। অথচ আবু বকর ও উমর তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আর এক ঘটনা। এক ব্যক্তি তার ছাগলের পালে (পাহারারত) ছিল। হঠাৎ একটি নেকড়ে হানা দিল এবং তা থেকে একটি ছাগল নিয়ে গেল। রাখাল নেকড়ের পিছু নিল এবং তার থেকে ছাগলটি ছিনিয়ে নিল। তখন নেকড়েটি তাকে বলল, তুমি আমার থেকে আজ তো ছাগলটি ছাড়িয়ে নিলে কিন্তু কিয়ামতের দিন অর্থাৎ চরম হিংস্রতার দিন কে তার হেফাযতকারী হবে, যেদিন আমি ছাড়া তার কোন রাখাল থাকবে না ? লোকেরা বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ ! নেকড়েও কথা বলে ? রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ এ ঘটনার ওপর আমি, আবু বকর ও উমর ঈমান রাখি, অথচ তাঁরা দু'জন তখন সেখানে ছিলেন না।

٣٢١٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِشْتَرٰى رَجُلٌ مِّنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِيْ اِشْتَرَى الْعَقَارَ فِيْ عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِيْ اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ وَقَالَ الَّذِيْ لَهُ الْأَرْضُ إِنَّمَا بِعْتُكَ الْاَرْضَ وَمَا فِيهَا فَتَحَاكَمَا إِلٰى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِيْ تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِيْ غُلَامٌ وَقَالَ الْاٰخَرُ لِيْ جَارِيَةٌ قَالَ أَنْكِحُوْا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا -

৩২১৪. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন। নবী (স) বলেছেন, (পূর্ববর্তী যুগে) একব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তি থেকে কিছু জমি খরিদ করল। জমির খরিদ্দার সেই জমিতে স্বর্ণ ভর্তি

একটি ঘড়া পেল। তখন জমির ক্রেতা বিক্রেতাকে বলল, আমার থেকে তোমার স্বর্ণ নিয়ে নাও। আমি তো তোমার থেকে জমিন কিনেছি, স্বর্ণ খরিদ করিনি। জমির বিক্রেতা বলল, আমি তোমার কাছে জমি এবং তাতে যা রয়েছে সবই বিক্রি করেছি। অতপর তারা উভয়ে এক ব্যক্তির নিকট এর ফয়সালা চাইল। যার কাছে ফয়সালা চাইল, সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, তোমাদের কি সন্তান আছে ? একজন বলল, আমার একটি ছেলে আছে। অপর ব্যক্তি জানাল, তার একটি মেয়ে আছে। সালিসকারী বলল, তোমরা মেয়েটিকে ছেলেটির সাথে বিয়ে দিয়ে দাও এবং স্বর্ণ থেকে কিছু অংশ তাদের জন্য খরচ কর আর (বাকীটা তাদের) দিয়ে দাও।

٣٢١٥- عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الطَّاعُوْنِ فَقَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الطَّاعُوْنُ رِجْسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِّنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدِمُوْا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ أَبُوْ النَّضْرِ لاَ يُخْرِجْكُمْ إِلاَّ فِرَارًا مِنْهُ -

৩২১৫. আমের (রা) তাঁর পিতা সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর পিতাকে উসামা ইবনে যায়েদের কাছে এই কথা জিজ্ঞেস করতে শুনেছেন যে, আপনি কি রসূলুল্লাহ (স) থেকে প্লেগ মহামারীর ব্যাপারে কিছু শুনেছেন ? তখন উসামা জবাব দিলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ প্লেগ মহামারী একটি আযাব। বনী ইসরাইলের একটি দলের ওপর তা আপতিত হয়। কিংবা তিনি বলেছেন, তা তোমাদের পূর্ববর্তী যমানার লোকদের ওপর পাঠান হয়েছিল। যখন তোমরা শুনবে যে, কোন এলাকায় প্লেগ দেখা দিয়েছে, তখন তোমরা সেখানে যেও না। আর যখন তোমরা যেখানে রয়েছ, সেখানে প্লেগ দেখা দেয় তখন সেখান থেকে অন্য কোথাও চলে যেও না। আবুননযর বলেছেন, এর অর্থ হলো, ভেগে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই যেন তোমরা সে এলাকা ত্যাগ না কর। অন্য প্রয়োজনে যেতে কোন বাধা নেই।

٣٢١٦- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَأَخْبَرَنِىْ أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ وَأَنَّ اللّٰهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُوْنُ فَيَمْكُثُ فِىْ بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيْبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيْدٍ -

৩২১৬. নবী (স)-এর পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে প্লেগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, এ হলো এক আযাব। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের যার ওপর চান তা পাঠান। আর একেই আবার আল্লাহ ঈমানদারদের জন্য রহমত বানিয়ে দিয়েছেন। যে এলাকায় প্লেগ দেখা দেয়, যদি কেউ

সেখানে ধৈর্য ধরে এবং সওয়াবের আশায় অবস্থান করে, আর এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তার তাকদীরে যা লিখেছেন তা ছাড়া আর কোন মুসিবতই তার হবে না। তাহলে সে একজন শহীদের সওয়াব পাবে।

٣٢١٧- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِيْ سَرَقَتْ فَقَالَ وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَتَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيْمُ اللّٰهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ـ

৩২১৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মাখযুমী গোত্রের এক মহিলা চুরি করেছিল। তার এই ব্যাপারটি কুরাইশদের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ভীষণ দুশ্চিন্তায় ফেলল। (কারণ একটি অভিজাত পরিবারের মেয়ের হাত চুরির অপরাধে কিভাবে কাটা যেতে পারে!) তারা বলতে লাগলো, তার এই ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে কে (সুপারিশের) কথা বলবে ? কয়েকজন বললো, যদি (এ ব্যাপারে) তাঁর কাছে কেউ বলার সাহস করে, তবে একমাত্র উসামা উবনে যায়েদই করতে পারে। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রিয়তম ব্যক্তি। (তাঁকে পাঠানো হলো) অতপর উসামা (এ ব্যাপারে) রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে কথা বললেন। নবী (সা) বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহর (জারী করা) দন্ডবিধানগুলোর মধ্যে একটি সাজার বিধান মুলতবী করার ব্যাপারে সুপারিশ করছো ? অতপর তিনি উঠে পড়লেন এবং (সবার সামনে) এক ভাষণ দান করলেন। বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো এ জন্যেই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে যখন কোন উচ্চ বংশের লোক চুরি করতো, তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যদি তাদের মধ্যে দুর্বল কেউ চুরি করতো তবে তাকে সাজা দিত। আল্লাহর কসম ! যদি মুহাম্মাদ (স)-এর মেয়ে (অর্থাৎ আমার মেয়ে) ফাতিমাও চুরি করে, তবে অবশ্যই তার হাতও আমি কেটে ফেলব।

٣٢١٨- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأَ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ خِلاَفَهَا فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ وَقَالَ كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوْا فَهَلَكُوْا ـ

৩২১৮. ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে একটি আয়াত পড়তে শুনলাম। অথচ আমি নবী (স)-কে সেটি অন্যভাবে পড়তে শুনেছি। অতপর আমি তাকে সংগে করে নবী (স)-এর খেদমতে আসলাম এবং তাঁকে এই খবর দিলাম। কিন্তু আমি তাঁর চেহারায় অসন্তোষের ভাব দেখলাম। তিনি বললেন, তোমাদের উভয়ের পাঠই নির্ভুল। মতবিরোধ করো না। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিরা মতবিরোধ করেছিল। তাই তারা ধ্বংস হয়েছে।

٣٢١٩- عَــنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَحْكِى نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَــهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِقَوْمِى فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ -

৩২১৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি এখনও নবী (স)-কে দেখতে পাচ্ছি, তিনি (অতীত যুগের) নবীগণের মধ্যে একজন নবীর কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সেই নবীকে তাঁর জাতি ভীষণভাবে রক্তাক্ত করে দিল। তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছিলেন এবং দোয়া করছিলেন—হে আল্লাহ ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও। কেননা তারা জানে না।

٣٢٢٠- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّ رَجُلاً كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ اللّٰهُ مَالاً فَقَالَ لِبَنِيْهِ لَمَّا حُضِرَ أَىَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوْا خَيْرَ أَبٍ قَالَ فَإِنِّى لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَإِذَا مُتُّ فَأَحْرِقُوْنِى ثُمَّ اسْحَقُوْنِى ثُمَّ ذَرُّوْنِى فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ فَفَعَلُوْا فَجَمَعَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ قَالَ مَخَافَتُكَ فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ -

৩২২০. আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তী যমানায় এক ব্যক্তি ছিল, যাকে আল্লাহ অনেক ধন-সম্পদ দান করেন। যখন তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো, সে (তার সন্তানদের) জিজ্ঞেস করলো, আমি তোমাদের কেমন বাবা ছিলাম ? তারা জবাব দিল, তুমি আমাদের উত্তম বাবা ছিলে। সে বলল, জীবনে আমি কখনও কোন নেক আমলই করিনি। আমি যখন মরে যাব, তখন তোমরা আমাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে, তারপর পিষে গুঁড়ো করবে, অতপর ঝড়ো হাওয়ার দিন গুঁড়োগুলো (নদীতে) উড়িয়ে দিবে। তাই তারা করলো তখন মহা শক্তিমান আল্লাহ তাকে (তার ছাইগুলো) আবার একত্রিত করলেন এবং বললেন, তুমি এমনটি করলে কেন ? সে জবাব দিল, তোমার ভয়ে। তখন আল্লাহ তাকে নিজের রহমতের ছায়ায় স্থান দিলেন।

٣٢٢١- عَنْ رِبْعِىْ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ قَالَ عُقْبَةُ لِحُذَيْفَةَ أَلاَ تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ الْمَوْتُ لَمَّا أَيِسَ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصَــى أَهْلَــهُ إِذَا مُتُّ فَاجْمَعُوْا لِى حَطَبًا كَثِيْرًا ثُمَّ أَوْرُوْا نَارًا حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِىْ وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِىْ فَخُذُوْهَا فَاطْحَنُوْهَا فَذَرُّوْنِى فِى الْيَمِّ فِىْ يَوْمٍ حَارٍّ أَوْ رَاحٍ فَجَمَعَهُ اللّٰهُ فَقَالَ لِمَ فَعَلْتَ قَالَ خَشْيَتَكَ فَغَفَرَ لَهُ -

৩২২১. উকবা (রা) হুযাইফা (রা)-কে বললেন, আপনি নবী (স) থেকে যা শুনেছেন আমাদের নিকট তা বর্ণনা করেন না কেন ? তখন তিনি বর্ণনা করলেন, আমি নবী (স)-

কে বলতে শুনেছি, (অতীত যুগে) এক ব্যক্তি ছিল। তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো। যখন সে জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেল, তখন সে তার পরিজনদেরকে অসীয়ত করলো, আমি মরে গেলে তোমরা অনেকগুলো লাকড়ি জমা করে আগুন জ্বালিয়ে দিও (এবং আমাকে তাতে ফেলে দিও)। এমনকি যখন আগুন আমার সব গোশত খেয়ে ফেলবে (পুড়িয়ে ফেলবে) এবং আমার হাডডি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, তখন তোমরা হাড্ডিগুলো পিষে ফেলবে। তারপর আমাকে (অর্থাৎ আমার হাড্ডির গুড়াকে) প্রচন্ড গরমের দিন কিংবা বলেছেন তীব্র বায়ু প্রবাহের দিন নদীতে ফেলে দিবে। (তারা তাই করলো) আল্লাহ আবার তাকে একত্রিত করলেন এবং জানতে চাইলেন, তুমি (এমন) কেন করলে ? সে জবাব দিল, তোমার ভয়ে। তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

٣٢٢٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا قَالَ فَلَقِيَ اللّٰهُ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ ـ

৩২২২. আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা। নবী (স) বলেছেন, (আগের যমানায়) একজন লোক ছিল। সে মানুষকে কর্জ দিত এবং আপন চাকরকে বলে দিত ঃ যখন তুমি (কর্জ আদায়ে তাগাদার জন্য) কোন বিপদগ্রস্তের কাছে যাবে, তাকে কর্জ ক্ষমা করে দিয়ো। সম্ভবত (এর ফলে) আল্লাহও আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নবী (স) বলেন, অতপর (লোকটি মৃত্যুর পরে) আল্লাহর সাক্ষাত পেল। তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

٣٢٢٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيْهِ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُوْنِيْ ثُمَّ اَطْحَنُوْنِيْ ثُمَّ ذَرُّوْنِيْ فِي الرِّيْحِ فَوَاللّٰهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَى رَبِّيْ لَيُعَذِّبَنِّيْ عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ فَأَمَرَ اللّٰهُ الْأَرْضَ فَقَالَ اجْمَعِيْ مَا فِيْكَ مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ قَالَ يَارَبِّ خَشْيَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ خَشْيَتُكَ مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ ـ

৩২২৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, (আগের যুগে) একজন লোক ছিল। সে নিজের ওপর অনেক জুলুম করেছিল (অর্থাৎ অনেক গোনাহ করেছিল)। যখন তার মৃত্যুর সময় এসে হাজির হলো, সে তার ছেলেদেরকে বললো, আমি যখন মরে যাব, তোমরা আমাকে পুড়িয়ে ফেলবে, এরপর পিষে গুঁড়ো করবে। তারপরে বাতাসে উড়িয়ে দেবে। আল্লাহর কসম ! যদি আল্লাহ আমাকে তাঁর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পান, তাহলে এমন আযাব দেবেন, যা আর কাউকে দেননি। অতপর যখন লোকটি মরে গেল, তার সাথে তাই করা হলো। তখন আল্লাহ যমীনকে হুকুম দিয়ে বললেন, তোমার মধ্যে লোকটির যা যা ছাই ভস্ম আছে সব জমা কর। যমীন তা করলো। লোকটি হঠাৎ (পূর্ণ

অবয়বে) দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যা করেছ, এর পিছনে কি কারণ ছিল? সে জবাব দিল, হে আল্লাহ তোমার ভয়। তখন আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন।

অন্য এক বর্ণনাকারী এখানে مخافتك এর স্থলে خشيتك বর্ণনা করেছেন।

٣٢٢٤- عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِيْ هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا (رَبطَتْهَا) حَتّٰى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ سَقَتْهَا اِذْ حَبَسَتْهَا وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خُشَاشِ الْاَرْضِ -

৩২২৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, এক মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেয়া হয়েছিল। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল, (খানা-দানা কিছুই দেয়নি)। শেষ পর্যন্ত বিড়ালটি মরে গেল। বিড়ালটির কারণেই সে জাহান্নামে গেল। বিড়ালটিকে বাঁধার পর থেকে মহিলাটি তাকে কিছু খেতেও দেয়নি, পানও করায়নি। আর তাকে ছেড়েও দেয়নি। (ছেড়ে দিলে) তাহলে সে পোকামাকড় খেতে পারত।

٣٢٢٥- عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ -

৩২২৫. আবু মাসউদ উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, কালামে নবুয়াতের মধ্যে (অর্থাৎ যে কথায় নবীগণ একমত) মানুষ যা পেয়েছে, তা হলো এই ঃ যদি তোমার শরম না থাকে, তাহলে যা চাও তাই করো।

٣٢٢٦- عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِيْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ -

৩২২৬. আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, নবুয়াতী কথার মধ্যে মানুষ যা পেয়েছে তার মধ্যে এ বাক্যটিও রয়েছে ঃ "যদি তুমি লজ্জাহীন হয়ে থাক, তাহলে মন যা চায় তাই করতে পার।"

٣٢٢٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ خُسِفَ بِهٖ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِى الْاَرْضِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৩২২৭. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, এক ব্যক্তি দম্ভ ও অহংকারের সাথে তার পায়জামা জমিনের ওপর ঝুলিয়ে টেনে টেনে পথ চলছিল। এমন সময় সে জমিনে ধ্বসে গেল এবং কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সে এভাবে জমিনে ধ্বসে (নীচের দিকে) যেতে থাকবে।

٣٢٢٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ بَيْدَ كُلِّ أُمَّةٍ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوْتِيْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَهٰذَا الْيَوْمُ الَّذِىْ اخْتَلَفُوْا فَغَدًا لِلْيَهُوْدِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارٰى عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْم يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ -

৩২২৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, (আমরা দুনিয়ায় আগমনের দিক দিয়ে) সবার শেষে এসেছি। কিন্তু কিয়ামতের দিন (মর্যাদায়) সবার অগ্রগণ্য হবো। অবশ্য প্রত্যেক উম্মতকে আমাদের আগেই কিতাব দেয়া হয়েছিল। আর আমাদের তা দেয়া হয়েছে সবার পরে। অতপর এই (জুময়ার) দিন এমন একটি দিন, যাতে তারা মতবিরোধ করেছিল। অতএব পরের দিন (শনিবার) ইয়াহুদীদের জন্য এবং তার পরের দিন (রবিবার) নাসারাদের জন্য (নির্ধারিত হলো)। প্রত্যেক মুসলমানের ওপর সপ্তায় এমন একটি দিন (জুময়ার দিন) নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, যেদিন সে তার মাথা ও শরীর ধুইবে।

٣٢٢٩- عَنْ سَعِيْدِ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانُ الْمَدِيْنَةَ اخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرٰى أَنَّ أَحَدًا يَّفْعَلُ هٰذَا غَيْرَ الْيَهُوْدِ وَإِنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَمَّاهُ الزُّوْرَ يَعْنِى الْوِصَالَ فِى الشَّعْرِ -

৩২২৯. সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব বর্ণনা করেন, মুআবিয়া ইবনে আবু সফিয়ান (রা) যখন শেষবার মদীনা আসেন, তখন আমাদের সামনে ভাষণ দেন। এ সময় তিনি এক গোছা কৃত্রিম চুল বের করলেন এবং বললেন, আমি জানি না, ইয়াহুদীরা ছাড়া আর কেউ এটা ব্যবহার করতো কি না। (অর্থাৎ তাদের মেয়েরা) নবী (স) এ ধরনের চুল বাঁধার নাম রেখেছেন "মিথ্যা ও প্রতারণা (অর্থাৎ কৃত্রিম) কেশ বিন্যাস।

كتاب المناكب

নবী (স) ও তাঁর সাহাবীদের মর্যাদার বিবরণ

১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ ـ

"হে মানবজাতি ! আমি তোমাদেরকে মাত্র একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকেই সৃষ্টি করেছি। আমি তোমাদেরকে গোত্র ও গোষ্ঠীতে এ জন্য বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাবান—যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী।"-(আল হুজুরাত ঃ ১৩)

২-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ الأَرْحَامَ ط إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا○

"আর তোমরা ভয় কর সেই আল্লাহকে, যিনি তোমাদেরকে পরস্পর নির্ভরশীল এবং আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ-ই তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী।"
-(আন নিসা ঃ ১)

ইবনে আব্বাস (রা) وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا **আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,** شعوب **এর অর্থ বড় বড়** গোত্র **এবং** قبائل **অর্থ ছোট ছোট খান্দান।**

٣٢٣٠- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَارَسُولَ اللّٰهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ أَتْقَاهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسَالُكَ قَالَ فَيُوْسُفُ نَبِىُّ اللّٰهِ ـ

৩২৩০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল (স)! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান কে ? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে আল্লাহকে যে সর্বাধিক ভয় করে। সাহাবাগণ বললেন, আমরা এ কথা জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহর নবী ইউসুফ (আ)।

٣٢٣١- عَنْ كُلَيْبِ بْنُ وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ رَبِيْبَةُ النَّبِىِّ زَيْنَبُ ابْنَةُ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لَهَا أَرَأَيْتِ النَّبِىَّ أَكَانَ مِنْ مُضَرَ قَالَتْ فَمِمَّنْ كَانَ إِلاَّ مِنْ مُضَرَ مِنْ بَنِى النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ ـ

৩২৩১. কুলাইব ইবনে ওয়ায়েল (রা) বলেন, আমার কাছে নবী (স)-এর এক পত্নীর অপর পক্ষের মেয়ে যয়নাব বিনতে আবু সালামা হাদীস বর্ণনা করেছেন। কুলাইব বলেন,

আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কি জানেন, নবী (স) কি মুদার গোত্রের ছিলেন, (না অপর কোন গোত্রের)? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, তিনি মুদার গোত্রের লোক ছিলেন। নফর ইবনে কেনানার সন্তানদের থেকেই এ গোত্রের উৎপত্তি।

٣٢٣٢- عَنْ كُلَيْبُ حَدَّثَتْنِي رَبِيبَةُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَظُنُّهَا زَيْنَبَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْمُزَفَّتِ وَقُلْتُ لَهَا أَخْبِرِينِي النَّبِيُّ ﷺ مِمَّنْ كَانَ مِنْ مُضَرَ كَانَ قَالَتْ فَمِمَّنْ كَانَ الاَّ مِنْ مُضَرَ كَانَ مِنْ وَلَدِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ -

৩২৩২. কুলাইব (রা) বলেন, নবী (স)-এর জনৈকা স্ত্রীর অন্য পক্ষীয় কন্যা বর্ণনা করেছেন। আমার ধারণা তাঁর নাম ছিল যায়নাব। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দুব্বা, হান্তাম, মুকাইয়ার এবং মুযাফফাত এসব পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। (কুলাইব বলেন) আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে জানান যে, নবী (স) কি মুদার খান্দানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (নাকি অপর কোন খান্দানের)? তিনি জবাব দিলেন, নবী (স) মুদার খান্দানেরই লোক ছিলেন। এ খান্দানই নযর ইবনে কেনানার বংশধর ছিল।

٣٢٣٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَجِدُوْنَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوْا وَتَجِدُوْنَ خَيْرَ النَّاسِ فِيْ هٰذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً وَتَجِدُوْنَ شَرَّالنَّاسِ ذَاالْوَجْهَيْنِ الَّذِى يَأْتِيْ هٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِي هٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ -

৩২৩৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা মানবজাতিকে খনির মত পাবে। তাদের মধ্যে (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) জাহিলী যমানায় যারা সর্বোত্তম ইসলামেও তারাই সর্বোত্তম। তবে শর্ত হলো যদি তারা (ইসলামী) জ্ঞান অর্জন করে। আর তোমরা তাদের মধ্যে (ইসলামের) এ নেতৃত্বের আসনে সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসেবে তাকেই পাবে, যে (পূর্বে) ইসলামের ঘোর দুশমন ছিল। আর মানুষের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই দ্বিমুখী ব্যক্তিকেই পাবে, যে এক বেশে এদের কাছে আসে এবং আরেক বেশে অন্যদের কাছে যায়।

٣٢٣٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِيْ هٰذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوْا تَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّ النَّاسِ كَرَاهِيَةً لِهٰذَا الشَّأْنِ حَتَّى يَقَعَ فِيْهِ -

৩২৩৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, এ (খিলাফতের) ব্যাপারে সমস্ত মানুষ কুরাইশদের অধীন। তাদের মুসলমানরা তাদের মুসলমানদেরই অনুসারী এবং তাদের কাফেররা তাদের কাফেরদের অনুগত। আর সব মানুষ একটি খনি বিশেষ। তাদের জাহেলী জামানায় যারা সর্বোত্তম ছিলেন, ইসলামেও তারাই সর্বোত্তম। তবে শর্ত হল, যদি তাঁরা (ইসলাম সম্পর্কে গভীর) জ্ঞান অর্জন করে থাকে। তোমরা নেতৃত্বের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তিকেই অধিক উত্তম দেখতে পাবে, নেতৃত্বের প্রতি যার কঠোর অনীহা দেখা গেছে। তারপর নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হলো এবং অত্যন্ত সফল ও উত্তম প্রমাণিত হলো।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ

٣٢٣٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى قَالَ فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قُرْبٰى مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلاَّ وَلَهُ فِيْهِ قَرَابَةٌ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ تَصِلُوْا قَرَابَةً بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ -

৩২৩৫. ইবনে আব্বাস (রা) الا لمودة فى القربى [১] এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সাইদ ইবনে জুবাইর বলেছেন, قربى শব্দ দ্বারা মুহাম্মাদ (স)-এর ঘনিষ্ঠতা বুঝানো হয়েছে। তিনি বলেন, কুরাইশ বংশে এমন কোন শাখা ছিল না যার সাথে নবী (স)-এর ঘনিষ্ঠতা ছিল না। এ প্রসঙ্গেই কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ঃ الا ان تصلوا قرابة بينى وبينكم "তোমরা আমার ও তোমাদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠতার প্রতি নযর রেখ (এবং ইস-লামের দাওয়াত গ্রহণ করো।)"

٣٢٣٦- عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مِنْ هَاهُنَا جَاءَتِ الْفِتَنُ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْجَفَاءُ وَغِلَظُ الْقُلُوْبِ فِي الْفَدَّادِيْنَ أَهْلِ الْوَبَرِ عِنْدَ أُصُوْلِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِيْ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ -

৩২৩৬. আবু মাসউদ (রা) বলেন। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, এই দিক থেকে অর্থাৎ পূর্বদিক থেকে ফিৎনা-ফাসাদের উৎপত্তি হবে। জুলুম ও হৃদয়ের কাঠিন্য ঐসব চিৎকার ও শোরগোলকারী বেদুঈনদের মধ্যে রয়েছে এবং তাদের উট ও গরুর লেজের পেছনে, রবিয়া ও মুদার গোত্রের মধ্যে (অধিক)!

٣٢٣٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَلْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِي الْفَدَّادِيْنَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِيْنَةُ فِيْ أَهْلِ الْغَنَمِ وَالْإِيْمَانُ يَمَانٌ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ سُمِّيَتِ الْيَمَنُ لِأَنَّهَا عَنْ يَمِيْنِ الْكَعْبَةِ وَالشَّامُ عَنْ يَسَارِ الْكَعْبَةِ وَالْمَشْأَمَةُ الْمَيْسَرَةُ وَالْيَدُ الْيُسْرٰى الشُّوْمٰى وَالْجَانِبُ الْأَيْسَرُ الْأَشْأَمُ -

[১] الا المودة فى القربى। অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখা।

৩২৩৭. আবু হুরাইরা (রা) বলেন। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, গর্ব ও অহমিকা রয়েছে চিৎকার ও শোরগোলকারী বেদুঈনদের মধ্যে, স্বস্তি ও শান্তি বকরী পালকদের মধ্যে. ঈমান ইয়েমেনবাসীদের মধ্যে এবং হিকমতও ইয়েমেনবাসীদের মধ্যে বেশী রয়েছে। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, ইয়েমেনকে ইয়েমেন বলার কারণ হচ্ছে এই যে. ইয়েমেন[২] কাবা শরীফের ডানদিকে অবস্থিত এবং শামকে (সিরিয়া) শাম নামে অভিহিত করার কারণ হচ্ছে এই যে. শাম কাবা শরীফের বাম দিকে অবস্থিত "আল মাশয়ামা আল মাইসারা" (সমার্থক শব্দ) অর্থাৎ বামদিক। তাই বাম হাতকে বলা হয় الشؤمى। এবং বামদিককে বলা হয় الاشام।।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ কুরাইশদের মর্যাদা।

٣٢٣٨- عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ فِيْ وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ سَيَكُوْنُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ فَأَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِيْ أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُوْنَ أَحَادِيْثَ لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ وَلاَ تُؤْثَرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأُولٰئِكَ جُهَّالُكُم فَإِيَّاكُمْ وَالاَمَانِيَّ الَّتِيْ تُضِلُّ أَهْلَهَا فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ هٰذَا الأَمْرَ فِيْ قُرَيْشٍ لاَيُعَادِيْهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوْا الدِّيْنَ -

৩২৩৮. যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন. মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুত'য়িম (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে. তিনি মু'আবিয়ার (রা) নিকট একথা পৌছিয়েছেন। মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর কুরাইশদের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মু'আবিয়ার দরবারে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস হাদীস বর্ণনা করেন যে. অচিরেই কাহতান গোত্র থেকে একজন বাদশাহ হবেন। এতে মু'আবিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করেন। অতপর বলেন, আমার নিকট খবর পৌছেছে যে. তোমাদের কোন কোন লোক এমন কিছু হাদীস বর্ণনা করে বেড়াচ্ছে যা আল্লাহর কিতাবে নেই এবং রসূলুল্লাহ (স) থেকেও বর্ণিত হয়নি।[৩] এরা তোমাদের মধ্যে

---

২. ইয়ামীন يمين শব্দের অর্থ ডান দিক।

৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) তওরাত অধ্যয়ন করেছিলেন। একথা সম্ভবত আমীর মু'আবিয়া (রা) জানতেন; অন্য দিকে মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর আবদুল্লাহ থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন সেটি তিনি জানতেন না। তাই তাঁর সন্দেহ হয়েছে নিশ্চয়ই তওরাত থেকে সংগ্রহ করে বিনা সনদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর এটি বর্ণনা করেছেন। এ কারণেই আমীর মু'আবিয়া তা শুনেই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তিনি যা জানতেন তা লোকদেরকে জানানো জরুরী মনে করেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হাদীস বর্ণনা করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরাতও দেননি। কাজেই আমীর মু'আবিয়ার (রা) সন্দেহ প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছিল। নয়তো আসল ব্যাপার হচ্ছে. আবদুল্লাহ ইবনে আমরের (রা) হাদীসও সহীহ ছিল এবং তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিতও ছিল। ইমাম বুখারী অন্যত্র আবু হুরাইরার (রা) মাধ্যমে এ হাদীস উদ্ধৃতও করেছেন। বনী কাহতানের যে শাসনকর্তার নাম হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে তাঁর সম্পর্কে হাদীস থেকে জানা যায় যে. তাঁর শাসনকাল হবে হযরত ঈসা আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুনরাবির্ভাবের পরে। আর সম্ভবত তিনিই হবেন শেষ ইসলামী শাসনকর্তা। ৩২৫৫ নম্বর হাদীসটি দেখুন। –সম্পাদক

সবচেয়ে বেশী জাহেল ব্যক্তি। সুতরাং তোমরা সাবধান থাকবে এবং ঐ সমস্ত অলীক কামনা থেকে বিরত থাকবে, যা তার পোষণকারীকে বিপথে পরিচালিত করে। (অর্থাৎ কোন বিভ্রান্তিমূলক প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে বিপথগামী হয়ো না।) কেননা আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, এই বিষয়টি (শাসন কর্তৃত্ব) কুরাইশদের হাতেই থাকবে। যতদিন তারা দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত থাকবে, ততদিন যে কেউ তাদের সাথে শত্রুতা করবে আল্লাহ তাকে উপুড় করে নিক্ষেপ করবেন। (অর্থাৎ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন।)

٣٢٣٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُرَيْشٌ وَالْاَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَاَسْلَمُ وَاَشْجَعُ وَغِفَارُ مَوَالِىْ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلٰى دُوْنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -

৩২৩৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কুরাইশ, আনসার, জুহাইনা, মুযাইনা, আসলাম, আশজা ও গিফার গোত্র আমার সাহায্যকারী বন্ধু। আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী বন্ধু নেই।

٣٢٤٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَزَالُ هٰذَا الْأَمْرُ فِىْ قُرَيْشٍ مَا بَقِىَ مِنْهُمُ اثْنَانِ -

৩২৪০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, এ দায়িত্ব (শাসন কর্তৃত্ব) চিরকাল কুরাইশদের হাতেই থাকবে[৪] যতদিন (দুনিয়াতে) তাদের দু'জন লোকও অবশিষ্ট থাকবে।

٣٢٤١- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَعْطَيْتَ بَنِىْ الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِنَّمَا بَنُوْا هَاشِمٍ وَبَنُوْ الْمُطَّلِبِ شَىْءٌ وَاحِدٌ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ أَبُوْ الْأَسْوَدِ مُحَمَّدٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ذَهَبَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَ أُنَاسٍ مِنْ بَنِىْ زُهْرَةَ إِلٰى عَائِشَةَ وَكَانَتْ أَرَقَّ شَىْءٍ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৩২৪১. জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি এবং উসমান ইবনে আফফান রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে হাজির হলাম। উসমান (রা) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি মুত্তালিবের বংশধরকে দান করলেন আর আমাদেরকে ত্যাগ করলেন। অথচ আপনার সাথে বংশগত সম্পর্কের দিক থেকে আমরা ও তারা একই পর্যায়ে অবস্থিত। নবী (স) বললেন, এটা নিশ্চিত যে, হাশিমের বংশধর ও মুত্তালিবের বংশধর (সম্পর্কগত ভাবে) এক ও অভিন্ন।

---

৪. এই হাদীসের ব্যাখ্যা যুহরী বর্ণিত হাদীসে সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। উক্ত হাদীসে শাসন কর্তৃত্ব কুরাইশদের হাতে চিরস্থায়ী থাকার জন্যে দীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত থাকার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং যখন তারা দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে তখন তারা আর শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনার যোগ্য থাকবে না। বরং অন্য যারাই এ দায়িত্ব পালনে সমর্থ হবে তারাই শাসন কর্তৃত্ব পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। অতএব এ ধরনের হাদীস দ্বারা রাজতন্ত্রের স্বপক্ষে যুক্তি পেশ করা বাতুলতা মাত্র।

উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) বলেন, একদা আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর বনী যোহরা গোত্রের কিছু লোকের সাথে আয়েশা (রা)-এর নিকট গমন করেন। আয়েশা তাদের সাথে অত্যন্ত বিনম্রভাব দেখান। কেননা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল।[৫]

٣٢٤٢- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَحَبَّ الْبَشَرِ إِلَى عَائِشَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِى بَكْرٍ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا وَكَانَتْ لاَ تُمْسِكُ شَيْئًا مِمَّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ تَصَدَّقَتْ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْبَغِى اَنْ يُؤْخَذَ عَلَى يَدَيْهَا فَقَالَتْ أَيُؤْخَذُ عَلَى يَدَىَّ عَلَىَّ نَذَرٌ إِنْ كَلَّمْتُهُ فَاسْتَشْفَعَ إِلَيْهَا بِرِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَبِأَخْوَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاصَّةً فَامْتَنَعَتْ فَقَالَ لَهُ الزُّهْرِيُّوْنَ أَخْوَالُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ وَالْمِسْوَرُ ابْنُ مَخْرَمَةَ إِذَا اسْتَأْذَنَّا فَاقْتَحِمِ الْحِجَابَ فَفَعَلَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِعَشْرِ رِقَابٍ فَأَعْتَقَهُمْ ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تُعْتِقُهُمْ حَتَّى بَلَغَتْ أَرْبَعِيْنَ فَقَالَتْ وَدِدْتُ أَنِّى جَعَلْتُ حِيْنَ حَلَفْتُ عَمَلاً أَعْمَلُهُ فَأَفْرُغَ مِنْهُ -

৩২৪২. উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) বলেন, নবী (স) ও আবু বকরের পর আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর[৬] ছিলেন আয়েশার সর্বাধিক প্রিয় পাত্র। তিনিও আয়েশার খেদমত করতেন। আয়েশার নিয়ম ছিল আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে বিন্দুমাত্র সঞ্চয় না করে সব দান করে দিতেন। তাই আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর বললেন, (এরূপ লাগামহীন দান খয়রাত থেকে) তাঁকে নিরস্ত করা উচিত। এতে আয়েশা যুবাইরের প্রতি (ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন এবং) বললেন, আমাকে নিরস্ত করা হবে। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, যদি তার সাথে কথা বলি। অর্থাৎ তার সাথে কখনও কথা বলব না। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) কুরাইশদের কিছু লোক বিশেষ করে রসূলুল্লাহ (স)-এর মাতুল পক্ষের লোক দ্বারা সুপারিশ করালেন। কিন্তু আয়েশা (রা) (কথা বলা থেকে) বিরত থাকলেন। অতপর নবী (স)-এর মাতুল আত্মীয় যোহরা গোত্রের লোকজন—যাদের মধ্যে ছিলেন আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা—তাঁকে বললেন, যখন আমরা আয়েশার নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করব তখন তুমিও পর্দার ভিতরে ঢুকে পড়বে। তিনি তাই করলেন এবং আয়েশার নিকট দশটি গোলাম পাঠালেন। আয়েশা (রা) তাদেরকে আযাদ করে দিলেন। তারপর এক এক করে তিনি (সর্বমোট) চল্লিশটি গোলাম আযাদ করলেন এবং বললেন, যেদিন আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম, সেদিন থেকে চাচ্ছিলাম এমন একটি কাজ আমি করি যদ্দারা আমি প্রতিজ্ঞামুক্ত হতে পারি।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন কুরাইশদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।

---

৫. এ বর্ণনাটির নেপথ্যে ঘটনা পরবর্তী হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে।

৬. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) হযরত আয়েশার (রা)-এর বোনের ছেলে; অর্থাৎ আসমা বিনতে আবু বকরের পুত্র।

٣٢٤٣- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا زَيْدَ ابْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوْهَا فِيْ الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّيْنَ الثَّلاَثَةِ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَاكْتُبُوْهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوْا ذٰلِكَ ـ

৩২৪৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) যায়েদ ইবনে সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, সাঈদ ইবনে আস ও আবদুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম (রা)-কে ডেকে পাঠান। তাঁরা (সমবেতভাবে) কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার কাজ শুরু করেন। উসমান (রা) কুরাইশদের তিন ব্যক্তিকে[৭] লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের ও যায়েদ ইবনে সাবিতের মধ্যে কুরআনের (ভাষাগত) কোন ব্যাপারে যদি মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে কুরাইশদের ভাষায়ই তা লিপিবদ্ধ করবে। কেননা, কুরআন তাদের ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তাঁরা তাই করলেন।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ ইসমাঈল (আ)-এর সঙ্গে ইয়েমেনবাসীদের সম্পর্ক।

٣٢٤٤- عَنْ سَلَمَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضَلُوْنَ بِالسُّوْقِ فَقَالَ ارْمُوْا بَنِيْ إِسْمٰعِيْلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا وَأَنَا مَعَ بَنِيْ فُلاَنٍ لِأَحَدِ الْفَرِيْقَيْنِ فَأَمْسَكُوْا بِأَيْدِيْهِمْ فَقَالَ مَا لَهُمْ قَالُوْا وَكَيْفَ نَرْمِيْ وَأَنْتَ مَعَ بَنِيْ فُلاَنٍ قَالَ ارْمُوْا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ ـ

৩২৪৪. সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আসলাম গোত্রের কিছু লোক একটি বাজারে তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ (স) তাদের কাছে গেলেন এবং বললেন, হে ইসমাঈলের বংশধর ! তোমরা তীর নিক্ষেপ কর। কেননা তোমাদের পিতা [ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (আ)] তীর নিক্ষেপে পারদর্শী ছিলেন। আর আমি অমুকের পুত্রদের পক্ষে থাকলাম। একথা শুনে প্রতিযোগী দু'দলের একটি দল তাদের হাত গুটিয়ে নিল। অর্থাৎ তীর নিক্ষেপে বিরত থাকল। সালামা বলেন, তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমাদের কী হলো ? (তীর নিক্ষেপ করছ না কেন ?) তারা বলল, আপনি অমুকের পুত্রদের পক্ষে থাকলে আমরা কিভাবে তীর নিক্ষেপ করতে পারি ? নবী (স) বললেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ কর। আমি তোমাদের সবার সঙ্গে আছি।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ

٣٢٤٥- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعٰى لِغَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ (بِاللّٰهِ) وَمَنِ ادَّعٰى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيْهِمْ (نَسَبٌ) فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ـ

৭. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, সাঈদ ইবনে আস ও আবদুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম—এরা তিনজন ছিলেন কুরাইশী। আর যায়েদ ইবনে সাবিত ছিলেন আনসারী খাযরাজী।

৩২৪৫. আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি নিজের পিতা সম্পর্কে অবগত থেকেও অপর কাউকে পিতা বলে দাবী করে সে যেন আল্লাহর সাথে কুফরী করল। আর যে ব্যক্তি নিজকে এমন বংশের বলে দাবী করে যে বংশের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই সে যেন জাহান্নামেই নিজের বাসস্থান ঠিক করে নেয়।

٣٢٤٦- عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ النَّصْرِيْ قَالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ، يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اَللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدَّعِىَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ أَوْ يَقُوْلُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ -

৩২৪৬. আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আবদুল্লাহ নসরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওয়াসিলা ইবনে আসকা'কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তির নিজ পিতা ছাড়া অপর কাউকে পিতা বলে দাবী করা, কিংবা কেউ স্বচক্ষে যা দেখেনি তা সে দেখেছে বলে উক্তি করা অথবা রসূলুল্লাহ (স) যা বলেননি তা তাঁর নামে চালিয়ে দেয়া জঘন্যতম মিথ্যাচার।

٣٢٤٧- عَنْ أَبِيْ جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا مِنْ هٰذَا الْحَىِّ مِنْ رَبِيْعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ حَرَامٍ فَلَوْ أَمَرْتَنَا بِأَمْرٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنُبَلِّغُهُ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ اٰمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ اَلْإِيمَانُ بِاللّٰهِ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَى اللّٰهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ -

৩২৪৭. আবু জামরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি, একদা আবদুল কায়েস গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করল, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা রাবিয়া' গোত্রের লোক। আমাদের আর আপনার মধ্যে কাফের মুদার গোত্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। তাই প্রতিটি মাহে হারাম[৮] ছাড়া (অন্য মাসে) আমরা আপনার নিকট আসতে পারি না। সুতরাং (খুব ভাল হতো) যদি আপনি আমাদেরকে এমন কিছু কাজের নির্দেশ দিতেন যা আমরা আপনার কাছ থেকে জেনে নিতাম এবং আমাদের অন্যান্য লোকের নিকট (যারা এখানে উপস্থিত নেই) পৌছে দিতাম। নবী (স) বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ দিচ্ছি এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করছি। (আমার চারটি আদেশ হল) আল্লাহর

৮. মাহে হারাম অর্থ সম্মানিত মাস। বছরের চারটি মাসকে তৎকালীন আরবরা অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখত। সে মাসগুলোতে পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহকে তারা হারাম মনে করত, মাস চারটি হলো, রজব, জিলকদ, জিলহজ্জ ও মহররম।

প্রতি ঈমান আনা এবং এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং যে গনীমত (জিহাদ লব্ধ মাল) তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহকে দান করা।[৯] আর আমি তোমাদেরকে দুব্বা, হান্তম, নকীর ও মুযাফ্ফাত (এ চারটি পানপাত্রের ব্যবহার) থেকে নিষেধ করছি।

٣٢٤٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا يُشِيْرُ إِلَى الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ ..

৩২৪৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে পূর্বদিকে ইংগিত করে বলতে শুনেছি, সাবধান ! ফিতনা ফাসাদের উৎপত্তি ওদিক থেকে হবে এবং ওদিক থেকেই শয়তানের শিং উদিত হবে।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ আসলাম, গিফার, মুযাইনা, জুহাইনা ও আশজা গোত্রের বর্ণনা।

٣٢٤٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ مَوَالِي لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُوْنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ -

৩২৪৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, কুরাইশ, আনসার, জুহাইনা, মুযাইনা, আসলাম, গিফার ও আশজা গোত্র আমার সাহায্যকারী বন্ধু। আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাড়া তাদের আর কোন সাহায্যকারী বন্ধু নেই।

٣٢٥٠- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ غِفَارُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ -

৩২৫০. নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) তাঁকে বলেছেন, একদা রসূলুল্লাহ (স) মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বললেন, গিফার গোত্রকে আল্লাহ ক্ষমা করেছেন এবং আসলাম গোত্রকে আল্লাহ নিরাপদে রেখেছেন। আর 'উসাইয়া গোত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী[১০] করেছে।

٣٢٥١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا -

৩২৫১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, আসলাম গোত্রকে আল্লাহ নিরাপত্তা দান করেছেন এবং গিফার গোত্রকে আল্লাহ ক্ষমা করেছেন।

٣٢٥٢- عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ وَبَنِيْ أَسَدٍ وَمِنْ بَنِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَطْفَانَ وَمِن بَنِيْ

৯. হাদীসে রোযা ও হজ্জের উল্লেখ নেই। কেননা এগুলো তখনো ফরয হয়নি।

১০. উসাইয়া গোত্র বিরে মাউনাতে (কুরআনের জ্ঞানসম্পন্ন) মুসলমানদেরকে হত্যা করেছিল।

عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ خَابُوْا وَخَسِرُوْا فَقَالَ هُمْ خَيْرٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ وَمِنْ بَنِيْ أَسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَطْفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ

৩২৫২. আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, আচ্ছা বল তো ! জুহাইনা, মুযাইনা, আসলাম ও গিফার গোত্র যদি (আল্লাহর নিকট) বনী তামীম, বনী আসাদ, বনী গাতফান ও বনী আমের গোত্রের চাইতে উত্তম (বিবেচিত) হয় (তবে কেমন হবে)? এক ব্যক্তি বলে উঠল, তবে তো তারা (বনী তামীম, বনী আসাদ প্রভৃতি গোত্র) ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হয়েছে। নবী (স) বললেন, তারা (জুহাইনা, মুযাইনা প্রভৃতি গোত্র) বনী তামীম, বনী আসাদ, বনী গাতফান ও বনী আমের গোত্রের চাইতে উত্তম।

٣٢٥٣- عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ اَنَّ الْاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيْجِ مِنْ اَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ وَاَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةَ ابْنُ اَبِيْ يَعْقُوْبَ شَكَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ اَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَاَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ بَنِيْ تَمِيْمٍ وَبَنِيْ عَامِرٍ وَاَسَدٍ وَغَطْفَانَ خَابُوْا وَخَسِرُوْا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ اِنَّهُمْ لَخَيْرٌ مِنْهُمْ -

৩২৫৩. আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা আকরা ইবনে হাবেস নবী (স)-কে বলল, হাজীদের জিনিসপত্র অপহরণকারী আসলাম, গিফার, মুযাইনা গোত্রসমূহ এবং আমার ধারণা সে বলেছে জুহাইনা গোত্র (মধ্যবর্তী রাবী ইবনে আবু ইয়াকুবের সন্দেহ) আপনার অনুসারী হয়েছে। (কিন্তু বনী তামীম, বনী আসাদ প্রভৃতি শরীফ গোত্রগুলো তো আপনার অনুসারী হয়নি।) নবী (স) বললেন, আচ্ছা, বলতো, আসলাম গিফার, মুযাইনা আমার ধারণা সে বলেছেও জুহাইনা গোত্র যদি (আল্লাহর নিকট) বনী তামীম, বনী আমের, আসাদ ও গাতফান গোত্রের চাইতে উত্তম (বলে বিবেচিত) হয়, তবে তারা (বনী তামীম, বনী আমের প্রভৃতি গোত্র) কি ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হয়েছে ? সে বলল, হাঁ। নবী (স) বললেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই তারা (গিফার, মুযাইনা প্রভৃতি গোত্র) এদের (বনী তামীম, বনী আমের প্রভৃতি গোত্রের) চাইতে উত্তম।

٣٢٥٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَشَيْءٌ مِنْ مُّزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ أَوْ قَالَ شَيْءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللّٰهِ أَوْ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ وَتَمِيْمٍ وَهَوَازِنَ وَغَطْفَانَ -

৩২৫৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, আসলাম ও গিফার গোত্র এবং মুযাইনা ও জুহাইনা গোত্রের কিছু অংশ কিংবা বলেছেন, জুহাইনা অথবা মুযাইনা গোত্রের কিছু অংশ (রাবীর সন্দেহ) আল্লাহর নিকট অথবা বলেছেন, কিয়ামতের দিন আসাদ, তামীম, হাওয়াযিন ও গাতফান গোত্র অপেক্ষা উত্তম বিবেচিত হবে।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ কাহতান গোত্রের বর্ণনা।

٣٢٥٥- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوْقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ ـ

৩২৫৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, যে পর্যন্ত কাহতান গোত্র থেকে এমন একটি লোকের আবির্ভাব না ঘটবে যে নিজের লাঠি দ্বারা সমগ্র মানব জাতিকে হাঁকাতে থাকবে, সে পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।[১১]

১০-অনুচ্ছেদ ঃ হাঁক-ডাক সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা।[১২]

٣٢٥٦- عَنْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ حَتَّى كَثُرُوْا وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلٌ لَعَّابٌ فَكَسَعَ اَنْصَارِيًّا فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ غَضَبًا شَدِيْدًا حَتَّى تَدَاعَوْا وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ يَا لَلأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ قَالَ مَا شَانُهُمْ فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْمُهَاجِرِيِّ الأَنْصَارِيَّ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعُوْهَا فَإِنَّهَا خَبِيْثَةٌ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُبَى اِبْنُ سَلُوْلٍ أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ فَقَالَ عُمَرُ أَلاَ تَقْتُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْخَبِيْثَ لِعَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ـ

৩২৫৬. আমর ইবনে দীনার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবেরকে বলতে শুনেছেন। (জাবের বলেন) একদা আমরা নবী (স)-এর সঙ্গে (মুরাইসি) যুদ্ধে গিয়েছিলাম। মুহাজিরদের মধ্যে থেকে বহু সংখ্যক লোক এ যুদ্ধে সমবেত হয়েছিল। মুহাজিরদের মধ্যে একজন লোক ছিলো অত্যন্ত রসিক। তিনি (রসিকতাচ্ছলে) একজন আনসারকে (কোমরের ওপর) আঘাত করলো এতে ঐ আনসার ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। শেষ পর্যন্ত লোকেরা হাঁক-ডাক শুরু করে দিল। আনসারও হাঁক-ডাক শুরু করলো, হে আনসারগণ ! সাহায্য কর। আর উক্ত মুহাজিরও আওয়াজ দিলো, হে মুহাজিরগণ ! সাহায্য কর। এমন সময় নবী (স) বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, কি হলো, জাহেলী যুগের লোকদের ন্যায় হাঁক-ডাক কেন ? তারপর বললেন, তাদের (আসল) ব্যাপরটা কি ? তখন মুহাজির কর্তৃক আনসারকে

---

১১. অর্থাৎ মানব জাতির ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করবে। সম্ভবত ইমাম মেহদীর পর এ ব্যাপারটি সংঘটিত হবে।

১২. জাহেলী যুগে যুদ্ধ বা সংঘর্ষের সময় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সমগোত্রীয় ও সমমনাদের নিকট সাহায্যের আবেদন জানিয়ে হাঁক-ডাক দেয়া হত। তখন সমগোত্রীয়রা আবেদনকারী জালিম হলেও তার পক্ষ অবলম্বন করত। ইসলাম এরূপ জঘন্য আচরণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার আদেশ দিয়েছে।

আঘাত করার কথা তাঁকে জানান হলো। (শুনে) নবী (স) বললেন, জাহেলী যুগের হাঁক-ডাক পরিত্যাগ কর। কেননা এটাত অত্যন্ত ঘৃণ্য ও ন্যক্কারজনক ব্যাপার। (এ ঘটনা প্রসঙ্গে তখন মুনাফিক সরদার) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল (নিজ দলীয় লোকদের লক্ষ্য করে) বললো, এরা আমাদের বিরুদ্ধে হাঁক দিচ্ছে। আমরা মদীনা ফিরে গেলে মদীনার সম্ভ্রান্ত লোকেরা ইতর লোকদেরকে নিশ্চয়ই রেব করে ছাড়বে। (অর্থাৎ আমরা মুহাজিরদের মদীনা থেকে তাড়িয়ে দেব।) অতপর (এ কথা প্রকাশ হয়ে পড়লো) উমর (রা) নবী (স)-কে বললেন, আপনি কি এ পিশাচটিকে অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যা করবেন না ? নবী (স) বললেন, (তাই যদি করি তাহলে) লোকেরা বলবে, সে (মুহাম্মাদ) তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করে।

٣٢٥٧- عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ -

৩২৫৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি (মাতম করার সময়) গালে আঘাত করে ও বুক চাপড়ায় এবং যুদ্ধের সময় জাহেলী যুগের ন্যায় হাঁক-ডাক দেয় সে আমার দলভুক্ত (উম্মত) নয়।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ খুযাআ গোত্রের বর্ণনা।

٣٢٥٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَمْرُو ابْنُ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفَ أَبُوْ خُزَاعَةَ -

৩২৫৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, খুযাআ গোত্রের আদি পিতা হলো—আমর ইবনে লুহাই ইবনে কামাআ খিনদীফ আবু খুযাআ।

٣٢٥٩- عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ الْبَحِيْرَةُ الَّتِى يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيْتِ وَلاَ يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ وَالسَّائِبَةُ الَّتِى كَانُوْا يُسَيِّبُوْنَهَا لآلِهَتِهِمْ فَلاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَىْءٌ قَالَ وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لُحَيٍّ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِى النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ -

৩২৫৯. যুহরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাইদ ইবনে মুসাইয়্যাবকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, বহীরা ঐ উষ্ট্রীকে বলে যার দুধ দেবতার জন্য উৎসর্গীকৃত হয়। কোন লোক ঐ উষ্ট্রীর দুধ দোহন করতে পারতো না। অতপর তার পিঠে কোন বস্তু বহন করা হতো না। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, আমি খুযাআ গোত্রের আমর ইবনে আমের খুযাইকে দেখেছি জাহান্নামের আগুনে সে তার (বেরিয়ে আসা) নাড়ি-ভুড়ি

টেনে টেনে ফিরছে। দেবতার উদ্দেশ্যে উষ্ট্রী ছেড়ে দেয়ার প্রথা সে-ই সর্বপ্রথম চালু করেছিল।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ আবু যার-এর ইসলাম গ্রহণ ও যমযম কূপের বর্ণনা।

٣٢٦٠- عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ قَالَ لَنَا اِبْنُ عَبَّاسٍ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاِسْلاَمِ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قُلْنَا بَلٰى قَالَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ كُنْتُ رَجُلاً مِنْ غِفَارٍ فَبَلَغَنَا اَنَّ رَجُلاً قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ فَقُلْتُ لِاَخِىْ اِنْطَلِقْ اِلٰى هٰذَا الرَّجُلِ كَلِّمْهُ وَاْتِنِى بِخَبَرِهِ فَانْطَلَقَ فَلَقِيَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْتُ مَا عِنْدَكَ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَيَنْهٰى عَنِ الشَّرِّ فَقُلْتُ لَهُ لَمْ تَشْفِنِىْ مِنَ الْخَبَرِ فَاَخَذْتُ جِرَابًا وَعَصًا ثُمَّ اَقْبَلْتُ اِلٰى مَكَّةَ فَجَعَلْتُ لاَ اَعْرِفُهُ وَاَكْرَهُ اَنْ اَسْأَلَ عَنْهُ وَاَشْرَبُ مِنْ مَّاءِ زَمْزَمَ وَاَكُوْنُ فِى الْمَسْجِدِ قَالَ فَمَرَّ بِىْ عَلِىٌّ فَقَالَ كَاَنَّ الرَّجُلُ غَرِيْبٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ فَانْطَلِقْ اِلَى الْمَنْزِلِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ لاَ يَسْاَلُنِىْ عَنْ شَىْءٍ وَلاَ اُخْبِرُهُ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ غَدَوْتُ اِلَى الْمَسْجِدِ لاَسْاَلَ عَنْهُ وَلَيْسَ اَحَدٌ يُخْبِرُنِىْ عَنْهُ بِشَىْءٍ قَالَ فَمَرَّ بِىْ عَلِىٌّ فَقَالَ اَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ يَعْرِفُ مَنْزِلَهُ بَعْدُ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَانْطَلِقْ مَعِىَ قَالَ فَقَالَ مَا اَمْرُكَ وَمَا اَقْدَمَكَ هٰذِهِ الْبَلْدَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ اِنْ كَتَمْتَ عَلَىَّ اَخْبَرْتُكَ قَالَ فَاِنِّى اَفْعَلُ قَالَ قُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا اَنَّهُ قَدْ خَرَجَ هٰهُنَا رَجُلٌ يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ فَاَرْسَلْتُ اَخِىْ لِيُكَلِّمَهُ فَرَجَعَ وَلَمْ يَشْفِنِى مِنَ الْخَبَرِ فَاَرَدْتُ اَنْ اَلْقَاهُ فَقَالَ لَهُ اَمَا اِنَّكَ قَدْ رَشَدْتَ هٰذَا وَجْهِىْ اِلَيْهِ فَاتَّبِعْنِى اُدْخُلْ حَيْثُ اَدْخُلُ فَاِنِّى اِنْ رَاَيْتُ اَحَدًا اَخَافُهُ عَلَيْكَ قُمْتُ اِلَى الْحَائِطِ كَاَنِّىْ اُصْلِحُ نَعْلِىْ وَامْضِ اَنْتَ فَمَضٰى وَمَضَيْتُ مَعَهُ حَتّٰى دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ اَعْرِضْ عَلَىَّ الْاِسْلاَمَ فَعَرَضَهُ فَاَسْلَمْتُ مَكَانِىْ فَقَالَ لِىْ يَا اَبَا ذَرٍّ اُكْتُمْ هٰذَا الْاَمْرَ وَارْجِعْ اِلٰى بَلَدِكَ فَاِذَا بَلَغَكَ ظُهُوْرُنَا فَاَقْبِلْ فَقُلْتُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَاَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ اَظْهُرِهِمْ فَجَاءَ اِلَى الْمَسْجِدِ وَقُرَيْشٌ فِيْهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَقَالُوْا قُوْمُوْا اِلٰى هٰذَا الصَّابِىِ

فَقَامُوْا فَضُرِبْتُ لِاَمُوْتَ فَاَدْرَكَنِى الْعَبَّاسُ فَاَكَبَّ عَلَىَّ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ وَيْلَكُمْ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً مِنْ غِفَارٍ وَمَتْجَرُكُمْ مَمَرُّكُمْ عَلٰى غِفَارٍ فَاَقْلَعُوْا عَنِّى فَلَمَّا اَنْ اَصْبَحْتُ الْغَدَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ مِثْلَ مَا قُلْتُ بِالْاَمْسِ فَقَالُوْ قُوْمُوْا اِلٰى هٰذَا الصَّابِى فَصُنِعَ بِى مِثْلُ مَا صُنِعَ بِالْاَمْسِ فَاَدْرَكَنِى الْعَبَّاسُ فَاَكَبَّ عَلَىَّ وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ بِالْاَمْسِ قَالَ فَكَانَ هٰذَا اَوَّلَ اِسْلَامِ اَبِىْ ذَرٍّ رَحِمَهُ اللّٰهُ –

৩২৬০. আবু জামরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) ইবনে আব্বাস আমাদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে আবু যার-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অবহিত করব ? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই (অবহিত করবেন)। তিনি বললেন, (তবে আবু যার-এর ভাষায় শোন ঃ) আবু যার বলেন, আমি ছিলাম গিফার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত (এবং তাদের মাঝেই বসবাস করতাম)। আমাদের নিকট খবর পৌঁছলো, সম্প্রতি মক্কায় এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন। তখন আমি আমার ভাইকে বললাম, তুমি ঐ লোকটির নিকট যাও। তার সাথে আলাপ কর এবং তার (বিস্তারিত) খবর জেনে নিয়ে আমার নিকট এস। সে রওনা হল এবং (সেখানে গিয়ে) তার সাথে সাক্ষাত করল। তারপর সে ফিরে এলে আমি তাকে বললাম, কি খবর নিয়ে এলে ? সে বলল, আল্লাহর কসম ! আমি এমন একজন লোককে দেখেছি, যিনি সৎ কাজের আদেশ করেন এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেন। আমি তাকে বললাম, তোমার এতটুকু খবরে আমি পরিতৃপ্ত হতে পারলাম না।

তারপর আমি এক থলে খাবার ও একটি লাঠি সাথে নিয়ে (স্বয়ং) মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলাম। (মক্কা পৌঁছে আমার অবস্থা হল এই যে,) যেহেতু আমি তাকে চিনতাম না এবং (নির্যাতনের ভয়ে) কাউকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করাও সমীচীন মনে করলাম না। তাই আমি যমযমের পানি পান করতে এবং মসজিদুল হারামে অবস্থান করতে লাগলাম। একদিন (সন্ধ্যাবেলা) আলী আমার নিকট দিয়ে যাবার সময় (আমার দিকে ইঙ্গিত করে) বললেন, মনে হচ্ছে লোকটি বিদেশী। আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, তবে আমার বাড়ি চল। আমি তার সাথে চললাম। (পথিমধ্যে তিনিও আমাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করলেন না এবং আমিও তাকে কিছু জানালাম না।) রাতটা তার বাড়িতেই কাটালাম। ভোর হলে ঐ লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার উদ্দেশ্যে আমি আবার মসজিদুল হারামে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কিন্তু তার সম্পর্কে কেউ আমাকে কোন কথাই জানাল না।

তারপর আলী (রা) আবার আমার নিকট দিয়ে যাবার সময় বললেন, লোকটির নিজের বাসস্থান ঠিক করার সময় কি এখনো হয়নি ? (অর্থাৎ লোকটি কি থাকার মত কোন জায়গা এখনো খুঁজে পায়নি ?) আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমার সাথে চল। তারপর তিনি বললেন, তোমার ব্যাপারটা কি ? এ শহরে কেন এসেছ ? আমি তাকে বললাম, কথাটা যদি আপনি গোপন রাখেন তবে আপনাকে জানাতে পারি। তিনি বললেন, আমি নিশ্চয়ই গোপন রাখব। আমি তাকে বললাম, আমাদের নিকট খবর পৌঁছেছে যে, সম্প্রতি এখানে এমন একজন লোকের আবির্ভাব ঘটেছে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী

করেন। আমি তাঁর সাথে আলাপ করার জন্য (এবং বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য) আমার ভাইকে পাঠালাম। সে (এখান থেকে) ফিরে গিয়ে যে সংবাদ দিল তাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। তাই আমি নিজে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে মনস্থ করলাম। (আর এ জন্যই এখানে আমার আগমন।) তখন আলী বললেন, তুমি সঠিক পথেই চালিত হয়েছ। আমার মুখ তাঁরই দিকে (অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্য সফল হবার পথে। কেননা তোমার গন্তব্য যেখানে আমার গন্তব্যও সেখানে।) কাজেই তুমি আমার অনুসরণ কর। আমি যেখানে প্রবেশ করব তুমিও সেখানে প্রবেশ করবে। আর (পথিমধ্যে) তোমার জন্য ক্ষতিকর এমন কোন ব্যক্তিকে যদি আমি দেখি তবে আমি আমার জুতা ঠিক করার ভান করে (রাস্তার পাশের) প্রাচীরের ধারে গিয়ে দাঁড়াব। তুমি কিন্তু চলতেই থাকবে। (যাতে লোকটি বুঝতে না পারে তুমি আমার সঙ্গী।)

তারপর তিনি পথ চলতে শুরু করলেন এবং আমিও তার সাথে চললাম। অবশেষে তিনি নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং আমিও তাঁর সাথে সেখানে পৌছলাম। আমি নবী (স)-কে বললাম, আমার সামনে ইসলাম পেশ করুন। তিনি আমার সামনে ইসলাম পেশ করলেন। আমি তৎক্ষণাৎ সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে আবু যার তোমার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটা আপাতত গোপন রাখ এবং স্বদেশে ফিরে যাও। তারপর আমাদের বিজয় ও প্রভাব প্রতিপত্তির খবর যখন পাবে, তখন এসো। আমি বললাম, সেই সত্তার কসম ! যিনি আপনাকে সত্যের বাহকরূপে পাঠিয়েছেন, তাওহীদের এ মর্মবাণী নিশ্চয়ই আমি লোক সমক্ষে উচ্চস্বরে ঘোষণা করবো। ইবনে আব্বাস বলেন, এই বলে আবু যার মসজিদুল হারামে এলেন। কুরাইশরাও সেখানে উপস্থিত ছিল। তিনি বললেন, হে কুরাইশ দল ! আমি নিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল।

আবু যার (রা) বলেন, অতপর কুরাইশ বংশের লোকেরা বলে উঠল, এই ধর্মত্যাগী লোকটির দিকে অগ্রসর হও (পাকড়াও কর)। তারা (আমার দিকে) এগিয়ে এলো এবং আমাকে এমনভাবে প্রহার করা হলো যাতে আমি মারা যাই। তখন আব্বাস আমার নিকট এসে পৌছুলেন এবং আমাকে ঘিরে রাখলেন। (প্রহার বন্ধ হল) তারপর তিনি কুরাইশদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের বিপদ অনিবার্য। যে গিফার গোত্রের নিকট দিয়ে তোমাদের ব্যবসায়ের কাফেলা চলে ও তোমাদের যাতায়াত, সেই গিফার গোত্রের একটি লোককে তোমরা হত্যা করতে যাচ্ছ। (এ কথা শুনে) তারা আমার কাছ থেকে সরে পড়লো।

পরদিন ভোরবেলা আমি (পুনরায়) কাবা ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং পূর্বের দিন যা বলেছিলাম (আজও) তাই বললাম। তখন কুরাইশরা বললো, এই ধর্মত্যাগী লোকটির দিকে অগ্রসর হও। ফলে পূর্বদিন আমার সাথে যেরূপ আচরণ করা হয়েছিল (আজও) সেরূপ আচরণই করা হল। এই দিনও আব্বাস আমার নিকট এসে আমাকে ঘিরে রাখলেন। এবং (কুরাইশদেরকে লক্ষ করে) পূর্বদিনের অনুরূপ বক্তব্য রাখলেন।

ইবনে আব্বাস বলেন, এটাই ছিল আবু যার-এর ইসলাম গ্রহণের প্রথম অবস্থা।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ যমযমের কাহিনী ও আরবদের মূর্খতা।

٣٢٦١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَاقْرَأْ مَا فَـوْقَ الثَّلَاثِيْنَ وَمِائَةٍ فِيْ سُوْرَةِ الْأَنْعَامِ : قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَى قَوْلِهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ -

৩২৬১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি তুমি আরবদের মূর্খতা সম্পর্কে জানতে চাও তবে সূরা আনআমের একশ ত্রিশ আয়াতের ওপরের অংশটুকু পাঠ কর। (যেখানে বলা হয়েছে) "নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা অজ্ঞতাবশত নির্বোধের মত তাদের (কন্যা) সন্তানদেরকে (দারিদ্রের ভয়ে) হত্যা করেছে এবং যারা আল্লাহর প্রতি ভ্রান্ত ধারণা বশত আল্লাহ্ প্রদত্ত (বৈধ) বস্তুকে অবৈধ করেছে, নিশ্চয়ই তারা বিপথগামী হয়েছে এবং সুপথগামী হয়নি।"

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম ও জাহেলী যুগের পূর্ব পুরুষদের সাথে নিজেকে সম্পর্কিত করা।

٣٢٦٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ الْكَرِيْمَ ابْنَ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ إِسْحٰقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ اللّٰهِ وَقَالَ الْبَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ -

৩২৬২. ইবনে উমর ও আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, ইউসুফ (আ) ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। (কেননা) তিনি হলেন ইয়াকুব (আ)-এর পুত্র আর ইয়াকুব (আ) ইসহাক (আ)-এর পুত্র এবং ইসহাক (আ) ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পুত্র।

বারা' (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।[১৩]

٣٢٦٣- عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُنَادِيْ يَا بَنِيْ فِهْرٍ يَا بَنِيْ عَدِيٍّ بِبُطُوْنِ قُرَيْشٍ -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْهُمْ قَبَائِلَ قَبَائِلَ -

৩২৬৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন وانذر عشيرتك الا قربين (আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন) এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন নবী (স) কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ধরে এভাবে আহবান করেন, হে বনী ফিহর ! হে বনী আদী ! ইত্যাদি।

১৩. নিজের পূর্বপুরুষদের নাম উচ্চারণ করে যদি গর্ব ও অহংকার প্রকাশ করা হয়, তবে তা দোষণীয় কিন্তু আত্মপরিচয় প্রদানের জন্য পূর্বপুরুষদের নাম উচ্চারণে কোন দোষ নেই।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যখন وانذر عشيرتك الا قربين এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন নবী (স) কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রকে ভিন্নভাবে আহবান জানান।

٣٢٦٤- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ اِشْتَرُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللّٰهِ يَا بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِشْتَرُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللّٰهِ يَا أُمَّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ اِشْتَرِيَا أَنْفُسَكُمَا مِنَ اللّٰهِ لاَ أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا سَلاَنِىْ مِنْ مَالِىْ مَا شِئْتُمَا -

৩২৬৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। (উপরোক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে) নবী (স) বলেন, হে বনী আবদে মানাফ ! তোমরা (নেক আমল দ্বারা) নিজেদেরকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা কর। হে বনী আবদুল মুত্তালিব ! তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা কর। হে উম্মে যুবাইর—রসূলুল্লাহর ফুফু ! হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ ! তোমরা উভয়ে নিজেদেরকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা কর। তোমাদেরকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করার বিন্দুমাত্র ইখতিয়ার আমার নেই। অবশ্য আমার ধন-সম্পদ থেকে তোমরা যে পরিমাণ ইচ্ছা নিয়ে নিতে পার। (অর্থাৎ আমার সম্পূর্ণ ধন-সম্পদও আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিতে পারি। কেননা, এটা আমার ইখতিয়ারাধীন। কিন্তু মহা প্রভুর সামনে আমার কোন ইখতিয়ার নেই।)

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ কোন গোষ্ঠীর ভাগ্নে সে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

٣٢٦٥- عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَعَا النَّبِىُّ ﷺ الاَنْصَارَ خَاصَّةً فَقَالَ هَلْ فِيْكُمْ اَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوْا لاَ اِلاَّ اِبْنُ اُخْتٍ لَّنَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِبْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ -

৩২৬৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (স) আনসারদের একটি বিশেষ মজলিস আহবান করেন। তিনি (প্রথমে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মাঝে (এই মজলিসে) তোমাদের গোষ্ঠীর লোক ছাড়া অন্য গোষ্ঠীর কোন লোক আছে কি ? তারা বললেন, আমাদের ভাগ্নে (নোমান ইবনে মাকরান) ছাড়া আর কেউ নেই। নবী (স) বললেন, কোন গোষ্ঠীর ভাগ্নে সে গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ আবিসিনীয়দের বর্ণনা, 'হে বনী আরফাদা' বলে নবী (স)-এর সম্বোধন।

٣٢٦٦- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِىْ أَيَّامِ مِنًى (تُغَنِّيَانِ) تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِىُّ ﷺ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُوْ بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيْدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى وَقَالَتْ عَائِشَةَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَسْتُرُنِىْ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ

يَلْعَبُــــوْنَ فِى الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ (عُمَرُ) فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِى أَرْفِدَةَ يَعْنِى مِنَ الأَمْنِ ـ

৩২৬৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা মিনা দিবস (ঈদের দিন) দু'টি মেয়ে তাঁর নিকট দফ (তবলা জাতীয় হালকা বাদ্যযন্ত্র বিশেষ) বাজিয়ে নেচে নেচে (যুদ্ধের বিজয় গাথা) গাইছিল। এমন সময় আবু বকর সেখানে প্রবেশ করলেন। নবী (স) তখন চাদর মুড়ি দিয়ে (শুয়ে) ছিলেন। আবু বকর মেয়ে দু'টিকে ধমক দিলেন। নবী (স) তখন (চাদরের ভেতর থেকে মুখ) বের করলেন এবং বললেন, হে আবু বকর ! তাদেরকে গাইতে দাও। কেননা, এটা ঈদের (উৎসবের) দিন, এটা মিনা দিবস।

আয়েশা আরো বলেন, আমি নবী (স)-কে দেখেছি, তিনি আমাকে আড়াল করে রেখেছিলেন আর আমি (তাঁর পেছন থেকে) আবিসিনীয়দের দেখছিলাম—যখন তারা মসজিদের মধ্যে (অস্ত্র নিয়ে) খেলা[১৪] করছিল। (হঠাৎ) উমর এসে তাদেরকে ধমক দিলেন। নবী (স) বললেন, তাদেরকে (খেলা) করতে দাও। (তারপর তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন) হে বনী আরফাদা ! তোমরা নিশ্চিন্তে খেলতে থাক।

ইমাম বুখারী বলেন, এখানে امنا শব্দটি امن শব্দ থেকে উদগত امان শব্দ থেকে নয়, যার অর্থ জান মালের নিরাপত্তা।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ নিজের বংশের নিন্দা অপসন্দ করা।

٣٢٦٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِسْتَأْذَنَ حَسَّانُ النَّبِىَّ ﷺ فِى هِجَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ كَيْفَ بِنَسَبِىْ فَقَالَ حَسَّانُ لاَ سُلَّنَّكَ مِنْهُم كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ ـ وَعَنْ أَبِيْهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لاَ تَسُبَّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ ـ

৩২৬৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসসান ইবনে সাবিত (কবিতার মাধ্যমে) মুশরিকদের নিন্দা প্রচার করার জন্য নবী (স)-এর নিকট অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, আমার বংশকে কি করবে ? হাসসান বলল, আটার খামীর থেকে চুলকে যেভাবে টেনে বের করা হয় সেভাবে আমি আপনাকে তাদের থেকে আলাদা করে নেব।

আবু হিশাম (উরওয়া) বলেন, আমি আয়েশা-এর সামনে হাসসানকে ভর্ৎসনা করতে লাগলাম। তিনি বললেন, তাকে ভর্ৎসনা করো না। কেননা সে রসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে (কবিতার মাধ্যমে) দুশমনদেরকে প্রতিহত করছে।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ রসূলুল্লাহ (স)-এর নামসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা এবং আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

---

১৪. যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র চালনার অনুশীলন।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَقَوْلُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ وَقَوْلِهِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ـ

আল্লাহ বলেন ঃ "মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন। তিনি হলেন আল্লাহর রসূল ও শেষ নবী। তিনি (অন্যত্র) আরো বলেন, আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীরা (মুমিনরা) কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর (আর) পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত সদয়। আল্লাহ আরো বলেন ঃ ঈসা (আ) বলেছেন, আমার পর একজন নবীর আগমন ঘটবে যার নাম হবে আহমদ।

٣٢٦٨- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللّٰهُ بِي الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ ـ

৩২৬৮. জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমার পাঁচটি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ ও আহমদ। আমি আল মাহী (নিশ্চিহ্নকারী), আমার দ্বারা আল্লাহ কুফরকে নিশ্চিহ্ন করেন। আমি আল হাশির (সমবেতকারী, কিয়ামতের দিন) আমার পশ্চাতে মানব জাতিকে সমবেত করা হবে। এবং আমি আল আকিব (শেষ আগমনকারী, আমার পর আর কোন নবী আসবে না।)

٣٢٦٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلاَ تَعْجَبُوْنَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللّٰهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ يَشْتِمُوْنَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُوْنَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ ـ

৩২৬৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (স) (সাহাবীদেরকে) বললেন, দেখ, কি আজব ব্যাপার ! আল্লাহ কি (চমৎকার) ভাবে কুরাইশদের গাল-মন্দ ও অভিসম্পাতকে আমার ওপর থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন। তারা "মুযাম্মামকে[১৫] (নিন্দিতকে) গাল-মন্দ করে, তারা মুযাম্মামকে অভিসম্পাত দেয়, কিন্তু আমি তো মুহাম্মাদ (প্রশংসিত)। (আমি মুযাম্মাম নই)। সুতরাং কুরাইশদের গাল-মন্দ আমার ওপর পতিত হয় না।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ সকল নবীদের শেষ নবী।

٣٢٧٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُوْنَهَا وَيَتَعَجَّبُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ لَوْ لاَ مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ ـ

১৫. কাফের কুরাইশরা মুহাম্মাদ (স)-কে ঠাট্টা করে 'মুযাম্মাম' বলে গাল-মন্দ করতো। মুযাম্মাম শব্দের অর্থ নিন্দিত।

৩২৭০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, আমার ও (অন্যান্য) নবীদের উপমা হচ্ছে এরূপ যেমন একজন লোক একটি ঘর নির্মাণ করতে গিয়ে একটি ইঁটের স্থান খালি রেখে ঘরটিকে সম্পূর্ণ করে ফেললো এবং সুন্দর করে তুলল। অতপর লোকেরা ঐ ঘরে প্রবেশ করতে লাগল আর বিস্ময়ের সাথে বলতে লাগল, ঐ ইঁটটির স্থানটি যদি খালি না থাকতো (ঐ ইঁটটির জায়গাপূর্ণ করে ঘরটিকে সর্বাংগ সুন্দরকারী হচ্ছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে)।

٣٢٧١- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مَثَلِى وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهِ وَيَعْجَبُوْنَ لَهُ وَيَقُوْلُوْنَ هَلاَّ وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ -

৩২৭১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উপমা এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি একটি সুন্দর ও সুরম্য গৃহ নির্মাণ করলো কিন্তু এক কোণে একটি ইটের স্থান খালি রয়ে গেল। অতপর লোকেরা গৃহটিকে (চারপাশে) ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো আর বিস্মিত হয়ে বলতে লাগলো, ঐ ইটটি কেন লাগানো হয়নি ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমিই সেই ইট এবং আমি শেষ নবী।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর ওফাত।

٣٢٧٢- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تُوُفِّىَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ -

৩২৭২.আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর যখন ওফাত হয় তখন তাঁর বয়স ছিল তেষট্টি বছর। ইবনে শিহাব বলেন, সাইদ ইবনে মুসাইয়্যেবও আমার নিকট অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর কুনিয়াত (উপনাম) প্রসঙ্গ।

٣٢٧٣- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِى السُّوْقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ سَمُّوْا بِإِسْمِى وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِى -

৩২৭৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বাজারে ছিলেন। এক ব্যক্তি বললো, হে আবুল কাসেম ! নবী (স) সেদিকে তাকালেন (এবং বুঝতে পারলেন লোকটি অন্য কাউকে ডাকছে)। অতপর তিনি বললেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখ কিন্তু আমার উপনামে নাম রেখো না।[১৬]

১৬. কুনিয়াত অর্থ কাউকে কারো পুত্রের নামে ডাকা অর্থাৎ হে অমুকের বাপ, এটা আরবের একটি প্রথা।

٣٢٧٤- عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِىْ وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِىْ -

৩২৭৪. জাবের (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখো কিন্তু আমার উপনাম অবলম্বন করো না।

٣٢٧٥- عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ سَمُّوْا بِاسْمِىْ وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِىْ -

৩২৭৫. ইবনে সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা)-কে বলতে শুনেছি, আবুল কাসেম (স) বলেছেন, তোমরা আমার নামে নাম রেখো কিন্তু আমার উপনাম অবলম্বন করো না।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ

٣٢٧٦- عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ ابْنَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِيْنَ جَلْدًا مُعْتَدِلاً فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَا مُتِّعْتُ بِهِ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ إِلاَّ بِدُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ خَالَتِىْ ذَهَبَتْ بِىْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِىْ شَاكٍ فَادْعُ اللّٰهَ لَهُ قَالَ فَدَعَا لِىْ -

৩২৭৬. জু'য়াইদ ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সায়েব ইবনে ইয়াযিদকে চুরানব্বই বছর বয়সেও অত্যন্ত সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী দেখেছি। সায়েব (আমাকে) বলেন, তুমি নিশ্চয়ই জান, একমাত্র রসূলুল্লাহ (স)-এর দোয়ার বরকতেই আমি এখনো আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারছি। (বাল্য বয়সে) আমার খালা আমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিয়ে যান এবং বলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমার বোনের এ ছেলেটি পীড়িত। আপনি তার জন্য দোয়া করুন। তখন নবী (স) আমার জন্য দোয়া করেন।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ নবুওয়াতের মোহর।

٣٢٧٧- عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ قَالَ ذَهَبَتْ بِىْ خَالَتِىْ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنُ أُخْتِىْ وَقِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِىْ وَدَعَا لِىْ بِالْبَرَكَةِ وَتَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلٰى خَاتَمٍ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ ابْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْحُجْلَةُ مِنْ حُجَلِ الْفَرَسِ الَّذِىْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ حَمْزَةَ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ -

৩২৭৭. জু'য়াইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সায়েব ইবনে ইয়াযিদ বলেন, আমার খালা আমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল।

আমার বোনের ছেলেটি রোগাক্রান্ত। (তার জন্য দোয়া করুন) তিনি আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করলেন। তারপর তিনি অযু করলেন। আমি তাঁর অজুর অবশিষ্ট পানি পান করলাম। অতপর আমি তাঁর পশ্চাতে গিয়ে দাঁড়ালাম। এবং তাঁর কাঁধের মাঝখানে দেখলাম মোহরে নবুওয়াত তাঁবুর (প্রবেশ দ্বারের) পর্দার বোতামের[১৭] ন্যায় (চকচক) করছে।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর গুণাবলী।

٣٢٧٨- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى أَبُوْ بَكْرٍ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِيْ فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ بِأَبِيْ شَبِيْهٌ بِالنَّبِيِّ ﷺ لاَ شَبِيْهٌ بِعَلِيٍّ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ -

৩২৭৮. উকবা ইবনে হারেস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আবু বকর (রা) আসরের নামায পড়লেন। তারপর (মসজিদ থেকে) বেরিয়ে যাওয়ার পথে হাসানকে দেখলেন অন্যান্য বালকের সাথে খেলা করছে। আবু বকর (রা) তখন তাকে আপন ঘাড়ে তুলে নিলেন এবং বললেন, "আমার পিতা কুরবান হোক। এতো নবীর অনুরূপ—আলীর অনুরূপ নয়।" (অর্থাৎ হাসান দেখতে নবীর মত—আলীর মত নয়।) শুনে আলী হাসতে থাকেন।

٣٢٧٩- عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ يُشْبِهُهُ -

৩২৭৯. আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (স)-কে দেখেছি। হাসান (ইবনে আলী) ছিলেন তাঁরই অনুরূপ।

٣٢٨٠- عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ يُشْبِهُهُ قُلْتُ لأَبِيْ جُحَيْفَةَ صِفْهُ لِيْ قَالَ كَانَ أَبْيَضَ قَدْ شَمِطَ وَأَمَرَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِثَلاَثَ عَشَرَةَ قَلُوْصًا قَالَ فَقُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ نَقْبِضَهَا -

৩২৮০. ইসমাইল ইবনে আবু খালিদ, আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু জুহাইফা বলেন, আমি নবী (স)-কে দেখেছি। হাসান ইবনে আলী ছিলেন তাঁরই অনুরূপ। (ইসমাইল বলেন,) আমি জুহাইফাকে বললাম, আমাকে নবী (স)-এর কিছু (আকৃতিগত) বিবরণ দিন। আবু জুহাইফা বললেন, (তিনি গৌরবর্ণ ছিলেন।) তাঁর কালো কেশদামে কিছুটা শুভ্রতার মিশ্রণ ছিল। নবী (স) আমাদেরকে তেরটি উষ্ট্রী দেয়ার জন্য আদেশ

---

১৭. আরব দেশে নিয়ম ছিল, নবদম্পতির বাসর রাত্রি যাপনের জন্য কোন নিভৃত স্থানে গোলাকার তাঁবুর ন্যায় কাপড় দ্বারা ঘর তৈরী করা হতো, সেই ঘরের প্রবেশ দ্বারে এক ধরনের বড় সাদা চকচকে বোতাম লাগানো হতো এবং প্রয়োজনে দু'দিক থেকে টেনে এনে বোতাম আটকে দিয়ে প্রবেশ পথ বন্ধ করা হতো। সায়েব উক্ত বোতামের সঙ্গে মোহরে নবুওতের তুলনা করেছেন।

করেছিলেন। জুহাইফা বলেন, আমরা তা হস্তগত করার পূর্বেই নবী (স) ওফাত প্রাপ্ত হন [পরে আবু বকর (রা) তাদেরকে সেই তেরটি উষ্ট্রী দিয়েছিলেন।]

٣٢٨١- عَنْ وَهْبٍ أَبِي جُحَيْفَةَ السَّوَائِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَرَأَيْتُ بَيَاضًا مِنْ تَحْتِ شَفَتِهِ السُّفْلَى الْعَنْفَقَةَ -

৩২৮১. আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে দেখেছি এবং তাঁর নীচের ঠোঁটের নিম্নভাগের দাড়ির চুলে কিছুটা শুভ্রতার ছাপ দেখেছি।

٣٢٨٢- عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنِ بُسْرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ شَيْخًا قَالَ كَانَ فِيْ عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيْضٌ -

৩২৮২.হারিয ইবনে উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-এর সহচর আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা)-কে এই বলে জিজ্ঞেস করলেন—বলুন তো ! নবী (স) কি বৃদ্ধ ছিলেন ? তিনি বললেন, তাঁর উপরিভাগের কয়েকটি দাড়ি সাদা হয়েছিল।

٣٢٨٣- عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَصِفُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَانَ رَبعَةً مِنَ الْقَوْمِ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ أَزْهَرَ اللَّوْنِ لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَقَ وَلاَ اٰدَمَ لَيْسَ بِجَعْدٍ قَطَطٍ وَلاَ سَبْطٍ رَجِلٍ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ اِبْنُ أَرْبَعِيْنَ فَلَبِثَ بِمَكَّةَ عَشَرَ سِنِيْنَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ (وَقُبِضَ) وَلَيْسَ فِيْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعَرَةً بَيْضَآءَ قَالَ رَبِيْعَةُ فَرَأَيْتُ شَعَرًا مِنْ شَعَرِهِ فَاِذَا هُوَ أَحْمَرُ فَسَأَلْتُ فَقِيْلَ اَحْمَرُ مِنَ الطِّيْبِ -

৩২৮৩. রবি'য়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিককে নবী (স)-এর (আকৃতির) বর্ণনা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, নবী (স) মধ্যম আকৃতির ছিলেন। তিনি লম্বাও ছিলেন না, বেঁটেও ছিলেন না। তার শরীরের রং ছিল উজ্জ্বল (লাল সাদা মেশানো) না ধবধবে সাদা ছিল, না একেবারে কটা তামাটে বর্ণের। মাথার চুল একেবারে কোঁকড়ানোও ছিল না, আবার সম্পূর্ণ সোজা ও নমনীয়ও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে তার প্রতি অহী অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়। অতপর (প্রথম) দশ বছর মক্কায় অবস্থান কালে তাঁর প্রতি অহী অবতীর্ণ হতে থাকে। তারপর তিনি দশ বছর মদীনায় অবস্থান করেন। যখন তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন তখন তাঁর মাথায় ও দাড়িতে বিশটি চুলও সাদা হয়নি।[১৮]

---

১৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিলের সিলসিলা শুরু হবার পর থেকে তিনি মক্কায় ১৩ বছর অবস্থান করেন। কিন্তু এখানে হাদীসে ১০ বছর বলা হয়েছে। এর কারণ কি ? আসলে তাঁর নবুওয়াত পরবর্তী কাল হচ্ছে ২৩ বছর। ৪০ বছর বয়সে তাঁর ওপর অহী নাযিল শুরু হয় এবং ৬৩ বছর বয়সে তাঁর ইন্তিকাল হয়। এ হিসেবে নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তিনি ২৩ বছর জীবিত ছিলেন। এই ২৩ বছরের মধ্যে মক্কায় অবস্থানকালে ৩ বছর তাঁর ওপর অহী নাযিল বন্ধ ছিল—একে বলা হয় "ফাতরাতে অহী'। এদিক দিয়ে গণনা করলে ২০ বছর তাঁর ওপর অহী নাযিল হয়। রাবী আসলে সংক্ষেপে বর্ণনা করতে গিয়ে ২৩ বছরের জায়গায় এই অহী নাযিলের ২০ বছরের কথা বলেন।

রবি'য়া বলেন, নবী (স)-এর একটি চুল দেখেছি। চুলটি ছিল লাল, আমি চুলটি লাল হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে বলা হলো, অধিক সুগন্ধি ব্যবহারের কারণে লাল হয়েছে (বার্ধক্যের কারণে নয়।)

٣٢٨٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ وَلاَ بِالْأَبْيَضِ الْاَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالْاٰدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللّٰهُ عَلٰى رَأْسِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشَرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ فَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ وَلَيْسَ فِيْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ ـ

৩২৮৪. রবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রসূলুল্লাহ (স) অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না, একেবারে বেঁটেও ছিলেন না। তিনি ধবধবে সাদাও ছিলেন না, আবার কটা তামাটে বর্ণেরও ছিলেন না। তিনি ঘোর কুঞ্চিত কেশ বিশিষ্টও ছিলেন না, সোজা ও নমনীয় কেশ বিশিষ্টও ছিলেন না। (ছিলেন এসবের মাঝামাঝি) চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ তাঁকে নবুওয়াত দান করেন। অতপর তিনি মক্কায় দশ বছর ও মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেন। তারপর আল্লাহ যখন তাঁকে ওফাত দেন তখন তাঁর মাথায় ও দাড়িতে বিশটি চুলও সাদা হয়নি।

٣٢٨٥- عَنِ الْبَرَاءِ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ ـ

৩২৮৫. আবু ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা'আ (রা)-কে বলতে শুনেছি, লোকদের মধ্যে রসূলুল্লাহ (স)-এর মুখমন্ডল ছিল সর্বাধিক সুন্দর এবং তাঁর আচরণও ছিল উত্তম। তিনি অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না, একেবারে বেঁটেও ছিলেন না।

٣٢٨٦- عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا هَلْ خَضَبَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لاَ إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِيْ صُدْغَيْهِ ـ

৩২৮৬. কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) কি খিযাব (চুলের কলপ) ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, না। তাঁর কানের পাশে সামান্য কয়েকটা চুল সাদা হয়েছিল মাত্র। (কাজেই খিযাব ব্যবহার করার প্রশ্ন ওঠে না।)

٣٢٨٧- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْبُوْعًا بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ رَأَيْتُهُ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ قَالَ يُوْسُفُ بْنُ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ أَبِيْهِ إِلٰى مَنْكِبَيْهِ ـ

৩২৮৭. বারা'আ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) মধ্যম আকৃতির লম্বা ছিলেন। তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান বেশ প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুল তাঁর দুই কানের লতি পর্যন্ত পৌছুত। আমি তাঁকে লাল ডোরাকাটা পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। আমি তাঁর চাইতে অধিক সুন্দর আর কাউকে কখনও দেখিনি। ইউসুফ ইবনে আবু ইসহাক (হাদীসের অপর এক রাবী) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স)-এর কেশদাম তাঁর দুই কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ছিল।

٣٢٨٨- عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ قَالَ سُئِلَ الْبَرَاءُ أَكَانَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لاَ بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ ـ

৩২৮৮. আবু ইসহাক (রা) বলেন। একদা বারা'আ ইবনে আযেব (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী (স)-এর চেহারা কি তরবারীর ন্যায় (চকচকে ও লম্বা) ছিল ? তিনি বললেন, না, বরঞ্চ চাঁদের ন্যায় (স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল) ছিল।

٣٢٨٩- عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَزَادَ فِيْهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ كَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوْا يَأْخُذُوْنَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُوْنَ بِهَا وُجُوْهَهُمْ قَالَ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلٰى وَجْهِيْ فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ ـ

৩২৮৯. আবু জুহাইফা (রা) বলেন, একদিন দুপুরবেলা রসূলুল্লাহ (স) (মক্কার) বাতহা নামক স্থানে যান। তারপর অযু করে যোহরের দু'রাকাত ও আসরের দু'রাকাত নামায পড়েন। তাঁর সামনে একটি ছোট বর্শা পোঁতা ছিল। তাঁর (বর্শাটির) বাইরে দিয়ে স্ত্রীলোকরা চলাচল করছিল। (নামায শেষে) লোকেরা দাঁড়িয়ে গেল এবং নবী (স)-এর হাত দু'খানা টেনে এনে নিজেদের মুখমন্ডলে বুলাতে লাগল। আমিও তাঁর হাত টেনে আমার মুখের ওপর রাখলাম। (আমার মনে হল) তাঁর হাত যেন বরফের চাইতেও অধিকতর শীতল এবং মেশ্‌কের (মৃগনাভী) চাইতেও অধিকতর সুগন্ধিযুক্ত।

٣٢٩٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَكَانَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْاٰنَ فَلَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ ـ

৩২৯০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকদের মধ্যে নবী (স) ছিলেন সর্বাধিক দানশীল এবং (অন্যান্য মাসের তুলনায়) রমযান মাসে যখন জিবরাঈল (আ) তাঁর সঙ্গে মিলিত হতেন তখন তিনি অধিকতর দানশীল হয়ে যেতেন। আর জিবরাঈল (আ) রমযান মাসের প্রত্যেক রাত্রিতে তাঁর সাথে মিলিত হতেন এবং তাঁকে কুরআন শিক্ষা

দিতেন। সে সময় রসূলুল্লাহ (স) ভোরের মৃদুমন্দ বায়ুর চাইতেও অধিকতর (দানশীল) কল্যাণময় হয়ে উঠতেন।

٣٢٩١- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُوْرًا تَبْرُقُ أَسَارِيْرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ الْمُدْلِجِيُّ لِزَيْدٍ وَأُسَامَةَ وَرَأَى أَقْدَامَهُمَا إِنَّ بَعْضَ هٰذِهِ الْأَقْدَامِ مِنْ بَعْضٍ -

৩২৯১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ (স) অত্যন্ত উৎফুল্ল চিত্তে তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন। (খুশীর আমেজে) তাঁর কপালের রেখাগুলোও যেন চমকাচ্ছিল। অতপর তিনি আয়েশা (রা)-কে বললেন, তুমি কি শোননি একজন রেখাবিদ (যে মানুষের আকৃতি দেখে কার সন্তান তা বলতে পারে) যায়েদ ও উসামা[১৯] সম্পর্কে কি বলেছে? সে তাদের উভয়ের পদদ্বয় দেখে বলেছে, এর একটি পা অন্য একটি পায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। (অর্থাৎ একটি পা পিতার ও আরেকটি পা পুত্রের)।

٣٢٩٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوْكَ قَالَ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُوْرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذٰلِكَ مِنْهُ -

৩২৯২. আবদুল্লাহ ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাব ইবনে মালিককে বলতে শুনেছি। তাবুকের যুদ্ধে তিনি পেছনে পড়েছিলেন। তিনি বলেছেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে যখন সালাম করলাম তখন তার মুখমন্ডল খুশীর আমেজে চমকাচ্ছিল। আর রসূলুল্লাহ (স)-এর অবস্থা ছিল এই যে, যখন তিনি (কোন কারণে) উৎফুল্ল হতেন তখন তার মুখমন্ডল ঔজ্জ্বল্যের কারণে চমকাতে থাকত। মনে হতো যেন চাঁদের একটি টুকরো। আর আমরা এটা তার চেহারার ঔজ্জ্বল্য দেখেই আঁচ করতে পারতাম।

٣٢٩٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُوْنِ بَنِيْ اٰدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتّٰى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِيْ كُنْتُ مِنْهُ (فِيْهِ) -

৩২৯৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, আদম সন্তানদের উত্তম যুগগুলোতে আমাকে বিভিন্ন যবানায় স্থানান্তরিত করা হয়। অবশেষে সে যুগে এসেই আমার আবির্ভাব ঘটলো, যে যুগে আমি বর্তমানে আছি।[২০]

---

১৯. উসামা ছিলেন যায়েদের পুত্র। কোন কোন লোক তার বংশ সূত্রকে অস্বীকার করতো। কেননা উসামা কালো ছিলেন আর যায়েদ ছিলেন সুন্দর।

২০. একমাত্র ইমাম বুখারীই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ থেকে শুরু করে ইসমাইল (আ) পর্যন্ত সবাই নিজ নিজ যুগে সম্ভ্রান্ত ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউই হীন বা অকুলীন ছিলেন না।

٣٢٩٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرُقُوْنَ رُؤُسَهُمْ فَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُوْنَ رُؤُسَهُمْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيْهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأْسَهُ -

৩২৯৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর চুল (প্রথম প্রথম) পেছন দিকে লটকিয়ে রাখতেন। আর মুশরিকরা তাদের চুলগুলো দু'ভাগে বিভক্ত করে সিঁথি করতো। কিন্তু আহলে কিতাব (ইয়াহুদী খৃস্টান) সিঁথি বের না করে তাদের চুলগুলো লটকিয়ে রাখত। আর রসূলুল্লাহ (স)-এর রীতি ছিল এই যে, যে বিষয়ে তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কোন আদেশ না করা হতো সে বিষয়ে তিনি আহলে কিতাবদের অনুসরণ করতে ভালবাসতেন। (তাই প্রথম প্রথম তিনি সিঁথি না করে চুলগুলোকে পেছন দিকে লটকিয়ে রাখতেন।)পরে রসূলুল্লাহ (স) চুলগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করে সিঁথি বের করতেন।

٣٢٩٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُوْلُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا -

৩২৯৫. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) প্রকৃতিগতভাবেও অশ্লীল ভাষী ছিলেন না এবং ইচ্ছাকৃতভাবেও অশ্লীলভাষী ছিলেন না। বরং তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে তোমাদের মধ্যে শিষ্টাচার, ভদ্রতা ও সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী।

٣٢٩٦- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَالَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ بِهَا -

৩২৯৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখনই দু'টো বিষয়ের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে তখনই তিনি সে দু'টোর মধ্যে সহজতরটিকে গ্রহণ করেছেন—যদি তাতে পাপের আশঙ্কা না থেকে থাকে। কিন্তু যদি তাতে পাপের আশঙ্কা থাকতো তবে তিনি তা থেকে অতিশয় দূরে অবস্থান করতেন। আর রসূলুল্লাহ (স) ব্যক্তিগত কারণে কারো ওপরে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহর মর্যাদা বিনষ্ট করতো তাহলে তিনি তার প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়তেন।

٣٢٩٧- عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا مَسِسْتُ حَرِيْرًا وَلاَ دِيْبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ شَمِمْتُ رِيْحًا قَطُّ أَوْ عَرْفًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيْحِ أَوْ عَرْفِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩২৯৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন রেশম কিংবা গরদকেও আমি নবী (স)-এর হাতের তালু অপেক্ষা অধিকতর কোমল পাইনি। আর নবী (স)-এর শরীরের সুগন্ধ অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ কোন বস্তু আমি কখনও শুঁকিনি।

٣٢٩٨- عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِيْ خِدْرِهَا -

৩২৯৮. আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) অন্তপুরবাসিনী কুমারীর চাইতেও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন।

٣٢٩٩- عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَهُ وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرِفَ فِيْ وَجْهِهِ -

৩২৯৯. শোবা (রা) থেকে অনুরূপ রেওয়াতে (এ বাক্যটি অতিরিক্ত) রয়েছে, ঃ আর নবী (স) যখন কোন কিছু অপসন্দ করতেন তখন তা তাঁর চেহারা দেখেই আঁচ করা যেতো।

٣٣٠٠- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلاَّ تَرَكَهُ -

৩৩০০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কখনো কোন খাদ্য বস্তুর নিন্দা করতেন না। যদি তা তাঁর রুচিসম্মত হতো তবে খেয়ে নিতেন। অন্যথায় পরিত্যাগ করতেন।

٣٣٠١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى نَرٰى اِبْطَيْهِ -

৩৩০১. আবদুল্লাহ্ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন সিজদাতে যেতেন তখন উভয় হাতকে এতটা প্রশস্ত (শরীর থেকে দূরে) রাখতেন যে, আমরা তাঁর বগলদ্বয় দেখতে পেতাম।

٣٣٠٢- عَنْ أَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الْاِسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يَرٰى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ وَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى دَعَا النَّبِيُّ ﷺ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ -

৩৩০২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ইস্তেসকার (নামাযের) সময় ছাড়া অন্য কোন দোয়ার সময় হাত উপরে উঠাননি। ইস্তেসকার সময় তিনি উভয় হাত এতটা উপরে উঠিয়েছেন যার ফলে তার দুই বগলের শুভ্রতা দেখা গেছে।

আবু মূসা (রা) বলেন, একদা নবী (স) দোয়ার সময় হাত উত্তোলন করেন এবং আমি তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা লক্ষ্য করেছি।

٣٣٠٣- عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ دُفِعْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ كَانَ بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ فَضْلَ وَضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَأْخُذُوْنَ مِنْهُ ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ الْعَنَزَةَ وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ سَاقَيْهِ فَرَكَزَ الْعَنَزَةَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ -

৩৩০৩. আবু জুহাইফা (রা) বলেন, একদা ঘটনাক্রমে আমি নবী (স)-এর নিকট হাজির হলাম, তখন ছিল দুপুর বেলা। নবী (স) আবতাহ নামক স্থানে একটি তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। বিলাল (রা) (তাঁবুর ভেতর থেকে) বেরিয়ে এলেন এবং নামাযের জন্য আযান দিলেন। অতপর পুনঃ (তাঁবুর মধ্যে) প্রবেশ করলেন এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর অযুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। লোকেরা তা নেয়ার জন্য তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। অতপর তিনি পুনঃ (তাঁবুতে) প্রবেশ করলেন এবং একটি ছোট বর্শা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। রসূলুল্লাহ (স)-ও বেরিয়ে এলেন। মনে হচ্ছে যেন আমি এখনো তাঁর পায়ের গোছার ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি। তারপর বিলাল (রা) বর্শাটি (সম্মুখ ভাগে) পুঁতে রাখলেন। নবী (স) যোহরের দু'রাকাত ও আসরের দু'রাকাত নামায পড়লেন। তাঁর সামনে দিয়ে (বর্শার বাইরে দিয়ে) গাধা ও স্ত্রীলোকরা চলাচল করছিল।

٣٣٠٤- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيْثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَأَحْصَاهُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُوْ فُلَانٍ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُسْمِعُنِي ذٰلِكَ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيْثَ كَسَرْدِكُمْ -

৩৩০৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এমনভাবে (থেমে থেমে) কথা বলতেন যে, কোন গণনাকারী গুণতে ইচ্ছা করলে তার কথাগুলোকে শব্দে শব্দে গুণতে পারতেন।

আয়েশা (রা) থেকে অপর একটি রেওয়াতে তিনি বলেন, অমুক লোকটির (আবু হুরাইরার) ব্যাপারটা তোমাকে কি অবাক করবে না ? লোকটি আসলো। তারপর আমার কক্ষের নিকট বসে রসূলুল্লাহ (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে লাগলো। আমি তখন নফল নামাযে মশগুল ছিলাম। আমার নামায শেষ হতে না হতেই লোকটি (আবার) উঠে চলে গেল। যদি (নামায শেষে) তাকে আমি পেতাম তবে আমি তাকে জানিয়ে দিতাম যে, রসূলুল্লাহ (স) তোমাদের ন্যায় দ্রুত ও অনর্গল কথা বলতেন না। তিনি ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কথা বলতেন।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর চোখ ঘুমাতো, কিন্তু তাঁর অন্তর ঘুমাতো না।

٣٣٠٥- عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِهِ عَلٰى إِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلاَ تَسَأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسَأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاَثًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ قَالَ تَنَامُ عَيْنِىْ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِىْ -

৩৩০৫. আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রসূলুল্লাহ (স) রমযান মাসে কত রাকাত নামায পড়তেন ? আয়েশা (রা) বললেন, নবী (স) (শেষ রাতে) এগার রাকাতের অতিরিক্ত কখনো পড়তেন না, না রমযান মাসে, না রমযান ছাড়া অন্য কোন মাসে। (প্রথমে) তিনি চার রাকাত নামায পড়তেন। ঐ চার রাকাত নামাযের সৌন্দর্য ও তাদের দীর্ঘায়িত করা সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস করো না ! (অর্থাৎ এতটা নিবিষ্ট মনে ও এত অধিক সময় ব্যয় করে তিনি ঐ নামায পড়তেন যে, দেখলে তুমি অবাক হয়ে যেতে)। তারপর (আরো) চার রাকাত নামায পড়তেন। তার সৌন্দর্য ও তাদের দীর্ঘায়িত করা সম্পর্কেও তুমি জিজ্ঞেস করো না। এরপরে তিন রাকাত নামায পড়তেন। আমি (আয়েশা) বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি বিতর পড়ার আগে ঘুমান ? তিনি বললেন, আমার চোখ ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।

٣٣٠٦- عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ نَمِرٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِىَ بِالنَّبِىِّ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ جَاءَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوْحٰى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِىْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ أَوَّلُهُمْ أَيُّهُمْ هُوَ فَقَالَ أَوْسَطُهُ هُوَ خَيْرُهُمْ وَقَالَ اٰخِرُهُمْ خُذُوْا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتّٰى جَاؤُا لَيْلَةً أُخْرٰى فِيْمَا يَرٰى قَلْبُهُ وَالنَّبِىُّ ﷺ نَائِمَةً عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذٰلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَنَامُ قُلُوْبُهُمْ فَتَوَلاَّهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ -

৩৩০৬. শারীক ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে মিরাজের রাত সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, যে রাতে নবী (স)-কে কাবার মসজিদ থেকে (বায়তুল মাকদাস) পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল। আনাস (রা) বলেন, নবী (স)-এর প্রতি অহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে একদা তিনজন লোক (ফেরেশতা) তাঁর নিকট আসলো। তখন তিনি কাবার মসজিদে শায়িত ছিলেন। (তাঁর এক পাশে শুয়েছিলেন তাঁর চাচা হামযা ও অপর পাশে শুয়েছিলেন তাঁর চাচাত ভাই জাফর ইবনে আবু তালিব) আগুন্তুকদের একজন বললেন, এদের মধ্যে কোন্ লোকটি তিনি ? দ্বিতীয় জন বললেন মধ্যের লোকটি। আর তিনিই এদের মধ্যে সর্বোত্তম। তখন তৃতীয়জন বললেন এদের

মধ্যকার উত্তম লোকটিকেই নিয়ে চলো (আসমানে)। সে রাতে এতটুকু আলাপ আলোচনাই হয়েছিল। এরপর নবী (স) ঐ ফেরেশতাদেরকে (দীর্ঘকাল) দেখেননি।

অবশেষে অপর একরাতে (যে রাতে মিরাজ হয়েছিল) ঐ ফেরেশতারা নবী (স)-এর নিকট এমন অবস্থায় আসলো যখন তাঁর অন্তর দেখতে পাচ্ছিল (যদিও চোখ ঘুমাচ্ছিল)। আর নবী (স)-এর চোখ দু'টি যদিও ঘুমাত কিন্তু তার অন্তর ঘুমাত না। আর প্রত্যেক নবীরই এটি একটি বৈশিষ্ট যে, তাঁদের চোখ ঘুমায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না। অতপর (আগুন্তুকদের মধ্য থেকে) জিবরাইল (আ) তাঁর দায়িত্ব নিলেন এবং (সব ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করে) তাঁকে নিয়ে আকাশে আরোহণ করলেন।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ নবুওয়াতের নিদর্শনাবলী।

٣٣٠٧- عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ مَسِيْرٍ فَاَدْلَجُوْا لَيْلَتَهُمْ حَتّٰى اِذَا كَانَ وَجْهُ الصُّبْحِ عَرَّسُوْا فَغَلَبَتْهُمْ اَعْيُنُهُمْ حَتّٰى اِرْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَكَانَ اَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ اَبُوْ بَكْرٍ وَكَانَ لاَ يُوْقَظُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَعَدَ اَبُوْ بَكْرٍ عِنْدَ رَاْسِهِ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتّٰى اِسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَزَلَ وَصَلّٰى بِنَا الْغَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا فُلاَنُ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا قَالَ اَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ فَاَمَرَهُ اَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيْدِ ثُمَّ صَلّٰى وَجَعَلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَكُوْبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدْعَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيْدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيْرُ اِذَا نَحْنُ بِاَمْرَاَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ فَقُلْنَا لَهَا اَيْنَ الْمَاءُ فَقَالَتْ اِنَّهُ لاَ مَاءَ فَقُلْنَا كَمْ بَيْنَ اَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ قَالَتْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَقُلْنَا اِنْطَلِقِيْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ وَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَلَمْ نُمَلِّكْهَا مِنْ اَمْرِهَا حَتّٰى اِسْتَقْبَلْنَا بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَحَدَّثَتْهُ بِمِثْلِ الَّذِيْ حَدَّثَتْنَا غَيْرَ اَنَّهَا حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ فَاَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا فَمَسَحَ فِي الْعَزْلاَوَيْنِ فَشَرِبْنَا عِطَاشًا اَرْبَعِيْنَ رَجُلاً حَتّٰى رَوِيْنَا فَمَلاَنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَاِدَاوَةٍ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ نَسْقِ بَعِيْرًا وَهِيَ تَكَادُ تَنِضُّ (تَنْصَبُّ) مِنَ الْمَلْءِ ثُمَّ قَالَ هَاتُوْا مَا عِنْدَكُمْ فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالتَّمْرِ حَتّٰى اَتَتْ اَهْلَهَا قَالَتْ لَقِيْتُ اَسْحَرَ النَّاسِ اَوْ هُوَ نَبِيٌّ كَمَا زَعَمُوْا فَهَدَى اللّٰهُ ذَاكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْاَةِ فَاَسْلَمَتْ وَاَسْلَمُوْا -

৩৩০৭. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন এক সফরে (খয়বর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে) তারা নবী (স)-এর সঙ্গে ছিলেন। সারারাত তারা পথ চলতে থাকেন। ভোর নিকটবর্তী হলে একস্থানে এসে তারা (বিশ্রাম নেয়ার জন্য) থেমে পড়লেন। এ কারণে সবাই এতো গভীর নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন যে, সূর্য উঠে গেল। (কিন্তু কেউ টের পেল না)। অবশেষে সর্বপ্রথম যিনি জাগলেন তিনি হলেন আবু বকর (রা)। আর রসূলুল্লাহ (স)-কে ঘুম থেকে কখনো জাগানো হতো না যতক্ষণ না তিনি নিজ থেকে জাগতেন। অতপর উমর (রা) জাগলেন। আবু বকর (রা) নবী (স)-এর শিয়রে বসে পড়লেন এবং উচ্চঃস্বরে তাকবীর বলতে লাগলেন। এতে নবী (স) জেগে উঠলেন এবং (সেখান থেকে উঠে একটু দূরে) গিয়ে আমাদেরকে নিয়ে ভোরের নামায (ফজর) পড়লেন। একজন লোক আমাদের থেকে দূরে দাঁড়িয়েছিল। সে আমাদের সাথে নামায পড়লো না। নামায শেষে নবী (স) বললেন, হে অমুক ! আমাদের সাথে নামায পড়তে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে ? লোকটি বললো, আমি অপবিত্রতার (স্বপ্নদোষ) শিকার হয়েছি। (আর আমাদের সাথে পানি নেই।) নবী (স) তাকে (পবিত্র) মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার নির্দেশ দিলেন। তারপরে সে (তায়াম্মুম করে) নামায পড়লো।

(ইমরান ইবনে হুসাইন বলেন,) আমাকে নবী (স) কয়েকজন আরোহীর সাথে আগে পাঠিয়ে দিলেন। (পথিমধ্যে) আমরা ভীষণ পিপাসার্ত হয়ে পড়লাম। আমরা পথ চলছি। এমন সময় আমাদের নজরে পড়লো একটি স্ত্রীলোক (সওয়ারীর উপর) দু'টি বড় মশকের মাঝখানে নিজের পা দু'টি ঝুলিয়ে বসে আছে। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, পানি কোথায় ? সে বলল, পানি নেই। আমরা বললাম, তোমার অবস্থান আর পানির মধ্যে দূরত্ব কতুটুকু ? সে বলল, একদিন ও এক রাতের পথ। আমরা বললাম, তুমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট চল। সে বললো, কেমন রসূলুল্লাহ ? অতপর আমরা তাকে অনেকটা জবরদস্তি করে নবী (স)-এর নিকট নিয়ে গেলাম। রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসেও সে তাই বললো যা আমাদের নিকট বলেছিল। সাথে সাথে এও বললো যে, সে এতিম সন্তানের মা। তখন নবী (স) তার মশক দু'টি খুলতে বললেন, তারপর তিনি মশকের মুখে হাত বুলালেন। (তাঁর হাতের স্পর্শে পানির এত প্রাচুর্য দেখা দিল যে,) আমরা চল্লিশ জন পিপাসিত লোক অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে পানি পান করালাম এবং আমাদের সাথে যতটি মশক ও ঘটি বাটি ছিল সবগুলো ভর্তি করলাম। শুধু উটগুলোকে পান করলাম না। তারপরেও স্ত্রীলোকটির মশক (পানি দ্বারা) এতটা ভর্তি ছিল যেন মনে হচ্ছিল পানি উপচে পড়বে। তারপর নবী (স) বললেন, তোমাদের নিকট (খাবার) যা কিছু আছে নিয়ে এসো। তখন তার (মহিলার) জন্য কয়েক খন্ড রুটি ও কিছু খেজুর জমা করা হলো। অতপর (এগুলো নিয়ে) সে বাড়ি ফিরে গেল। ফিরে গিয়ে সে বললো, আমি একজন শ্রেষ্ঠ যাদুকরের সাক্ষাত পেয়েছি। লোকেরা মনে করে যে, তিনি নবী। (এভাবে) এই স্ত্রীলোকটির মাধ্যমে আল্লাহ ঐ গ্রামবাসীকে হেদায়াত করেন। সে নিজেও মুসলমান হলো এবং সকল গ্রামবাসীও ইসলাম গ্রহণ করলো।

٣٣٠٨- عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِأَنَسٍ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَلَاثَمِائَةٍ أَوْ زُهَاءَ ثَلَاثَمِائَةٍ ـ

৩৩০৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (স)-এর নিকট একটি (পানির) পাত্র আনা হলো। তখন তিনি (মদীনার নিকটবর্তী) 'যাওরা' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তিনি ঐ পাত্রের মধ্যে হাত রাখলেন। তার আঙ্গুলগুলোর ফাঁক থেকে পানি উত্থিত হতে লাগলো এবং লোকেরা ঐ পানি দিয়ে অযু করলো। কাতাদা বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা সংখ্যায় কতজন ছিলেন ? তিনি বললেন তিনশ' জন কিংবা তার কাছাকাছি।

٣٣٠٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ الْوَضُوْءُ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَضُوْءٍ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ فِيْ ذٰلِكَ الْإِنَاءِ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُا مِنْهُ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبَعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتّٰى تَوَضَّؤُا مِنْ عِنْدِ اٰخِرِهِمْ ـ

৩৩০৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে দেখেছি। তখন আসরের নামাযের সময় হয়ে গেছে। লোকেরা অযুর পানি তালাশ করতে লাগলো, কিন্তু তারা পানি পেল না। অবশেষে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট (একটি পাত্র করে) সামান্য কিছু পানি নিয়ে আসা হলো। রসূলুল্লাহ (স) ঐ পাত্রের মধ্যে হাত রাখলেন এবং লোকদেরকে সে পানি থেকে অযু করার জন্য আদেশ দিলেন। আনাস (রা) বলেন, আমি দেখতে পেলাম, নবী (স)-এর আঙ্গুলগুলোর নীচ (ফাঁক) দিয়ে সজোরে পানি উছলে পড়ছে। লোকেরা অযু করতে লাগলো এবং শেষ পর্যন্ত তাদের প্রত্যেকটি লোকই অযু করলো।

٣٣١٠ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ بَعْضِ مَخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَانْطَلَقُوْا يَسِيْرُوْنَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَمْ يَجِدُوْا مَاءً يَتَوَضَّؤُنَ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ يَسِيْرٍ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ مَدَّ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ عَلَى الْقَدَحِ ثُمَّ قَالَ : قُوْمُوْا فَتَوَضَّؤُا فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ حَتّٰى بَلَغُوْا فِيْمَا يُرِيْدُوْنَ مِنَ الْوَضُوْءِ وَكَانُوْا سَبْعِيْنَ أَوْ نَحْوَهُ ـ

৩৩১০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (স) কোন এক সফর উপলক্ষে বাইরে গমন করেন। তাঁর সাথে ছিলেন সাহাবাদের একটি জামায়াত। তাঁরা চলতে চলতে (পথিমধ্যে) নামাযের সময় হয়ে গেল। কিন্তু অযু করার জন্য তাঁরা পানি পেলেন না। তখন তাদের মধ্য থেকে একজন চলে গেলেন এবং একটি পাত্রে করে সামান্য পানি নিয়ে হাজির হলেন। নবী (স) সে পানিটুকু নিয়ে নিলেন এবং অযু করলেন। তারপর নিজের চারটি আঙ্গুল ঐ পাত্রের ওপর সোজা করে রাখলেন। অতপর (লোকদেরকে) বললেন, তোমরা উঠে এসে অযু কর। তখন তারা অযু করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত যতজনের ইচ্ছা হল তারা সকলেই অযু করলেন। আর তারা সংখ্যায় ছিলেন সত্তর কিংবা তার কাছাকাছি।

٣٣١١- عَنْ أَنَسٍ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيْبَ الدَّارِ مِنَ الْمَسْجِدِ يَتَوَضَّأُ وَبَقِىَ قَوْمٌ فَأُتِىَ النَّبِىَّ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيْهِ مَاءٌ فَوَضَعَ كَفَّهُ فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيْهِ كَفَّهُ فَضَمَّ أَصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا فِى الْمِخْضَبِ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُم جَمِيْعًا قُلْتُ كَمْ كَانُوْا قَالَ ثَمَانُوْنَ رَجُلاً -

৩৩১১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; একদা নামাযের সময় হলো। (অথচ মসজিদে পানি ছিল না) যাদের ঘর মসজিদের নিকটবর্তী ছিল তারা অযু করতে চলে গেল। আর বেশ কিছু লোক (অযু ছাড়া) রয়ে গেল। তখন রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রস্তর নির্মিত একটি পাত্র আনা হলো। তাতে সামান্য কিছু পানি ছিল। তিনি তাতে হাত রাখলেন। কিন্তু পাত্রটি ছোট ছিল বলে তিনি তার মধ্যে হাত প্রসারিত করতে পারলেন না। অতপর তিনি নিজের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে নিলেন এবং পাত্রটির মধ্যে হাত রাখলেন। তারপর সবলোক অযু করলো। (অপর এক রাবী হুমাইদ বলেন,) আমি (আনাসকে) জিজ্ঞেস করলাম, তারা (সংখ্যায়) কতজন ছিল ? তিনি বললেন, আশিজন।

٣٣١٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالنَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فَتَوَضَّأَ فَجَهَشَ النَّاسُ نَحْوَهُ فَقَالَ مَا لَكُمْ قَالُوْا لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ وَلاَ نَشْرَبُ إِلاَّ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِى الرَّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُوْرُ (يَفُوْرُ) بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُوْنِ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً -

৩৩১২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়ার সময় লোকেরা পিপাসার্ত হয়ে পড়লো। (শুধুমাত্র) নবী (স)-এর সামনে একটি ছোট পানির পাত্র ছিলো। (তা থেকে) তিনি অযু করলেন। লোকেরা তাঁর দিকে ছুটে এলো। তিনি বললেন, তোমাদের কি হয়েছে ? তারা বলল, আপনার সম্মুখস্থ (পাত্রের) পানিটুকু ছাড়া আমাদের নিকট অযু কিংবা পান করার মত সামান্য পরিমাণ পানিও নেই। তখন নবী (স) নিজের হাতখানা ঐ পাত্রের মধ্যে রাখলেন। তারপর তাঁর আঙ্গুলগুলোর ফাঁক দিয়ে ঝর্ণাধারার ন্যায় পানি প্রবাহিত হতে লাগল। আমরা সবাই পান করলাম এবং অযু করলাম। (রাবী সালেম বলেন) আমি জাবের (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা (সংখ্যায়) কতজন ছিলেন ? তিনি বললেন, যদি আমরা এক লাখও হতাম তবুও (ঐ পানি) আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো। আমরা ছিলাম (মাত্র) পনের শ'জন।

٣٣١٣- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ فَنَزَحْنَاهَا حَتَّى لَمْ نَتْرُكْ فِيْهَا قَطْرَةً فَجَلَسَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى شَفِيْرِ الْبِئْرِ فَدَعَا

بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِي الْبِئْرِ فَمَكَثْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ اسْتَقَيْنَا حَتَّى رَوِينَا وَرَوَتْ أَوْ صَدَرَتْ رَكَائِبُنَا ـ

৩৩১৩. বারা'আ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়াতে নবী (স)-এর সাথে আমরা চৌদ্দশ' লোক ছিলাম। হুদাইবিয়া হচ্ছে একটি কূপ। আমরা ঐ কূপের সমস্ত পানি তুলে নিলাম। এমন কি এক ফোটা পানিও তাতে অবশিষ্ট রাখিনি। অতপর নবী (স) এসে কূপটির কিনারায় বসলেন এবং কিছু পানি আনালেন। তারপর তিনি কুলি করে সে পানি কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। আমরা কিছুক্ষণ মাত্র অপেক্ষা করলাম। (এরি মধ্যে কূপটি পানিতে ভর্তি হয়ে গেলো।) অতপর আমরা খুব তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলাম এবং আমাদের সওয়ারীগুলোও (উট পানি পান করে) তৃপ্তি লাভ করলো।

٣٣١٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيْرٍ ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِيْ وَلَاثَتْنِيْ بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرْسَلَكَ أَبُوْ طَلْحَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِطَعَامٍ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ قُوْمُوْا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتِ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ فَانْطَلَقَ أَبُوْ طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَبُوْ طَلْحَةَ مَعَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلُمِّيْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ فَأَتَتْ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَأَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُوْلَ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوْا وَالْقَوْمُ سَبْعُوْنَ أَوْ ثَمَانُوْنَ رَجُلًا ـ

৩৩১৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু তালহা (রা) (আনাসের মায়ের দ্বিতীয় স্বামী) উম্মে সুলাইমকে (আনাসের মা) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কণ্ঠস্বরটা খুব ক্ষীণ শুনলাম। আমার মনে হলো তিনি ক্ষুধার্ত। তোমার নিকট (খাবার) কিছু আছে কি ? উম্মে সুলাইম বললেন ঃ হাঁ। এ বলে তিনি কিছু যবের রুটি বের করলেন তারপর নিজের ওড়নাটা বের করে তার এক অংশ দিয়ে রুটিগুলো বেঁধে গোপনে আমার হাতে গুঁজে দিলেন আর অপর অংশ আমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। তারপর আমাকে রসূলুল্লাহর নিকট পাঠালেন। আনাস (রা) বলেন ঃ আমি গিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-কে মসজিদে পেলাম। তাঁর সাথে আরো কিছু লোক ছিল। আমি তাদের নিকটে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন ঃ তোমাকে কি আবু তালহা পাঠিয়েছে ? আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি বললেন, খাবার দিয়ে (পাঠিয়েছে) ? আমি বললাম ঃ হাঁ। তখন রসূলুল্লাহ (স) তাঁর সাথীদেরকে বললেন ঃ ওঠ, চলো। এ বলে তাঁরা রওয়ানা হলেন। আমিও তাদের সামনে সামনে চলতে লাগলাম এবং আবু তালহা (রা)-এর নিকট এসে তাকে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর আগমনী বার্তা জানালাম। তখন আবু তালহা (রা) (তার স্ত্রীকে) বললেন ঃ হে উম্মে সুলাইম ! রসূলুল্লাহ (স) কিছু লোক নিয়ে এসেছেন। অথচ আমাদের নিকট এ পরিমাণ (খাদ্য সামগ্রী) নেই যা আমরা তাদের সকলকে খেতে দিতে পারি। উম্মে সুলাইম বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সব কিছু) ভাল জানেন। অতপর আবু তালহা (রা) গিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। রসূলুল্লাহ (স) (ঘরের দিকে) এগিয়ে গেলেন। আবু তালহা (রা)-ও তাঁর সাথে ছিলেন। তারপর রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে উম্মে সুলাইম ! তোমার নিকট যা কিছু আছে নিয়ে এসো। তিনি ঐ রুটিগুলো এনে হাজির করলেন। রসূলুল্লাহ (স) আবু তালহা (রা)-কে আদেশ করলেন (রুটিগুলো ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করতে)। তখন রুটিগুলো টুকরা টুকরা করা হলো এবং উম্মে সুলাইম ঘি-এর পাত্র থেকে ঘি বের করে তরকারীর সাথে মিশালেন। তারপর রসূলুল্লাহ (স) কিছু পড়ে তাতে ফুঁক দিলেন। তারপর বললেন ঃ (প্রথমে) দশজনকে আসতে বল। তখন দশ জনকে আসতে বলা হলো। তারা এসে খেলেন এবং পরিতৃপ্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। তারপর বললেন ঃ (এবার আরো) দশজনকে আসতে বলো। তখন (আরো) দশজনকে অনুমতি দেয়া হলো। তারা খেলেন এবং পরিতৃপ্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। তারপর বললেন ঃ (আরো) দশজনকে আসতে বলো। তখন (আরো) দশজনকে অনুমতি দেয়া হলো। তাঁরা খেলেন এবং পরিতৃপ্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। তারপর বললেন ঃ (আরো) দশজনকে আসতে বলো। এভাবে আগত লোকদের সবাই তৃপ্তি সহকারে খাওয়া দাওয়া করলেন। আর আগত লোকদের সংখ্যা ছিল সত্তর কিংবা আশিজন।

٣٣١٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْاٰيَاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَعُدُّوْهَا تَخْوِيْفًا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَقَلَّ الْمَاءُ فَقَالَ اُطْلُبُوْا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ فَجَاؤُا بِإِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ قَلِيْلٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الطَّهُوْرِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيْحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ -

৩৩১৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা অলৌকিক ঘটনাবলীকে এবং কুরআনের আয়াতসমূহকে বরকতের ব্যাপার বলে মনে করতাম। কিন্তু তোমরা (সাহাবাদের পরবর্তীরা) ঐগুলোকে কেবলমাত্র ভয়প্রদর্শনের ব্যাপার বলে মনে করে থাক। একবার আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। হঠাৎ পানির অভাব দেখা দিল। তিনি বললেন ঃ "কোথাও কিছু পানি থেকে থাকলে তার সন্ধান কর।" তখন তাঁরা (সাহাবারা) সামান্য পানি সমেত একটি পাত্র নিয়ে এলেন। তিনি নিজের হাতখানা পাত্রটির মধ্যে প্রবেশ করালেন। তারপর বললেন ঃ পবিত্র ও বরকতপূর্ণ পানি নিতে এগিয়ে এসো। এ বরকত আল্লাহর পক্ষ থেকে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ আল্লাহর কসম ! আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর আঙ্গুলগুলোর ফাঁক দিয়ে পানি উপচে পড়তে দেখেছি। আরো আল্লাহর কসম ! (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে) খাদ্য গ্রহণ করার সময় আমরা (কখনো কখনো) খাদ্যের তসবীহ পাঠ শুনতে পেতাম।

٣٣١٦- عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي تَـرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَلَيْسَ عِنْدِي إِلاَّ مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ وَلاَ يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِيْنَ مَا عَلَيْهِ فَانْطَلِقْ مَعِيْ لِكَيْ لاَ يُفْحِشَ عَلَيَّ الْغُرَمَاءُ فَمَشَى حَوْلَ بَيْدَرٍ مِنْ بَيَادِرِ التَّمْرِ فَدَعَا ثُمَّ اٰخَرَ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ انْزِعُوْهُ فَاَوْفَاهُمُ الَّذِيْ لَهُمْ وَبَقِيَ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُمْ -

৩৩১৬. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতা ঋণগ্রস্ত অবস্থায় ইন্তিকাল (শাহাদাত বরণ) করেন। (তিনি বলেন) আমি নবী (স)-এর নিকট এসে বললাম, আমার পিতা নিজের ওপর কিছু ঋণ রেখে (মারা) গেছেন। অথচ আমার নিকট তার খেজুর বাগানের উৎপাদিত খেজুর ছাড়া আর কিছু নেই। আর ঐ বাগানের কয়েক বছরের উৎপাদনও তাঁর ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট হবে না। সুতরাং আপনি আমার সাথে চলুন—যাতে ঋণদাতা আমার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন না করে। নবী (স) তার সাথে গেলেন এবং খেজুরের একটি স্তূপের চারদিকে ঘুরে ঘুরে দোয়া করলেন। তারপর আরেকটি স্তূপের নিকট এলেন (এবং অনুরূপ করলেন)। তারপর তিনি একটি স্তূপে বসে পড়লেন এবং বললেন ঃ এবার খেজুর নিতে থাক। এভাবে ঋণদাতার সমস্ত পাওনা চুকিয়ে দেয়ার পরও তার সমপরিমাণ খেজুর অবশিষ্ট রয়ে গেল।

٣٣١٧- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوْا أُنَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ وَانْطَلَـقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَثَلاَثَةً قَالَ فَهُوَ أَنَا وَأَبِيْ وَأُمِّيْ وَلاَ أَدْرِيْ هَلْ قَالَ امْرَأَتِيْ وَخَادِمِيْ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِيْ بَكْرٍ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى

عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْ ضَيْفِكَ قَالَ أَوَعَشَّيْتِهِمْ قَالَتْ أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ قَدْ عَرَضُوْا عَلَيْهِمْ فَغَلَبُوْهُمْ فَذَهَبْتُ فَاخْتَبَأْتُ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوْا وَقَالَ لاَ أَطْعَمُهُ أَبَدًا قَالَ وَايْمُ اللهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنَ اللُّقْمَةِ إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوْا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلُ فَنَظَرَ أَبُوْ بَكْرٍ فَإِذَا شَيْءٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتَ بَنِيْ فِرَاسٍ قَالَتْ لاَ وَقُرَّةِ عَيْنِي لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِمَّا قَبْلُ بِثَلاَثِ مَرَّاتٍ فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ الشَّيْطَانُ يَعْنِيْ يَمِيْنَهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَمَضَى الأَجَلُ فَتَفَرَّقْنَا (فَتَعَرَّفْنَا) اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ اللهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ غَيْرَ أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ قَالَ أَكَلُوْا مِنْهَا أَجْمَعُوْنَ أَوْ كَمَا قَالَ (وَغَيْرُهُ يَقُوْلُ فَعَرَّفْنَا مِنَ الْعِرَافَةِ) ـ

৩৩১৭. আবদুর রহমান ইব্‌নে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসহাবে সুফ্‌ফার[২১] লোকেরা ছিলেন নিতান্ত গরীব ও অসহায়। একদা নবী (স) (সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন ঃ (তোমাদের মধ্যে) যার নিকট দু'জন লোকের খাদ্য রয়েছে সে যেন তৃতীয় একজনকে (এদের মধ্য থেকে) নিয়ে যায়। আর যার নিকট চারজন লোকের খাদ্য রয়েছে সে পঞ্চম কিংবা (তার সাথে) ষষ্ঠ একজনকে নিয়ে যায়। অথবা যেমনটি নবী (স) বলেছেন (রাবীর সন্দেহ)। সুতরাং আবু বকর (রা) তিনজনকে নিয়ে এলেন এবং নবী (স) দশজনকে নিয়ে গেলেন। আর আবু বকর (রা)-এর পরিবারে ছিলাম আমরা তিনজন —আমার বাবা, আমার মা ও আমি। (রাবী আবু উসমান বলেন,) আমার মনে নেই তিনি (আবদুর রহমান) 'আমার স্ত্রী ও আমার এবং আবু বকর (রা)-এর শরিকী গৃহভৃত্য' এ কথাটাও বলেছেন কি না ? (সেদিন) আবু বকর (রা) রাতের খানাপিনা নবী (স)-এর ঘরেই করেন। তারপর সেখানে অবস্থান করতে থাকেন এবং এশার নামায সেখানেই পড়েন। তারপর আবার নবী (স)-এর নিকটে যান এবং রসূলুল্লাহ (স) রাতের খানাপিনা শেষ করা পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। অবশেষে অনেকটা রাত কেটে যাবার পর ঘরে ফিরে এলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলেন, কিসে আপনাকে আপনার অতিথিদের থেকে আটকে

---

২১. আসহাবে সুফ্‌ফা ছিলেন বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কিছু সংখ্যক মুসলমান, যারা সর্বস্ব ত্যাগ করে রসূলের সান্নিধ্য লাভের জন্য মদীনায় চলে আসেন। দীনী ইলম শিক্ষা করার ব্যাপারে তাঁরা বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তাই তাঁরা রাত দিন মসজিদে নববীতেই পড়ে থাকতেন। দিনের বেলা তাঁরা উম্মাহাতুল মুমিনীনদের জন্য লাকড়ী সংগ্রহ করতেন এবং মুজাহিদ পরিবারের বাজার করে দিতেন। নবী (স)-এর নিকট কোন হাদীয়া তোহফা এলে তিনি তা তাদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন।

রেখেছে ? (অর্থাৎ অতিথি ঘরে রেখে আপনার এতটা বিলম্বে ফেরার হেতু কি ?) তিনি বলেন, তুমি কি তাদেরকে রাতের খাবার দাওনি ? স্ত্রী বলেন, আপনি না আসা পর্যন্ত তাঁরা (খাবার) খেতে অসম্মতি জানিয়েছেন। তাদের সামনে খাবার পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের অসম্মতির নিকট তারা হার মানতে হয়। (অর্থাৎ তাঁরা খেতে কিছুতেই রাযী হলেন না) আবদুর রহমান বলেন, আমি (পিতার ভয়ে) আত্মগোপন করলাম। তিনি (ধমকের স্বরে) বললেন, "আরে বেওকুফ"! এ বলে তিনি কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমরা খাও। আমি কিছুতেই খাব না। আবদুর রহমান বলেন, আল্লাহর কসম ! আমরা যে গ্রাসটি তুলে নেই তার নীচ থেকে (খাদ্য) আরো অধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। (অর্থাৎ একটি গ্রাস তুলে নেয়ার পর প্লেটের সে জায়গাটি খালি হবার পরিবর্তে আরো অধিক খাদ্য দ্বারা ভর্তি হয়ে যায়)। শেষ পর্যন্ত সবাই তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পরও (দেখা গেল) খাদ্য পূর্বে যা ছিল তার চাইতে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আবু বকর (রা) ব্যাপারটা লক্ষ করলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, হে বনী ফরাস গোত্রের বোন ! খাদ্যের পরিমাণ তো পূর্বের চাইতেও অধিক (দেখতে পাচ্ছি)। স্ত্রী বললেন, আল্লাহর কসম! হে আমার নয়ন মণি ! (আনন্দের অভিব্যক্তি) খাদ্যের পরিমাণ পূর্বের চাইতে এখনও তিন গুণ অধিক। অতপর আবু বকর (রা) তা থেকে খেলেন এবং বললেন, তার (আমার) কসমটি ছিল শয়তানের প্ররোচনার কারণে। তারপর আরেকটি গ্রাস নিলেন। অতপর (অবশিষ্ট) খাদ্য নবী (স)-এর নিকট নিয়ে গেলেন। ভোর পর্যন্ত সে খাদ্য তাঁর কাছেই ছিল। (রাবী বলেন, তখন) আমাদের ও অপর একটি গোত্রের মাঝে সন্ধিচুক্তি ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে (তাদের মুকাবিলার জন্য) আমাদের বারজনকে নেতা নির্বাচিত করা হলো। এদের প্রত্যেকের সাথে আবার কয়েকজন করে লোক ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন, কতজন করে এদের প্রত্যেকের সাথে পাঠান হয়েছিল। আবদুর রহমান বলেন, এদের সকলেই এ খাদ্য থেকে খেলেন।[২২]

٣٣١٨- عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ قَحْطٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْكُرَاعُ هَلَكَتِ الشَّاةُ فَادْعُ اللّٰهَ يَسْقِيْنَا فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا قَالَ أَنَسٌ وَإِنَّ السَّمَاءَ لَمِثْلُ الزُّجَاجَةِ فَهَاجَتْ رِيْحٌ أَنْشَأَتْ سَحَابًا ثُمَّ اجْتَمَعَ ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيَهَا فَخَرَجْنَا نَخُوْضُ الْمَاءَ حَتّٰى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا فَلَمْ نَزَلْ نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرٰى فَقَامَ إِلَيْهِ ذٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ فَادْعُ اللّٰهَ يَحْبِسْهُ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيْلٌ -

৩৩১৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর যমানায় (একবার অনাবৃষ্টির দরুন) মদীনাবাসী চরম দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। সে সময় এক শুক্রবার

২২. أو كما قال একথাটা দ্বারা রাবী আবু উসমান বুঝাতে চাচ্ছেন যে, হাদীসটির বর্ণনায় শব্দগত কিছুটা হেরফের থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু অর্থগত দিক থেকে কোনই বেশ কম নেই।

দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! ঘোড়াগুলো মারা গেল . বকরীগুলো ধ্বংস হয়ে গেল। অতএব আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন—তিনি যেন আমাদের প্রতি রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তখন তিনি দু'হাত উত্তোলন করে দোয়া করলেন। আনাস (রা) বলেন, আকাশ তখন কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ছিল। (এক কণা মেঘ কোথাও ছিল না)। হঠাৎ বাতাস বইতে শুরু করল। মেঘের আবির্ভাব ঘটল তারপর মেঘগুলো একত্রিত হয়ে গেল। অতপর আকাশ তার মুখ খুলে দিল। অর্থাৎ বর্ষণ শুরু হলো। (এত প্রচুর বৃষ্টি হলো যে,) আমরা (মসজিদ থেকে) বেরিয়ে পানি সাঁতরিয়ে বাড়ি এসে পৌঁছলাম। পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত একটানা বৃষ্টি হতে থাকলো। পরবর্তী শুক্রবার দিন ঐ লোকটি কিংবা অন্য কেউ (আবার) দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! (অতিবৃষ্টিতে) বাড়ি ঘর ধ্বংস হয়ে গেল। অতএব আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। নবী (স) মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন ঃ (হে আল্লাহ!) আমাদের ওপর নয়, আমাদের আশপাশে (বর্ষণ করুন।) (আনাস বলেন,) আমি লক্ষ্য করলাম, মেঘগুলো (তৎক্ষণাৎ) মদীনার আশপাশে সরে গেল। (চারদিকের মেঘপুঞ্জের মাঝখানে) মদীনাকে তখন মনে হচ্ছিল যেন একটি মুকুট।

٣٣١٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ فَحَنَّ الْجِذْعُ فَأَتَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ نَافِعٍ بِهٰذَا وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৩১৯. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মিম্বর তৈরীর পূর্বে) নবী (স) একটি খেজুরের খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন। মিম্বর তৈরী হয়ে গেল যখন তিনি তাতে আসন গ্রহণ করলেন, তখন খেজুরের খুঁটিটি (নবীর বিরহে) কান্না জুড়ে দিল। নবী (স) তখন তার নিকটে এলেন এবং তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন।

[উপরোক্ত হাদীসটি আরো দু'টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে] আবদুল হামিদ, উসমান ইবনে উমর, মু'আয ইবনে 'আলা নাফে' থেকে এবং আবু আসেম, ইবনে আবু রাউয়াদ, নাফে' ইবনে উমর নবী (স) থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন।

٣٣٢٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَلَا نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا قَالَ إِنْ شِئْتُمْ فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ دُفِعَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّنُ قَالَ كَانَتْ تَبْكِي عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَهَا -

৩৩২০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) জুমআর দিন একটি বৃক্ষ অথবা খেজুরের খুঁটির (রাবীর সন্দেহ) সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। একজন আনসার মহিলা কিংবা কোন একটি লোক বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা আপনার জন্য একটা মিম্বর তৈরী করব কি ? তিনি বললেন, তোমাদের ইচ্ছা হলে (তৈরী) করতে পার। তখন তারা তাঁর জন্য একটি মিম্বর তৈরী করলো। জুম'আর দিন যখন নবী (স) মিম্বরে আরোহণ করলেন তখন খেজুরের খুঁটিটা বাচ্চা ছেলের ন্যায় চিৎকার দিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। [নবী (স) মিম্বর থেকে] নেমে এলেন এবং খুঁটিটাকে নিজের বুকের সাথে মিলালেন। বাচ্চা ছেলেকে যেমন আদর করে পিঠ চাপড়ে কান্না থামানো হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ঠিক তেমনি তার কান্না থামাবার জন্য তার গা চাপড়াতে লাগলেন। জাবের (রা) বলেন, এতদিন তার নিকট যেসব দীনের আলোচনা হতো তার কথা স্মরণ করেই খুঁটিটা কান্নাকাটি করছিল।

٣٣٢١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كَانَ الْمَسْجِدُ مَسْقُوْفًا عَلٰى جُذُوْعٍ مِنْ نَخْلٍ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَطَبَ يَقُوْمُ إِلٰى جِذْعٍ مِنْهَا فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ وَكَانَ عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِذٰلِكَ الْجِذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ حَتّٰى جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ -

৩৩২১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছেন, (প্রথম দিকে) মসজিদে নববী কতকগুলো খেজুরের খুঁটির ওপর স্থাপিত ছাদ বিশিষ্ট ছিল। নবী (স) যখন খুৎবা দিতেন, তখন ঐ খুঁটিগুলোর একটির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। যখন তাঁর জন্য মিম্বর তৈরী হলো এবং তিনি তাতে আসন গ্রহণ করলেন, তখন আমরা ঐ খুঁটির (ভেতর) থেকে উষ্ট্রীর স্বরের ন্যায় আওয়াজ শুনতে পেলাম অবশেষে নবী (স) (তার নিকট) এলেন এবং তার গায়ে হাত রাখলেন। তারপর খুঁটিটা শান্ত হলো।

٣٣٢٢- عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْفِتْنَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا أَحْفَظُ كَمَا قَالَ قَالَ هَاتِ إِنَّكَ لَجَرِيْءٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِىْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ لَيْسَتْ هٰذِهِ وَلٰكِنِ الَّتِىْ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ يُفْتَحُ الْبَابُ أَوْ يُكْسَرُ قَالَ لَا بَلْ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ (عُمَرُ) أَحْرٰى أَنْ لَا يُغْلَقَ قُلْنَا عَلِمَ (عُمَرُ) الْبَابُ قَالَ نَعَمْ كَمَا أَنَّ دُوْنَ غَدٍ اللَّيْلَةَ إِنِّى حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيْطِ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ وَأَمَرْنَا مَسْرُوْقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنِ الْبَابُ قَالَ عُمَرُ -

৩৩২২. হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) একদিন বললেন, ফিতনা সম্পর্কিত রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস তোমাদের মধ্যে কার অধিক স্মরণ আছে ? হুযাইফা (রা) বললেন, রসূলুল্লাহ (স) যেভাবে বলেছেন, আমি হুবহু সেভাবে মনে রেখেছি। উমর (রা) বললেন, তবে বলো, নিসন্দেহে তুমি একজন সাহসী ব্যক্তি। হুযাইফা (রা) বললেন, মানুষের জন্য ফিতনার কারণ হলো তার পরিবার পরিজন, তার ধন-সম্পদ ও তার প্রতিবেশী ; নামায, দানখয়রাত, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করার (দায়িত্ব পালনের) মাধ্যমে এগুলোর ক্ষতি পূরণ হয়ে যায়। উমর (রা) বললেন, এসব (সাধারণ) ফিতনা (সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা) আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং যা সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় উদ্বেলিত হবে (সে বিভীষিকাপূর্ণ ফিতনাই-ই আমার উদ্দেশ্য)। হুযাইফা বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন ! সে ফিতনা সম্পর্কে আপনার শঙ্কিত হবার কারণ নেই। (কেননা) আপনার এবং সে ফিতনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, সে দরজা খোলা হবে, নাকি ভেঙ্গে ফেলা হবে ? হুযাইফা (রা) বললেন, না। (স্বাভাবিক নিয়মে খোলা হবে না) বরং (জোরপূর্বক) ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমর (রা) বললেন, তবে তো ঐ দরজা আর বন্ধ করার উপযোগী থাকবে না। আমরা (সাহাবারা) হুযাইফাকে বললাম, উমর (রা) কি সে দরজা সম্পর্কে অবগত ছিলেন ? হুযাইফা (রা) বললেন, হাঁ। তিনি এতটা নিশ্চিতভাবে অবগত ছিলেন যেমন আগামী দিনের শেষে রাতের আগমন অবশ্যম্ভাবী। (কেননা) আমি তাঁকে এমন একটি হাদীস বলেছি, যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। (সাহাবারা বলেন,) আমরা হুযাইফাকে (সে দরজা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করতে ভয় পেলাম এবং মাসরুককে বললাম (জিজ্ঞেস করতে)। তিনি হুযাইফাকে জিজ্ঞেস করলেন, কে সেই দরজা ? তিনি বললেন, উমর স্বয়ং।[২৩]

٣٣٢٣- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ وَحَتَّى تُقَاتِلُوْا التُّرْكَ صِغَارَ الْاَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوْهِ ذُلْفَ الْاَنُوْفِ كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ وَتَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهٰذَا الْأَمْرِ حَتَّى يَقَعَ فِيْهِ وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْإِسْلاَمِ وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَأَنْ يَرَانِىْ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ -

৩৩২৩. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন ঃ যেসব লোক চুলের জুতা পরিধান করবে যে পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, এবং যে পর্যন্ত তোমরা তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, যাদের চোখগুলো হবে ক্ষুদ্র, মুখমন্ডল লাল, নাকগুলো চেপ্টা আর চেহারাটা হবে পেটা ঢালের ন্যায়, সে পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তোমরা উত্তম ব্যক্তিদেরকে নেতৃত্ব ও শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বাধিক অনীহা

---

২৩. উপরোক্ত হাদীসে হুযাইফা (রা) শাহাদাতে উমর ও উসমান (রা)-এর যমানায় ফিতনার ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ উমর (রা) ছিলেন একজন লৌহমানব, সুমহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং সমস্ত ফিতনা ফাসাদের মুখে একটি অর্গলবদ্ধ দরজা। কিন্তু উমর (রা)-এর শাহাদাতের মাধ্যমে যখন সে বন্ধ দরজা ভেঙ্গে গেলো তখনই সূচনা হলো ফিতনা ফাসাদের। একে একে সংঘটিত হলো উসমানের শাহাদাত, সিফফিনের যুদ্ধ, জামালের যুদ্ধ, আলীর শাহাদাত। শুরু হলো খারেজীদের উৎপাত, শেষ পর্যন্ত খিলাফত রূপ নিল রাজতন্ত্রের।

পোষণকারী দেখতে পাবে, যতক্ষণ না সে তাতে জড়িত হয়ে পড়ে। মানব জাতি খনিরাজির ন্যায়, জাহেলী যুগে যারা উত্তম ছিলেন ইসলামী যুগেও তারা উত্তম। আর তোমাদের কারো কারো কাছে এমনও সময় আসবে, যখন লোকজন ও ধন-সম্পদ অপেক্ষা একটিবার আমার দর্শন লাভই তার নিকট অধিকতর প্রিয় হবে।

٣٣٢٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا خُوْزًا وَكِرْمَانَ مِنَ الْأَعَاجِمِ حُمْرَ الْوُجُوْهِ فُطْسَ الْأُنُوْفِ صِغَارَ الْأَعْيُنِ وُجُوْهُهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ تَابَعَهُ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ -

৩৩২৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ খুয, কিরমান প্রভৃতি অনারব দেশের লাল মুখ, চেপ্টা নাক, ক্ষুদ্র চোখ ও পেটা ঢালের ন্যায় মুখাবয়ব বিশিষ্ট এবং চুলের জুতা পরিহিত লোকদের বিরুদ্ধে যে পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ না করবে, সে পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

রাবী ইয়াহ্ইয়া ছাড়া অন্যরাও আবদুর রাজ্জাক থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٣٢٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَ سِنِيْنَ لَمْ أَكُنْ فِي سِنِيَّ أَحْرَصَ عَلٰى أَنْ أَعِيَ الْحَدِيْثَ مِنِّي فِيْهِنَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَقَالَ هٰكَذَا بِيَدِهِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ وَهُوَ هٰذَا الْبَارِزُ * وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَهُمْ أَهْلُ الْبَازِرِ -

৩৩২৫. কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা আবু হুরাইরার নিকট এলে তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্যে তিন বছর কাটিয়েছি। এ তিন বছর হাদীস মুখস্থ করার ব্যাপারে আমি যত বেশী আগ্রহী ছিলাম, বাকী সমস্ত জীবনে ততোটা আগ্রহী ছিলাম না। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের পূর্বে তোমরা (তোমাদের পরবর্তীরা) এমন একটি জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করবে যাদের জুতা হবে চুলের (পশমী)। আর তারা হলো আহলি বারিয (অনারব দেশের) লোক।[২৪]

রাবী সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা একবার وَهُوَ هٰذَا الْبَارِزُ শব্দটির স্থলে وَهُوَ أَهْلُ الْبَارِزِ শব্দটি বলেছেন। (উভয় শব্দই সামর্থবোধক)।

٣٣٢٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا يَنْتَعِلُوْنَ الشَّعَرَ وَتُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ -

---

২৪. আহলি বারিয ঃ কারো কারো মতে আহলি বারিয বলতে নবী (স) পারস্যবাসীদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আবার কারো মতে অনারব দেশের পাহাড়ে জঙ্গলে বসবাসকারী বর্বর জাতিকে বুঝিয়েছেন।

৩৩২৬. আমর ইবনে তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের পূর্বে তোমরা (তোমাদের পরবর্তীরা) এমন একটি জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা চুলের জুতা পরিধান করবে এবং এমন একটি জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের মুখাবয়ব হবে পেটা ঢালের ন্যায়।

٣٣٢٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُوْدُ فَتُسَلَّطُوْنَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ (حَتّٰى) يَقُوْلُ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هٰذَا يَهُوْدِيٌّ وَرَائِىْ فَاقْتُلْهُ -

৩৩২৭. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ ইয়াহুদীরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। (সে যুদ্ধে) তোমরা তাদের ওপর জয়লাভ করবে। এমনকি (কোন ইয়াহুদী পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করলে) পাথর বলবে, হে মুসলিম ! এই তো ইয়াহুদী আমার পেছনে (আত্মগোপন করে আছে)। তাকে হত্যা কর।[২৫]

٣٣٢٨- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُوْنَ فَيُقَالُ (لَهُمْ) فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ الرَّسُوْلَ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَغْزُوْنَ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ الرَّسُوْلَ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ -

৩৩২৮. আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ (ভবিষ্যতে) লোকদের কাছে এমন এক সময় আসবে যখন তারা জিহাদ করবে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন লোক আছে, যে রসূলুল্লাহর সাহচর্য লাভ করেছে ? (অর্থাৎ সাহাবা)। তারা বলবে, হাঁ। তাদেরকে বিজয় দান করা হবে। তারপর তারা (আরো) যুদ্ধ করবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন লোক রয়েছে, যারা রসূলুল্লাহর (স)-এর সাহাবাদের সাহচর্য লাভ করেছে (অর্থাৎ তাবেয়ী)। তারা বলবে, হাঁ। তাদেরকেও জয়যুক্ত করা হবে।[২৬]

٣٣٢٩- عن عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَاهُ اٰخَرُ فَشَكَا (إِلَيْهِ) قَطْعَ السَّبِيْلِ فَقَالَ يَا عَدِىُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيْرَةَ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِيْنَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتّٰى تَطُوْفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللّٰهَ قُلْتُ فِيْمَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ نَفْسِىْ فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّئٍ الَّذِيْنَ قَدْ سَعَّرُوا الْبِلاَدَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوْزُ كِسْرٰى قُلْتُ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ

২৫. এ যুদ্ধ কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে ঈসা (আ)-এর দুনিয়ায় পুনরাবির্ভাবের পর সংঘটিত হবে।
২৬. হাদীসটিতে সাহাবা ও তাবেয়ীদের অশেষ মর্যাদা ও ফযীলতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ وَلَيَلْقَيَنَّ اللّٰهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ فَيَقُوْلَنَّ أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُوْلاً فَيُبَلِّغَكَ فَيَقُوْلُ بَلٰى فَيَقُوْلُ أَلَمْ أُعْطِكَ مَالاً (وَوَلَدًا) وَأُفْضِلْ عَلَيْكَ فَيَقُوْلُ بَلٰى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِيْنِهِ فَلاَ يَرٰى إِلاَّ جَهَنَّمَ وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلاَ يَرٰى إِلاَّ جَهَنَّمَ قَالَ عَدِيٌّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّةِ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّةَ تَمْرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ قَالَ عَدِيٌّ فَرَأَيْتُ الظَّعِيْنَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتّٰى تَطُوْفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ إِلاَّ اللّٰهَ وَكُنْتُ فِيْمَنْ افْتَتَحَ كُنُوْزَ كِسْرٰى بْنِ هُرْمُزَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ -

৩৩২৯. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে তাঁর নিকট ক্ষুধার অনুযোগ করল (অর্থাৎ সে ক্ষুধার্ত বলে জানাল)। তারপর অপর এক ব্যক্তি এল এবং তাঁর নিকট ডাকাতির অভিযোগ করল। নবী (স) বললেন, হে আদী ! তুমি কি হিরা (শহর) দেখেছ ? আমি বললাম, আমি শহরটি দেখিনি। তবে তার অবস্থান সম্পর্কে আমার জানা আছে। নবী (স) বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবি হও তবে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, একবৃদ্ধা রমনী হিরা থেকে এসে কাবা ঘরের তাওয়াফ করছে। আল্লাহ ছাড়া কাউকে সে ভয় করবে না। আমি মনে মনে বললাম, বনী তাই গোত্রের ডাকাতরা (তখন) কোথায় থাকবে যারা বিভিন্ন শহরে ফিতনা ফাসাদের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। নবী (স) আরো বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবি হও তবে তোমরা কিসরার (পারস্য সম্রাটের) ধনাগারসমূহ অবশ্যই উন্মুক্ত করবে। আমি বললাম, সে কি কিসরা ইবনে হুরমুয ? তিনি বললেন, হাঁ। কিসরা ইবনে হুরমুয। তিনি বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবি হও তবে আরো দেখতে পাবে যে, একটি লোক অঞ্জলি ভর্তি প্রচুর সোনারূপা নিয়ে বের হবে, আর এমন একটি লোক খুঁজে ফিরবে যে তার থেকে তা গ্রহণ করবে। কিন্তু একটি লোক এমন পাবে না যে তার থেকে তা গ্রহণ করবে। তোমাদের প্রত্যেকটি লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে অবশ্যই সাক্ষাত করবে। সেদিন তার ও আল্লাহর মাঝে এমন কোন দোভাষী মাধ্যম থাকবে না—যে তার কথাগুলো ভাষান্তরিত করে (বুঝিয়ে) দেবে। আল্লাহ সরাসরি তাকে বলবেন, আমি কি দুনিয়ায় তোমার নিকট আমার বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য কোন রসূল পাঠাইনি ? সে বলবে, হাঁ নিশ্চয়ই পাঠিয়েছেন। তারপর আল্লাহ বলবেন, আমি কি দুনিয়াতে তোমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি দান করিনি ? সে বলবে, হাঁ অবশ্যই করেছেন। তারপর সে তার ডানদিকে তাকাবে। তখন জাহান্নাম ভিন্ন আর কিছুই সে দেখতে পাবে না। তারপর বামদিকে তাকাবে। কিন্তু জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই তার নজরে পড়বে না। আদী বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, অর্ধেক খেজুর দান করে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাক। যদি কেউ অর্ধেক খেজুর দানেও অসমর্থ হয়, তবে উত্তম কথা দিয়ে নিজেকে

আগুন থেকে রক্ষা কর। আদী বলেন, নবী (স)-এর প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী (পরবর্তীকালে) আমি এক বৃদ্ধা রমণীকে দেখেছি, হিরা থেকে এসে কাবা ঘরের তওয়াফ করছে। আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় সে করছে না। (অর্থাৎ কোথাও চোর-ডাকাতের উপদ্রব নেই।) আর নবী (স)-এর দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম যারা কিসরা ইবনে হুরমুযের ধনাগার জয় করেছে। আর তোমরা যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকো তাহলে তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে নবী আবুল কাসেম (স) যা বলেছেন যে, এক ব্যক্তি অঞ্জলি ভর্তি প্রচুর সোনারূপা নিয়ে বের হবে (এবং তা গ্রহণ করার লোক থাকবে না)—এটাও তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবে।

٣٣٣٠- عَنْ مُحِلِّ بْنِ خَلِيْفَةَ سَمِعْتُ عَدِيًّا كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৩৩০. মুহিল্লি ইবনে খলীফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আদী ইবনে হাতিমকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। (বাকী হাদীস পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনায় মুহিল্লু ইবনে খলীফা হাদীসটি আদী ইবনে হাতেম থেকে সরাসরি শুনেছেন বলে উল্লেখিত হয়েছে।)

٣٣٣١- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطُكُمْ وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ إِنِّي وَاللّٰهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيْتُ خَزَائِنَ مَفَاتِيْحِ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللّٰهِ مَا أَخَافُ بَعْدِي أَنْ تُشْرِكُوْا وَلٰكِنْ أَخَافُ أَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا -

৩৩৩১. উকবা ইবনে আমের (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন নবী (স) বাইরে গমন করেন এবং (অন্যান্য) মৃতদের ন্যায় ওহোদ যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্তদের জন্য জানাযা পড়েন। অতপর তিনি এসে মিম্বরে আরোহণ করেন এবং বলেন, আমি তোমাদের অগ্রবর্তী ব্যক্তি এবং আমি তোমাদের সাক্ষী। আল্লাহর কসম ! আমি আমার হাউযে কাউসার এখন দেখতে পাচ্ছি। সারা বিশ্বের ধনাগারসমূহের কুঞ্জি আমাকে দান করা হয়েছে। আল্লাহর কসম ! আমি এ আশংকা করি না যে, আমার পরে তোমরা সবাই মুশরিক হয়ে যাবে। বরং আমার আশংকা হচ্ছে তোমরা শুধু দুনিয়াবী ধন-সম্পদের জন্য পরস্পর কলহে ও শত্রুতায় লিপ্ত হবে।

٣٣٣٢- عَنْ أُسَامَةَ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُطُمٍ مِنَ الْإِطَامِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّي أَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوْتِكُمْ مَوَاقِعَ الْقَطْرِ -

৩৩৩২. উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (স) মদীনার একটি উঁচু টিলায় আরোহণ করে সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি যা দেখতে পাচ্ছি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ ? আমি দেখতে পাচ্ছি ফিতনা তোমাদের ঘরসমূহে বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হচ্ছে।

٣٣٣٣- عَـنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هٰـذَا وَحَلَـقَ بِاِصْبَعِهِ وَبِالَّتِىْ تَلِيْهَا فَقَالَتْ زَيْنَبُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُـوْنَ قَـالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ وَعَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَتْنِىْ هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ اَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتِ اسْتَيْقَظَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِـنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ ـ

৩৩৩৩. যয়নব বিনতে জাহশ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (স) অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় লাইলাহা ইল্লাল্লাহু কালেমাটি উচ্চারণ করতে করতে তাঁর কাছে এলেন। তারপর বললেন, অচিরেই একটি অনিষ্টকারিতা ও অকল্যাণে আরবদের ধ্বংস অনিবার্য। ইয়াজুজ মাজুজ আজ দেয়াল এতটুকু পরিমাণ ছিদ্র করেছে, এই বলে তিনি দু'টি আঙ্গুলকে বৃত্তাকার করে দেখালেন। যয়নব বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাব ? অথচ আমাদের মাঝে অনেক সৎলোক রয়েছে। তিনি বললেন, হাঁ, পাপাচার যখন ব্যাপক হারে বেড়ে যাবে।

অপর একটি বর্ণনায় উম্মে সালামা বলেন, একদিন নবী (স) ঘুম থেকে উঠে বললেন, সুবহানাল্লাহ ! কতই না ধনভান্ডার অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং কতই না ফিতনা নাযিল করা হয়েছে। [অর্থাৎ নবী (স) স্বপ্নের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, তাঁর ইনতিকালের পর একদিকে পারস্য ও রোমের ধনাগারসমূহ মুসলমানদের করতলগত হবে, অপরদিকে তাদের মধ্যে দেখা দেবে নানারূপ ফিতনা ও বিশৃংখলা।]

٣٣٣٤- عَنْ صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ لِىْ إِنِّى اَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَتَتَّخِذُهَا فَأَصْلِحْهَا وَأَصْلِحْ رُعَامَهَا فَإِنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ يَأْتِـى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُوْنُ الْغَنَمُ فِيْهِ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ أَوْ سَعَفَ الْجِبَالِ فِىْ مَوَاقِعِ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ ـ

৩৩৩৪. আবু সা'সাহ' (রা) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবু সাঈদ খুদরী (রা) একদিন আমাকে বললেন, আমি তোমাকে দেখছি যে, তুমি বকরী খুব পসন্দ কর এবং সবসময় তাদের লালনপালন কর। সুতরাং তোমাকে বলছি সর্বদা তাদের প্রতি যত্ন নেবে এবং তাদের রোগ ব্যধির শুশ্রুষার প্রতি খেয়াল রাখবে। কেননা আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, লোকদের ওপর এমন এক যমানা আসবে, যখন বকরীই হবে মুসলমানদের উত্তম সম্পদ। একে নিয়ে মুসলমান পাহাড়ের শীর্ষ চূড়ায় বৃষ্টির বষর্ণস্থলে (অর্থাৎ উপত্যকা ও পাহাড়ের পাদদেশে, যেখানে চারণভূমি ও ঘাস থাকবে) ছুটে যাবে এবং ফিতনা থেকে পালিয়ে নিজের দীন রক্ষা করবে।

٣٣٣٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَتَكُوْنُ فِتَنٌ اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِىْ وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً اَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهٖ - وَعَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ هٰذَا اِلاَّ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ يَزِيْدُ مِنَ الصَّلاَةِ صَلاَةٌ مَنْ فَاتَتْهُ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ -

৩৩৩৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, অচিরেই বহু ফিতনার উদ্ভব হবে। সে ফিতনার যুগে বসে থাকা ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে এবং দণ্ডায়মান ব্যক্তি চলন্ত ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে। আর চলন্ত ব্যক্তি দ্রুত ধাবমান ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে। যে ব্যক্তি সে ফিতনার দিকে চোখ তুলে তাকাবে ফিতনা তাকে টেনে নিয়ে যাবে। তখন সেই ফিতনা থেকে আত্মরক্ষার জন্য যদি কেউ কোন আশ্রয় খুঁজে পায়, তবে সে যেন সেখানে আশ্রয় নেয়।

নওফিল ইবনে মুআবিয়া থেকেও আবু হুরাইরা (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে উক্ত হাদীসে রাবী আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান এ কথাটি অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন যে, নামাযসমূহের মধ্যে এক ওয়াক্ত নামায এমন রয়েছে, ঐ নামায যার কাছ থেকে ছুটে গেল (মনে করতে হবে) তার পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদ যেন তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

٣٣٣٦- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَتَكُوْنُ أَثَرَةٌ وَأُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَاتَأْمُرُنَا قَالَ تُؤَدُّوْنَ الْحَقَّ الَّذِىْ عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُوْنَ اللّٰهَ الَّذِىْ لَكُمْ -

৩৩৩৬. আবদুল্লাহ (রা) ইবনে মাউসদ (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন, অচিরেই তোমাদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হবে এবং এমন কিছু কাজ হয়ে যাবে যা তোমরা অপসন্দ করবে। সাহাবারা বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! তখন আপনি আমাদের কি করতে বলেন। তিনি বললেন, (তাদের প্রতি) তোমাদের যা কর্তব্য (শোনা ও আনুগত্য করা) তা পালন করবে। আর তোমাদের যা প্রাপ্য গনীমত ইত্যাদি তা আল্লাহর নিকট চাইবে।

٣٣٣٧- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهْلِكُ النَّاسَ هٰذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ قَالُوْا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ اِعْتَزَلُوْهُمْ - عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ الْاُمَوِىِّ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ فَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ يَقُوْلُ هَلاَكُ أُمَّتِىْ عَلٰى يَدَىْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ مَرْوَانُ غِلْمَةٌ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُسَمِّيَهُمْ بَنِىْ فُلاَنٍ وَبَنِىْ فُلاَنٍ -

৩৩৩৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (স) বললেন, কুরাইশদের এ লোকেরা (পার্থিব স্বার্থ ও রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের মোহে) লোকদের ধ্বংস করবে। সাহাবারা বললেন, তখন আমাদের আপনি কি করতে আদেশ করেন ? তিনি বললেন ঃ হায় ! লোকেরা যদি তখন তাদের সংস্পর্শ ত্যাগ করে চলতো।

সাইদ আল উমারী বলেন, আমি মারওয়ান ও আবু হুরাইরা (রা)-এর সাথে ছিলাম। এ সময় একদিন আবু হুরাইরা (রা)-কে বলতে শুনলাম, আমি সত্যবাদীকে ও সত্যবাদী বলে প্রমাণিত রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের ধ্বংস হবে কুরাইশের কতিপয় যুবকের হাতে। তখন মারওয়ান বিস্মিত হয়ে বলল, কতিপয় যুবকের হাতে ? আবু হুরাইরা (রা) বললেন, যদি তুমি শুনতে চাও তবে আমি অমুকের পুত্র, অমুকের পুত্র এভাবে তাদের প্রত্যেকের নাম তোমাকে বলে দিতে পারি।

٣٣٣٨- عَنْ أَبُوْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىْ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُــوْلُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِى فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا كُنَّا فِىْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللّٰهُ بِهٰذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيْهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِى تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِىْ إِنْ أَدْرَكَنِى ذٰلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتّٰى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلٰى ذٰلِكَ -

৩৩৩৮. আবু ইদ্রিস খাওলানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা)-কে বলতে শুনেছেন, লোকেরা রসূলুল্লাহ (স)-কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। কিন্তু আমি তাঁকে অকল্যাণ ও অমঙ্গল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম, এই আশংকায় যে আমার জীবনেই তা শুরু হয়ে না যায়। একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! নিশ্চয়ই আমরা ইতিপূর্বে অজ্ঞতা ও অকল্যাণের মধ্যে ছিলাম। তারপর আল্লাহ আমাদের এই কল্যাণ (ইসলাম) দান করলেন। এই কল্যাণের পর আবার কি কোন অকল্যাণ আসবে ? তিনি বললেন, হাঁ। আমি বললাম, ঐ অকল্যাণের পর আবার কি কোন কল্যাণ আসেব ? তিনি বললেন, হাঁ। তবে তাতে কিছু আবিলতা থাকবে। আমি বললাম, সে আবিলতার স্বরূপ কি হবে ? তিনি বললেন, সে আবিলতার স্বরূপ হবে এই যে, একদল লোক আমার প্রদর্শিত পথ ছাড়া অন্য পথে লোকদেরকে চালিত করবে। তাদের কোন কোন কাজ শরীয়াত সম্মত হবে আবার কোন কোন কাজ শরীয়াত বিরুদ্ধ হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল !

এই কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে ? তিনি বললেন, হাঁ। জাহান্নামের দরজাসমূহের দিকে বহু আহবানকারী লোকদেরকে আহবান করবে। যে ব্যক্তি তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে সেদিকে এগিয়ে যাবে তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! তাদের পরিচয় কি ? তিনি বললেন, তারা হবে আমাদেরই সমগোত্রীয় এবং আমাদের ভাষায়ই তারা কথা বলবে। আমি বললাম, ঐ অবস্থা যদি আমাকে পেয়ে বসে অর্থাৎ যদি আমি ঐ সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকি তাহলে আপনি আমাকে তখন কি করতে বলেন ? তিনি বললেন, মুসলিমদের জামায়াত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। আমি বললাম, যদি তখন মুসলমানদের দল ও ইমাম না থাকে ? তিনি জবাব দিলেন, তবে তোমাকে যদি গাছের মূল খেয়েও জীবন ধারণ করতে হয় তবুও তুমি তাদের সকল দল হতে দূরে থাকবে, এমন কি এ অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যুও ঘটে। অর্থাৎ মরণকে বরণ করে নেবে তবু পথ ভ্রষ্টদের দলে যোগ দেবে না।

٣٣٣٩- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ تَعَلَّمَ أَصْحَابِى الْخَيْرَ وَتَعَلَّمْتُ الشَّرَّ -

৩৩৩৯. হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাথীরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সবসময় কল্যাণ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন আর আমি অকল্যাণ ও ফিতনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছি।

٣٣٤٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ -

৩৩৪০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে পর্যন্ত (মুসলমানদের) এমন দু'টি দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত না হবে যাদের দাবী হবে এক ও অভিন্ন,[২৭] সে পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

٣٣٤١- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ فَيَكُوْنَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبًا مِنْ ثَلاَثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ -

৩৩৪১. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন ঃ যে পর্যন্ত দু'টো দলের মধ্যে যুদ্ধ না বাঁধবে সে পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। এমন দু'টো দলের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধবে যাদের দাবী হবে এক ও অভিন্ন এবং যে পর্যন্ত প্রায় তিরিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব না ঘটবে, যাদের প্রত্যেকে নিজেকে আল্লাহর রসূল বলে দাবী করবে, সে পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

٣٣٤٢- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىْ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ

২৭. হাদীসে পরবর্তীকালে হযরত আলী ও মুআবিয়ার পারস্পরিক বিরোধ ও তার ফলশ্রুতি হিসেবে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটেছিল তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَمِيْمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِعْدِلْ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ائِذَنْ لِىْ فِيْهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ إِلٰى نَصْلِهِ فَلَا يَجِدُ فِيْهِ شَىْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلٰى رِصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلٰى نَضِيِّهِ وَهُوَ قِدْحُهُ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَىْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ اٰيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدٰى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ وَيَخْرُجُوْنَ عَلٰى حِيْنِ فُرْقَةٍ (خَيْرِ فِرقَةٍ) مِنَ النَّاسِ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ فَأَشْهَدُ أَنِّى سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ بِذٰلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَأُتِىَ بِهِ حَتّٰى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلٰى نَعْتِ النَّبِىِّ ﷺ الَّذِى نَعَتَهُ -

৩৩৪২. আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি কিছু পরিমাণ সম্পদ বন্টন করছিলেন। তখন বনী তামীম গোত্রের যুল খোয়াইসরা নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট এলো এবং বলল, হে আল্লাহর রসূল ! ইনসাফ করুন। তিনি বললেন ঃ ও হে হতভাগা ![২৮] আমি যদি ইনসাফ না করি, তবে কে ইনসাফ করবে ? আমি যদি ইনসাফ না করতাম, তবে তুমি বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে। (খিবতা ও খাসিরতা হলে এ অর্থ হবে। আর যদি খিবতু ও খাসিরতু হয় তবে অর্থ হবে যদি আমি ইনসাফ না করতাম তবে আমি ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হতাম)। উমর বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি বললেন ঃ তাকে যেতে দাও। কেননা, তার কিছু সংখ্যক সাথী এমন রয়েছে, যাদের নামাযের (বাহ্যিক রূপের) তুলনায় তোমরা নিজেদের নামাযকে এবং যাদের রোযার তুলনায় তোমরা নিজেদের রোযাকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করে অথচ তা তাদের কণ্ঠনালীর নীচে নামে না। তারা দীন থেকে এমন দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে দ্রুত বেরিয়ে যায়। সে তীরের অগ্রভাগের লোহাটি দেখলে তাতে শিকারের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। তার (অগ্রভাগের লোহার) নীচের প্যাঁচগুলো দেখলে তাতেও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। তার মধ্যবর্তী অংশটুকু দেখলে তাতেও কোন

---

২৮. "হতভাগা" এর আরবী প্রতিশব্দ ويلك আরবের একটি পরিভাষা। এর শাব্দিক অর্থ ঃ তোমার অমঙ্গল হোক কিংবা তুমি ধ্বংস হও। কিন্তু মূলত এর দ্বারা বদদোয়া কামনা উদ্দেশ্যে নয়। যেমন বাংলা পরিভাষায় বলা হয় দূর পোড়া কপালে ! পোড়ামুখী হতভাগা ইত্যাদি। তাই হাদীসে শব্দের শাব্দিক অর্থ গ্রহণ না করে সহজবোধ্য করার জন্য বাংলা পরিভাষায় তার অর্থ করা হয়েছে, "ওহে, হতভাগা!"—অনুবাদক

চিহ্ন পাওয়া যায় না এবং তার পালক দেখলে তাতেও কোন কিছু চিহ্ন পাওয়া যায় না। অথচ তীরটি (শিকারী জন্তুর নাড়ী-ভুড়ি ভেদ করে) মল ও রক্ত অতিক্রম করে বেরিয়েছে।[২৯] তাদের (চেনার জন্য) নিদর্শন হবে এই যে, তাদের মধ্যে একজন কৃষ্ণকায় লোক হবে যার একটি বাহু হবে স্ত্রীলোকের স্তনের ন্যায় অথবা নড়বড়ে মাংসপিন্ডের ন্যায়। যখন মানুষের মধ্যে (পারস্পরিক) মতবিরোধ দেখা দেবে তখন তারা আত্মপ্রকাশ করবে। আবু সাঈদ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এ হাদীসটি আমি নবী (স) থেকে শুনেছি এবং আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আলী ইবনে আবু তালিব তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং আমিও সে যুদ্ধে তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি আলী (রা) ঐ কৃষ্ণকায় লোকটিকে খুঁজে বের করার নির্দেশ জারী করেছিলেন। অতপর লোকটিকে হাজির করা হলো। তখন আমি তার মধ্যে ঐ সকল বৈশিষ্ট লক্ষ্য করেছি, যা যা নবী (স) তার ব্যাপারে বর্ণনা দিয়েছিলেন।

٣٣٤٣- عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَاَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَأْتِيْ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ اِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَاَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَاِنَّ قَتْلَهُمْ اَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৩৩৪৩. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন তোমাদের নিকট রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস বর্ণনা করি, তখন তাঁর নামে মিথ্যা বলার চাইতে আকাশ থেকে পড়ে ধ্বংস হওয়াটাই আমার নিকট অধিকতর প্রিয় বলে মনে হয়। (অর্থাৎ বিপাকে মৃত্যুবরণ করতে আমি রাযী, তবুও নবী (স)-এর নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করতে রাযী নই।) আর আমি যখন তোমাদের নিকট আমার ও তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যাপারে কথা বলি, তখন যুদ্ধ ব্যাপারে আমি সত্য গোপন করতে পারি। কেননা যুদ্ধটাই একটা কূটকৌশল। তারপর তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, শেষ যামানায় এমন একদল অল্প বয়স্ক অর্বাচীন যুবকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা সৃষ্টিকুলের বুলির উত্তম বুলি আওড়াবে। প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। (অর্থাৎ অন্তরে প্রবেশ করবে না)। তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে। যে ব্যক্তি তাদেরকে হত্যা করবে সে কিয়ামতের দিন এ হত্যাকান্ডের জন্য পুরস্কার লাভ করবে।

---

২৯. এখানে মূল খুয়াইসিরার সাথীদের দীন গ্রহণ ও বর্জনকে শিকারী জন্তুর দেহ ভেদকারী তীরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা দীন গ্রহণ করার পর এত দ্রুত তা বর্জন করবে যে, দীনের কোন চিহ্ন তাদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে না। যেমন একটি তীর এত দ্রুত শিকারী জন্তুর দেহ ভেদ করে যায় যে, নাড়ী ভুড়ি অতিক্রম করা সত্ত্বেও তীরের গায়ে মল ও রক্তের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। অথবা বাহ্যিক যাবতীয় ইসলামী কার্যকলাপ সম্পাদন করলেও তাদের অন্তরে ও চরিত্রে সামান্যতম ইসলামী প্রভাবও পরিদৃষ্ট হবে না।

٣٣٤٤- عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُــرْدَةً لَهُ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا لَهُ أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلاَ تَدْعُوْ اللّٰهَ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِى الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَـا دُوْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَاللّٰهِ لَيُتِمَّنَّ هٰذَا الْأَمْرَ حَتّٰـى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلٰى حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللّٰهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ -

৩৩৪৪. খাব্বাব ইবনে আরাত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী (স)-এর নিকট (আমাদের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে) অভিযোগ করলাম। তখন তিনি নিজের চাদরটাকে বালিশ বানিয়ে কাবা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করবেন না ? আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করবেন না ? নবী (স) বললেন ঃ তোমাদের এমন আর কি দুর্দশা হয়েছে ? তোমাদের পূর্বে যারা ঈমানদার ছিল, তাদের কারো জন্য মাটিতে গর্ত খোঁড়া হতো, তারপর তাকে সে গর্তের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো ; তারপর করাত আনা হতো এবং তা তার মাথার ওপর স্থাপন করে তাকে দ্বিখণ্ডিত করা হতো। তবুও এ অমানুষিক নির্যাতন তাকে তার দীন থেকে ফেরাতে পারতো না। আবার লোহার চিরুণী দ্বারা কারো শরীরের হাড় পর্যন্ত যাবতীয় মাংস ও স্নায়ু আঁচড়ে তুলে ফেলা হতো। তবুও এটা তাকে তার দীন থেকে ফেরাতে পারতো না। আল্লাহর কসম ! এ দীন অবশ্য পূর্ণতা লাভ করবে। (এবং সর্বত্র এতটা নিরাপত্তা বিরাজ করবে যে,) তখন যে কোন উষ্ট্রারোহী সান'আ থেকে হাযরামাওত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ নির্বিঘ্নে অতিক্রম করবে। তখন সে নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া অপর কারো এবং নিজের মেষপালের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া অন্য কিছুরই ভয় করবে না। তোমরা কিন্তু (এ সময়টার আগমনের ব্যাপারে) তাড়াহুড়া করছ।

٣٣٤٥- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ فَقَالَ رَجُـلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِىْ بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَأْسَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ شَرٌّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ حَبِطَ عَمَـلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَتَى الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مُوْسٰى ابْنُ أَنَسٍ فَرَجَعَ الْمَرَّةَ الْآخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلٰكِنْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ -

৩৩৪৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) সাবেত ইবনে কাইসকে (কয়েক দিন যাবত) দেখতে না পেয়ে তার সম্পর্কে জানতে চাইলে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আমি আপনার জন্য তার খবর জেনে আসতে পারি। এ বলে তিনি সাবেত ইবনে কাইসের নিকট গেলেন এবং দেখলেন যে, তিনি নিজের বাসভবনে মস্তক অবনত করে বসে আছেন। তখন তাকে বললেন, তোমার কি হয়েছে ? তিনি বললেন, "অমঙ্গল। কেননা সাবেত নবী (স)-এর কণ্ঠস্বরের চাইতে উচ্চস্বরে তার সামনে কথা বলেছে। সুতরাং (কুরআনের ঘোষণা মতে) তার যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অতপর তিনি এসে রসূলুল্লাহ (স)-কে খবর দিলেন যে, সাবেত এই এই কথা বলেছে। রাবী মূসা ইবনে আনাস (রা) বলেন, লোকটি এক বিরাট সুসংবাদ নিয়ে পুনর্বার সাবেতের নিকট গেলেন (সুসংবাদটি এই) নবী (স) তাকে বলেছেন ঃ তুমি তার নিকট যাও এবং তাকে বল—নিশ্চয়ই তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত নও। বরং তুমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।[৩০]

٣٣٤٦- عَنْ أَبِى إِسْحٰقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَرَأَ رَجُلٌ الْكَهْفَ وَفِى الدَّارِ الدَّابَّةُ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ فَسَلَّمَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ غَشِيَتْهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اقْرَأْ فُلاَنُ فَإِنَّهَا السَّكِيْنَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْاٰنِ أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْاٰنِ -

৩৩৪৬. আবু ইসাহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা'আ ইবনে আযেব (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ একদা রাতের বেলা এক ব্যক্তি (উসাইদ ইবনে হুযাইর) সূরা আল কাহাফ (নামাযের মধ্যে) তেলাওয়াত করছিলেন। আর ঐ বাড়িতে তার একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। ঘোড়াটি তখন লাফাতে লাগল। তারপর তিনি সালাম ফিরে দেখলেন যে, এক অভিনব কুহেলিকা কিংবা একখন্ড মেঘ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। অতপর লোকটি নবী (স)-এর নিকট এ ঘটনার উল্লেখ করলে তিনি বললেন ঃ হে অমুক ! তুমি যদি পড়তে থাকতে ! নিশ্চয়ই (তোমাকে আচ্ছন্নকৃত) ওটাই ছিল সেই 'সাকীনা' (শান্তি), যা কুরআন তেলাওয়াতের দরুন নাযিল হয়ে থাকে।

٣٣٤٧- عَنْ اَبِى إِسْحٰقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ جَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ إِلَى أَبِى فِىْ مَنْزِلِهِ فَاشْتَرٰى مِنْهُ رَحْلاً فَقَالَ لِعَازِبٍ ابْعَثْ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِى قَالَ فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ وَخَرَجَ أَبِىْ يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ فَقَالَ لَهُ أَبِىْ يَا أَبَا بَكْرٍ حَدِّثْنِى كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِيْنَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَمِنَ الْغَدِ حَتّٰى قَامَ قَائِمُ

---

৩০. যখন لا ترفعوا اصوتكم فوق صوت النبى الخ "হে মুমিনরা ! তোমরা নিজেদের কণ্ঠকে নবীর চাইতে উচ্চকণ্ঠ করো না ..... যদি কর তবে তোমাদের আমল ব্যর্থ ও পন্ড হয়ে যাবে।" এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন সাবেত ইবনে কাইস রসূলের দরবারে যাওয়া আসা বন্ধ করে দিলেন কেননা তার কণ্ঠস্বর ছিল স্বভাবত উচ্চ। তিনি আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে মনে মনে ভাবলেন আয়াত অনুসারে তার যাবতীয় আমল পন্ড হয়ে গেছে এবং তিনি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। এ সংবাদ রসূলের নিকট পৌছুলে তিনি তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন। মূলত আয়াতটির তাৎপর্য হলো ঃ "নবীর কথার ওপর কথা বলা" অর্থাৎ "নবীর সাথে বাদানুবাদ করা।"

الظَّهِيْرَةِ وَخَلاَ الطَّرِيْقُ لاَ يَمُرُّ فِيْهِ أَحَدٌ فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيْلَةٌ لَهَا ظِلٌّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَكَانًا بِيَدِىْ يَنَامُ عَلَيْهِ وَبَسَطْتُ فِيْهِ فَرْوَةً وَقُلْتُ نَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنفُضُ مَا حَوْلَهُ فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ مُقْبِلٍ بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيْدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِىْ أَرَدْنَا فَقُلْتُ (لَهُ) لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلاَمُ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ أَوْ مَكَّةَ قُلْتُ أَفِى غَنَمِكَ لَبَنٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَفَتَحْلُبُ قَالَ نَعَمْ فَأَخَذَ شَاةً فَقُلْتُ انْفُضِ الضَّرْعَ مِنَ التُّرَابِ وَالشَّعَرِ وَالْقَذَى قَالَ فَرَأَيْتُ الْبَرَاءَ يَضْرِبُ اِحْدٰى يَدَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى يَنْفُضُ فَحَلَبَ فِىْ قَعْبٍ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ وَمَعِى اِدَاوَةٌ حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَرْتَوِىْ مِنْهَا يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوْقِظَهُ فَوَافَقْتُهُ حِيْنَ اِسْتَيْقَظَ فَصَبَبْتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ فَقُلْتُ اِشْرَبْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ ثُمَّ قَالَ أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيْلِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَارْتَحَلْنَا بَعْدَ مَا مَالَتِ الشَّمْسُ وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقُلْتُ أُتِيْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا أُرٰى فِىْ جَلْدٍ مِنَ الْأَرْضِ شَكَّ زُهَيْرٌ فَقَالَ إِنِّى أَرَاكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَىَّ فَادْعُوْا لِى فَاللّٰهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَنَجَا فَجَعَلَ لاَ يَلْقَى أَحَدًا إِلاَّ قَالَ (قَدْ) كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا فَلاَ يَلْقَى أَحَدًا إِلاَّ رَدَّهُ قَالَ وَوَفَى لَنَا ـ

৩৩৪৭. আবু ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা'আ ইবনে আযেবকে বলতে শুনেছি, একদা আবু বকর (রা) তাদের বাড়িতে তাঁর পিতার নিকট এলেন এবং তার কাছ থেকে একটা হাওদা (উটের পিঠের কাঠের নির্মিত আসন) ক্রয় করলেন। তারপর আযেবকে বললেন, আপনার ছেলেকে এটা বহন করে নেয়ার জন্য আমার সাথে দিন। (বারা'আ বলেন,) অতপর আমি হাওদাটা বহন করে তাঁর সাথে চললাম আর আমার পিতা (আযেব) তার মূল্য গ্রহণ করার জন্য আমাদের সাথে চললেন। এক সময় আমার পিতা তাঁকে বললেন, হে আবু বকর ! আমাকে বলুন তো, যে রাতে আপনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন সে রাতে আপনাদের উভয়ের কি অবস্থা হয়েছিল ? আবু বকর (রা) বললেন, হাঁ (শুনুন)। আমরা গুহা থেকে বেরিয়ে সারা রাত এবং পরবর্তী দিনেরও অর্ধেক সময় পর্যন্ত পথ চলতে থাকলাম। যখন

দুপুর হলো এবং পথ ঘাট এতটা জনশূন্য হয়ে পড়লো যে, একটি প্রাণীরও যাতায়াত নেই, তখন আমাদের একটি বিশাল পাথর নজরে পড়ল। তার নীচে ছায়া ছিল, সূর্যের তাপ তা ভেদ করে আসতে পারত না। আমরা পাথরটির নিকটে উপস্থিত হলাম এবং আমি নিজ হাতে নবী (স)-এর জন্য কিছুটা জায়গা পরিষ্কার ও সমতল করে নিলাম, যাতে তিনি শুয়ে খানিকটা বিশ্রাম নিতে পারেন। তারপর আমি একখানা (চামড়ার) চাদর বিছিয়ে দিয়ে (তাঁকে) বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি আপনার নিরাপত্তার জন্য এদিক ওদিক খেয়াল রাখব। তখন রসূলুল্লাহ (স) শুয়ে পড়লেন এবং আমি চারদিক থেকে তাঁকে পাহারা দিতে লাগলাম। হঠাৎ আমার নযরে পড়ল, একজন মেষচারক তার বকরীর পাল নিয়ে পাথরটির দিকে আসছে। তারও উদ্দেশ্য ছিল আমাদেরই উদ্দেশ্যের ন্যায়। (অর্থাৎ পাথরটির ছায়ায় খানিকটা বিশ্রাম নেয়া) আমি বললাম, হে যুবক ! তুমি কার (অধীনস্থ রাখাল ?) সে মক্কা বা মদীনার রাবীর সন্দেহ কোন একজন লোকের নাম বলল। আমি বললাম, তোমার বকরীগুলো কি দুধ দেয় ? সে বলল, হাঁ। আমি বললাম, তুমি কি দোহন করে দিতে পারবে ? সে বলল, হাঁ। তারপর সে একটি বকরী ধরে আনল । আমি বললাম, বকরীর স্তনটি মাটি, পশম ও ময়লা ইত্যাদি থেকে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার কর। আবু ইসহাক বলেন, আমি বারা'আকে দেখেছি, তিনি নিজের এক হাতের ওপর আরেক হাত রেখে ঝেড়ে যে ভাবে লোকটি বকরীর স্তন ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করল তা দেখালেন। অতপর সে একটি দুধের পাত্রে কিছু দুধ দোহন করল। আমার নিকটও একটি পাত্র ছিল, যা আমি নবী (স)-এর জন্য সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম; যেন তা দিয়ে তিনি তৃপ্তিসহকারে পানি পান করতে ও অযু করতে পারেন। আমি দুধের পেয়ালাটি হাতে করে নবী (স)-এর নিকট এলাম। কিন্তু তাঁকে ঘুম থেকে জাগানো ভাল মনে করলাম না। কিছুক্ষণ পর আমি তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় পেলাম। ইতিমধ্যে আমি দুধের সাথে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করার জন্য কিছু পানি মিশ্রিত করলাম। এতে দুধের নিম্নভাগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তারপর আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল ! পান করুন। আবু বকর (রা) বলেন, তিনি দুধ পান করলেন। এতে আমি ভারী সন্তুষ্ট হলাম। তারপর নবী (স) বললেন ঃ আমাদের যাত্রার সময় কি এখনো হয়নি ? আমি বললাম, হাঁ, সময় হয়ে গেছে। আবু বকর (রা) বলেন, সুতরাং আমরা (আবার) যাত্রা শুরু করলাম। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। সুরাকা ইবনে মালেক আমাদের পেছনে পেছনে আসছিল যাকে মক্কার কাফেররা একশ উট পুরস্কার ঘোষণা করে নবী (স)-এর খোঁজে পাঠিয়েছিল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে পেছন থেকে ধাওয়া করা হচ্ছে। তিনি বললেন ঃ চিন্তা করো না। মহান আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন। এরপর নবী (স) সুরাকার জন্য বদদোয়া করলেন। তৎক্ষণাৎ তার ঘোড়াটি তাকে নিয়ে পেট পর্যন্ত মাটির মধ্যে গেড়ে গেল —আমার ধারণা শক্ত মাটির মধ্যে। রাবী যুহাইর (রা) সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ রাবী যুহাইর ঠিক মনে করতে পারছিলেন না যে, তার পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী فى جلد من الارض "শক্ত মাটির মধ্যে" এ কথাটিও বলেছেন কিনা ! সুরাকা বলল, আমার বিশ্বাস, আপনারা আমার প্রতি বদদোয়া অভিশাপ করেছেন। কাজেই আমার আবেদন, আপনারা আল্লাহর নিকট আমার জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ আপনাদের সাহায্যকারী সুতরাং কেউ আপনাদের ক্ষতি করতে পারবে না। আমি ওয়াদা করছি আপনাদের অন্বেষণকারীদেরকে আমি ফিরিয়ে দেব। তখন নবী (স) তার জন্য দোয়া করলেন। সে মুক্তি পেল। তারপর ফেরার পথে যার সাথেই

তার দেখা হতো তাকে সে বলত, তোমাদের কাজ আমি সেরে এসেছি অর্থাৎ যথেষ্ট খোঁজ করেছি। ওদিকে নেই। এমনি করে যার সাথেই তার সাক্ষাত হলো তাকেই সে ফিরিয়ে দিল। আবু বকর (রা) বলেন, সে আমাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করেছে।

٣٣٤٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُوْدُهُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيْضٍ يَعُوْدُهُ قَالَ لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَالَ لَهُ لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ قُلْتُ طَهُوْرٌ كَلاَّ بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُوْرُ أَوْ تَثُوْرُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيْرٍ تُزِيْرُهُ الْقُبُوْرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَعَمْ إِذًا -

৩৩৪৮. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (স) একজন অসুস্থ বেদুইনকে দেখতে গেলেন। আর নবী (স)-এর নিয়ম ছিল, যখন কোন পীড়িত ব্যক্তিকে তিনি দেখতে যেতেন, তখন বলতেন, কোন ক্ষতি বা দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ইনশাআল্লাহ এটা (অসুখ) পাপ থেকে পবিত্রকারী। অতএব তিনি ঐ বেদুইনকেও বললেন ঃ কোন ক্ষতি নেই। ইনশাআল্লাহ এটা পাপ থেকে পবিত্রকারী। বেদুইন লোকটি ভদ্রতা জ্ঞানের অভাবশত বলে ফেলল, আপনি বলছেন পবিত্রকারী। মোটেই না। বরং এটা এমন একটা জ্বর যা একজন অতিশয় বৃদ্ধের দেহে টগবগ করে ফুটছে এবং জ্বর তাকে কবর দেখিয়ে ছাড়বে। অর্থাৎ মৃত্যু ঘটাবে। নবী (স) বললেন ঃ তবে তা-ই হোক। বাস্তবেও তা-ই হলো। ঐ বেদুইন লোকটি পরের দিন সন্ধ্যার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করল।

٣٣٤٩- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَاٰلَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَعَادَ نَصْرَانِيًّا فَكَانَ يَقُوْلُ مَا يَدْرِيْ مُحَمَّدٌ إِلاَّ مَا كَتَبْتُ لَهُ فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ فَدَفَنُوْهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفِظَتْهُ الْأَرْضُ فَقَالُوْا هٰذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوْا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوْا لَهُ فَأَعْمَقُوْا (لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوْا) فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفِظَتْهُ الْأَرْضُ فَقَالُوْا هٰذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوْا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوْا لَهُ وَاعْمَقُوْا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوْا فَأَصْبَحَ قَدْ لَفِظَتْهُ الْأَرْضُ فَعَلِمُوْا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلْقَوْهُ -

৩৩৪৯. আনাস (রা) বলেন, একজন লোক প্রথমে খৃষ্টান ছিল। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে সূরা আল বাকারা ও সূরা আলে ইমরান পড়ে শেষ করল এবং নবী (স)-এর নির্দেশ ক্রমে অহী লিখতে শুরু করল অর্থাৎ অহী লেখক নিযুক্ত হলো। তারপর সে নবী (স)-এর নিকট থেকে পালিয়ে গিয়ে আবার খৃষ্টান হয়ে গেল এবং বলতে লাগল, আমি মুহাম্মাদকে যা লিখে দিতাম তাছাড়া আর কিছুই সে জানে না।

তারপর আল্লাহ তাকে মৃত্যুমুখে পতিত করলে খৃষ্টানরা তাকে কবরস্থ করল। কিন্তু পরদিন সকাল বেলা দেখা গেল, ভূগর্ভ তাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছে। তখন খৃষ্টানরা বলল,

এটা মুহাম্মাদ (স) ও তার সহচরদের কাজ। আমাদের এ লোকটি যেহেতু তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল তাই তারা এর কবর খুঁড়ে একে বাইরে ফেলে গিয়েছে। অতপর তারা তার জন্য আবার কবর খুঁড়লো এবং যতটা সম্ভব তা গভীর করল (এবং তাকে দাফন করল।) পরদনি সকালে আবার দেখা গেল যে, ভূগর্ভ তাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছে। এবারেও খৃষ্টানরা বলল, এটা মুহাম্মাদ ও তার সহচরদের কাজ। আমাদের এ লোকটি যেহেতু তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল, তা-ই তারা এর কবর খুঁড়ে একে বাইরে ফেলে গিয়েছে। এরপর তারা তার জন্য আবার কবর খুঁড়ল এবং যতদূর সম্ভব কবরটি গভীর করল (এবং তাকে তাতে দাফন করল।) কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল যে, ভূগর্ভ তাকে বাইরে নিক্ষেপ করেছে। তখন তারা বুঝতে পারল যে, এটা কোন মানুষের কাজ নয়। তাই তারা তাকে ওভাবেই ফেলে রাখল।

٢٣٥٠- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا هَلَكَ كِسْرٰى فَلاَ كِسْرٰى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفَقُنَّ كُنُوْزُهُمَا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ -

৩৩৫০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কিসরা (পারস্য সম্রাটের উপাধি) যখন একবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, তারপর আর কোন কিসরার আবির্ভাব ঘটবে না এবং কাইসার (রোম সম্রাটের উপাধি) যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, তারপর আর কোন কাইসারের উদ্ভব ঘটবে না। ঐ সত্তার কসম ! যার হাতে মুহাম্মাদের জান ! এটা নিশ্চিত যে, অচিরেই তোমরা কিসরা ও কাইসারের ধনাগারসমূহ জয় করবে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করবে।[৩১]

٢٣٥١- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا هَلَكَ كِسْرٰى فَلاَ كِسْرٰى بَعْدَهُ (وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ) وَذَكَرَ وَقَالَ لَتُنْفَقُنَّ كُنُوْزُهُمَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

৩৩৫১. জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে মরফু হাদীসে[৩২] বর্ণিত। তিনি বলেন, কিসরা যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, তখন আর কোন কিসরার আবির্ভাব ঘটবে না এবং কাইসার যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, তারপর আর কোন কাইসারের আবির্ভাব ঘটবে না। সামুরা আরো উল্লেখ করেন যে, নবী (স) এও বলেছেন, অচিরেই কিসরা ও কাইসারের ধনাগারসমূহ অবশ্যই আল্লাহর পথে ব্যয়িত হবে।

৩১. মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাব যুগে ইরাক অগ্নি উপাসক পারস্য সম্রাটের অধীনে এবং সিরিয়া খৃষ্টান রোম সম্রাটের অধীনে ছিল। তৎকালে এ দু'টি দেশ অর্থাৎ ইরাক ও সিরিয়া কুরাইশদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। তাই ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের মনে আশংকা জাগল যে, ইরাক ও সিরিয়ায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে। তখন রসূলুল্লাহ (স) কুরাইশ মুসলমানদেরকে আশ্বস্ত ও আশংকামুক্ত করার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, অচিরেই পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটবে এবং তাদের ধনাগারসমূহ মুসলমানদের করতলগত হবে। রসূলুল্লাহর (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণীটি মাত্র কয়েক বছর পর আবু বকর ও উমর (রা)-এর খিলাফত যুগে ইরাক ও সিরিয়া বিজয়ের মাধ্যমে বাস্তবে রূপ লাভ করে।

৩২. মরফু হাদীস—যে হাদীসের সনদ সরাসরি রসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌঁছেছে কিন্তু রাবী কোন কারণে রসূলের নাম উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ স্বয়ং রসূলের হাদীস বলে সাব্যস্ত ও স্বিরীকৃত হয়েছে তাকে মরফু হাদীস বলে।

٣٣٥٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ مُسَيْلَمَةُ الْكَذَّابُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَجَعَلَ يَقُوْلُ إِنْ جَعَلَ لِيْ مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهٖ تَبِعْتُهٗ وَقَدِمَهَا فِيْ بَشَرٍ كَثِيْرٍ مِنْ قَوْمِهٖ فَاَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَمَعَهٗ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَفِيْ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ قِطْعَةُ جَرِيْدٍ حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى مُسَيْلَمَةَ فِيْ أَصْحَابِهٖ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنِيْ هٰذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللّٰهِ فِيْكَ وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللّٰهُ وَإِنِّيْ لَأَرَاكَ الَّذِيْ أُرِيْتُ فِيْكَ مَا رَأَيْتُ فَأَخْبَرَنِيْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِيْ يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهَمَّنِيْ شَأْنُهُمَا فَأُوْحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِيْ فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيَّ وَالْاٰخَرُ مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ ـ

৩৩৫২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর যমানায় একবার মুসাইলামা কায্যাব এসে মুসলমানদেরকে বলতে লাগল, যদি মুহাম্মদ তাঁর পরে আমাকে খলীফা স্থলাভিষিক্ত করে যান, তবে আমি তার আনুগত্য করব। সে তার দলের বহু লোককে সাথে নিয়ে এসেছিল। খবর পেয়ে রসূলুল্লাহ (স) সাবেত ইবনে কাইস ইবনে শাম্মাসকে সাথে নিয়ে তার নিকট যাত্রা করলেন। রসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে ছিল একটি কাষ্ঠ খন্ড। তিনি সাথীদের দ্বারা বেষ্টিত মুসাইলামার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন, যদি এই নগণ্য কাষ্ঠ খন্ডটিও তুমি আমার নিকট দাবী কর তাও আমি তোমাকে দেব না। তোমার ব্যাপারে আল্লাহর যা ফয়সালা তা তুমি কখনো লংঘন করতে পারবে না। যদিও কিছুদিন তুমি জীবিত থাক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তোমাকে অবশ্যই ধ্বংস করবেন। নিসন্দেহে আমি তোমাকে সে ব্যক্তি বলেই মনে করি, যার সম্পর্কে আমাকে স্বপ্নযোগে সবকিছু দেখানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবু হুরাইরা (রা) আমাকে বলেছেন, একদিন রসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি একদা ঘুমিয়ে আছি। হঠাৎ স্বপ্নের মধ্যে দেখি যে, আমার দু' হাতে দু'টো সোনার কঙ্কন। কঙ্কন দু'টো আমাকে সাংঘাতিক ভাবিয়ে তুলল। এমতাবস্থায় স্বপ্নের মাঝেই আমার নিকট অহী এল ঃ আপনি এতে ফুঁ দিন। আমি ফুঁ দিতেই কঙ্কন দু'টো উড়ে গেল। আমি এর ব্যাখ্যা এভাবে করলাম যে, আমার পর দু'জন মিথ্যাবাদী ভন্ডব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে। তাদের একজন হল আসওয়াদ আনসী ও অপরজন হল ইয়ামামার অধিবাসী মুসাইলামা।[৩৩]

٣٣٥٣- عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أُهَاجِرُ

৩৩. নবী (স)-এর ইন্তিকালের পর কিছু লোক নিজেদেরকে নবী বলে দাবী করে। এদের মধ্যে মুসাইলামা ও আসওয়াদ আনসী অন্যতম। আবু বকর (রা) খলীফা হওয়ার পর মুসলিম সেনাবাহিনী পাঠিয়ে এসব ভন্ড নবীদের নির্মূল করেন। হামযা (রা)-এর হত্যাকারী অহশী মুসাইলামাকে এবং কাইস ইবনে মাকশুহ ও ফিরোয দাইলামী আসওয়াদ আনসীকে হত্যা করেন।

مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةَ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هٰذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ بِأُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَاجَاءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيمَا بَقَرًا وَاللّٰهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللّٰهُ (بِهِ) مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي اٰتَانَا اللّٰهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ -

৩৩৫৩. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, আমি একদা স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মক্কা থেকে হিজরত করে এমন একটি স্থানে এসেছি যেখানে বহু খেজুরের বৃক্ষ রয়েছে। আমার মনে হল, স্থানটা ইয়ামামা কিংবা হাজর (ইয়েমেনের একটি শহর) হবে। মূলত স্থানটি ছিল মদীনা যার পূর্ব নাম ইয়াসরিব। আমি আরও স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একখানা তরবারী নাড়াচাড়া করছি। হঠাৎ তার ধার নষ্ট হয়ে গেল। এটা ছিল সেই বিপর্যয়ের ইঙ্গিত যা ওহোদ দিবসে মুমিনদের ওপর নেমে এসেছিল। তারপর আমি তরবারীখানা দ্বিতীয়বার নাড়াচাড়া করলাম। এবার তা পূর্বের চাইতে উত্তম রূপ ধারণ করল। এটা হলো (পরবর্তী পর্যায়ে) আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বিজয় ও মুমিনদের পুনরায় একত্রিত ও সমবেত হওয়ার ইঙ্গিত। আমি আরো স্বপ্নে দেখলাম একটি গাভী জবাই করা হচ্ছে এবং আমি স্বপ্নের মাঝে এ কথাটিও শুনতে পেলাম যে, আল্লাহ যা করেন তা-ই ভাল। অর্থাৎ তাতেই কল্যাণ নিহিত থাকে। এই গাভীটি হল ওহোদ দিবসের (যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) মুসলমান। আর ভাল হলো আল্লাহর নিকট থেকে আগত ঐ সকল কল্যাণ ও সত্যবাদিতার পুরস্কার যা আল্লাহ বদর দিবসের পর আমাদেরকে দান করেছেন।

[অর্থাৎ আল্লাহ স্বপ্নযোগে নবী (স)-কে জানিয়ে দিলেন যে, ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ও শাহাদাত বরণের পেছনে সুদূরপ্রসারী কল্যাণ নিহিত ছিল।]

٣٣٥٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَبْكِيْنَ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَضَحِكَتْ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لأُفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ اَسَرَّ إِلَيَّ إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْاٰنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ حَضَرَ أَجَلِي وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي لَحَاقًا بِي فَبَكَيْتُ فَقَالَ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ فَضَحِكْتُ لِذٰلِكَ -

৩৩৫৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ফাতিমা (রা) হাঁটতে হাঁটতে আমাদের গৃহে এলেন। তার চলার ভঙ্গি অনেকটা নবী (স)-এর ন্যায় ছিল। তাকে দেখে নবী (স) বললেন, আমার কন্যার প্রতি মুবারকবাদ। তারপর তাকে নিজের ডান কিংবা বাম দিকে (রাবীর সন্দেহ) বসালেন এবং চুপি চুপি তাকে কি যেন বললেন। তখন সে কাঁদতে লাগলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কাঁদছ কেন ? তারপর নবী (স) আবার তাকে চুপি চুপি কি যেন বললেন। এবার সে হেসে দিল। আমি বললাম, আনন্দকে বেদনার এত কাছাকাছি আজকের মত আর কখনো আমি দেখিনি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) তাকে কি বলেছেন ? ফাতিমা জবাব দিলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর গোপনীয়তা প্রকাশ করাটা পসন্দ করি না। তারপর নবী (স) যখন ইন্তিকাল করলেন, তখন তাকে আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) কি বলেছিলেন ? ফাতিমা বললেন, তিনি প্রথমবার আমাকে চুপি চুপি বললেন, জিবরাইল (আ) কুরআন সম্পূর্ণটা প্রতি বছর একবার আমার নিকট পড়ে শুনাতেন। কিন্তু এ বছর তিনি দু'বার তা পাঠ করেছেন। এতে আমার ধারণা যে, আমার মৃত্যু নিকবর্তী। আর আমার পরিজনদের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। একথা শুনে আমি কাঁদতে লাগলাম। তখন দ্বিতীয়বার তিনি বললেন, এতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও যে, তুমি জান্নাতবাসিনী স্ত্রীলোকদের কিংবা মুমিন স্ত্রীলোকদের (রাবীর সন্দেহ) নেত্রী হবে। এ কথা শুনে আমি খুশীতে হেসে দিলাম।

٣٣٥٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ قَالَتْ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَتْ سَارَّنِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ -

৩৩৫৫. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) যখন মৃত্যু রোগে আক্রান্ত তখন একদিন নিজ কন্যা ফাতিমাকে ডেকে পাঠান এবং চুপি চুপি তাকে কি যেন বলেন। তখন ফাতিমা কাঁদতে লাগলেন। তারপর আবার তাকে ডেকে পাঠান এবং চুপি চুপি তাকে কি যেন বলেন। তখন ফাতিমা হেসে দিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এ ব্যাপারে ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, নবী (স) প্রথমবার চুপি চুপি আমাকে যে অসুখে তিনি ইনতিকাল করেছেন সে অসুখেই যে তার ইনতিকাল হবে এ কথা বলেছিলেন। তখন আমি কেঁদে ফেললাম। তারপর দ্বিতীয়বার তিনি চুপি চুপি আমাকে এ খবরটি দিলেন যে, তাঁর পরিজনদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তার পশ্চাতগামী হবো, (অর্থাৎ আমিই সবার আগে দুনিয়া ত্যাগ করব) তখন আমি হেসে দিলাম।

٣٣٥٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُدْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِنَّ لَنَا أَبْنَاءً مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَٰذِهِ الْآيَةِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَقَالَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ قَالَ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَعْلَمُ -

৩৩৫৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব (রা) ইবনে আব্বাসকে (আমাকে) নিজের নিকটে বসাতেন। একদিন আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাঁকে (উমরকে) বললেন, এর সমবয়সী আমাদেরও অনেক ছেলে রয়েছে। তিনি বললেন, এটা তো ঐ হিসেবে যা আপনিও জানেন। (অর্থাৎ তার জ্ঞান ও গুণের জন্যে।) তারপর উমর ইবনে আব্বাসকে اذا جاء نصر الله والفتح "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এল" এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন। ইবনে আব্বাস বললেন, (এ আয়াতে) রসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাত সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হয়েছে। উমর (রা) বললেন, আমিও এর ব্যাখ্যা তাই মনে করি যা তুমি জান।

٣٣٥٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ بِمِلْحَفَةٍ قَدْ عَصَّبَ بِعِصَابَةٍ دَسْمَاءَ حَتّٰى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُوْنَ وَيَقِلُّ الْاَنْصَارُ حَتّٰى يَكُوْنُوْا فِى النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ فَمَنْ وَلِىَ مِنْكُمْ شَيْئًا يَضُرُّ فِيْهِ قَوْمًا وَيَنْفَعُ فِيْهِ اٰخَرِيْنَ فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيْئِهِمْ فَكَانَ اٰخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ-

৩৩৫৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (স) মৃত্যু রোগে আক্রান্ত তখন একদিন একখানা চাদর মুড়ি দিয়ে মাথায় কালো কাপড়ের পট্টি বেঁধে বেরিয়ে এলেন এবং সোজা মিম্বরের ওপর গিয়ে বসে প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর সমবেত সাহাবাদের বললেন, মানুষ দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আনসার কমতে থাকবে। এক সময় এমন হবে যে, অন্যান্য মানুষের মধ্যে তাদের অবস্থা হবে খাদ্যের মাঝে লবণ তুল্য। তখন তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এরূপ ক্ষমতার অধিকারী হয় যে, সে ইচ্ছা করলে কারো ক্ষতি করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে কারো উপকার করতে পারে, তবে সে যেন আনসারদের উত্তম ব্যক্তিদের সৎকার্যাবলীকে গ্রহণ করে ও তাদের মন্দ ব্যক্তিদের অন্যায়কে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে। এটাই ছিল নবী (স)-এর সর্বশেষ মজলিস।

٣٣٥٨- عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ أَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْحَسَنَ فَصَعِدَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اِبْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

৩৩৫৮. আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (স) আলীর পুত্র হাসানকে ঘরের বাইরে নিয়ে এলেন এবং তাকে নিয়ে মিম্বরে আরোহণ করলেন। তারপর বললেন, আমার এ পুত্র (দৌহিত্র)[৩৪] নেতা হবে এবং সম্ভবত এর দ্বারাই আল্লাহ মুসলমানদের দু'টি বিবদমান দলের মধ্যে সমঝোতা করাবেন।

٣٣٥٩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى جَعْفَرًا وَزَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَجِيْءَ خَبَرُهُمْ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ -

৩৪. আরবীতে পুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্র সবার ক্ষেত্রে ابن শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমনি اب শব্দটি পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ সবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

৩৩৫৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) (মূতার যুদ্ধে) জাফর ইবনে আবু তালিব ও যায়েদ ইবনে হারেসার শাহাদাতের খবর আসার পূর্বেই তাদের মৃত্যুর খবর দিয়েছিলেন। তখন তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু পড়ছিল।

٣٣٦٠- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ قُلْتُ وَأَنَّى يَكُوْنُ لَنَا الْأَنْمَاطُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيَكُوْنُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَأَنَا أَقُوْلُ لَهَا يَعْنِي امْرَأَتَهُ أَخِّرِيْ عَنِّي أَنْمَاطَكِ فَتَقُوْلُ أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُوْنُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَأَدَعُهَا -

৩৩৬০. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (স) বললেন, তোমাদের কি মখমলের গালিচা কার্পেট ইত্যাদি আছে? আমি বললাম, আমাদের আবার কোথা থেকে গালিচা, কার্পেট থাকবে? তিনি বললেন, দেখো, অচিরেই তোমাদের গালিচা কার্পেট ইত্যাদি হবে। জাবের (হাদীস বর্ণনা করার কালে) বললেন, এখন আমাদের গালিচা কার্পেট হয়েছে এবং (আমার স্ত্রী তা বিছালে) আমি আমার স্ত্রীকে যদি বলি, তোমার গালিচা, কার্পেট আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও। তখন সে বলে, কেন? নবী (স) কি বলেননি যে, শীঘ্রই তোমাদের গালিচা, কার্পেট হবে! কাজেই আমি তা বিছানো অবস্থায় থাকতে দেই।

٣٣٦١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ انْطَلَقَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مُعْتَمِرًا قَالَ فَنَزَلَ عَلٰى أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ أَبِيْ صَفْوَانَ وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَرَّ بِالْمَدِيْنَةِ نَزَلَ عَلٰى سَعْدٍ فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ انْتَظِرْ حَتّٰى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَغَفَلَ النَّاسُ انْطَلَقْتُ فَطُفْتُ فَبَيْنَا سَعْدٌ يَطُوْفُ إِذَا أَبُوْ جَهْلٍ فَقَالَ مَنْ هٰذَا الَّذِيْ يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ فَقَالَ سَعْدٌ أَنَا سَعْدٌ فَقَالَ أَبُوْ جَهْلٍ تَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ اٰمِنًا وَقَدْ اٰوَيْتُمْ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ فَقَالَ نَعَمْ فَتَلَاحَيَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلٰى أَبِي الْحَكَمِ فَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِيْ ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ وَاللّٰهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِيْ أَنْ أَطُوْفَ بِالْبَيْتِ لَأَقْطَعَنَّ مَتْجَرَكَ بِالشَّامِ قَالَ فَجَعَلَ أُمَيَّةُ يَقُوْلُ لِسَعْدٍ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ وَجَعَلَ يُمْسِكُهُ فَغَضِبَ سَعْدٌ فَقَالَ دَعْنَا عَنْكَ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﷺ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُكَ قَالَ إِيَّايَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَاللّٰهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّثَ فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ أَمَا تَعْلَمِيْنَ مَا قَالَ لِيْ أَخِي الْيَثْرِبِيُّ قَالَتْ وَمَا قَالَ قَالَ زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدًا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلِيْ قَالَتْ فَوَاللّٰهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ قَالَ فَلَمَّا خَرَجُوْا إِلٰى بَدْرٍ وَجَاءَ الصَّرِيْخُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَمَا ذَكَرْتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوْكَ الْيَثْرِبِيُّ قَالَ فَأَرَادَ

أَنْ لاَ يَخْرُجَ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ جَهْلٍ إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِيْ فَسِرْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَسَارَ مَعَهُمْ فَقَتَلَهُ اللّٰهُ -

৩৩৬১. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সাদ ইবনে মুআয উমরা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওনা হলেন এবং মক্কা গিয়ে উমাইয়া ইবনে খালফ আবু সাফওয়ানের বাড়িতে উঠলেন। আর উমাইয়া যখন ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া যেত, তখন সে পথিমধ্যে মদীনায় সাদ-এর বাড়িতে উঠত। সাদ উমাইয়ার নিকট উমরা সম্পাদনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে উমাইয়া সা'দকে বলল, অপেক্ষা কর। যখন দুপুর হবে এবং লোকেরা নিজেদের কাজকামে মশগুল হয়ে পড়বে তখন যাবো এবং তাওয়াফ করব। তারপর দুপুর বেলায় সা'দ যখন কাবা ঘরের তাওয়াফ করছিলেন, তখন হঠাৎ আবু জাহল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল এবং বলল, যে লোকটি কাবা ঘরের তাওয়াফ করছে সে কে? সা'দ বললেন, আমি সা'দ। আবু জাহল বলল, তুমি তো খুব নির্বিঘ্নে কাবা ঘরের তওয়াফ করছ। অথচ তোমরা মুহাম্মাদ ও তার সহচরদেরকে আশ্রয় দিয়েছ। সা'দ বললেন, হাঁ। দিয়েছি, তাতে কি হয়েছে? এ বলে তাদের উভয়ের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। তখন উমাইয়া সা'দকে বলল, আবুল হাকামের (আবু জাহল) সাথে বাদানুবাদ করো না। কারণ, তিনি মক্কাবাসীদের সরদার। অতপর সা'দ আবু জাহলকে বললেন, তুমি যদি কাবা ঘরের তওয়াফ করতে আমাকে বাধা দাও, তবে আল্লাহর কসম! আমি তোমার সিরিয়ায় ব্যবসায়ের পথ রুদ্ধ করে দেব। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন, উমাইয়া সা'দকে বারংবার বলছে, চড়া স্বরে কথা বলো না এবং তাঁকে বাধা দিতে লাগল। এতে সা'দ ক্রুদ্ধ হয়ে উমাইয়াকে বললেন, ছাড় তোমার কথা! আমি মুহাম্মাদ (স) কে নিশ্চিতভাবে বলতে শুনেছি যে, তিনি তোমার হত্যাকারী হবেন। সে বলল, আমার? সা'দ বললেন, হাঁ। সে বলল, আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ যখন কোন কথা বলেন তখন তিনি মিথ্যা বলেন না। তারপর উমাইয়া বাড়ি ফিরে গিয়ে স্ত্রীকে বলল, আরে শুনেছ, আমার মদীনার ভাইটি আমাকে কি বলে? স্ত্রী বলল কেন? কি বলেন তিনি? উমাইয়া বলেন যে, সে মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছে যে, তিনি (মুহাম্মাদ) আমার হত্যাকারী হবেন। স্ত্রী বলল, আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ তো মিথ্যা বলেন না। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন, যখন মক্কার কাফেররা বদর যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি নিতে লাগল এবং যুদ্ধের ঘোষণা হয়ে গেল, তখন উমাইয়ার স্ত্রী তাকে বলল, তোমার মদীনার ভাইটি তোমাকে যে কথাটি বলেছিল তা কি তোমার মনে নেই? ইবনে মাসউদ বলেন, তখন উমাইয়া স্থির করল যে, সে যুদ্ধে যাবে না। তাতে আবু জাহল তাকে বলল, আপনি মক্কার একজন সম্ভ্রান্ত নেতা। সুতরাং একদিন কিংবা দু'দিনের জন্য হলেও আমাদের সাথে চলুন, পরে না হয় ফিরে আসবেন। তারপর সে তাদের সাথে চলল। কিন্তু ফিরি ফিরি করে তার আর ফেরা হলো না। অবশেষে আল্লাহ্ তাকে (বদর যুদ্ধে) হত্যা করালেন।

٣٣٦٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِيْنَ فِيْ صَعِيْدٍ فَقَامَ أَبُوْ بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا أَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِيْ بَعْضِ نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ

أَخَذَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ بِيَدِهِ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا فِى النَّاسِ يَفْرِىْ فَرِيَّهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسِ بِعَطَنٍ * وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَنَزَعَ أَبُو بَكْرٍ ذَنُوبَيْنِ -

৩৩৬২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, একদা স্বপ্নের মধ্যে আমি লোকদেরকে একটি মাঠে সমবেত দেখলাম। তারপর আবু বকর (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং একটি কূপ থেকে এক বালতি কিংবা দু' বালতি (রাবীর সন্দেহ) পানি টেনে তুললেন। তাঁর ঐ বালতি টানার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আর (এর জন্য) আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করবেন। তারপর উমর ঐ বালতিটা ধরলে তাঁর হাতে গিয়ে তা বৃহদাকার বালতিতে পরিণত হলো এবং তিনি এমন শক্তির সাথে পানি তুলতে লাগলেন যে, কোন বাহাদুর লোককে আমি তাঁর মত শক্তি সহকারে কাজ করতে দেখিনি। (তিনি এত পানি তুললেন যে,) লোকেরা তাদের উটকে পরিতৃপ্ত করে পানি পান করিয়ে উটশালায় নিয়ে গেল।

হাম্মাম বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা)-কে নবী (স) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি ঃ "অতপর আবু বকর (রা) দু' বালতি পানি টেনে তুললেন।"[৩৫]

٣٣٦٣- عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ أُنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَى النَّبِىَّ ﷺ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لأُمِّ سَلَمَةَ مَنْ هٰذَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ قَالَتْ هٰذَا دِحْيَةُ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ اَيْمُ اللهِ مَاحَسِبْتُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ يُخْبِرُ جِبْرِيْلَ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ فَقُلْتُ لأَبِى عُثْمَانَ مِمَّنْ سَمِعْتَ هٰذَا قَالَ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ -

৩৩৬৩. আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, একদা জিবরাইল (আ) (সাহাবী দেহইয়া-এর আকৃতি ধারণ করে) নবী (স)-এর নিকট এসে কথা বলতে লাগলেন। তখন তাঁর নিকট উম্মে সালামা (রা)ও উপস্থিত ছিলেন। তারপর জিবরাইল (আ) উঠে চলে গেলেন। নবী (স) উম্মে সালামা (রা)-কে বললেন ঃ বলতো, এ লোকটি কে ছিল ? তিনি বললেন ঃ এ লোকটি দেহইয়া ছিল।

উম্মে সালামা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম ! নবী (স)-কে এরপরেই খুৎবা দানকালে জিবরাইলের উল্লেখ করতে শোনা পর্যন্ত ঐ আগন্তুককে আমি দেহইয়াই ভেবেছিলাম। তারপর খুৎবাতে জিবরাইলের উল্লেখ শুনে বুঝতে পারলাম যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে দেহইয়া ছিলেন না—তিনি ছিলেন জিবরাইল (আ)।

(সুলাইমান নামক) একজন রাবী বলেন, আমি আবু উসামাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কার কাছ থেকে এ হাদীস শুনেছেন। তিনি বললেন, উসামা ইবনে যায়েদ থেকে।

---

৩৫. উপরোক্ত হাদীসে আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ বলেন ঃ

قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ

"(আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি) তারা তাঁকে মুহাম্মাদ (স)-কে এরূপ চিনে, যেরূপ আপন সন্তানদেরকে চিনে থাকে। আর নিশ্চয় তাদের একদল জেনে শুনে বাস্তব সত্যকে গোপন করছে।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৬)

٣٣٦٤– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُوْدَ جَاؤُا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَجِدُوْنَ فِي التَّوْرَاةِ شَأْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوْا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُوْنَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيْهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوْهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلٰى اٰيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ اِرْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيْهَا اٰيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوْا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيْهَا اٰيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُجِمَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ ـ

৩৩৬৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কতিপয় ইয়াহুদী রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বলল, তাদের একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক ব্যভিচার করেছে। (এখন তাদের কি শাস্তি দিতে হবে ?) রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে বললেন ঃ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা সম্পর্কে তোমরা তাওরাত কিতাবে কি আদেশ পাও ? তারা বলল, আমরা তো ব্যভিচারীদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে থাকি এবং তাদেরকে বেত্রাঘাত করা হয়। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, তোমরা মিথ্যা বলেছ। নিশ্চয় তাওরাতে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার কথা রয়েছে। তারপর তারা তাওরাত এনে তা মেলে ধরল এবং তাদের একজন প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার আয়াতটি হাত দিয়ে ঢেকে রেখে তার পূর্বের ও পরের আয়াতগুলো পাঠ করল। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তাকে বললেন, তোমার হাত সরাও তো দেখি। সে তার হাত সরিয়ে নিলে দেখা গেল যে, সেখানে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার আয়াতটি রয়েছে। তারা বলল, হে মুহাম্মাদ ! আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সত্য বলেছে, এতে তাওরাতে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার আয়াত রয়েছে। অতপর রসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশক্রমে ঐ ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হলো।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, আমি পুরুষটিকে দেখলাম সে ঐ (ব্যভিচারিণী) স্ত্রীলোকটির ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকে প্রস্তরাঘাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের দাবী, নবী (স) যেন তাদেরকে কোন মুজিযা প্রদর্শন করেন। তখন তিনি তাদেরকে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন।

٣٣٦٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شِقَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اشْهَدُوْا -

৩৩৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবী (স)-এর যমানায় (আল্লাহর হুকুমে) চাঁদ দুই খণ্ডে পরিণত হলে নবী (স) বললেন, "তোমরা সাক্ষী থাক।"

٣٣٦٦- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ اٰيَةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ -

৩৩৬৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট দাবী উত্থাপন করল যে, তিনি যেন তাদেরকে কোন মুজিযা (অলৌকিক নিদর্শন) দেখান। তখন তিনি তাদেরকে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন।

٣٣٦٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ فِىْ زَمَانِ النَّبِىِّ ﷺ -

৩৩৬৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর যমানায় (তাঁর হাতের ইশরায়) চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল।

٣٣٦٨- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيْاٰنِ بَيْنَ أَيْدِيْهِمَا فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتّٰى أَتٰى أَهْلَهُ -

৩৩৬৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর সাহাবাদের মধ্যে দু'ব্যক্তি (উববাদ ইবনে বশর ও উসাইদ ইবনে হুযাইর) একদা অন্ধকার রাতে নবী (স)-এর নিকট থেকে বের হলেন। তাদের দু'জনের সাথে যেন দু'টি বাতি তাদের সম্মুখ ভাগ আলোকিত করে চলেছিল। (পথিমধ্যে) যখন তারা দু'জন আলাদা হয়ে গেল তখন তাদের প্রত্যেকের সাথে একটি করে বাতি হয়ে গেল এবং (ঐ বাতির আলোতে) তারা বাড়িতে এসে পৌছুল।

٣٣٦٩- عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِىْ ظَاهِرِيْنَ حَتّٰى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ -

৩৩৬৯. কায়েস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-কে নবী (স) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। নবী (স) বলেছেন, আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক সর্বদা বিজয়ী থাকবে। এমনকি কিয়ামত যখন তাদের নিকটবর্তী হবে তখনো তারা বিজয়ী থাকবে।

٣٣٧٠- عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِىْ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللّٰهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى

يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَ عُمَيْرٌ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ قَالَ مُعَاذٌ وَهُمْ بِالشَّامِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ هٰذَا مَالِكٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُوْلُ وَهُمْ بِالشَّامِ -

৩৩৭০. উমাইর ইবনে হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুআবিয়া থেকে শুনেছেন মুআবিয়া বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বসময় (সর্বযুগে) এমন একটি দল থাকবে যারা (সর্বাবস্থায়) আল্লাহর দীনের ওপর সুদৃঢ় থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে এবং তাদের অপমান (করার চেষ্টা) করবে, তারা তাদের কোন রূপ ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। এমনকি কিয়ামত যখন এসে যাবে তখনো তারা ঐ একই অবস্থায়ই থাকবে। (অর্থাৎ আল্লাহর দীনের ওপর অবিচল থাকবে।)

উমাইর ইবনে হানী মালেক ইবনে ইউখামিরের বরাত দিয়ে বলেন, মুআয বলেছেন, ঐ দলটি সিরিয়ায় অবস্থান করবে। মুআবিয়া বলেন, এই মালেক এখানে আছেন। তিনি ধারণা করছেন যে, মুআয বলেছেন, ঐ দলটি সিরিয়ায় অবস্থান করবে।

٣٣٧١- عَنْ عُرْوَةَ هُوَ الْبَارِقِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِيْنَارًا يَشْتَرِىْ لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرٰى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ وَجَاءَهُ بِدِيْنَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِىْ بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اِشْتَرٰى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيْهِ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ جَاءَنَا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْهُ قَالَ سَمِعَهُ شَبِيْبٌ مِنْ عُرْوَةَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ شَبِيْبٌ إِنِّى لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُخْبِرُوْنَهُ عَنْهُ وَلٰكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْخَيْرُ مَعْقُوْدٌ بِنَوَاصِى الْخَيْلِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ فِى دَارِهِ سَبْعِيْنَ فَرَسًا قَالَ سُفْيَانُ يَشْتَرِىْ لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أُضْحِيَّةٌ -

৩৩৭১. উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (স) তাকে একটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিয়ে তা দ্বারা তাঁর জন্য একটি ছাগল কিনে আনতে বললেন। তিনি ঐ দিনার দিয়ে দু'টি ছাগল কিনলেন। তারপর ছাগল দু'টির একটিকে এক দীনারে বিক্রি করে তিনি একটি দীনার ও একটি ছাগল নিয়ে নবী (স)-এর নিকট এলেন। তখন নবী (স) তার ব্যবসায়ে বরকতের জন্য দোয়া করলেন। ফলে তার অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তিনি মাটি খরিদ করলেও তাতে লাভবান হতেন।

এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, হাসান ইবনে আম্মারা শাবীব ও উরওয়ার বরাত দিয়ে এ হাদীসটি আমাদেরকে বলেছেন। তারপর আমি শাবীবকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, আমি সরাসরি উরওয়া থেকে শুনিনি। একটি গোত্র উরওয়ার বরাত দিয়ে আমাকে হাদীসটি বলেছেন। তবে উরওয়া থেকে আমি (অপর) একটি হাদীস শুনেছি। আর তা হলো এই ঃ উরওয়া বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত হয়েছে। আর আমি উরওয়ার গৃহে সত্তরটি ঘোড়া দেখেছি।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, নবী (স)-এর জন্য যে ছাগলটি ক্রয় করা হয়েছিল তা হয়তবা কুরবানীর জন্য ছিল।

٣٣٧٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৩৩৭২. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ঘোড়ার ললাটদেশে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত রাখা হয়েছে। (অর্থাৎ ঘোড়া অত্যন্ত কল্যাণকর প্রাণী।)

٣٣٧٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ -

৩৩৭৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। ঘোড়ার ললাটদেশে কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

٣٣٧٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ لِرَجُلٍ اَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلٰى رَجُلٍ وِزْرٌ فَاَمَّا الَّذِىْ لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَطَالَ لَهَا فِىْ مَرْجٍ اَوْ رَوْضَةٍ وَمَا اَصَابَتْ فِىْ طِيَلِهَا مِنَ الْمَرْجِ اَوِالرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ اَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ اَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ اَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ وَلَمْ يُرِدْ اَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذٰلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَسِتْرًا وَتَعَفُّفًا لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِىْ رِقَابِهَا وَظُهُوْرِهَا فَهِىَ لَهُ كَذٰلِكَ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لاَهْلِ الْاِسْلاَمِ فَهِىَ وِزْرٌ وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ مَا اُنْزِلَ عَلَىَّ فِيْهَا الاَّ هٰذِهِ الْاٰيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ : فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ -

৩৩৭৪. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন, ঘোড়া তিন প্রকার ঃ কোন ব্যক্তির জন্য (ঘোড়া পোষা) সওয়াবের কাজ। কোন ব্যক্তির জন্য (ঘোড়া দারিদ্র্যের) আবরণ। আর কোন ব্যক্তির জন্য (ঘোড়া) গুনার বাহন। ঐ ব্যক্তির জন্য (ঘোড়া পোষা) সওয়াবের কাজ, যে আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) তাকে বেঁধে (প্রস্তুত) রাখে। অতপর লম্বা রশিতে বেঁধে কোন চারণভূমি কিংবা বাগানে তাকে চরতে দেয়। এমতাবস্থায় সে চারণভূমি কিংবা বাগানের যতখানি জায়গা ঐ রশির নাগালের ভেতরে পড়বে, তত পরিমাণ সওয়াব সে (ঘোড়ার মালিক) লাভ করবে। যদি ঘোড়াটি রশি ছিঁড়ে দু' একটা টিলা অতিক্রম করে যায়, তবে যতদূর পর্যন্ত তার পদচিহ্ন পড়েছে, তত পরিমাণ সওয়াব লাভ করবে। যদি ঘোড়াটি কোন নহরে (ঝর্ণা বা হ্রদে) গিয়ে পানি

পান করে, অথচ মালিক (ঐ নহর থেকে) পানি পান করাবার কোনরূপ ইচ্ছাও করেনি, তবুও এতে সে সওয়াবের অধিকারী হবে। আর যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য (দারিদ্র্যের গ্লানি থেকে নিজেকে) আড়াল করা এবং অপরের মুখাপেক্ষী হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ঘোড়া বেঁধে রাখে (অর্থাৎ পালন করে) এবং তার গর্দান ও পিঠে আল্লাহর যে হক রয়েছে তা ভুলে না যায়, তবে ঐ ঘোড়ার মালিকের জন্য তা (দারিদ্র ও পরমুখাপেক্ষিতার পথে) পর্দা বা আবরণ স্বরূপ। (অর্থাৎ দারিদ্র কখনো তার কাছ ঘেষতে পারে না এবং তাকে কখনো পরমুখাপেক্ষী হতে হয় না।) আর যে ব্যক্তি দাম্ভিকতা, লোক দেখানো ও মুসলমানদের সাথে শত্রুতা সাধনের জন্য ঘোড়া বেঁধে রাখে, তার জন্য ঐ ঘোড়া গুনার বাহন স্বরূপ।

(অতপর) নবী (স)-কে গাধা পালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ সম্পর্কে আমার প্রতি নির্দিষ্ট করে কিছু অবতীর্ণ হয়নি। তবে এই অনুপম ও ব্যাপক অর্থবোধক আয়াতটি নাযিল হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ নেক কাজ করবে সে পরকালে স্বচক্ষে তা দেখতে পাবে (অর্থাৎ প্রতিদান পাবে)। আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করবে সে পরকালে স্বচক্ষে তা দেখতে পাবে (অর্থাৎ প্রতিফল ভোগ করবে)। (সুতরাং সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে গাধা পালন করলে তাতেও সওয়াব পাওয়া যাবে আর অসদুদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করলেও সওয়াবের স্থলে শূন্য পেতে হবে। অর্থাৎ নিয়তের বিশুদ্ধতায় সামান্য আমল ও প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য হয়, আর নিয়ত সঠিক না হওয়ার কারণে অনেক ভাল কাজও পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।)

٣٣٧٥- عَنْ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ اَنَسُ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ صَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ خيبر بُكْرَةً وَقَدْ خَرَجُوْا بِالْمَسَاحِيْ فَلَمَّا رَاَوْهُ قَالُوْا مُحَمَّدُ وَالْخَمِيْسُ وَاحَالُوْا اِلَى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ فَرَفَعَ النَّبِيُّ يَدَيْهِ وَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ -

৩৩৭৫. মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেককে (রা) বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (স) খুব প্রত্যুষে খায়বার নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানকার লোকেরা তখন নিড়ানী হাতে (ক্ষেতে কাজ করার জন্য) বেরিয়েছিল। যখন তারা তাঁকে দেখল তখন বলল, মুহাম্মদ তাঁর বাহিনী নিয়ে এসে পড়েছে। এ বলে তারা দৌড়ে গিয়ে কিল্লার মধ্যে ঢুকে পড়লো। তখন নবী (স) দু'হাত উত্তোলন করে বললেন, আল্লাহু আকবার। খায়বার ধ্বংস হয়ে গেছে। কেননা আমরা যখন কোন দলের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য তাদের কোন ময়দানে উপস্থিত হই, তখন সে ভীত সন্ত্রস্ত দলের প্রভাতটা অত্যন্ত শোচনীয় হয়।

٣٣٧٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا فَاَنْسَاهُ قَالَ ابْسُطْ رِدَاءَكَ فَبَسَطْتُ فَغَرَفَ بِيَدِهِ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ ضُمَّهُ فَضَمَمْتُهُ فَمَا نَسِيْتُ حَدِيْثًا بَعْدُ -

৩৩৭৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি আপনার নিকট থেকে অসংখ্য হাদীস শুনেছি। কিন্তু সব হাদীস আমি ভুলে গেছি। নবী (স) বললেন, তোমার চাদরখানা মেলে ধর। আমি তৎক্ষণাৎ তা মেলে ধরলাম। তখন নবী (স) নিজের একখানা হাত (কিংবা উভয় হাত) ঐ চাদরের মধ্যে রাখলেন। তারপর বললেন, এবার চাদরখানা তোমার বুকের সাথে চেপে ধর। আমি চেপে ধরলাম। তারপর থেকে হাদীস যা আমি নবী (স) থেকে শুনেছি কখনো ভুলিনি।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর সাহাবাদের মর্যাদা ; যে মুসলমান নবী (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন কিংবা তাঁকে (জীবদ্দশায়) দেখেছেন তিনি তাঁর আসহাবের অন্তর্ভুক্ত।

٣٣٧٧- عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيَقُوْلُوْنَ فِيْكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ هَلْ فِيْكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ هَلْ فِيْكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَن صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ـ

৩৩৭৭. আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, লোকদের ওপর এমন এক সময় আসবে যে, তাদের বহু সংখ্যক ব্যক্তি জিহাদে যোগদান করবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে তোমাদের মাঝে কি এমন লোক রয়েছেন যিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন ? তারা বলবে, হাঁ রয়েছেন। তখন তাদেরকে জয়যুক্ত করা হবে। অতপর লোকদের ওপর এমন এক সময় আসবে যে, তাদের বহু সংখ্যক ব্যক্তি জিহাদে যোগদান করবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মাঝে কি এমন কোন লোক রয়েছেন যিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করেছেন ? তারা বলবে, হাঁ (রয়েছেন)। তখন তাদেরকে বিজয় দান করা হবে। তারপর লোকদের ওপর এক যমানা আসবে যে, তাদের বহু সংখ্যক ব্যক্তি জিহাদে যোগদান করবে, তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মাঝে কি এমন কোন লোক রয়েছেন যিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীদের সাহচর্য লাভকারীদের (অর্থাৎ তাবেয়ীদের) সাহচর্য লাভ করেছেন ? তারা বলবে, হাঁ রয়েছেন। তখন তাদেরকেও জয়যুক্ত করা হবে।

٣٣٧٨- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ أُمَّتِى قَرْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَلَا أَدْرِىْ أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ (مَرَّتَيْنِ) أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُوْنَ وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلَا يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَنْذُرُوْنَ وَلَا يَفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ ـ

৩৩৭৮. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হল আমার সাহাবীদের যুগ। অতপর তৎপরবর্তী তাবেয়ীদের যুগ। অতপর তৎপরবর্তী তাবয়ে তাবেয়ীদের যুগ। ইমরান বলেন, নবী (স) তাঁর যুগের পর উত্তম যুগ হিসেবে দু'যুগের উল্লেখ করেছেন, না তিন যুগের তা আমার ভালভাবে স্মরণ নেই। অতপর তোমাদের (যুগসমূহ অতিবাহিত হবার) পর এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা সাক্ষ্য দেবে অথচ তাদের কাছে থেকে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা প্রকাশ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। সুতরাং তাদেরকে কখনো বিশ্বাস করা যাবে না। তারা আল্লাহর নামে কোন কিছু মানত করবে। কিন্তু তা তারা পুরা করবে না। (দুনিয়ার ভোগ বিলাস ও আরাম আয়েশে) তারা হবে অত্যন্ত স্থূলদেহী ও মোটাসোটা।

٣٣٧٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ وَكَانُوْا يَضْرِبُوْنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ -

৩৩৭৯. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম (যুগ) হল আমার সাহাবীদের যুগ। অতপর তৎপরবর্তীদের যুগ। অতপর তৎপরবর্তীদের যুগ। তারপর এমন একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে যাদের কেউ কেউ কসম খাবার আগে সাক্ষ্য দেবে এবং সাক্ষ্য দেয়ার আগে কসম খাবে।[৩৬] (হাদীসের অপর এক বর্ণনাকারী) ইবরাহীম নখয়ী বলেন, আমাদের মুরব্বীরা আমাদেরকে (আল্লাহর নামে কসম খেয়ে) সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ও ওয়াদা করার জন্য মারধোর করতেন, তখন আমরা ছোট ছিলাম।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ মুহাজিরদের মর্যাদা ও গুণাবলী ; যাদের মধ্যে আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে আবু কুহাফা তাইমী অন্যতম।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ أُوْلٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : إِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِيْ الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لاَ تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا -

"(যুদ্ধ লব্ধ সম্পদে) ঐসব দরিদ্র মুহাজিরদের বিশেষ অধিকার রয়েছে যাদেরকে ....।" (আল হাশর ঃ ৯) আল্লাহ তাআলা আরো বলেন ঃ তোমরা যদি নবীর সাহায্য না কর (তবে কোন পরোয়া নেই)। কেননা কাফেররা যখন তাকে বহিষ্কার করেছিল তখন আল্লাহ-ই তাকে সাহায্য করেছিলেন ....।" (আত তাওবা ঃ ৪০)

৩৬. অর্থাৎ কথায় কথায় সাক্ষ্য দেবে এবং খামাখা আল্লাহর নাম নিয়ে কসম খাবে। যেমন ঃ আমি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি, কিংবা আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি ঃ আল্লাহর কসম ! সে এমন নয় .... ইত্যাদি।

٣٣٨٠- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اِشْتَرٰى أَبُوْ بَكْرٍ مِنْ عَازِبٍ رَحْلاً بِثَلاَثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ لِعَازِبٍ مُرِالْبَرَاءَ فَلْيَحْمِلْ إِلَى رَحْلِى فَقَالَ عَازِبٌ لاَ حَتّٰى تُحَدِّثَنَا كَيْفَ صَنَعْتَ أَنْتَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ خَرَجْتُمَا مِنْ مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُوْنَ يَطْلُبُوْنَكُمْ قَالَ اِرْتَحَلْنَا مِنْ مَكَّةَ فَأَحْيَيْنَا أَوْ سَرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتّٰى أَظْهَرْنَا وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ فَرَمَيْتُ بِبَصَرِى هَلْ أَرٰى مِنْ ظِلٍّ فَاوِىَ إِلَيْهِ فَإِذَا صَخْرَةٌ أَتَيْتُهَا فَنَظَرْتُ بَقِيَّةَ ظِلٍّ لَهَا فَسَوَّيْتُهُ ثُمَّ فَرَشْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فِيْهِ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ اِضْطَجِعْ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ فَاضْطَجَعَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ اِنْطَلَقْتُ أَنْظُرُ مَا حَوْلِىْ هَلْ أَرٰى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًا فَإِذَا أَنَا بِرَاعِىْ غَنَمٍ يَسُوْقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيْدُ مِنْهَا الَّذِىْ أَرَدْنَا فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلاَمُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ هَلْ فِىْ غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لَبَنًا قَالَ نَعَمْ فَأَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ فَقَالَ هٰكَذَا ضَرَبَ إِحْدٰى كَفَّيْهِ بِالْأُخْرٰى فَحَلَبَ لِىْ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِدَاوَةً عَلٰى فَمِهَا خِرْقَةٌ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتّٰى بَرَدَ أَسْفَلُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَوَافَقْتُهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ فَقُلْتُ اِشْرَبْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ ثُمَّ قُلْتُ قَدْ اٰنَ الرَّحِيْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بَلٰى فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُوْنَا فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَلٰى فَرَسٍ لَهُ فَقُلْتُ هٰذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (تُرِيْحُوْنَ بِالْعَشِىِّ وَتَسْرَحُوْنَ بِالْغَدَاةِ)

৩৩৮০. বারাআ (রা) বলেন, একদা আবু বকর (রা) (বারাআর পিতা) আযেবের নিকট থেকে তের দিরহাম দিয়ে একটি হাওদা (উটের পিঠের কাষ্ঠ নির্মিত আসন) খরিদ করলেন। তারপর আবু বকর (রা) আযেবকে বললেন, (আপনার ছেলে) বারাআকে আদেশ করুন, আমার হাওদাটা আমার সেখানে বয়ে নিয়ে যেতে। তখন আযেব বললেন, এটা হবে না, যে পর্যন্ত আপনি ঐ সময়ের ঘটনাটি আমাদেরকে না বলবেন যখন আপনি ও রসূলুল্লাহ (স) (হিজরতের উদ্দেশ্যে) মক্কা থেকে বেরিয়েছিলেন এবং মুশরিকরা আপনাদেরকে খোঁজ করছিল, তখন আপনারা কি করেছিলেন ? তিনি বললেন, মক্কা থেকে আমরা রওনা করে (সুর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলাম। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে)

সারারাত ও পরবর্তী দিনের দুপুর বেলা পর্যন্ত চলতে থাকলাম। যখন ঠিক দুপুর হল, তখন আমি (এদিক ওদিক) দৃষ্টিপাত করলাম, কোথাও ছায়া গোচরীভূত হয় কি না, যাতে সেখানে আশ্রয় নিতে পারি। তখন হঠাৎ একখানা পাথর আমার নজরে পড়ল। আমি তার নিকটে এলাম এবং সেখানে কিছু ছায়া দেখতে পেলাম। তারপর আমি ছায়ার জায়গাটুকু সমতল করে সেখানে নবী (স)-এর জন্য চাদর বিছিয়ে দিলাম। অতপর তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর নবী ! আপনি শুয়ে পড়ুন। তিনি শুয়ে পড়লেন। আমি চারদিকে দৃষ্টি বুলাতে লাগলাম, কোথাও আমাদের অন্বেষণকারীদের কাউকে চোখে পড়ে কিনা। হঠাৎ আমার নজরে পড়ল একজন বকরীর রাখাল। সে তার বকরীগুলোকে পাথরটির দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে। আমাদের যে উদ্দেশ্য তারও সে একই উদ্দেশ্য। (অর্থাৎ পাথরটির ছায়ায় খানিকটা বিশ্রাম নেয়া।) আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে যুবক ! তুমি কার (অধীনস্থ) রাখাল ? সে কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তির নাম বলল। (নাম বলতেই আমি তাকে চিনে ফেললাম।) অতপর আমি তাকে বললাম, তোমার বকরীগুলোতে দুধ আছে ? সে বলল, হাঁ। আমি বললাম, তুমি কি দোহন করে দিতে পারবে ? সে বলল, হাঁ। আমি তাকে দুধ দোহন করতে আদেশ করলাম। সে তার পাল থেকে একটি বকরী ধরে এনে তার পেছনের পা দু'টো নিজের দুই উরুর মাঝখানে রাখল, যাতে বকরীটি নড়াচড়া না করতে পারে। আমি তাকে বকরীর স্তন থেকে ধূলোবালি ঝেড়ে মুছে পরিস্কার করতে বললাম। অতপর তার দু'হাত ঝেড়ে ফেলতে বললাম। বারা' (হাদীস বর্ণনাকালে তার এক হাতের ওপর আরেক হাত রেখে) ইংগিত করলেন যে, এভাবে লোকটি তার এক হাতের ওপর আরেক হাত মেরে ঝেড়ে মুছে নিল। তারপরে সে আমার জন্য একটি পাত্রে কিছু দুধ দোহন করল। আমিও রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য একটি চামড়ার পাত্র সাথে রেখেছিলাম যার মুখটা কাপড় দ্বারা বাঁধা ছিল। তারপর আমি (উক্ত পাত্র থেকে কিছু পানি নিয়ে) দুধের সাথে মিশ্রিত করলাম। এতে তার নিম্নাংশ পর্যন্ত ঠান্ডা হয়ে গেল। অতপর আমি দুধের পেয়ালাটা নিয়ে নবী (স)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় পেলাম। (দুধের পেয়ালাটা এগিয়ে দিয়ে) আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! পান করুন। তিনি দুধ পান করলেন। এতে আমি ভারী সন্তুষ্ট হলাম। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের যাত্রার সময় হয়ে গেছে। তিনি বললেন, হাঁ। ঠিকই বলেছ। অতপর আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম এবং কাফেরের দল তখনো আমাদেরকে খুঁজে ফিরছিল। কিন্তু একমাত্র সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জু'শুম ছাড়া তাদের আর কেউ আমাদের সন্ধান পেল না। সুরাকাকে তার ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে আসতে দেখে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! অন্বেষণকারীরা তো ঐ যে আমাদের নিকটেই এসে পড়েছে। তিনি বললেন, বিষণ্ন হয়ো না। মহান আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।

٣٣٨١- عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا فَقَالَ مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا -

৩৩৮১. আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হিজরতের সময়) যখন আমরা গুহায় অবস্থান করছিলাম তখন আমি নবী (স)-কে বললাম, যদি কাফেরদের কেউ তাদের পায়ের নীচের দিকে তাকায় তবে অবশ্যই আমাদেরকে দেখে ফেলবে। নবী (স) বললেন, হে আবু বকর (রা) ! ঐ দু'জন লোক সম্পর্কে তোমার কি ধারণা যাদের সাথে তৃতীয় জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ। (অর্থাৎ আল্লাহ যাদের সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী তাদের ব্যাপারে তোমার উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই।)

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ ইবনে আব্বাস (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন, আবু বকর-এর দরজা ছাড়া (মসজিদে) আর সকলের দরজা বন্ধ করে দাও।

٣٣٨٢- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ ذٰلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ فَبَكٰى أَبُوْ بَكْرٍ فَعَجِبْنَا لِبُكَائِهِ أَنْ يُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرَ وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ أَعْلَمَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَىَّ فِىْ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً غَيْرَ رَبِّىْ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلٰكِنْ أُخُوَّةُ الْاِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ لَا يَبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ بَابٌ اِلَّا سُدَّ اِلَّا بَابُ أَبِىْ بَكْرٍ -

৩৩৮২. আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (স) লোকদেরকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ তাঁর একজন বান্দাকে দুনিয়ার সম্পদ ও আল্লাহর নিকট যা রক্ষিত আছে এ দু'য়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার দান করলেন। তখন ঐ বান্দা আল্লাহর নিকট যা রক্ষিত আছে তা গ্রহণ করাই পসন্দ করল। রাবী বলেন, একথা শুনে আবু বকর (রা) কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে কাঁদতে দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। আমরা ভাবলাম রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর এক বান্দা সম্পর্কে খবর দিলেন যে, তাকে দু'টি বস্তুর একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। (এতে আবার কাঁদার কি আছে ? কিন্তু পরে জানতে পারলাম) সে ইখতিয়ারপ্রাপ্ত বান্দা ছিলেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স)। আবু বকর (রা) আমাদের সবার চাইতে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। অতপর রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ লোকদের মধ্যে নিজস্ব সম্পদ ও সাহচর্য দিয়ে আমার প্রতি সর্বাধিক ইহসান করেছেন আবু বকর (রা)। যদি আমি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তার সাথে আমার ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও দীনি মহব্বতই যথেষ্ট। তারপর তিনি ঘোষণা দিলেন ঃ মসজিদে আবু বকরের (রা) গৃহের দিকের দরজা ছাড়া সকল দরজা বন্ধ করে দাও।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর পরই আবু বকর (রা)-এর মর্যাদা।

٣٣٨٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِىْ زَمَنِ النَّبِىِّ فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ -

৩৩৮৩. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর যমানায় আমরা লোকদের পরস্পরকে প্রাধান্য দেবার সময় আবু বকরকে সবার ওপরে প্রাধান্য দিতাম। তারপর উমর ইবনে খাত্তাবকে। তারপর উসমান ইবনে আফ্‌ফানকে।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ আবু সাঈদ (রা) বলেন, নবী (স)-এর উক্তি ঃ যদি আমি কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম ....

٣٣٨٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِى خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلٰكِنْ أَخِى وَصَاحِبِى -

৩৩৮৪. ইবনে আব্বাস (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন ঃ যদি আমি আমার উম্মতের মধ্যে কাউকে একনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকর (রা)-কেই গ্রহণ করতাম। কিন্তু তিনি আমার দীনি ভাই ও সহচর।

٣٣٨٥- عَنْ أَيُّوْبَ وَقَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُهُ خَلِيْلاً وَلٰكِنْ أُخُوَّةُ الاِسْلاَمِ أَفْضَلُ -

৩৩৮৫. আইয়ুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ যদি আমি কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তবে তাকেই [আবু বকর (রা)] বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সর্বোত্তম।

٣٣٨٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ أَهْلُ الْكُوْفَةِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِى الْجَدِّ فَقَالَ أَمَّا الَّذِىْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هٰذِهِ الأُمَّةِ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُهُ أَنْزَلَهُ أَبَا يَعْنِى أَبَا بَكْرٍ -

৩৩৮৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা (রা) বলেন, কুফাবাসী দাদার মীরাস বা হিস্যা সম্পর্কে জানতে চেয়ে ইবনে যুবাইর-এর নিকট লিখলেন। তিনি বলে দিলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ "যদি আমি আমার এ উম্মতের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তবে তাকেই গ্রহণ করতাম"—তিনি অর্থাৎ আবু বকর (রা) মীরাসের ক্ষেত্রে দাদাকে পিতার সমমর্যাদা দিয়েছেন।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ

٣٣٨٧- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ أَتَتِ امْرَأَةُ النَّبِىَّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَتْ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ كَأَنَّهَا تَقُوْلُ الْمَوْتَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ إِنْ لَمْ تَجِدِيْنِى فَأْتِى أَبَا بَكْرٍ -

৩৩৮৭. জুবাইর (রা) ইবনে মুত'য়িম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কোন এক মহিলা নবী (স)-এর নিকট আসলেন। নবী (স) তাকে তাঁর নিকটে আবার আসতে বললেন। মহিলা বললেন, আচ্ছা বলুন তো, আমি আবার এসে যদি আপনাকে না পাই (তবে কি করব ?) মহিলা যেন নবী (স)-এর ইন্তিকালের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। নবী (স) বললেন ঃ তুমি যদি আমাকে না পাও তবে আবু বকরের নিকট যাবে।

٣٣٨٨- عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ إِلاَّ خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ وَأَبُوْ بَكْرٍ -

৩৩৮৮. হাম্মাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আম্মারকে (রা) বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তাঁর সঙ্গে পাঁচজন ক্রীতদাস,[৩৭] দু'জন মহিলা[৩৮] ও আবু বকর ছাড়া আর কোন বয়োপ্রাপ্ত লোক ছিল না।

٣٣٨٩- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ اٰخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ فَسَلَّمَ وَقَالَ إِنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي فَأَبَى عَلَيَّ فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ثَلاَثًا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلَ أَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ فَقَالُوْا لاَ، فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَمَعَّرُ حَتَّى أَشْفَقَ أَبُوبَكْرٍ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ صَدَقَ وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوْ لِي صَاحِبِي مَرَّتَيْنِ فَمَا أُوْذِيَ بَعْدَهَا -

৩৩৮৯. আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী (স)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ আবু বকর (রা) তাঁর লুঙ্গির একপাশ এমনভাবে ধরে উপস্থিত হলেন যে, তাঁর জানু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। তখন নবী (স) বললেন ঃ তোমাদের এ সাথীটি এইমাত্র ঝগড়া করে এসেছে। অতপর আবু বকর সালাম করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমার ও খাত্তাব তনয়ের মধ্যে কিছু বচসা হয় এবং আমিই তাকে প্রথমে কিছু কটু কথা বলে ফেলি। পরে আমি অনুতপ্ত হয়ে তার নিকট ক্ষমা চাই। কিন্তু তিনি আমাকে ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানান। তাই আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। তখন তিনি তিনবার একথাটি বললেন ঃ হে আবু বকর ! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন।

ওদিকে উমর (স্বীয় কৃতকর্মের জন্য) অনুতপ্ত হয়ে আবু বকরের বাড়ী যান এবং জিজ্ঞেস করেন, এখানে কি আবু বকর (রা) আছেন ? লোকেরা বলল, 'না, নেই।' অতপর উমর নবী (স)-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। উমরকে দেখে নবী (স)-এর চেহারা বিবর্ণ হতে লাগল। এতে আবু বকর (রা) ভয় পেয়ে গেলেন এবং নতজানু হয়ে আরয করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহর কসম ! আমিই অধিকতর অন্যায় আচরণকারী ছিলাম। একথাটি তিনি দু'বার বললেন। তখন নবী (স) বললেন ঃ এটা তো নিশ্চিত যে, আল্লাহ যখন আমাকে নবী মনোনীত করে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন তখন তোমরা সবাই বলেছিলে, আপনি মিথ্যা বলছেন। কিন্তু আবু বকর (রা) বলেছিল, তিনি মুহাম্মাদ সত্য বলছেন। তদুপরি সে নিজের জানমাল সর্বস্ব দিয়ে আমার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে।

---

৩৭. ক্রীতদাস পাঁচজন হলেন বিলাল, যায়েদ ইবনে হারেসা, আমের ইবনে ফুহাইরা, আবু ফকীহা ও আম্মারের পিতা ইয়াসির।

৩৮. মহিলা দু'জন হলেন ঃ খাদিজাতুল কুবরা ও সুমাইয়া।

এমতাবস্থায় তোমরা কি আমার এ সঙ্গীকে ত্যাগ করে আমাকেই ত্যাগ করতে চাও। শেষ বাক্যটি তিনি দু'বার বলেন। এ ঘটনার পর আবু বকরকে আর কখনো কষ্ট দেয়া হয়নি। অর্থাৎ কেউ তার প্রতি রূঢ় আচরণ করেননি।

٣٣٩٠- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ أَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالاً .

৩৩৯০. আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁকে (সপ্তম হিজরীতে) যাতুল সালাসিল যুদ্ধে (অভিযানকারী সৈন্যবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করে) পাঠান। (আমর বলেন, যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে) আমি নবী (স)-এর নিকট গেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, মানব জাতির মধ্যে কোন্ লোকটি আপনার সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন ঃ আয়েশা। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে কোন্ লোকটি? তিনি বললেন ঃ আয়েশার পিতা। আমি আবার বললাম ঃ তারপর কোন্ লোকটি? তিনি বললেন ঃ তারপর খাত্তাবের পুত্র উমর। অতপর আমি জিজ্ঞেস করতে থাকলে তিনি আরো কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করেন।

٣٣٩١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَمَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ عَدَا عَلَيْهِ الذِّئْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِي فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّئْبُ فَقَالَ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي وَبَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا وَلَكِنِّي خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ .

৩৩৯১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, একদা এক রাখাল তার বকরীর পালের নিকট উপস্থিত থাকাকালে হঠাৎ এক নেকড়ে বাঘ এসে থাবা মেরে পাল থেকে একটি বকরী নিয়ে যেতে থাকলো। রাখাল নেকড়ে বাঘের কবল থেকে বকরীটাকে উদ্ধার করল। নেকড়েটি তখন রাখালের দিকে চেয়ে বলল, আজ তো আমার থেকে ছিনিয়ে নিলে। কিন্তু হিংস্র জন্তুর আক্রমণের দিন এ বকরীর রক্ষাকারী কে থাকবে, যেদিন আমি ছাড়া এ বকরীর কোন রাখাল থাকবে না?

অনুরূপভাবে একদা এক ব্যক্তি একটি গাভীর পিঠে চড়ে তাকে হাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন গাভীটি তার দিকে চেয়ে তার সাথে কথা বলল। গাভীটি বলল, আমাকে তো এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে কৃষি কাজের জন্য। লোকেরা বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ! নেকড়ে ও গাভী মানুষের মতো কথা বলতে পারে? নবী (স) বললেন, আমি আবু বকর ও উমর ইবনে খাত্তাব এ ঘটনায় বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

٣٣٩٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ بِهَا

ذَنُـــوْبًا أَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِى نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَأَخَـذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ ـ

৩৩৯২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি নিজেকে একটি কূপের ধারে দেখতে পেলাম। সেখানে একটি বালতিও ছিল। আমি ঐ বালতি দিয়ে যতটা আল্লাহর ইচ্ছা পানি টেনে তুললাম। তারপর ইবনে আবু কুহাফা [আবু বকর (রা)] ঐ বালতিটা হাতে নিলেন এবং এক বালতি বা দু' বালতি পানি টেনে তুললেন। তাঁর ঐ বালতি টানার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আর আল্লাহ তাঁর এ দুর্বলতা মাফ করে দিন। তারপর ঐ বালতিটা বৃহদাকার ধারণ করল এবং ইবনে খাত্তাব (উমর) তা নিজের হাতে নিলেন। আমি কোন শক্তিশালী বাহাদুর ব্যক্তিকেও উমর-এর ন্যায় পানি টেনে তুলতে দেখিনি। তিনি এত পানি তুললেন যে, লোকেরা তাদের উটকে পরিতৃপ্ত করে উটশালায় নিয়ে গেল। (অথবা পানির প্রাচুর্যের কারণে লোকেরা ঐ স্থানকে উটশালা বানিয়ে নিল।)

٣٣٩٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ شِقَّى ثَوْبِى يَسْتَرْخِى إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذٰلِكَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُـــوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذٰلِكَ خُيَلَاءَ قَالَ مُوْسٰى فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَذَكَرَ عَبْدُ اللّٰهِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ قَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكَرَ إِلاَّ ثَوْبَهُ ـ

৩৩৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে নিজের কাপড় নীচে ঝুলিয়ে মাটিতে টেনে টেনে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। এ কথা শুনে আবু বকর (রা) বললেন, আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য না রাখলে আমার কাপড়ের এক দিক যে নীচে ঝুলে পড়ে। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি তো এটা অহংকারবশত করছো না। (কাজেই ঐ শাস্তি তোমার প্রতি প্রযোজ্য নয়।)

মূসা ইবনে উকবা (রা) এ হাদীসের অপর একজন বর্ণনাকারী বলেন, আমি সালেমকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর من جر ازاره শব্দটি বলেছেন কি ? তিনি জবাব দিলেন আমি তো ثوبه শব্দটিই শুনেছি।

٣٣٩٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَىْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دُعِىَ مِنْ أَبْوَابِ يَعْنِى الْجَنَّةَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِـنْ أَهْـلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ

وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مَنْ بَابِ الصِّيَامِ (وَ) بَابِ الرَّيَّانِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ مَا عَلٰى هٰذَا الَّذِيْ يُدْعٰى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ وَقَالَ هَلْ يُدْعٰى مِنْهَا كُلِّهَا أَحَدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ يَا أَبَابَكْرٍ -

৩৩৯৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন বস্তুর জোড়া (অর্থাৎ একই ধরনের দু'টি বস্তু যেমন ঃ দু'টি দিরহাম কিংবা দু'টি দীনার অথবা দু'খানা কাপড়) আল্লাহর পথে দান করে তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে এ বলে আহবান করা হবে যে. হে আল্লাহর বান্দা ! এখানেই কল্যাণ, এটাই তোমার স্থান। যে ব্যক্তি নামাযী হবে তাকে নামাযের দরজা থেকে আহবান করা হবে। যে ব্যক্তি মুজাহিদ হবে, তাকে জিহাদের দরজা থেকে আহবান করা হবে। যে ব্যক্তি সাদকাকারী (দানশীল) হবে তাকে সাদকার দরজা থেকে আহবান করা হবে। আর যে ব্যক্তি রোযাদার হবে তাকে রোযার দরজা ও বাবুর রাইয়ান থেকে আহবান করা হবে। তখন আবু বকর (রা) বললেন, তাহলে তো যাকে সবগুলো দরজা থেকে একত্রে আহবান জানানো হবে তার কোন ভয়ের কারণই থাকবে না। তারপর আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! এমন কোন লোকও কি হবে যাকে সবগুলো দরজা থেকে একত্রে আহবান করা হবে ? তিনি বললেন, হাঁ, এবং হে আবু বকর ! আমি আশা করি তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত।

٣٣٩٥- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَاتَ وَأَبُوْ بَكْرٍ بِالسُّنْحِ قَالَ إِسْمٰعِيْلُ يَعْنِيْ بِالْعَالِيَةِ فَقَامَ عُمَرُ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَا مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ وَقَالَ عُمَرُ وَاللّٰهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِيْ نَفْسِيْ إِلاَّ ذَاكَ وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللّٰهُ فَلَيُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَّلَهُ قَالَ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ يُذِيْقُكَ اللّٰهُ الْمَوْتَتَيْنِ أَبَدًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ أَيُّهَا الْحَالِفُ عَلٰى رِسْلِكَ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللّٰهَ أَبُوْ بَكْرٍ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ أَلاَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَإِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ وَقَالَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ وَقَالَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ قَالَ فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُوْنَ قَالَ وَاجْتَمَعَتِ الْاَنْصَارُ إِلٰى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِيْ سَقِيْفَةِ بَنِيْ سَاعِدَةَ فَقَالُوْا مِنَّا أَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيْرٌ فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُوْ عُبَيْدَةَ

بْنُ الْجَرَّاحِ فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَأَسْكَتَهُ أَبُوبَكْرٍ وَكَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَا أَرَدْتُ بِذٰلِكَ إِلاَّ أَنِّىْ قَدْ هَيَّأْتُ كَلاَمًا قَدْ أَعْجَبَنِىْ أَنْ لاَ يَبْلُغَهُ أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ فَتَكَلَّمَ أَبْلَغَ النَّاسِ فَقَالَ فِىْ كَلاَمِهِ نَحْنُ الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ فَقَالَ حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ لاَ وَاللّٰهِ لاَ نَفْعَلُ مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ لاَ وَلٰكِنَّا الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا فَبَايِعُوْا عُمَرَ أَوْ أَبَا عُبَيْدَةَ فَقَالَ عُمَرُ بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ فَقَالَ قَائِلٌ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَقَالَ عُمَرُ قَتَلَهُ اللّٰهُ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنِى الْقَاسِمُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ شَخَصَ بَصَرُ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ فِى الرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى ثَلاَثًا وَقَصَّ الْحَدِيْثَ قَالَتْ فَمَا كَانَتْ مِنْ خُطْبَتِهِمَا مِنْ خُطْبَةٍ إِلاَّ نَفَعَ اللّٰهُ بِهَا لَقَدْ خَوَّفَ عُمَرُ النَّاسَ وَإِنَّ فِيْهِمْ لَنِفَاقًا فَرَدَّهُمُ اللّٰهُ بِذٰلِكَ ثُمَّ لَقَدْ بَصَّرَ أَبُوْ بَكْرٍ النَّاسَ الْهُدٰى وَعَرَّفَهُمُ الْحَقَّ الَّذِىْ عَلَيْهِمْ وَخَرَجُوْا بِهِ يَتْلُوْنَ : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِلَى الشَّاكِرِيْنَ -

৩৩৯৫. নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন ওফাত পান, তখন আবু বকর (রা) নিজের বাসগৃহ সুনহাতে ছিলেন। রাবী ইসমাইল বলেন, সুনহা মদীনার উপরিভাগে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। (ওফাতের সংবাদ প্রচারিত হবার সাথে সাথে) উমর দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহর কসম ! রসূলুল্লাহ (স) ওফাত পাননি। আয়েশা বলেন, উমর বললেন, আল্লাহর কসম ! আমার মন এ ছাড়া অন্য কোন কথা মানতে প্রস্তুত ছিল না। আমি ভাবছিলাম নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে আবার দুনিয়ায় পাঠাবেন এবং (যারা তাঁর মৃত্যুর খবর প্রচার করে বেড়াচ্ছে) তিনি তাদের হাত পা কেটে দেবেন। ইতিমধ্যে আবু বকর (রা) এসে পৌঁছুলেন এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর মুখের আবরণ সরিয়ে তাঁর ললাটে চুমু খেলেন। তারপর বললেন, আমার মা-বাপ আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। জীবনে মরণে আপনি পূত-পবিত্র। ঐ সত্তার কসম ! যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ আপনাকে দু' বার মৃত্যুর আস্বাদ কখনো গ্রহণ করাবেন না। তারপর তিনি বেরিয়ে এলেন এবং উমরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে হলফকারী, থামুন ধৈর্য ধারণ করুন। আবু বকরের কথা শুনে উমর বসে পড়লেন। তারপর আবু বকর আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বললেন, যারা মুহাম্মদ (স)-এর পূজারী তারা জেনে নাও যে, মুহাম্মদ (স)-এর ইন্তিকাল হয়েছে। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করছ (তারা নিশ্চিত থাক যে,) নিশ্চয়ই তাদের আল্লাহ চিরঞ্জীব তাঁর কখনো মৃত্যু হবে না। অতপর আবু বকর (রা) কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ

"নিশ্চয় তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।" তিনি আরো পাঠ করলেন, (আল্লাহ বলেন ঃ) "মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর পূর্বে অনেক রসূল দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। যদি তিনি মারা যান কিংবা তাঁকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি অতীতের জাহেলিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে? যারা অতীতের জাহেলিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহর বিন্দুমাত্র ক্ষতি সাধন তারা করতে পারবে না। আর আল্লাহ তার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন।" রাবী বলেন, আবু বকরের কথা শুনে লোকেরা ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগল।

বর্ণনাকারী বলেন, আনসাররা সাকীফা বনী সা'য়েদায় সা'দ ইবনে উবাদার সেখানে সমবেত হলো এবং বলতে লাগল, আমাদের আনসারদের মধ্য থেকে একজন আমীর হবেন আর তোমাদের মুহাজিরদের মধ্য থেকে একজন আমীর হবেন। তখন আবু বকর (রা), উমর ও উবাইদা ইবনে জাররাহ আনসারদের সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। উমর কিছু বলতে চেষ্টা করলে আবু বকর (রা) তাঁকে থামিয়ে দিলেন। উমর বলেছিলেন, আল্লাহর কসম ! আমি কিছু বলতে চেয়েছিলাম এজন্য যে, আমি মনে মনে একটি চমৎকার কথা চিন্তা করছিলাম। আমার আশংকা হচ্ছিল যে, আবু বকর (রা) হয়ত বা অতটুকু পর্যন্ত গভীরে যাবেন না। অতপর আবু বকর (রা) বক্তব্য রাখলেন। তিনি এমন (জোরালো) বক্তব্য পেশ করলেন যেন একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি সুস্পষ্টভাবে বললেন, আমরা আমীর হব আর তোমরা উযীর থাকবে। তখন হুবাব ইবনে মুনযির আনসারী বললেন, না, আল্লাহর কসম ! আমরা এরূপ করব না। বরং একজন আমীর আমাদের মধ্য থেকে হবেন আর একজন আমীর তোমাদের মধ্য থেকে হবেন। আবু বকর (রা) বললেন, না, আমরা আমীর হব, আর তোমরা উযীর থাকবে। কেননা, কুরাইশরা অবস্থান ও বংশগত দিক থেকে যেমন গোটা আরবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেমনি মর্যাদা ও প্রতিপত্তির দিক থেকেও সবার শীর্ষে। সুতরাং তোমরা উমর অথবা আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ-এর আনুগত্য (বাইআত) কবুল কর। তখন উমর বলে উঠলেন, এটা হতে পারে না, বরং আমরা আপনারই আনুগত্য করব। কেননা আপনি আমাদের নেতা, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আমাদের সবার চাইতে অধিকতর প্রিয়। এ বলে উমর আবু বকর (রা)-এর হাত ধরলেন এবং তাঁর আনুগত্য কবুল করলেন। অতপর অন্যান্য লোকেরাও তাঁর হাতে বাইআত করলেন। এ সময় জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল, তোমরা সা'দ ইবনে উবাদাকে খলীফা নির্বাচিত না করে তাকে উপেক্ষা করেছ। (অর্থাৎ তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছ।) উমর বললেন, আল্লাহ তাকে উপেক্ষা করেছেন। (অর্থাৎ এটা আল্লাহর ফয়সালা যে, তিনি খলীফা হবেন না।)

অপর এক বর্ণনায় আয়েশা বলেন, (ওফাতের সময়) নবী (স)-এর চোখ দু'টো উপরে উঠে গিয়েছিল। তখন তিনি তিনবার বললেন, الرفيق الأعلى। অর্থাৎ সর্বোচ্চ বন্ধুর (আল্লাহর) সাথে মিলিত হতে চাই। তারপর রাবী পুরো হাদীসটা বর্ণনা করেন।

আয়েশা (রা) বলেন, আবু বকর (রা) ও উমর (রা) যে বক্তব্য পেশ করেন তা দ্বারা আল্লাহ (উম্মতকে অনেক) উপকৃত করেন। উমর (তার বক্তব্যের মাধ্যমে) লোকদেরকে আল্লাহর ভয় দেখান। তাদের মধ্যে যে নিফাক বা কপটতা ছিল উমরের দ্বারা আল্লাহ তা তাদের থেকে দূরীভূত করে দেন। আর আবু বকর (রা) লোকদেরকে সঠিক পথের দিক নির্দেশ করেন এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন। অবশেষে

লোকেরা এ আয়াতটি পাঠ করতে করতে প্রস্থান করেন ঃ "মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে বহু রসূল চলে গেছেন। তিনি যদি মারা যান বা নিহত হন, তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে দীন থেকে ফিরে যাবে। যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (দীন থেকে) ফিরে যাবে, তারা আল্লাহর কিছু মাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তার কৃতজ্ঞ বান্দাহদেরকে অতিসত্তর প্রতিদান দেবেন।"

٣٣٩٦- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لأَبِىْ أَىُّ (النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ وَخَشِيْتُ أَنْ يَقُوْلَ عُثْمَانُ قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ قَالَ مَا أَنَا إِلاَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

৩৩৯৬. মুহাম্মাদ ইবনে হানফিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স)-এর পর কোন্ ব্যক্তি সকলের চেয়ে উত্তম ? তিনি বললেন, আবু বকর (রা)। মুহাম্মদ ইবনে হানফিয়া বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, অতপর কোন্ ব্যক্তি ? তিনি বললেন, উমর (রা)। আমার আশংকা হলো, এবার (জিজ্ঞেস করলে) তিনি উসমানের কথা বলবেন। তাই আমি বললাম, অতপর তো আপনিই (সবচাইতে উত্তম)। তিনি বললেন ঃ আমি তো অন্যান্য মুসলমানের মত একজন মুসলমান মাত্র।

٣٣٩٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فِىْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتّٰى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِىْ فَأَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلٰى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ فَقَالُوْا أَلاَ تَرٰى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلٰى فَخِذِىْ قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ فَعَاتَبَنِىْ وَقَالَ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُوْلَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِىْ بِيَدِهِ فِىْ خَاصِرَتِىْ فَلاَ يَمْنَعُنِىْ مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلٰى فَخِذِىْ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ حَتّٰى أَصْبَحَ عَلٰى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوْا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ مَا هِىَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا اٰلَ أَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِىْ كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ -

৩৩৯৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে কোন এক (জিহাদের) সফরে গিয়েছিলাম। আমরা বাইদা অথবা যাতুল জাইশ নামক স্থানে

পৌঁছুলে আমার গলার হারটি ছিঁড়ে পড়ে গেল। হারটি খোঁজ করার জন্য রসূলুল্লাহ (স) সেখানে অবস্থান করলেন। সঙ্গের লোকেরাও তার সাথে অবস্থান করতে বাধ্য হলো। অথচ স্থানটি এমন ছিল যে, সেখানে পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং লোকদের কারো সঙ্গে পানি ছিল না। তাই লোকেরা আমার পিতা আবু বকরের নিকট এসে বলল, আপনি দেখছেন না, আয়েশা কি কান্ডটা করল ? রসূলুল্লাহ (স) ও সমস্ত লোকজনকে এমন এক মরুময় স্থানে অবস্থান করতে বাধ্য করল, যেখানে পানির কোন ব্যবস্থা নেই এবং লোকদের সঙ্গেও পানি নেই। এ কথা শুনে আবু বকর (রা) আমার নিকট এলেন। রসূলুল্লাহ (স) তখন আমার জানুর ওপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। আবু বকর (রা) বললেন, তুমি রসূলুল্লাহ (স) ও সমস্ত লোকজনকে এমন একটি স্থানে থামতে বাধ্য করলে যেখানে কোন পানি নেই, আর তাদের কারো সঙ্গেও পানি নেই। আয়েশা বলেন, অতপর তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় যা মুখে আসল তাই তিনি বললেন। এমন কি রাগের মাথায় আমার কোমরে হাত দিয়ে আঘাত দিলেন। আমার জানুর ওপর রসূলুল্লাহ (স) শায়িত ছিলেন বলে আমি নড়াচড়াও করতে পারছিলাম না। রসূলুল্লাহ (স) তখনো নিদ্রিত। এমতাবস্থায় ভোর হয়ে গেল। ফজরের নামাযের সময় অথচ পানির কোন ব্যবস্থা নেই। তখন আল্লাহ তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করলেন। তারপরই সবাই তায়াম্মুম করলো। তখন উসাইদ ইবনে হুজাইর (রা) বললেন, হে আবু বকরের পরিবার ! এটা আপনাদের প্রথম বরকত নয়। (ইতিপূর্বে আপনাদের দ্বারা আমরা আরো বরকত লাভ করেছি।)

আয়েশা (রা) বলেন, অতপর যে উটটির ওপর সওয়ার হয়ে আমি এসেছিলাম ঐ উটটিকে আমরা উঠালাম এবং তার নীচে সেই হারটা পেয়ে গেলাম।

٣٣٩٨- عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَاضِرُ عَنِ الْأَعْمَشِ -

৩৩৯৮. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালমন্দ করো না। কেননা, তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর পথে ব্যয় করে তবু আমার সাহাবীর এক মুদ (প্রায় এক সের) কিংবা আধা মুদ যব অথবা গম ব্যয় করার সওয়াব পর্যন্তও পৌঁছুতে পারবে না। জারীর, আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ, আবু মুআবিয়া ও মুহাজির 'আমাশ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٣٩٩- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اَخْبَرَنِى أَبُو مُوسَى الاَشْعَرِيُّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقُلْتُ لاَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَلاَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِى هٰذَا قَالَ فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا خَرَجَ وَوَجَّهَ هَاهُنَا فَخَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ اَرِيسٍ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ حَتَّى قَضَى

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلٰى بِئْرِ أَرِيْسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِى الْبِئْرِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ لاَكُوْنَنَّ بَوَّابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْيَوْمَ فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ فَقُلْتُ عَلٰى رِسْلِكَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا اَبُوْ بَكْرٍ يَسْتَاذِنُ فَقَالَ اُئْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَاقْبَلْتُ حَتّٰى قُلْتُ لاَبِىْ بَكْرٍ اُدْخُلْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِيْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَعَهُ فِى الْقُفِّ وَدَلّٰى رِجْلَيْهِ فِى الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِىُّ ﷺ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ اَخِىْ يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِى فَقُلْتُ اِنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِفُلاَنٍ خَيْرًا يُرِيْدُ اَخَاهُ يَأْتِ بِهِ فَاِذَا اِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ عَلٰى رِسْلِكَ ثُمَّ جِئْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هٰذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَاذِنُ فَقَالَ اِئْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجِئْتُ فَقُلْتُ اُدْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلّٰى رِجْلَيْهِ فِى الْبِئْرِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ اِنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِفُلاَنٍ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ فَجَاءَ اِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ عَلٰى رِسْلِكَ فَجِئْتُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اِئْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيْبُهُ فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ اُدْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيْبُكَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ فَجَلَسَ وُجَاهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْاٰخَرِ قَالَ شَرِيْكٌ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَاَوَّلْتُهَا قُبُوْرَهُمْ ـ

৩৩৯৯. সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু মূসা আশআরী (রা) (একদা) স্বগৃহে অযু করে বের হলেন। (তিনি বলেন,) আমি মনে মনে বললাম, নিশ্চয়ই আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যাব এবং আমার আজকের দিনটা তাঁর সাথে থেকেই অতিবাহিত করব। তিনি বলেন, অতপর তিনি মসজিদে যান এবং নবী (স) সম্পর্কে লোকেরদেরকে জিজ্ঞেস করেন। লোকেরা বলল, তিনি মসজিদ থেকে বেরিয়ে ওদিকে গিয়েছেন। তখন আমি তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে করতে তাঁর গমন পথে রওনা হলাম। অবশেষে দেখলাম যে, তিনি (কুবার নিকটবর্তী একটি বাগানের মধ্যে) আরীস কূপের নিকট প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য গিয়ে পৌঁছেছেন। তখন আমি বাগানের

দরজায় বসে পড়লাম। দরজাটি ছিল খেজুর শাখার তৈরী। তারপর রসূলুল্লাহ (স) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার কাজ সেরে অযু করলেন। তখন আমি উঠে তাঁর নিকট গেলাম। গিয়ে দেখি, তিনি আরীস কূপের একপাড়ে মাঝামাঝি একটি উঁচু স্থানে বসে দু' পায়ের গোছা উন্মুক্ত করে তা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তারপর ফিরে এসে আবার দরজার নিকট বসে পড়লাম এবং মনে মনে ভাবলাম, আজ আমি অবশ্যই রসূলুল্লাহ (স)-এর দারোয়ান হিসেবে থাকব।

তারপর আবু বকর (রা) এসে দরজায় আঘাত করলেন। আমি বললাম, কে ? তিনি বললেন, আবু বকর (রা)। আমি বললাম, অপেক্ষা করুন। তারপর আমি নবী (স)-এর নিকট গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আবু বকর (রা) প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, তাঁকে অনুমতি দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তখন আমি এগিয়ে এসে আবু বকর (রা)-কে বললাম, প্রবেশ করুন, আর রসূলুল্লাহ (স) আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। আবু বকর (রা) বাগানে প্রবেশ করে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তার ডান পাশে কূপের পাড়ে বসে পড়লেন এবং নবী (স)-এর মতই দু' পায়ের গোছা উন্মুক্ত করে তা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর আমি ফিরে এসে আবার দরযার নিকটে বসলাম। আমি (বাড়ি থেকে বের হবার সময়) আমার ভাই (আবু বুরদা)-কে অযুর অবস্থায় ছেড়ে এসেছিলাম। সেও আমার সাথে আসার কথা ছিল। তাই এখন মনে মনে বলতে লাগলাম, আল্লাহ যদি অমুকের (অর্থাৎ তার ভাইয়ের) মঙ্গল ইচ্ছা করে থাকেন তবে তিনি তাকে এখানে আনবেন। আমি এরূপ ভাবছিলাম এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি দরজা নাড়াল। আমি বললাম, কে ? তিনি বললেন, খাত্তাবের পুত্র উমর। আমি বললাম, অপেক্ষা করুন। তারপর আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম করে বললাম, খাত্তাবের পুত্র উমর প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন ঃ তাঁকে অনুমতি দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাও। তখন আমি এসে তাঁকে বললাম, প্রবেশ করুন। রসূলুল্লাহ (স) আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তার বাম পাশে কূপের পাড়ে বসে পদদ্বয় কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন।

তারপর আমি ফিরে এসে (দরজার নিকটে) বসলাম এবং (আমার ভাইয়ের আগমন কামনা করে) মনে মনে বলতে লাগলাম, আল্লাহ যদি অমুকের মঙ্গল ইচ্ছা করে থাকেন তবে তিনি তাকে এখানে আনবেন। এমন সময় আরেকজন লোক এসে দরজা নাড়াল। আমি বললাম, কে ? তিনি বললেন, আফ্‌ফানের পুত্র উসমান। আমি বললাম, অপেক্ষা করুন। তারপর আমি নবী (স)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে ঐ সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন ঃ তাঁকে অনুমতি দাও এবং তাঁর ওপর (দুনিয়াতে) কঠিন বিপদ আসবে, এ কথা বলে তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তখন আমি তাঁর নিকট গিয়ে বললাম ঃ প্রবেশ করুন। রসূলুল্লাহ (স) আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন যে, (দুনিয়াতে) আপনার উপর কঠিন বিপদ আসবে। তারপর তিনি প্রবেশ করলেন এবং দেখতে পেলেন যে, কূপের ঐ পাড়টি পূর্ণ হয়ে গেছে। তখন তিনি কূপের অপর পাড়ে নবী (স)-এর মুখোমুখি হয়ে বসলেন। (এ হাদীসের এক রাবী) শারীক বলেন, সাঈদ ইবনে মাসাইয়াব বলতেন, আমি তাঁদের এভাবে বসার তাৎপর্য হিসেবে তাদের কবরসমূহকে মনে করি। [অর্থাৎ ইন্তিকালের পর আবু বকর (রা) ও উমর (রা) নবী (স)-এর সাথে একত্রে সমাধিস্থ হন ; আর উসমান (রা) তাদের সামনাসামনি কিছুদূরে বাকী কবরস্তানে সমাধিস্থ হন।]

٣٤٠٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَعِدَ أُحُدًا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ اَثْبُتْ اُحُدُ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ -

৩৪০০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) একদিন আবু বকর (রা) উমর ও উসমানসহ ওহোদ পাহাড়ের ওপর আরোহণ করলে পাহাড় তাঁদেরকে নিয়ে দুলতে লাগল। তখন নবী (স) বললেন ঃ ওহোদ স্থির হও। কারণ তোমার ওপরে একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও দু'জন শহীদ রয়েছেন।

٣٤٠١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا اَنَا عَلٰى بِئْرٍ اَنْزِعُ مِنْهَا جَاءَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَاَخَذَ اَبُوْ بَكْرٍ الدَّلْوَ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِيْ نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ اَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ اَبِيْ بَكْرٍ فَاسْتَحَالَتْ فِيْ يَدِهِ غَرْبًا فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِيْ فَرِيَّهُ فَنَزَعَ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ قَالَ وَهْبٌ الْعَطَنُ مَبْرَكُ الْاِبِلِ يَقُوْلُ حَتّٰى رَوِيَتِ الْاِبِلُ فَاَنَاخَتْ -

৩৪০১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ একদা (আমি স্বপ্নে দেখি যে,) আমি একটি কূপের ধারে দাঁড়িয়ে তা থেকে পানি টেনে তুলছি। এমতাবস্থায় আবু বকর ও উমর আমার নিকট পৌঁছে গেল। অতপর আবু বকর (রা) বালতিটা হাতে নিল এবং এক বালতি কিংবা দু'বালতি পানি টেনে তুলল। তাঁর ঐ বালতি টানার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আর আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করবেন। তারপর উমর ইবনে খাত্তাব আবু বকরের হাত থেকে বালতিটা নিল। তার হাতে গিয়ে বালতিটা বৃহদাকার ধারণ করল। আমি কোন শক্তিশালী বাহাদুর ব্যক্তিকে তার মত শক্তি সহকারে কাজ করতে দেখিনি। সে এত পানি তুলল যে, লোকেরা তাদের উটকে পরিতৃপ্ত করে পানি পান করিয়ে উটশালায় নিয়ে গেল।

এ হাদীসের রাবী ওহাব বলেন ঃ العطن। বলা হয় উটের বসার জায়গাকে। তিনি বলেন, উমর এত পানি তুললেন যে, উটগুলো তৃপ্তিসহকারে পানি পান করে সেখানে বসে পড়ল।

٣٤٠٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنِّيْ لَوَاقِفٌ فِيْ قَوْمٍ فَدَعَوُا اللّٰهَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَدْ وُضِعَ عَلٰى سَرِيْرِهِ اِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِيْ قَدْ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلٰى مَنْكِبِيْ يَقُوْلُ رَحِمَكَ اللّٰهُ اِنْ كُنْتُ لَاَرْجُوْ اَنْ يَجْعَلَكَ اللّٰهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ لِاَنِّيْ كَثِيْرًا مِمَّا كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُنْتُ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَفَعَلْتُ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَانْطَلَقْتُ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَاِنْ كُنْتُ لَاَرْجُوْ اَنْ يَجْعَلَكَ اللّٰهُ مَعَهُمَا فَالْتَفَتُّ فَاِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ -

৩৪০২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-কে (তাঁর মৃত্যুর পরে) খাটে রাখা অবস্থায় যারা তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করছিলেন আমি তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে (দোয়ায় রত) ছিলাম। এমন সময় আমার পেছন থেকে একজন লোক তার কনুই আমার কাঁধের ওপর রেখে [উমর (রা)-কে লক্ষ করে] বলতে লাগলেন, আল্লাহ আপনার প্রতি করুণা করুন। নিসন্দেহে আমি এ আশাই করছিলাম যে, আল্লাহ আপনাকে আপনার সঙ্গীদ্বয়ের সাথেই রাখবেন। কেননা, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে প্রায়ই এরূপ বলতে শুনতাম, আমি আবু বকর ও উমর (রা) (অমুক স্থানে) ছিলাম, আমি আবু বকর ও উমর (অমুক কাজ) করেছি এবং আমি আবু বকর ও উমর (অমুক স্থানে) গিয়েছি। তাই আমি নিসন্দেহে আশা করছিলাম যে, আল্লাহ আপনাকে তাদের দু'জনের সঙ্গে রাখবেন। (ইবনে আব্বাস বলেন,) আমি পেছন ফিরে তাকিয়ে আলী ইবনে আবু তালেবকে দেখতে পেলাম।

٣٤٠٣- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو عَنْ أَشَدِّ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ أَبِىْ مُعَيْطٍ جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى فَوَضَعَ رِدَاءَهُ فِىْ عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ بِهِ خَنْقًا شَدِيْدًا فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ حَتَّى دَفَعَهُ عَنْهُ فَقَالَ أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً أَنْ يَقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ -

৩৪০৩. উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে জিজ্ঞেস করলাম, মুশরিকরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সর্বাধিক কঠোর আচরণ কি করেছিল ? তিনি বললেন, (একদিন) আমি দেখলাম যে, উকবা ইবনে আবু মু'য়ীত রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসল। তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। সে নিজের চাদরখানা নবী (স)-এর গলায় জড়িয়ে শক্তভাবে চেপে ধরল। এমন সময় আবু বকর (রা) এসে তাকে তাঁর কাছ থেকে হটিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ তোমরা কি এমন একটি লোককে হত্যা করতে চাচ্ছ, যিনি বলছেন, আল্লাহই আমার প্রভু এবং তিনি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীও নিয়ে এসেছেন !

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ আবু হাফস উমর ইবনে খাত্তাবের গুণাবলী।

٣٤٠٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ رَأَيْتُنِىْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِىْ طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خَشَفَةً فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ هٰذَا بِلَالٌ وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا فَقَالَ لِعُمَرَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ عُمَرُ بِأُمِّى وَأَبِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَعَلَيْكَ أَغَارُ -

৩৪০৪. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, আমি (স্বপ্নে) দেখলাম, আমি যেন জান্নাতে প্রবেশ করেছি। সেখানে আবু তালহার স্ত্রী রুমাইসকে আমি দেখলাম এবং পদক্ষেপের শব্দ শুনতে পেলাম। তখন আমি বললাম ঃ এ ব্যক্তি কে ? বলা হলো ইনি বিলাল। আমি সেখানে একটি প্রাসাদও দেখতে পেলাম—যার আঙ্গিনায়

একজন কিশোরী বসেছিল। আমি বললাম, এ প্রাসাদটি কার ? একজন বলল, উমর ইবনে খাত্তাবের। আমার ইচ্ছা জেগেছিল যে, ভেতরে প্রবেশ করে প্রাসাদটি একবার দেখি। কিন্তু উমর, তোমার আত্মাভিমানের কথা আমার মনে পড়ে গেল তাই আমি আর প্রাসাদে প্রবেশ করলাম না। তখন উমর (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোন। আমি কি আপনার প্রতি আত্মাভিমান দেখাতে পারি ?

٣٤٠٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِىْ فِى الْجَنَّةِ فَاِذَا اِمْرَاَةٌ تَتَوَضَّأُ اِلٰى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ قَالُوْا لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكٰى (عُمَرُ) وَقَالَ اَعَلَيْكَ اَغَارُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ -

৩৪০৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন ঃ আমি ঘুমের মাঝে স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন জান্নাতে প্রবেশ করেছি। হঠাৎ সেখানে আমার নজরে পড়ল একজন মেয়েলোক একটি প্রাসাদের পাশে বসে অযু করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ প্রাসাদটি কার ? ফেরেশতারা বললেন ঃ উমরের। তখন প্রাসাদে প্রবেশের ইচ্ছা হলেও উমরের আত্মসম্মানবোধের কথা আমার মনে পড়ে গেল। তাই আমি ফিরে চলে এলাম। এ কথা শুনে উমর (রা) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমি কি আপনার কাছেও আত্মসম্মান দেখাতে পারি ?

٣٤٠٦- عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ شَرِبْتُ يَعْنِى اللَّبَنَ حَتّٰى اَنْظُرُ اِلَى الرِّىِّ يَجْرِىْ فِىْ ظُفُرِىْ اَوْ فِى اَظْفَارِىْ ثُمَّ نَاوَلْتُ عُمَرَ فَقَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ (يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ) قَالَ الْعِلْمَ -

৩৪০৬. আবু হামযা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ একদা আমি ঘুমের মাঝে স্বপ্নে দুধ পান করলাম। আমি এত পরিতৃপ্ত হয়ে দুধ পান করলাম যে, আমি লক্ষ্য করলাম তৃপ্তির চিহ্ন আমার নখগুলো থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। অতপর আমি পাত্রের অবশিষ্ট দুধ উমরকে পান করতে দিলাম। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, এ স্বপ্নের তাবির আপনি কি করেছেন ? তিনি বললেন ঃ ইলম।

٣٤٠٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اُرِيْتُ فِى الْمَنَامِ اَنِّى اَنْزِعُ بِدَلْوِ بَكْرَةٍ عَلٰى قَلِيْبٍ فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ نَزْعًا ضَعِيْفًا وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِىْ فَرِيَّهُ حَتّٰى رَوِىَ النَّاسُ وَضَرَبُوْا بِعَطَنٍ - قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ (اِبْنُ نُمَيْرٍ) الْعَبْقَرِىُّ عِتَاقُ الزَّرَابِىِّ وَقَالَ يَحْيٰى الزَّرَابِىُّ الطَّنَافِسُ لَهَا خَمْلٌ رَفِيْقٌ مَبْثُوْثَةٌ كَثِيْرَةٌ -

৩৪০৭. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ একদা আমি স্বপ্নে দেখি একটি কূপের পাশে দাঁড়িয়ে উটকে পানি পান করাবার বালতি দিয়ে আমি ঐ কূপ থেকে পানি টেনে তুলছি। এমন সময় আবু বকর (রা) এলেন এবং কিছুটা দুর্বলতার সাথে এক কি দু' বালতি পানি টেনে তুললেন। আর এ দুর্বলতার জন্য আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন। তারপর উমর ইবনে খাত্তাব এলেন। তখন ঐ বালতিটা বৃহদাকার ধারণ করল। তিনি এতটা শক্তির সাথে পানি তুলতে লাগলেন যে, কোন বাহাদুর ব্যক্তিকে আমি তার মত শক্তি সহকারে কাজ করতে দেখিনি। তিনি এত পানি তুললেন যার ফলে লোকেরা অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে পানি পান করল এবং উটকে পরিতৃপ্ত করে পানি পান করিয়ে উটশালায় নিয়ে গেল।

٣٤٠٨- عَــنْ سَعْــدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ اَسْتَاذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً اَصْوَاتُهُنَّ عَلٰى صَوْتِهِ فَلَمَّا اِسْتَاذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قُمْنَ فَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَاَذِنَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلَ عُمَرُ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْحَكُ فَقَالَ عُمَرُ اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَجِبْتُ مِنْ هٰؤُلَاءِ اللَّاتِىْ كُنَّ عِنْدِىْ فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ اِبْتَدَرْنَ الْحِجَابَ فَقَالَ عُمَرُ : فَاَنْتَ اَحَقُّ اَنَّ يَهَبْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ يَا عَدُوَّاتِ اَنْفُسِهِنَّ اَتَهَبْنَنِىْ وَلَا تَهَبْنَ رَسُــوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَ نَعَمْ اَنْتَ اَفَظُّ وَاَغْلَظُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيْهًا يَا اِبْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًا قَطُّ اِلاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ -

৩৪০৮. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন উমর ইবনে খাত্তাব রসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট তাঁর কক্ষে যাবার অনুমতি চাইলেন। তখন কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন মহিলা অর্থাৎ নবী পত্নীরা তাঁর নিকট বসে কথা বলছিলেন এবং তারা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করে কথা বলছিলেন। [অর্থাৎ খোরপোষের বিষয়ে নবী (স)-এর সাথে বাদানুবাদ করছিলেন।] উমর ইবনে খাত্তাব যখন প্রবেশের অনুমতি চাইলেন তখন মহিলারা উঠে দাঁড়ালেন এবং তাড়াতাড়ি পর্দার অন্তরালে চলে গেলেন। রসূলুল্লাহ্ (স) তাকে অনুমতি দিলেন। উমর (রা) ভেতরে প্রবেশ করলেন। রসূলুল্লাহ্ (স) তখন হাসছিলেন। উমর (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহ্ আপনাকে সদা প্রফুল্লচিত্ত রাখুন। রসূলুল্লাহ্ (স) বললেন ঃ যেসব স্ত্রীলোক এতক্ষণ আমার নিকট বসা ছিল তাদের অবস্থা দেখে আমি বিস্ময়বোধ করছি। তারা যখনি তোমার গলার আওয়াজ শুনতে পেল অমনি তাড়াতাড়ি পর্দার আড়ালে চলে গেল। উমর (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! তাদের তো উচিত আপনাকেই ভয় করা। তারপর উমর (রা) (ঐসব মহিলাকে লক্ষ করে) বললেন ঃ ওহে স্বীয় জানের দুশমনেরা ! তোমরা বুঝি আমাকে ভয়

কর আর রসূলুল্লাহকে ভয় কর না। তারা জবাব দিল, হাঁ। তোমাকে এ জন্য ভয় করি যে, তুমি রসূলুল্লাহ (স)-এর চাইতে অধিকতর রুক্ষ ও কঠোর ভাষী। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে ইবনে খাত্তাব ! ঐ সত্তার কসম ! যার হাতে আমার প্রাণ ! চলার পথে শয়তান যখন তোমাকে দেখতে পায় তখন সে তোমার রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তায় চলে যায়।

٣٤٠٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَا زِلْنَا اَعِزَّةً مُنْذُ اَسْلَمَ عُمَرُ -

৩৪০৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যেদিন থেকে উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছে সেদিন থেকে আমরা সর্বদা সম্মান ও জয়লাভ করে এসেছি।

٣٤١٠- عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ وُضِعَ عُمَرُ عَلٰى سَرِيْرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ قَبْلَ اَنْ يُرْفَعَ وَاَنَا فِيْهِمْ فَلَمْ يَرُعْنِىْ اِلاَّ رَجُلٌ اَخَذَ مَنْكِبِىْ فَاِذَا عَلِىٌّ فَتَرَحَّمَ عَلٰى عُمَرَ وَقَالَ مَا خَلَّفْتَ اَحَدًا اَحَبَّ اِلَىَّ اَنْ اَلْقَى اللّٰهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُ لاَظُنُّ اَنْ يَّجْعَلَكَ اللّٰهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَحَسِبْتُ اِنِّىْ كُنْتُ كَثِيْرًا اَسْمَعُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ ذَهَبْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ -

৩৪১০. আবু মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছেন ঃ উমর (রা)-কে মৃত্যুর পর যখন খাটিয়ায় রাখা হয় তখন তার খাটিয়া কাঁধে তুলে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত লোকেরা চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে রাখে, তাঁর জন্য দোয়া করতে ও নামায পড়তে থাকে। ইবনে আব্বাস বলেন আমিও তাদের মাঝে ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার কাঁধের ওপর হাত রাখতেই আমি চমকে উঠলাম। পেছন ফিরে দেখি তিনি আলী (রা)। তিনি উমর (রা)-এর জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন ঃ হে উমর ! তোমার পর আমার নিকট তোমার চাইতে অধিক প্রিয় এমন কোন ব্যক্তিত্ব তুমি রেখে যাওনি যার আমলের অনুরূপ আমল করে আমি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। আল্লাহর কসম ! আমার বিশ্বাস, আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে তোমার সঙ্গীদ্বয়ের সাথে রাখবেন। আমার মনে পড়ে, আমি নবী (স)-কে প্রায়ই একথা বলতে শুনতাম ঃ আমি আবু বকর ও উমর (রা) (অমুক স্থানে) গিয়েছি, আমি, আবু বকর ও উমর (রা) (অমুক স্থানে) প্রবেশ করেছি এবং আমি, আবু বকর ও উমর (রা) (অমুক কাজে) বের হয়েছি।

٣٤١١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَعِدَ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى اُحُدٍ وَمَعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ اُثْبُتْ اُحُدُ فَمَا عَلَيْكَ اِلاَّ نَبِىٌّ اَوْ صِدِّيْقٌ اَوْ شَهِيْدَانِ -

৩৪১১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী (স) ওহোদ পাহাড়ে আরোহণ করেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবু বকর, উমর ও উসমান। তখন ওহোদ

পাহাড় তাদেরকে নিয়ে নেচে উঠল। নবী (স) পাহাড়ের ওপর পদাঘাত করে বললেন ঃ হে ওহোদ ! স্থির থাক। কেননা তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও দু'জন শহীদ রয়েছেন।

٣٤١٢- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلَنِيْ اِبْنُ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ شَانِهِ يَعْنِي عُمَرَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا قَطُّ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ حِيْنَ قُبِضَ كَانَ اَجَدَّ وَاَجْوَدَ حَتّٰى اِنْتَهٰى مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ

৩৪১২. যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) তার পিতা আসলাম থেকে বর্ণনা করছেন। আসলাম বলেন ঃ ইবনে উমর আমাকে উমর (রা)-এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমি তাকে বললাম ঃ নবী (স)-এর ওফাতের পর উমর (রা)-এর চাইতে অধিক ভাগ্যবান ও শ্রেষ্ঠ দাতা আর কোন ব্যক্তিকে আমি দেখিনি। এমনকি এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য উমর ইবনে খাত্তাব পর্যন্ত এসেই শেষ হয়ে গেছে।

٣٤١٣- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَاذَا اَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ لاَ شَىْءَ اِلاَّ اَنِّى اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ فَقَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ اَنَسٌ فَمَا فَرِحْنَا بِشَىْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ اَنَسٌ فَاَنَا اُحِبُّ النَّبِىَّ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ مَعَهُمْ بِحُبِّى اِيَّاهُمْ وَاِنْ لَمْ اَعْمَلْ بِمِثْلِ اَعْمَالِهِمْ ـ

৩৪১৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। সে বলল ঃ কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে ? নবী (স) বললেন ঃ তার জন্য তুমি কি পাথেয় তৈরী করেছ ? সে বলল ঃ কিছুই না, তবে শুধু এতটুকু যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসি। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ তুমি কিয়ামতে তার সঙ্গেই থাকবে যাকে তুমি ভালবাস। আনাস (রা) বলেন ঃ আমরা কোন কিছুতেই এতটা আনন্দিত হইনি যতটা আনন্দিত হয়েছি নবী (স)-এর এ কথায় ঃ তুমি তার সাথেই থাকবে যাকে তুমি ভালবাস। আনাস (রা) বলেন ঃ আমি নবী (স), আবু বকর ও উমরকে ভালবাসি। আর তাঁদের প্রতি আমার ভালবাসা থাকার কারণে আমি আশা করি (পরকালে) আমি তাদের সাথেই থাকব, যদিও তাদের আমলের মত আমল আমি করতে পারিনি।

٣٤١٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ كَانَ فِيْمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْاُمَمِ (نَاسٌ) مُحَدَّثُوْنَ فَاِنْ يَكُ فِىْ اُمَّتِىْ اَحَدٌ فَاِنَّهُ عُمَرُ زَادَ زَكَرِيَّاءُ بْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَقَدْ كَانَ (فِيْمَنْ

كَانَ) قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِى اِسْرَائِيْلَ رِجَالٌ يُكَلَّمُوْنَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُوْنُوْا اَنْبِيَاءَ فَاِنْ يَكُنْ مِنْ اُمَّتِىْ مِنْهُمْ اَحَدٌ فَعُمَرُ ـ

৩৪১৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে কিছু লোক ইলহাম (ঐশী ইঙ্গিত) প্রাপ্ত ছিল। আমার উম্মতের মধ্যে এমন কেউ যদি থাকে তবে সে উমরই বটে।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে অপর একটি রেওয়ায়েতে এরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ নবী (স) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী বনু ইসরাইলদের মধ্যে কতিপয় লোক এমন ছিলেন যারা নবী না হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে (আল্লাহর তরফ থেকে) কিছু কথা বলা হতো। তাদের মত এমন কেউ যদি আমার উম্মতের মধ্যে থাকে তবে সে উমরই বটে !

٣٤١٥ـ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ سَمِعْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا رَاعٍ فِىْ غَنَمِهِ عَدَا الذِّئْبُ فَاَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهَا حَتّٰى اِسْتَنْقَذَهَا فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ الذِّئْبُ فَقَالَ لَهُ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِىْ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَاِنِّىْ اُوْمِنُ بِهِ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا ثَمَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ ـ

৩৪১৫. সাইদ ইবনে মুসাইয়াব ও আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা আবু হুরাইরা (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, একদিন এক রাখাল তার বকরীর পালের নিকট উপস্থিত ছিল। হঠাৎ এক নেকড়ে বাঘ এসে আক্রমণ চালিয়ে পাল থেকে একটি বকরী নিয়ে গেল। রাখাল পেছনে ধাওয়া করে (নেকড়ের কবল থেকে) বকরীটাকে উদ্ধার করল। নেকড়েটি তখন রাখালের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ (আজ তো আমার থেকে ছিনিয়ে নিলে। কিন্তু) হিংস্র জন্তুর আক্রমণের দিন[৩৯] এ বকরীর রক্ষাকারী কে হবে ? সেদিন আমি ছাড়া এ বকরীর কোন রাখাল থাকবে না। লোকেরা (সাহাবীগণ) বলে উঠল ঃ সুবহানাল্লাহ ! (নেকড়েও কথা বলতে পারে ?) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি, আবু বকর ও উমর এ বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

---

৩৯. "হিংস্র জন্তুর আক্রমণের দিন"-এ বাক্যটির দু' ধরনের অর্থ হতে পারে। এক ঃ এ বাক্যটি দ্বারা নেকড়েটি কিয়ামত দিবসের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ কিয়ামত লগ্নে যখন ফিতনা ফাসাদের তান্ডব লীলা শুরু হবে এবং মানুষ নিজেদের ভেড়া বকরী ত্যাগ করে ভয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকবে, বনের সমস্ত জীব জন্তু যখন এক জায়গায় এসে জমা হবে, তখন তোমার বকরীর পাল কে পাহারা দেবে ? সেদিন তো আমি অর্থাৎ আমার মত নেকড়েরাই তোমার বকরীর নিকট উপস্থিত থাকবে।

দুই ঃ "হিংস্র জন্তুর আক্রমণের দিন" বলে নেকড়েটি ক্ষোভ প্রকাশ করে বুঝাতে চাচ্ছে যে, আমি ক্ষুদে নেকড়ে বলে আজতো বকরীটা আমার থেকে ছিনিয়ে নিলে কিন্তু যেদিন হিংস্র জন্তু অর্থাৎ সিংহ কিংবা বড় বাঘ আক্রমণ চালাবে সেদিন তোমার বকরীকে কে রক্ষা করবে ? তুমি তো তখন ভয়ে বকরীর পাল ছেড়ে পালাবে। শুধু আমিই তখন তোমার বকরীর কাছে উপস্থিত থাকব।

٣٤١٦- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوْا عَلَىَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِىَ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُوْنَ ذٰلِكَ وَعُرِضَ عَلَىَّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ اِجْتَرَّهُ قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الدِّيْنَ ـ

৩৪১৬. আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নের মাঝে দেখলাম যে, লোকদেরকে আমার সামনে পেশ করা হচ্ছে। এসব লোক জামা পরিহিত ছিল। তাদের কারো জামা বুক পর্যন্ত পৌঁছেছিল। আবার কারো জামা তার চেয়েও কম। তারপর আমার সামনে উমরকে আনা হল। তার গায়ে এরূপ একটা লম্বা জামা ছিল যে, তা মাটিতে ঘসে ঘসে চলছিল। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি এর তাবির কি করেছেন ? তিনি বললেন, "দীন ইসলাম।"[৪০]

٣٤١٧- عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ جَعَلَ يَاْلَمُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَاَنَّهُ يُجَزِّعُهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَئِنْ كَانَ ذٰلِكَ لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبْتَ اَبَا بَكْرٍ فَاَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبْتَ صَحَبَتَهُمْ فَاَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُوْنَ قَالَ اَمَّا مَاذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِضَاهُ فَاِنَّمَا ذَاكَ مَنٌّ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى مَنَّ بِهِ عَلَىَّ وَاَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَرِضَاهُ فَاِنَّمَا ذَاكَ مَنٌّ مِنَ اللّٰهِ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنَّ بِهِ عَلَىَّ وَاَمَّا مَا تَرٰى مِنْ جَزَعِىْ فَهُوَ مِنْ اَجْلِكَ وَاَجْلِ اَصْحَابِكَ وَاللّٰهِ لَوْ اَنَّ لِىْ طِلَاعَ الْاَرْضِ ذَهَبًا لَاَفْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ اَنْ اَرَاهُ ـ

৩৪১৭. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) (আবু লুলু কর্তৃক) আহত হলে যখন ব্যথার কারণে তিনি কিছুটা অস্থিরতা ও কষ্ট প্রকাশ করতে থাকেন, তখন ইবনে আব্বাস তাঁর ব্যথা লাঘব করণার্থে অনেকটা সান্ত্বনার সুরে তাকে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন ! যদি এটা হয় (অর্থাৎ আপনার মৃত্যু ঘটে) তবে চিন্তার কোন কারণ নেই। কেননা আপনি রসূলুল্লাহর (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর সাহচর্যের হক উত্তম রূপে আদায় করেছেন। অতপর আপনারা পরস্পর এমতাবস্থায় বিচ্ছিন্ন হলেন যে, তিনি নবী (স) আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তারপর আপনি আবু বকর (রা)-

---

৪০. অর্থাৎ অন্যেরা দীন ইসলামের যে খিদমত করবে উমরের (রা) খিদমত তার তুলনায় অনেক বেশী এবং অনেক পূর্ণাংগ।

এর সাহচর্য লাভ করেন এবং তার সাহচর্যের হক উত্তমরূপে আদায় করেন। অতপর আপনারা পরস্পর এমতাবস্থায় বিচ্ছিন্ন হলেন যে, তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তারপর খলীফা থাকাকালীন আপনি তাঁদের অর্থাৎ নবী (স) ও আবু বকর (রা)-এর সাথীদের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাদের সাহচর্যের হক উত্তমরূপে আদায় করেছেন। আর এ মুহূর্তে যদি আপনি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান (অর্থাৎ ইন্তেকাল করেন) তবে নিশ্চিতভাবে আপনি তাদের কাছ থেকে এমন অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হবেন যে, তারা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। উমর (রা) বললেন, তুমি যে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য ও তাঁর সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করলে তা তো ছিল শুধুমাত্র আল্লাহর বিশেষ একটা অনুগ্রহ—যা তিনি আমার ওপর করেছেন। আর আবু বকরের সাহচর্য ও সন্তুষ্টি সম্পর্কে যা তুমি উল্লেখ করলে তাও শুধুমাত্র আল্লাহর বিশেষ একটা অনুগ্রহ—যা তিনি আমার ওপর করেছেন। কিন্তু আমার মাঝে যে অস্থিরতা তুমি লক্ষ করছ তা তোমার জন্য এবং তোমার সাথীদের জন্য। (অর্থাৎ এ ভয়ে আমি অস্থির, কি জানি আমার পরে তোমরা আবার কোন্ ফিতনা ফাসাদে জড়িয়ে পড়।) আল্লাহর কসম ! যদি আমার নিকট দুনিয়া ভর্তি সোনা থাকতো তবে আল্লাহর আযাব স্বচক্ষে অবলোকন করার আগেই তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমি ঐসব স্বর্ণ বিনিময় হিসেবে দান করে দিতাম।

٣٤١٨- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ حَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِفْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحْتُ لَهُ فَاِذَا اَبُوْ بَكْرٍ فَبَشَّرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِفْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحْتُ لَهُ فَاِذَا هُوَ عُمَرُ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ اِسْتَفْتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ لِىْ اِفْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيْبُهُ فَاِذَا عُثْمَانُ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ -

৩৪১৮. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর সাথে মদীনার কোন একটি বাগানে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে ফটক খুলে দিতে বলল। নবী (স) বললেন, তার জন্য ফটক খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর। অতপর আমি ফটক খুলে দিতেই দেখি আগন্তুক হলেন আবু বকর (রা)। তখন আমি তাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর কথানুযায়ী জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম। তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তারপর আরেক ব্যক্তি এসে ফটক খুলে দিতে বলল। নবী (স) বললেন, আগন্তুককে দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর। আমি গিয়ে দরজা খুলতেই দেখি আগন্তুক হলেন উমর (রা)। তখন আমি তাঁকে নবী (স)-এর দেয়া সুসংবাদটি জানিয়ে দিলাম। তিনিও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তারপর আরেক ব্যক্তি এসে দরজা খুলে দিতে বলল। নবী (স) আমাকে বললেন, আগন্তুককে দরজা খুলে দাও এবং তার ওপর দুনিয়াতে কঠিন বিপদ আসবে—এ কথা বলে তাকে জান্নাতের

সুসংবাদ প্রদান কর। আমি দরজা খুলে দিতেই দেখি, আগন্তুক ব্যক্তি উসমান (রা)। আমি তাঁকে নবী (স)-এর দেয়া সুসংবাদটি জানিয়ে দিলাম। তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ-ই সাহায্যকারী।

٣٤١٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ -

৩৪১৯. আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। তিনি তখন উমর ইবনে খাত্তাবের হাত ধরে দাঁড়িয়েছিলেন।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ উসমান ইবনে আফফানের (রা) গুণাবলী।

নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি রুমা কূপ খনন করবে তার জন্য জান্নাতে অবধারিত। আর উসমান (রা)-ই ঐ কূপ খনন করেন। নবী (স) আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি 'জাইশে উসরত' অর্থাৎ উসরতের যুদ্ধে গমনকারীদের সাজ-সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করে দেবে সে জান্নাতের অধিকারী হবে। আর উসমান (রা)-ই ঐ যুদ্ধের যাবতীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করেছিলেন।

٣٤٢٠- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا وَاَمَرَنِىْ بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَاذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَاذَا اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ يَسْتَاذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَاذَا عُمَرُ ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ يَسْتَاذِنُ فَسَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيْبُهُ فَاذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ حَمَّادٌ وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ الْاَحْوَلُ وَعَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ سَمِعَا اَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِيْهِ عَاصِمٌ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ قَاعِدًا فِىْ مَكَانٍ فِيْهِ مَاءٌ قَدِ انْكَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ اَوْ رُكْبَتِهِ فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهَا -

৩৪২০. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) একদা কোন একটি বাগানে প্রবেশ করেন এবং আমাকে বাগানের পাহারা দেয়ার নির্দেশ দেন। আমি দরজায় পাহারা দিচ্ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইল। নবী (স) বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাও। দরজা খুলতেই দেখি আগন্তুক হচ্ছেন আবু বকর (রা)। তারপর আরেক ব্যক্তি এসে অনুমতি চাইল। নবী (স) বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং সাথে সাথে তাকেজান্নাতের সুসংবাদ দাও। দরজা খুলতেই দেখি তিনি হচ্ছেন উমর (রা)। অতপর আরেক ব্যক্তি এসে প্রবেশের অনুমতি চাইল। নবী (স) এবারে কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং তার ওপর অচিরেই কঠিন বিপদ আসবে—এ কথা বলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাও। দরজা খুলতেই দেখি তিনি হলেন উসমান (রা)।

এ হাদীসের এক বর্ণনাকারী আসেম এ হাদীসের শেষের দিকে এ বাক্যটি অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন ঃ নবী (স) ঐ বাগানে এমন একটি স্থানে বসেছিলেন যেখানে পানি ছিল। তিনি তার পদদ্বয় কিংবা তার একটি পা (রাবীর সন্দেহ) উন্মুক্ত করে রেখেছিলেন। উসমান (রা) প্রবেশ করতেই তিনি তা ঢেকে ফেললেন।

٣٤٢١- عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْاَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ قَالاَ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تُكَلِّمَ عُثْمَانَ لِاَخِيْهِ الْوَلِيْدِ فَقَدْ اَكْثَرَ النَّاسُ فِيْهِ فَقَصَدْتُ لِعُثْمَانَ حَتّٰى خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ قُلْتُ اِنَّ لِيْ اِلَيْكَ حَاجَةً وَهِيَ نَصِيْحَةً لَكَ قَالَ يَا اَيُّهَا الْمَرْءُ قَالَ مَعْمَرُ اُرَاهُ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ فَانْصَرَفْتُ فَرَجَعْتُ اِلَيْهِمْ اِذْ جَاءَ رَسُوْلُ عُثْمَانَ فَاَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا نَصِيْحَتُكَ فَقُلْتُ اِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتَ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ﷺ فَهَاجَرْتَ الْهِجْرَتَيْنِ وَصَحِبْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَرَاَيْتَ هَدْيَهُ وَقَدْ اَكْثَرَ النَّاسُ فِيْ شَاْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ اَدْرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتُ لاَ وَلٰكِنْ خَلَصَ اِلَيَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا يَخْلُصُ اِلَى الْعَذْرَاءِ فِيْ سِتْرِهَا قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ فَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَاٰمَنْتُ بِمَا بَعَثَ بِهِ وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ كَمَا قُلْتَ وَصَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَبَايَعْتُهُ فَوَاللّٰهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اَبُوْ بَكْرٍ مِثْلُهُ ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُهُ ثُمَّ اسْتُخْلِفْتُ اَفَلَيْسَ لِيْ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِيْ لَهُمْ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَمَا هٰذِهِ الْاَحَادِيْثُ الَّتِيْ تَبْلُغُنِيْ عَنْكُمْ اَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَاْنِ الْوَلِيْدِ فَسَنَاْخُذُ فِيْهِ بِالْحَقِّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَاَمَرَهُ اَنْ يَجْلِدَهُ فَجَلَدَهُ ثَمَانِيْنَ ـ

৩৪২১. উবাইদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) ও আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস (রা) আমাকে বলল ঃ উসমান (রা)-এর (বৈপিত্রেয়) ভাই ওয়ালীদ [৪১] সম্পর্কে উসমান (রা)-এর সাথে আলোচনা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিচ্ছে? অথচ লোকেরা তার ব্যাপারে কঠোর

৪১. ওয়ালীদ ছিল উসমান (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভাই। অর্থাৎ তাঁর মায়ের পূর্বেকার স্বামীর ঔরসজাত সন্তান। উসমান (রা) খলীফা নির্বাচিত হবার পর সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে পদচ্যুত করে ওয়ালীদকে কূফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। একদিন তিনি ফজরের ফরয নামায দু' রাকাতের স্থলে চার রাকাত পড়েন এবং মুসল্লীদের লক্ষ করে বলেন ঃ আমি তোমাদের জন্য নামায বৃদ্ধি করে দিলাম। পরে জানা গেল যে, তিনি তখন নেশাগ্রস্ত ছিলেন। অর্থাৎ শরাব পান করে মসজিদে এসেছিলেন। এতে লোকেরা তার বিরুদ্ধে সমালোচনা মুখর হয়ে উঠে। পরে উসমান (রা) এ অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তার ওপর 'হদ' জারী করেন। অর্থাৎ তাকে আশিটি চাবুক মারা হয়।

সমালোচনা মুখর। এ কথা শুনে আমি বিষয়টা উসমান (রা)-এর সাথে আলোচনা করতে ইচ্ছা করলাম। যখন তিনি মসজিদে নামায পড়তে এলেন তখন আমি তাঁকে বললাম ঃ আপনার সাথে আমার কিছু কাজ আছে এবং তা আপনার মঙ্গলের জন্যই। তিনি বললেন ঃ ওহে ! তোমার থেকে মা'মার বলেন, আমার মনে পড়ে তিনি বলেন ঃ আমি তোমার কাছ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। (অর্থাৎ এ মুহূর্তে তোমার সাথে কথা বলার ফুরসৎ আমার নেই)। তখন আমি ফিরে চলে এলাম এবং সবেমাত্র তাদের কাছে যারা আমাকে আলাপ করতে বলেছিল এসে পৌঁছেছি এমন সময় উসমান (রা)-এর দূত এসে হাজির হলো। সুতরাং আমি আবার তাঁর নিকট এলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি তখন কি বলতে চাচ্ছিলে ? আমি বললাম ঃ আল্লাহ মুহাম্মদ (স)-কে সত্যের বাহকরূপে (দুনিয়াতে) পাঠিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। আপনি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহবানে সাড়া দিয়েছেন। তদুপরি আপনি দু'বার হিজরত করেছেন। আপনি রসূলের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর চালচলন ও স্বভাব চরিত্র (স্বচক্ষে) অবলোকন করেছেন। (আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি) লোকজন ওয়ালীদের ব্যাপারে অনেক কিছু বলাবলি করছে। উসমান (রা) বললেন ঃ তুমি কি রসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর জীবদ্দশায় পেয়েছ (দেখেছ) ? আমি বললাম ঃ না। কিন্তু তাঁর সংবাদ আমার নিকট পৌঁছেছে, যেমনিভাবে কুমারী মেয়েদের নিকট পর্দার অন্তরালে সংবাদ পৌঁছে থাক। উসমান (রা) বললেন ঃ আল্লাহ মুহাম্মাদ (স)-কে সত্যের বাহকরূপে (দুনিয়াতে) পাঠিয়েছেন। আমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স)-এর আহবানে সাড়া দিয়েছেন এবং যে কিতাব দিয়ে রসূল (স)-কে পাঠানো হয়েছে তার প্রতিও আমি ঈমান এনেছি। আমি দু'বার হিজরত করেছি—যা তুমি নিজেই বললে। আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছি এবং তাঁর আনুগত্য কবুল করেছি। আল্লাহর কসম ! আমি কখনো তাঁর অবাধ্য হইনি এবং কখনো তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে ওফাত দেন। তারপর আমি অনুরূপভাবে আবু বকরের সাহচর্য লাভ করেছি। তারপর আমি অনুরূপভাবে উমর (রা)-এর সাহচর্য লাভ করেছি। অতপর আমি খলীফা নির্বাচিত হয়েছি। সুতরাং আমার কি সে অধিকার নেই যা তাদের ছিল ? আমি বললাম ঃ হাঁ, নিশ্চয়ই রয়েছে। তিনি বললেন ঃ তাহলে এসব কেমন কথা যা তোমাদের পক্ষ থেকে আমার কানে আসছে। যাক, ওয়ালীদের ব্যাপারে যা বললেন সে সম্পর্কে ইনশা আল্লাহ অনতিবিলম্বে আমি সত্যের পক্ষ অবলম্বন করব এবং সঠিক ফয়সালা দেব। তারপর তিনি আলী (রা)-কে ডেকে ওয়ালীদকে চাবুক মারার নির্দেশ দেন। তখন আলী (রা) তাকে আশিটি চাবুক মারেন।

٣٤٢٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نَعْدِلُ بِاَبِيْ بَكْرٍ اَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَتْرُكُ اَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ تَابَعَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ -

৩৪২২. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর যমানায় আমরা কাউকে আবু বকর (রা)-এর সমকক্ষ মনে করতাম না। তারপর উমর (রা)-কে এবং তারপর উসমান (রা)-কে মর্যাদা দিতাম। অতপর নবী (স)-এর অন্যান্য সাহাবাদের

মর্যাদা সম্পর্কিত আলোচনা পরিহার করতাম। তাদের মধ্যে একের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দিতাম না। আবদুল্লাহ ইবনে সালেহ আবদুল আযিযের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٤٢٣- عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ مَوْهَبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ مِصْرَ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَاى قَوْمًا جُلُوْسًا فَقَالَ مَنْ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمُ قَالَ هٰؤُلَاءِ قُرَيْشٌ قَالَ فَمَنِ الشَّيْخُ فِيْهِمْ قَالُوْا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ اِنِّى سَائِلُكَ عَنْ شَىْءٍ فَحَدِّثْنِى هَلْ تَعْلَمُ اَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ اُحُدٍ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ تَعْلَمُ اَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَعْلَمُ اَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ تَعَالَ اُبَيِّنْ لَكَ اَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ اُحُدٍ فَاَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَلَهُ وَاَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَاِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيْضَةً فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لَكَ اَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ وَاَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ اَحَدٌ اَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُثْمَانَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ اِلٰى مَكَّةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى هٰذِهِ يَدُ عُثْمَانَ فَضَرَبَ بِهَا عَلٰى يَدِهِ فَقَالَ هٰذِهِ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ اِذْهَبْ بِهَا الْاٰنَ مَعَكَ -

৩৪২৩. উসমান ইবনে মাওহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মিসরের একজন লোক মক্কায় এসে বাইতুল্লাহর হজ্জ সম্পাদন করল। অতপর সেখানে একদল লোককে উপবিষ্ট দেখে জিজ্ঞেস করল, এরা কারা ? লোকেরা বলল ঃ এরা কুরাইশ। সে আবারও জিজ্ঞেস করল, এদের মধ্যে বয়োজেষ্ঠ্য শাইখ কে ? লোকেরা বলল ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)। তখন সে বলল, হে ইবনে উমর ! আমি আপনাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনি জবাব দিন। তারপর লোকটি বলল ঃ আপনি কি এটা জানেন যে, উসমান ওহোদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েছেন ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। লোকটি আবার বলল, আপনি কি এটা জানেন যে, উসমান বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। লোকটি আবার বলল ঃ আপনি কি এটা জানেন যে, উসমান বাইআতুর রিদওয়ান (হুদাইবিয়াতে অনুষ্ঠিত বাইআত) থেকে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তাতে যোগদান করেননি। তিনি বললেন ঃ হাঁ। [ঐ লোকটি উসমান (রা)-এর শত্রুপক্ষের লোক ছিল। তাই ইবনে উমরের মুখে এ স্বীকৃতি শুনে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে] সে তখন বলে উঠল ঃ "আল্লাহু আকবার।" ইবনে উমর বললেন ঃ এবার কাছে এসো, প্রকৃত ব্যাপারটা তাহলে তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি ঃ

(প্রথমত) ওহোদের দিন তার পলায়নের ব্যাপারটা ঃ সে সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তার ঐ ব্যাপারটা আল্লাহ মিটিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে ক্ষমা করেছেন। তারপর বদর যুদ্ধ থেকে তার অনুপস্থিতির ব্যাপারটা ঃ এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা হলো এই যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা রুকাইয়া উসমানের স্ত্রী ছিলেন। তিনি রোগশয্যায় ছিলেন। তাই রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে রোগিণীর সেবা শুশ্রূষার জন্য মদীনায় থাকার অনুমতি দিয়ে বলেছিলেন ঃ এ যুদ্ধে যারা যোগদান করবে তাদের যেকোন একজন লোকের সমপরিমাণ সওয়াব তুমি পাবে এবং গনীমাতের অংশ থেকেও তাদের সমপরিমাণ অংশ তুমি লাভ করবে।

আর বাইআতুর রিদওয়ান থেকে তাঁর অনুপস্থিতির ব্যাপারটা ঃ সে সম্পর্কে আসল কথা এই যে, মক্কার অধিবাসীদের নিকট উসমানের চাইতে অধিকতর সম্মানিত যদি অপর কোন মুসলিম থাকতো তবে নবী (স) উসমানের স্থলে নিশ্চয়ই তাকেই পাঠাতেন। তাই রসূলুল্লাহ (স) উসমানকে পাঠিয়েছিলেন। উসমানর মক্কাভিমুখে চলে যাবার পর বাইআতুর রিদওয়ান অনুষ্ঠিত হয়। তখন রসূলুল্লাহ (স) নিজ ডান হাতের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এটা উসমানের হাত। তারপর তিনি ঐ হাতটি তাঁর অপর হাতের ওপর স্থাপন করে বলেন, এ বাইআতটি উসমানের বাইআত।

অতপর ইবনে উমর লোকটিকে বললেন ঃ এ বিবরণ সাথে নিয়ে এবার তুমি যেতে পার।

٣٤٢٤- عَـــنْ اَنَسٍ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ اُحُدًا وَمَعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَـرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ وَقَالَ اُسْكُنْ اُحُــدُ اَظُنُّهُ ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ اِلاَّ نَبِىٌّ وَصِدِّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ -

৩৪২৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী (স) ওহোদ পাহাড়ে আরোহণ করেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবু বকর, উমর ও উসমান (রা)। ওহোদ তখন (খুশীতে) নেচে উঠল। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে ওহুদ ! স্থির থাক। [আনাস (রা) বলেন ঃ] আমার ধারণা, নবী (স) ওহোদকে পদাঘাত করেন। তারপর বলেন ঃ তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ রয়েছেন।

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ উসমান ইবনে আফ্‌ফানের (রা) বাইআত ও খিলাফতের প্রতি সর্বসম্মত রায়।

٣٤٢٥- عَـنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ رَاَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَبْلَ اَنْ يُصَابَ بِاَيَّامٍ بِالْمَدِيْنَةِ وَقَفَ عَلَى حُذَيْفَةَ ابْنَ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كَيْفَ فَعَلْتُمَا اَتَخَافَانِ اَنْ تَكُوْنَا قَدْ حَمَّلْتُمَا الْاَرْضَ مَا لاَ تُطِيْقُ قَالاَ حَمَّلْنَاهَا اَمْرًا هِىَ لَهُ مُطِيْقَةٌ مَا فِيْهَا كَبِيْرُ فَضْلٍ قَالَ انْظُرَا اَنْ تَكُوْنَا حَمَّلْتُمَا الْاَرْضَ مَا لاَ تُطِيْقُ قَالاَ لاَ فَقَالَ عُمَرُ لَئِنْ سَلَّمَنِى اللّٰهُ لاَدَعَنَّ اَرَامِلَ اَهْلِ الْعِرَاقِ لاَ يَحْتَجْنَ اِلَى رَجُلٍ بَعْدِىْ اَبَدًا قَالَ فَمَا اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ رَابِعَةٌ حَتَّى اُصِيْبَ قَالَ اِنِّى لَقَائِمٌ مَا بَيْنِى

وَبَيْنَهُ اِلاَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةَ أُصِيْبَ وَكَانَ اِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ اِسْتَوُوْا حَتّٰى اِذَا لَمْ يَرَ فِيْهِنَّ خَلَلاً تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ وَرُبَّمَا قَرَاَ سُوْرَةَ يُوْسُفَ اَوِ النَّحْلَ اَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى حَتّٰى يَجْتَمِعَ النَّاسُ فَمَا هُوَ اِلاَّ اَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَتَلَنِىْ اَوْ اَكَلَنِى الْكَلْبُ حِيْنَ طَعَنَهُ فَطَارَ الْعِلْجُ بِسِكِّيْنٍ ذَاتَ طَرَفَيْنِ لاَ يَمُرُّ عَلٰى اَحَدٍ يَمِيْنًا وَلاَ شِمَالاً اِلاَّ طَعَنَهُ حَتّٰى طَعَنَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ (تِسْعَةٌ) فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ اَنَّهُ مَاخُوْذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ فَمَنْ يَلِىْ عُمَرَ فَقَدْ رَاٰى الَّذِىْ اَرٰى وَاَمَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَاِنَّهُمْ لاَ يَدْرُوْنَ غَيْرَ اَنَّهُم قَدْ فَقَدُوْا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَصَلّٰى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ صَلاَةً خَفِيْفَةً فَلَمَّا اِنْصَرَفُوْا قَالَ يَا اِبْنَ عَبَّاسٍ اُنْظُرْ مَنْ قَتَلَنِىْ فَجَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ غُلاَمُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ الصَّنَعُ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَاتَلَهُ اللّٰهُ لَقَدْ اَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوْفًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَجْعَلْ مِيْتَتِىْ بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِى الْاِسْلاَمَ قَدْ كُنْتَ اَنْتَ وَاَبُوْكَ تُحِبَّانِ اَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوْجُ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَ (الْعَبَّاسُ) اَكْثَرَهُمْ رَقِيْقًا فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ اَىْ اِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا قَالَ كَذَبْتَ بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوْا بِلِسَانِكُمْ وَصَلَّوْا قِبْلَتَكُمْ وَحَجُّوْا حَجَّكُمْ فَاحْتُمِلَ اِلٰى بَيْتِهِ فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ وَكَاَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ فَقَائِلٌ يَقُوْلُ لاَ بَاْسَ وَقَائِلٌ يَقُوْلُ اَخَافُ عَلَيْهِ فَاُتِىَ بِنَبِيْذٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ ثُمَّ اُتِىَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ فَعَلِمُوْا اَنَّهُ مَيِّتٌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَجَاءَ النَّاسُ يُثْنُوْنَ عَلَيْهِ وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ فَقَالَ اَبْشِرْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِبُشْرَى اللّٰهِ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدَمٍ فِى الْاِسْلاَمِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ثُمَّ وَلِيْتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ شَهَادَةٌ قَالَ وَدِدْتُ اَنَّ ذٰلِكَ كَفَافٌ لاَ عَلَىَّ وَلاَ لِىْ فَلَمَّا اَدْبَرَ اِذَا اِزَارُهُ يَمَسُّ الْاَرْضَ قَالَ رُدُّوْا عَلَىَّ الْغُلاَمَ قَالَ ابْنَ اَخِىْ اِرْفَعْ ثَوْبَكَ فَاِنَّهُ اَبْقٰى لِثَوْبِكَ وَاَتْقٰى لِرَبِّكَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اُنْظُرْ مَا عَلَىَّ مِنَ الدَّيْنِ فَحَسَبُوْهُ فَوَجَدُوْهُ سِتَّةً وَثَمَانِيْنَ اَلْفًا اَوْ نَحْوَهُ قَالَ اِنْ وَفِىْ لَهُ مَالُ اٰلِ عُمَرَ فَاَدِّهِ مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَاِلاَّ فَسَلْ فِىْ بَنِىْ عَدِىِّ ابْنِ كَعْبٍ فَاِنْ

لَمْ تَفِ اَمْوَالُهُمْ فَسَلْ فِىْ قُرَيْشٍ وَلاَ تَعْدُهُمْ اِلٰى غَيْرِهِمْ فَاَدِّ عَنِّى هٰذَا الْمَالَ اِنْطَلِقْ اِلٰى عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقُلْ يَقْرَاُ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلاَمَ وَلاَ تَقُلْ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاِنِّى لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَمِيْرًا وَقُلْ يَسْتَاْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَسَلَّمَ وَاسْتَاْذَنَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِى فَقَالَ يَقْرَاُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلاَمَ وَيَسْتَاْذِنُ اَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَتْ كُنْتُ اُرِيْدُهُ لِنَفْسِى وَلاُوثِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلٰى نَفْسِى فَلَمَّا اَقْبَلَ قِيْلَ هٰذَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ قَالَ اِرْفَعُوْنِىْ فَاَسْنَدَهُ رَجُلٌ اِلَيْهِ فَقَالَ مَا لَدَيْكَ قَالَ الَّذِىْ تُحِبُّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَذِنَتْ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا كَانَ مِنْ شَىْءٍ اَهَمَّ اِلَىَّ مِنْ ذٰلِكَ فَاِذَا اَنَا قَضَيْتُ (قُبِضْتُ) فَاحْمِلُوْنِىْ ثُمَّ سَلِّمْ فَقُلْ يَسْتَاْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاِنْ اَذِنَتْ لِىْ فَاَدْخِلُوْنِى وَاِنْ رَدَّتْنِى رُدُّوْنِىْ اِلٰى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَجَاءَتْ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ تَسِيْرُ مَعَهَا فَلَمَّا رَاَيْنَاهَا قُمْنَا فَوَلَجَتْ عَلَيْهِ فَبَكَتْ (فَمَكَثَتْ) عِنْدَهُ سَاعَةً وَاسْتَاْذَنَ الرِّجَالُ فَوَلَجَتْ دَاخِلاً لَهُمْ فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخِلِ فَقَالُوْا اَوْصِ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِسْتَخْلِفْ قَالَ مَا اَجِدُ اَحَقَّ بِهٰذَا الاَمْرِ مِنْ هٰؤُلاَءِ النَّفَرِ اَوِ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَسَمّٰى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ وَقَالَ يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الاَمْرِ شَىْءٌ كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ فَاِنْ اَصَابَتِ الاِمْرَةُ (الاِمَارَةُ) سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ وَاِلاَّ فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ اَيُّكُمْ مَا اُمِّرَ فَاِنِّى لَمْ اَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزٍ وَلاَ خِيَانَةٍ وَقَالَ اُوْصِى الْخَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِى بِالْمُهَاجِرِيْنَ الاَوَّلِيْنَ اَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ وَاُوْصِيْهِ بِالاَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَاَنْ يُعْفٰى عَنْ مُسِيْئِهِمْ وَاُوْصِيْهِ بِاَهْلِ الاَمْصَارِ خَيْرًا فَاِنَّهُمْ رِدْءُ الاِسْلاَمِ وَجُبَاةُ الْمَالِ وَغَيْظُ الْعَدُوِّ وَاَنْ لاَ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ اِلاَّ فَضْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ وَاُوْصِيْهِ بِالاَعْرَابِ خَيْرًا فَاِنَّهُمْ اَصْلُ الْعَرَبِ وَمَادَّةُ الاِسْلاَمِ اَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِىْ اَمْوَالِهِمْ وَتُرَدَّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ وَاُوْصِيْهِ بِذِمَّةِ اللّٰهِ وَذِمَّةِ رَسُوْلِهِ ﷺ اَنْ يُوْفٰى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَاَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَّرَائِهِمْ وَلاَ يُكَلَّفُوْا اِلاَّ طَاقَتَهُمْ فَلَمَّا قُبِضَ

خَرَجْنَابِهِ فَانْطَلَقْنَا نَمْشِى فَسَلَّمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ يَسْتَاْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَتْ اَدْخِلُوْهُ فَاُدْخِلَ فَوُضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هٰؤُلَاءِ الرَّهْطُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اِجْعَلُوْا اَمْرَكُمْ اِلٰى ثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ فَقَالَ الزُّبَيْرُ قَدْ جَعَلْتُ اَمْرِىْ اِلَى عَلِىٍّ فَقَالَ طَلْحَةُ قَدْ جَعَلْتُ اَمْرِىْ اِلَى عُثْمَانَ وَقَالَ سَعْدٌ قَدْ جَعَلْتُ اَمْرِىْ اِلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اَيُّكُمَا تَبَرَّاَ مِنْ هٰذَا الْاَمْرِ فَنَجْعَلُهُ اِلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْاِسْلَامُ لَيَنْظُرَنَّ اَفْضَلَهُمْ فِىْ نَفْسِهِ فَاُسْكِتَ الشَّيْخَانِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اَفَتَجْعَلُوْنَهُ اِلَىَّ وَاللّٰهُ عَلَىَّ اَنْ لَا اٰلُوْ عَنْ اَفْضَلِكُمْ قَالَا نَعَمْ فَاَخَذَ بِيَدِ اَحَدِهِمَا فَقَالَ لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْقَدَمُ فِى الْاِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَاللّٰهُ عَلَيْكَ لَئِنْ اَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ وَلَئِنْ اَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيْعَنَّ ثُمَّ خَلَا بِالْاٰخَرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَلَمَّا اَخَذَ الْمِيْثَاقَ قَالَ اِرْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ فَبَايَعَهُ فَبَايَعَ لَهُ عَلِىٌّ وَوَلَجَ اَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوْهُ ـ

৩৪২৫. আমর ইবনে মাইমুন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-কে শাহাদাত বরণের কয়েক দিন পূর্বে দেখলাম যে, তিনি হুযাইফা ইবনে ইয়ামান ও উসমান ইবনে হুনাইফের নিকট দাঁড়িয়ে বলছেন ঃ তোমরা এটা কি করলে ? তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, ইরাকের ওপর তোমরা এতটা করভার আরোপ করেছ যা ঐ ভূখন্ড বহন করতে অক্ষম ? তারা জবাব দিলেন ঃ আমরা তো ঐ পরিমাণ করই (জিজিয়া ও ভূমি রাজস্ব) ধার্য করেছি, যা ঐ ভূখন্ড বহন করতে সক্ষম। এতে বাড়াবাড়ি কিছুই করা হয়নি। উমর (রা) (আবার) বললেন ঃ তোমরা (পুনরায়) ভেবে দেখ, ইরাকের ওপর তোমরা এতটা করভার আরোপ করেছ যা ঐ ভূখন্ড বহন করতে অক্ষম। তারা উত্তর দিলেন ঃ না। (সামর্থের বাইরে কোন কর আমরা ধার্য করিনি।)[৪২] তখন উমর (রা) বললেন ঃ যদি আল্লাহ আমাকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখেন তবে আমি ইরাকবাসী দুঃস্থ ও বিধবা নারীদের (আর্থিক) অবস্থা এতটা সচ্ছল করে দেব যে, আমার পর কখনো তারা অন্য কারো মুখাপেক্ষী হবে না। আমর ইবনে মাইমুন বলেন ঃ এর চতুর্থ দিন (ভোরবেলা) তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তিনি আরো বলেন ঃ যেদিন প্রত্যুষে তিনি শাহাদাত বরণ করেন সেদিন আমি (মসজিদে) তাঁর এত কাছাকাছি দাঁড়ানো ছিলাম যে, আমার ও তাঁর মাঝে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ছাড়া আর কেউ ছিল না। উমর (রা)-এর নিয়ম ছিল, যখন তিনি

---

৪২. উমর (রা)-এর খিলাফত যুগে একবার তিনি হুযাইফা ইবনে ইয়ামান ও উসমান ইবনে হুনাইফকে ইরাকের রাজস্ব নির্ধারণ করার জন্য পাঠান। সেখানে থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর তাদের সাথে উমর (রা)-এর উপরোক্ত কথাবার্তা হয়।

(মুসল্লীদের) দু' কাতারের মাঝ দিয়ে চলতেন তখন বলতেন ঃ 'কাতার সোজা করুন।' যখন কাতারের মধ্যে কোনরূপ এলোমেলো ভাব আর দেখতেন না, তখন সামনে অগ্রসর হয়ে তাকবীর (তাহরীমা) বলতেন (অর্থাৎ নামায শুরু করতেন)। অধিকাংশ সময় তিনি (ফজরের) প্রথম রাকাতে সূরা ইউসুফ কিংবা সূরা নহল অথবা অনুরূপ কোন (দীর্ঘ সূরা) পাঠ করতেন—যাতে লোকেরা অধিক সংখ্যায় জামায়াতে শরীক হতে পারে। (এদিন) তাকবীর বলার পরপরই আমি তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ একটি কুকুর[৪৩] আমাকে হত্যা করেছে কিংবা (বলেন) দংশন করেছে। (হত্যাকারী) গোলামটি ছুরি হাতে দ্রুত পালাবার পথে ডানে বামে যাকে পেল তাকেই আঘাত করল। এভাবে সে তেরজন লোককে ছুরিকাঘাত করল। এদের মধ্যে সাতজন মারা গেল। এটা দেখে একজন মুসলমান তার লম্বাকৃতির টুপিটা গোলামটির প্রতি নিক্ষেপ করল। যখন গোলামটি বুঝতে পারল যে, সে ধরা পড়ে গেছে তখন সে আত্মহত্যা করল। উমর (রা) আবদুর রহমান ইবনে আউফের হাত ধরে তাকে ইমামতী করার জন্য সামনে ঠেলে দিলেন। উমর (রা)-এর নিকটবর্তী যারা ছিল তারাও ব্যাপারটা দেখতে পেল, যা আমি দেখলাম। কিন্তু মসজিদের প্রান্ত দেশে (পিছনের লাইনগুলোতে) যারা ছিল তারা ব্যাপারটা এর বেশী কিছুই আঁচ করতে পারল না যে, তারা উমর (রা)-এর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিল না। তারা তখন বলতে লাগল ঃ সুবহানাল্লাহ ! সুবহানাল্লাহ ! আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাদেরকে নিয়ে তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে দিলেন। যখন লোকেরা নামায সম্পাদন করল তখন উমর (রা) বললেন ঃ হে ইবনে আব্বাস (রা) ঃ দেখ তো কে আমাকে ছুরিকাঘাত করল ? তিনি কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে দেখলেন। তারপরে বললেন, মুগীরার গোলাম (আপনাকে ছুরিকাঘাত করেছে)। উমর (রা) বললেন, সেই কারিগরটি ? ইবনে আব্বাস (রা) বললেন ঃ হাঁ। উমর (রা) বললেন ঃ আল্লাহ তাকে নিপাত করুক। আমি তো তাকে ভাল কথাই বলেছিলাম।[৪৪] আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি ইসলামের দাবীদার কোন ব্যক্তির হাতে আমার মৃত্যু ঘটাননি। (হে ইবনে আব্বাস!) তুমি এবং তোমার পিতা (আব্বাস) মদীনায় গোলামের সংখ্যা অধিক হওয়াটা ভাল মনে করতে। আর এ কারণেই আব্বাসের নিকট গোলামের সংখ্যা সবচাইতে অধিক ছিল। তখন ইবনে আব্বাস বললেন ঃ "যদি আপনি চান তবে আমি করব—অর্থাৎ আপনি চাইলে আমরা তাদেরকে হত্যা করে ফেলব।" উমর (রা) বললেন ঃ এটা করলে তুমি ভুল করবে—যখন তারা তোমাদের ভাষায় কথা বলে, তোমাদের কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়ে এবং তোমাদের ন্যায় হজ্জ করে (তখন তাদেরকে তুমি হত্যা করতে পার না।) তারপর উমর (রা) বাড়িতে গেলেন। আমরাও তাঁর সাথে গেলাম। (শোকে দুঃখে) লোকদের অবস্থা এমন হলো—যেন ইতিপূর্বে এত বড় মুসিবত আর তাদের ওপর আসেনি। কেউ বলল, ভয়ের কোন কারণ নেই (তিনি

---

৪৩. মুগীরা ইবনে শোবার গোলাম আবু লুলু ফিরোয। সে ছিল একজন অগ্নিপূজক। মতান্তরে সে একজন খৃষ্টান ছিল।

৪৪. এখানে একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, একদিন উমর (রা) বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মুগীরার গোলাম আবু লুলুর সাথে তাঁর দেখা হলে সে বলল ঃ হে উমর ! আমার মনিবকে আমার ওপর ধার্যকৃত কর আরও হ্রাস করতে বলুন। উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার করের পরিমাণ কত ? সে বলল, এক দিনার। তিনি বললেন ঃ আমি এটা বলতে পারব না। কারণ তোমার মত একজন সুদক্ষ কারিগরের পক্ষে এই কর মোটেই বেশী নয়। তারপর উমর (রা) তাকে বললেন ঃ তুমি কি আমাকে একটি চাক্কি তৈরী করে দেবে ? সে বলল ঃ হাঁ, নিশ্চয়ই দেব। তারপর উমর (রা) চলে গেলে সে খেদোক্তি করে বলল ঃ "এমন এক চাক্কি আমি তোমাকে তৈরী করে দেব যে, প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত লোকেরা এর আলোচনা করবে।"

সেরে উঠবেন)। কেউ বলল, তাঁর (বেঁচে থাকার) ব্যাপারে আমি আশঙ্কিত। তারপর খেজুরের শরবত আনা হলো। তিনি ঐ শরবত পান করার পর তা তার পেট থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর দুধ আনা হলো। তিনি দুধ পান করলেন। কিন্তু ঐ দুধ তাঁর পেট থেকে বেরিয়ে গেল। (কেননা, ছুরিকাঘাতে তাঁর নাড়ী ভুড়ি কেটে গিয়েছিল।) লোকেরা তখন বুঝতে পারল যে, তাঁর মৃত্যু আসন্ন। তখন আমরা সবাই তাঁর নিকট গিয়ে হাজির হলাম। অন্যান্য লোকেরাও আসতে শুরু করল। সকলে তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। এরি মধ্যে একজন যুবক এসে বলল ঃ হে আমীরুল মুমিনীন ! আপনার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ। কেননা আপনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং প্রথম ভাগে ইসলাম গ্রহণের গৌরব অর্জন করেছেন, যা আপনার নিজেরই জানা রয়েছে। তারপর আপনি খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছেন। অবশেষে আপনি শাহাদাতের গৌরবও অর্জন করলেন। উমর (রা) বললেন ঃ আমি চাই, এগুলো যেন আমার জন্য (গুনাহ ও সওয়াবের যোগবিয়োগে) সমান সমান হয়—আমার আযাবও না হয় এবং সওয়াবও না হয়। যুবকটি যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন তার লুঙ্গিটা মাটি ঘসে যাচ্ছিল। উমর (রা) বললেন ঃ যুবকটিকে আমার নিকট ফিরিয়ে আন। (তাকে ফিরিয়ে আনা হলে) উমর (রা) বললেন ঃ হে ভাতিজা ! তোমার পরিধেয় কাপড় পায়ের গিরার ওপরে উঠাও। কেননা এতে যেমন তোমার কাপড় অধিক পরিচ্ছন্ন থাকবে আর তেমনি তোমার রবের কাছেও এটা অধিকতর পসন্দনীয়। (অতপর তিনি স্বীয় পুত্রকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ) হে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ! আমার ওপর মানুষের কি পরিমাণ ঋণ রয়েছে ? লোকেরা হিসেব করে দেখল, ঋণের পরিমাণ ছিয়াশী হাজার অথবা তার কাছাকাছি। উমর (রা) বললেন ঃ উমর পরিবারের সম্পদ থেকে যদি এ ঋণ আদায় করা সম্ভব হয় তবে সে সম্পদ থেকেই এটা পরিশোধ করবে। নতুবা আদী ইবনে কাবের বংশধরদের কাছ থেকে চেয়ে নেবে। যদি তাদের সম্পদও ঐ ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট না হয় তবে কুরাইশদের নিকট থেকে চেয়ে নেবে। আমার ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে এদের নিকট ছাড়া অন্য কারো কাছে হাত বাড়াবে না। (তারপর তিনি বললেন ঃ) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-এর নিকট যাও এবং বল যে, উমর আপনার নিকট সালাম পাঠিয়েছে। (সেখানে গিয়ে) আমিরুল মুমিনীন বলো না। কেননা আজ আর আমি মুমিনদের আমীর নই। তাঁকে বলো, খাত্তাবের পুত্র উমর তার বন্ধুদ্বয় [নবী (স) ও আবু বকর (রা)]-এর পাশে সমাধিস্থ হবার জন্য আপনার নিকট অনুমতি চাচ্ছে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) (আয়েশার নিকট গিয়ে) সালাম জানিয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তারপর (অনুমতি পেয়ে) তিনি তাঁর কাছে গেলেন। গিয়ে দেখেন যে, তিনি বসে বসে কাঁদছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ খাত্তাবের পুত্র উমর আপনার নিকট সালাম পাঠিয়েছেন এবং তার বন্ধুদ্বয়ের পাশে সমাধিস্থ হবার অনুমতি চাচ্ছেন। আয়েশা (রা) বললেন ঃ ঐ স্থানটা তো আমি আমার নিজের (সমাধির) জন্যই চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি উমর (রা)-কে আমার নিজের উপর অগ্রাধিকার দিলাম। আবদুল্লাহ ইবনে উমর ফিরে এলে বলা হলো, আবদুল্লাহ ইবনে উমর এসেছে। একথা শুনে উমর (রা) বললেন, আমাকে উঠাও। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে নিজের সাথে হেলান দিয়ে বসালেন। তারপর তিনি আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি উত্তর

নিয়ে এলে ? আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বললেন ঃ হে আমিরুল মুমিনীন ! যা আপনার কাম্য তা-ই। আয়েশা (রা) অনুমতি দিয়েছেন। উমর (রা) বললেন ঃ আল্লাহর শুকরিয়া ! আমার নিকট এর চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কিছুই ছিল না। (তারপর বললেনঃ) যখন আমি মারা যাব তখন আমাকে উঠিয়ে সেখানে নিয়ে যাবে। তারপর আয়েশা (রা)-কে সালাম জানিয়ে বলবে ঃ খাত্তাবের পুত্র উমর অনুমতি চাচ্ছে। যদি তিনি অনুমতি দেন তবে আমাকে সেখানে সমাধিস্থ করবে। আর যদি তিনি আমাকে ফিরিয়ে দেন তবে মুসলমানদের সাধারণ কবরস্তানে আমাকে নিয়ে যাবে (এবং সেখানে সমাধিস্থ করবে)।

অতপর উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা) ও তাঁর সাথে অন্যান্য মহিলারাও এলেন। তাঁদেরকে দেখে আমরা উঠে গেলাম। তাঁরা উমর (রা)-এর নিকট গেলেন এবং তাঁর কাছে বসে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। এ সময় কতিপয় পুরুষ লোক তাঁর নিকট যাবার অনুমতি চাইলে মহিলারা পর্দার অন্তরালে চলে গেলেন। আমরা ভেতর থেকে তাদের কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। লোকেরা বলল ঃ হে আমীরুল মুমিনীন ! কিছু অসিয়ত (অন্তিম উপদেশ) করুন। কাউকে খলীফা নির্বাচিত করুন। তিনি বললেন ঃ আমি খিলাফতের ব্যাপারে ঐ লোকগুলোর চাইতে অপর কাউকে অধিকতর যোগ্য মনে করি না যাদের প্রতি রসূলুল্লাহ (স) ওফাতকাল পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। এ বলে তিনি আলী, উসমান, যুবাইর, তালহা, সা'দ ও আবদুর রহমান ইবনে আউফের নাম উল্লেখ করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর তোমাদের মাঝে মজলিশে শূরা বা উপদেষ্টা পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে উপস্থিত থাকবে। কিন্তু খিলাফতে তার কোন অংশীদারিত্ব থাকবে না। এটা যেন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের সান্ত্বনার জন্য বলেন। যদি খিলাফতের দায়িত্ব সা'দের ওপর ন্যস্ত হয় তবে সে এ কাজের সম্পূর্ণ যোগ্য। নতুবা তোমাদের যে কেউ খলীফা নির্বাচিত হবে, সে যেন খিলাফতের কাজে তার কাছ থেকে সাহায্য নেয়। আমি তাকে অযোগ্যতা কিংবা অবিশ্বস্ততার কারণে (কুফার গবর্নর পদ থেকে) বরখাস্ত করিনি। তিনি আরো বললেন ঃ আমার পরবর্তী যে খলীফা হবে তার প্রতি আমার অসিয়ত, সে যেন প্রথম মুহাজিরদের (যারা বাইআতে রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন) অধিকারের প্রতি লক্ষ রাখে এবং তাদের মান সম্ভ্রম সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। আমি তাকে অর্থাৎ পরবর্তী খলীফাকে ঐ সমস্ত আনসারদের সাথেও সদাচরণ করার অসিয়ত করছি যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্ব থেকেই মদীনায় বসবাস করে আসছে এবং দীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (খলীফার উচিত হবে) তিনি যেন তাদের উত্তম ব্যক্তিদের উত্তম কাজকে গ্রহণ করেন এবং তাদের মন্দ ব্যক্তিদের মন্দকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন। আমি আমার পরবর্তী খলীফাকে শহরবাসী মুসলমানদের সাথেও সদাচরণ করার অসিয়ত করছি। কেননা তারাই ইসলামের পৃষ্ঠপোষক, তারাই গনীমাতের মাল অর্জনকারী ও শত্রুদের নিধনকারী। তাদের নিকট থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে যেন শুধু ঐ পরিমাণ মাল আদায় করা হয় যা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তাও তাদের সন্তুষ্টি ও অনুমোদন সাপেক্ষে। আমি পরবর্তী খলীফাকে গ্রামবাসীদের সাথেও সদাচরণের অসিয়ত করছি। কেননা তারাই আরবের আসল জনতা এবং ইসলামের মূল শিকড়। তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল নিয়ে তা যেন তাদের গরীবজনের মাঝে বিতরণ করা হয়। আমি পরবর্তী খলীফাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আমানত (অর্থাৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়) সম্পর্কেও অসিয়ত করছি।

তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার যেন পুরোপুরি পালন করা হয় এবং তাদের পক্ষাবলম্বন করে যেন যুদ্ধ করা হয় (যদি তারা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। আর তাদের সামর্থ্যের বাইরে কর ইত্যাদি চাপিয়ে) যেন তাদেরকে উৎপীড়ন না করা হয়।

অতপর তিনি যখন ওফাত পেলেন তখন আমরা তাকে নিয়ে রওনা হলাম। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) গিয়ে আয়েশা (রা)-কে সালাম করে বললেন ঃ উমর ইবনে খাত্তাব অনুমতি চাচ্ছেন। আয়েশা (রা) বললেন ঃ তাঁকে ভেতরে নিয়ে যাও। তখন তাঁকে ভেতরে নেয়া হলো এবং সেখানে তাঁর বন্ধুদ্বয়ের সাথে সমাধিস্থ করা হলো। তাঁর দাফন সম্পন্ন হলে উপরোক্ত সাহাবাগণ [যারা উমর (রা)-এর দৃষ্টিতে খলীফা হবার যোগ্য ছিলেন] এক জায়াগায় সমবেত হলেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ বললেন ঃ খিলাফতের ব্যাপারটা তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে শুধু তিনজনের ওপর ছেড়ে দাও। তখন যোবাইর (রা) বললেন ঃ আমি আমার হক আলীকে সোপর্দ করলাম। তালহা (রা) বললেন, আমি আমার অধিকার উসমানকে সমর্পণ করলাম। সা'দ (রা) বললেন, আমি আমার হক আবদুর রহমান ইবনে আউফকে প্রদান করলাম। তখন আবদুর রহমান ইবনে আউফ (উসমান ও আলীকে লক্ষ্য করে) বললেন ঃ তোমাদের দু'জনের মধ্যে যে এ খিলাফতের ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করবে তাকেই আমরা এ দায়িত্ব সোপর্দ করব। অতপর আল্লাহ ও ইসলাম হবে তার রক্ষাকবচ। প্রত্যেকের মনে মনে চিন্তা করা উচিত যে, তাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি খলীফা হবার অধিকতর যোগ্য। এ কথা শুনে উসমান ও আলী উভয়েই নীরব থাকলেন। তখন আবদুর রহমান ইবনে আউফ বললেন ঃ তোমরা কি (খলীফা নির্বাচনের) ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছো ? আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, তোমাদের মধ্য থেকে যোগ্যতর ব্যক্তির খলীফা নির্বাচিত হবার ব্যাপারে আমি বিন্দুমাত্র ত্রুটি করবো না। তাঁরা উভয়েই বললেন, হাঁ। (ব্যাপারটা আপনাকেই সোপর্দ করা গেল)। তখন আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাঁদের একজনের (অর্থাৎ আলীর) হাত ধরে বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তোমার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। ইসলাম গ্রহণের দিক থেকেও তুমি অগ্রণী—যা তোমার নিজেরই জানা রয়েছে। আল্লাহ তোমার হেফাযতকারী। যদি আমি তোমাকে খলীফা নির্বাচিত করি, তবে তুমি অবশ্যই ইনসাফ কায়েম করবে। আর যদি আমি উসমানকে খলীফা নির্বাচিত করি তবে তুমি অবশ্যই তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। তারপর তিনি অপরজন (অর্থাৎ উসমানের সাথে) একান্তে মিলিত হন এবং তাঁকেও অনুরূপ বলেন। এভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ যখন শেষ হলো তখন তিনি বললেন ঃ হে উসমান! হাত উত্তোলন কর। তিনি হাত উত্তোলন করলে সর্বপ্রথম আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাঁর বাইআত (আনুগত্য) কবুল করলেন। তারপর আলী (রা) বাইআত করলেন। অতপর সমস্ত মদীনাবাসী একে একে এসে উসমানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে লাগলেন।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ আবুল হাসান আলী ইবনে আবু তালিবের (রা) মর্যাদা।

নবী (স) আলী (রা)-কে লক্ষ করে বলেন, তুমি আমার এবং আমি তোমার। উমর (রা) বলেন, নবী (স) ওফাত পর্যন্ত আলী (রা)-এর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

٣٤٢٦- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوْكُوْنَ لَيْلَتَهُمْ اَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ

النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُوْ اَنْ يُّعْطَاهَا فَقَالَ اَيْنَ عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَقَالُوْا يَشْتَكِىْ عَيْنَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاَرْسِلُوْا اِلَيْهِ فَاْتُوْنِىْ بِهِ فَلَمَّا جَاءَ بَصَقَ فِىْ عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَاَ حَتّٰى كَاَنْ لَّمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَاَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُقَاتِلُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا فَقَالَ اَنْفُذْ عَلٰى رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ فِيْهِ فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يَهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ -

৩৪২৬. সাহল ইবেন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) (খায়বার যুদ্ধের সময়) বললেন, আগামী কাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝান্ডা প্রদান করব, যার হাতে আল্লাহ (খায়বার দুর্গ) জয় করাবেন। রাবী বলেন, লোকেরা সারা রাত শুধু এ চিন্তায় কাটিয়ে দিল যে, তাদের মধ্যে কাকে (আগামী কাল) ঐ ঝান্ডা দেয়া হবে। যখন ভোর হল, লোকেরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে হাজির হল। তাদের প্রত্যেকেই এ আশা পোষণ করছিল যে, ঝান্ডা তাকেই প্রদান করা হবে। নবী (স) বললেন, আলী ইবনে আবু তালিব কোথায় ? লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসূল ! তাঁর চোখে অসুখ। তিনি বললেন, কাউকে পাঠিয়ে দিয়ে তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। তারপর আলী (রা) যখন এলেন, নবী (স) তাঁর চোখ দু'টোতে থু থু লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন। এতে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। যেন কোনরূপ ব্যাথাই তাঁর ছিল না। তারপর নবী (স) তাকেই ঝান্ডা প্রদান করলেন। আলী (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! তাদের (অর্থাৎ শত্রুদের) বিরুদ্ধে আমি ঐ পর্যন্ত লড়ে যাব যে পর্যন্ত তারা আমাদের মত (মুসলমান) না হবে। নবী (স) বললেন, তুমি তোমার নীতি অনুসরণ করে চলবে। যখন তুমি তাদের সীমান্তে পৌছুবে তখন সর্বপ্রথম তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাবে। তারপর ইসলামের মধ্যে আল্লাহর যে সমস্ত হক বা বিধি-বিধান তাদের ওপর ওয়াজিব সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবে। আল্লাহর কসম ! তোমার (এ আহবান) দ্বারা যদি একটি লোককেও আল্লাহ হেদায়াত দেন তবে তা তোমার জন্য লাল উটের চাইতেও অধিকতর উত্তম।[৪৫]

٣٤٢٧- عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ فَقَالَ اَنَا اَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِىْ فَتَحَهَا اللّٰهُ فِىْ صَبَاحِهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ اَوْ لَيَاْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً (رَجُلٌ) يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَوْ قَالَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ وَمَا نَرْجُوْهُ فَقَالُوْا هٰذَا عَلِيٌّ فَاَعْطَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّايَةَ فَفَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ -

---

৪৫. লাল উট আরবদের নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তাই উপমা হিসেবে এ কথাটি বলা হয়েছে।

৩৪২৭. সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের সময় আলী (রা) নবী (স)-এর পেছনে থেকে গিয়েছিলেন। তাঁর চোখে অসুখ ছিল। তিনি (মনে মনে) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল থেকে পেছনে পড়ে থাকব, (এটা কিছুতেই হতে পারে না।) এ বলে আলী (রা) দ্রুত বেরিয়ে পড়েন এবং নবী (স)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হন। যেদিন প্রত্যুষে আল্লাহ বিজয় দান করেন তার পূর্ববর্তী সন্ধ্যায় রসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমি আগামী কাল ঝান্ডা এমন এক ব্যক্তিকে দেব, অথবা বলেছেন, ঝান্ডা এমন এক ব্যক্তি হাতে নেবে যাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালবাসেন, অথবা বলেছেন, যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে। তার হাতে (খায়বার দুর্গ) জয় করাবেন। (ভোরবেলা) হঠাৎ আলীর সাথে আমাদের দেখা হয়ে গেল। অথচ আলীর আগমনের ব্যাপারে আমরা মোটেই আশান্বিত ছিলাম না (কেননা তার চোখে অসুখ ছিল)। লোকেরা বলল, এই তো আলী (রা) (এসে পড়েছেন)। তখন রসূলুল্লাহ (স) ঝান্ডা তাকেই প্রদান করেন এবং তাঁর হাতেই আল্লাহ খায়বারের বিজয় দান করেন।

٣٤٢٨- عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلٰى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ هٰذَا فُلاَنٌ لاَمِيْرِ الْمَدِيْنَةِ يَدْعُوْ عَلِيًّا عِنْدَ الْمِنْبَرِ قَالَ فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ يَقُوْلُ لَهُ اَبُوْ تُرَابٍ فَضَحِكَ قَالَ وَاللّٰهِ مَا سَمَّاهُ اِلاَّ النَّبِىُّ ﷺ وَمَا كَانَ لَهُ اِسْمٌ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْهُ فَاسْتَطْعَمْتُ الْحَدِيْثَ سَهْلاً وَقُلْتُ يَا اَبَا عَبَّاسٍ كَيْفَ ذٰلِكَ قَالَ دَخَلَ عَلِىٌّ عَلٰى فَاطِمَةَ ثُمَّ خَرَجَ فَاضْطَجَعَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ قَالَتْ فِى الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ اِلَيْهِ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سَقَطَ عَنْ ظَهْرِهِ وَخَلَصَ التُّرَابُ اِلٰى ظَهْرِهِ فَجَعَلَ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ فَيَقُوْلُ اجْلِسْ يَا اَبَا تُرَابٍ مَرَّتَيْنِ -

৩৪২৮. আবু হাযেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি সাহল ইবনে সা'দের নিকট এসে বলল, অমুক লোকটি অর্থাৎ মদীনার আমীর (মারওয়ান ইবনুল হাকাম) মিম্বরের নিকট দাঁড়িয়ে আলী (রা) সম্পর্কে অবাঞ্ছনীয় কথাবার্তা বলছে। সাহল জিজ্ঞেস করলেন, সে কি বলছে ? লোকটি বলল, সে আলী (রা)-কে আবু তোরাব (অর্থাৎ মাটির পিতা) বলছে। একথা শুনে সাহল ইবনে সা'দ হেসে দিলেন। এবং বললেন, আল্লাহর কসম! তাঁর এ নাম তো নবী (স) রেখেছেন। আর আলী (রা)-এর অন্যান্য নামের চাইতে এ নামটিই রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অধিকতর প্রিয় ছিল। অতপর আমি সম্পূর্ণ হাদীসটা সাহল থেকে জানতে চাইলাম। এবং তাকে আমি বললাম, হে আবু আব্বাস ! আলীর এ নামকরণ কিভাবে হল ? তিনি বললেন, একদিন আলী (রা) ফাতিমার নিকট গিয়ে (কিছুক্ষণ থেকে) আবার বেরিয়ে গেলেন এবং মসজিদে এসে সটান শুয়ে পড়লেন। নবী (স) (ফাতিমাকে এসে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চাচার ছেলেটি (অর্থাৎ আলী) কোথায় ? ফাতিমা বললেন, মসজিদে। নবী (স) তখন তাঁর নিকট গেলেন। গিয়ে দেখেন যে, তার পিঠের ওপর থেকে চাদরখানা পড়ে গেছে। আর সারা পিঠ মাটি লেগে ভর্তি হয়ে আছে। তখন তিনি তার পিঠ থেকে মাটি ঝেড়ে মুছে দিতে দিতে বললেন, হে আবু তোরাব ! উঠে বস। একথাটা তিনি দু'বার উচ্চারণ করেন।

٣٤٢٩- عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى اِبْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ عُثْمَانَ فَذَكَرَ عَنْ مَحَاسِنِ عَمَلِهِ قَالَ لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوْؤُكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَرْغَمَ اللّٰهُ بِاَنْفِكَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ عَلِيٍّ فَذَكَرَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ قَالَ هُوَ ذَاكَ بَيْتُهُ اَوْسَطُ بُيُوْتِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوْؤُكَ قَالَ اَجَلْ قَالَ فَأَرْغَمَ اللّٰهُ بِاَنْفِكَ اِنْطَلِقْ فَاجْهَدْ عَلَيَّ جَهْدَكَ -

৩৪২৯. সা'দ ইবনে উবাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে উমর (রা)-এর নিকট এসে উসমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উসমান (রা)-এর সুকীর্তি ও নেক কাজসমূহ উল্লেখ করলেন। তারপর ইবনে উমর বললেন, মনে হয় উসমানের এ আলোচনা তোমার নিকট খুব খারাপ লেগেছে। সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে অপদস্থ ও অপমানিত করুক। তারপর লোকটি আলী (রা) সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করল। তিনি আলী (রা)-এর সুকীর্তি ও নেক কাজগুলো উল্লেখ করে বললেন, তিনি এরূপ ছিলেন। তাঁর ঘরটি রসূলুল্লাহ (স)-এর ঘরসমূহের মাঝখানে ছিল। তারপর বললেন, মনে হয় এটা তোমার নিকট খুব খারাপ লেগেছে। (লোকটি ছিল উসমান ও আলীর বিরোধী তাই) সে উত্তর দিল ঃ হাঁ। ইবনে উমর বললেন, আল্লাহ তোমাকে অপদস্থ ও অপমানিত করুক। যাও, আমার বিরুদ্ধে যা পার কর।

٣٤٣٠- عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ شَكَتْ مَا تَلْقَى مِنْ اَثَرِ الرَّحَا فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ سَبْيٌ فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ فَاَخْبَرَتْهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيْءِ فَاطِمَةَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَيْنَا وَقَدْ اَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْتُ لِاَقُوْمَ فَقَالَ عَلٰى مَكَانِكُمَا فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلٰى صَدْرِيْ وَقَالَ اَلَا اُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَاَلْتُمَانِيْ اِذَا اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرَا اَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ وَتُسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَتَحْمَدَا ثَلَاثَةً وَثَلَاثِيْنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ -

৩৪৩০. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাঁতা চালাবার কারণে ফাতিমা তার কষ্ট সম্পর্কে একদা অভিযোগ করল। সে সময় একদিন নবী (স)-এর নিকট কিছু যুদ্ধবন্দী এসে পৌছলে ফাতিমা তাঁর কাছে গেল। কিন্তু তাঁকে গৃহে উপস্থিত না পেয়ে আয়েশাকে পেয়ে তাঁকেই বলে এলো। পরে নবী (স) বাড়ী এলে আয়েশা তাঁকে ফাতিমার আগমনের সংবাদ দিলেন। আলী (রা) বলেন, নবী (স) আমাদের নিকট এসে হাজির হলেন। তখন আমরা নিজেদের বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। আমি উঠতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি বললেন, তোমরা উভয়ে নিজ নিজ স্থানে থাক। তিনি আমাদের দু'জনের মাঝে এমনভাবে বসে পড়লেন যে, আমি আমার বক্ষস্থলে তাঁর পদতলদ্বয়ের শীতলতা অনুভব করলাম। তিনি বললেন, তোমরা আমার নিকট যা চেয়েছ তার চাইতে উত্তম কিছু কি আমি তোমাদেরকে

শিক্ষা দেব না ? যখন তোমরা নিদ্রার জন্য বিছানায় যাবে তখন চৌত্রিশ বার আল্লাহু আকবার তেত্রিশ বার সুবহান আল্লাহ্ এবং তেত্রিশ বার আলহামদু লিল্লাহ্ বলবে। এটা তোমাদের জন্য খাদিম অপেক্ষা উত্তম।

٣٤٣١- عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ اَمَا تَرْضَى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى -

৩৪৩১. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (স) তবুক যুদ্ধের সময় আলীকে লক্ষ করে বলেছেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, মর্যাদার দিক থেকে মূসা (আ)-এর নিকট হারুন (আ) যে পর্যায়ে ছিল তুমিও আমার নিকট ঐ পর্যায়ে রয়েছ ?

٣٤٣٢- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اقْضُوْا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُوْنَ فَاِنِّي اَكْرَهُ الْاِخْتِلَافَ حَتّٰى يَكُوْنَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةً اَوْ اَمُوْتَ كَمَا مَاتَ اَصْحَابِي فَكَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ يَرَى اَنَّ عَامَّةَ مَا يُرْوٰى عَلٰى عَلِيٍّ الْكَذِبُ -

৩৪৩২. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (ইরাকবাসীদেরকে) বলেন, তোমরা পূর্ব থেকে যেমন ফায়সালা করতে তেমনি ফায়সালা কর। কেননা পারস্পরিক মতভেদকে আমি অপসন্দ করি।[৪৬] (আমি চাই) সবলোক একমত ও এক জামায়াত হয়ে যাক। অথবা আমি মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করি। যেমনভাবে আমার সাথী বন্ধুরা মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে সীরীন মনে করেন, আলী (রা)-এর বরাত দিয়ে (রফেযী সম্প্রদায় কর্তৃক) বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস মিথ্যা ও কল্পনাপ্রসূত।

৩৯-অনুচ্ছেদ : জাফর ইবনে আবু তালেব হাশেমীর (রা) মর্যাদা।

নবী (স) জাফর ইবনে আবু তালেবকে বলতেন, হে জাফর ! স্বভাব ও আকৃতিতে তুমি আমার অনুরূপ।

٣٤٣٣- عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَكْثَرَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاِنِّي كُنْتُ اَلْزَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِشِبَعِ بَطْنِي حَتّٰى لَا اٰكُلُ الْخَمِيْرَ وَلَا اَلْبَسُ الْحَبِيْرَ وَلَا يَخْدُمُنِي فُلَانٌ وَلَا فُلَانَةُ وَكُنْتُ اُلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاءِ مِنَ الْجُوْعِ وَاِنْ كُنْتُ

---

৪৬. এ হাদীসটির পটভূমি হিসেবে জানা যায় যে, "উম্মে ওলাদ" বাঁদীর ব্যাপারে আলী (রা) ও উমর (রা)-এর অভিমত ছিল এই যে, এ ধরনের বাঁদীর ক্রয় বিক্রয় অবৈধ। কিন্তু পরবর্তীকালে আলী (রা) তাঁর মত পরিবর্তন করে এ বাঁদীর ক্রয় বিক্রয় বৈধ ঘোষণা করলে আবীদা সালমানী নামক এক ব্যক্তি এর বিরোধিতা করে বলেন, আপনার পৃথক মতামতের চাইতে আপনি ও উমর (রা) সম্মিলিতভাবে যে মত প্রদান করেছেন তাকেই আমি অধিক পসন্দ করি। তখন আলী (রা) নমনীয়ভাব প্রকাশ করে বলেন, আমাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হোক এটা আমি চাই না। সুতরাং যেভাবে তোমরা এতদিন ফায়সালা করতে এখনো সেভাবেই কর।

উল্লেখ্য যে, উম্মে ওলাদ ঐ বাঁদীকে বলে যে বাঁদী মনিবের অধীনে থেকে তার ঔরষে সন্তান প্রসব করে।

لَاَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْاٰيَةَ هِيَ مَعِي كَيْ يَنْقَلِبَ بِيْ سَطْعِمَنِيْ وَكَانَ اَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِيْنِ جَعْفَرُ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِيْ بَيْتِهٖ حَتّٰى اِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ اِلَيْنَا الْعُكَّةَ الَّتِيْ لَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ فَنَشُقُّهَا فَنَلْعَقُ مَافِيْهَا ـ

৩৪৩৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ লোকেরা বলে, আবু হুরাইরা (রা) অধিক হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, মূলত জঠর জ্বালা নিবারণ করার পর আমার বাকি সমস্ত সময়টাই রসূলুল্লাহ (স)-এর সান্নিধ্যে কেটে যেতো কেননা উন্নত মানের রুটি এবং উত্তম কোন পোশাকের আমার প্রয়োজন ছিল না। (অর্থাৎ সাধারণ মানের খাদ্য ও পোশাকে আমার চলে যেতো।) আর আমার সেবার জন্য কোন দাসদাসীরও দরকার ছিল না। ক্ষুধার তাড়নায় আমি অনেক সময় পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। কুরআনের কোন একটি আয়াতের অর্থ আমার জানা থাকা সত্ত্বেও আমি বিভিন্ন ব্যক্তিকে শুধু এ উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করতাম যাতে সে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যায় এবং কিছু খেতে দেয়। জাফর ইবনে আবু তালেব ছিলেন গরীব মিসকীনদের প্রতি সর্বাধিক সহানুভূতিশীল। তাই তাঁকে বলা হত আবুল মাসাকীন বা মিসকীনদের পিতা। তিনি প্রায়ই আমাকে তার সাথে নিয়ে যেতেন এবং তার ঘরে যা কিছু খাবার থাকত তা আমাকে খাইয়ে দিতেন। এমনকি আমার নিকট শূন্য ঘিয়ের পাত্রটি নিয়ে এসে তাতে কিছু থাকতো না বলে তিনি তা ভেঙ্গে ফেলতেন। অতপর তার মধ্যে যা কিছু লেগে থাকতো আমি তা জিহ্বা দিয়ে চেটে চেটে খেতাম।

٣٤٣٤- عَنِ الشَّعْبِيِّ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ ـ

৩৪৩৪. শাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমর (রা) যখন আবদুল্লাহ ইবনে জাফরকে সালাম করতেন তখন এভাবে বলতেন, হে দু'ডানা বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র[৪৭] আস্সালামু আলাইকুম। জাফর ইবনে আবু তালেবের উপাধি ছিল জানাহাইন বা দু' ডানাধারী।

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের (রা) মর্যাদা।

٣٤٣٥- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ اِذَا قَحَطُوْا اسْتَسْقٰى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ﷺ فَتَسْقِيْنَا وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ ـ

৪৭. "দু'ডানা বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র"-এ বাক্যটি দ্বারা তিরমিযীর একটি হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মুতার যুদ্ধে কাফেরদের তীরের আঘাতে যখন জাফর ইবনে আবু তালেবের হাত দু'টো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন ঐ দু'হাতের বদলে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে দু'টো ডানা লাভ করেন। ঐ ডানাদ্বয়ের সাহায্যে তিনি আকাশে ফেরেশতাদের সাথে উড়তে থাকেন।

৩৪৩৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন (অনাবৃষ্টির কারণে) দুর্ভিক্ষ দেখা দিত তখন উমর ইবনে খাত্তাব আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের উসিলায় বৃষ্টির জন্য দোয়া করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ ! আমরা ইতিপূর্বে আমাদের নবীর উসিলায় তোমার নিকট বৃষ্টির জন্য দোয়া করতাম এবং তুমি আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করতে। এখনে আমরা আমাদের নবীর চাচা আব্বাসের উসিলায় দোয়া করছি। তুমি তার উসিলায় আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। তখন প্রবল বর্ষণ হতো।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকটাত্মীয়দের মর্যাদা।

٣٤٣٦- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ اَرْسَلَتْ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ تَسْاَلُهُ مِيْرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِىْ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكٍ وَمَا بَقِىَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ اِنَّمَا يَاْكُلُ اٰلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هٰذَا الْمَالِ يَعْنِىْ مَالَ اللّٰهِ لَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَزِيْدُوْا عَلَى الْمَاْكَلِ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ لاَ اُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهَا فِىْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَعْمَلَنَّ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَشَهَّدَ عَلِىٌّ ثُمَّ قَالَ اِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا اَبَا بَكْرٍ فَضِيْلَتَكَ وَذَكَرَ قَرَابَتَهُمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَحَقَّهُمْ فَتَكَلَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ اِلَىَّ اَنْ اَصِلَ مِنْ قَرَابَتِىْ -

৩৪৩৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) নবী (স)-এর রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে মীরাস সূত্রে প্রাপ্য অংশ দাবী করে আবু বকর (রা)-এর নিকট লোক পাঠান। অর্থাৎ ঐ সমস্ত সম্পদ থেকে তিনি মীরাস দাবী করেন যা আল্লাহ তাঁর রসূলকে বিনা যুদ্ধে প্রদান করেছেন। এবং ঐ সাদাকার মাল থেকেও তিনি মীরাস দাবী করেন যা মদীনায় নবী (স)-এর নিকট মওজুদ ছিল। আর ফাদাক এলাকা ও খায়বারের পরিত্যক্ত আয়ের এক-পঞ্চমাংশ তিনি দাবী করেন। তখন আবু বকর (রা) বললেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমাদের নবীদের সম্পদ সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারী হয় না। আমরা যা কিছু রেখে যাই তা সাদকা স্বরূপ। মুহাম্মাদ (স)-এর পরিবার পরিজন এ মাল অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত মাল থেকে খেতে পারে। কিন্তু খাওয়া খরচের অতিরিক্ত গ্রহণ করার অধিকার তাদের নেই। আল্লাহর কসম ! নবী (স)-এর সাদকার ব্যাপারে নবী (স)-এর যমানায় যে নীতি অনুসৃত হয়েছিল আমি তাতে বিন্দুমাত্র রদবদল করব না। এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই রসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসৃত নীতিরই বাস্তবায়ন করব। এ কথা শুনে আলী (রা) কালেমা শাহাদাত পড়লেন এবং বললেন, হে আবু বকর ! আমরা আপনার মর্যাদা সম্যক অবগত। অতপর তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা ও তাদের অধিকারের কথা উল্লেখ করেন, তখন তিনি আবু বকর (রা) বললেন, ঐ সত্তার কসম ! যার হাতে আমার প্রাণ !

আমার নিজের ঘনিষ্ঠ লোকদের সাথে সদাচরণ করার চেয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর ঘনিষ্ঠ লোকদের সাথে সদাচরণ করাটা আমার নিকট অধিকতর পসন্দ।

٣٤٣٧- عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ ارْقُبُوْا مُحَمَّدًا ﷺ فِىْ اَهْلِ بَيْتِهِ -

৩৪৩৭. আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ (স)-এর সন্তুষ্টি তাঁর পরিবার পরিজনের সাথে ভালবাসার মধ্যেই মনে করবে।

٣٤٣٨- عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّى فَمَنْ اَغْضَبَهَا اَغْضَبَنِىْ -

৩৪৩৮. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : ফাতিমা আমার দেহেরই একটি টুকরা। যে তাকে রাগান্বিত করল সে আমাকে রাগান্বিত করল।

٣٤٣٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَعَا النَّبِىُّ ﷺ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِىْ شَكْوَاهُ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهَا فَسَارَّهَا بِشَىْءٍ فَبَكَتْ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ قَالَتْ فَسَاَلْتُهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ سَارَّنِى النَّبِىُّ ﷺ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ يُقْبَضُ فِىْ وَجَعِهِ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِىْ فَاَخْبَرَنِىْ اَوَّلُ اَهْلِ بَيْتِهِ اَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ -

৩৪৩৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (স) যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হন তখন একদিন তাঁর কন্যা ফাতিমাকে ডেকে পাঠান এবং চুপিচুপি তাকে কি যেন বলেন। তখন ফাতিমা কাঁদতে লাগল। তারপর আবার তাকে ডেকে পাঠান এবং চুপিচুপি কি যেন বলেন। তখন সে হেসে দিল। আয়েশা (রা) বলেন : আমি এ ব্যাপারে ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল : (প্রথমবার) নবী (স) আমাকে চুপিচুপি এ খবরটি দিয়েছিলেন যে, ঐ অসুখেই তিনি ইন্তিকাল করবেন যে অসুখে তিনি ওফাত পেয়েছেন। তখন আমি কেঁদে ফেললাম। তারপর দ্বিতীয়বার তিনি আমাকে চুপিচুপি এ খবরটি দিলেন যে, তাঁর পরিজনদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর পশ্চাৎগামী হব। তখন আমি হেসে দিলাম।

৪২-অনুচ্ছেদ : যুবাইর ইবনে আওয়ামের (রা) মর্যাদা।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : যুবাইর ইবনে আওয়াম নবী (স)-এর হাওয়ারী (অর্থাৎ একনিষ্ঠ সাহায্যকারী) ছিলেন। সাদা পোশাকধারীকে হাওয়ারী বলা হয়।

٣٤٤٠- عَنْ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ قَالَ اَصَابَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رُعَافٌ شَدِيْدٌ سَنَةَ الرُّعَافِ حَتّٰى حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ وَاَوْصٰى فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ اُسْتَخْلِفْ قَالَ وَقَالُوْهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ فَسَكَتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ اٰخَرُ اَحْسِبُهُ الْحَارِثَ فَقَالَ اِسْتَخْلِفْ فَقَالَ عُثْمَانُ وَقَالُوْا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ هُوَ فَسَكَتَ

قَالَ فَلَعَلَّهُمْ قَالُوْا الزُّبَيْرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَمَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّهُ لَخَيْرُهُمْ مَا عَلِمْتُ وَاِنْ كَانَ لاَ حَبَّهُمْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ -

৩৪৪০. মারওয়ান ইবনে হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে বছর নাকের পীড়ার রোগ বিস্তার লাভ করে সে বছর (হিজরী একত্রিশ সালে) উসমান (রা)-এর কঠিন নাকের পীড়া দেখা দেয়। এমনকি ঐ বছর তাঁকে হজ্জ থেকে বিরত থাকতে হয় এবং তিনি (আর বাঁচবেন না ভেবে) অসিয়তও (অন্তিমকালীন উপদেশ) করেন। তখন জনৈক কুরাইশ তাঁর নিকট এসে আরজ করল ঃ কাউকে খলীফা নিযুক্ত করুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ লোকেরা কি একথা বলেছে ? লোকটি বলল ঃ হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কাকে নিযুক্তির কথা বলেছে ? লোকটি তখন চুপ হয়ে গেল। তারপর আরেক ব্যক্তি তাঁর নিকট এল। রাবী মারওয়ান বলেন ঃ আমার মনে পড়ে সে ব্যক্তি ছিল হারেস ইবনে হাকাম। সে বলল ঃ কাউকে খলীফা নিযুক্ত করুন। উসমান (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ লোকেরা কি খলীফা নিযুক্তির কথা বলছে ? হারেস বলল ঃ হাঁ। লোকেরা তাই বলছে। উসমান (রা) বললেন ঃ কে সে যাকে আমি খলীফা নিযুক্ত করতে পারি ? রাবী বলেন ঃ হারেস তখন চুপ করে থাকল। উসমান (রা) বললেন ঃ লোকেরা মনে হয় যুবাইরের কথা বলছে। হারেস বলল ঃ হ্যাঁ। উসমান (রা) বললেন ঃ ঐ সত্তার কসম ! যার হাতে আমার প্রাণ ! আমার জানা মতে যুবাইর তাদের সবার চেয়ে উত্তম। অবশ্যই যুবাইর রসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট সবার চেয়ে অধিকতর প্রিয় ছিল।

٣٤٤١- عَنْ هِشَامٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ سَمِعْتُ مَرْوَانَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِسْتَخْلِفْ قَالَ وَقِيْلَ ذَاكَ قَالَ نَعَمْ اَلزُّبَيْرُ قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ اِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ خَيْرُكُمْ ثَلاَثًا -

৩৪৪১. আবু উসামা হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন। হিশাম বলেন, তাঁর পিতা বলেছেন ঃ আমি মারওয়ানকে বলতে শুনেছি ঃ আমি একদিন উসমানের নিকট উপস্থিত ছিলাম। একজন লোক তাঁর নিকট এল এবং তাঁকে বলল ঃ কাউকে খলীফা নিযুক্ত করুন। উসমান (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ ব্যাপারে কি লোকদের মাঝে কিছু বলাবলি হচ্ছে ? লোকটি বলল ঃ হাঁ। তারা যুবাইরের কথা বলছে। তখন উসমান (রা) তিনবার বললেন ঃ আল্লাহর কসম ! নিশ্চয়ই তোমরা জান যে, যুবাইর তোমাদের মধ্যে সবার চেয়ে উত্তম।

٣٤٤٢- عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ نَبِىٍّ حَوَارِىٌّ وَاِنَّ حَوَارِىَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ -

৩৪৪২. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী (সাহায্যকারী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু) থাকে। নিশ্চয়ই আমার হাওয়ারী হল যুবাইর।

٣٤٤٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ يَوْمَ الْاَحْزَابِ جُعِلْتُ اَنَا وَعُمَرُ بْنُ اَبِيْ سَلَمَةَ فِي النِّسَاءِ فَنَظَرْتُ فَاِذَا اَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلٰى فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ اِلٰى بَنِيْ قُرَيْظَةَ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ يَا اَبَتِ رَاَيْتُكَ تَخْتَلِفُ قَالَ اَوَ هَلْ رَأَيْتَنِيْ يَا بُنَيَّ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَاتِ بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَيَاتِيْنِيْ بِخَبَرِهِمْ فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَوَيْهِ فَقَالَ فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ -

৩৪৪৩. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আহযাবের যুদ্ধের সময় আমাকে ও আবু সালামার পুত্র উমরকে মহিলাদের তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। সে সময় আমি যুবাইরকে তাঁর ঘোড়ায় চড়ে বনু কুরাইযা গোত্রের দিকে দু'তিনবার যাতায়াত করতে দেখলাম। পরে যখন আমি ফিরে আসলাম তখন বললাম ঃ হে পিতা ! আমি আপনাকে যাতায়াত করতে দেখেছিলাম। এর কারণ কি ছিল ? তিনি বললেন ঃ হে পুত্র ! তুমি কি আমাকে দেখেছিলে ? আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেন, এমন কে আছে, যে বনু কুরাইযা গোত্রে গিয়ে আমাকে তাদের সংবাদ এনে দিতে পারে ? সে জন্যই আমি গিয়েছিলাম। অতপর যখন আমি ফিরে আসলাম তখন রসূলুল্লাহ (স) তাঁর পিতা মাতা উভয়কে একত্রে উল্লেখ করে আমার উদ্দেশ্যে বললেন ঃ আমার পিতা ও আমার মাতা তোমার জন্য কোরবান হোক।

٣٤٤٤- عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ اَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوْا لِلزُّبَيْرِ يَوْمَ الْيَرْمُوْكِ اَلَاتَشُدُّ فَنَشُدُّ مَعَكَ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ فَضَرَبُوْهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلٰى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ عُرْوَةُ فَكُنْتُ اُدْخِلُ اَصَابِعِيْ فِيْ تِلْكَ الضَّرَبَاتِ اَلْعَبُ وَاَنَا صَغِيْرٌ -

৩৪৪৪. আবু হিশাম [উরওয়া (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইয়ারমুকের যুদ্ধকালে নবী (স)-এর সাহাবারা (আমার পিতা) যুবাইরকে বললেন ঃ আপনি কাফেরদের ওপর হামলা চালাচ্ছেন না কেন ? তাহলে আমারাও আপনার সাথে একযোগে হামলা চালাতাম। তখন যুবাইর (রা) কাফেরদের ওপর হামলা চালালে কাফেররা তার স্কন্ধদেশে দু'টি আঘাত করে। এ দু'টি আঘাতের মাঝে আরেকটি আঘাতের চিহ্ন ছিল, যে আঘাতটি তিনি বদরের যুদ্ধের সময় পেয়েছিলেন। উরওয়া বলেন ঃ ছোট বেলায় আমি তাঁর ঐ ক্ষত চিহ্নসমূহে আঙুল ঢুকিয়ে খেলা করতাম।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহর (রা) মর্যাদা।

উমর (রা) বলেন ঃ নবী (স) ওফাতকাল পর্যন্ত তালহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

٣٤٤٥- عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ بَعْضِ تِلْكَ الْاَيَّامِ الَّتِىْ قَاتَلَ فِيْهِنَّ رَسُوْلُ ﷺ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ عَنْ حَدِيْثِهِمَا ـ

৩৪৪৫. আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে দিবসগুলোতে রসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তার কোন এক দিবসে রসূলুল্লাহর সাথে তালহা ও সা'দ ছাড়া আর কেউ ছিল না।[৪৮] আবু উসমান এ হাদীসটি তালহা ও সা'দ থেকে শুনেছেন।

٣٤٤٦- عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ رَاَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّتِى وَقَى بِهَا النَّبِىَّ ﷺ قَدْ شَلَّتْ ـ

৩৪৪৬. কাইস ইবনে আবু হাযেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি তালহা (রা)-এর ঐ হাতখানাকে অবশ দেখেছি, যে হাত দিয়ে তিনি (ওহোদ যুদ্ধে শত্রুর আক্রমণ থেকে) নবী (স)-কে রক্ষা করেছিলেন।

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস যুহরী (রা)-এর মর্যাদা। বনী যুহরা গোত্র ছিল নবী (স)-এর মাতুল বংশ।

٣٤٤٧- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُوْلُ جَمَعَ لِى النَّبِىُّ ﷺ اَبَوَيْهِ يَوْمَ اُحُدٍ ـ

৩৪৪৭. সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবু ওয়াক্কাস-এর পুত্র সা'দ (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ ওহোদ যুদ্ধের দিন নবী (স) আমার উদ্দেশ্যে তাঁর পিতা ও মাতাকে একত্রে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক।

٣٤٤٨- عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ وَاَنَا ثُلُثُ الْاِسْلَامِ ـ

৩৪৪৮. আবু আমের (রা) সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমার নিজেকে খুব ভালভাবে জানি এবং আমি ইসলামের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি [অর্থাৎ খাদীজা (রা) ও আবু বকর (রা)-এর পর সর্বপ্রথম আমিই ইসলাম গ্রহণ করেছি।]

٣٤٤٩- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ مَا اَسْلَمَ اَحَدٌ اِلَّا فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ اَسْلَمْتُ فِيْهِ وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ اَيَّامٍ وَاِنِّى لَثُلُثُ الْاِسْلَامِ ـ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُوْلُ : اِنِّى لَاَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُنَّا نَغْزُوْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَمَا لَنَا طَعَامٌ اِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى اِنَّ اَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا يَضَعُ الْبَعِيْرُ اَوِ الشَّاةُ مَالَهُ خِلْطٌ ثُمَّ اَصْبَحَتْ بَنُوْ اَسَدٍ تُعَزِّرُنِىْ عَلَى الْاِسْلَامِ لَقَدْ خِبْتُ اِذًا وَضَلَّ عَمَلِى

৪৮. এটা ছিল ওহোদ যুদ্ধের ঘটনা।

وَكَانُوْا وَشَوْابِهِ اِلَى عُمَرَ قَالُوْا لاَيُحْسِنُ يُصَلِّى قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ ثُلُثُ الاِسْلاَمِ يَقُوْلُ وَاَنَا ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ -

৩৪৪৯. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি যে সময় ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন খাদীজা (রা) ও আবু বকর (রা) ছাড়া আমার জানামতে আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং ইসলাম গ্রহণের পর সাত দিন পর্যন্ত আমি ইসলামে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে ছিলাম।

কাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি সা'দকে বলতে শুনেছি যে, আবরদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেছে এবং আমরা নবী (স)-এর সাথে একযোগে যুদ্ধ করেছি।[৪৯] এমনকি আমাদের নিকট গাছের পাতা ছাড়া অন্য কোন খাদ্য ছিল না। যার ফলে আমাদের প্রতিটি ব্যক্তি উট বকরীর মলের ন্যায় শক্ত ও বড়ি বড়ি আকারে মলত্যাগ করতে থাকে। অতপর বনী আসাদ গোত্র আমাকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দিতে লাগল এমতাবস্থায় যদি তাদের কথা আমি মেনে নেই তবে তো আমাকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত ও নিরাশ হতে হয় এবং আমার সমস্ত আমল বৃথা যায়। এমনকি তারা এ ব্যাপারে উমর (রা)-এর নিকটও নিন্দা জ্ঞাপন করে এবং বলে যে, সা'দ নামায সঠিকভাবে আদায় করে না।[৫০]

আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেন ঃ انى ثلث الاسلام এর অর্থ হল ঃ সা'দ (রা) বলতে চান যে, আমি নবী (স)-এর সাথে তিনজনের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি ছিলাম।

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সা)-এর শ্বশুর-জামাতা সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মর্যাদা, যাদের একজন হলেন আবুল আস ইবনে রবি'।

٣٤٥٠. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ اِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ اَبِىْ جَهْلٍ فَسَمِعَتْ بِذٰلِكَ فَاطِمَةُ فَاَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَزْعُمُ قَوْمُكَ اَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهٰذَا عَلِىٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ اَبِىْ جَهْلٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُوْلُ اَمَّا بَعْدُ اَنْكَحْتُ اَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيْعِ فَحَدَّثَنِىْ وَصَدَقَنِىْ وَاِنَّ فَاطِمَةَ

---

৪৯. হিজরী প্রথম সালে নবী (স) উবাইদা ইবনে হারেসের নেতৃত্বে ষাটজন মুহাজিরের একটি বাহিনী মুশরিক নেতা আবু সুফিয়ানের মুকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করেন। এদের মধ্যে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসও ছিলেন। তার হাতে রসূলুল্লাহ (স) একটি ঝান্ডা প্রদান করেন। এটাই ছিল মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ। এ যুদ্ধে যিনি সর্বপ্রথম কাফেরদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করেন তিনি ছিলেন সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস।

৫০. উপরোক্ত হাদীসটির উল্লেখ দ্বারা ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হলো সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী প্রকাশ করা। অর্থাৎ ইসলামের আবির্ভাব যুগে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস তাদের অন্যতম। আর বনী আসাদ গোত্র সম্পর্কিত যে কথাটি হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে তার অর্থ এই যে, পরবর্তীকালে পরিস্থিতির পরিবর্তনে ইসলামের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান তথা নামায ইত্যাদিতে কিছুটা রদ বদল সূচীত হয়। কিন্তু সা'দ (রা)-এর সাবেক অর্থাৎ ইসলামের প্রাথমিক যুগের রীতি পদ্ধতি অনুসরণ করতে থাকেন। তাই বনী আসাদ গোত্র উমর (রা)-এর নিকট সা'দ (রা)-এর নিন্দা করে এবং বলে যে, সা'দ (রা) নামায সঠিকভাবে আদায় করে না।

بَضْعَةٌ (مُضْغَةٌ) مِنِّي وَاِنِّي اَكْرَهُ اَنْ يَّسُوْءَهَا وَاللّٰهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللّٰهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ (ابْنِ الْحُسَيْنِ) عَنْ مِسْوَرٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ فَاَثْنٰى عَلَيْهِ فِيْ مُصَاهَرَتِهِ اِيَّاهُ فَاَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِيْ فَصَدَقَنِيْ وَوَعَدَنِيْ فَوَفٰى لِيْ -

৩৪৫০. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) বলেন, একবার আলী (রা) আবু জাহলের কন্যাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব পাঠান। এ কথা ফাতিমা (রা)-এর কাছে পৌছলে তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যান এবং বলেন, আপনার কওমের লোকেরা আপনার সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করে যে, আপনি আপনার মেয়েদের স্বার্থ হানির জন্য রাগ করেন না। তাই তো আলী আবু জাহল তনয়াকে বিয়ে করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (স) খুৎবা দিতে দাঁড়ালেন। আশ্‌হাদু (আমি সাক্ষ্য দিতেছি) ইত্যাদি পাঠ করার পর তাঁকে এ কথা বলতে শুনলাম, আম্মা বা'দ ! অতপর আমি আবুল আস ইবনে রবির সাথে আমার এক কন্যা (অর্থাৎ যয়নবের) বিয়ে দিয়েছিলাম। সে আমার সাথে যে কথা বলেছে তাতে সে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এটা নিশ্চিত যে, ফাতিমা আমার দেহেরই একটি টুকরা। তার কোন কষ্ট হোক এটা আমি অপসন্দ করি। আল্লাহর কসম ! আল্লাহর রসূলের মেয়ে ও আল্লাহর দুশমনের মেয়ে একজন লোকের স্ত্রীরূপে একত্রে বাস করতে পারে না। একথা শুনে আলী (রা) ঐ বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করে দেন।

অপর একটি রেওয়ায়েতে মুহাম্মাদ ইবনে আমর মিসওয়ার ইবনে মাখরামা থেকে এটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, মিসওয়ার বলেছেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বনী আবদ শামস গোত্রের তাঁর এক জামাতার কথা উল্লেখ করতে শুনেছি এবং জামাতার দায়িত্ব আদায় সম্পর্কে তিনি তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, সে আমাকে যা বলেছে তাকে প্রমাণ করে দেখিয়েছে। এবং সে আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছে তা পালন করেছে।[৫১]

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর আযাদ করা গোলাম যায়েদ ইবনে হারেসার মর্যাদা।

বারা'আ (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ [নবী (স) যায়েদকে লক্ষ করে বলেন,] তুমি আমাদের ভাই ও আমাদের বন্ধু।

٣٤٥١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْثًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِيْ اِمَارَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ تَطْعَنُوْا فِيْ اِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِيْ اِمَارَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبْلُ وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلْاِمَارَةِ وَاِنْ كَانَ لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ وَاِنَّ هٰذَا لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ بَعْدَهُ -

---

৫১. বদর যুদ্ধে আবুল আস যখন মুসলমানদের হাতে বন্দী হয় তখন তাকে এ শর্তে মুক্তি দেয়া হয় যে, সে যয়নবকে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পাঠিয়ে দেবে, মুক্তিলাভের পর সে ঐ শর্ত ঠিক ঠিক পূরণ করেছিল। হাদীসে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩৪৫১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এক যুদ্ধাভিযানে উসামা ইবনে যায়েদকে সেনাদলের সেনাপতি মনোনীত করলেন। তখন কিছু লোক উসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে লাগল। এ কথা জানতে পেরে নবী (স) বললেন, তোমরা যদি উসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা কর তবে তা তোমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ ইতিপূর্বে তোমরা তার পিতার নেতৃত্ব সম্পর্কেও বিরূপ সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহর কসম ! সে (যায়েদ) নিশ্চয়ই নেতৃত্বের যোগ্য ছিল এবং সে আমার সর্বাধিক প্রিয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর তার পরে তার পুত্র (উসামা) আমার সর্বাধিক প্রিয়।

٢٤٥٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ قَائِفٌ وَالنَّبِىُّ ﷺ شَاهِدٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْـدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الاَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ قَالَ فَسُرَّ بِذٰلِكَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَعْجَبَهُ فَاَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ -

৩৪৫২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (স)-এর উপস্থিতিতে একজন চেহারা বিশেষজ্ঞ আমার নিকট আসল। ঐ সময় উসামা ইবনে যায়েদ এবং যায়েদ ইবনে হারেসা (পা খোলা রেখে চাদর মুড়ি দিয়ে) শুয়েছিল। লোকটি মন্তব্য করল, এই পাগুলো একে অন্যের থেকে (অর্থাৎ এরা পিতাপুত্র)। এ কথা শুনে নবী (স) উৎফুল্ল হন এবং এ মন্তব্যটি তাঁর মনঃপুত হয়েছিল।[৫২] অতপর তিনি এ মন্তব্যটি সম্পর্কে আয়েশা (রা)-কে অবহিত করেন।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ উসামা ইবনে যায়েদের মর্যাদা।

٢٤٥٣- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَانُ الْمَخْزُوْمِيَّةِ فَقَالُوْا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلاَّ اُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৩৪৫৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। বনী মাখযুমের একজন স্ত্রীলোকের চুরির ঘটনা কুরাইশদেরকে ভীষণ ভাবিয়ে তুলল। তারা বলতে লাগল, রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রিয়পাত্র উসামা ইবনে যায়েদ ছাড়া কারো এমন সাহস নেই যে স্ত্রীলোকটির ব্যাপারে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে। (বিস্তারিত ঘটনা পরবর্তী হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।)

٢٤٥٤- عَنْ عَائِشَةَ اَنْ اِمْرَاَةً مِنْ بَنِى مَخْزُوْمٍ سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا النَّبِىَّ ﷺ فَلَمْ يَجْتَرِئ اَحَدٌ اَنْ يُكَلِّمَهُ فَكَلَّمَهُ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ اِنَّ بَنِى اِسْرَائِيْلَ كَانَ اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ (فِيْهِمُ) الضَّعِيْفُ قَطَعُـوْهُ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا -

৫২. জাহেলী যুগে উসামার বংশ অর্থাৎ জন্মসূত্র সম্পর্কে কেউ কেউ বিরূপ মন্তব্য করতো। কেননা উসামা কালো ছিল আর তার পিতা যায়েদ ছিল সুন্দর। তাই চেহারা বিশেষজ্ঞ (Physiognomist) লোকটির মন্তব্য শুনে নবী (স) এ জন্য উৎফুল্ল হন যে, এর দ্বারা সমালোচকদের ভ্রান্ত ধারণা দূর হবে।

৩৪৫৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। বনী মাখযুমের একজন স্ত্রীলোক চুরি করলে লোকেরা বলতে লাগল, এমন ব্যক্তি কে আছে যে ঐ স্ত্রীলোকটির পক্ষে নবী (স)-এর সাথে কথা বলবে ? কিন্তু নবী (স)-এর সাথে কথা বলতে কেউ সাহস পেল না। অবশেষে উসামা ইবনে যায়েদ নবী (স)-এর সাথে আলাপ করলে তিনি বলেন, বনী ইসরাইলের অবস্থা এরূপ ছিল যে, তাদের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি চুরি করতো তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর তাদের কোন দুর্বল লোক যদি চুরি করতো তবে তারা তার হাত কেটে দিত। জেনে রেখ, চুরির অপরাধে অপরাধিনী যদি (নবী কন্যা) ফাতিমাও হত তবুও আমি তার হাত কেটে দিতাম।

٣٤٥٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ نَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ اِلٰى رَجُلٍ يَسْحَبُ ثِيَابَهُ فِىْ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ انْظُرْ مَنْ هٰذَا لَيْتَ هٰذَا عِنْدِىْ قَالَ لَهُ اِنْسَانٌ اَمَا تَعْرِفُ هٰذَا يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا مُحَمَّدُ بْنُ اُسَامَةَ قَالَ فَطَاطَاَ ابْنُ عُمَرَ رَاْسَهُ وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ قَالَ لَوْ رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَحَبَّهُ -

৩৪৫৫. আবদুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) একদিন মসজিদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যে, সে তার কাপড় মসজিদের এক কোণে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তিনি বললেন, দেখ তো ! এ লোকটি কে ? যদি এ লোকটি আমার নিকট থাকত ! (তবে আমি তাকে কিছু উপদেশ দিতাম।) তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আবু আবদুর রহমান, আপনি কি একে চিনেন না ? এ হলো মুহাম্মাদ ইবনে উসামা। এ কথা শুনে ইবনে উমর (রা) লজ্জায় মাথা নত করলেন এবং দু'হাত দিয়ে মাটি খুঁটতে থাকলেন। তারপর বললেন, যদি রসূলুল্লাহ (স) একে দেখতেন তবে অবশ্যই ভাল বাসতেন।

٣٤٥٦- عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَاْخُذُهُ وَالْحَسَنَ فَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَحِبَّهُمَا فَاِنِّى اُحِبُّهُمَا وَقَالَ نُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَخْبَرَنِىْ مَوْلٰى لِاُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ اَيْمَنَ بْنِ اُمِّ اَيْمَنَ وَكَانَ اَيْمَنُ بْنُ اُمِّ اَيْمَنَ اَخَا اُسَامَةَ لِاُمِّهِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَرَاٰهُ ابْنُ عُمَرَ لَمْ يُتِمَّ رُكُوْعَهُ وَلَا سُجُوْدَهُ فَقَالَ اَعِدْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نَمِرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ مَوْلٰى اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اِذْ دَخَلَ الْحَجَّاجُ بْنُ اَيْمَنَ فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوْعَهُ وَلَا سُجُوْدَهُ فَقَالَ اَعِدْ فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ لِىْ اِبْنُ عُمَرَ مَنْ هٰذَا ؟ قُلْتُ الْحَجَّاجُ بْنُ اَيْمَنَ بْنِ اُمِّ اَيْمَنَ فَقَالَ اِبْنُ عُمَرَ لَوْ رَاٰى هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَحَبَّهُ فَذَكَرَ

حُبِّـهُ وَمَا وَلَدَتْهُ أُمَّ أَيْمَنَ قَالَ وَحَدَّثَنِيْ بَعْضُ أَصْحَابِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ وَكَانَتْ حَاضِنَةَ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৪৫৬. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) তাকে ও হাসানকে এক সাথে কোলে নিয়ে বলতেন, হে আল্লাহ ! তুমি এদেরকে ভালবাস। কারণ আমি এদেরকে ভালবাসি।

উসামা ইবনে যায়েদের মুক্তি প্রাপ্ত গোলাম হারমালা থেকে বর্ণিত। হাজ্জাজ ইবনে আইমান ইবনে উম্মে আইমান ছিলেন উসামার বৈপিত্রেয় ভাই ও একজন আনসার। একদিন ইবনে উমর তাকে দেখলেন যে, তিনি নামাযের মধ্যে রুকূ' সিজদা পুরোপুরিভাবে আদায় করছেন না। তখন ইবনে উমর বললেন, তুমি পুনরায় নামায পড়।

(অপর একটি বর্ণনায়) আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেন .... উসামা ইবনে যায়েদের মুক্তি প্রাপ্ত গোলাম হারমালা থেকে বর্ণিত। একদা তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের সাথে মসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় হাজ্জাজ ইবনে আইমান এসে মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং নামায পড়লেন। কিন্তু রুকূ' সিজদাহ পুরোপুরিভাবে আদায় করলেন না। তখন ইবনে উমর বললেন, তুমি পুনরায় নামাযা পড়। অতপর হাজ্জাজ চলে গেলে ইবনে উমর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি কে ? আমি বললাম, হাজ্জাজ ইবনে আইমান ইবনে উম্মে আইমান। তখন ইবনে উমর বললেন, যদি রসূলুল্লাহ (স) একে দেখেতেন তবে নিশ্চয়ই তাকে ভালবাসতেন। অতপর তিনি উম্মে আইমানের সন্তানদের প্রতি রসূলুল্লাহ (স)-এর অগাধ ভালবাসার কথা উল্লেখ করেন।

আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেন, আমার কোন কোন বন্ধু এ হাদীসের মধ্যে একথাটিও সংযোজন করেছেন যে, "উম্মে আইমান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোলে নিয়েছিলেন।"

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাবের মর্যাদা।

٣٤٥٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْ حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا رَاٰى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَتَمَنَّيْتُ اَنْ اَرٰى رُؤْيَا اَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْتُ غُلاَمًا (شَابًّا) اَعْزَبَ وَكُنْتُ اَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَاَنَّ مَلَكَيْنِ اَخَذَانِيْ فَذَهَبَا بِيْ اِلَى النَّارِ فَاِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ وَاِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَيِ الْبِئْرِ وَاِذَا فِيْهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ اَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ اٰخَرُ فَقَالَ لِيْ لَنْ تُرَاعَ فَقَصَصْتُهَا عَلٰى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّيْ بِاللَّيْلِ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ اِلاَّ قَلِيْلاً -

৩৪৫৭. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর জীবদ্দশায় যখন কোন ব্যক্তি কিছু স্বপ্ন দেখতো তখন তা নবী (স)-এর নিকট এসে বর্ণনা করতো। আমার মনে সবসময় এ আকাংখা জাগতো যে, আমি যেন কিছু স্বপ্নে দেখি—যা আমি নবী (স)-এর নিকট বর্ণনা করতে পারি। আমি ছিলাম একজন যুবক। আমার কোন ঘরসংসার ছিল না। নবী (স)-এর যমানায় আমি মসজিদেই ঘুমাতাম। একদা আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন দু'জন ফেরেশতা আমাকে ধরে দোযখের নিকট নিয়ে গেল। দোযখটি ছিল পেঁচানো ও ভাঁজ করা কূপের ন্যায় এবং কূপের ন্যায় তার দু'টো উচু পাড় রয়েছে। তারপর দোযখের মধ্যে এমন কিছু লোককে দেখলাম যাদেরকে আমি চিনি। তখন আমি বলতে লাগলাম أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ আমি দোযখ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি দোযখ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এমন সময় অপর একজন ফেরেশতা পূর্বোক্ত ফেরেশতাদ্বয়ের সাথে এসে মিলিত হলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি বিচলিত হয়ো না। অতপর এ স্বপ্নের কথা আমি আমার বোন উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা)-এর নিকট ব্যক্ত করলাম। হাফসা (রা) তা নবী (স)-এর নিকট বর্ণনা করলেন। তখন নবী (স) বললেন, আবদুল্লাহ খুব ভাল লোক। যদি সে তাহাজ্জুদ নামায পড়তো তবে আরো ভাল হতো। এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী সালেম বলেন, এরপর থেকে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাতের বেলা খুব কম সময় ঘুমাতেন।

٣٤٥٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أُخْتِهِ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ -

৩৪৫৮. ইবনে উমর (রা) তাঁর বোন উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) একদিন হাফসা (রা)-কে বলেন, তোমার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে উমর নিশ্চয়ই একজন সৎলোক।

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ হুযাইফা (রা) ও আম্মার (রা)-এর মর্যাদা।

٣٤٥٩- عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَاَتَيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ اِلَيْهِمْ فَاِذَ شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتّٰى جَلَسَ اِلٰى جَنْبِيْ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا اَبُوْ الدَّرْدَاءِ فَقُلْتُ اِنِّي دَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ يُيَسِّرَ لِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَيَسَّرَكَ لِيْ قَالَ مِمَّنْ اَنْتَ قُلْتُ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ قَالَ اَوَلَيْسَ عِنْدَكُمْ اِبْنُ اُمِّ عَبْدٍ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ وَفِيْكُمُ الَّذِيْ اَجَارَهُ اللّٰهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ اَوَلَيْسَ فِيْكُمْ صَاحِبُ سِرِّ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِيْ لاَ يَعْلَمُ اَحَدٌ غَيْرُهُ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ يَقْرَاُ عَبْدُ اللّٰهِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى فَقَرَاْتُ عَلَيْهِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ اَقْرَاَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فِيْهِ اِلٰى فِيَّ -

৩৪৫৯. আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি সিরিয়া গেলাম এবং সেখানকার মসজিদে দু'রাকাত নামায পড়লাম। অতপর আমি এ বলে দোয়া করলাম ঃ হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে একজন উত্তম সাথী জুটিয়ে দাও। তারপর আমি মসজিদে উপস্থিত একদল লোকের নিকট গিয়ে তাদের সাথে বসে পড়লাম। তখন হঠাৎ একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি এলেন এবং আমার পাশ ঘেঁসে বসে পড়লেন। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলামঃ ইনি কে ? লোকেরা বলল ঃ ইনি আবু দারদা (রা)। আমি তখন বললাম ঃ আল্লাহর নিকট আমি দোয়া করেছিলাম যে, তিনি যেন আমাকে একজন উত্তম সাথী জুটিয়ে দেন। তাই আল্লাহ আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। আবু দারদা (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কোথাকার লোক ? আমি বললাম ঃ আমি কুফার অধিবাসী। তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (স)-এর জুতা, বালিশ ও অযুর পাত্র বহনকারী নিত্য সহচর ইবনে উম্মে আবদ (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) কি তোমাদের কাছে নেই ? যে ব্যক্তিকে আল্লাহ—তাঁর নবীর ভাষায় শয়তানের আক্রমণ থেকে আশ্রয় দিয়েছেন, সে ব্যক্তি (অর্থাৎ আম্মার) কি তোমাদের মাঝে নেই ? যে ব্যক্তি (ইসলাম ও মুসলিম জাতি সম্পর্কিত) নবী (স)-এর গোপন যিনি ছাড়া ঐ গোপন তথ্যাদি সম্পর্কে আর কেউ-ই অবগত নন, সে ব্যক্তিটি (অর্থাৎ হুযাইফা) কি তোমাদের মাঝে নেই ? তারপর তিনি বললেন ঃ বলতো আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) .... وَالَّيلِ اِذَا يَغْشَى সূরাটি কিভাবে পড়তেন ? তখন আমি তাকে পড়ে শুনালাম وَالَّيلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম ! রসূলুল্লাহ (স) আমাকে সূরাটি মুখে মুখে (এভাবেই) শিক্ষা দিয়েছেন।

٣٤٦٠- عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ اِلَى الشَّامِ فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ اَللَّهُمَّ يَسِّرْ لِىْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَجَلَسَ اِلَى اَبِىْ الدَّرْدَاءِ فَقَالَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ مِمَّنْ اَنْتَ قَالَ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ قَالَ اَلَيْسَ فِيْكُمْ اَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِىْ لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ يَعْنِىْ حُذَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ اَلَيْسَ فِيْكُمْ اَوْ مِنْكُمُ الَّذِىْ اَجَارَهُ اللّٰهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ يَعْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِى عَمَّارًا قُلْتُ بَلَى قَالَ اَلَيْسَ فِيْكُمْ اَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السِّوَاكِ اَوِ السِّرَارِ قَالَ بَلَى قَالَ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ اِذَ يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى قُلْتُ وَالذَّكَرِ وَالاُنْثَى قَالَ مَا زَالَ بِىْ هٰؤُلاَءِ حَتَّى كَانُوْا يَسْتَنْزِلُوْنِىْ عَنْ شَىْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৩৪৬০. ইবরাহীম নখয়ী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলকামা একদা সিরিয়া যান। তিনি যখন সেখানকার মসজিদে প্রবেশ করেন, তখন এ বলে দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ ! তুমি আমার জন্য একজন সৎ সঙ্গী জুটিয়ে দাও।" অতপর তিনি আবু দারদা (রা)-এর পাশে গিয়ে বসলেন। আবু দারদা (রা) বললেন ঃ তোমার পরিচয় কি ? তিনি বললেন ঃ একজন কুফাবসী। আবু দারদা (রা) বললেন ঃ আল্লাহ–তাঁর নবীর ভাষায় যে ব্যক্তিকে শয়তানের আক্রমণ থেকে নিজ আশ্রয়ে নিয়েছেন সে ব্যক্তি অর্থাৎ আম্মার কি তোমাদের

মাঝে নেই ? আলকামা (রা) বলেন, আমি বললাম, হাঁ। নিশ্চয়ই আছেন। আবু দারদা (রা) বললেন ঃ (ইসলাম ও মুসলিম জাতি সম্পর্কে) গোপন তথ্যাদি যে ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ-ই জানে না সে গোপন তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি অর্থাৎ হুযাইফা কি তোমাদের মাঝে নেই ? আলকামা বলেন, আমি বললাম ঃ হাঁ। নিশ্চয়ই আছেন। আবু দারদা (রা) বললেন ঃ নবী (স)-এর মিসওয়াক অথবা সামান বহনকারী অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কি তোমাদের মাঝে নেই ? আলকামা বললেন ঃ হাঁ, নিশ্চয়ই আছেন। তিনি বললেন ঃ বলতো আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ...... وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى আয়াতগুলো কিভাবে পাঠ করতেন ? (আলকামা বলেন,) আমি বললাম ঃ وَالذَّكَرِ وَالاُنْثَى অর্থাৎ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى পড়ার পর তিনি পড়তেন وَالذَّكَرِ وَالاُنْثَى আবু দারদা বললেন ঃ (এভাবে পড়ার কারণ) এরা (অর্থাৎ অন্যান্য সাহাবীরা) আমার পেছনে এমনভাবে উঠে পড়ে লেগেছিল যে, আমি নবী (স)-এর নিকট থেকে যেভাবে শুনেছিলাম তা থেকে তারা আমাকে হটিয়ে দেয়ার উপক্রম করেছিল।[৫৩]

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ (রা)-এর মর্যাদা।

٣٤٦١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِيْنًا وَاِنَّ اَمِيْنَنَا اَيَّتُهَا الاُمَّةُ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ -

৩৪৬১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, প্রত্যেক উম্মতেরই একজন অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে। আর হে আমার উম্মত ! আমাদের সেই অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তিটি হচ্ছে আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ।

٣٤٦٢- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَهْلِ نَجْرَانَ لاَبْعَثَنَّ يَعْنِى عَلَيْكُمْ يَعْنِى اَمِيْنًا حَقَّ اَمِيْنٍ فَاَشْرَفَ اَصْحَابُهُ فَبَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ -

৩৪৬২. হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) নাজরানবাসীদের লক্ষ করে বলেন ঃ আমি তোমাদের সেখানে এমন এক ব্যক্তিকে হাকিম নিযুক্ত করে পাঠাব যে হবে অতি বিশ্বস্ত। একথা শুনে সাহাবারা আগ্রহভরে তাকান। তারপর দেখেন যে, নবী (স) আবু উবাইদাকে হাকিম নিযুক্ত করে পাঠালেন।

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ হাসান ও হুসাইন (রা)-এর মর্যাদা।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) হাসান (রা)-এর সাথে আলিঙ্গন করেন।

---

৫৩. প্রথমে والذكر والانثى নাযিল হয়। পরে و এবং الذكر এর মাঝে ما خلق শব্দটি নাযিল হয়। অর্থাৎ وما خلق الذكر والانثى পরবর্তী নাযিলের কথা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবু দারদা (রা) জানতে পারেননি বলে তাঁরা উভয়েই প্রথমে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তাই পড়তে থাকেন।

অপরাপর সাহাবীরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবু দারদাকে তাদের পাঠ ত্যাগ করে وما خلق الذكر والانثى এভাবে পাঠ করার জন্য জোর পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। আবু দারদা (রা) তাঁর কথা দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

٣٤٦٣- عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلَى الْمِنبَرِ وَالْحَسَنُ اِلَى جَنْبِهِ يَنْظُرُ اِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَاِلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُوْلُ اِبْنِى هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُّصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

৩৪৬৩. আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন আমি নবী (স)-কে এমন অবস্থায় মিম্বরের ওপর দেখলাম যে, তাঁর পাশে হাসান (রা) বসে আছেন। তিনি কখনো লোকদের দিকে তাকান, আবার কখনো হাসান (রা)-এর দিকে তাকান এবং বলতে থাকেন ঃ আমার এ পুত্র (দৌহিত্র) নেতা হবে এবং সম্ভবত আল্লাহ এর দ্বারা মুসলমানদের দু'টি (বিবদমান) দলের মধ্যে সমঝোতা করাবেন।[৫৪]

٣٤٦٤- عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اُحِبُّهُمَا اَوْ كَمَا قَالَ ـ

৩৪৬৪. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) তাকে ও হাসান (রা)-কে একসাথে কোলে নিয়ে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি এদের দু'জনকে ভালবাসি। তুমিও তাদেরকে ভালবাস।" অথবা রসূলুল্লাহ (স) যেরূপ বলেছেন।

٣٤٦٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اُتِىَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَجُعِلَ فِىْ طَسْتٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ وَقَالَ فِىْ حُسْنِهِ شَيْئًا فَقَالَ اَنَسٌ كَانَ اَشْبَهَهُمْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ مَخْضُوْبًا بِالْوَسْمَةِ ـ

৩৪৬৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন হুসাইন (রা)-এর পবিত্র শির কুফার আমীর উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট আনা হলো এবং তা একটি বড় প্লেটের মধ্যে রাখা হলো তখন ইবনে যিয়াদ তাঁর চোখ ও নাকের মধ্যে আঘাত করতে লাগল এবং তাঁর সৌন্দর্য সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করল। তখন আনাস (রা) বললেন ঃ হুসাইন (রা)-এর আকৃতি রসূলুল্লাহ (স)-এর আকৃতির সাথে সব চাইতে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। ঐ সময় অর্থাৎ শাহাদাতের সময় হুসাইন (রা)-এর চুল ও দাড়িতে 'উস্‌মা' ঘাসের কালো খিযাব লাগানো ছিল।

٣٤٦٦- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَالْحَسَنُ عَلٰى عَاتِقِهِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اُحِبُّهُ ـ

---

৫৪. এখানে আলী (রা) ও মুআবিয়ার পারস্পরিক বিরোধের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হাসান (রা) খলীফা হওয়ার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও উম্মতকে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মুআবিয়ার পক্ষে খিলাফতের দাবী প্রত্যাহার করেন।

৩৪৬৬. বারা'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (স)-কে দেখেছি তিনি হাসান ইবনে আলীকে কাঁধে নিয়ে বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ ! আমি একে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস।

٣٤٦٧- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا بَكْرٍ وَحَمَلَ الْحَسَنَ وَهُوَ يَقُوْلُ بِاَبِى شَبِيْهٌ بِالنَّبِىِّ لَيْسَ شَبِيْهٌ بِعَلِىٍّ وَعَلِىٌّ يَضْحَكُ -

৩৪৬৭. উকবা ইবনে হারেস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবু বকর (রা)-কে দেখেছি তিনি হাসান (রা)-কে কোলে তুলে নিয়ে বলছিলেন, আমার পিতা তোমার জন্য উৎসর্গ হোক। তোমার আকৃতি নবী (স)-এর অনুরূপ, আলীর অনুরূপ নয়। আলী (রা) তখন মুচকি হাসছিলেন।

٣٤٦٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اُرْقُبُوْا مُحَمَّدًا ﷺ فِىْ اَهْلِ بَيْتِهِ -

৩৪৬৮. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবু বকর (রা) বলেছেন ঃ মুহাম্মাদ (স)-এর সন্তুষ্টি তাঁর পরিবার পরিজনের সেবা ও ভালবাসার মধ্যেই মনে করবে।

٣٤٦٩- عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ اَحَدٌ اَشْبَهُ بِالنَّبِىِّ ﷺ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ -

৩৪৬৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আলী তনয় হাসানের আকৃতিতে নবী (স)-এর সাদৃশ্য যে পরিমাণ ছিল তার চেয়ে অধিক সাদৃশ্য আর কারো আকৃতিতে ছিল না।[৫৫]

٣٤٧٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَسَاَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ قَالَ شُعْبَةُ اَحْسِبُهُ يَقْتُلُ الذُّبَابَ فَقَالَ اَهْلُ الْعِرَاقِ يَسْاَلُوْنَ عَنِ الذُّبَابِ وَقَدْ قَتَلُوْا ابْنَ ابْنَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هُمَا رَيْحَانَتَاىَ مِنَ الدُّنْيَا -

৩৪৭০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল "যে ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় রয়েছে সে মাছি মারলে তার বিধান কি হবে ? তিনি বললেন ঃ "নবী (স) তাঁর যে দৌহিত্রদ্বয় সম্বন্ধে বলতেন, এরা দু'জন দুনিয়াতে আমার দু'টি সুগন্ধযুক্ত পুষ্পবিশেষ তাদেরই একজনকে যে ইরাকবাসী হত্যা করতে পেরেছে, সে ইরাকবাসী মাছি মারা সম্পর্কে বিধান চায় ?

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ আবু বকর (রা)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম বিলাল ইবনে রিবাহ (রা)-এর মর্যাদা।

নবী (স) বলেছেন ঃ হে বিলাল ! আমি বেহেশতের মধ্যে আমার আগে আগে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি।

---

৫৫. রসূলুল্লাহ (স)-এর বুক থেকে মাথার মধ্যবর্তী অংশের সাথে হাসানের আকৃতির মিল ছিল। আর বুক থেকে পা পর্যন্ত অংশে হুসাইনের আকৃতির সাদৃশ্য ছিল।–তিরমিযী

٣٤٧١- عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ اَبُوْ بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَاَعْتَقَ سَيِّدَنَا يَعْنِيْ بِلاَلاً ـ

৩৪৭১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমর (রা) বলতেন ঃ আবু বকর (রা) আমাদের নেতা এবং তিনি আমাদের নেতাকে (অর্থাৎ বিলালকে) আযাদ করেছেন।

٣٤٧٢- عَنْ قَيْسٍ اَنَّ بِلاَلاً قَالَ لاَبِيْ بَكْرٍ اِنْ كُنْتَ اِنَّمَا اِشْتَرَيْتَنِيْ لِنَفْسِكَ فَاَمْسِكْنِيْ وَاِنْ كُنْتَ اِنَّمَا اِشْتَرَيْتَنِيْ لِلّٰهِ فَدَعْنِيْ وَعَمَلَ اللّٰهِ (وَعَمَلِيْ لِلّٰهِ) ـ

৩৪৭২. কাইস ইবনে হাযেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পর বিলাল (রা) মদীনা ত্যাগ করতে চাইলে আবু বকর (রা) বললেন, তুমি আমার কাছে থাক। এখানে থেকে তুমি মসজিদে নববীতে আযান দেবে। তখন বিলাল (রা) আবু বকর (রা)-কে বললেন ঃ যদি আপনি আমাকে নিজের প্রয়োজনে খরিদ করে থাকেন তবে আমাকে আপনার কাছে রাখুন। আর যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খরিদ করে থাকেন তবে আমাকে ছেড়ে দিন এবং আল্লাহর পথে কাজ করতে দিন।

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মর্যাদা।

٣٤٧٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِيْ النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى صَدْرِهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ ـ

৩৪৭৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী (স) আমাকে তাঁর বুকে চেপে ধরে বললেন ঃ হে আল্লাহ ! একে হিকমত দান করুন।

٣٤٧٤- عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ وَعَنْ خَالِدٍ مِثْلَهُ قَالَ الْبُخَارِىْ وَالْحِكْمَةُ الْاِصَابَةُ فِيْ غَيْرِ النُّبُوَّةِ ـ

৩৪৭৪. আবদুল ওয়ারিস থেকে বর্ণিত। নবী (স) ইবনে আব্বাসকে বুকে চেপে ধরে বলেছেন ঃ হে আল্লাহ ! একে কিতাবের জ্ঞান দান করুন। খালেদ নামক জনৈক রাবী থেকেও অনুরূপ রেওয়ায়েত রয়েছে।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ হিকমত অর্থ অহীর মাধ্যম ব্যতীত নির্ভুল জ্ঞান লাভ।

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ খালিদ ইবনে অলীদ (রা)-এর গুণাবলী।

٣٤٧٥- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ اَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَ جَعْفَرُ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَ ابْنُ

رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتّٰى اَخَذَ (هَا) سَيْفٌ مِـــنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ حَتّٰى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ـ

৩৪৭৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যায়েদ, জাফর ও ইবনে রাওয়াহার শাহাদাতের খবর আসার পূর্বেই লোকদেরকে তা অবহিত করেন। তিনি বলেন ঃ যায়েদ ঝান্ডা হাতে নিল। তাকে শহীদ করা হলো। তারপর জাফর ঝান্ডা হাতে নিল। তাকেও শহীদ করা হলো। অতপর ইবনে রাওয়াহা ঝান্ডা হাতে নিল। সেও শাহাদাত বরণ করল। এ কথাগুলো বলার সময় নবী (স)-এর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। তারপর আল্লাহর তরবারীসমূহের একটি তরবারী (অর্থাৎ খালিদ ইবনে অলীদ) ঝান্ডা হাতে নিল। অবশেষে আল্লাহ মুসলমানদেরকে তাদের শত্রুদের ওপর জয়যুক্ত করলেন।

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ আবু হুযাইফা (রা)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম সালেমের (রা) মর্যাদা।

٣٤٧٦- عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ ذُكِرَ عَبْدُ اللّٰهِ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لاَ اَزَالُ اُحِبُّهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِسْتَقْرِؤُا الْقُرْاٰنَ مِـنْ اَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَبَدَاَ بِهِ وَسَالِمٍ مَوْلٰى اَبِىْ حُذَيْفَةَ وَاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لاَ اَدْرِىْ بَدَاَ بِاُبَىٍّ اَوْ بِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ـ

৩৪৭৬. মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর নিকট আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন ঃ এ লোকটিকে আমি ঐদিন থেকে বরাবর বন্ধু হিসেবে জানি যেদিন আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা চার ব্যক্তির নিকট কুরআন অধ্যয়ন কর। তিনি প্রথম আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের নাম উল্লেখ করেন। তারপর আবু হুযাইফার মুক্ত গোলাম সালেম, উবাই ইবনে কাব ও মুআয ইবনে জাবাল (রা)-এর নাম উচ্চারণ করেন। রাবী বলেন ঃ নবী (স) উবাই ও উবাই ইবনে কাবের নাম প্রথমে উল্লেখ করেছেন না মুআয ইবনে জাবালের নাম তা আমার স্মরণ নেই।

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর মর্যাদা।

٣٤٧٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَقَالَ اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَىَّ اَحْسَنَكُمْ اَخْلاَقًا وَقَالَ اِسْتَقْرِؤُا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَـــةٍ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَالِمٍ مَوْلٰى اَبِىْ حُذَيْفَةَ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ـ

৩৪৭৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) প্রকৃতিগতভাবেও অশ্লীল ভাষী ছিলেন না এবং ইচ্ছাকৃতভাবেও অশ্লীল ভাষী ছিলেন না। বরং তিনি বলতেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারা উত্তম চরিত্র ও শিষ্টাচারের অধিকারী তারাই আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। তিনি আরো বলতেন ঃ তোমরা চার ব্যক্তির নিকট কুরআন

অধ্যয়ন কর ঃ (১) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, (২) আবু হুযাইফার মুক্ত গোলাম সালেম, (৩) উবাই ইবনে কাব ও (৪) মুআয ইবনে জাবাল।

٣٤٧٨- عَنْ عَلْقَمَةَ دَخَلْتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِيْ جَلِيْسًا فَرَأَيْتُ شَيْخًا مُقْبِلاً فَلَمَّا دَنَا قُلْتُ أَرْجُوْ أَنْ يَّكُوْنَ اِسْتَجَابَ قَالَ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ قَالَ أَفَلَمْ يَكُنْ فِيْكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ أَوَلَمْ يَكُنْ فِيْكُمُ الَّذِيْ أُجِيْرَ مِنَ الشَّيْطَانِ أَوَلَمْ يَكُنْ فِيْكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِيْ لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ كَيْفَ قَرَأَ اِبْنُ أُمِّ عَبْدٍ وَاللَّيْلِ فَقَرَأْتُ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى قَالَ اَقْرَاَنِيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَاهُ اِلٰى فِيَّ فَمَا زَالَ هٰؤُلاَءِ حَتّٰى كَادُوْا يَرُدُّوْنِيْ -

৩৪৭৮. আলকামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি একদা সিরিয়ায় প্রবেশ করলাম এবং দু'রাকাত নামায পড়লাম। অতপর আমি এ বলে দোয়া করলাম ঃ হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে একজন নেককার সাথী জুটিয়ে দাও। আমি এক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকে [আবু দারদা (রা)] আসতে দেখলাম। যখন তিনি নিকটবর্তী হলেন তখন আমি বললাম ঃ "মনে হয়, আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন।" আগন্তুক লোকটি জিজ্ঞেস করল ঃ তোমার পরিচয় কি ? আমি বললাম ঃ "আমি কুফার অধিবাসী।" তিনি বললেন ঃ "রসূলুল্লাহ (স)-এর জুতা, বালিশ ও অযুর পাত্র বহনকারী (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) কি তোমাদের মাঝে নেই ? যে লোকটিকে শয়তানের আক্রমণ থেকে আশ্রয় দেয়া হয়েছে সে লোকটি (অর্থাৎ আম্মার) কি তোমাদের মাঝে নেই ? (ইসলাম ও মুসলিম জাতি সম্পর্কিত) গোপন তথ্যাদি যে ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ জানে না সে গোপন তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি (অর্থাৎ হুযাইফা) কি তোমাদের মাঝে নেই ? তারপর তিনি বললেন ঃ বল তো ইবনে উম্মে আবদ (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) .... وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى সূরাটি কিভাবে পড়তেন ? তখন আমি তাকে পড়ে শুনালাম وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى তিনি বললেন ঃ নবী (স) আমাকে সূরাটি (এভাবেই) মুখে মুখে শিখিয়েছেন। অথচ এভাবে পড়ার কারণে এরা (অর্থাৎ অন্যান্য সাহাবীরা) আমার পেছনে এমনভাবে উঠে পড়ে লেগে গেল যে, তারা আমাকে বিরত রাখার উপক্রম করল।

٣٤٧٩- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ سَأَلْنَا حُذَيْفَةَ عَنْ رَجُلٍ قَرِيْبِ السَّمْتِ وَالْهَدْيِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ حَتّٰى نَأْخُذَ عَنْهُ فَقَالَ مَا أَعْرِفُ أَحَدًا أَقْرَبَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلاًّ بِالنَّبِيِّ ﷺ مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ -

৩৪৭৯. আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা হুযাইফা (রা) -কে এমন একজন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যিনি আকৃতি ও চালচলনে নবী (স)-

এর অধিকতর নিকটবর্তী—যাতে তাঁর কাছ থেকে আমরা কিছু লাভ করতে পারি। হুযাইফা (রা) বললেন ঃ আকৃতি, স্বভাব ও চাল চলনে নবী (স)-এর অধিকতর নিকটবর্তী ইবনে উম্মে আবদ (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) ছাড়া আর কাউকে আমি জানি না।

٣٤٨٠- عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ قَالَ قَدِمْتُ اَنَا وَاَخِيْ مِنَ الْيَمَنِ فَمَكَثْنَا حِيْنًا مَا نُـرٰى اِلاَّ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ لِمَا نَرٰى مِنْ دُخُوْلِهِ وَدُخُوْلِ اُمِّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ -

৩৪৮০. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি ও আমার ভাই ইয়ামেন থেকে (মদীনায়) আগমন করলাম এবং বেশ কিছুদিন অবস্থান করলাম। আমরা সবসময় মনে করতাম যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ নবী পরিবারেরই একজন সদস্য। কেননা আমরা তাকে ও তার মাকে প্রায়ই নবী (স)-এর নিকট যাতায়াত করতে দেখতাম।

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ মুআবিয়া (রা)-এর মর্যাদা।

٣٤٨١- عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ اَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلًى لاِبْنِ عَبَّاسٍ فَاَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ دَعْهُ فَاِنَّهُ (قَدْ) صَحِبَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ -

৩৪৮১. ইবনে আবু মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা মুআবিয়া (রা) এশার নামাযের পর বিতর এক রাকায়াত পড়েন। তার নিকট ইবনে আব্বাসের মুক্ত গোলাম (ইবনে কুরাইবও) উপবিষ্ট ছিল। সে ইবনে আব্বাসের নিকট এসে বলল, দেখুন মুআবিয়া (রা) বিতর মাত্র এক রাকায়াত পড়ে থাকেন। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন ঃ তাকে তাঁর অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। কেননা তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন। [এবং নিশ্চয়ই তাঁর কাছে রসূলের (স) কথা ও কর্মের কোন প্রমাণ আছে।]

٣٤٨٢- عَنْ اَبِيْ مُلَيْكَةَ قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِيْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ فَاِنَّهُ مَا اَوْتَرَ اِلاَّ بِوَاحِدَةٍ قَالَ اِنَّهُ (اَصَابَ اَنَّهُ) فَقِيْهٌ -

৩৪৮২. ইবনে আবু মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা)-কে একদা জিজ্ঞেস করা হলো, আমীরুল মুমিনীন মুআবিয়া সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? তিনি তো বিতর এক রাকায়াত পড়ে থাকেন। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন ঃ তিনি নিজেই একজন 'ফকীহ' (ফিকাহ শাস্ত্রবিশারদ)।

٣٤٨٣- عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ اِنَّكُمْ لَتُصَلُّوْنَ صَلاَةً لَقَدْ صَحِبْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَمَا رَاَيْنَاهُ يُصَلِّيْهَا وَلَقَدْ نَهٰى عَنْهُمَا يَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ -

৩৪৮৩. মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমরা এমন ধরনের নামায পড়ে থাক, যে নামায আমরা নবী (স)-এর সাহচর্য থাকাকালীন তাঁকে কখনো পড়তে দেখিনি। বরং তিনি তা পড়তে নিষেধ করতেন। অর্থাৎ আসরের পর দু'রাকাত (নফল) নামায।

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ ফাতেমা (রা)-এর মর্যাদা।

নবী (স) বলেছেন ঃ ফাতেমা (রা) জান্নাতবাসিনী স্ত্রীলোকদের নেত্রী হবে।

٣٤٨٤- عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّى فَمَنْ اَغْضَبَهَا اَغْضَبَنِىْ ـ

৩৪৮৪. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ ফাতেমা (রা) আমার একটি টুকরা। যে তাকে রাগান্বিত করল সে নিশ্চয়ই আমাকে রাগান্বিত করল।

٣٤٨٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَعَا النَّبِىُّ ﷺ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِىْ شَكْوَاهُ الَّتِىْ قُبِضَ فِيْهَا فَسَارَّهَا بِشَىْءٍ فَبَكَتْ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ قَالَتْ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ سَارَّنِى النَّبِىُّ ﷺ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ يُقْبَضُ فِىْ وَجَعِهِ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِىْ فَاَخْبَرَنِىْ اِنِّىْ اَوَّلُ اَهْلِ بَيْتِهِ اَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ ـ

৩৪৮৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন মৃত্যু পীড়ায় আক্রান্ত হন তখন একদিন তাঁর কন্যা ফাতেমা (রা)-কে ডেকে পাঠান এবং চুপিচুপি তাকে কিছু বলেন। তখন ফাতেমা (রা) কেঁদে ফেললেন। তারপর আবার তাকে ডেকে পাঠান এবং চুপিচুপি তাকে কিছু বলেন। তখন তিনি হেসে দিলেন। আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি এ ব্যাপারে ফাতেমাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, (প্রথমবার) নবী (স) চুপিচুপি আমাকে এ খবরটি দিলেন যে, ঐ অসুখেই তিনি ইন্তিকাল করবেন, যে অসুখে তিনি ওফাত পেয়েছেন। তখন আমি কেঁদে ফেললাম। তারপর (দ্বিতীয়বার) তিনি চুপিচুপি আমাকে এ খবরটি দিলেন যে, তাঁর পরিজনদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর পশ্চাৎগামী হব। তখন আমি হেসে ফেললাম।

৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ আয়েশা (রা)-এর মর্যাদা।

٣٤٨٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا يَا عَائِشَ هٰذَا جِبْرِيْلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرٰى مَالَا اَرٰى تُرِيْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ـ

৩৪৮৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) একদিন আমাকে বললেন, হে আয়েশা ! জিবরাইল (আ) তোমাকে সালাম বলছে। আমি বললাম ঃ "ওআলাহিস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।"(অর্থাৎ তাঁর ওপরও সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।) আপনি তা দেখতে পান যা আমি দেখতে পাই না। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেন।

٣٤٨٧- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ

كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتِ عِمْرَانَ وَاٰسِيَةُ اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ للطَّعَامِ -

৩৪৮৭. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামালিয়াত অর্জন করেছেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদের মধ্যে কামালিয়াত অর্জন করেছেন কেবল ফিরআউনের স্ত্রী আসীয়া ও ইমরানের কন্যা মারয়াম। আর যাবতীয় খাদ্যের ওপর 'সারীদ'[৫৬]-এর মর্যাদা যেমন, সমস্ত স্ত্রীলোকের ওপর আয়েশার মর্যাদা তেমন।

٣٤٨٨- عَـــنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى (سَائِرِ) الطَّعَامِ -

৩৪৮৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, যাবতীয় খাদ্যের ওপর সারীদের মর্যাদা যেমন, সমস্ত স্ত্রীলোকের ওপর আয়েশার মর্যাদাও তেমন।

٣٤٨٩- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَنَّ عَائِشَةَ اِشْتَكَتْ فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ تَقْدَمِيْنَ عَلٰى فَرَطِ صِدْقٍ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلٰى اَبِىْ بَكْرٍ -

৩৪৮৯. কাসিম ইবনে মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) মৃত্যু পীড়ায় আক্রান্ত হলে ইবনে আব্বাস (রা) এলেন এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : হে উম্মুল মুমিনীন ! আপনি প্রথম সত্যবাদী রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বকর (রা)-এর নিকট যাত্রা করছেন।

٣٤٩٠- عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ عَلِىٌّ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ اِلَى الْكُوْفَةِ لِيَسْتَنْفِرَهُمْ خَطَبَ عَمَّارَ فَقَالَ اِنِّى لاَعْلَمُ اَنَّهَا زَوْجَتُهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِـرَةِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ابْتَلاَكُمْ لِتَتَّبِعُوْهُ اَوْ اِيَّاهَا -

৩৪৯০. আবু উয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আলী (রা) যখন আম্মার ও হাসানকে কূফা পাঠালেন সেখানকার লোকদেরকে তাকে সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে তখন আম্মার (রা) কূফার লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন : আমি একথা ভালভাবেই জানি যে, আয়েশা (রা) দুনিয়াতে ও আখেরাতে নবী (স)-এর স্ত্রী। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের এই মর্মে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করবে, না আয়েশার।[৫৭]

---

৫৬. আমাদের দেশে চাল ও গোশত একত্রে যেমন বিরয়ানী পাক করা হয়, আরবে তেমনি রুটি টুকরা টুকরা করে গোশতের সাথে একত্রে পাক করা হয়। এ রুটি গোশতের সংমিশ্রণে প্রস্তুত খাদ্যকে সারীদ বলা হয়। সারীদ সুস্বাদু রুচিকর বলে আরবদের নিকট সর্বাধিক সমাদৃত।

৫৭. উপরোক্ত হাদীসে 'জঙ্গে জামাল' বা উটের যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে—যা হিজরী ৩৬ সালে উসমান হত্যার বিচারকে কেন্দ্র করে আলী (রা) ও আয়েশা (রা)-এর মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল।

٣٤٩١- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اِسْتَعَارَتْ مِنْ اَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِهِ فِىْ طَلَبِهَا فَاَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوْءٍ فَلَمَّا اَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ شَكَوْا ذٰلِكَ اِلَيْهِ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ التَّيَمُّمِ فَقَالَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللّٰهُ خَيْرًا فَوَاللّٰهِ مَا نَزَلَ بِكِ اَمْرٌ قَطُّ اِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ بَرَكَةً -

৩৪৯১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি তার বোন আসমার নিকট থেকে একটা হার ধার নেন। তারপর সেটি (যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে) পড়ে যায়। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর সাহাবীদের কয়েকজনকে ঐ হারের তালাশে পাঠান। পথিমধ্যে নামাযের সময় হলে সাহাবীরা (পানি না পেয়ে) বিনা অযুতেই নামায পড়েন। তারপর তারা যখন নবী (স)-এর নিকট ফিরে আসেন তখন ব্যাপারটা তাঁর নিকট পেশ করেন। ঐ সময় তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। উসাইদ ইবনে হুযাইর বলেন ঃ হে আয়েশা ! আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আল্লাহর কসম ! যখনই আপনি কোন সংকটে পড়েছেন তখনই আল্লাহ আপনার জন্য তার সমাধানের একটা পথ খুলে দিয়েছেন এবং সমস্ত মুসলমানদের জন্য তার মধ্যে বরকত দান করেছেন।

٣٤٩٢- عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا كَانَ فِىْ مَرَضِهِ جَعَلَ يَدُوْرُ فِىْ نِسَائِهِ وَيَقُوْلُ اَيْنَ اَنَا غَدًا اَيْنَ اَنَا غَدًا حِرْصًا عَلٰى بَيْتِ عَائِشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِىْ سَكَنَ -

৩৪৯২. আবু হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন মৃত্যুপীড়ায় আক্রান্ত হন তখন তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের নিকট অবস্থানকালে তিনি আয়েশার গৃহে যাবার বাসনায় বারবার জিজ্ঞেস করতেন ঃ আগামীকাল আমি কোথায় থাকব ? আগামীকাল আমি কোথায় থাকব ? আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমার গৃহে থাকার দিন আসলে তিনি শান্ত হলেন।

٣٤٩٣- عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاجْتَمَعَ صَوَاحِبِىْ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ يَا اُمَّ سَلَمَةَ وَاللّٰهِ اِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَاِنَّا نُرِيْدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيْدُهُ عَائِشَةُ فَمُرِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَاْمُرَ النَّاسَ اَنْ يُهْدُوْا اِلَيْهِ حَيْثُ مَا كَانَ اَوْ حَيْثُ مَا دَارَ قَالَتْ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ اُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ فَاَعْرَضَ عَنِّىْ فَلَمَّا عَادَ اِلَىَّ ذَكَرْتُ لَهُ ذَاكَ فَاَعْرَضَ عَنِّىْ فَلَمَّا كَانَ فِى الثَّالِثَةِ ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ يَا اُمَّ سَلَمَةَ لاَ تُؤْذِيْنِىْ فِىْ عَائِشَةَ فَاِنَّهُ وَاللّٰهِ مَا نَزَلَ عَلَىَّ الْوَحْىُ وَاَنَا فِىْ لِحَافِ امْرَاَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا -

৩৪৯৩. আবু হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ লোকেরা তাদের যাবতীয় হাদীয়া উপঢৌকন যেদিন রসূলুল্লাহ (স) আয়েশার গৃহে অবস্থান করতেন সেদিন প্রেরণ করত। আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদিন আমার সঙ্গিনীরা উম্মে সালামার নিকট একত্রিত হয়ে বলল ঃ হে উম্মে সালামা ! আল্লাহর কসম ! লোকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের হাদীয়া আয়েশার জন্য নির্দিষ্ট দিন পাঠিয়ে থাকে। অথচ আয়েশার মতো আমাদেরও কল্যাণ লাভের আকাংখা আছে। কাজেই রসূলুল্লাহকে বলুন, তিনি যেন লোকদেরকে বলে দেন যে, তিনি যখন যেখানে থাকবেন কিংবা যে ঘরে থাকবেন তারা যেন সেখানেই হাদীয়া পাঠিয়ে দেয়। আয়েশা (রা) বলেন ঃ উম্মে সালামা এ ব্যাপারটা রসূলুল্লাহর (স) নিকট বললেন। উম্মে সালামা বলেন ঃ নবী (স) আমার নিকট থেকে চলে গেলেন। তারপর পুনরায় যখন আমার নিকট এলেন তখন আমি ব্যাপারটা পুনরুল্লেখ করলাম। এবারও তিনি আমার নিকট থেকে চলে গেলেন। অতপর তৃতীয়বার যখন আমি তাঁকে বললাম, তখন তিনি বললেন ঃ হে উম্মে সালামা ! আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিও না। কেননা, আল্লাহর কসম ! আয়েশা ছাড়া তোমাদের মধ্যে অন্য কোন স্ত্রীর বিছানায় আমার নিকট অহী আসেনি।

৬০-অনুচ্ছেদ ঃ আনসারদের মর্যাদা।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِمَّآ اُوْتُوْا ـ

"যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্ব থেকে মদীনায় বসবাস করছিল এবং ঈমান এনেছিল তারা তাদের নিকট যারা হিজরত করে এসেছিল তাদেরকে ভালবাসতো। এবং তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) যা কিছু গনীমাতের মাল ইত্যাদি থেকে দেয়া হতো তাতে তারা (আনসাররা) নিজেদের অন্তরে কোনরূপ সংকীর্ণতা বোধ করতো না।"

-(আল হাশর ঃ ৯)

٣٤٩٤- عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ قَالَ قُلْتُ لاَنَسٍ اَرَأَيْتَ اِسْمَ الْاَنْصَارِ كُنْتُمْ تُسَمَّوْنَ بِهِ اَمْ سَمَّاكُمُ اللّٰهُ قَالَ بَلْ سَمَّانَا اللّٰهُ كُنَّا نَدْخُلُ عَلٰى اَنَسٍ فَيُحَدِّثُنَا مَنَاقِبَ الْاَنْصَارِ وَمَشَاهِدَهُمْ وَيُقْبِلُ عَلَىَّ اَوْ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْاَزْدِ فَيَقُوْلُ فَعَلَ قَوْمُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا ـ

৩৪৯৪. গাইলান ইবনে জারীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন আনাসকে (রা) বললাম, আনসার নামকরণ সম্পর্কে আমাকে বলুন তো ! এ নামকরণ কি আপনারা নিজেরাই করেছিলেন না আল্লাহ আপনাদেরকে এ নামে বিভূষিত করেছেন ? তিনি বললেন, আমরা নই বরং আল্লাহই আমাদের এ নামকরণ করেছেন। গাইলান বলেন, আমরা আনাসের নিকট বসরায় যেতাম। তখন তিনি আমাদের কাছে আনসারদের মর্যাদা ও কৃতিত্ব আলোচনা করতেন এবং আমাকে কিংবা আযদ গোত্রের কোন লোককে লক্ষ

করে বলতেন, তোমার কওম আনসার অমুক অমুক দিন (ইসলামের জন্য) অমুক অমুক কাজ করেছে।

٣٤٩٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَاثَ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهِ ﷺ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ افْتَرَقَ مَلَؤُهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ وَجُرِّجُوْا فَقَدَّمَهُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهِ ﷺ فِىْ دُخُوْلِهِمْ فِى الْاِسْلَامِ -

৩৪৯৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বু'আস যুদ্ধ[৫৮] এমন একটা যুদ্ধ ছিল যা আল্লাহ তাঁর রসূলের জন্য তাঁর মদীনায় আগমনের পূর্বেই সংঘটিত করেছিলেন। ঐ যুদ্ধের ফল এ হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় আসলেন এবং তখন মদীনার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ঐ যুদ্ধের কারণে নানা দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের নেতারা আহত ও নিহত হয়েছিল। এভাবে মদীনাবাসীদের ইসলামে প্রবেশের ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর রসূল (স)-এর জন্য পূর্ব থেকেই অনুকূল ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। অর্থাৎ ঐ দাম্ভিক নেতারা যদি বু'আস যুদ্ধের ফলে ধ্বংস না হতো তবে মক্কার দাম্ভিক নেতাদের মত তারাও ইসলামের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে উঠত।

٣٤٩٦- عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ قَالَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَاَعْطَى قُرَيْشًا وَاللّٰهِ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْعَجَبُ اِنَّ سُيُوْفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ وَغَنَائِمُنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَدَعَا الْاَنْصَارَ قَالَ فَقَالَ مَاالَّذِىْ بَلَغَنِىْ عَنْكُمْ وَكَانُوْا لَا يَكْذِبُوْنَ فَقَالُوْا هُوَ الَّذِىْ بَلَغَكَ قَالَ اَوَلَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالْغَنَائِمِ اِلٰى بُيُوْتِهِمْ وَتَرْجِعُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى بُيُوْتِكُمْ لَوْ سَلَكَتِ الْاَنْصَارُ وَادِيًا اَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِىَ الْاَنْصَارِ اَوْ شِعْبَهُمْ -

৩৪৯৬. আবু তাইয়াহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (স) কুরাইশদেরকে কয়েকটি উট দান করলেন। এতে আনসাররা বলল, আল্লাহর কসম, এটা তো অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার। আমাদের তরবারী থেকে কুরাইশদের রক্ত ঝরছে অথচ আমাদের গনীমাতের মাল আবার তাদের হাতেই তুলে দেয়া হচ্ছে! এ খবর নবী (স)-এর নিকট পৌঁছুলে তিনি আনসারদেরকে ডাকলেন এবং বললেন, তোমাদের সম্পর্কে এসব কি শুনতে পাচ্ছি ? তারা তো মিথ্যা বলতেন না। তাই তারা জবাব দিলেন, হাঁ, যা শুনেছেন তাই। তখন নবী (স) বললেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা গনীমাতের মাল সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরবে আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরবে অবশ্যই আনসাররা যে ঘাঁটি বা উপত্যকায় প্রবেশ করবে আমিও সেই ঘাঁটি বা উপত্যকায় প্রবেশ করবো।

---

৫৮. এ যুদ্ধটি ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মদীনার ঐতিহাসিক দু'টি গোত্র—আউস ও খাযরাজের মধ্যে সংঘটিত হয়। একটানা ১২০ বছর পর্যন্ত এ যুদ্ধের জের চলতে থাকে। এতে তাদের অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত কিংবা আহত হয়।

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। যদি আমি হিজরতের মর্যাদা লাভ না করতাম তবে আমি আনসারদের সাথেই নিজেকে সম্পর্কিত করতাম।

٣٤٩٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَوْ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ لَوْ اَنَّ الاَنْصَارَ سَلَكُوْا وَادِيًا اَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ فِىْ وَادِىَ الاَنْصَارِ وَلَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ اِمْرَأً مِّنَ الاَنْصَارَ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَا ظَلَمَ بِاَبِىْ وَاُمِّى اٰوَوْهُ وَنَصَرُوْهُ اَوْ كَلِمَةً اُخْرَى -

৩৪৯৭. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। অথবা তিনি বলেছেন ঃ আবুল কাসেম (স) বলেছেন, যদি আনসাররা কোন ময়দান বা ঘাঁটিতে প্রবেশ করে তবে অবশ্যই আমি আনসারদের ময়দানে প্রবেশ করব। যদি হিজরতের আদেশ না হত তবে আমি আনসারদের একজন হতাম।[৫৯] আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমার পিতা মাতা রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য উৎসর্গ হোক, তিনি এটা অতিশয়োক্তি করেননি। কেননা, আনসাররাই তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং তারাই তাঁকে সাহায্য করেছেন। অথবা (অনুরূপ) অপর কোন বাক্য আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন।

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) কর্তৃক মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন।

٣٤٩٨- عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ اٰخَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعْدِ ابْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنِّى اَكْثَرُ الاَنْصَارِ مَالاً فَاَقْسِمُ مَالِىْ نِصْفَيْنِ وَلِىْ اِمْرَأَتَانِ فَانْظُرْ اَعْجَبَهُمَا اِلَيْكَ فَسَمِّهَا لِىْ اُطَلِّقْهَا فَاِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ اَيْنَ سُوْقُكُمْ فَدَلُّوْهُ عَلٰى سُوْقِ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ فَمَا انْقَلَبَ اِلاَّ وَمَعَهُ فَضْلٌ مِنْ اَقِطٍ وَسَمْنٍ ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا وَبِهِ اَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَهْيَمْ قَالَ تَزَوَّجْتُ قَالَ كَمْ سُقْتَ اِلَيْهَا قَالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ اَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ شَكَّ اِبْرَاهِيْمُ -

৩৪৯৮. আবু সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাজিররা যখন মদীনায় আসলেন তখন রসূলুল্লাহ (স) আবদুর রহমান ইবনে আউফ ও সা'দ ইবনে রবির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। তারপর সাদ আবদুর রহমানকে বললেন, আমি আনসারদের মধ্যে সর্বাধিক সম্পদের অধিকারী। আমি আমার সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করে দেব-(এক এক ভাগ তুমি নেবে)। আর আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে। তার মধ্যে কাকে তোমার পসন্দ হয় দেখ এবং

৫৯.এ মন্তব্য দ্বারা নবী (স) আনসারদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

আমাকে তার নাম বল। আমি তাকে তালাক দিয়ে দেব। তারপর যখন তার ইদ্দত পুরা হয়ে যাবে তখন তাকে তুমি বিয়ে করবে। আবদুর রহমান বললেন, "আল্লাহ তোমার পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদের মধ্যে বরকত দান করুন। আমার এতে প্রয়োজন নেই। তোমাদের বাজারটা কোন দিকে ? তাঁরা তাঁকে বনী কাইনুকা বাজারটা দেখিয়ে দিলেন। বাজার থেকে তিনি যখন ফিরলেন তখন তাঁর সাথে ছিল মুনাফালব্ধ কিছু পণীর ও ঘি। তারপর তিনি রোজ সকালে যেতে লাগলেন। অতপর একদিন তিনি নবী (স)-এর নিকট আসলেন, তাঁর গায়ে ছিল হলুদ রংয়ের ছোপ। তখন নবী (স) বললেন, এটা কি ? তিনি বললেন, আমি বিয়ে করেছি। তিনি নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, তাকে কি পরিমাণ মোহর দিয়েছ ? তিনি বললেন, এক নওয়াত (সোয়া ভরির কিছু বেশী) সোনা। কিংবা এক নওয়াত ওজন পরিমাণ সোনা। (অধস্তন রাবী) ইবরাহীমের এ ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে।

٣٤٩٩- عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَاٰخٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ وَكَانَ كَثِيْرَ الْمَالِ فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ عَلِمَتِ الْاَنْصَارُ اَنِّى مِنْ اَكْثَرِهَا مَالاً سَاَقْسِمُ مَالِى بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطْرَيْنِ وَلِى اِمْرَاَتَانِ فَانْظُرْ اَعْجَبَهُمَا اِلَيْكَ فَاطَلِّقُهَا حَتّٰى اِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ اَهْلِكَ فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حَتّٰى اَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ سَمْنٍ وَاَقِطٍ فَلَمْ يَلْبَثْ اِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْيَمْ قَالَ تَزَوَّجْتُ اِمْرَاَةً مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ مَا سُقْتَ فِيْهَا قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ اَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ -

৩৪৯৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আউফ হিজরত করে মদীনায় আমাদের নিকট আসেন। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর ও সা'দ ইবনে রবির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। আর সা'দ ছিলেন বিপুল ধনশালী। সা'দ বললেন, আনসাররা সবাই জানে যে, আমি তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী। খুব শীগগীর আমি আমার সমস্ত সম্পদ তোমার ও আমার মধ্যে দু'ভাগ করে দেব। আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে। তাদের কাকে তোমার পছন্দ হয় দেখ, আমি তাকে তালাক দিয়ে দেব। যখন সে হালাল হবে তখন তুমি তাকে বিয়ে করবে। আবদুর রহমান বললেন, আল্লাহ তোমার পরিবার পরিজনের মধ্যে বরকত দান করুন। আমার এসবের প্রয়োজন নেই, বরং তোমাদের বাজারটা আমাকে দেখিয়ে দাও। তারপর তিনি বাজারে গেলেন এবং সেদিন তিনি মুনাফালব্ধ কিছু ঘি ও পনির নিয়ে ফিরে আসলেন। এভাবে অল্প কিছুদিন কেটে গেলে তিনি একদিন রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলেন। তাঁর গায়ে হলুদের ছোপ ছিল। রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি ? তিনি জবাব দিলেন, আমি এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছি। নবী (স) বললেন, তাকে কি পরিমাণ মোহর দিয়েছ ? বললেন, এক নওয়াত পরিমাণ সোনা। তিনি নবী (স) বললেন, একটা বকরী দিয়ে হলেও ওলীমা কর।

٣٥٠٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتِ الاَنْصَارُ اَقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ النَّخْلَ قَالَ لاَ قَالَ يَكْفُوْنَ الْمَؤْنَةَ وَتُشْرِكُوْنَا فِى التَّمْرِ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ـ

৩৫০০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসাররা নবী (স)-কে বললেন, আমাদের এবং তাদের (মুহাজিরদের) মধ্যে খেজুরের বাগান বন্টন করে দিন। তিনি বললেন, "না"। তখন আনসাররা (মুহাজিরদেরকে) বলল, "আপনারা আমাদের সাথে (উৎপাদন কাজে) মেহনত করুন, এতে করে আপনারা আমাদের সাথে খেজুরে অংশীদার হবেন (অর্থাৎ শ্রমের বিনিময় আপনাদেরকে খেজুরের ভাগ দেয়া হবে)। তাঁরা (মুহাজিররা) বললেন, "আমরা শুনলাম এবং গ্রহণ করলাম।"

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ আনসারদের প্রতি ভালবাসা (ঈমানের অঙ্গ)।

٣٥٠١- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَوْ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ الاَنْصَارُ لاَ يُحِبُّهُمْ اِلاَّ مُؤْمِنَ وَلاَ يُبْغِضُهُمْ اِلاَّ مُنَافِقٍ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ اَحَبَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ اَبْغَضَهُ اللّٰهُ ـ

৩৫০১. বারা'আ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি। অথবা নবী (স) বলেছেন, আনসারদেরকে একমাত্র মুমিনরাই ভালবাসতে পারে। আর মুনাফিকরাই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসবে তাকে আল্লাহ ভালবাসবেন। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে তার প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন।

٣٥٠٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الاِيْمَانِ حُبُّ الاَنْصَارِ وَاٰيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الاَنْصَارِ ـ

৩৫০২. আনাস ইবনে মালেক (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন, আনসারদের প্রতি ভালবাসা ঈমানের নিদর্শন আর আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ মুনাফিকীর নিদর্শন।

৬৪-অনুচ্ছেদঃ নবী (স) আনসারদেরকে (লক্ষ করে) বলেন, লোকদের মধ্যে তোমরাই আমার নিকট অধিকতর প্রিয়।

٣٥٠٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَاَى النَّبِىُّ ﷺ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مُقْبِلِيْنَ قَالَ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ مُمْثِلاً فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتُمْ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ ـ

৩৫০৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন নবী (স) কতিপয় (আনসারী) মহিলা ও বালককে আসতে দেখলেন। রাবী বলেন ঃ সম্ভবত আনাস

বলেছিলেন বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে তারা ফিরছিলো। তখন নবী (স) তাদের সামনে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ্ জানেন, লোকদের মধ্যে তোমরাই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। এ বাক্যটি তিনি [নবী (স)] তিনবার উচ্চারণ করেন।

٣٥٠٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَكَلَّمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّكُمْ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَىَّ مَرَّتَيْنِ -

৩৫০৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক আনসারী মহিলা তার একটা শিশু ছেলেকে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলেন। তখন রসূলুল্লাহ (স) ঐ মহিলাটির সাথে কিছু কথাবার্তা বললেন এবং দু'বার তিনি একথাটা উচ্চারণ করলেন ঃ সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ ! নিশ্চয় লোকদের মধ্যে তোমরাই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়।

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ আনসারদের অনুসরণ প্রসঙ্গে।

٣٥٠٥- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ لِكُلِّ نَبِىٍّ اَتْبَاعٌ وَاِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَ اَتْبَاعَنَا مِنَّا فَدَعَا بِهٖ فَنَمَيْتُ ذٰلِكَ اِلَى ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ قَدْ زَعَمَ ذٰلِكَ زَيْدٌ -

৩৫০৫. যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসাররা একদিন [রসূলুল্লাহ (স)-কে] বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! প্রত্যেক নবীরই একদল মিত্র থাকে। আর আমরা আপনার মিত্র। অতএব, আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের মিত্রদেরকেও আমাদের মতো গণ্য করেন। (অর্থাৎ তাদেরকেও আনসার বলা হোক)। তখন তিনি ঐ দোআ করেন। (অধঃস্তন রাবী আমর বলেন ঃ) আমি এ হাদীসটি (আবদুর রহমান) ইবনে আবু লাইলার নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ যায়েদ হুবহু এ কথাই বলেছেন।

٣٥٠٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَمْزَةَ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَتِ الْاَنْصَارُ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ اَتْبَاعًا وَاِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَ اَتْبَاعَنَا مِنَّا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَتْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ قَالَ عَمْرٌو فَذَكَرْتُهُ لِابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ قَدْ زَعَمَ ذَاكَ زَيْدٌ قَالَ شُعْبَةُ اَظُنُّهُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ -

৩৫০৬. আমর ইবনে মুররাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হামযা নামক জনৈক আনসারীকে বলতে শুনেছি ঃ একদিন আনসাররা নবী (স)-কে বললেন, প্রতিটি জাতির একদল সহযোগী থাকে এবং আমরা আপনার সাথে সহযোগিতা করেছি। কাজেই

আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের সহযোগিদেরকে আমাদের দলভুক্ত করে দেন। নবী (স) তখন দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ ! তাদের সহযোগিদেরকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করুন। আমর বলেন ঃ আমি এ হাদীসটি ইবনে আবু লাইলার নিকট থেকে বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ যায়েদ হুবহু এ কথাই বলেছেন।

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ আনসার পরিবারের মর্যাদা।

٣٥٠٧- عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْرُ دُوْرِ الْاَنْصَارِ بَنُوْ النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُوْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ بَنُوْ الْحَارِثِ ابْنِ خَزْرَجٍ ثُمَّ بَنُوْ سَاعِدَةَ وَفِىْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدٌ اَرَى النَّبِىَّ ﷺ اِلاَّ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيْلَ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيْرٍ -

৩৫০৭. আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ আনসার পরিবারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো (১) বনী নাজ্জার, তারপর (২) বনী আবদুল আশহাল, তারপর (৩) বনী হারেস ইবনে খাযরাজ, তারপর (৪) বনী সাঈদা। বস্তুত আনসারদের প্রতিটি পরিবারেই কল্যাণ রয়েছে। সা'দ ইবনে উবাদা বললেন ঃ আমার মনে হচ্ছে নবী (স) অন্যদেরকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তদুত্তরে তাঁকে বলা হলো, তোমাদেরকেও তো তিনি অন্য অনেকের ওপরই প্রাধান্য দিয়েছেন।

٣٥٠٨- عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ خَيْرُ الْاَنْصَارِ اَوْ قَالَ خَيْرُ دُوْرِ الْاَنْصَارِ بَنُوْ النَّجَّارِ وَبَنُوْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ وَبَنُوْ الْحَارِثِ وَبَنُوْ سَاعِدَةَ -

৩৫০৮. আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আনসারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অথবা বলেছেন, আনসার পরিবারসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো ঃ (১) বনী নাজ্জার, (২) বনী আবদুল আশহাল, (৩) বনী হারেস (ইবনে খাযরাজ) ও (৪) বনী সাঈদা।

٣٥٠٩- عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ خَيْرَ دُوْرِ الْاَنْصَارِ دَارُ بَنِىْ النَّجَّارِ ثُمَّ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ دَارُ بَنِى الْحَارِثِ ثُمَّ بَنِىْ سَاعِدَةَ وَفِىْ كُلِّ دُوْرِ الاَنْصَارِ خَيْرٌ فَلَحِقْنَا (فَلَحِقَنَا) سَعْدَ ابْنَ عُبَادَةَ فَقَالَ اَبُوْ اُسَيْدٍ اَلَمْ تَرَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ خَيَّرَ الاَنْصَارَ فَجَعَلَنَا اَخِيْرًا فَاَدْرَكَ سَعْدٌ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خُيِّرَ دُوْرُ الاَنْصَارِ فَجُعِلْنَا اٰخِرًا فَقَالَ اَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا مِنَ الْخِيَارِ -

৩৫০৯. আবু হুমাইদ (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন ঃ আনসারদের ঘরানাগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল (১) বনী নাজ্জারের ঘরানা, তারপর (২) বনী

আবদুল আশহাল, তারপর (৩) বনী হারেসার, তারপর (৪) বনী সাঈদা। বস্তুত আনসারদের প্রতিটি ঘরানায় কল্যাণ রয়েছে। রাবী বলেন ঃ অতপর আমরা সা'দ ইবনে উবাদার সাথে মিলিত হলে আবু উসাইদ সা'দকে লক্ষ করে বললেন ঃ তুমি কি লক্ষ করনি যে, আল্লাহর নবী (স) আনসারদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আমাদেরকে সর্বশেষ স্থান দিয়েছেন ? একথা শুনে সা'দ নবী (স)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আনসার পরিবারদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে আমাদেরকে বুঝি সবার শেষে রাখা হলো। তখন তিনি [নবী (স)] বললেন ঃ তোমরা যে শ্রেষ্ঠ পরিবারগুলোর অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছ এই কি তোমাদের মর্যাদার জন্য যথেষ্ট নয় ?

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ আনসারদের লক্ষ করে নবী (স) বলেন ঃ তোমরা হাউযে কাউসার-এর নিকট আমার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করো। এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে যাইদ নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣٥١٠- عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الاَنْصَارِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ تَسْتَعْمِلُنِيْ كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاَنًا قَالَ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِيْ اُثْرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِيْ عَلَى الْحَوْضِ -

৩৫১০. উসাইদ ইবনে হুযাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন আনসার রসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আপনি অমুককে যেভাবে সরকারী কাজে নিযুক্ত করেছেন অনুরূপভাবে আমাকেও কোন সরকারী কাজে নিযুক্ত করুন না কেন ! তিনি বললেন ঃ আমার পরে খুব শীগগিরই তোমরা পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাবে। কাজেই তোমরা হাউজে কাউসার-এর নিকট আমার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত) ধৈর্যধারণ করো।

٣٥١١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلاَنْصَارِ اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِيْ اُثْرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِيْ وَمَوْعِدُكُمُ الْحَوْضُ -

৩৫১১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী (স) আনসারদেরকে বললেন ঃ আমার পরে খুব শীগগিরই তোমরা অন্যায় পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার সাথে সাক্ষাত করা পর্যন্ত সবর করতে থাক। আর তোমাদের সাথে সাক্ষাতস্থল হলো হাউযে কাউসার।

٣٥١٢- عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِيْنَ خَرَجَ مَعَهُ اِلَى الْوَلِيْدِ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الاَنْصَارَ اِلٰى اَنْ يُقْطِعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوْا لاَ اِلاَّ اَنْ تُقْطِعَ لِاِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِثْلَهَا قَالَ اِمَّا لاَ فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِيْ فَاِنَّهُ سَيُصِيْبُكُمْ بَعْدِيْ اُثْرَةً -

৩৫১২. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর সাথে ওয়ালিদের কাছে যাবার সময় তাঁকে বলতে শুনেছেন ঃ নবী (স) একদা আনসারদেরকে বাহরাইনের জায়গীর তাদের নামে লিখে দেয়ার জন্য ডেকে পাঠান। তখন তারা বললেন ঃ না আমরা নেব না। হাঁ, যদি আমাদের মুহাজির ভাইদেরকেও অনুরূপ জায়গীর প্রদান করা হয় তবে নিতে পারি। নবী (স) বললেন ঃ যদি তোমরা না নিতে চাও তবে আমার সাথে মুলাকাত করা পর্যন্ত (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত) ধৈর্যধারণ করতে থাক। কেননা আমার পরে খুব শীগগীরই তোমাদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হবে।[৬০]

৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর দোয়া (হে আল্লাহ !) তুমি আনসার ও মুহাজিরদের মঙ্গল কর।

٣٥١٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ فَاَصْلِحِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَقَالَ فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ -

৩৫১৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। অতএব (হে আল্লাহ !) তুমি আনসার ও মুহাজিরদের মঙ্গল কর। কাতাদা আনাস (রা)-এর বরাত দিয়ে নবী (স) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, তিনি বলেছেন ঃ (হে আল্লাহ !) আনসারদেরকে তুমি ক্ষমা কর।

٣٥١٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُوْلُ :

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدَا * عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِيْنَا اَبَدَا

فَاَجَابَهُمْ اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الْاٰخِرَةَ * فَاَكْرِمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ -

৩৫১৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন পরিখা খনন করার সময় আনসাররা বলতেন ঃ "আমরা হলাম সেসব লোক যারা মুহাম্মদ (স)-এর সাথে এ মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি যে, যতোদিন বেঁচে থাকব ততদিন জিহাদ করে যাব।" তখন নবী (স) তাদের জবাবে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ ! পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন, অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদের মর্যাদা বৃদ্ধি কর।"

٣٥١٥- عَنْ سَهْلٍ قَالَ جَاءَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَنَنْقُلُ التُّرَابَ

৬০. বস্তুত নবী (স)-এর ইন্তিকালের পর বিশেষ করে উসমান (রা)-এর খেলাফতকালেই এ অবস্থার সূচনা হয় এবং পরবর্তী উমাইয়াদের শাসনামলেও এ অবস্থা চলতে থাকে। বর্ণিত আছে যে, একবার এক আনসারী মুআবিয়া (রা)-এর নিকট কোন অভিযোগ নিয়ে এলে তিনি তাঁর প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তখন উক্ত আনসারী বললেন ঃ নবী (স) ঠিকই বলেছিলেন انكم ستـرون بعدى اثرة অর্থাৎ "আমার পরে তোমরা অন্যায় পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাবে এবং তোমাদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হবে।" তখন মুআবিয়া (রা) বললেন, এমতাবস্থায় তিনি তোমাদেরকে কি করতে বলেছেন ? আনসারী জবাব দিলেন ঃ সবর করতে বলেছেন। মুআবিয়া (রা) বললেন ঃ সুতরাং তা-ই কর। তোমরা সবর করতে থাক।

عَلَى اَكْتَادِنَا (اَكْبَادِنَا) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ الاَّ عَيْشَ الْاٰخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ ـ

৩৫১৫. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (খন্দকের যুদ্ধের সময় যখন) আমরা পরিখা খনন করছিলাম এবং নিজেদের কাঁধে করে মাটি বহন করছিলাম তখন রসূলুল্লাহ (স) আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন ঃ "হে আল্লাহ ! পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন, অতএব মুহাজির ও আনসারদেরকে তুমি ক্ষমা কর।"

৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ قوله تعالى : وَيُوثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

"(আল্লাহ বলেন ঃ) তারা (আনসাররা) নিজেদের ওপর (মুহাজিরদের প্রয়োজনকে) অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে যদিও তারা নিজেরাই অভাবগ্রস্ত।"–(আল হাশর ঃ ৯)

٣٥١٦ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَبَعَثَ اِلٰى نِسَائِهِ فَقُلْنَ مَا مَعَنَا اِلاَّ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَضُمُّ اَوْ يُضَيِّفُ هٰذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَنَا فَانْطَلَقَ بِهِ اِلٰى اِمْرَأَتِهِ فَقَالَ اَكْرِمِىْ ضَيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا اِلاَّ قُوْتُ صِبْيَانِىْ فَقَالَ هَيِّئِىْ طَعَامَكِ وَاَصْبِحِىْ سِرَاجَكِ وَنَوِّمِىْ صِبْيَانَكِ اِذَا اَرَادُوْا عَشَاءً فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا وَاَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا ثُمَّ قَامَتْ كَاَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَاَطْفَاَتْهُ فَجَعَلاَ يُرِيَانِهِ اَنَّهُمَا يَاْكُلاَنِ فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ضَحِكَ اللّٰهُ اللَّيْلَةَ اَوْ عَجِبَ مِنْ فَعَالِكُمَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

৩৫১৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর নিকট একজন লোক আসল। লোকটার জন্য কিছু খাবার আনতে তিনি নিজ স্ত্রীদের নিকট লোক পাঠালেন। তাঁরা বললেন, আমাদের কাছে পানি ছাড়া কিছুই নেই। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, কে এ লোকটাকে সাথে নেবে ? অথবা কে এর মেহমানদারী করবে ? আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, আমি। কাজেই সে লোকটাকে সাথে নিয়ে বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে বলল, রসূলুল্লাহ (স)-এর মেহমানটির সম্মান কর (অর্থাৎ তার আহারের ব্যবস্থা কর)। স্ত্রী বলল, বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আমাদের ঘরে আর কিছুই নেই। আনসারী বলল, তুমি খাবার প্রস্তুত কর এবং বাতি জ্বাল। বাচ্চারা রাতের খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পড়িয়ে রেখ। খাবার তৈরী করল, বাতি জ্বালাল এবং বাচ্চাদেরকে ঘুম পড়িয়ে রাখল। তারপর সে দাঁড়িয়ে বাতিটা ঠিক করার ভান করে তা নিবিয়ে দিল। অতপর তাঁরা উভয়ে আনসারী ও তাঁর স্ত্রী মেহমানকে বুঝাতে লাগল যে, তারাও খাচ্ছে। এভাবে তাঁরা দু'জনেই ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত কাটাল। যখন ভোর হল তখন ঐ আনসারী রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গেলে

তিনি বললেন, আজ রাতে তোমাদের দু'জনের ক্রিয়াকলাপ দেখে আল্লাহ হেসেছেন অথবা পছন্দ করেছেন (রাবীর সন্দেহ)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন, "তারা নিজেদের ওপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও দারিদ্র তাদের সাথে লেগেই থাকে। আর মূলত যারা স্বীয় প্রবৃত্তির লোভ লালসা থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম।"

৭০-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) বলেন, তোমরা আনসারদের সৎ ও উত্তম ব্যক্তিদের গ্রহণ কর এবং তাদের মন্দ ব্যক্তিদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখ।

٣٥١٧- عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَرَّ اَبُو بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْاَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُوْنَ فَقَالَ مَا يُبْكِيكُمْ قَالُوا ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَّا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ عَصَبَ عَلٰى رَاْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ قَالَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَصْعَدْهُ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اُوْصِيكُمْ بِالْاَنْصَارِ فَاِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي وَقَدْ قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ -

৩৫১৭. হিশাম ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, ["নবী (স) যখন অন্তিম পীড়ায় আক্রান্ত তখন] আবু বকর (রা) ও আব্বাস (রা) একদিন আনসারদের কোন এক মজলিসের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন ঐ মজলিসের লোকেরা কাঁদছে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কাঁদছেন কেন ? তাঁরা বললেন, আমাদের সাথে নবী (স)-এর ওঠা-বসা ও মজলিসের কথা আমরা আলোচনা করছিলাম। অতপর আবু বকর (রা) অথবা আব্বাস (রা) নবী (স)-এর নিকট যান এবং এ ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করেন। রাবী বলেন, তখন নবী (স) একখানা চাদরের এক প্রান্ত মাথায় বাঁধা অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং মিম্বরে আরোহণ করলেন। ঐদিনের পর তিনি আর মিম্বরে আরোহণ করেননি। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। তারপর বললেন, আনসারদের প্রতি লক্ষ রাখার জন্য আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করছি। কেননা তারা আমার শক্তির উৎস এবং আমার আমানতের ভান্ডার। তাদের দায়িত্ব তারা যথাযথ সম্পাদন করেছে, কিন্তু তাদের প্রাপ্য তা বাকী রয়েছে। অতএব তাদের উত্তম ব্যক্তিদের তোমরা কবুল করো এবং তাদের মন্দ ব্যক্তিদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখো।

٣٥١٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُتَعَطِّفًا بِهَا عَلٰى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ حَتّٰى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ اَيُّهَا النَّاسُ فَاِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُوْنَ وَتَقِلُّ الْاَنْصَارُ حَتّٰى

يَكُونُوا كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ فَمَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ أَمْرًا يَضُرُّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعُهُ فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ ـ

৩৫১৮. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) (তাঁর অন্তিম পীড়া কালে) একদিন একখানা চাদর গায়ে জড়িয়ে চাদরের প্রান্তদ্বয় দুই ঘাড়ে পেঁচিয়ে এবং মাথায় একটা পাগড়ী বেঁধে বেরিয়ে এলেন এবং মিম্বরের ওপর গিয়ে বসলেন। তারপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন ঃ অতপর হে লোকেরা ! লোকদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকবে আর আনসারদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকবে। অবশেষে তারা খাদ্যের মধ্যকার লবণ তুল্য হয়ে দাঁড়াবে। অতএব তোমাদের কেউ যদি কোন ক্ষমতার অধিকারী হয় যার ফলে সে কোন লোকের ক্ষতিও করতে পারে কিংবা উপকারও করতে পারে তবে তার উচিত, যেন সে আনসারদের সৎ ব্যক্তিদের গ্রহণ করে এবং তাদের মন্দ ব্যক্তিদের ক্ষমা করে।

٣٥١٩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ الْأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي وَالنَّاسُ سَيَكْثُرُونَ وَيَقِلُّونَ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ ـ

৩৫১৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন, আনসাররা আমার শক্তির উৎস ও আমার আমানতের ভান্ডার। লোকদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু তাদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। সুতরাং তোমরা তাদের পুণ্যবানদের গ্রহণ কর এবং তাদের অন্যায়কারীদের ক্ষমা কর।

৭১ অনুচ্ছেদ ঃ সা'দ ইবনে মু'আয (রা)-এর মর্যাদা।

٣٥٢٠- عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ حُلَّةُ حَرِيرٍ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَمَسُّونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هٰذِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ أَلْيَنُ رَوَاهُ قَتَادَةُ وَالزُّهْرِيُّ سَمِعَا أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ـ

৩৫২০. আবু ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারাআকে বলতে শুনেছি, একদা নবী (স)-এর জন্য হাদীয়া স্বরূপ একটা রেশমী জুব্বা আসল। তখন সাহাবারা জুব্বাটি স্পর্শ করে তার কোমলতা দেখে বিস্মিত হলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমরা এর কোমলতা দেখে বিস্ময়বোধ করছ ? অথচ সা'দ ইবনে মুআযের রুমাল (জান্নাতে)-এর চেয়ে অধিক উত্তম হবে। অথবা (তিনি বলেছেন,) এর চেয়ে অধিক নরম ও তুলতুলে হবে।

এ হাদীসটি কাতাদা ও যুহরী আনাসের বরাত দিয়ে নবী (স) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

٣٥٢١- عَنْ جَابِرٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَعَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ

فَاِنَّ الْبَـرَاءَ يَقُوْلُ اِهْتَزَّ السَّرِيْرُ فَقَالَ اِنَّهُ كَانَ بَيْنَ هٰذَيْنِ الْحَيَّيْنِ ضَغَائِنُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ -

৩৫২১. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, সা'দ ইবনে মুআযের মৃত্যুতে আরশ নড়ে উঠেছিল। তখন এক ব্যক্তি জাবেরকে বলল, বারাআ ইবনে আযেব তো বলেন, (আল্লাহর আরশ নয় বরং জানাযার) খাট নড়ে উঠেছিল। তদুত্তরে তিনি জাবের বললেন, এ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে [অর্থাৎ সা'দ ও বারাআ (রা)-এর গোত্রের মধ্যে] কিছুটা বিদ্বেষ ভাব ছিল। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, সা'দ ইবনে মুআযের মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ নড়ে উঠেছিল।

٣٥٢٢- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ اُنَاسًا نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَاَرْسَلَ اِلَيْـــهِ فَجَاءَ عَلٰى حِمَارٍ فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيْبًا مِنَ الْمَسْجِـــدِ قَالَ النَّبِيُّ قُوْمُوْا اِلٰى خَيْرِكُمْ اَوْ سَيِّدِكُمْ فَقَالَ يَا سَعْدُ اِنَّ هٰؤُلَاءِ نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِكَ قَالَ فَاِنِّي اَحْكُمُ فِيْهِمْ اَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبٰى ذَرَارِيُّهُـــمْ قَالَ حَكَمْتَ بِحُكْـــمِ اللّٰهِ اَوْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ -

৩৫২২. আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। কিছু লোক (অর্থাৎ বনী কুরাইযা গোত্রের ইহুদীরা) সা'দ ইবনে মুআযের সালিসী মেনে নিয়ে (কিল্লা থেকে) অবতরণ করল। তখন রসূলুল্লাহ (স) সা'দকে ডেকে পাঠালেন। তিনি একটা গাধার পিঠে চড়ে আসলেন। যখন মসজিদের নিকটে এসে পৌঁছলেন, নবী (স) বললেন, তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অথবা (বলেছেন) তোমাদের নেতার সম্মানার্থে দাঁড়াও। তারপর তিনি বললেন, হে সা'দ ! এরা তোমার ফয়সালাকে মেনে নেবে বলে (কিল্লা থেকে) অবতরণ করেছে।[৬১] তিনি সা'দ বললেন, তাদের ব্যাপারে আমি এ ফয়সালা ঘোষণা করছি যে, যারা তাদের মধ্যে যুদ্ধ করার যোগ্য তাদেরকে হত্যা করা হোক এবং তাদের নারী ও শিশুদের বন্দী করা হোক। (সা'দের রায় শুনে) নবী (স) বললেন, আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী তুমি ফয়সালা করেছ।

৭২-অনুচ্ছেদ ঃ উসাইদ ইবনে হুযাইর ও আব্বাদ ইবনে বিশর (রা)-এর মর্যাদা।

٣٥٢٣- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَـةٍ وَاِذَا نُوْرٌ بَيْنَ اَيْدِيْهِمَا حَتّٰى تَفَرَّقَ فَتَفَرَّقَ النُّوْرُ مَعَهُمَا وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اُسَيْدَ بْنَ حُضَيْـرٍ وَرَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ وَقَالَ حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ كَانَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ -

---

৬১. এ ঘটনাটি সংঘটিত হয় পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে। যখন বনী কুরাইযা গোত্রের ইহুদীরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আহযাব যুদ্ধে অংশ নেয় তখন তিনি তাদেরকে পঁচিশ দিন পর্যন্ত কিল্লার মধ্যে অবরোধ করে রাখেন। অবশেষে তারা সা'দ ইবনে মুআযের ফয়সালা মেনে নেবে বলে আবেদন করলে নবী (স) অবরোধ তুলে নেন এবং তারা কিল্লা থেকে বেরিয়ে আসে।

৩৫২৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা দু'জন লোক অন্ধকার রাতে নবী (স)-এর কাছ থেকে বের হলেন। তখন তাদের সামনে দিয়ে একটি আলো চলতে লাগল। যখন তারা দু'জন বিচ্ছিন্ন হলেন তখন আলোটাও বিচ্ছিন্ন হয়ে উভয়ের সাথে চলতে লাগল।

মা'মার সাবিত ও আনাসের বরাত দিয়ে বলেন, তারা (দু'জন) ছিলেন উসাইদ ইবনে হুযাইর ও (অপর) একজন আনসার।

হাম্মাদ সাবেত ও আনাসের বরাত দিয়ে বলেছেন, তখন উসাইদ ইবনে হুযাইর ও আব্বাদ ইবনে বিশর নবী (স)-এর নিকট ছিলেন। (সুতরাং এটা তাদের দু'জনেরই ঘটনা)।

৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-এর মর্যাদা।

٣٥٢٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِسْتَقْرِؤُا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ مِنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَالِمٍ مَوْلٰى اَبِىْ حُذَيْفَةَ وَاُبَىٍّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -

৩৫২৪. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, চার ব্যক্তির নিকট থেকে কুরআনের পাঠ গ্রহণ কর ঃ (১) ইবনে মাসউদ (২) আবু হুযাইফার মুক্ত গোলাম সালেম, (৩) উবাই (ইবনে কা'ব) ও (৪) মু'আয ইবনে জাবাল।

৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ সা'দ ইবনে উবাদা (রা)-এর মর্যাদা। আয়েশা (রা) বলেন, এর পূর্বে[৬২] তিনি একজন পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন।

٣٥٢٥- عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ دُوْرِ الْاَنْصَارِ بَنُوْ النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُوْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ بَنُوْ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنُوْ سَاعِدَةَ وَفِىْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَكَانَ ذَاقِدَمٍ فِى الْاِسْلَامِ اَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيْلَ لَهُ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلٰى نَاسٍ كَثِيْرٍ -

৩৫২৫. আবু উসাইদ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আনসার পরিবারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঃ (১) বনী নাজ্জার, তারপর (২) বনী আবদুল আশহাল, তারপর (৩) বনী হারেস ইবনে খাযরাজ, তারপর (৪) বনী সায়েদা। বস্তুত আনসারদের প্রতিটি পরিবারেই কল্যাণ রয়েছে। তখন সা'দ ইবনে উবাদা বললেন,—আর তিনি ছিলেন একজন প্রথম যুগের ও পয়লা কাতারের মুসলিম—আমার ধারণা, রসূলুল্লাহ (স) (অন্যদেরকে) আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তদুত্তরে তাঁকে বলা হল, তোমাদেরকেও তো তিনি অনেক লোকের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ উবাই ইবনে কা'ব (রা)-এর মর্যাদা।

---

৬২. অর্থাৎ তাঁকে জড়িত করে হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের ঘটনার পূর্বে।

٣٥٢٦- عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ ذُكِرَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لاَ اَزَالُ اُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ خُذُوا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَبَدَأَ بِهِ وَسَالِمٍ مَوْلٰى اَبِيْ حُذَيْفَةَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ -

৩৫২৬. মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর নিকট আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) এমন একজন লোক যাঁকে আমি আজীবন ভালবেসে যাব। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, চার ব্যক্তির কাছ থেকে তোমরা কুরআনের পাঠ গ্রহণ কর ঃ (১) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এ নাম ধরেই তিনি আরম্ভ করেন, (২) আবু হুযাইফার মুক্ত গোলাম সালেম, (৩) মু'আয ইবনে জাবাল ও (৪) উবাই ইবনে কা'ব।

٣٥٢٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِاُبَيٍّ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِيْ اَنْ اَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَالَ وَسَمَّانِيْ قَالَ نَعَمْ فَبَكٰى -

৩৫২৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) উবাইকে বললেন, আল্লাহ আমাকে এ মর্মে আদেশ করেছেন যে, আমি যেন তোমাকে এ সূরাটি পাঠ করে শুনাই। উবাই বললেন, আল্লাহ কি আমার নাম ধরে বলেছেন ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, তখন উবাই কেঁদে ফেললেন।

৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর মর্যাদা।

٣٥٢٨- عَنْ اَنَسٍ جَمَعَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ اَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْاَنْصَارِ اُبَيٌّ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَاَبُوْ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قُلْتُ لِاَنَسٍ مَنْ اَبُوْ زَيْدٍ قَالَ اَحَدُ عُمُوْمَتِيْ -

৩৫২৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর যমানায় যে চারজন লোক কুরআন সংগ্রহ (ও সংকলন) করেছিলেন তাদের সবাই ছিলেন আনসারদের অন্তর্ভুক্ত। (ঐ চারজন ছিলেন) উবাই ইবনে কা'ব, মুয়ায ইবনে জাবাল, আবু যায়েদ ও যায়েদ ইবনে সাবেত। (অধস্তন রাবী কাতাদা বলেন,) আমি আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, আবু যায়েদ কে ? তিনি বললেন, আমার চাচা সম্পর্কের এক ব্যক্তি।

৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ আবু তালহা (রা)-এর মর্যাদা।

٣٥٢٩- عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ اِنْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبُوْ طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ مُجَوِّبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِجَحَفَةٍ لَهُ وَكَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ رَجُلًا

رَامِيًا شَدِيْدَ الْقَدِّ يَكْسِرُ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُوْلُ اَنْشُرْهَا (اَنْثُرْهَا) لاَبِىْ طَلْحَةَ فَاَشْرَفَ النَّبِىُّ ﷺ يَنْظُرُ اِلَى الْقَوْمِ فَيَقُوْلُ اَبُوْ طَلْحَةَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ بِاَبِى اَنْتَ وَاُمِّىْ لاَ تُشْرِفْ يُصِيْبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِى دُوْنَ نَحْرِكَ وَلَقَدْ رَاَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ اَبِى بَكْرٍ وَاُمَّ سُلَيْمٍ وَاِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ اَرَى خَدَمَ سُوْقِهِمَا تُنْقِزَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُوْنِهِمَا تُفْرِغَانِهِ فِىْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلاَنِهَا ثُمَّ تَجِيْاَنِ فَتُفْرِغَانِهِ فِىْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَىْ اَبِىْ طَلْحَةَ اِمَّا مَرَّتَيْنِ وَاِمَّا ثَلاَثًا ـ

৩৫২৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন ওহোদ যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন (এক পর্যায়ে) লোকেরা ছিন্নভিন্ন হয়ে নবী (স)-এর কাছ থেকে সরে পড়লে আবু তালহা নিজ ঢালটি নবী (স)-এর সামনে ধরে তাঁকে (শত্রুর তীর থেকে) আড়াল করে রাখেন। আর আবু তালহা ছিলেন সুদক্ষ তীরন্দাজ এবং তিনি নিপুণ হাতে সুদীর্ঘ টান দিয়ে তীর নিক্ষেপ করতেন। ঐদিন তিনি দু'তিনটি ধনুক ভেঙ্গে ফেলেন। আবু তালহার নিকট দিয়ে যখনই কোন ব্যক্তি তীরভর্তি শরাধার নিয়ে যেত, নবী (স) তাকে বলতেন ঃ আবু তালহাকে ঐ তীরগুলো দিয়ে যাও এক পর্যায়ে নবী (স) (ঢালের আড়াল থেকে) মুখ বের করে শত্রুদের দিকে তাকালে আবু তালহা বলে ওঠেন, হে আল্লাহর নবী ! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক ! আপনি মুখ বাড়িয়ে দেখবেন না। কারণ এতে শত্রুদের কোন একটা তীর এসে আপনাকে বিদ্ধ করতে পারে। আমার বুক আপনার বুকের সামনে থাকুক

(বর্ণনাকারী আনাস বলেন ঃ ঐ যুদ্ধে) আমি আবু বকর (রা) তনয়া আয়েশাকে ও (আমার মা) উম্মে সুলাইমকে দেখি যে, তাঁরা দু'জন (তাঁদের পায়ের) কাপড় এতটা ওপরে তুলে গুটিয়ে নেন যে, তাদের পায়ে পরিহিত অলঙ্কার আমি দেখতে পেলাম। তাঁরা পানির মশক নিজেদের পিঠে বয়ে এনে (আহত) লোকদের মুখে ঢেলে দেন। তারপর তাঁরা আবার ফিরে যান এবং মশক ভর্তি করে পুনরায় এসে (আহত) লোকদের মুখে পানি ঢালতে থাকেন। ঐ যুদ্ধে আবু তালহার হাত থেকে তরবারী দু'তিনবার খসে পড়েছিল।

৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-এর মর্যাদা।

٣٥٣٠ - عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَحَدٍ يَمْشِى عَلَى الْاَرْضِ اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِلاَّ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ وَفِيْهِ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مِثْلِهٖ ـ

৩৫৩০. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ছাড়া ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল (অর্থাৎ জীবিত) কোন লোকের উদ্দেশ্যে আমি নবী (স)-কে এ কথা বলতে শুনিনি ঃ নিশ্চয়ই সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। রাবী বলেন ঃ তাঁরই

সম্পর্কে (সূরা আল আহকাফের) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي اِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে আগত—এ বিষয়ে বনী ইসরাইলদের মধ্য থেকেও একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছে।

٣٥٢١- عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِيْ مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ اَثَرُ الْخُشُوْعِ فَقَالُوْا هٰذَا رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيْهِمَا ثُمَّ خَرَجَ وَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ اِنَّكَ حِيْنَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قَالُوْا هٰذَا رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ وَاللّٰهِ مَا يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ اَنْ يَقُوْلَ مَالاَ يَعْلَمُ وَسَاُحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ رَاَيْتُ رُؤْيَا عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ كَاَنِّىْ فِىْ رَوْضَةٍ ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُضْرَتِهَا وَسَطَهَا عَمُوْدٌ مِنْ حَدِيْدٍ اَسْفَلُهُ فِى الْاَرْضِ وَاَعْلاَهُ فِى السَّمَاءِ فِىْ اَعْلاَهُ عُرْوَةٌ فَقِيْلَ لَهُ اَرْقَهْ قُلْتُ لاَ اَسْتَطِيْعُ فَاَتَانِىْ مِنْصَفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِىْ مِنْ خَلْفِىْ فَرَقِيْتُ حَتّٰى كُنْتُ فِىْ اَعْلاَهَا فَاَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقِيْلَ لَهُ اسْتَمْسِكْ فَاسْتَيْقَظْتُ وَاِنَّهَا لَفِىْ يَدِىْ فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْاِسْلاَمُ وَذٰلِكَ الْعَمُوْدُ عَمُوْدُ الْاِسْلاَمِ وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقٰى فَاَنْتَ عَلَى الْاِسْلاَمِ حَتّٰى تَمُوْتَ وَذَاكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ -

৩৫৩১. কাইস ইবনে উবাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মদীনার মসজিদে বসেছিলাম। এমন সময় একটা লোক প্রবেশ করলেন—যার মুখমন্ডলে ছিল বিনয়ের ছাপ। লোকেরা বলে উঠল ঃ এ লোকটা জান্নাতবাসীদের একজন। তিনি সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকাত নামায পড়লেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন। (বর্ণনাকারী কাইস বলেন ঃ) আমি তাঁর পিছু পিছু চললাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করেছিলেন তখন লোকেরা বলেছিল ঃ ইনি জান্নাতবাসীদের একজন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম ! কোন লোকের পক্ষে এমন কথা বলা উচিত নয়, যে সম্পর্কে সে অবগত নয়। আসল ব্যাপারটা আমি তোমাকে খুলে বলছি ঃ নবী (স)-এর যমানায় আমি একটা স্বপ্ন দেখি এবং তা তাঁর নিকট বর্ণনা করি। আমি স্বপ্নে দেখি, আমি যেন একটা বাগানের মধ্যে অবস্থান করছি এ বলে তিনি ঐ বাগানের বিশালতা ও তার সবুজ শ্যামল শোভার কথা উল্লেখ করেন। তারপর বলেন ঃ বাগানের মধ্যভাগে ছিল লোহার একটা স্তম্ভ। স্তম্ভটার নিম্নভাগ অংশ মাটির মধ্যে ও তার ওপরের অংশ আকাশের মধ্যে। তার উত্তরের প্রান্তে একটা রজ্জু। আমাকে বলা হলো ঃ এ স্তম্ভে আরোহণ কর। আমি বললাম ঃ আমি তো পারছি না। এমন সময় একজন খাদেম আমার নিকট এসে পেছন দিক থেকে আমার কাপড় উঁচু করে ধরল। তখন আমি আরোহণ করতে লাগলাম। অবশেষে স্তম্ভটার ওপরের প্রান্তে পৌঁছে আমি রজ্জুটা ধরে ফেললাম। তখন আমাকে বলা হলো ঃ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে

ধর। তারপর ঐ রজ্জুটা আমার হাতে ধরা অবস্থায় আমি জেগে উঠি। অতপর আমি নবী (স)-এর নিকট এ স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন ঃ ঐ বাগানটা হলো ইসলাম এবং ঐ স্তম্ভটা হলো ইসলামের স্তম্ভ। আর ঐ রজ্জুটা হলো তথা ইসলামের সদৃঢ় রজ্জু। কাজেই তুমি মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের ওপর সুদৃঢ় থাকবে। (রাবী বলেন) এ লোকটা ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম।

٣٥٣٢- عَنْ اَبِى بُرْدَةَ قَالَ اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ فَقَالَ اَلاَتَجِيْءُ فَاُطْعِمَكَ سَوِيْقًا وَتَمْرًا وَتَدْخُلَ فِىْ بَيْتٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّكَ بِاَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ اِذَا كَانَ لَكَ عَلٰى رَجُلٍ حَقٌّ فَاَهْدَى اِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ اَوْ حِمْلَ شَعِيْرٍ اَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلاَ تَأْخُذْهُ فَاِنَّهُ رِبًا وَلَمْ يَذْكُرِ النَّضْرُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ اَلْبَيْتَ ـ

৩৫৩২. আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আমি মদীনায় এলে আবদুল্লাহ ইবনে সালামের সাথে আমার সাক্ষাত ঘটে। তিনি বললেন ঃ তুমি আস না কেন, তাহলে আমি তোমাকে আটা ও খেজুর খেতে দিতাম এবং তুমি একটা সম্মানিত ঘরে প্রবেশ করতে পারতে।[৬৩] তারপর বললেন ঃ তুমি এমন একটা জায়গায় (ইরাক) বসবাস করছ যেখানে সুদপ্রথা ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে। সুতরাং কোন লোকের নিকট যদি তোমার কোন প্রাপ্য থাকে আর সে তোমাকে যদি ঘাস, যব কিংবা তৃণের আঁটিও উপঢৌকন হিসেবে পেশ করে তবে তুমি তা গ্রহণ করো না। কেননা এটাও সুদের নামান্তর। নযর, আবু দাউদ ও ওহাব শোবার বরাত দিয়ে যে রেওয়ায়েত করেছেন তাতে তারা البيت। শব্দটির উল্লেখ করেননি।

৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ খাদীজা (রা)-এর সাথে নবী (স)-এর বিয়ে এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে।

٣٥٣٣- عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ ـ

৩৫৩৩. আলী (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন ঃ মারয়াম ছিলেন (পূর্ববর্তী) নারী সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর খাদীজা (বর্তমান উম্মতের মধ্যে) নারী সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

٣٥٣٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى اِمْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلٰى خَدِيْجَةَ هَلَكَتْ قَبْلَ اَنْ يَتَزَوَّجَنِىْ لِمَا كُنْتُ اَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا وَاَمَرَهُ اللّٰهُ اَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ وَاِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِىْ فِىْ خَلاَئِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ ـ

৩৫৩৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খাদীজার প্রতি আমার যতোটা ঈর্ষা হতো ততোটা ঈর্ষা নবী (স)-এর অন্য কোন স্ত্রীর প্রতি হতো না। নবী (স) আমাকে বিয়ে করার পূর্বেই তিনি ওফাত লাভ করেছিলেন। এ ঈর্ষার কারণ হলো ঃ আমি নবী (স)-কে

৬৩. আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তাঁর ঘরকেই সম্মানিত ঘর বলেছেন। কেননা তাঁর ঘরে নবী (স) প্রবেশ করেছিলেন।

প্রায়ই তাঁর কথা আলোচনা করতে শুনতাম। এবং আল্লাহ নবী (স)-কে আদেশ করেছিলেন, তিনি যেন তাঁকে একটা মণি মুক্তাখচিত প্রাসাদের সুসংবাদ দেন। আর নবী (স)-এর নিয়ম ছিল যখনই তিনি বকরী জবাই করতেন তখনই তা থেকে খাদীজার বান্ধবীদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ গোশত হাদীয়া স্বরূপ পাঠিয়ে দিতেন।

٣٥٣٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى اِمْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاهَا قَالَتْ وَتَزَوَّجَنِىْ بَعْدَهَا بِثَلَاثِ سِنِيْنَ وَاَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ اَوْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ ـ

৩৫৩৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খাদীজার প্রতি আমার যতোটা ঈর্ষা হতো, রসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক অধিকাংশ সময় তার কথা স্মরণ করার কারণে ততোটা ঈর্ষা তাঁর অপর কোন স্ত্রীর প্রতি আমি পোষণ করতাম না। আয়েশা (রা) বলেন ঃ অথচ তাঁর ইন্তিকালের তিন বছর পর তিনি আমাকে বিয়ে করেন। আয়েশা (রা) বলেন ঃ নবী (স)-কে তাঁর রব অথবা জিবরাইল এ আদেশ করেছিলেন যে, তিনি যেন খাদীজাকে জান্নাতের মধ্যে একটা মণিমুক্তাখচিত বালাখানার সসংবাদ দেন।

٣٥٣٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى اَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِىِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا وَلٰكِنْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا اَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِىْ صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ كَاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِى الدُّنْيَا اِمْرَأَةٌ اِلاَّ خَدِيْجَةُ فَيَقُوْلُ اِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِىْ مِنْهَا وَلَدٌ ـ

৩৫৩৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খাদীজার প্রতি আমার যতোটা ঈর্ষা হতো ততোটা ঈর্ষা নবী (স)-এর অপর কোন স্ত্রীর প্রতি আমি পোষণ করতাম না। অথচ তাঁকে আমি দেখিনি। কিন্তু নবী (স) অধিকাংশ সময় তার কথা আলোচনা করতেন এবং যখনই তিনি বকরী জবাই করতেন তখনই তার বিভিন্ন অঙ্গ কেটে তা যথেষ্ট পরিমাণে খাদীজার বান্ধবীদের জন্য হাদীয়াস্বরূপ পাঠাতেন। আমি নবী (স)-কে মাঝে মধ্যে রসিকতাচ্ছলে বলতাম ঃ "মনে হয় যেন দুনিয়াতে খাদীজা ছাড়া আর কোন স্ত্রীলোকই নেই।" তখন তিনি বলতেন ঃ হাঁ, সে এরূপই ছিল। আর তার থেকেই আমার সন্তান সন্ততি।

٣٥٣٧- عَنْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى بَشَّرَ النَّبِىُّ ﷺ خَدِيْجَةَ قَالَ نَعَمْ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ ـ

৩৫৩৭. ইসমাইল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আউফাকে বললাম, নবী (স) খাদীজাকে সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি বললেন ঃ হাঁ। এমন একটা মণিমুক্তখচিত প্রাসাদের সুসংবাদ দিয়েছিলেন যাতে না কোন হৈ হুল্লোড় হবে আর না থাকবে কোন ক্লান্তি।

٣٥٣٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتٰى جِبْرِيْلُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهِ خَدِيْجَةُ قَدْ اَتَتْ مَعَهَا اِنَاءٌ فِيْهِ اِدَامٌ اَوْ طَعَامٌ اَوْ شَرَابٌ فَاِذَا هِىَ اَتَتْكَ فَاقْرأْ عَلَيْهَا السَّـــلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّىْ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ -

৩৫৩৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জিবরাইল নবী (স)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! এই যে খাদীজা একটা পাত্র নিয়ে আসছেন তাতে তরকারী কিংবা (বলেন) খাবার অথবা কোন পানীয় দ্রব্য রয়েছে, (বলেন) যখন তিনি আপনার নিকট আসবেন তখন আপনি তাঁকে তাঁর রবের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম বলুন এবং তাঁকে জান্নাতের মধ্যে মণিমুক্তাখচিত এমন একটা প্রাসাদের সুসংবাদ দিন—যেখানে না কোন শোরগোল হবে এবং না কোন কষ্ট-ক্লান্তি থাকবে।

٣٥٣٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِسْتَاذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ اُخْتُ خَدِيْجَةَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَرَفَ اِسْتِئْذَانَ خَدِيْجَةَ فَارْتَاعَ لِذٰلِكَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ هَالَةَ قَالَتْ فَغِـرْتُ فَقُلْتُ مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوْزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ هَلَكَتْ فِى الدَّهْرِ قَدْ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ خَيْرًا مِنْهَا -

৩৫৩৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খাদীজার বোন হালা বিনতে খুয়াইলিদ (একদিন) রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য অনুমতি চাইলেন। (দু'বোনের গলার স্বর ও অনুমতি চাওয়ার ভঙ্গি একই রকম ছিল বলে) নবী (স) খাদীজার অনুমতি চাওয়ার কথা মনে করে হতচকিত হয়ে পড়েন। তারপর (প্রকৃতিস্থ হয়ে) তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ ! এতো দেখছি হালা ! আয়েশা (রা) বলেন ঃ এতে আমার ভারী ঈর্ষা হলো। আমি বললাম, কুরাইশদের বুড়ীদের মধ্য থেকে এমন এক বুড়ীর কথা আপনি আলোচনা করেন যার দাঁতের মাড়ির লাল বর্ণটাই শুধু বাকি রয়ে গিয়েছিল, যে শেষ হয়ে গেছেও কত কাল আগে। তার পরিবর্তে আল্লাহ তো আপনাকে তার চাইতেও উত্তম উত্তম স্ত্রী দান করেছেন।৬৪

৮০-অনুচ্ছেদ ঃ জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রা) সম্পর্কে বর্ণনা।

٣٥٤٠- عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَا حَجَبَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلاَ رَاٰنِىْ اِلاَّ ضَحِكَ وَعَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّـــةِ

৬৪. আয়েশার এ কথার জবাবে নবী (স) কি বলেছেন তার উল্লেখ বুখারীতে নেই। তবে হাদীস সংকলন আহমদ ও তাবরানী এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ এতে নবী (স) ক্রুদ্ধ হন। অবশেষে আমি বললাম ঃ যিনি আপনাকে সত্যের বাহকরূপে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, ভবিষ্যতে আমি তাঁর (খাদীজার) সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য ছাড়া অন্য কোনরূপ মন্তব্য করবো না।

بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ ذُوالْخَلَصَةِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ اَوِ الْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ اَنْتَ مُرِيْحِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ قَالَ فَنَفَرْتُ اِلَيْهِ فِيْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ اَحْمَسَ قَالَ فَكَسَرْنَا وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ فَأَتَيْنَاهُ فَأَخْبَرْنَاهُ فَدَعَا لَنَا وَلِاَحْمَسَ ـ

৩৫৪০. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন থেকে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন থেকে কোনদিন রসূলুল্লাহ (স) আমাকে (তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে) বাধা প্রদান করেননি। আর যখনই তিনি আমাকে দেখেছেন হেসে দিয়েছেন।

জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জাহেলী যুগে (খাস'আম গোত্রের) একটা (প্রতিমা পূজার) ঘর ছিল যাকে বলা হতো যুল খালাসা এবং ঐ ঘরটাকে ইয়ামেনের কা'বা অথবা সিরীয়দের কা'বা নামেও অভিহিত করা হতো। একদিন রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন ঃ তুমি কি আমাকে যুল খালাসার (অস্তিত্ব আমাকে যে কষ্ট দিচ্ছে তার হাত) থেকে আমাকে মুক্তি দেবে ? জারীর বলেন ঃ তখন আমি আহমাস গোত্রের দেড় শ' অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সেদিকে যাত্রা করলাম। তিনি বলেন ঃ আমরা ঐ ঘরটাকে ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেললাম এবং তার কাছে যাকেই পেলাম তাকেই হত্যা করলাম। তারপর ফিরে এসে নবী (স)-কে এ খবর দিলে তিনি আমাদের জন্য এবং আহমাস গোত্রের জন্য দোয়া করলেন।

৮১-অনুচ্ছেদ ঃ হুযাইফা ইবনে ইয়ামান আবাসী (রা) সম্পর্কে বর্ণনা।

٣٥٤١ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُوْنَ هَزِيْمَةً بَيِّنَةً فَصَاحَ اِبْلِيْسُ اَيْ عِبَادَ اللّٰهِ اُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ اُوْلَاهُمْ عَلٰى اُخْرَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ اُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَاِذَا هُوَ بِاَبِيْهِ فَنَادٰى اَيْ عِبَادَ اللّٰهِ اَبِيْ اَبِيْ فَقَالَتْ فَوَاللّٰهِ مَا احْتَجَزُوْا حَتّٰى قَتَلُوْهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكُمْ قَالَ اَبِيْ فَوَاللّٰهِ مَا زَالَتْ فِيْ حُذَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتّٰى لَقِيَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ ـ

৩৫৪১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ওহোদ যুদ্ধের দিন মুশরিকরা যখন সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হয়ে গেল তখন ইবলিস (মুসলমানদের হাতে মুসলমানদের রক্তক্ষয় করাবার জন্য) চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল ঃ হে আল্লাহর বান্দারা ! তোমাদের পেছনের দলকে (আক্রমণ কর এবং তাদেরকে হত্যা কর)। তখন অগ্রবর্তী দল পেছনের দিকে ফিরে তাদের পশ্চাৎবর্তী দলের ওপর (শত্রুদল মনে করে) আক্রমণ চালাল এবং পশ্চাৎবর্তীদেরকে হত্যা করতে লাগল। এমন সময় হুযাইফা (রা) (পশ্চাৎবর্তীদের দলের মধ্যে) তাঁর পিতাকে দেখতে পেয়ে জোর আওয়াজে বললেন ঃ হে আল্লাহর বান্দারা ! এ যে আমার পিতা ! আমার পিতা ! আয়েশা (রা) বলেন ঃ আল্লাহর কসম ! তারা নিরস্ত হলো না। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে হত্যা করেই ছাড়ল। হুযাইফা তখন বলল ঃ আল্লাহ

তোমাদেরকে ক্ষমা করুক ; (অধস্তন রাবী) হিশামের পিতা (উরওয়া) বলেন ঃ আল্লাহর কসম ! আল্লাহর সাথে সাক্ষাত (অর্থাৎ মৃত্যু) পর্যন্ত সবসময় হুযাইফা (পিতার এ নির্মম হত্যার জন্য) মনের মধ্যে ব্যথা অনুভব করতেন।

৮২-অনুচ্ছেদ ঃ উৎবা ইবনে রবী'আর কন্যা হিনদ (রা)-এর বর্ণনা।

٣٥٤٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كَانَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ مِنْ اَهْلِ خِبَاءٍ اَحَبَّ اِلَى اَنْ يَذِلُّوْا مِنْ اَهْلِ خِبَائِكَ ثُـمَّ مَا اَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَهْلُ خِبَاءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ اَنْ يَعِزُّوْا مِنْ اَهْلِ خِبَائِكَ قَالَتْ وَاَيْضًا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُـلٌ مِسِيْكٌ فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجَ اَنْ اُطْعِمَ مِنَ الَّذِىْ لَهُ عِيَالَنَا قَالَ لاَ اُرَاهُ اِلاَّ بِالْمَعْرُوْفِ -

৩৫৪২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একাদন উৎবা তনয়া হিনদ এসে রসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন ঃ হে রসূলুল্লাহ (স) ! এক সময়ে আমার (মনের) অবস্থা এমন ছিল যে, দুনিয়ার বুকে কোন পরিবারকে লাঞ্ছিত হতে দেখা আমার নিকট আপনার পরিবারকে লাঞ্ছিত হতে দেখা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় ছিল না। তারপর আজ আমার অবস্থা এরূপ হয়েছে যে, দুনিয়ার বুকে কোন পরিবারকে সম্মানিত হতে দেখা আমার নিকট আপনার পরিবারকে সম্মানিত হতে দেখা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় নয়। রাবী বলেন ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, তিনি (হিনদ) আরো বলেন, হে রসূলুল্লাহ (স) (আমার স্বামী) আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। যদি আমি তার সম্পদ থেকে (কিছু গোপন করে) আমার সন্তান সন্ততিদেরকে খেতে দেই তবে আমার কি কোন গুনাহ হবে ? নবী (স) বললেন ঃ আমি মনে করি, এটা প্রচলিত বিধি মুতাবিক হতে হবে।

৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা)-এর ঘটনা।

٣٥٤٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَقِىَ زَيْـدَ بْنَ عَمْـرِو ابْنِ نُفَيْلٍ بِاَسْفَلِ بَلْدَحَ قَبْلَ اَنْ يَنْزِلَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ الْوَحْىُ فَقُـدِّمَتْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ سُفْـرَةٌ فَاَبٰى اَنْ يَاْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ اِنِّى لَسْتُ اٰكُلُ مِمَّا تَذْبَحُوْنَ عَلٰى اَنْصَابِكُمْ وَلاَ اٰكُلُ اِلاَّ مَا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يَعِيْبُ عَلٰى قُرَيْشٍ ذَبَائِحَهُـمْ وَيَقُوْلُ الشَّـاةُ خَلَقَهَا اللّٰهُ وَاَنْزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ الْمَاءَ وَاَنْبَتَ لَهَا مِنَ الْاَرْضِ ثُمَّ تَذْبَحُـوْنَهَا عَلٰى غَيْرِ اسْمِ اللّٰهِ اِنْكَارًا لِذٰلِكَ وَاِعْظَامًا لَهُ قَالَ مُوْسٰى حَدَّثَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ تُحُدِّثَ بِهٖ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْـرِو بْنِ نُفَيْلٍ خَرَجَ اِلَى الشَّامِ يَسْاَلُ عَنِ الدِّيْنِ وَيَتْبَعُهُ فَلَقِىَ عَالِمًا مِنَ الْيَهُوْدِ فَسَاَلَـــهُ عَنْ

دِيْنِهِمْ فَقَالَ اِنِّى لَعَلِّى اَنْ اَدِيْنَ دِيْنَكُمْ فَأَخْبِرْنِىْ فَقَالَ لاَ تَكُوْنُ عَلَى دِيْنِنَا حَتَّى تَأْخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ قَالَ زَيْدٌ مَا اَفِرُّ الاَّ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَلاَ اَحْمِلُ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ شَيْئًا اَبَدًا وَاَنّٰى اَسْتَطِيْعُهُ فَهَل تَدُلُّنِى عَلٰى غَيْرِهٖ قَالَ مَا اَعْلَمُهُ الاَّ اَنْ يَكُوْنَ حَنِيْفًا قَالَ زَيْدٌ وَمَا الْحَنِيْفُ قَالَ دِيْنُ اِبْرَاهِيْمَ لَمْ يَكُنْ يَهُوْدِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًا وَلاَ يَعْبُدُ الاَّ اللّٰهَ فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِىَ عَالِمًا مِنَ النَّصَارٰى فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَقَالَ لَنْ تَكُوْنَ عَلٰى دِيْنِنَا حَتّٰى تَأْخُذَ بِنَصِيْبِكَ مِنْ لَعْنَةِ اللّٰهِ قَالَ مَا اَفِرُّ الاَّ مِنْ لَعْنَةِ اللّٰهِ وَلاَ اَحْمِلُ مِنْ لَعْنَةِ اللّٰهِ وَلاَ مِنْ غَضَبِهٖ شَيْئًا اَبَدًا وَاَنّٰى اَسْتَطِيْعُ فَهَلْ تَدُلُّنِىْ عَلٰى غَيْرِهٖ قَالَ مَا اَعْلَمُهُ الاَّ اَنْ يَكُوْنَ حَنِيْفًا قَالَ وَمَا الْحَنِيْفُ قَالَ دِيْنُ اِبْرَاهِيْمَ لَمْ يَكُنْ يَهُوْدِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلاَ يَعْبُدُ الاَّ اللّٰهُ فَلَمَّا رَاٰى زَيْدٌ قَوْلَهُمْ فِىْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَرَجَ فَلَمَّا بَرَزَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَشْهَدُ اَنِّىْ عَلٰى دِيْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ اِلَى هِشَامُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ قَالَتْ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَائِمًا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ اِلَى الْكَعْبَةِ يَقُوْلُ يَا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ وَاللّٰهِ مَا مِنْكُمْ عَلٰى دِيْنِ اِبْرَاهِيْمَ غَيْرِى وَكَانَ يُحْيِى الْمَوْؤُدَةَ يَقُوْلُ لِلرَّجُلِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَقْتُلَ اِبْنَتَهُ لاَ تَقْتُلْهَا اَنَا اَكْفِيْكَهَا مُؤْنَتَهَا فَيَأْخُذُهَا فَاِذَا تَرَعْرَعَتْ قَالَ لاَبِيْهَا اِنْ شِئْتَ دَفَعْتُهَا اِلَيْكَ وَاِنْ شِئْتَ كَفَيْتُكَ مُؤْنَتَهَا ـ

৩৫৪৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর প্রতি অহী অবতীর্ণ হবার পূর্বে বালদাহ নামক স্থানের নিম্নভাগে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলের সাথে নবী (স)-এর সাক্ষাত হয়। তারপর (কুরাইশদের পক্ষ থেকে) নবী (স)-এর সামনে দস্তরখান বিছানো হলো। তিনি তা খেতে অস্বীকার করলেন (এবং যায়েদের সামনে ঠেলে দিলেন। কিন্তু তিনিও তা খেতে অস্বীকার করলেন।) অতপর যায়েদ (কুরাইশদেরকে লক্ষ করে) বললেন, তোমাদের মূর্তির নামে তোমরা যা যবেহ কর তা আমি কিছুতেই খেতে পারি না। আমি তো কেবলমাত্র তাই খেয়ে থাকি যাতে যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়। যায়েদ ইবনে আমর কুরাইশদের যবেহর নিন্দা করতেন এবং তাদের উক্ত আচরণের প্রতিবাদ ও তার ক্রটির প্রতি ইঙ্গিত করে বলতেন, বকরীকে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ এবং তিনিই তার জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তিনিই তার জন্য মাটি থেকে ঘাস ও লতা-পাতা উৎপন্ন করেন। এতো কিছুর পর তোমরা তাকে গাইরুল্লাহর নামে যবেহ কর!

ইবনে উমর থেকে (অপর এক সনদে) বর্ণিত, যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল সত্য দীন সম্পর্কে জানার জন্য সিরিয়া থেকে রওনা করলেন। তখন এক ইহুদী আলেমের

সাথে তার সাক্ষাত ঘটে। তিনি তাকে তাদের দীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললেন, আমি হয়তোবা আপনাদের দীন গ্রহণ করতে পারি, সুতরাং আমাকে (আপনাদের দীন সম্পর্কে) কিছু বলুন। ইহুদী আলেম বললেন, আপনি আমাদের ধর্মের অনুসারী হতে পারবেন না যে পর্যন্ত আল্লাহর আযাব থেকে আপনার অংশ আপনি গ্রহণ না করেন। (যা মৃত্যুর পর সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ভোগ করতে হবে।) যায়েদ বললেন, আমি তো আল্লাহর আযাব থেকে (বাঁচার জন্যই) পালিয়ে এসেছি। আল্লাহর আযাব বিন্দুমাত্রও আমি বরদাশত করতে পারব না, আর তা বরদাশত করার ক্ষমতাও আমি রাখি না। তাহলে অন্য কোন ধর্মের দিকে আমাকে পথ দেখাতে পারবেন কি ? ইহুদী আলেম বললেন, অন্য কোন ধর্মের কথা আমি জানি না, তবে আপনি (দীনে) হানীফ-এর অনুসারী হতে পারেন। যায়েদ বললেন, (দীনে) হানীফ কি ? তিনি বললেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর আনীত দীন। তিনি (ইবরাহীম (আ) ইহুদী কিংবা খৃষ্টান ছিলেন না এবং আল্লাহ ছাড়া (অন্য কিছুর) ইবাদত করতেন না।

অতপর যায়েদ (সেখানে থেকে) বেরিয়ে এক খৃষ্টান আলেমের সাথে সাক্ষাত করলেন এবং অনুরূপ আলাপ আলোচনা করলেন। খৃষ্টান আলেম বললেন, আপনি আমাদের ধর্মের অনুসারী হতে পারবেন না যে পর্যন্ত আল্লাহর লানতের অংশ আপনি গ্রহণ না করেন। যায়েদ বললেন, আল্লাহর লানত থেকে (বাঁচার জন্যই তো) আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আল্লাহর লানত কিংবা আল্লাহর গযবের বিন্দুমাত্রও আমি বরদাশত করতে পারি না ; আর না আমার তা বরদাশত করার ক্ষমতা আছে। আচ্ছা, তাহলে অন্য কোন ধর্মের কথা আমাকে বলে দিতে পারবেন কি ? খৃষ্টান আলেম বললেন, অন্য কোন ধর্মের কথা আমি জানি না, তবে আপনি (দীনে) হানীফ গ্রহণ করতে পারেন। যায়েদ বললেন, হানীফ কি ? তিনি বললেন, ইবরাহীম (আ)-এর আনীত দীন। তিনি ইহুদীও ছিলেন না, খৃষ্টানও ছিলেন না। এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করতেন না। যায়েদ ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে তাদের উক্তি শুনে বেরিয়ে এলেন এবং বাইরে এসে দু'হাত তুলে (মুনাজাত করে) বললেন, হে আল্লাহ ! আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, আমি ইবরাহীম (আ)-এর দীনের ওপর রয়েছি।

লাইছ বলেন, হিশাম তার পিতা ও আসমা বিনতে আবু বকরের বরাত দিয়ে আমাকে লিখেছেন যে, আসমা বলেন, একদিন আমি যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলকে দেখলাম যে, তিনি কা'বা ঘরের সাথে নিজের পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে (কুরাইশদেরকে লক্ষ করে) বলছেন, হে কুরাইশ দল ! আল্লাহর কসম ! আমি ছাড়া তোমাদের কেউ ইবরাহীম (আ)-এর দীনের অনুসারী নয়। আর তিনি ইবরাহীম (আ) জীবন্ত প্রোথিত নবজাত শিশুকন্যাকে জীবিত করতেন। যখন কোন ব্যক্তি তার মেয়েকে হত্যা করতে চাইত তখন তিনি তাকে বলতেন, একে হত্যা করো না। তোমার পরিবর্তে আমি তার ভরণ পোষণের ভার নেব ; এ বলে তিনি তাকে নিয়ে যেতেন। মেয়েটা যখন বড় হতো, তিনি তার পিতাকে বলতেন, তুমি চাইলে আমি মেয়েটাকে তোমাকে দিয়ে দেব। আর তুমি যদি চাও তবে আমিই মেয়েটার ভরণ পোষণ করে যাব।

৮৪-অনুচ্ছেদ ঃ কা'বা ঘর[৬৫] নির্মাণ।

---

৬৫. আল্লামা সুয়ূতী তাঁর 'মক্কার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ কা'বা ঘর দশবার নির্মিত হয়। (১) প্রথমবার নির্মাণ করেন ফেরেশতাগণ, (২) তারপর আদম (আ), (৩) আদম সন্তানগণ, (৪) তারপর ইবরাহীম (আ), (৫) তারপর আমালিকা সম্প্রদায়, (৬) তারপর জুরহাম সম্প্রদায়, (৭) তারপর নবী (স)-এর পরদাদা কুসাই ইবনে কিলাব, (৮) তারপর নবী (স)-এর নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বে কুরাইশগণ, (৯) তারপর আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) এবং (১০) সর্বশেষে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

٣٥٤٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِىُّ ﷺ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلاَنِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ اجْعَلْ اِزَارَكَ عَلٰى رَقَبَتِكَ يَقِيْكَ مِنَ الْحِجَارَةِ فَخَرَّ اِلَى الْاَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اِزَارِىْ اِزَارِىْ فَشَدَّ عَلَيْهِ اِزَارَهُ ـ

৩৫৪৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন কা'বা ঘর নির্মাণের কাজ শুরু হয়, (কিশোর) নবী (স) ও আব্বাস (রা) পাথর বয়ে আনার জন্য যান। তখন আব্বাস (রা) নবী (স)-কে বললেন ঃ তোমার লুঙ্গিটা খুলে কাঁধের ওপর রাখ—এতে পাথরের ঘর্ষণ থেকে রক্ষা পাবে। তাই করতে গিয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর চোখ দু'টো তখন আকাশের দিকে উঠানো ছিল। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি বলতে লাগলেন ঃ আমার লুঙ্গি, আমার লুঙ্গি। তখন তাঁকে লুঙ্গি পরিয়ে দেয়া হল।

٣٥٤٥- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى يَزِيْدَ قَالاَ لَمْ يَكُنْ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ حَوْلَ الْبَيْتِ حَائِطٌ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ حَوْلَ الْبَيْتِ حَتّٰى كَانَ عُمَرُ فَبَنٰى حَوْلَهُ حَائِطًا قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ جَدْرُهُ قَصِيْرٌ فَبَنَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ ـ

৩৫৪৫. আমর ইবনে দীনার ও উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন ঃ নবী (স)-এর যমানায় কা'বা ঘরের চারদিকে কোন দেয়াল ছিল না। লোকেরা কা'বা ঘরের চারদিকে নামায পড়ত। অবশেষে উমর (রা) কা'বার চারদিকে দেয়াল নির্মাণ করেন। উবায়দুল্লাহ (ইবনে আবু ইয়াযিদ) বলেন ঃ তখন তার দেয়াল ছোট ছিল। অতপর ইবনে যুবাইর তা দীর্ঘ করেন।

৮৫-অনুচ্ছেদ ঃ আইয়ামে জাহেলিয়া বা অজ্ঞতার যুগ।

٣٥٤٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَاشُوْرَاءُ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لاَ يَصُوْمُهُ ـ

৩৫৪৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কুরাইশরা জাহেলী যুগে আশুরার (১০ই মহররমের) দিন রোযা রাখত এবং নবী (স)-ও ঐদিন রোযা রাখতেন। যখন তিনি মদীনায় আসলেন তিনি ঐদিন রোযা রাখলেন এবং লোকদেরকে ঐদিন রোযা রাখার আদেশ দিলেন। যখন রমযানের রোযার হুকুম অবতীর্ণ হলো তখন যার ইচ্ছা হতো সে ঐদিন রোযা রাখত, আর যার ইচ্ছা হতো না সে রোযা রাখতো না।[৬৬]

আল্লামা হালবী বলেন ঃ মূলত কা'বা ঘর পূর্ণাঙ্গরূপে তিনবার নির্মিত হয়েছে। প্রথমবার ইবরাহীম (আ) নির্মাণ করেন। দ্বিতীয়বার জাহেলী যুগে কুরাইশগণ নির্মাণ করেন। তৃতীয়বার নির্মাণ করেন আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা)। আর অন্যরা শুধু মেরামতের কাজ করেছে।

৬৬. রমযানের রোযা ফরয হবার পূর্ব পর্যন্ত আশুরার দিন রোযা রাখা ওয়াজিব ছিল।

٣٥٤٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّ الْعُمْرَةَ فِىْ اَشْهُرِ الْحَجِّ مِنَ الْفُجُوْرِ فِى الْاَرْضِ وَكَانُوْا يُسَمُّوْنَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُوْلُوْنَ : اِذَا بَرَا الدَّبَرْ وَعَفَا الْاَثَرْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرَ قَالَ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ رَابِعَةً مُحِلِّيْنَ بِالْحَجِّ وَاَمَرَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ

৩৫৪৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (জাহেলী যুগে) লোকদের ধারণা ছিল যে, হজ্জের মাসগুলোতে (শাওয়াল, যুলকাদা ও যুলহাজ্জায়) উমরাহ করা দুনিয়ার বুকে জঘন্যতম পাপ। তারা মহররম মাসকে সফর মাস বলে ঘোষণা করে বলত ঃ যখন উটের পিঠের ক্ষত শুকিয়ে যায়, পথের চিহ্ন বিলীন হয়, তখন যারা উমরাহ করতে চায় তাদের জন্য উমরাহ হালাল। রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (স) এবং তার সাহাবীরা হজ্জের ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ৪ঠা যুলহাজ্জ (মক্কায়) উপস্থিত হন এবং নবী (স) সাহাবীদেরকে হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিণত করার আদেশ দেন। তারা বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল ! (এই উমরাহ ও হজ্জের মাঝখানে) কোন্ কোন্ জিনিস হালাল হবে ? তিনি বললেন ঃ সবকিছু (যা ইহরাম না থাকা অবস্থায় হালাল ছিল।)

٣٥٤٨- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ سَيْلٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَكَسَا مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ قَالَ سُفْيَانُ وَيَقُوْلُ اِنَّ هٰذَا لَحَدِيْثٌ لَهُ شَاْنٌ -

৩৫৪৮. সাঈদ ইবনে মুসাইয়াবের পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ জাহেলী যুগে এক প্লাবন হয়, যা (মক্কার) দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানকে সম্পূর্ণভাবে প্লাবিত করে দেয়। (অধস্তন রাবী) সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন ঃ আমর ইবনে দীনার বলতেন ঃ ও হাদীসটির ঘটনা বড়ই ভয়াবহ।

٣٥٤٩- عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ دَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلٰى اِمْرَاَةٍ مِنْ اَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ فَرَاٰهَا لاَ تَكَلَّمُ فَقَالَ مَا لَهَا لاَ تَكَلَّمُ قَالُوْا حَجَّتْ مُصْمِتَةً قَالَ لَهَا تَكَلَّمِىْ فَاِنَّ هٰذَا لاَ يَحِلُّ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَكَلَّمَتْ فَقَالَتْ مَنْ اَنْتَ قَالَ اِمْرُؤٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَتْ اَىُّ الْمُهَاجِرِيْنَ ؟ قَالَ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَتْ مِنْ اَىِّ قُرَيْشٍ اَنْتَ قَالَ اِنَّكِ لَسَؤُلٌ اَنَا اَبُوْ بَكْرٍ قَالَتْ مَا بَقَاؤُنَا عَلٰى هٰذَا الْاَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِىْ جَاءَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ اَئِمَّتُكُمْ قَالَتْ وَمَا الْاَئِمَّةُ قَالَ اَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُؤُسٌ وَاَشْرَافٌ يَاْمُرُوْنَهُمْ فَيُطِيْعُوْنَهُمْ قَالَتْ بَلٰى قَالَ فَهُمْ اُولٰئِكَ عَلَى النَّاسِ -

৩৫৪৯. কাইস ইবনে আবু হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবু বকর (রা) আহমাস গোত্রের জনৈকা মহিলার নিকট যান। তার নাম ছিল যয়নব। তিনি দেখলেন, মহিলাটি কোন কথা বলছে না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এর কি হলো, কথা বলছে না কেন ? লোকেরা বলল ঃ তিনি নীরব হজ্জ পালনের নিয়ত করছেন। তিনি মহিলাকে বললেন ঃ কথা বলুন। এ পদ্ধতি অবৈধ। এটা জাহেলী যুগের কাজ। মহিলা মুখ খুলল এবং বললেন ঃ আপনি কে ? তিনি বললেন ঃ একজন মুহাজির। আবার জিজ্ঞেস করল ঃ কোন্ মুহাজির ? জবাব দিলেন ঃ কুরাইশ গোত্রের। পুনরায় বলল ঃ কুরাইশদের কোন ঘটনার ? তিনি বললেন ঃ তুমি তো দেখছি অত্যধিক প্রশ্নকারিণী ! আমি আবু বকর। মহিলা জিজ্ঞেস করল ঃ জাহেলী যুগের অবসানের পর যে উত্তম দীন আল্লাহ পাঠিয়েছেন তার ওপর কত দিন পর্যন্ত আমরা টিকে থাকতে পারব ? তিনি বললেন ঃ যতদিন পর্যন্ত আপনাদের নেতারা তার ওপর অবিচল থাকবেন ততোদিন টিকে থাকতে পারবেন। জিজ্ঞেস করল ঃ নেতা আবার কি ? তিনি বললেন ঃ আপনার কওমের মধ্যে কি এমন কোন নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নেই যারা লোকদেরকে কোন কিছু আদেশ করলে তারা তা মেনে নেয়। বলল ঃ হাঁ, নিশ্চয় রয়েছে। তিনি বললেন ঃ তাঁরাই জনগণের নেতা।

٣٥٥٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَسْلَمَتْ اِمْرَأَةٌ سَوْدَاءُ لِبَعْضِ الْعَرَبِ وَكَانَ لَهَا حِفْشٌ فِي الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِيْنَا فَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا فَاِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَدِيْثِهَا قَالَتْ

وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيْبِ + رَبِّنَا اَلاَ اِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ اَنْجَانِيْ –

فَلَمَّا اَكْثَرَتْ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَمَا يَوْمُ الْوِشَاحِ قَالَتْ خَرَجَتْ جُوَيْرِيَةٌ لِبَعْضِ اَهْلِيْ وَعَلَيْهَا وِشَاحٌ مِنْ اَدَمٍ فَسَقَطَ مِنْهَا فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِ الْحُدَيَّا وَهِيَ تَحْسَبُهُ لَحْماً فَاَخَذَتْ فَاتَّهَمُوْنِيْ بِهِ فَعَذَّبُوْنِيْ حَتّٰى بَلَغَ مِنْ اَمْرِيْ اَنَّهُمْ طَلَبُوْا فِيْ قُبُلِيْ فَبَيْنَاهُمْ حَوْلِيْ وَاَنَا فِيْ كَرْبِيْ اِذَا اَقْبَلَتِ الْحُدَيَّا حَتّٰى وَازَتْ بِرُؤُسِنَا ثُمَّ اَلْقَتْهُ فَاَخَذُوْهُ فَقُلْتُ لَهُمْ هٰذَا الَّذِيْ اِتَّهَمْتُمُوْنِيْ بِهِ وَاَنَا مِنْهُ بَرِيْئَةٌ ـ

৩৫৫০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন এক আরব গোত্রের একটি কৃষ্ণকায় মেয়ে (ক্রীতদাসী) ইসলাম কবুল করল। মসজিদের মধ্যে তার থাকার জন্য একটি তাঁবু খাটিয়ে দেয়া হয়েছিল। আয়েশা (রা) বলেন ঃ সে মেয়েটি আমাদের নিকট আসত এবং আমাদের কাছে বসে কথা বলত। যখন তার কথাবার্তা শেষ হতো, সে বলত ঃ "আর জড়োয়া হারের দিনের ঘটনাটি ছিল আমার প্রভুর অন্যতম বিস্ময়কর ঘটনা, শোন, তিনি আমাকে মুক্তি দিয়েছিলেন কুফরের দেশ থেকে।" যখন সে কয়েকবার এ কবিতাটি আবৃত্তি করল, তখন আয়েশা (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ জড়োয়া হারের দিনের ঘটনাটা কি ? সে বলল ঃ একদিন আমার মনিবের একটি মেয়ে চামড়ার একটি জড়োয়া হার পরে বাইরে গেল। ঐ হারটা তার কাছ থেকে পড়ে গেল। একটা চিলের নজর পড়ল তার ওপর। সে ওটাকে গোশতের টুকরা মনে করে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

(মনিবের) লোকেরা এ ব্যাপারে আমার ওপর মিথ্যা দোষ চাপাল এবং এজন্য আমাকে শাস্তি দিল। এমনকি আমার ব্যাপারটা এতোখানি গড়াল যে, তারা আমার লজ্জাস্থানে পর্যন্ত তল্লাশী চালাল। তখনো তারা আমার চারপাশে ছিল এবং আমি মুসিবতে আক্রান্ত ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ সেই চিলটি আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল এবং হারটা ফেলে দিল। তখন তারা তা কুড়িয়ে নিল। আমি তখন তাদেরকে বললাম ঃ এটাই সে বস্তু যে ব্যাপারে তোমরা আমার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করেছিল, অথচ আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলাম।

٣٥٥١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلاَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفُ اِلاَّ بِاللّٰهِ فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِأَبَائِهَا فَقَالَ لاَ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ -

৩৫৫১. ইবনে উমর (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন ঃ সাবধান ! কাউকেও যদি কসম খেতেই হয় তবে সে যেন আল্লাহ ছাড়া অপর কারুর নামে কসম না খায়। কুরাইশরা নিজ বাপদাদার নামে কসম খেতো। তাই তার প্রতিবাদ করে নবী (স) বলেন ঃ তোমরা তোমাদের বাপদাদার নামে কসম খেয়ো না।

٣٥٥٢- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ اَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْشِيْ بَيْنَ يَدَىِ الْجَنَازَةِ وَلاَ يَقُوْمُ لَهَا وَيُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْمُوْنَ لَهَا يَقُوْلُوْنَ اِذَا رَاَوْهَا كُنْتِ فِيْ اَهْلِكِ مَا اَنْتِ مَرَّتَيْنِ -

৩৫৫২. আবদুর রহমান ইবনে কাসেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কাসেম (রা) জানাযা অর্থাৎ লাশের আগে আগে চলতেন এবং লাশ দেখলে দাঁড়াতেন না। তিনি আয়েশা (রা)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ জাহেলী যুগের লোকেরা লাশ দেখলে দাঁড়িয়ে যেত। যখন তারা কোন লাশ দেখতে পেত তখন তাকে লক্ষ করে দু'বার উচ্চারণ করত ঃ তুমি তোমার পরিজনদের মধ্যেই রয়েছো, ইতিপূর্বে জীবদ্দশায় যেমন ছিলে।[৬৭]

٣٥٥٣- عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوْا لاَ يُفِيْضُوْنَ مِنْ جَمْعٍ حَتّٰى تَشْرُقَ الشَّمْسُ عَلٰى ثَبِيْرٍ فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَاَفَاضَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ -

৩৫৫৩. আমর ইবনে মাইমুন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন ঃ মুশরিকরা সাবীর পাহাড়ের ওপর সূর্যকিরণ না আসা পর্যন্ত মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হতো না। এ অবস্থায় নবী (স) সুর্যোদয়ের পূর্বেই সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে তাদের নীতির বিরোধিতা করেন।

---

৬৭. কেননা, তারা পরকালের জীবনে বিশ্বাসী ছিল না। বরং তাদের বিশ্বাস ছিল যে, দেহ থেকে আত্মা বেরিয়ে যাবার পর তা একটা পাখীর রূপ পরিগ্রহ করে নিজের পরিজনদের মধ্যে উড়ে বেড়ায়।

٣٥٥٤- عَنْ عِكْرِمَةَ وَكَأْسًا دِهَاقًا قَالَ مَلأَى مُتَتَابِعَةٌ * قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اِسْقِنَا كَأْسًا دِهَاقًا ـ

৩৫৫৪. ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন وَكَاسًا دِهَاقًا এ আয়াতের অর্থ হলো : একের পর এক ভরপুর পিয়ালা। তিনি আরো বলেন, ইবনে আব্বাস বলেছেন : আমি আমার পিতার কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, জাহেলী যুগে আমরা এভাবে বলতাম : আমাদেরকে পেয়ালা ভর্তি শরাব পান করতে দাও।

٢٥٥٥. عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيَّ ﷺ اَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ اَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهُ بَاطِلُ ـ وَكَادَ اُمَيَّةُ بْنُ اَبِي الصَّلْتِ اَنْ يُسْلِمَ ـ

৩৫৫৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন : কবিরা যা কিছু বলেছে তার মধ্যে সর্বাধিক সত্য কথা হচ্ছে কবি লাবীদের এ শ্লোকটি : "জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া প্রতিটি বস্তুই অসার (বাতিল)।" আর কবি উমাইয়া ইবনে আবু সালত প্রায় মুসলমান হয়েই গিয়েছিলেন।

٣٥٥٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لاَبِيْ بَكْرٍ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ تَدْرِي مَا هٰذَا فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لاِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا اَحْسِنُ الْكِهَانَةَ اِلاَّ اَنِّي خَدَعْتُهُ فَلَقِيَنِيْ فَأَعْطَانِيْ بِذٰلِكَ فَهٰذَا الَّذِيْ اَكَلْتَ مِنْهُ فَاَدْخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ ـ

৩৫৫৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু বকর (রা)-এর একটা গোলাম ছিল—যে তাঁকে কিছু কর প্রদান করত। আর আবু বকর (রা) তার কর বাবত প্রদত্ত সামগ্রীকে আহার্য হিসেবে গ্রহণ করতেন। একদিন ঐ গোলাম কিছু জিনিস নিয়ে এল এবং আবু বকর (রা) তা থেকে কিছু আহার করলেন। তখন গোলামটি তাঁকে বলল : আপনি কি জানেন, এটা কি (যা আপনি খেলেন)? আবু বকর (রা) বললেন : সেটা কি ছিল ? সে গোলাম বলল : জাহেলী যুগে আমি এক ব্যক্তির ভবিষ্যত গণনা করেছিলাম। মূলত আমি ভাল গুণতে জানতাম না। বরং তাকে আমি প্রতারিত করেছিলাম মাত্র। আজ সে লোকটা আমার সাথে দেখা করে আমাকে ঐ কাজের বিনিময় প্রদান করল। এটাই সে বস্তু যার থেকে আপনি খেলেন। এ কথা শুনে আবু বকর (রা) নিজের হাতখানা মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে বমি করে পেটের সব কিছু বের করে দিলেন।

٣٥٥٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُوْنَ لُحُوْمَ الْجَزُوْرِ اِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ قَالَ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ اَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِيْ بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ ـ

৩৫৫৭. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জাহেলী যুগের লোকেরা হাবালুল হাবালা-এর শর্তে উটের গোশত বেচাকেনা করতো। রাবী বলেন ঃ হাবালুল হাবালা অর্থ এই যে, (এ শর্তে উট বেচাকেনা করা যে ক্রেতা বিক্রেতাকে তখন মূল্য আদায় করবে) যখন কোন নির্দিষ্ট গর্ভবতী উষ্ট্রী তার গর্ভস্থ বাচ্চা প্রসব করবে তারপর ঐ বাচ্চা আবার গর্ভধারণ করবে। নবী (স) লোকদেরকে এ ধরনের বেচাকেনা করতে নিষেধ করেছেন।

٣٥٥٨- عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ قَالَ كُنَّا نَأْتِيْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَيُحَدِّثُنَا عَنِ الْاَنْصَارِ وَكَانَ يَقُوْلُ لِيْ فَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَفَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ـ

৩৫৫৮. গাইলান ইবনে জারীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা আনাস (রা)-এর নিকট বসরায় যাতায়াত করতাম। রাবী বলেন ঃ তিনি তখন আমাদের নিকট আনসারদের সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং আমাকে বলতেন ঃ তোমার কওম অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজ করেছে, তোমার কওম অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজ করেছে।

৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ জাহেলী যুগের শপথ গ্রহণ পদ্ধতি।

٣٥٥٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَنَّ اَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ لَفِيْنَا بَنِىْ هَاشِمٍ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ اِسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخْذٍ اُخْرٰى فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِىْ اِبِلِهِ فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ فَقَالَ اَغِثْنِىْ بِعِقَالٍ اَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِى لاَ تَنْفِرُ الْاِبِلُ فَاَعْطَاهُ عِقَالاً فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ فَلَمَّا نَزَلُوْا عُقِلَتِ الْاِبِلُ اِلاَّ بَعِيْرًا وَاحِدًا فَقَالَ الَّذِىْ اِسْتَأْجَرَهُ مَا شَأْنُ هٰذَا الْبَعِيْرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الْاِبِلِ قَالَ لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ قَالَ فَاَيْنَ عِقَالُهُ قَالَ فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيْهَا اَجَلُهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ قَالَ مَا اَشْهَدُ وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ قَالَ هَلْ اَنْتَ مُبْلِغٌ عَنِّى رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُنْتَ اِذَا اَنْتَ شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ يَا اٰلَ قُرَيْشٍ فَاِذَا اَجَابُوْكَ فَنَادِ يَا اٰلَ بَنِىْ هَاشِمٍ فَاِنْ اَجَابُوْكَ فَسَلْ عَنْ اَبِىْ طَالِبٍ فَاَخْبِرْهُ اَنَّ فُلاَنًا قَتَلَنِىْ فِىْ عِقَالٍ وَمَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِىْ اِسْتَأْجَرَهُ اَتَاهُ اَبُوْ طَالِبٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا قَالَ مَرِضَ فَاَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ فَوَلِيْتُ دَفْنَهُ قَالَ قَدْ كَانَ اَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ فَمَكُثَ حِيْنًا ثُمَّ اِنَّ الرَّجُلَ الَّذِىْ اَوْصٰى اِلَيْهِ اَنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ

فَقَالَ يَا اٰلَ قُرَيْشٍ قَالُوْا هٰذِهِ قُرَيْشُ قَالَ يَا اٰلَ بَنِىْ هَاشِمٍ قَالُوْا هٰذِهِ بَنُوْ هَاشِمٍ قَالَ اَيْنَ اَبُوْ طَالِبٍ قَالُوْا هٰذَا اَبُوْ طَالِبٍ قَالَ اَمَرَنِىْ فُلَانٌ اَنْ اُبْلِغَكَ رِسَالَةً اَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِىْ عِقَالٍ فَأَتَاهُ اَبُوْ طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ اِخْتَرْمِنَّا اِحْدٰى ثَلَاثٍ اِنْ شِئْتَ اَنْ تُؤَدِّىَ مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ فَاِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا وَاِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُوْنَ مِنْ قَوْمِكَ اِنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ فَاِنْ اَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ فَاَتٰى قَوْمَهُ فَقَالُوْا نَحْلِفُ فَأَتَتْهُ اِمْرَاَةٌ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ فَقَالَتْ يَا اَبَا طَالِبٍ اُحِبُّ اَنْ تُجِيْزَ اِبْنِىْ هٰذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِيْنَ وَلَا تَصْبِرُ يَمِيْنَهُ حَيْثُ تُصْبِرُ الْاَيْمَانُ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا اَبَا طَالِبٍ اَرَدْتَ خَمْسِيْنَ رَجُلًا اَنْ يَحْلِفُوْا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الْاِبِلِ يُصِيْبُ كُلُّ رَجُلٍ بَعِيْرَانِ هٰذَانِ بَعِيْرَانِ فَاقْبَلْهُمَا عَنِّىْ وَلَا تَصْبِرْ يَمِيْنِىْ حَيْثُ تُصْبِرُ الْاَيْمَانُ فَقَبِلَهُمَا وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَاَرْبَعُوْنَ فَحَلَفُوْا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَاَرْبَعِيْنَ عَيْنٌ تَطْرِفُ ـ

৩৫৫৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলী যুগে সর্বপ্রথম শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় আমাদের বনী হাশেম গোত্রের মধ্যে। কুরাইশ গোত্রের কোন এক শাখার জনৈক ব্যক্তি বনী হাশেম গোত্রের একটা লোককে মজুর নিযুক্ত করেছিল। তারপর সে তার প্রভুর সাথে তার উটগুলোকে নিয়ে যাত্রা করল। বনী হাশেম গোত্রের অপর একজন লোক তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, যার (খাদ্যশস্য ভর্তি) বস্তার বাঁধনটা ছিড়ে গিয়েছিল। লোকটি হাশেমী মজুরকে বলল, আমাকে একটা রশি দিয়ে সাহায্য করো, যা দিয়ে আমি আমার বস্তার মুখটা বাঁধতে পারি আর যাতে আমার উটটাও পালিয়ে যেতে না পারে। তখন সে তাকে একটা রশি দিল। লোকটা তার বস্তার মুখ ঐ রশি দ্বারা বেঁধে নিল।

এদিকে তারা যখন এক জায়গায় গিয়ে তাঁবু ফেলল, তখন একটা উট ছাড়া সবগুলো উট বাঁধা হলো। যে লোকটা তাকে মজুর নিযুক্ত করেছিল সে বলল ঃ কি ব্যাপার ! অন্যান্য উটের ন্যায় এ উটটাকে যে বাঁধা হলো না ? মজুর জবাব দিল, এর রশি নেই। লোকটা জিজ্ঞেস করল, এর রশি কোথায় গেল ? বনী হাশেম গোত্রের মজুরটা সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করল। এতে তার ভারী রাগ হলো। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কুরাইশ বংশের লোকটা তখন হাশেমী মজুরটাকে লাঠি দ্বারা এমনভাবে আঘাত করল যে ঐ আঘাতই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল। সে সময় একজন ইয়েমেনবাসী সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। আহত মজুর তাকে বলল, তুমি কি হজ্জের মওসুম উপলক্ষে (মক্কায়) যাবে ? সে বলল ঃ না, যাবো না, তবে অন্য যেকোন সময় সেখানে যেতে পারি। হাশেমী লোকটা বলল, যেকোন সময়

হোক, তুমি কি আমার একটা সংবাদ পৌছে দিতে পারবে ? সে বলল, হাঁ, পারবো। হাশেমী লোকটা বলল, যদি তুমি হজ্জ মওসুমে মক্কায় যাও তবে এ বলে ডাক দেবে ঃ হে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা ! যখন তারা তোমার ডাকে সাড়া দেবে তখন তুমি (পুনরায়) এ বলে ডাক দেবে ঃ হে বনী হাশেম গোত্রের লোকেরা ! যদি তারাও তোমার ডাকে সাড়া দেয় তবে আবু তালিবের খোঁজ নিয়ে তাকে এ খবরটা দেবে যে, অমুক কুরাইশী ব্যক্তি আমাকে মাত্র একটা রশির জন্য হত্যা করেছে। একথা বলে হাশেমী মজুরটা প্রাণত্যাগ করল। অতপর কুরাইশ গোত্রের যে লোকটা তাকে মজুর নিযুক্ত করেছিল সে যখন (মক্কায়) ফিরে এল তখন আবু তালিব তার নিকট এলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের লোকটার কি হলো ? সে বলল, সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমি অত্যন্ত যত্ন সহকারে তার সেবা শুশ্রূষা করলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচাতে পারলাম না। অবশেষে সে মারা গেলে আমি তার দাফন কাফন সম্পন্ন করে এসেছি। আবু তালিব বললেন, তোমার কাছ থেকে এমনটাই আশা করেছিলাম। এরপর কিছু দিন কেটে গেল। ঐ লোকটা যাকে উক্ত হাশেমী সংবাদ পৌছাবার অসিয়ত করেছিল হজ্জের মওসুমে মক্কায় আসল এবং ডাক দিয়ে বলল, হে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা ! লোকেরা বলল, কুরাইশ হল এরা। তারপর সে বলল, হে বনী হাশেম ! লোকেরা বলল, বনী হাশেম হল এরা। সে বলল, আবু তালেব কোথায় ? লোকেরা (আবু তালেবকে) দেখিয়ে বলল, ইনিই আবু তালেব। সে তখন বলল, আমাকে অমুক ব্যক্তি বলেছে আপনার নিকট এ খবর পৌছে দেয়ার জন্যে যে, অমুক লোকটা মাত্র একটা রশির জন্যে আমাকে হত্যা করেছে। এ কথা শুনে আবু তালেব ঐ হত্যাকারীর নিকট গেল এবং বলল, আমাদের প্রস্তাবিত তিনটের যে কোন একটা পথ তোমাকে বেছে নিতে হবে। তুমি খুনের রক্তপণ হিসেবে একশ উট দেবে। কেননা তুমি আমাদের লোককে হত্যা করেছ। অথবা তোমার গোত্রের পঞ্চাশ জন লোক হলফ করে বলবে যে, তুমি তাকে হত্যা করোনি। যদি এটা করতেও তুমি অস্বীকার কর তবে তার বদলে আমরা তোমাকে হত্যা করব। তখন লোকটা তার স্বগোত্রীয়দের নিকট গেল। তারা বলল, আমরা হলফ করব। এ সময় বনী হাশেম গোত্রের জনৈকা মহিলা আবু তালেবের নিকট আসল। উক্ত মহিলা ছিল কুরাইশ গোত্রের জনৈক ব্যক্তির পত্নী। ঐ মহিলার একটি সন্তান ছিল। সে বলল, হে আবু তালেব, আমি চাই যে, পঞ্চাশজনের মধ্য থেকে তুমি আমার এ সন্তানটাকে রেহাই দেবে এবং যেখানে হলফ নেয়া হয় (অর্থাৎ রুকন ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থল) সেখানে তার হলফ নেবে না।[৬৮] আবু তালেব তাই করলেন। (অর্থাৎ মহিলার আবেদন মঞ্জুর করলেন)। তারপর তাদের মধ্য থেকে আরেকজন লোক আবু তালেবের নিকট আসলো এবং বলল, হে আবু তালেব ! তুমি একশ উটের স্থলে পঞ্চাশ জন লোকের হলফ নিতে চাচ্ছ। এ হিসেবে প্রতিটি লোকের ভাগে দু'টি করে উট পড়েছে; সুতরাং এ উট দু'টো আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর এবং যে জায়গাটাতে হলফ নেয়া হয় সেখানে আমার কাছ থেকে হলফ নিও না। আবু তালেব তার কাছ থেকে) উট দু'টো গ্রহণ করলেন। অবশিষ্ট আটচল্লিশ ব্যক্তি এসে হলফ করল। রাবী ইবনে আব্বাস বলেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ ! একটা বছর যেতে না যেতেই ঐ আটচল্লিশ জন লোকের একটা লোকও আর বেঁচে রইল না।

---

৬৮. জাহেলী যুগে নিয়ম ছিল, যখন কোন মহল্লায় এমন কোন নিহত ব্যক্তির লাশ পাওয়া যেত যার হত্যা সম্পর্কে কেউ জ্ঞাত নয় তখন ঐ মহল্লার কিছু লোককে রুকন ইয়েমেনী ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থলে দাঁড় করিয়ে তাদের কাছ থেকে এ মর্মে হলফ নেয়া হতো যে, একে আমরা হত্যা করিনি এবং এর হত্যা সম্পর্কেও আমরা জ্ঞাত নই। আরবী পরিভাষায় এটাকে কাসামাত বলা হয়।

٣٥٦٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَاثَ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهِ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَؤُهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ وَجُرِحُوا قَدَّمَهُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهِ فِيْ دُخُوْلِهِمْ فِي الْاِسْلَامِ * وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ اَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ السَّعْيُ بِبَطْنِ الْوَادِيْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سُنَّةً اِنَّمَا كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْعَوْنَهَا وَيَقُوْلُوْنَ لَا نُجِيْزُ الْبَطْحَاءَ اِلَّا شَدًّا -

৩৫৬০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বু'আস যুদ্ধ[৬৯] এমন একটা যুদ্ধ ছিল যা মহান আল্লাহ তাঁর রসূল (স)-এর অনুকূলে তাঁর আগমনের পূর্বেই (মদীনায়) সংঘটিত করেন। রসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন মদীনাবাসীদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল এবং তাদের নেতারা নিহত ও আহত হয়ে পড়েছিল। এভাবে মদীনাবাসীদের ইসলামে প্রবেশের ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর রসূলের পূর্ব থেকেই অনুকূল ব্যবস্থা করে রাখেন। (অর্থাৎ বু'আস যুদ্ধের মাধ্যমে ঐ দাম্ভিক নেতারা যদি পর্যুদস্ত না হত তবে মক্কার দাম্ভিক নেতাদের ন্যায় তারাও ইসলামের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে উঠত)।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী বাতনে ওয়াদী নামক স্থানে সা'ঈ (দৌড়ান) সুন্নত নয়। জাহেলী যুগের লোকেরাই শুধু সেখানে সা'ঈ করত এবং বলত, আমরা বাতহা নামক স্থানটা দ্রুত দৌড়েই অতিক্রম করব।

٣٥٦١- عَنْ اَبِي السَّفَرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوْا مِنِّيْ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ وَاَسْمِعُوْنِيْ مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا تَذْهَبُوْا فَتَقُوْلُوْا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ وَلَا تَقُوْلُوا الْحَطِيْمُ فَاِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِيْ سَوْطَهُ اَوْ نَعْلَهُ اَوْ قَوْسَهُ -

৩৫৬১. আবু সফর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে শুনেছি। তিনি বলতেন, হে লোকেরা! আমি তোমাদেরকে যা বলছি তা মনোযোগ সহকারে শোন এবং তোমরা যা বলতে চাও তা আমাকে শুনাও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা এখান থেকে (না বুঝেশুনে) উঠে যাবে এবং গিয়ে বলবে যে, ইবনে আব্বাস এমন বলেছে। তারপর ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মনে রেখ যে ব্যক্তি কা'বা ঘরের তওয়াফ করবে সে যেন হাজর অর্থাৎ হাতিমের পেছন থেকে শুরু করে। আর হাতিমকে কা'বার সীমানা বহির্ভূত বলো না। হাতিমকে এ জন্য হাতিম বলা হয় যে, জাহেলী যুগে যখন কোন ব্যক্তি কসম খেতো তখন সে এ জায়গাটাতে নিজের চাবুক, জুতা অথবা ধনুক রেখে দিত।

---

৬৯. বু'আস যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

٣٥٦٢- عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ رَأَيْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اِجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوْهَا فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ -

৩৫৬২. আমর ইবনে মাইমুন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাহেলী যুগে দেখেছি, একটা বানর ব্যভিচারে লিপ্ত হবার কারণে অনেকগুলো বানর তার নিকট এসে জড়ো হয় এবং প্রস্তর নিক্ষেপে তাকে হত্যা করে। তাদের সাথে আমিও তাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করেছিলাম।

٣٥٦٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خِلاَلٌ مِنْ خِلاَلِ الْجَاهِلِيَّةِ الطَّعْنُ فِى الاَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ وَنَسِىَ الثَّالِثَةَ قَالَ سُفْيَانُ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهَا الاِسْتِسْقَاءُ بِالاَنْوَاءِ -

৩৫৬৩. উবাইদুল্লাহ (রা) (ইবনে আবু ইয়াযীদ আল মক্কী) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছেন, জাহেলী যুগের লোকদের অন্যতম স্বভাব ছিল কারো বংশকুল সম্পর্কে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য সুর করে কান্নাকাটি করা। আর রাবী উবাইদুল্লাহ তৃতীয় বিষয়টি ভুলে গিয়েছেন। অধস্তন রাবী সুফিয়ান বলেন, লোকেরা বলে যে, তৃতীয় কথাটা হলো, নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হওয়া।

৮৭-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর নবুওয়াত লাভ। তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদু মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ ইবনে কা'ব ইবনে লুওয়াই ইবনে গালেব ইবনে ফিহর ইবনে মালেক ইবনে আন নাদর ইবনে কিনানাহ ইবনে খুযাইমাহ ইবনে মুদরিকাহ ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুদার ইবনে নিযার ইবনে মা'আদ ইবনে 'আদনান।

٣٥٦٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُنْزِلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعِيْنَ فَمَكَثَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ اُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَكَثَ بِهَا عَشْرَ سِنِيْنَ ثُمَّ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

৩৫৬৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন তাঁর প্রতি অহী নাযিল করা হয়। অতপর তিনি মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন। তারপর হিজরতের আদেশ পেয়ে তিনি মদীনায় হিজরত করেন এবং সেখানে দশ বছর অবস্থান করেন। তারপর রসূলুল্লাহ (স) ওফাত পান।

৮৮-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) ও তাঁর সাহাবীদের প্রতি মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে যেসব নির্যাতন চলেছিল তার বর্ণনা।

٣٥٦٥- عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ خَبَّابًا يَقُوْلُ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَهُوَ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَقَدْ لَقِيْنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ شِدَّةً فَقُلْتُ اَلاَ تَدْعُو اللّٰهَ

فَقَعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَيُوْضَعُ الْمِنْشَارُ عَلٰى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَلَيُتِمَّنَّ اللّٰهُ هٰذَا الْاَمْرَ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ اِلاَّ اللّٰهَ * زَادَ بَيَانٌ وَالذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ ـ

৩৫৬৫. কাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব ইবনে আরতকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি একদা নবী (স)-এর নিকট হাজির হলাম। তিনি তখন তাঁর চাদরটাকে বালিশ বানিয়ে কা'বা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। যেহেতু মুশরিকদের পক্ষ থেকে আমাদের ওপর তখন কঠোর নির্যাতন চলছিল। তাই আমি বললাম, আপনি কি (আমাদের) জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করবেন না? একথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর চেহারাটা তখন লাল হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে যারা ঈমানদার ছিল তাদের কারো কারো শরীরের হাড় পর্যন্ত যাবতীয় গোশত ও শিরা লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়িয়ে ফেলা হতো। তবুও ঐ নির্যাতন তাকে তার দীন থেকে ফেরাতে পারতো না। আবার কারো মাথার ওপর করাত স্থাপন করে তাকে দ্বিখণ্ডিত করা হতো। তবুও ঐ নির্যাতন তাকে তার দীন থেকে ফেরাতে পারতো না। আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই এ দীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করবেন। এমনকি তখন একজন উষ্ট্রারোহী সান'আ থেকে হাজরা মাওত পর্যন্ত এমনভাবে অতিক্রম করবে যে, সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। অধস্তন রাবী এ বাক্যটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন : এবং (রাখাল) তার মেষপাল সম্পর্কে নেকড়ে বাঘ ছাড়া আর কিছুরই ভয় করবে না।

٣٥٦٦ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ النَّجْمَ فَسَجَدَ فَمَا بَقِيَ اَحَدٌ اِلاَّ سَجَدَ اِلاَّ رَجُلٌ رَأَيْتُهُ اَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًا فَرَفَعَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ هٰذَا يَكْفِيْنِي فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا بِاللّٰهِ ـ

৩৫৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) (মক্কায়) সূরা আননাজম পাঠ করলেন এবং সিজদায়ে তেলাওয়াত আদায় করলেন। তাঁর সাথে প্রত্যেক লোকই সিজদা করলেন। কিন্তু একজন লোককে[৭০] আমি দেখতে পেলাম যে, সে এক মুঠো কঙ্কর নিল এবং তা কপালে তুলে তার ওপর সিজদা করল এবং বলল, এটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। রাবী বলেন পরবর্তীকালে আমি তাকে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি।

٣٥٦٧ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ اَبِي مُعَيْطٍ بِسَلٰى جَزُوْرٍ فَقَذَفَهُ عَلٰى ظَهْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ

৭০. উক্ত লোকটি ছিল উমাইয়া ইবনে খালফ। কারো মতে ওলীদ ইবনে মুগীরা।

فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنْ قُرَيْشٍ اَبَا جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَ رَبِيْعَةَ بْنَ خَلَفٍ اَوْ اُبَيِّ بْنَ خَلَفٍ شُعْبَةُ الشَّاكُّ فَرَاَيْتُهُمْ قُتِلُوْا يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ اُمَيَّةَ اَوْ اُبَيٍّ تَقَطَّعَتْ اَوْصَالُهُ فَلَمْ يُلْقَ فِى الْبِئْرِ -

৩৫৬৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) একদা নামাযের সিজদায় ছিলেন এবং তাঁর আশপাশে ছিল কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন লোক। এমন সময় উকবা ইবনে আবু মু'আইত একটা যবেহকৃত উটের নাড়ীভুড়ি নিয়ে এল এবং তা নবী (স)-এর পিঠের ওপর রেখে দিল। যার ফলে তিনি তাঁর মাথা উঠাতে পারছিলেন না। এ সময় ফাতিমা (রা) এসে তাঁর পিঠের ওপর থেকে তা সরিয়ে নিলেন এবং যে এ কাজটা করল তার জন্য বদদোয়া করলেন। অতপর নবী (স) বললেন ঃ হে আল্লাহ ! কুরাইশ নেতাদেরকে পাকড়াও কর। অর্থাৎ আবু জাহল ইবনে হিশাম, উতবা ইবনে রাবীআ, শাইবা ইবনে রাবীআ ও উমাইয়া ইবনে খালাফকে অথবা উবাই ইবনে খালাফকে। বর্ণনাকারী শোবার এতে সন্দেহ রয়েছে। [অর্থাৎ নবী (স) উমাইয়া ইবনে খালাফের নাম উল্লেখ করেছেন না উবাই ইবনে খালফের নাম উচ্চারণ করেছেন, এ ব্যাপারে তার সন্দেহ রয়েছে।] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ আমি এদের সবাইকে বদরের যুদ্ধে নিহত হতে দেখেছি। উমাইয়া কিংবা উবাই ছাড়া এদের সবাইকে সেদিন একটা কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। উমাইয়া কিংবা উবাইর গ্রন্থিগুলো (অর্থাৎ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ) বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই তাকে কূপে নিক্ষেপ করা হয়নি।

٣٥٦٨- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَوْ قَالَ حَدَّثَنِى الْحَكَمُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اَمَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزَى قَالَ سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ مَا اَمْرُهُمَا وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَسَاَلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمَّا اُنْزِلَتِ الَّتِىْ فِى الْفُرْقَانِ قَالَ مُشْرِكُوْ اَهْلِ مَكَّةَ فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ وَدَعَوْنَا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَقَدْ اَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ الْاٰيَةَ فَهٰذِهِ لاُولٰئِكَ وَاَمَّا الَّتِى فِى النِّسَاءِ الرَّجُلُ اِذَا عَرَفَ الْاِسْلاَمَ وَشَرَائِعَهُ ثُمَّ قَتَلَ فَجَزَؤُهُ جَهَنَّمَ فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ اِلاَّ مَنْ نَدِمَ -

৩৫৬৮. সাইদ ইবনে জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুর রহমান ইবনে আবযা একদা আমাকে আদেশ করলেন, ইবনে আব্বাসকে এ আয়াত দু'টো সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর যে, এদের মর্মার্থ কি ? (আয়াত দু'টো হলোঃ) "আইনের অনুমোদন ব্যতীত কাউকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন।" এবং " যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে, তার শাস্তি হলো জাহান্নাম।" আমি তখন ইবনে

আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন ঃ যখন সূরা ফোরকানের উপরোক্ত প্রথম আয়াতটি অবতীর্ণ হলো তখন মক্কার মুশরিকরা বলল ঃ আমরা এমন প্রাণ সংহার করেছি, যা আল্লাহ হারাম করেছেন এবং আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদকে ডেকেছি (পূজা করেছি) এবং আরো নানাবিধ অশ্লীল আচরণ করেছি। (তাহলে ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের কী লাভ !) তখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ "কিন্তু যারা তওবা করে এবং ঈমান আনে ও নেক আমল করে তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কৃত হবে।" সুতরাং এ আয়াতটি ওদের (অর্থাৎ মুশরিকদের) জন্য প্রযোজ্য ; কিন্তু সূরা নিসার আয়াতটির وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا মর্মার্থ হলো এই যে, যদি কোন ব্যক্তি ইসলাম ও তার শরীয়াত সম্পর্কে জানা বুঝার পর কাউকে হত্যা করে তবে তার শাস্তি হলো জাহান্নাম, সর্বদা সে তাতে অবস্থান করবে। তারপর এ বিষয়ে আমি মুজাহিদকে বললাম। তিনি বললেন ঃ তবে যদি কেউ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে খালেস দিলে তওবা করে (তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে পারেন)।

٣٥٦٩- عَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَخْبِرْنِى بِاَشَدِّ شَىْءٍ صَنَعَهُ الْمُشْرِكُوْنَ بِالنَّبِىِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى فِىْ حِجْرِ الْكَعْبَةِ اِذْ اَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ اَبِىْ مُعَيْطٍ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِىْ عُنُقِه فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيْدًا فَاَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى اَخَذَ بِمَنْكِبِه وَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ تَابَعَهُ ابْنُ اِسْحٰقَ -

৩৫৬৯. উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ মুশরিকরা নবী (স)-এর সাথে যেসব অন্যায় আচরণ করেছিল তন্মধ্যে কোন্ আচরণটি সর্বাধিক কঠোর ছিল তা আমাকে বলুন। তিনি বললেন ঃ একদিন নবী (স) কা'বার (পশ্চিম পার্শ্বস্থ) হিজর অংশটিতে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় উকবা ইবনে আবু মু'আইত তাঁর দিকে এগিয়ে আসল। তারপর সে তাঁর কাপড় তাঁর গলায় পেঁচিয়ে তাঁকে মারাত্মকভাবে শ্বাস রুদ্ধ করে ফেলল। এমন সময় আবু বকর (রা) এগিয়ে এলেন এবং তার (উকবার) ঘাড়টা ধরে তাকে নবী (স)-এর নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ আমার রব আল্লাহ, শুধু এ কথাটা বলার কারণেই কি তোমরা একটা লোককে হত্যা করবে ? ইবনে ইসহাকও এ হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৮৯-অনুচ্ছেদ ঃ আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে।

٣٥٧٠- عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ اِلاَّ خَمْسَةُ اَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ وَاَبُوْ بَكْرٍ -

৩৫৭০. আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তাঁর সাথে পাঁচজন ক্রীতদাস, দু'জন মহিলা ও আবু বকর ছাড়া আর কোন বয়োপ্রাপ্ত লোক ছিলেন না।

৯০-অনুচ্ছেদ ঃ সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ।

٣٥٧١- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحٰقَ سَعْدَ بْنَ اَبِى وَقَّاصٍ يَقُـوْلُ مَا اَسْلَمَ اَحَد اِلاَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ اَسْلَمْتُ فِيْهِ وَلَقَدْ مَكُثْتُ سَبْعَةَ اَيَّامٍ وَاِنِّى لَثُلُثُ الْاِسْلاَمِ -

৩৫৭১. সাইদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে বলতে শুনেছি ঃ যেদিন আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি (অন্য যারা সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করে) সেদিন তারাও ইসলাম গ্রহণ করে এবং সাত দিন পর্যন্ত আমি ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে তৃতীয় ব্যক্তি ছিলাম।

৯১-অনুচ্ছেদ ঃ জ্বীন সম্পর্কে বর্ণনা।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ اُوحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَر مِنَ الْجِنِّ

"(হে নবী) বলুন ঃ আমার নিকট এ মর্মে অহী পাঠানো হয়েছে যে, জ্বীনদের একটা দল অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে কুরআন শুনেছে।" –(সূরা আল জ্বিন ঃ ১)

٣٥٧٢- عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ سَاَلْتُ مَسْرُوْقًا مَنْ اٰذَنَ النَّبِىَّ ﷺ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوْا الْقُرْاٰنَ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُـوْكَ يَعْنِى عَبْدَ اللّٰهِ اَنَّهُ اٰذَنَتْ بِهِمْ شَجَرَة -

৩৫৭২. মা'ন-এর পিতা আবদুর রহমান (রা) বলেন ঃ আমি মাসরূককে জিজ্ঞেস করলাম, জ্বীনেরা যে রাতে অভিনিবেশ সহকারে কুরআন শুনেছিল এ সংবাদটা নবী (স)-কে কে দিয়েছিল ? তিনি বললেন ঃ "তোমার পিতা অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আমাকে বলেছেন যে, একটা বৃক্ষ নবী (স)-কে তাদের উপস্থিতির কথা জানিয়েছিল।"

٣٥٧٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اِدَاوَةً لِوَضُوْئِه وَحَاجَتِه فَبَيْنَمَا هُـوَ يَتْبَعُهُ بِهَا فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقَالَ اَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ اَبْغِنِىْ اَحْجَارًا اَسْتَنْفِضْ بِهَا وَلاَ تَأْتِنِىْ بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةٍ فَأَتَيْتُهُ بِاَحْجَارٍ اَحْمِلُهَا فِىْ طَـرَفِ ثَوْبِىْ حَتّٰى وَضَعْتُ اِلٰى جَنْبِه ثُمَّ انْصَرَفْتُ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ قَالَ هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ اِنَّهُ اَتَانِىْ وَفْدُ جِنِّ نَصِيْبِيْنَ وَنِعْمَ الْجِنُّ فَسَاَلُوْنِى الزَّادَ فَدَعَوْتُ اللّٰهَ لَهُمْ اَنْ لاَ يَمُرُّوْا بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةٍ اِلاَّ وَجَدُوْا عَلَيْهَا طَعَامًا -

৩৫৭৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি নবী (স)-এর অযু ও ইস্তিনজার কাজে ব্যবহারের জন্য (পানি ভরা) একটা পাত্র বহন করে তাঁর পেছনে পেছনে চলছিলেন। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, কে ? তিনি জবাব দিলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা)। তিনি বললেন, আমার জন্য কয়েকটা পাথর খুঁজে আন, তা দিয়ে আমি ইস্তিনজা (শৌচকর্ম) করব। কিন্তু হাড় বা গোবর আনবে না। তখন আমি আমার কাপড়ের খুঁটে করে কয়েকটা পাথর আনলাম এবং তার পাশে রেখে চলে আসলাম। (প্রকৃতির প্রয়োজন সেরে) যখন তিনি অবসর হলেন তখন আমি আসলাম এবং বললাম হাড় ও গোবরের কি হল ? তিনি বললেন, এ দু'টো বস্তু জ্বীনের খাদ্য। একদা নাসিবিন[৭১] এলাকার জ্বীনদের একটি প্রতিনিধি দল আমার কাছে এসেছিল তারা ছিল অতি উত্তম জ্বীন। তারা আমার নিকট খাদ্য সামগ্রীর প্রার্থনা জানাল। তখন আমি তাদের জন্য আল্লাহর নিকট এ দোয়া করলাম যে, কোন হাড় বা গোবর[৭২] তাদের হস্তগত হলে তারা যেন তাতে তাদের খাদ্য পেতে পারে।

৯২-অনুচ্ছেদ ঃ আবু যার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ।

٣٥٧٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا بَلَغَ اَبَا ذَرٍّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَخِيْهِ اَرْكَبْ اِلَى هٰذَا الْوَادِىْ فَاعْلَمْ لِىْ عِلْمَ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِىْ يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ يَأْتِيْهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ اِئْتِنِى فَانْطَلَقَ الاَخُ حَتّٰى قَدِمَهُ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى اَبِىْ ذَرٍّ فَقَالَ لَهُ رَاَيْتُهُ يَاْمُرُ بِمَكَارِمِ الاَخْلاَقِ وَكَلاَمًا مَا هُوَ بِالشِّعْرِ فَقَالَ مَا شَفَيْتَنِىْ مِمَّا اَرَدْتُ فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيْهَا مَاءٌ حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ فَاَتَى الْمَسْجِدَ فَالْتَمَسَ النَّبِيَّ ﷺ وَلاَ يَعْرِفُهُ وَكَرِهَ اَنْ يَسْاَلَ عَنْهُ حَتّٰى اَدْرَكَهُ بَعْضُ اللَّيْلِ فَرَاٰهُ عَلِىٌّ فَعَرَفَ اَنَّهُ غَرِيْبٌ فَلَمَّا رَاٰهُ تَبِعَهُ فَلَمْ يَسْاَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَىْءٍ حَتّٰى اَصْبَحَ ثُمَّ احْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ اِلَى الْمَسْجِدِ وَظَلَّ ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَلاَ يَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى اَمْسٰى فَعَادَ اِلٰى مَضْجَعِهِ فَمَرَّ بِهِ عَلِىٌّ فَقَالَ اَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ اَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ فَاَقَامَهُ فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ لاَ يَسْاَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَىْءٍ حَتّٰى اِذَا كَانَ يَوْمَ الثَّالِثِ فَعَادَ عَلِىٌّ مِثْلَ ذٰلِكَ فَاَقَامَ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ

---

৭১. এটা সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী আল জাযিরার একটি শহর।

৭২. তিরমিযী, আবু দাউদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থ এবং মুহাদ্দিসদের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায়, যে সকল হালাল জানোয়ার আল্লাহর নামে যবেহ করা হয় সেগুলোর হাড়গোড় মুমিন জ্বীনদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর যে সকল হালাল জানোয়ার আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নামে যবেহ করা হয় এগুলোর হাড়গোড় অমুমিন জ্বীনদের খাদ্য হয়ে থাকে। গোবর জ্বীনদের স্পর্শে তাদের গৃহপালিত পশুর খোরাক রূপান্তরিত হয়। কয়লা জীনদের হস্তগত হলে তা তাদের জ্বালানীতে পরিণত হয়। হাড়, গোবর ও কয়লা জ্বীনদের কাজের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে বলে এ তিনটি বস্তুকে পেশাব পায়খানা থেকে পবিত্র রাখার আদেশ করা হয়েছে। এ কারণেই এ জিনিসগুলো ইস্তিনজায় ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

اَلاَ تُحَدِّثُنِي مَا الَّذِي اَقْدَمَكَ قَالَ اِنْ اَعْطَيْتَنِي عَهْدًا وَمِيْثَاقًا لَتُرْشِدَنَّنِي فَعَلْتُ فَفَعَلَ فَأَخْبَرَهُ قَالَ فَاِنَّهُ حَقٌّ وَهُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا اَصْبَحْتَ فَاتْبَعْنِي فَاِنِّي اِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا اَخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَاَنِّي اُرِيْقُ الْمَاءَ فَاِنْ مَضَيْتُ فَاتَّبِعْنِي حَتّٰى تَدْخُلَ مَدْخَلِي فَفَعَلَ فَانْطَلَقَ يَقْفُوْهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَاَسْلَمَ مَكَانَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اِرْجِعْ اِلٰى قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتّٰى يَاْتِيَكَ اَمْرِي قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَاَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتّٰى اَتَى الْمَسْجِدَ فَنَادٰى بِاَعْلٰى صَوْتِهِ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَامَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوْهُ حَتّٰى اَضْجَعُوْهُ وَاَتَى الْعَبَّاسُ فَاَكَبَّ عَلَيْهِ قَالَ وَيْلَكُمْ اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ وَاَنَّ طَرِيْقَ تِجَارِكُمْ اِلَى الشَّامِ فَاَنْقَذَهُ مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ لِمِثْلِهَا فَضَرَبُوْهُ وَثَارُوْا اِلَيْهِ فَاَكَبَّ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ -

৩৫৭৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যার (রা)-এর নিকট যখন নবী (স)-এর আবির্ভাবের খবর পৌঁছল তিনি তার ভাই (উনাইস)-কে বললেন, তুমি মক্কায় যাও এবং ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে অবহিত কর, যিনি দাবী করছেন যে, তিনি নবী এবং তার নিকট আসমান থেকে খবর আসে। তুমি তার কথাবার্তা শুনে আবার আমার কাছে আসবে। কাজেই তার ভাই (মক্কার) উদ্দেশ্যে যাত্রা করল এবং নবী (স)-এর নিকট হাজির হয়ে তার কথাবার্তা শুনল। তারপর আবু যার (রা)-এর নিকট ফিরে গেল এবং তাকে বলল, আমি তাঁকে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী অবলম্বনের আদেশ দিতে দেখলাম এবং (তাঁর মুখ থেকে) এমন কথা শুনলাম যা কবিতা নয়। একথা শুনে আবু যার (রা) বললেন, আমি যা জানতে চেয়েছিলাম সে বিষয়ে তোমার সংবাদে আমি পুরোপুরি পরিতৃপ্ত হতে পারলাম না। অতপর তিনি কিছু পথের সামগ্রী ও পানি ভর্তি একটা মশক সাথে নিয়ে রওনা করলেন এবং মক্কায় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি মসজিদুল হারামে এসে নবী (স)-কে খুঁজতে লাগলেন। অথচ তিনি তাঁকে চিনতেন না এবং তাঁর সম্পর্কে কাউকে জিজ্ঞেস করাটাও ভালো মনে করলেন না। অবশেষে কিছুটা রাত হয়ে গেলে তিনি শুয়ে পড়লেন। এমন সময় আলী (রা) তাকে দেখতে পেলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, লোকটা নিশ্চয়ই মুসাফির। যখন তিনি আলী (রা)-কে দেখলেন তখন তার সাথী হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে তাদের কেউ একে অন্যকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না। এভাবে আলী (রা)-এর বাড়িতেই সে রাত কাটাল। যখন সকাল হলো, তিনি আবার স্বীয় মশক ও পথের সামগ্রী সাথে নিয়ে মসজিদুল হারামে এসে উপস্থিত হলেন। এবং সে দিনটাও কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু নবী (স)-কে দেখতে পেলেন না। অবশেষে সন্ধ্যা হলে তিনি তার শোবার স্থানে ফিরে এলেন। এ সময় আলী (রা) তার কাছ দিয়ে যাবার সময় বললেন, কি ব্যাপার ! লোকটা কি এখনও নিজের বাসস্থান ঠিক করতে পারেনি, যেখানে সে অবস্থান

করবে। একথা বলে তিনি তাকে নিজের সাথে নিয়ে গেলেন। তাদের কেউই একে অন্যকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না। এভাবে তৃতীয় দিনও আলী (রা) অনুরূপ করলেন এবং তাকে নিজের সাথে রাখলেন। তারপর বললেন, তোমার আগমনের কারণটা আমাকে কি বলবে না? আবু যার (রা) বললেন, যদি আপনি আমার সাথে অঙ্গীকার করেন যে, আমাকে পথ দেখিয়ে দেবেন তবে আমি এক্ষুণি বলে দেব। তখন আলী (রা) ওয়াদা করলে তিনি ব্যাপারটা খুলে বললেন। আলী (রা) বললেন, তিনি সত্য নবী (স) এবং আল্লাহর রসূল (স)। যখন সকাল হবে তখন তুমি আমাকে অনুসরণ করবে। (পথিমধ্যে) যদি আমি তোমার ব্যাপারে আশঙ্কাজনক কিছু দেখি তবে থেমে পড়ব এবং এরূপ ভান করব যেন আমি পেশাব করতে বসেছি। তারপর যখন আমি চলতে শুরু করব, তুমিও আমার সাথে পিছু পিছু চলতে থাকবে এবং যেখানে আমি প্রবেশ করব তুমিও প্রবেশ করবে। আবু যার (রা) তাই করলেন এবং আলী (রা)-এর পেছনে পেছনে চলতে লাগলেন। অবশেষে আলী (রা) নবী (স)-এর খেদমতে গিয়ে হাজির হলেন এবং আবু যার (রা)-ও তার সাথে প্রবেশ করলেন। তারপর তিনি নবী (স)-এর কথাবার্তা শুনলেন এবং সেখানেই ইসলাম কবুল করলেন। নবী (সা) তাকে বললেন, তোমার কওমের নিকট যাও এবং তাদেরকে আমার কথা জানাও, এমনকি আমার প্রভাব প্রতিপত্তির খবর যখন তোমার নিকট পৌঁছুবে। (তখন তুমি আবার আমার কাছে আসবে, তার আগে নয়।) আবু যার (রা) বলেন, ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমি জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে এ কালেমার ঘোষণা দেব। এ কথা বলে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে মসজিদুল হারামে আসলেন এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রসূল! লোকেরা দাঁড়িয়ে গেল এবং তাকে প্রহার করতে করতে শুইয়ে দিল। এমন সময় আব্বাস (রা) সেখানে এলেন এবং তাকে আগলে ধরে বললেন, তোমাদের বিপদ অনিবার্য, তোমরা কি জান না যে, এ গিফার গোত্রের লোক আর তোমাদের ব্যবসায়ীদের সিরিয়া গমনের পথ সেখান দিয়েই। এ বলে তিনি তাকে লোকদের হাত থেকে উদ্ধার করলেন। অতপর পরদিনও অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। লোকেরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে বেদম প্রহার করল। (এদিনও) আব্বাস (রা) এসে তাকে আগলে ধরলেন।

৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ সাঈদ ইবনে যায়েদের ইসলাম গ্রহণ।

٣٥٧٥- عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فِى مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَقُولُ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِى وَاِنَّ عُمَرَ لَمُوثِقِى عَلَى الاسْلاَمِ قَبْلَ اَنْ يُسْلِمَ عُمَرُ وَلَوْ اَنَّ اُحُدًا اِرْفَضَّ لِلَّذِى صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ لَكَانَ (مَحْقُوقًا اَنْ يَرْفَضَّ) -

৩৫৭৫. কাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলকে কুফার মসজিদে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম, এমন এক সময় ছিল যখন আমি দেখেছি যে, উমর (রা) তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমাকে ইসলামের ওপর অবিচল থাকার কারণে বেঁধে রেখেছিলেন। কিন্তু তোমরা উসমান (রা)-এর সাথে যে আচরণ করলে (তাঁর শাহাদাতের প্রতি ইঙ্গিত) তার জন্য যদি ওহোদ পাহাড়ও প্রকম্পিত হয়ে ওঠে তবে তা বিচিত্র নয়।

৯৪-অনুচ্ছেদ ঃ উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ।

٣٥٧٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَازِلْنَا اَعِزَّةً مُنْذُ اَسْلَمَ عُمَرُ ـ

৩৫৭৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেন সেদিন থেকে সর্বদা আমরা বিজয়ীর আসনে সমাসীন হলাম।

٣٥٧٧- عَـــنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ فِى الدَّارِ خَائِفًا اِذْ جَـاءَهُ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ السَّهْمِىُّ اَبُوْ عَمْرٍو عَلَيْهِ حُلَّةُ حِبْرَةٍ وَقَمِيْصٌ مَكْفُوْفٌ بِحَـرِيْرٍ وَهُوَ مِنْ بَنِىْ سَهْمٍ وَهُمْ حُلَفَاؤُنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ مَا بَالُكَ قَالَ زَعَمَ قَوْمُكَ اَنَّهُمْ سَيَقْتُلُوْنِى اِنْ اَسْلَمْتُ قَالَ لاَ سَبِيْلَ اِلَيْكَ بَعْدَ اَنْ قَالَهَا اٰمِنْتُ فَخَرَجَ الْعَاصُ فَلَقِىَ النَّاسَ قَدْ سَالَ بِهِمُ الْوَادِىْ فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُوْنَ فَقَالُـــوا نُرِيْدُ هٰذَا ابْـنَ الْخَطَّابِ الَّذِىْ صَبَا قَالَ لاَ سَبِيْلَ اِلَيْهِ فَكَرَّ النَّاسُ ـ

৩৫৭৭. যায়েদ তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর একদা উমর (রা) ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। এ সময় 'আস ইবনে ওয়ায়েল সাহমী আবু উমর তাঁর কাছে আসল। তার গায়ে ছিল রেশমী চাদর ও রেশমী জরির জামা। আস ছিল বনী সহম গোত্রের লোক। আর বনী সহম জাহেলী যুগে আমাদের সাথে বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ ছিল। আস উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করল, তোমার অবস্থা কি ? তিনি জবাব দিলেন, তোমার কওমের লোকেরা বলছে, যদি আমি ইসলাম গ্রহণ করি তবে তারা আমাকে হত্যা করবে। আস বলল, তোমাকে কিছু করার মত ক্ষমতা কারো নেই। আসের এই কথা বলার পর উমর (রা) বললেন, এবার আমি শংকামুক্ত হলাম। অতপর আস সেখান থেকে বেরিয়ে আসল এবং দেখল যে, মক্কাভূমি লোকে লোকারণ্য। সে তাদেরকে লক্ষ করে বলল, তোমরা কোথায় যাচ্ছ ? তারা জবাব দিল উমর ইবনে খাত্তাবের নিকট যাচ্ছি, সে স্বধর্ম ত্যাগ করেছে। আস বলল, তোমরা তাকে কিছুই করতে পারবে না। একথা শুনে লোকেরা ফিরে গেল।

٣٥٧٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ لَمَّا اَسْلَمَ عُمَرُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ وَقَالُـــوا صَبَا عُمَـــرُ وَاَنَا غُلاَمٌ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِى فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيْبَاجٍ فَقَالَ قَدْ صَبَا عُمَرُ فَمَا ذَاكَ فَاَنَا لَهُ جَارٌ قَالَ فَرَاَيْتُ النَّاسَ تَصَدَّعُوْا عَنْهُ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ ـ

৩৫৭৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, উমর (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন কাফেররা তাঁর গৃহ পাশে এসে জড়ো হলো এবং বলতে লাগল, উমর স্বধর্ম ত্যাগ করেছে।

আমি তখন ছোট বালক, নিজেদের ঘরের ছাদের ওপর দাঁড়িয়েছিলাম। এ সময় একজন লোক আসল। তার গায়ে রেশমী জুব্বা। সে বলল, উমর স্বধর্ম ত্যাগ করেছে তাতে কি হয়েছে, আমি তার সাহায্যকারী। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, আমি লোকদেরকে দেখলাম যে, তারা এদিক সেদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটা কে? লোকেরা বলল, ইনি আস ইবনে ওয়ায়েল।

৩৫৭৯- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَا سَمِعْتُ عُمَرَ لِشَىْءٍ قَطُّ يَقُوْلُ اِنِّى لاَظُنُّهُ كَذَا اِلاَّ كَانَ كَمَا يَظُنُّ بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ اِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيْلٌ فَقَالَ لَقَدْ اَخْطَأَ ظَنِّى اَوْ اِنَّ هٰذَا عَلٰى دِيْنِهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ عَلَىَّ الرَّجُلَ فَدُعِىَ لَهُ فَقَالَ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ اسْتُقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ قَالَ فَاِنِّى اَعْزِمُ عَلَيْكَ اِلاَّ مَا اَخْبَرْتَنِى قَالَ كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَمَا اَعْجَبُ مَا جَاءَتْكَ بِهِ جِنِّيَتُكَ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا يَوْمًا فِى السُّوْقِ جَاءَتْنِى اَعْرِفُ فِيْهَا الْفَزَعَ فَقَالَتْ اَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَاِبْلاَسَهَا وَيَاْسَهَا مِنْ بَعْدِ اِنْكَاسِهَا وَلُحُوْقَهَا بِالْقِلاَصِ وَاَحْلاَسِهَا قَالَ عُمَرُ صَدَقَ بَيْنَمَا اَنَا عِنْدَ اٰلِهَتِهِمْ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِعِجْلٍ فَذَبَحَهُ فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ لَمْ اَسْمَعْ صَارِخًا قَطُّ اَشَدَّ صَوْتًا مِنْهُ يَقُوْلُ يَا جَلِيْحِ اَمْرٌ نَجِيْحٌ رَجُلٌ فَصِيْحٌ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ فَوَثَبَ الْقَوْمُ قُلْتُ لَمْ اَبْرَحْ حَتّٰى اَعْلَمَ مَا وَرَاءَ هٰذَا ثُمَّ نَادٰى يَا جَلِيْحُ اَمْرٌ نَجِيْحٌ رَجُلٌ فَصِيْحٌ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقُمْتُ فَمَا نَشِبْنَا اَنْ قِيْلَ هٰذَا نَبِىٌّ -

৩৫৭৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে যখনই কোন বিষয়ে এ কথা বলতে শুনেছি, আমি ব্যাপারটা এরূপ মনে করি তখনই তাঁর ধারণানুযায়ী ব্যাপারটা সংঘটিত হয়েছে। একদা উমর (রা) বসেছিলেন। এমন সময় একজন সুদর্শন লোক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বললেন, আমার ধারণা ভুলও হতে পারে। এ লোকটা হয়তো জাহেলী যুগের ধর্মাবলম্বী অথবা তাদের গণৎকার ছিল। লোকটাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। তখন তাকে ডাকা হলো। তিনি তাকে লক্ষ করে পূর্বোক্ত কথাটাই বললেন। তখন লোকটা বলল, একজন মুসলিমকে যেভাবে প্রশ্ন করা হচ্ছে তা আমি ইতিপূর্বে আর কখনো দেখিনি। তিনি [উমর (রা)] বললেন, আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি ব্যাপারটা আমাকে খুলে বল। সে বলল, আমি জাহেলী যুগে তাদের গণৎকার ছিলাম। তিনি বললেন, জ্বীন তোমাকে যে খবরগুলো দিয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর একটা খবর আমাকে শোনাও। সে বলল, একদিন আমি বাজারের মধ্যে ছিলাম। এমন সময় জ্বীনটা আমার নিকট আসল এবং আমি তার মধ্যে ভীতির ভাব লক্ষ্য করলাম। সে বলল, জ্বীনদের ব্যাপারে তুমি জানো না। যখন থেকে তাদেরকে

আসমানী খবর শুনতে বাধা দেয়া হয়েছে তখন থেকে তারা কতটা বিমূঢ় ও নিরাশ হয়ে পড়েছে এবং এখন থেকে জনবসতিতে আর তাদের আনাগোনা হবে না, বরং উটদের সাথে জংগলে তারা থাকবে। উমর (রা) বললেন, সে সত্য বলেছে। কেননা একদিন আমি তাদের দেবতাদের নিকট শুয়েছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি একটা গরুর বাচ্চা নিয়ে সেখানে আসল এবং তাকে যবেহ করল। তখন এক ব্যক্তি এমন জোরে চীৎকার দিয়ে উঠল যে, আমি কখনো এরূপ ভয়ংকর চীৎকার শুনিনি। চীৎকার দিয়ে সে বলছিল, হে কর্মঠ ও চতুর ব্যক্তি ! একটা সফলতা লাভকারী ঘটনা শীগগীরই প্রকাশ পাবে, আর তাহলো এই যে, একজন বাগ্মী ব্যক্তি ঘোষণা করবে "তুমি (আল্লাহ) ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই।" এ কথা শুনে লোকেরা সবাই দ্রুত পলায়ন করল। উমর (রা) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, এর অন্তর্নিহিত রহস্য না জেনে আমি স্থান ত্যাগ করব না। তারপর পুনরায় আওয়াজ হলো হে কর্মঠ ও চতুর ব্যক্তি ! একটা সফলতা অর্জনকারী ঘটনা শীগগীরই প্রকাশ পাবে, আর তাহলো এই যে, একজন বাগ্মী ব্যক্তি ঘোষণা করবে ঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই।" তারপর আমি উঠে দাঁড়ালাম। তার কিছু দিন পরই লোকদের মধ্যে বলাবলি শুরু হলো যে, ইনিই নবী।

٣٥٨٠- عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ ابْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ لِلْقَوْمِ لَوْ رَأَيْتُنِى مُوْثِقِى عُمَرُ عَلَى الْاِسْلَامِ اَنَا وَاُخْتُهُ وَمَا اَسْلَمَ وَلَوْ اَنْ اُحُدًا اِنْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ لَكَانَ مَحْقُوْقًا اَنْ يَنْقَضَّ -

৩৫৮০. কাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনে যায়েদকে তার কওমের প্রতি লক্ষ করে একথা বলতে শুনেছি, আমি নিজেকে দেখেছি যে, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে উমর (রা) আমাকে এবং তার বোন (ফাতেমা)-কে বেঁধে রেখেছিলেন। তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু তোমরা উসমান (রা)-এর সাথে যে আচরণ করেছ তার জন্য যদি ওহোদ পাহাড়ও ফেটে পড়ার উপক্রম হয় তবে তা বিচিত্র নয়।

৯৫-অনুচ্ছেদ ঃ চাঁদ দ্বিখন্ডিত করণ প্রসঙ্গ।

٣٥٨١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَهْلَ مَكَّةَ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُرِيَهُمْ اٰيَةً فَاَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ حَتّٰى رَاَوْا حِرَاءً بَيْنَهُمَا -

৩৫৮১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মক্কাবাসীরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট (নবুয়তের নিদর্শন স্বরূপ) কোন মু'জিযা প্রদর্শনের দাবী জানালে তিনি তাদেরকে চাঁদ দ্বিখন্ডিত করে দেখালেন। এমনকি তারা হেরা পর্বতকে ঐ খন্ড দু'টোর মাঝখানে দেখতে পেল।

٣٥٨٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِمِنًى فَقَالَ اَشْهَدُوْا وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ نَحْوَ الْجَبَلِ وَقَالَ اَبُوْ الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِنْشَقَّ بِمَكَّةَ -

৩৫৮২. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয় তখন আমরা নবী (স)-এর সাথে মিনায় অবস্থান করছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক। (আমরা দেখলাম) চাঁদের একটা খন্ড (হেরা) পর্বতের দিকে চলে গেল। রাবী আবুযযোহা মাসরুকের বরাত দিয়ে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, চাঁদ দ্বিখন্ডিত করণ মক্কায় হয়েছিল।[৭৩]

٣٥٨٢- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ عَلٰى زَمَانِ رَسُوْلُ اللّٰهِ

৩৫৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স)-এর যমানায় চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়।

٣٥٨٤- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرَ ـ

৩৫৮৪. আবদুল্লাহ (রা) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। নবী (স)-এর যমানায় চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়েছিল।

৯৬-অনুচ্ছেদ ঃ আবিসিনিয়ায় হিজরত। আয়েশা (রা) বলেন ঃ নবী (স) বলেছেন, আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান দেখানো হয়েছে। ঐ স্থানটা দু'টি পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত ও খেজুরের ঘনবনে আচ্ছাদিত। তখন যারা হিজরত করলেন তারা মদীনার দিকেই করলেন এবং যারা ইতিপূর্বে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

এ বিষয়ে আবু মূসা (রা) ও নবী (স) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

٣٥٨٥- عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْاَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ قَالاَ لَهُ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تُكَلِّمَ خَالَكَ عُثْمَانَ فِىْ اَخِيْهِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ وَكَانَ اَكْثَرَ (اَكْبَرَ) النَّاسُ فِيْمَا فَعَلَ بِهِ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَانْتَصَبْتُ لِعُثْمَانَ حِيْنَ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّ لِىْ اِلَيْكَ حَاجَةً وَهِىَ نَصِيْحَةٌ فَقَالَ اَيُّهَا الْمَرْءُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ فَانْصَرَفْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلاَةَ جَلَسْتُ اِلَى الْمِسْوَرِ وَاِلَى اِبْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ فَحَدَّثْتُهُمَا بِالَّذِىْ قُلْتُ لِعُثْمَانَ وَقَالَ لِىْ فَقَالاَ قَدْ قَضَيْتَ الَّذِىْ كَانَ عَلَيْكَ فَبَيْنَمَا اَنَا جَالِسٌ مَعَهُمَا اِذْ جَاءَنِىْ رَسُوْلُ عُثْمَانَ فَقَالاَ لِىْ قَدِ ابْتَلاَكَ اللّٰهُ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا نَصِيْحَتُكَ الَّتِىْ ذَكَرْتَ اٰنِفًا قَالَ فَتَشَهَّدْتُ ثُمَّ قُلْتُ : اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتَ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلّٰهِ رَسُوْلِهِ ﷺ وَاٰمَنْتَ بِهِ وَهَاجَرْتَ الْهِجْرَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ وَصَحِبْتَ

৭৩. উভয় সূত্রের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, কেননা মীনা মক্কাতেই অবস্থিত।

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَأَيْتَ هَدْيَهُ وَقَدْ اَكْثَرَ النَّاسِ فِيْ شَأْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ فَحَقَّ عَلَيْكَ اَنْ تُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ لِيْ يَا ابْنَ اَخِيْ (اُخْتِيْ) اَدْرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلْتُ لَا وَلٰكِنَّ قَدْ خَلَصَ اِلَيَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا خَلَصَ اِلَى الْعَذْرَاءِ فِيْ سِتْرِهَا قَالَ فَتَشَهَّدَ عُثْمَانُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاٰمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ الْاَوَّلَيْنِ كَمَا قُلْتَ وَصَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَبَايَعْتُهُ وَاللّٰهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَخْلَفَ اللّٰهُ اَبَا بَكْرٍ فَوَاللّٰهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ ثُمَّ اسْتُخْلِفْتُ اَفَلَيْسَ لِيْ عَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِيْ كَانَ لَهُمْ عَلَيَّ قَالَ بَلٰى قَالَ فَمَا هٰذِهِ الْاَحَادِيْثُ الَّتِيْ تَبْلُغُنِيْ عَنْكُمْ (مِنَ الْحَقِّ) فَاَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ فَسَنَأْخُذُ فِيْهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِالْحَقِّ قَالَ فَجَلَدَ الْوَلِيْدَ اَرْبَعِيْنَ جَلْدَةً وَاَمَرَ عَلِيًّا اَنْ يَجْلِدَهُ وَكَانَ هُوَ يَجْلِدُهُ وَقَالَ يُوْنُسُ وَابْنُ اَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَفَلَيْسَ لِيْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِيْ كَانَ لَهُمْ -

৩৫৮৫. উবাইদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস তাকে বললেন, (হে উবাইদুল্লাহ !) তুমি তোমার মামা উসমান (রা)-এর সাথে তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই ওয়ালীদ ইবনে উকবা সম্পর্কে কেন আলোচনা করছ না। অথচ লোকেরা তার ব্যাপারে বড়ই সমালোচনা মুখর। উবাইদুল্লাহ বলেন, যখন উসমান (রা) নামায পড়তে মসজিদে এলেন তখন আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং তাঁকে বললাম, আপনার কাছে আমার কিছু প্রয়োজন রয়েছে এবং তা আপনার মঙ্গলের জন্যই। তিনি বললেন, ওহে বাপু ! আমি তোমার কাছ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। একথা শুনে আমি তাঁর সামনে থেকে সরে গেলাম। তারপর নামায শেষ করে আমি মিসওয়ার ও ইবনে আবদে ইয়াগুসের নিকট গিয়ে বসলাম এবং আমি উসমান (রা)-কে যা বললাম ও তিনি আমাকে যে জবাব দিলেন তা তাদের নিকট বর্ণনা করলাম। তারা উভয়ে বললেন, তোমার দায়িত্ব তুমি পালন করেছ। আমি তাদের দু'জনের কাছে বসে আছি, এমন সময় উসমান (রা)-এর দূত আমার নিকট এসে হাজির হল। তখন তারা দু'জন আমাকে বললেন, আল্লাহ তোমাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। আমি চললাম এবং তাঁর কাছে হাজির হলাম। তিনি বললেন, কিছুক্ষণ পূর্বে যে বিষয়টা সম্পর্কে তুমি বলতে চাইছিলে সেটা কি ? উবাইদুল্লাহ বলেন, আমি তখন কালেমা তাশাহুদ পড়লাম এবং তারপর বললাম আল্লাহ মুহাম্মদ (স)-কে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর আপনি তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহবানে সাড়া দিয়েছেন এবং আপনি তাঁর

প্রতি ঈমান এনেছেন। আপনি প্রথম দু'টি হিজরত (আবিসিনিয়ায় ও মদীনায়) করেছেন। আপনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর চাল চলন ও স্বভাব চরিত্র স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন। আপনার অবগতির জন্য বলছি, লোকেরা ওয়ালীদ ইবনে উকবার ব্যাপারে অনেক কথা বলাবলি করছে। সুতরাং আপনার উচিত তার ওপর হদ জারী করা। তিনি উসমান (রা) তখন আমাকে বললেন, হে ভাতিজা ! তুমি কি রসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর জীবদ্দশায় পেয়েছ ? উবাইদুল্লাহ বলেন, আমি বললাম, না। কিন্তু তাঁর সংবাদ আমার কাছে পৌঁছেছে যেমনিভাবে কুমারী মেয়েদের নিকট পর্দার অন্তরালে সংবাদ পৌঁছে থাকে। উবাইদুল্লাহ বলেন, উসমান (রা) তখন তাশাহুদ পড়লেন এবং বললেন, একথা নিশ্চিত যে, আল্লাহ মুহাম্মদ (স)-কে সত্যের বাহকরূপে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর একথাও সত্যি যে, আমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহবানে সাড়া দিয়েছেন এবং যে কিতাব দিয়ে মুহাম্মদ (স) -কে পাঠানো হয়েছে তার প্রতিও আমি ঈমান এনেছি। আমি প্রথম দু'টি হিজরত করেছি, যেমন তুমি নিজেই বললে। আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছি এবং তাঁর আনুগত্য কবুল করেছি। আল্লাহর কসম ! আমি কখনো তাঁর অবাধ্য হইনি এবং কখনো তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। অবশেষে আল্লাহ তাকে ওফাত দেন। তারপর আল্লাহ আবু বকর (রা)-কে খলীফা পদে অধিষ্ঠিত করেন। আল্লাহর কসম ! আমি কখনো তাঁর অবাধ্য হইনি এবং কখনো তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। অতপর উমর (রা) খলীফা নির্বাচিত হন। আল্লাহর কসম ! আমি কখনো তাঁর অবাধ্য হইনি এবং কখনো তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে ওফাত দান করেন। তারপর আমি খলীফা নির্বাচিত হলাম। সুতরাং তোমাদের ওপর আমার কি সেই অধিকার নেই যেমনটা ছিল তাঁদের ওপর। উবাইদুল্লাহ বললেন, হাঁ। নিশ্চয়ই রয়েছে। তাহলে এসব কেমন কথা, যা তোমাদের পক্ষ থেকে আমার কানে আসছে ?

আর ওয়ালীদ ইবনে উকবা সম্পর্কে যা বললে সে ব্যাপারে অনতিবিলম্বে আমি সঠিক পথ অবলম্বন করব, ইনশাআল্লাহ। উবাবইদুল্লাহ বলেন, অতপর তিনি ওয়ালীদকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত প্রদানের পক্ষে রায় দেন এবং আলী (রা)-কে নির্দেশ দেন তাকে বেত্রাঘাত প্রদানের জন্য। আর আলীই তখন অপরাধীদের বেত্রাঘাত প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

ইউনুস ও যুহরীর ভাতিজা যুহরীর বরাত দিয়ে এক বর্ণানায় বলেছেন, তোমাদের ওপর কি আমার সেই অধিকার নেই যেমন অধিকার ছিল খলীফাদের আমার ওপর ?[৭৪]

٣٥٨٦- عَـنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ وَاُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ

৭৪. ওয়ালীদ ইবনে উকবা ছিলেন উসমান (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভাই। অর্থাৎ তাঁর মায়ের পূর্বেকার স্বামীর ঔরসজাত সন্তান। উসমান (রা) খলীফা নির্বাচিত হবার পর সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে পদচ্যুত করে ওয়ালীদ ইবনে উকবাকে কুফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। একদিন তিনি ফজরের নামাযে ফরয দু'রাকাতের স্থলে চার রাকাত পড়েন এবং সমবেত মুসল্লীদের লক্ষ করে বলেন, আমি তোমাদের জন্য নামায বৃদ্ধি করে দিলাম। পরে জানা গেল যে, তিনি তখন নেশাগ্রস্ত ছিলেন অর্থাৎ শরাব পান করে মসজিদে এসেছিলেন। এতে লোকেরা তার বিরুদ্ধে সমালোচনা মুখর হয়ে ওঠে। পরে উসমান (রা) তাকে এ অপরাধের জন্য চল্লিশটি বেত্রাঘাত প্রদানের নির্দেশ দেন। অপর এক বর্ণনায় আশিটি বেত্রাঘাতের উল্লেখ রয়েছে। তবে চল্লিশ বেত্রাঘাতের বর্ণনা সম্বলিত হাদীসটিই অধিকতর সহীহ।

فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ أُوْلَئِكَ اِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُوْلَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

৩৫৮৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উম্মে হাবীবা ও উম্মে সালামা খৃষ্টানদের একটা গির্জা সম্পর্কে তার কাছে বললেন যা তারা আবিসিনিয়ায় দেখে এসেছিলেন—যার মধ্যে অংকিত ছিল শুধু ছবি আর ছবি। তারপর নবী (স)-এর সাথেও ঐ গির্জা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন নবী (স) বললেন, ঐসব লোকের অবস্থা ছিল এই যে, যখন তাদের কোন সৎ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করতো তখন তার কবরের ওপর তারা মসজিদ নির্মাণ করতো এবং তাতে ঐ সকল ছবি অঙ্কন করতো। এসব লোক কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট মাখলুক হিসেবে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে।

٣٥٨٧- عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ قَالَتْ قَدِمْتُ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَأَنَا جُوَيْرِيَةٌ فَكَسَانِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمِيْصَةً لَهَا أَعْلَامٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ الْأَعْلَامَ بِيَدِهِ وَيَقُوْلُ سَنَاهْ سَنَاهْ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ يَعْنِي حَسَنٌ حَسَنٌ ـ

৩৫৮৭. খালেদ তনয়া উম্মে খালেদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় আসলাম তখন আমি একটি ছোট বালিকা। রসূলুল্লাহ (স) আমাকে একটা নকশা করা কাপড় পরতে দিলেন। অতপর রসূলুল্লাহ (স) ঐ ছাপার নকশার ওপর নিজের হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, বাহ্ ভারী সুন্দর ! ভারী সুন্দর ! হুম-ইদী বলেন, (আবিসিনিয় ভাষায়) سناه শব্দের অর্থ সুন্দর।

٣٥٨٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا قَالَ اِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا فَقُلْتُ لِاِبْرَاهِيْمَ كَيْفَ تَصْنَعُ اَنْتَ قَالَ اَرُدُّ فِي نَفْسِي ـ

৩৫৮৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-কে নামায পড়াকালীন সময়ে সালাম করতাম।[৭৫] তিনি নামাযে থেকেই আমাদের সালামের জবাব দিতেন। কিন্তু যখন আমরা আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলাম তখন তাঁকে [নবী (স)-কে] আমরা নামাযের অবস্থায় সালাম করলে তিনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন না। নামায শেষে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! ইতিপূর্বে আমরা আপনাকে নামাযের মধ্যে সালাম করলে আপনি আমাদের জবাব

৭৫. ইসলামের প্রথম দিকে নামাযের মধ্যে থেকে কথা বলা বা সালামের জবাব দেয়া বৈধ ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। উপরোক্ত হাদীসটাই তার দলীল।

দিতেন কিন্তু আজ তো আপনি জবাব দিলেন না। তিনি বললেন, নামাযের মধ্যে আল্লাহর ধ্যানে লিপ্ত হতে হয়। তাই বাইরের সালাম-কালামের জবাব বাঞ্ছনীয় নয়। অধস্তন রাবী সুলাইমান বলেন, আমি ইবরাহীম নখয়ীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি করেন যদি কেউ আপনাকে নামাযের মধ্যে সালাম করে ? তিনি বললেন, আমি মনে মনে জবাব দিয়ে দেই (মুখে কিছু বলি না)।

٣٥٨٩- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِىِّ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَرَكِبْنَا سَفِيْنَةً فَأَلْقَتْنَا سَفِيْنَتُنَا اِلَى النَّجَاشِىِّ بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتّٰى قَدِمْنَا فَوَافَقْنَا النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَكُمْ اَنْتُمْ يَا اَهْلَ السَّفِيْنَةِ هِجْرَتَانِ -

৩৫৮৯. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর আবির্ভাবের সংবাদ যখন আমাদের কাছে পৌছল তখন আমরা ইয়েমেনে অবস্থান করছিলাম। আমরা একখানা নৌকায় আরোহণ করলাম। কিন্তু আমাদের নৌকা আমাদেরকে নিয়ে পৌছাল আবিসিনিয়ার (বাদশাহ) নাজ্জাশীর নিকট। সেখানে আমরা জাফর ইবনে আবু তালিবকে পেলাম এবং তার সাথেই অবস্থান করতে লাগলাম। অবশেষে আমরা মদীনায় আসলাম এবং নবী (স)-এর সাথে ঐ সময় মিলিত হলাম যখন তিনি খায়বার বিজয় করেন। তিনি বললেন, হে নৌকার আরোহীরা ! তোমরা দু'টি হিজরতের মর্যাদা লাভ করেছ। এক–ইয়েমেন থেকে আবিসিনিয়া পর্যন্ত, দুই–আবিসিনিয়া থেকে মদীনা পর্যন্ত।

৯৭-অনুচ্ছেদ ঃ নাজ্জাশীর মৃত্যু প্রসঙ্গে।

٣٥٩٠- عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ حِيْنَ مَاتَ النَّجَاشِىُّ مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلٰى اَخِيْكُمْ اَصْحَمَةَ -

৩৫৯০. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশীর যেদিন মৃত্যু ঘটল নবী (স) বললেন, আজ একজন সৎব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে। সুতরাং তোমরা ওঠ এবং তোমাদের ভাই আসহামার (নাজ্জাশীর নাম) জানাযার নামায পড়।

٣٥٩١- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى عَلٰى (اَصْحَمَةَ) النَّجَاشِىِّ فَصَفَّنَا وَرَاءَهُ فَكُنْتُ فِى الصَّفِّ الثَّانِىْ اَوِ الثَّالِثِ -

৩৫৯১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী (স) নাজ্জাশীর জানাযার নামায পড়েন এবং তখন আমরা তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় সারিতে ছিলাম।

٣٥٩٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى عَلٰى اَصْحَمَةَ النَّجَاشِىِّ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا -

৩৫৯২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) নাজ্জাশী আস্‌হামার (জানাযার) নামায পড়েন এবং চারবার তাকবীর উচ্চারণ করেন।

٣٥٩٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعَى لَهُمُ النَّجَاشِىَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لاَخِيْكُمْ وَعَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَفَّ بِهِمْ فِى الْمُصَلَّى فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ (عَلَيْهِ) اَرْبَعًا -

৩৫৯৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী যেদিন মারা যান সেদিনই রসূলুল্লাহ (স) সাহাবাদেরকে তার মৃত্যু সংবাদ দেন এবং বলেন, তোমরা তোমাদের ভাই-এর জন্য মাগফিরাত কামনা কর।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে (অপর এক সূত্রে) বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) সাহাবাদেরকে নিয়ে ঈদগাহে গিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান এবং তার জানাযার নামায পড়েন এবং চারবার তাকবীর উচ্চারণ করেন।

৯৮-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বিরোধিতায় মুশরিকদের শপথ গ্রহণ প্রসঙ্গে।

٣٥٩٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اَرَادَ حُنَيْنًا مَنْزِلُنَا غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِخَيْفِ بَنِىْ كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ -

৩৫৯৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন হুনাইন যাবার সংকল্প করলেন তখন বললেন, আল্লাহ চাহে তো আগামীকাল আমরা বনী কিনানা গোত্রের সমতল ভূমিতে অবতরণ করব, যেখানে তারা পরস্পর কুফরীর শপথ গ্রহণ করেছিল।

৯৯-অনুচ্ছেদ ঃ আবু তালিবের বর্ণনা।

٣٥٩٥- عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ مَا اَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ فَاِنَّهُ كَانَ يَحُوْطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ هُوَ فِىْ ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْ لاَ اَنَا لَكَانَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ -

৩৫৯৫. আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আপনার চাচার কি উপকার করেছেন ? তিনি আপনাকে সাহায্য-সহযোগিতা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন এবং আপনার জন্য লড়াই করতেন। নবী (স) বললেন, তিনি (আবু তালিব) বর্তমানে শুধু পায়ের গিঁট পর্যন্ত আগুনে ডুবে আছেন। যদি আমি না হতাম তবে তিনি দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে থাকতেন।

٣٥٩٦- عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَبَا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ وَعِنْدَهُ اَبُوْ جَهْلٍ فَقَالَ اَىْ عَمِّ قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَلِمَةً اُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ

اللهِ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ اَبِىْ اُمَيَّةَ يَا اَبَا طَالِبٍ تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَالاَ يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى قَالَ اٰخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ عَلٰى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِىُّ لاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَالَمْ اُنْهَ عَنْهُ فَنَزَلَتْ مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُوْلِىْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ وَنَزَلَتْ اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ ـ

৩৫৯৬. সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) তার পিতা মুসাইয়াব থেকে বর্ননা করেছেন। আবু তালিবের যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো নবী (স) তার নিকট উপস্থিত হলেন। তখন আবু জেহেল তার কাছে বসা ছিল। নবী (স) বললেন, হে চাচাজান ! শুধু লাইলাহা ইল্লাল্লাহু কালেমাটি একবার বলুন। যাতে আমি আপনার ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাতে পারি। তখন আবু জেহেল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া বলল, তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে ? তারা দু'জনে বরাবর তাকে এ কথাটি বলতে থাকে। অবশেষে তাদের সাথে আবু তালিব সর্বশেষে যে কথাটি বলল, তা হলো ঃ আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের অনুসারী হিসেবে মৃত্যু বরণ করছি। তখন নবী (স) বললেন, আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব যে পর্যন্ত আমাকে আপনার ব্যাপারে নিষেধ করা না হয়। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ "নবী ও মুমিনদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত নয়, যদি তারা সম্পর্কের দিক থেকে তাদের নিকটাত্মীয়ও হয়, যখন তাদের কাছে এটা প্রকাশ হয়ে গেছে যে, তারা দোযখের অধিবাসী।" আরো অবতীর্ণ হলো ঃ "হে নবী (স) ! আপনি যাকে চাইবেন তাকেই হেদায়াত করতে পারবেন না।"

٣٥٩٧- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِىْ ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِىْ مِنْهُ دِمَاغُهُ ـ

৩৫৯৭. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি শুনেছেন, একদা নবী (স)-এর নিকট তার চাচা (আবু তালিব) সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, আশা করা যায়, কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ তার কিছু উপকারে আসবে। ফলত দোযখের আগুন শুধু তার (পায়ের) গিরাদ্বয় পর্যন্ত স্পর্শ করবে। কিন্তু এর ফলেই তার মস্তিষ্ক টগবগ করে ফুটতে থাকবে।

٣٥٩٨- عَنْ يَزِيْدَ بِهٰذَا وَقَالَ تَغْلِىْ مِنْهُ اُمُّ دِمَاغِهِ ـ

৩৫৯৮. ইয়াযিদ ইবনে হাদী (রা) থেকেও অনুরূপ রেওয়ায়েত বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আগুনের উত্তাপে তার মস্তিষ্কের গোড়া পর্যন্ত ফুটতে থাকবে।

১০০-অনুচ্ছেদ ঃ ভ্রমণের রাত সম্পর্কিত হাদীস।

قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى : سُبْحَانَ الَّذِى اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَـرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى -

"আল্লাহ বলেন ঃ সেই সত্তা অতি পবিত্র যিনি তার বান্দাহ (মুহাম্মদ)-কে রাতের বেলা মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা (বাইতুল মাকদাস) পর্যন্ত নিয়ে গেছেন।"
– (বনি ইসরাঈল ঃ ১)

٣٥٩٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَمَّا كَذَّبَنِى قُرَيْشٌ قُمْتُ فِى الْحِجْرِ فَجَلاَ اللّٰهُ لِىْ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَطَفِقْتُ اُخْبِرُهُمْ عَنْ اٰيَاتِهٖ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ -

৩৫৯৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন, মিরাজের ব্যাপারে কুরাইশরা যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করল তখন আমি (কা'বার) হিজর অংশে দাঁড়ালাম। আর আল্লাহ বাইতুল মাকদাস মসজিদটিকে আমার সামনে উদ্ভাসিত করলেন। ফলে আমি তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার চিহ্ন ও নিদর্শনগুলো তাদেরকে বলে দিতে থাকলাম।

১০১-অনুচ্ছেদ ঃ মিরাজ প্রসঙ্গে।

٣٦٠٠- عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ اُسْرِىَ بِهٖ بَيْنَمَا اَنَا فِى الْحَطِيْمِ وَرُبَّمَا قَالَ فِى الْحِجْرِ مُضْطَجِعًا اِذْ اَتَانِىْ اٰتٍ فَقَدَّ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هٰذِهٖ اِلٰى هٰذِهٖ فَقُلْتُ لِلْجَارُوْدِ وَهُوَ اِلٰى جَنْبِىْ مَا يَعْنِىْ بِهٖ قَالَ مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهٖ اِلٰى شِعْرَتِهٖ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مِنْ قَصِّهٖ اِلٰى شِعْرَتِهٖ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِىْ ثُمَّ اُتِيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوْءَةٍ اِيْمَانًا فَغَسَلَ قَلْبِىْ ثُمَّ حَشِىَ (اُعِيْدَ) ثُمَّ اُتِيْتُ بِدَابَّةٍ دُوْنَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ اَبْيَضَ فَقَالَ لَهُ الْجَارُوْدُ هُوَ الْبُرَاقُ يَا اَبَا حَمْزَةَ قَالَ اَنَسٌ نَعَمْ يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ اَقْصٰى طَرْفِهٖ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِىْ جِبْرِيْلُ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ فَقِيْلَ مَنْ هٰـذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِىْءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا فِيْهَا اٰدَمُ فَقَالَ هٰذَا اَبُوْكَ اٰدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِىِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِىْ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰـذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ

مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ اِذَا يَحْيٰى وَعِيْسٰى وَهُمَا اُبْنَا الْخَالَةِ قَالَ هٰذَا يَحْيٰى وَعِيْسٰى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ثُمَّ قَالاَ مَرْحَبًا بِالاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِىْ اِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ اِذَا يُوْسُفُ قَالَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِىْ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ اِلٰى اِدْرِيسَ قَالَ هٰذَا اِدْرِيْسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِىْ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا هَارُوْنُ قَالَ هٰذَا هَارُوْنُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِىْ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ اِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا مُوْسٰى قَالَ هٰذَا مُوْسٰى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكٰى قِيلَ لَهُ مَا يُبْكِيكَ قَالَ اَبْكِى لِاَنَّ غُلاَمًا بُعِثَ بَعْدِىْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِهِ اَكْثَرُ مَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ اُمَّتِىْ ثُمَّ صَعِدَ بِىْ اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ هٰذَا اَبُوْكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلاَمَ قَالَ مَرْحَبًا بِالاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

ثُمَّ رُفِعَتْ لِيْ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى فَاِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلاَلِ هَجَرَ وَاِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ اٰذَانِ الْفِيلَةِ قَالَ هٰذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى وَاِذَا اَرْبَعَةُ اَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَقُلْتُ مَا هٰذَانِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ اَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَاَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيْلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ ثُمَّ اُتِيْتُ بِاِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَاِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَاِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ فَاَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ اَنْتَ عَلَيْهَا وَاُمَّتُكَ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِيْنَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلٰى مُوْسٰى فَقَالَ بِمَا اُمِرْتَ قَالَ اُمِرْتُ بِخَمْسِيْنَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ خَمْسِيْنَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ وَاِنِّي وَاللّٰهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاَسْاَلْهُ التَّخْفِيْفَ لاُمَّتِكَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّيْ عَشْرًا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَاُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ كُلَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَاُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ بِمَا اُمِرْتَ قُلْتُ اُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَاِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْاَلْهُ التَّخْفِيْفَ لاُمَّتِكَ قَالَ سَاَلْتُ رَبِّي حَتّٰى اسْتَحْيَيْتُ وَلٰكِنْ اَرْضٰى وَاُسَلِّمُ قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادٰى مُنَادٍ اَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِيْ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِيْ ـ

৩৬০০. মালেক ইবনে সা'সাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-কে যে রাতে আকাশ ভ্রমণ করানো হয়েছিল সে রাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি সাহাবাদের বলেছেন ঃ আমি কা'বার হাতিম অংশে শুয়েছিলাম। রাবী কাতাদা কখনো কখনো (হাতীমের স্থলে) হিজর বলতেন। হঠাৎ একজন আগন্তুক (জিবরাঈল) আমার নিকট আসলেন। তিনি আমার এ স্থান থেকে এ স্থান পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন। রাবী কাতাদা বলেন, আমি আনাস (রা)-কে কখনো 'কাদ্দা' বা চিরলেন শব্দ আবার কখনো 'শাক্কা' বা ফাঁড়লেন শব্দ ব্যবহার করতে শুনেছি। আমি আমার পাশে বসা জারুদকে জিজ্ঞেস করলাম, এ স্থান থেকে এ স্থান পর্যন্ত এর অর্থ কি ? তিনি বলেন, হলকুমের নীচ থেকে নাভী পর্যন্ত। (কাতাদা বলেন,) আমি

আনাস (রা)-কে কখনো من ثغرة نحره (হলকুমের নিম্নভাগ) শব্দের স্থলে من قصه (সিনার উপরিভাগ) শব্দ বলতে শুনেছি।

নবী (স) বলেন, অতপর তিনি আমার হৃৎপিন্ডটি বের করলেন। তারপর ঈমানে পরিপূর্ণ একটা সোনার থালা আমার কাছে আনা হলো এবং আমার হৃৎপিন্ডটাকে তাতে ধৌত করা হলো। তারপর তাকে আবার পূর্বের মতো রাখা হলো। অতপর আকারে খচ্চরের চাইতে ছোট ও গাধার চাইতে বড় একটি শুভ্র জানোয়ার আমার সামনে হাজির করা হলো। জারুদ আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হামযা ! (আনাসের ডাক নাম) ওটাই কি বুরাক ছিল ? আনাস (রা) বললেন, হাঁ। তার প্রতিটি পদক্ষেপ তর দৃষ্টির শেষ সীমানায় পড়তো। নবী (স) বলেন, অতপর আমাকে তার ওপর আরোহণ করানো হলো।

তারপর জিবরাইল আমাকে সঙ্গে নিয়ে উর্ধ্বলোকে যাত্রা করলেন এবং নিকটতম আসমানে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে ? জিবরাইল বললেন, জিবরাইল, আবার জিজ্ঞেস করা হলো, "আপনার সঙ্গে আর কে ?" তিনি বললেন, মুহাম্মদ (স)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন, হাঁ। তখন বলা হলো, তার প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন কতইনা উত্তম ! তারপর দরজা খুলে দেয়া হলো। যখন আমি ভেতরে পৌছলাম তখন সেখানে দেখতে পেলাম আদম (আ)-কে। জিবরাইল বললেন, ইনি আপনার পিতা আদম। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেক্‌কার পুত্র ও নেক্‌কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

অতপর জিবরাইল (আ) আমাকে নিয়ে আরো উর্ধে আরোহণ করতে লাগলেন এবং দ্বিতীয় আসমানে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে ? তিনি বললেন, জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনার সঙ্গে আর কে ?' তিনি বললেন, মুহাম্মদ (স)। পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করা হলো তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন, হাঁ। তখন বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ। তারপর দরজা খুলে দেয়া হলো। আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে দেখতে পেলাম ইয়াহইয়া ও ঈসা (আ)-কে তাঁরা দু'জন পরস্পর খালাতো ভাই।[৭৬] জিরবাইল আমাকে বললেন, এরা হলেন ইয়াহইয়া ও ঈসা (আ)। আপনি তাঁদেরকে সালাম করুন। আমি যখন সালাম করলাম, তাঁরা উভয়ে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেক্‌কার ভাই ও নেক্‌কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর জিবরাইল আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানে উঠলেন এবং দরজা খুলে দিতে বললেন, জিজ্ঞেস করা হলো, কে ? তিনি বললেন ঃ জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো ঃ আপনার সঙ্গে কে ? তিনি বললেন ঃ মুহাম্মদ (স)। পুনরায় বলা হলো ঃ তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। বলা হলো তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ। অতপর দরজ খুলে দেয়া হলো। ভেতরে প্রবেশ করে আমি

৭৬. মূলত তাঁরা দু'জন পরস্পর খালাতো ভাই নন। বরং ঈসা (আ)-এর মাতা এবং ইয়াহইয়া (আ) পরস্পর খালাতো ভাই বোন ছিলেন। পিতা বলতে যেমন পিতামহকে বুঝায় তেমনি মাতা বলতে মাতামহীকে বুঝিয়ে থাকে। এ প্রয়োগ মতে ঈসা (আ)-এর মাতামহীকে তার মাতা ধরে অনুরূপ উক্তি করা হয়েছে।

সেখানে ইউসুফ (আ)-কে দেখতে পেলাম। জিবরাইল (আ) বললেন ঃ ইনি হলেন ইউসুফ (আ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন ঃ নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর জিবরাইল আমাকে নিয়ে আরো উর্ধলোকে যাত্রা করলেন এবং চতুর্থ আসমানে এসে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কে ? তিনি বললেন ঃ জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো ঃ আপনার সাথে আর কে ? তিনি বললেন ঃ মুহাম্মদ (স)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। বলা হলো ঃ তাঁর প্রতি সাদর অভিনন্দন। তাঁর আগমন বড়ই শুভ। অতপর দরজা খুলে দেয়া হলো। আমি ভেতরে ইদরীস (আ)-এর নিকট গিয়ে পৌছলে জিবরাইল আমাকে বললেনঃ ইনি ইদরীস (আ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি তার উত্তর দিলেন। তারপর বললেন ঃ নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর জিবরাইল আমাকে নিয়ে আরো উর্ধলোকে উঠতে শুরু করলেন এবং পঞ্চম আসমানে এসে দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কে ? তিনি বললেন ঃ জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো ঃ আপনার সঙ্গে আর কে ? তিনি বললেন ঃ মুহাম্মদ (স)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। বলা হলো ঃ তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ। তারপর দরজা খুলে দিলে আমি যখন ভেতরে পৌছলাম তখন দেখতে পেলাম হারুন (আ)-কে। জিবরাইল (আ) বললেন ঃ ইনি হারুন (আ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি তার জবাব দিলেন। তারপর বললেন ঃ নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর জিবরাইল আমাকে সঙ্গে নিয়ে আরো উর্ধলোকে উঠতে শুরু করলেন এবং ষষ্ঠ আসমানে এসে দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কে ? তিনি বললেনঃ জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো ঃ আপনার সঙ্গে আর কে ? তিনি বললেন ঃ মুহাম্মদ (স)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। বলা হলো ঃ তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ ! তার আগমন কতইনা উত্তম ! তারপর দরজা খুলে দিলে আমি যখন ভেতরে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে মূসা (আ)-কে দেখতে পেলাম। জিবরাইল (আ) বললেন ঃ ইনি হলেন মূসা (আ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি তার জবাব দিলেন। তারপর বললেন ঃ নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ !

অতপর আমি যখন তাঁকে অতিক্রম করে অগ্রসর হলাম তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে জিজ্ঞসা করা হলো ঃ আপনি কাঁদছেন কেন ? তিনি বললেন ঃ আমি এ জন্য কাঁদছি যে, আমার পরে এমন একজন যুবককে নবী বানিয়ে পাঠানো হলো যার উম্মত আমার উম্মতের চাইতে অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তারপর জিবরাইল আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানে আরোহণ করলেন। জিবরাইল দরজা খুলতে বললে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কে ? তিনি বললেন ঃ জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো আপনার সঙ্গে আর কে ? তিনি বললেন ঃ মুহাম্মদ (স)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তখন দরজা

খুলে দিয়ে দ্বাররক্ষী বললেন ঃ তার প্রতি সাদর সম্ভাষণ ! তাঁর আগমন কতই না আনন্দদায়ক ! তারপর আমি যখন ভেতরে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে ইবরাহীম (আ)-কে দেখতে পেলাম। জিবরাইল (আ) বললেন ঃ ইনি আপনার পিতা ইবরাহীম (আ) তাঁকে সালাম করুন। তখন আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন ঃ নেক্কার পুত্র ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ !

তারপর সিদরাতুল মুনতাহা[৭৭] আমার সামনে আনা হলো। আমি দেখলাম তার ফলগুলো হাজার অঞ্চলের মটকার ন্যায় বড় এবং তার পাতা হাতীর কানের মত। জিবরাইল (আ) বললেন, এটাই সিদরাতুল মুনতাহা। আমি সেখানে দেখতে পেলাম চারটি নহর। দু'টো নহর অপ্রকাশ্য আর দু'টো প্রকাশ্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে জিবরাইল ! এ নহরের তাৎপর্য কি ? তিনি বললেন ঃ অপ্রকাশ্য নহর দু'টো হলো জান্নাতে প্রবাহিত দু'টি ঝর্ণাধারা। আর প্রকাশ্য দু'টো হলো নীল ও ফুরাত (ইউফ্রেটিস) নদী। তারপর আল বাইতুল মামুর[৭৮] ঘরটি আমার সামনে পেশ করা হলো। অতপর আমার সামনে হাজির করা হলো এক পাত্র মদ, এক পাত্র দুধ ও এক পাত্র মধু। এর মধ্যে থেকে আমি দুধ গ্রহণ করলাম এবং তা পান করলাম। তখন জিবরাইল বললেন ঃ এটাই স্বভাব (ধর্ম), আপনি এর উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং আপনার উম্মতও।

তারপর আমার ওপর দৈনিক পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) নামায ফরয করা হলো। আমি ফিরে চললাম। মূসা (আ)-এর সম্মুখ দিয়ে যাবার সময় তিনি বললেন ঃ আপনাকে কি করতে আদেশ করা হয়েছে ? আমি বললাম ঃ দৈনিক পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) নামাযের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন ঃ আপনার উম্মত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায পড়তে সক্ষম হবে না। আল্লাহর কসম, আপনার পূর্বে আমি লোকদেরকে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বনী ইসরাইলদের ব্যাপারে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। কাজেই আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের পক্ষে নামায আরো হ্রাস করার জন্য আবেদন করুন। তখন আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ আমার ওপর থেকে দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। তারপর আমি মূসার নিকট ফিরে এলাম। তিনি এবারও অনুরূপ কথা বললেন। ফলে আমি পুনরায় আল্লাহর কাছে ফিরে গেলাম। তিনি আমার ওপর থেকে আরো দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। আবার আমি মূসার নিকট ফিরে এলে তিনি অনুরূপ কথাই বললেন। তাই আমি আবার ফিরে গেলাম। তখন আল্লাহ আরো দশ ওয়াক্ত নামায মাফ করে দিলেন। তারপর আমি মূসার কাছে ফিরে এলে আবারও তিনি ঐকথাই বললেন। আমি আবার ফিরে গেলে আল্লাহ আমার জন্য আরো দশ ওয়াক্ত নামায কম করে দিলেন। এবং আমাকে প্রত্যহ দশ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হলো। আমি মূসার নিকট ফিরে এলাম। এবারও তিনি অনুরূপ কথাই বললেন। ফলে আমি পুনরায় ফিরে গেলে আমাকে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হলো। আমি মূসার কাছে ফিরে এলাম। তিনি

---

৭৭. সিদরাহ–শব্দের অর্থ কুলবৃক্ষ এবং মুনতাহা শব্দের অর্থ শেষসীমা। পৃথিবী থেকে যা কিছু উর্ধলোকে নীত হয় তা ওখানে গিয়েই থেমে পড়ে। অতপর তার অপর পারে যারা রয়েছেন তারা সেখান থেকে তা গ্রহণ করে ওপরে নিয়ে যান। শেষসীমার চিহ্ন স্বরূপ ঐ স্থানটাতে একটা কুলবৃক্ষ থাকায় ঐ সীমান্ত চিহ্নকে 'সিদরাতুল মুনতাহা' বলা হয়।

৭৮. এটা ভূপৃষ্ঠের কা'বা ঘরের বরাবর সপ্তম আকাশে অবস্থিত একটি পবিত্র গৃহ। দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা এ গৃহে ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে যায়। যারা একবার বেরিয়ে যায় তারা দ্বিতীয়বার প্রবেশ করে না। এভাবে প্রত্যহ নতুন নতুন ফেরেশতা ঐ ঘরের যিয়ারত করে থাকে।

জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনাকে কি করতে আদেশ করা হলো ? আমি বললাম ঃ আমাকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন ঃ আপনার উম্মত প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায সমাপনে সক্ষম হবে না। আপনার পূর্বে আমি ইসরাইলী লোকদেরকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং তাদের হেদায়াতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করেছি। তাই আমি বলছি আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য আরো হ্রাস করার প্রার্থনা জানান। নবী (স) বললেন ঃ আমি আমার রবের কাছে এত অধিক বার প্রার্থনা জানিয়েছি যে, পুনবার প্রার্থনা জানাতে আমি লজ্জাবোধ করছি। বরং আমি এতেই সন্তুষ্ট ও আনুগত্য প্রকাশ করছি। নবী (স) বলেন ঃ আমি যখন মূসাকে অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হলাম তখন জনৈক আহ্বানকারী আমাকে আহ্বান জানিয়ে বললেন ঃ আমার অবশ্য পালনীয় আদেশটি আমি জারী করে দিলাম এবং আমার বান্দাদের জন্য আদেশটি লঘু করে দিলাম।

٣٦٠١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى : وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْ اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ اُرِيَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهِ اِلٰى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ قَالَ هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ -

৩৬০১.ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কুরআনের এ আয়াত "আর আমি আপনাকে (মিরাজের রাতে) যেসব দৃশ্য দেখিয়েছি সেগুলোকে আমি লোকদের জন্য পরীক্ষার বিষয়রূপে পরিণত করেছি"—প্রসঙ্গে বলেন ঃ ঐ দৃশ্যসমূহ ছিল চাক্ষুষ দৃশ্য। যে রাতে রসূলুল্লাহ (স)-কে বাইতুল মাকদাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল সেই রাতে তাঁকে ঐ দৃশ্যগুলো চর্মচক্ষু দিয়ে অবলোকন করানো হয়েছিল। ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন ঃ কুরআনে যে অভিশপ্ত বৃক্ষের কথা বর্ণিত হয়েছে তা হলো যাককুম বৃক্ষ।

১০২-অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা ও আকাবার বাইআতে নবী (স)-এর খিদমতে আনসার প্রতিনিধি দল।

٣٦٠٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ حِيْنَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ بِطُوْلِهِ قَالَ قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِيْ حَدِيْثِهِ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْاِسْلاَمِ وَمَا اُحِبُّ اَنَّ لِيْ بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَاِنْ كَانَتْ بَدْرٌ اَنْكَرَ فِى النَّاسِ مِنْهَا -

৩৬০২. আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব (রা), যিনি কা'ব ইবনে মালেককে অন্ধ হয়ে যাবার পর হাত ধরে এদিক ওদিক নিয়ে যেতেন—বলেন ঃ আমি কা'ব ইবনে মালেককে তাবুক যুদ্ধের সময় নবী (স) থেকে তাঁর পশ্চাতে থেকে যাবার বিস্তারিত ঘটনাটা বর্ণনা করতে শুনেছি। (অধস্তন রাবী) ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর তার বর্ণনায় বলেন ঃ কা'ব ইবনে মালেকের বর্ণিত ঘটনায় এ কথাটাও ছিল যে, আমি আকাবার রাতে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, যেদিন আমরা ইসলামের ওপর সুদৃঢ় থাকার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলাম।

সেদিনের পরিবর্তে বদরের যুদ্ধে উপস্থিত আমার কাছে প্রিয় নয়, যদিও লোকদের মাঝে বদরের যুদ্ধের আলোচনা সর্বাধিক।

٣٦٠٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ شَهِدَ بِىْ خَالاَىَ الْعَقَبَةَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ اَحَدُهُمَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُوْرٍ -

৩৬০৩. 'আমর (রা) বলতেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমার দু' মামা আমাকে আকাবার বাইআতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেন, ইবনে উয়াইনা বলেছেন : তাদের দু'জনের একজন হলেন বারাআ ইবনে মা'রুর।

٣٦٠٤- عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَنَا وَاَبِىْ وَخَالِىْ مِنْ اَصْحَابِ الْعَقَبَةِ -

৩৬০৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি আমার পিতা ও আমার দু'জন মামা আকাবার বাইআতে উপস্থিতদের অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

٣٦٠٥- عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ عَائِذِ اللّٰهِ اَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ مِنَ الَّذِيْنَ شَهِدُوْا بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمِنْ اَصْحَابِهِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ اَصْحَابِهِ تَعَالَوْا بَايِعُوْنِىْ عَلٰى اَنْ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوْنَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوْنِىْ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهِ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ فَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَاِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ قَالَ فَبَايَعْتُهُ عَلٰى ذٰلِكَ -

৩৬০৫. আবু ইদরীস আয়েযুল্লাহ থেকে বর্ণিত। উবাদা ইবনে সামিত (রা), যিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন এবং বাইআতে আকাবার রাতে উপস্থিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাকে বলেছেন যে, একদিন একদল সাহাবী রসূলুল্লাহ (স)-কে ঘিরে বসেছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে লক্ষ করে বললেন : এসো, এ মর্মে তোমরা আমার হাতে বাইআত[৭৯] কর যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, কারো ওপর মনগড়া অপবাদ আরোপ করবে না, কোন মারুফ (শরীয়ত সম্মত) বিষয়ে আমার অবাধ্য হবে না। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এসব অঙ্গীকার পূরণ করবে তার জন্য আল্লাহর

---

৭৯. বাইআত শব্দের সাধারণ অর্থ বিক্রি করা। শরীয়াতের পরিভাষায় এর বিশেষ অর্থ কারো আনুগত্যের অঙ্গীকার করা, কারো কথা পালন করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া।

নিকট পুরস্কার রয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসবের কোন একটা অপরাধ করবে এবং তার জন্য দুনিয়াতে তার আইনানুযায়ী শাস্তি হয়ে যাবে তবে ঐ শাস্তি তার সে অপরাধের কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এসবের কোন অপরাধ করেছে, অথচ আল্লাহ তা গোপন রেখেছেন, তার ব্যাপারটা আল্লাহর মর্জির ওপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে (আখেরাতে) তাকে শাস্তি দিতে পারেন। আর ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমাও করতে পারেন। উবাদা বলেন ঃ তখন আমিও তাঁর হাতে এসব বিষয়ে বাইআত করলাম।

٣٦٠٦- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّهُ قَالَ اِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلٰى اَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ نَسْرِقَ وَلاَ نَزْنِى وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ وَلاَ نَنْتَهِبَ وَلاَ نَعْصِىَ بِالْجَنَّةِ اِنْ فَعَلْنَا ذٰلِكَ فَاِنْ غَشِيْنَا مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذٰلِكَ اِلَى اللّٰهِ -

৩৬০৬. উবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি সেই প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যারা রসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বাইআত করেছিলেন। তিনি আরো বলেন ঃ আমরা তাঁর হাতে এ মর্মে বাইআত করেছিলাম যে, আমরা কোন কিছুকেই আল্লাহর সাথে শরীক করব না, ব্যভিচার করব না, চুরি করব না, এমন কাউকেও হত্যা করব না যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন, লুটতরাজ করব না এবং তাঁর অবাধ্য হব না। যদি আমরা এসব অঙ্গীকার পালন করি তবে জান্নাত লাভ করব। আর যদি আমরা এসবের কোনটা ভঙ্গ করি তবে তার ফায়সালার ভার আল্লাহর ওপরই ন্যস্ত থাকবে।

১০৩-অনুচ্ছেদ ঃ আয়েশা (রা)-এর সাথে নবী (স)-এর বিয়ে, আয়েশার মদীনায় আগমন এবং স্বামী গৃহে গমন।

٣٦٠٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِى النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْنَا فِىْ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِىْ فَوَفٰى جُمَيْمَةً فَاَتَتْنِىْ اُمِّى اُمُّ رُوْمَانَ وَاِنِّى لَفِىْ اُرْجُوحَةٍ وَمَعِىْ صَوَاحِبُ لِىْ فَصَرَخَتْ بِىْ فَاَتَيْتُهَا لاَ اَدْرِىْ مَا تُرِيْدُ بِىْ فَأَخَذَتْ بِيَدِىْ حَتّٰى اَوْقَفَتْنِىْ عَلٰى بَابِ الدَّارِ وَاِنِّى لَاَنْهَجُ حَتّٰى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِىْ ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِىَ وَرَأْسِىْ ثُمَّ اَدْخَلَتْنِى الدَّارَ فَاِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فِى الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلٰى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِى اِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِى فَلَمْ يَرُعْنِى اِلاَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضُحًى فَأَسْلَمَتْنِىْ اِلَيْهِ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ -

৩৬০৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার বয়স যখন ছয় বছর তখন নবী (স) আমাকে বিয়ে করেন। তারপর আমরা মদীনায় আসলাম এবং বনী হারেস ইবনে

খাযরাজ গোত্রে অবতরণ করলাম। তারপর আমি এমন মারাত্মক জ্বরে আক্রান্ত হলাম যে, আমার মাথার চুল পড়ে যেতে শুরু করল এবং সামান্যই মাত্র রয়ে গেলো। অতপর আমার চুল নতুনভাবে গজিয়ে যখন তা কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত পৌঁছল তখন একদিন আমি আমার সঙ্গিনীদের সাথে দোলনায় বসে দোল খাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার মা উম্মে রুমান আমার কাছে এসে আমাকে উচ্চস্বরে ডাকলেন। আমি তাঁর নিকটে আসলাম। কিন্তু তিনি আমাকে নিয়ে কি করতে চাচ্ছিলেন তা আমি বুঝতে পারিনি।

তারপর তিনি আমার হাত ধরে চলতে চলতে একটা ঘরের দরজায় এনে আমাকে দাঁড় করালেন। আমি তখন হাঁপাচ্ছিলাম। অতপর আমার শ্বাস প্রশ্বাস চলাচল কিছুটা স্বাভাবিক হলে তিনি সামান্য পরিমাণ পানি নিয়ে আমার মুখ ও মাথা মুছে দিলেন। তারপর আমাকে ঘরটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। ঢুকে দেখি ঘরের মধ্যে কয়েকজন আনসার মহিলা রয়েছেন। তাঁরা বললেন ঃ আগমন কল্যাণময় ও বরকতপূর্ণ হোক এবং ভবিষ্যত শুভ হোক। মা আমাকে তাদের হাতে সোপর্দ করলেন। তাঁরা আমাকে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করলেন। তারপর পূর্বাহ্ন রসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনই আমাকে চকিত করে তুলল। যখন তাঁরা (আনসার মহিলারা) আমাকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। ঐ সময় আমার বয়স ছিল নয় বছর।

٣٦٠٨- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا اُرِيتُكِ فِى الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ اَرٰى اَنَّكِ فِىْ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ وَيَقُوْلُ هٰذِهِ اِمْرَأَتُكَ فَاكْشِفُ عَنْهَا فَاِذَا هِيَ اَنْتِ فَاَقُوْلُ اِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ -

৩৬০৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাকে বলেন ঃ বিয়ের পূর্বে স্বপ্নের মাঝে দু'বার তোমাকে আমায় দেখানো হয়েছে। আমি স্বপ্নে দেখি যে, তুমি একখন্ড রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিতা। আমাকে বলা হলো ঃ ইনি আপনার স্ত্রী। তারপর আমি তার মুখাবরণ উন্মোচন করে দেখি যে, সে তুমিই। তখন আমি মনে মনে বললাম ঃ এ স্বপ্ন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তবে তা তিনি কার্যকর করবেনই।

٣٦٠٩- عَـنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ تُوُفِّيَتْ خَدِيْجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَـةِ بِثَلَاثِ سِنِيْنَ فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذٰلِكَ وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِىَ بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ ثُمَّ بَنٰى بِهَا وَهِىَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ -

৩৬০৯. হিশাম তার বাপ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ নবী (স)-এর মদীনায় হিজরতের তিন বছর পূর্বে খাদীজা (রা) ইন্তিকাল করেন। তারপর তিনি নবী (স) দু'বছর কিংবা তার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করেন এবং আয়েশা (রা)-কে বিয়ে করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। অতপর নয় বছর বয়সে স্বামী গৃহে আসেন।

১০৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) ও তাঁর সাহাবীদের মদীনায় হিজরত। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ও আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী (স) বলেছেন ঃ যদি হিজরত পালনের আদেশ না হতো তাহলে আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

আবু মূসা নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেন ঃ আমি একবার স্বপ্নে দেখি যে, আমি মক্কা থেকে এমন একটা স্থানে হিজরত করছি যেখানে অনেক খেজুর গাছ রয়েছে। তখন আমার ধারণা হলো, স্থানটা ইয়ামামা অথবা হিজর হবে। কিন্তু মূলত তা ছিল মদীনা অর্থাৎ ইয়াসরিব।

٣٦١٠– عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يَقُوْلُ عُدْنَا خَبَّابًا فَقَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نُرِيْدُ وَجْهَ اللّٰهِ فَوَقَعَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَضٰى لَمْ يَأْخُذْ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُم مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةً فَكُنَّا اِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَاِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلٰى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ اِذْخِرٍ وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا -

৩৬১০. আ'মাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু ওয়ায়েলকে বলতে শুনেছি ঃ আমরা খাব্বাবের শুশ্রূষা করতে গেলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা নবী (স)-এর সাথে মদীনায় হিজরত করেছিলাম। কাজেই আমাদের পুরস্কার আল্লাহর কাছে প্রাপ্য হয়েছে। আমাদের কেউ কেউ তাদের পুরস্কারের কিছুই গ্রহণ না করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। মুস'আব ইবনে উমাইর তাদের অন্যতম। তিনি ওহোদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন এবং মাত্র একখানা পশমী চাদর রেখে যান। তা দিয়ে যখন আমরা তার মাথা ঢেকে দিতাম তখন তার পা দু'টো বেরিয়ে পড়ত। আবার যখন পা দু'টো ঢাকার চেষ্টা করতাম তখন মাথাটা বেরিয়ে পড়ত। এটা দেখে রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে আদেশ দিলেন যেন আমরা তার মাথাটা ঢেকে দেই এবং তার পা দু'টোর ওপর কিছু ইযখির ঘাস রাখি। আবার আমাদের মধ্যে কেউ এমনও রয়েছে যার ফল সুপক্ক হয়েছে এবং সে তা আহরণ করে যাচ্ছে।

٣٦١١– عَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ﷺ -

৩৬১১. উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক আমলের ফলাফল নির্ভর করে নিয়তের[৮০] ওপর। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়া হাসিলের

৮০. নিয়ত শব্দের অর্থ অন্তরের দৃঢ় সংকল্প। শরীয়াতের পরিভাষায় এর বিশেষ অর্থ হলো ঃ (১) কোন কাজকে কোন কাজ থেকে পৃথক করা বা নির্দিষ্ট করে নেয়া। যেমন যোহরের নিয়ত করা। মানে যোহরকে অন্য নামায থেকে পৃথক বা নির্দিষ্ট করা। ফরযের নিয়ত করা মানে সুন্নত ও নফল থেকে তাকে নির্দিষ্ট করা; (২) কোন কাজ সম্পাদনের সংকল্প করা; যেমন হজ্জের নিয়ত করা মানে হজ্জ সম্পাদনের সংকল্প করা; (৩) নিয়ত মানে কোন কাজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ। উপরোক্ত হাদীসে নিয়ত শব্দটি এই শেষোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষের ওপরই কাজের ফলাফল নির্ভর করে।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উদ্দেশ্যে কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার মানসে হিজরত[৮১] করে, তার হিজরত ঐ উদ্দেশ্যেই হয় যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করে তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে।

٣٦١٢- عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ الْمَكِّيْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ -

৩৬১২. মুজাহিদ ইবনে জবর মক্কী থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলতেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর মক্কা থেকে আর হিজরত নেই।

٣٦١٣- عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِى فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَتْ لاَ هِجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ يَفِرُّ اَحَدُهُمْ بِدِيْنِهِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَاِلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ مَخَافَةَ اَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ فَاَمَّا الْيَوْمَ اَظْهَرَ اللّٰهُ الْاِسْلاَمَ وَالْيَوْمَ (وَالْمُؤْمِنُ) يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ -

৩৬১৩. আতা ইবনে আবু রিবাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উবাইদ ইবনে উমাইর লাইসি সহ আয়েশা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম। আমরা তাকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আজ আর হিজরতের আবশ্যকতা নেই। অতীতে হিজরতের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মুসলমানরা তাদের দীনকে রক্ষা করার জন্য ফিতনায় নিপতিত হবার ভয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে ধাবিত হতো। কিন্তু বর্তমানে আল্লাহ ইসলামকে বিজয়ীর আসনে সমাসীন করেছেন। আজ মুসলমান যেখানে ইচ্ছা তার রবের ইবাদত করতে পারে। অবশ্য জিহাদ ও (সৎকাজের) নিয়তের মধ্যে (তাদের হিজরতের ফযিলত লাভের সুযোগ রয়েছে)।

٣٦١٤- عَن عَائِشَةَ اَنَّ سَعدًا قَالَ اللّٰهُـمَّ اِنَّكَ تعلَمُ اَنَّهُ لَيس اَحَد اَحَبَّ اِلَى اَن اُجَاهِدَهُم فِيكَ مِن قَومٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ ﷺ وَاَخرَجُوهُ اللّٰهُمَّ فَاِنِّى اَظُنُّ اَنَّكَ قَد وَضَعتَ الحَربَ بَينَنَا وَبَينَهُم وَقَالَ اَبَانُ بنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا هِشَام عَـن اَبِيـهِ اَخبَرَتنِى عَائِشَةُ مِن قَومٍ كَذَّبُوا نَبِيَّكَ وَاَخرَجُوهُ مِن قُرَيش -

---

এখানে একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, নিয়ত যেহেতু অন্তরের সংকল্পেরই নাম, সুতরাং কোন বিষয়ে নিয়ত করার সময় অন্তরে সংকল্প না করে শুধু মুখে উচ্চারণ করাটা যথেষ্ট নয়। বরং অন্তরে সংকল্প করে মুখে উচ্চারণ না করলেও চলবে।

নামাযের নিয়তের শব্দগুলো মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়। কেননা রসূলুল্লাহ (স) এরূপ করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাজেই মুখে উচ্চারণ না করাটাই হলো রসূলুল্লাহর পুরো ইত্তিবা বা অনুসরণ করা। অবশ্য স্মরণের উদ্দেশ্যে মুখে উচ্চারণ করাটাকে কোন কোন ফকীহ উত্তম বলেছেন।

৮১. হিজরত শব্দের অর্থ ত্যাগ করা, ছিন্ন করা। ইসলামী শরীয়াতে এর দু'ধরনের অর্থ রয়েছে। এক ঃ আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য এক স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে যাওয়া, ঈমান ও ধর্ম রক্ষার জন্য নিরাপদ স্থানে গমন করা। তাই রসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সাহাবীদের মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় গমনকে হিজরত বলে। দুই ঃ শরীয়াতের নিষিদ্ধ কাজগুলোকে পরিহার করা। নবী (স) বলেছেন ঃ প্রকৃত মুহাজির ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করেছে।

৩৬১৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (খন্দকের যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হবার পর) সা'দ (রা) এ বলে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন ঃ হে আল্লাহ ! আপনি ভাল করে জানেন, আমার নিকট আপনার রাহে অন্য কারো বিরুদ্ধে জিহাদ করা অতোটা প্রিয় নয় যতোটা প্রিয় ঐ কওমের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যারা আপনার রসূলকে মিথ্যা বলেছে এবং তাঁকে মাতৃভূমি থেকে বের করে দিয়েছে। হে আল্লাহ ! আমার ধারণা, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যকার লড়াই খতম করে দিয়েছেন।

আবান ইবনে ইয়াজিদ বলেন, হিশাম তার পিতা থেকে আয়েশার বরাত দিয়ে হাদীসটি এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ (অর্থাৎ যে কওম আপনার নবীকে মিথ্যা বলেছে এবং যে সমস্ত কুরাইশ তাঁকে বের করে দিয়েছে।)[৮২]

٣٦١٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بُعِثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلاَثَ عَشَرَةَ سَنَةً يُوْحَى اِلَيْهِ ثُمَّ اُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ عَشَرَ سِنِيْنَ وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ -

৩৬১৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন। অতপর তিনি মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন। তখন তার প্রতি অহী নাযিল হচ্ছিল। তারপর তাঁর প্রতি হিজরতের আদেশ হয়। তিনি হিজরত করেন এবং দশ বছর মদীনায় কাটান। আর তিনি তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

٣٦١٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلَثَ عَشَرَةَ وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَثٍ وَسِتِّيْنَ -

৩৬১৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে (অপর এক সূত্রে) বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন এবং তেষট্টি বছর বয়সে তিনি ওফাত পান।

٣٦١٧- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللّٰهُ بَيْنَ اَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ فَبَكَى اَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ فَدَيْنَاكَ بِاٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا فَعَجِبْنَا لَهُ وَقَالَ النَّاسُ اُنْظُرُوْا اِلَى هٰذَا الشَّيْخِ يُخْبِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللّٰهُ بَيْنَ اَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَاعِنْدَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ فَدَيْنَاكَ بِاٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا فَكَانَ

---

৮২ উপরোক্ত হাদীসটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। পুরো হাদীসটি খন্দকের যুদ্ধ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। খন্দকের যুদ্ধে হাব্বান ইবনে কায়েসের তীরের আঘাতে আহত হবার পর সা'দ ইবনে মুআযের বক্ষ থেকে যখন মারাত্মক রক্তক্ষরণ শুরু হয়, তখন তিনি উপরোক্ত দোয়া করেন। তিনি আরো দোয়া করেন ঃ হে আল্লাহ ! ভবিষ্যতে যদি কুরাইশদের বিরুদ্ধে কোন লড়াইয়ের সম্ভাবনা থাকে, তবে আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন, যাতে আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারি; নতুবা এ আহত অবস্থায়ই যেন আমার মৃত্যু হয় এবং আমি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করতে পারি। অবশেষে তা-ই হয়েছে। ক্ষতস্থান থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণের ফলে ঐ অবস্থায়ই তিনি ইন্তিকাল করেন।

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ هُوَ اَعْلَمْنَا بِهِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ امَنِّ النَّاسِ عَلَىَّ فِىْ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً مِنْ اُمَّتِى لاَ تُخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ اِلاَّ خُلَّةَ الْاِسْلاَمِ لاَ يَبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ اِلاَّ خَوْخَةُ اَبِىْ بَكْرٍ ـ

৩৬১৭. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হয়ে একদিন মিম্বরে বসে খুতবা দিতে গিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়ার চাকচিক্য ও আল্লাহর নিকট যেসব নিয়ামত রয়েছে এ দু'য়ের মধ্যে একটাকে বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছিলেন। সে বান্দা আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তাই বেছে নিয়েছে। এ কথা শুনে আবু বকর (রা) কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, আমার বাপ-মাকে আপনার প্রতি উৎসর্গ করছি। (রাবী বলেন) আবু বকরের কথায় আমরা বিস্ময়েবোধ করলাম। লোকেরা বলল, এ বুড়ো লোকটার অবস্থা দেখ তো। রসূলুল্লাহ (স) কোন এক বান্দা সম্পর্কে বলছেন যে, আল্লাহ তাঁকে দুনিয়ার চাকচিক্য ও তাঁর নিকট যেসব নিয়ামত রয়েছে তার মধ্যে একটাকে বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দিয়েছেন। আর বুড়ো বলছেন ঃ আমার বাবা মাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম। মূলত সেই ইখতিয়ার প্রাপ্ত বান্দা ছিলেন রসূলুল্লাহ (স)। আর আবু বকর (রা) ছিলেন এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ব্যক্তি। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ সাহচর্য ও আর্থিক দিক থেকে আমার প্রতি সবচাইতে অধিক ইহসান করেছে আবু বকর (রা)। আমার উম্মতের মধ্যে কাউকেও যদি আমি অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তবে নিশ্চয় আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। তবে ইসলামী সম্পর্কই যথেষ্ট। তারপর নবী (স) বললেন ঃ আবু বকরের গৃহের দিকের দরজা ছাড়া মসজিদের আর কোন দরজা খোলা থাকবে না।

٣٦١٨- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ اَعْقِلْ اَبَوَىَّ قَطُّ اِلاَّ وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ وَلَمْ يَمُرُّ عَلَيْنَا يَوْمٌ اِلاَّ يَأْتِيْنَا فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً فَلَمَّا ابْتُلِىَ الْمُسْلِمُوْنَ خَرَجَ اَبُوْ بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ اَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتّٰى بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ اِبْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ يَا اَبَا بَكْرٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَخْرَجَنِىْ قَوْمِى فَاُرِيْدُ اَنْ اَسِيْحَ فِى الْاَرْضِ وَاَعْبُدَ رَبِّى قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَاِنَّ مِثْلَكَ يَا اَبَا بَكْرٍ لاَ يَخْرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ اِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَاَنَا لَكَ جَارٌ اِرْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ فَرَجَعَ وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِىْ اَشْرَافِ قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ لاَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرَجُ اَتُخْرِجُوْنَ

رَجُلاً يَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَحْمِلُ الْكُلَّ وَيَقْرِى الضَّيْفَ وَيُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ وَقَالُوْا لِابْنِ الدَّغِنَةِ مُرْ اَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِىْ دَارِهِ فَلْيُصَلِّ فِيْهَا وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ وَلاَ يُؤْذِيْنَا بِذٰلِكَ وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ فَاِنَّا نَخْشٰى اَنْ يُفْتِنَ نِسَاءَنَا فَقَالَ ذٰلِكَ اِبْنُ الدَّغِنَةِ لِاَبِىْ بَكْرٍ فَلَبِثَ اَبُوْ بَكْرٍ بِذٰلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِىْ دَارِهِ وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِصَلاَتِهِ وَلاَ يَقْرَأُ فِىْ غَيْرِ دَارِهِ ثُمَّ بَدَا لِاَبِىْ بَكْرٍ فَابْتَنٰى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَكَانَ يُصَلِّىْ فِيْهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَيَنْقَذِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَبْنَاؤُهُمْ وَهُمْ يَعْجَبُوْنَ مِنْهُ وَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ اِذَا قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَاَفْزَعَ ذٰلِكَ اَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَأَرْسَلُوْا اِلَى اِبْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا اِنَّا كُنَّا اَجَرْنَا اَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ عَلَى اَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِىْ دَارِهِ فَقَدْ جَاوَزَ ذٰلِكَ فَابْتَنٰى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ فَاَعْلَنَ بِالصَّلاَةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيْهِ وَاِنَّا قَدْ خَشِيْنَا اَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَاَبْنَاءَنَا فَانْهَهُ فَاِنْ اَحَبَّ اَنْ يَقْتَصِرَ عَلٰى اَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِىْ دَارِهِ فَعَلَ وَاِنْ اَبٰى اِلاَّ اَنْ يُعْلِنَ بِذٰلِكَ فَسَلْهُ اَنْ يَرُدَّ اِلَيْكَ ذِمَّتَكَ فَاِنَّا قَدْ كَرِهْنَا اَنْ نُخْفِرَكَ وَلَسْنَا مُقِرِّيْنَ لِاَبِىْ بَكْرٍ الْاِسْتِعْلاَنَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَتٰى ابْنُ الدَّغِنَةِ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ الَّذِىْ عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ فَاِمَّا اَنْ تَقْتَصِرَ عَلٰى ذٰلِكَ وَاِمَّا اَنْ تَرْجِعَ اِلَىَّ ذِمَّتِىْ فَاِنِّى لاَ اُحِبُّ اَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ اِنِّى اُخْفِرْتُ فِىْ رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاِنِّى اَرُدُّ اِلَيْكَ جِوَارَكَ وَاَرْضٰى بِجِوَارِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِلْمُسْلِمِيْنَ اِنِّى اُرِيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لاَ بَتَيْنِ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِاَرْضِ الْحَبَشَةِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَتَجَهَّزَ اَبُوْ بَكْرٍ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رِسْلِكَ فَاِنِّى اَرْجُوْ اَنْ يُؤْذَنَ لِىْ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَهَلْ تَرْجُوْ ذٰلِكَ بِاَبِى اَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَحَبَسَ اَبُوْ بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِيَصْحَبَهُ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ وَهُوَ الْخَبَطُ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ

فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوْسٌ فِيْ بَيْتِ اَبِيْ بَكْرٍ فِيْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ قَالَ قَائِلٌ لاَبِيْ بَكْرٍ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَقَنِّعًا فِيْ سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِيْنَا فِيْهَا فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فِدَاءٌ لَهُ اَبِيْ وَاُمِّيْ وَاللّٰهِ مَاجَاءَ بِهِ فِيْ هٰذِهِ السَّاعَةِ اِلاَّ اَمْرٌ قَالَتْ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَسْتَاذَنَ فَاُذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَبِيْ بَكْرٍ اَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّمَا هُمْ اَهْلُكَ بِاَبِيْ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنِّيْ قَدْ اُذِنَ لِيْ فِي الْخُرُوْجِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصَّحَابَةُ بِاَبِيْ اَنْتَ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَخُذْ بِاَبِيْ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِحْدٰى رَاحِلَتَيْ هَاتَيْنِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالثَّمَنِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَجَهَّزْنَاهُمَا اَحَثُّ (اَحَبَّ) الْجِهَازِ وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِيْ جِرَابٍ فَقَطَعَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ اَبِيْ بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَرَبَطَتْ بِهِ عَلٰى فَمِ الْجِرَابِ فَبِذٰلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقِ قَالَتْ ثُمَّ لَحِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ بِغَارٍ فِيْ جَبَلِ ثَوْرٍ فَكَمَنَا (فَمَكُثَا) فِيْهِ ثَلاَثَ لَيَالٍ يَبِيْتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ وَهُوَ غُلاَمٌ شَابٌّ ثَقِفٌ لَقِنٌ فَيُدْلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ فَلاَ يَسْمَعُ اَمْرًا يُكْتَادَانِ بِهِ اِلاَّ وَعَاهُ حَتّٰى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذٰلِكَ حِيْنَ يَخْتَلِطُ الظَّلاَمُ وَيَرْعٰى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلٰى اَبِيْ بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ فَيُرِيْحُهَا عَلَيْهِمَا حِيْنَ يَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَيَبِيْتَانِ فِيْ رِسْلٍ وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيْفِهِمَا حَتّٰى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِيْ الثَّلاَثِ وَاسْتَاْجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِيْ الدِّيْلِ وَهُوَ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيْتًا وَالْخِرِّيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ حِلْفًا فِيْ اٰلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ وَهُوَ عَلٰى دِيْنِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَاَمِنَاهُ فَدَفَعَا اِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاَثٍ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيْلُ فَاَخَذَا بِهِمْ طَرِيْقَ السَّوَاحِلِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنِ مَالِكٍ الْمُدْلِجِيِّ وَهُوَ ابْنُ اَخِيْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ اَنَّ

اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ يَقُوْلُ جَاءَ نَا رَسُـــوْلُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَجْعَلُوْنَ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِيْ بَكْرٍ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْ قَتَلَهُ اَوْ اَسَرَهُ فَبَيْنَمَا اَنَا جَالِسٌ فِيْ مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِيْ بَنِيْ مُدْلِجٍ اِذْ اَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتّٰى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُـــوْسٌ فَقَالَ يَا سُرَاقَةُ اِنِّي قَدْ رَأَيْتُ اٰنِفًا اَسْـــوِدَةً بِالسَّاحِلِ اُرَاهَا مُحَمَّدًا وَاَصْحَابَهُ قَالَ سُرَاقَةُ فَعَرَفْتُ اَنَّهُمْ هُمْ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّهُمْ لَيْسُوْا بِهِـــمْ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلاَنًا وَفُلاَنًا اِنْطَلَقُوْا بِأَعْيُنِنَا ثُـــمَّ لَبِثْتُ فِي الْمَجْلِسِ سَاعَـــةً ثُـــمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي اَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِيْ وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ اَكَمَةٍ فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ وَأَخَذْتُ رُمْحِيْ فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ فَحَطَطْتُ (فَخَطَطْتُ) بِزُجِّهِ الْاَرْضَ وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ حَتّٰى اَتَيْتُ فَرَسِيْ فَرَكِبْتُهَا فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِيْ حَتّٰى دَنَوْتُ مِنْهُمْ فَعَثَرَتْ بِيْ فَرَسِيْ فَخَرَرْتُ عَنْهَا فَقُمْتُ فَاَهْوَيْتُ يَـدِيْ اِلٰى كِنَانَتِيْ فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الْاَزْلاَمَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا اَضُـــرُّهُمْ اَمْ لاَ فَخَـــرَجَ الَّذِي اَكْـــرَهُ فَرَكِبْتُ فَرَسِيْ وَعَصَيْتُ الْاَزْلاَمَ تُقَـــرِّبُ بِيْ حَتّٰى اِذَا سَمِعْتُ قِـــرَاءَةَ رَسُـوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ لاَ يَلْتَفِتُ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُكْثِرُ الْاِلْتِفَاتَ سَاخَتْ يَدَا فَرَسِيْ فِي الْاَرْضِ حَتّٰى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ فَخَرَرْتُ عَنْهَا ثُـــمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً اِذَا لاِثَرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ سَاطِعٌ فِـيْ السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْاَزْلاَمِ فَخَرَجَ الَّذِي اَكْرَهُ فَنَادَيْتُهُمْ بِالْاَمَانِ فَوَقَفُوْا فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتّٰى جِئْتُهُمْ وَوَقَعَ فِيْ نَفْسِي حِيْنَ لَقِيْتُ مَا لَقِيْتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ اَنْ سَيَظْهَرُ اَمْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ اِنْ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُـــوْا فِيْكَ الدِّيَةَ وَاَخْبَرْتُهُمْ اَخْبَارَ مَا يُرِيْدُ النَّاسُ بِهِمْ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ فَلَـــمْ يَرْزَانِي وَلَم يَسْأَلاَنِيْ اِلاَّ اَنْ قَالَ اَخْفِ عَنَّا فَسَأَلْتُهُ اَنْ يَكْتُبَ لِيْ كِتَابَ اَمْنٍ فَاَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِيْ رُقْعَةٍ مِنْ اَدِيْمٍ ثُمَّ مَضٰى رَسُـــوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ابْنِ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَقِيَ الزُّبَيْرَ فِيْ رَكْبٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوْا تُجَّارًا قَافِلِيْنَ مِنَ الشَّامِ فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُـوْلَ

اللّٰهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ ثِيَابَ بَيَاضٍ وَسَمِعَ الْمُسْلِمُوْنَ بِالْمَدِيْنَةِ مَخْرَجَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ فَكَانُوْا يَغْدُوْنَ كُلَّ غَدَاةٍ اِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُوْنَهُ حَتّٰى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيْرَةِ فَانْقَلَبُوْا يَوْمًا بَعْدَ مَا اَطَالُوْا اِنْتِظَارَهُمْ فَلَمَّا اَوَوْا اِلٰى بُيُوْتِهِمْ اَوْفٰى رَجُلٌ مِنْ يَهُوْدَ عَلٰى أُطُمٍ مِنْ اٰطَامِهِمْ لِاَمْرٍ يَنْظُرُ اِلَيْهِ فَبَصُرَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابِهِ مُبَيَّضِيْنَ يَزُوْلُ بِهِمُ السَّرَابُ فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُوْدِيُّ اَنْ قَالَ بِاَعْلٰى صَوْتِهِ يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ هٰذَا جَدُّكُمُ الَّذِىْ تَنْتَظِرُوْنَ فَثَارَ الْمُسْلِمُوْنَ اِلَى السِّلَاحِ فَتَلَقَّوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ حَتّٰى نَزَلَ بِهِمْ فِىْ بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَذٰلِكَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيْعٍ الْاَوَّلِ فَقَامَ اَبُوْ بَكْرٍ لِلنَّاسِ وَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَامِتًا فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْاَنْصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُحَيِّىْ اَبَا بَكْرٍ حَتّٰى اَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ فَلَبِثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشَرَةَ لَيْلَةً وَاُسِّسَ الْمَسْجِدُ الَّذِىْ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى وَصَلّٰى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَسَارَ يَمْشِىْ مَعَهُ النَّاسُ حَتّٰى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُوْلِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يُصَلِّىْ فِيْهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ غُلَامَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِىْ حَجْرِ اَسْعَدَ (سَعْد) بْنِ زُرَارَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ هٰذَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ الْمَنْزِلُ ثُمَّ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْغُلَامَيْنِ فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَا لَا بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا وَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِىْ بُنْيَانِهِ وَيَقُوْلُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ هٰذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالُ خَيْبَرَ هٰذَا اَبَرُّ رَبَّنَا وَاَطْهَرُ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْاَجْرَ اَجْرُ الْاٰخِرَةِ فَارْحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يُسَمَّ لِىْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِى الْاَحَادِيْثِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ تَامٍّ غَيْرِ هٰذَا الْبَيْتِ ـ

৩৬১৮. নবী (স)-এর পত্নী আয়েশা (রা) বলেন ঃ জ্ঞান হবার পর থেকে আমি আমার বাপ-মাকে দীন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম পালন করতে কখনো দেখিনি। আর এমন কোনদিন যায়নি যেদিনের দু' প্রান্তে সকাল সন্ধ্যায় রসূলুল্লাহ (স) আমাদের এখানে আসেননি। মুসলমানদের ওপর যখন অত্যাচার শুরু হলো, তখন একদিন আবু বকর (রা) মুহাজির বেশে আবিসিনিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি যখন বরকুল গিমাদ[৮৩] নামক স্থানে পৌছুলেন তখন কারাহ গোত্রের সরদার ইবনুদ দাগিনার সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো। ইবনুদ দাগিনা বললেন, হে আবু বকর ! আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? তিনি জবাব দিলেন, আমার কওম আমাকে বের করে দিয়েছে। তাই আমি ইরাদা করেছি যে, আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব এবং আমার রবের ইবাদত করতে থাকব। ইবনুদ দাগিনা বললেন, আপনার মত লোক বেরিয়ে যেতে পারে না এবং আপনার মত লোককে বহিস্কার করাও চলে না। কেননা, আপনি নিঃস্বকে উপার্জনক্ষম করেন, আত্মীয়তার বন্ধনকে সংযুক্ত রাখেন, অপরের দন্ড নিজে বহন করেন, অতিথিদের আতিথেয়তা করেন, বিপদ-মুসিবতে সাহায্য করে থাকেন। সুতরাং আপনার আশ্রয়দাতা হিসেবে আমি থাকলাম। আপনি ফিরে যান এবং নিজ দেশে থেকেই স্বীয় রবের ইবাদত করুন। তখন তিনি ফিরে চললেন এবং ইবনুদ দাগিনাও তাঁর সাথে গেলেন।

(মক্কায় পৌছে) ইবনুদ দাগিনা কোন এক সন্ধ্যায় সম্ভ্রান্ত কুরাইশদের সাথে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করলেন এবং তাদেরকে বললেন, আবু বকরের মত লোকের পক্ষে বেরিয়ে যাওয়াটাও শোভনীয় নয় এবং তাঁর মত লোককে বহিস্কার করাটাও উচিত হয় না। যে লোকটা নিঃস্বকে উপার্জনক্ষম করে, আত্মীয়তার বন্ধনকে সংযুক্ত রাখে, অপরের দন্ড নিজে বহন করে, অতিথি মেহমানদের আপ্যায়ন করে এবং বিপদে সাহায্য করে থাকে, তাকেই কি আপনারা বের করে দিচ্ছেন ? এ কথা শুনে আশ্রয় প্রদানকে কুরাইশরা প্রত্যাখ্যান করল না। তারা ইবনুদ দাগিনাকে বলল, আপনি আবু বকরকে বলে দিন, তিনি যেন নিজ ঘরের মধ্যেই তাঁর রবের ইবাদত করেন, সেখানেই যেন নামায আদায় করেন এবং যা তার মনে চায় তা পড়েন। এ ব্যাপারে তিনি যেন আমাদের মনে কষ্ট না দেন। আর এসব কাজ তিনি যেন প্রকাশ্যে না করেন। কেননা, আমাদের ভয় হচ্ছে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিরা বিভ্রান্তিতে পড়ে যেতে পারে। ইবনুদ দাগিনা এ কথা শুনে আবু বকরকে বললেন। কিছুদিন আবু বকর অনুরূপভাবে নিজ ঘরে বসে নিজ রবের ইবাদত করতে থাকেন। প্রকাশ্যে নামায পড়েন না এবং নিজ বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও কুরআন পড়েন না। তারপর আবু বকর (রা)-এর মনে একটা খেয়াল চাপল। তিনি তাঁর বাড়ির চত্বরে একটা নামাযের ঘর তৈরী করলেন এবং তাতে নামায পড়তে ও কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগলেন। এতে মুশরিকদের স্ত্রী-সন্তান-সন্ততিরা তাঁর নিকট ভীড় জমাতে লাগল। তারা তাঁর অবস্থা দেখে বিস্ময়বোধ করত এবং তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত। আর আবু বকর ছিলেন আল্লাহপ্রেমে বিগলিত প্রাণ হবার ফলে অতিশয় ক্রন্দনরত ব্যক্তি। তিনি যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন তাঁর চোখ দু'টোকে আয়ত্বে রাখতে পারতেন না। এ ব্যাপারটি মুশরিক কুরাইশ প্রধানদেরকে শঙ্কিত করে তুলল।

---

৮৩. বরকুল গিমাদ জনপদটি মক্কা থেকে ইয়েমেনের দিকে প্রায় আশি মাইল দূরে অবস্থিত। তখনকার দিনে তা মক্কা থেকে পাঁচ দিনের পথ ছিল।

অতপর তারা ইবনুদ দাগিনাকে ডেকে পাঠালে তিনি তাদের নিকট এলেন। তখন তারা বলল, আপনার আশ্রয় প্রার্থনার কারণে আমরা আবু বকরকে এ শর্তে নিরাপত্তা দিয়েছিলাম যে, তিনি নিজ বাড়িতে থেকে তাঁর রবের ইবাদত করবেন। কিন্তু তিনি তা লঙ্ঘন করে নিজ বাড়ির চত্বরে একটা মসজিদ তৈরী করেছেন এবং প্রকাশ্যে তাতে নামায পড়ছেন ও কুরআন পাঠ করছেন। এতে আমাদের আশংকা হচ্ছে যে, তিনি আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে গোল বাঁধিয়ে দেবেন। অতএব আপনি তাকে বারণ করুন। যদি তিনি নিজ বাড়িতে থেকে নিজ রবের ইবাদত করে ক্ষান্ত হতে পারেন, তবে তাই তিনি করবেন। আর যদি তিনি এসব কাজ প্রকাশ্যভাবে ছাড়া করতে অস্বীকার করেন অর্থাৎ প্রকাশ্যেই করতে চান তবে তাঁকে বলুন, তিনি যেন আপনার যিম্মাদারী ফিরিয়ে দেন। কেননা একদিকে আমরা যেমন আপনার ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করাটাকে অপসন্দ করি, অপরদিকে তেমনি আবু বকরের প্রকাশ্যভাবে ধর্মানুষ্ঠানকেও আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না।

আয়েশা (রা) বলেন, অতপর ইবনুদ দাগিনা আবু বকরের নিকট এসে বললেন, যে শর্তে আমি আপনার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম তা আপনি বেশ ভাল করে জানেন। সুতরাং আপনি কাজকর্ম হয় নিজ ঘরের মধ্যে সীমিত রাখুন অথবা আমার যিম্মাদারী আমাকে প্রত্যর্পণ করুন। কারণ কোন ব্যক্তির সাথে আমি নিরাপত্তা চুক্তি করার পর আমার ঐ চুক্তি সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে, এ কথাটা আরব জাতি শুনতে পাক—তা আমি পসন্দ করি না। একথা শুনে আবু বকর (রা) বললেন ঃ আপনার আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি আমি আপনাকে প্রত্যর্পণ করলাম। মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর আশ্রয় প্রদানের প্রতিশ্রুতিতেই আমি সন্তুষ্ট।

সে সময় নবী (স) মক্কায় ছিলেন। তিনি মুসলমানদেরকে বললেন ঃ তোমাদের হিজরতের দেশটি প্রস্তরময় দু' প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানে খেজুরের বনাঞ্চল আকারে আমাকে দেখান হয়েছে। এ কথা শুনে যারা হিজরত করার ছিল তারা মদীনায় হিজরত করল এবং যারা আবিসিনিয়া রাজ্যে হিজরত করেছিল তাদের অধিকাংশই মদীনায় ফিরে গেল। আবু বকরও মদীনায় হিজরতের জন্য সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেললেন। তখন রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বললেন ঃ অপেক্ষা করুন। কেননা আমি আশা করছি যে, আমাকে হিজরতের অনুমতি দেয়া হবে। এ কথা শুনে আবু বকর (রা) বললেন ঃ আমার বাবা মা আপনার জন্য কোরবান হোক, আপনি কি এমনটা আশা করেন ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। ফলে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথী হবার উদ্দেশ্যে আবু বকর (রা) নিজেকে বিরত রাখলেন এবং তাঁর কাছে যে দু'টো উট ছিল তাদেরকে চার মাস পর্যন্ত বাবলা গাছের পাতা খাওয়াতে থাকলেন।

ইবনে শিহাব উরওয়া আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, তারপর একদিন ঠিক দুপুর বেলা আমরা আবু বকর (রা)-এর ঘরে বসাছিলাম, এমন সময় কোন এক লোক আবু বকরকে বলল ঃ ঐ যে রসূলুল্লাহ (স) মাথা মুখমন্ডলে চাদর আবৃত অবস্থায় (আসছেন)। তাঁর এ আগমনটা এমন সময় ছিল যে সময় তিনি কখনো

আমাদের এখানে আসতেন না। তখন আবু বকর (রা) বললেন ঃ আমার বাবা মা তাঁর জন্য কোরবান হোক! আল্লাহর কসম ! কোন বিশেষ ব্যাপারেই তাঁকে এমনি অসময়ে আসতে বাধ্য করেছে।

আয়েশা (রা) বলেন, অতপর রসূলুল্লাহ (স) এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হলো। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করার পর নবী (স) আবু বকরকে বললেন ঃ আপনার কাছে যারা বসে আছে তাদেরকে বাইরে যেতে বলুন। তখন আবু বকর (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমার বাপ-মা আপনার জন্য কোরবান হোক ! তারা তো আপনারই আপনজন। নবী (স) বললেন ঃ আমাকে বেরিয়ে যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তখন আবু বকর (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমার বাবা আপনার প্রতি কোরবান হোক ! আমি আপানার সহগামী হতে চাই। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হাঁ ! আবু বকর (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আপনার জন্য আমার বাবা মা কোরবান হোক ! তাহলে আমার এ উট দুটোর একটা আপনি গ্রহণ করুন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ মূল্যের বিনিময়ে।[৮৪]

আয়েশা (রা) বলেন ঃ অতপর আমরা তাদের দু'জনের সফর প্রস্তুতি খুব দ্রুত সম্পন্ন করলাম এবং তাদের জন্য খাবার[৮৫] তৈরী করে তা চামড়ার একটা থলেতে রাখলাম। তারপর আবু বকর (রা)-এর তনয়া আসমা নিজের কোমরবন্দ থেকে কিছু অংশ কেটে নিয়ে তা দিয়ে থলেটার মুখ বেঁধে দিলেন। আর এ কারণে আসমাকে বলা হতো "যাতুন নিতাক" (বা কোমরবন্দ বিশিষ্ট)। আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) ও আবু বকর (রা) সাওর পর্বতের একটা গুহায় গিয়ে উপনিত হলেন। সেখানে তারা এ তিন রাত লুকিয়ে থাকলেন। রাতের বেলা আবু বকর তনয় আবদুল্লাহ তাঁদের কাছে থাকতেন। তিনি একজন চতুর ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন তরুণ যুবক ছিলেন। তিনি ভোর রাতে তাঁদের কাছ থেকে রওনা হয়ে মক্কার কুরাইশদের সাথে সকাল বেলা এমনভাবে মিলিত হতেন যেন এখানেই তিনি রাত কাটিয়েছেন। অতপর তাঁদের দু'জনের বিরুদ্ধে যেসব চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করা হতো তার যা কিছু তিনি শুনতেন তা-ই মনে রাখতেন এবং যখন আঁধার ঘনীভূত হতো তখন ঐ খবরটা তাদের কাছে পৌছে দিতেন।

আবু বকরের গোলাম আমের ইবনে ফুহাইরাহ (দিনের বেলা) তাঁদের কাছেই দুধেল বকরীর পাল চরিয়ে বেড়াত এবং রাতের কিয়দংশ অতিক্রান্ত হলে সে ছাগল নিয়ে তাদের কাছে যেত। তাঁরা দু'জনে অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে সেই বকরীর দুধ পান করে নিশ্চিন্তে রাত কাটিয়ে দিতেন। তারা তাদের দুধেল বকরীগুলোর দুধ দোহন করার সাথে সাথে পান করতেন। আবার তার মধ্যে উত্তপ্ত পাথরের টুকরা ডুবিয়ে গরম করেও পান করতেন। তারপর শেষ রাতের অন্ধকারে আমের ইবনে ফুহাইরাহ বকরীগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে যেত। এভাবে ঐ তিন রাতের প্রতিটি রাতে সে এরূপ করতে থাকে।

রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বকর (রা) বনী আবদ ইবনে আদী গোত্রের বানুদ দীল বংশের পথপ্রদর্শনে অভিজ্ঞ জনৈক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে পথ চালকরূপে গ্রহণ করেন।

---

৮৪ নবী (স) আট শ' দিরহামের বিনিময়ে উটটা খরিদ করেছিলেন।

৮৫. ঐ খাবার ছিল রান্না করা বকরীর গোশত।

এ লোকটি আস ইবনে ওয়ায়েল সাহমী পরিবারের সাথে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল এবং কাফের কুরাইশদের ধর্মাবলম্বী ছিল। তাঁরা দু'জনে [নবী (স) ও আবু বকর (রা)] লোকটাকে বিশ্বস্ত ভেবে তাঁদের উট দু'টো তার হাতে সোপর্দ করেন এবং তার কাছ থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নেন যে, সে তিন রাত পর তৃতীয় সকালে উট দু'টোকে নিয়ে সে সাওর গুহায় পৌছে যাবে। (সুতারাং প্রতিশ্রুতি অনুসারে সে এসে গেল) তারপর নবী (স) ও আবু বকর (রা) তাঁর সাথে আবু বকরের গোলাম আমের ইবনে ফুহাইরাহ ও পথচালকটি যাত্রা করল। পথচালক তাদেরকে উপকূলের পথ ধরে নিয়ে চলল।

সুরাকাহ ইবনে মালেক ইবনে জুশুম বলেন, কাফের কুরাইশদের দূতরা আমাদের কাছে আসল। রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বকর (রা) উভয়ের প্রত্যেককে যে কেউ হত্যা করবে কিংবা বন্দী করবে তার জন্য তারা (একশ উট) পুরস্কার ঘোষণা করল। একদিন আমি আমাদের বনী মুদলিজ কওমের এক মজলিসে বসেছিলাম। এমন সময় ঐ কওমেরই একজন লোক এসে আমাদের মাধ্যে দাঁড়াল। আমরা তখন বসেছিলাম। লোকটা বলল, হে সুরাকাহ ! আমি এই মাত্র উপকূলের পথে কয়েকজন লোককে দেখলাম। আমার ধারণা তারা মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীরাই হবেন। সুরাকাহ বলেন, আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁরাই হবেন। কিন্তু আমি তাকে মিথ্যা বললাম ঃ ঐ লোকগুলো তারা নয়। বরং তুমি অমুককে ও অমুককে দেখেছ, তারা আমাদের চোখের সামনে দিয়েই গিয়েছে।

অতপর কিছুক্ষণ আমি ঐ মজলিসে থাকলাম। তারপর উঠে গিয়ে ঘরে প্রবেশ করলাম এবং আমার কিশোরী দাসীকে আদেশ করলাম যেন সে আমার ঘোড়াটাকে বের করে নিয়ে ঢিবির আড়ালে গিয়ে ঘোড়াটাকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আমি আমার বর্শাটাকে নিয়ে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমি বর্শা ফলকের গোড়ার দিকটা নীচু করে ধরে এবং সূচাঁল দিকটা মাটির উপর রেখা টানতে টানতে আমার ঘোড়ার কাছে এসে পৌছলাম। অতপর ঘোড়ায় চড়ে আমি তাকে দ্রুত ছুটালাম। সে আমাকে নিয়ে কদম তালে চলতে লাগল। যখন আমি তাদের [নবী (স) ও আবু বকর (রা)] নিকটবর্তী হলাম তখন আমাকে নিয়ে ঘোড়াটি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। ফলে আমি ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়লাম। আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম এবং তুনীরে হাত ঢুকিয়ে (ভাগ্য নিরূপনের) তীরগুলো বের করলাম। তারপর ঐ তীর দিয়ে এ মর্মে ভাগ্য পরীক্ষা করলাম যে, আমি তাদের ক্ষতি করতে পারব কিনা। কিন্তু আমার যা অপসন্দ তা-ই প্রকাশ পেল। তবু আমি তীরগুলোর ইঙ্গিত উপেক্ষা করে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করলাম। ঘোড়া আমাকে নিয়ে কদম তালে চলতে লাগল। অবশেষে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কুরআন পাঠ শুনতে পেলাম। তিনি কোনদিকে তাকাচ্ছেন না। কিন্তু আবু বকর (রা) খুব বেশী এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। এমন সময় আমার ঘোড়ার সামনের পা দু'টো হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে গেল এবং আমি তার ওপর থেকে ছিটকে পড়লাম। আমি ঘোড়াটাকে ধমক দিলে সে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু সে তার সামনের পা দু'টোকে বের করতে সক্ষম হচ্ছিল না। অবশেষে ঘোড়াটি যখন উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল তখন হঠাৎ তার সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের চিহ্ন থেকে ধোঁয়ার ন্যায় ধুলি মেঘ উঠে আসমান পর্যন্ত ছেয়ে গেল। আমি আবার তীর দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করলাম কিন্তু এবারও আমার যা অপসন্দ তা-ই

প্রকাশ পেল। তখন আমি তাদেরকে নিরাপত্তার কথা বলে আহবান জানালাম। এবার তাঁরা থামলেন এবং আমি ঘোড়ায় চড়ে শেষ পর্যন্ত তাঁদের কাছে এসে পৌছলাম। (ইতিপূর্বে) তাঁদের কাছে পৌছাবারকালে যখন আমি বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিলাম, তখনি আমার মনে এ কথাটা উদয় হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যাপারটা খুব শীগগীরই ব্যাপক আকার ধারণ করবে। তাই আমি তাঁকে বললাম, আপনার কওম কুরাইশ আপনার ব্যাপারে পুরস্কার ঘোষণা করেছে। (তাছাড়া কুরাইশদের) লোকেরা তাঁর ব্যাপারে যে ইচ্ছা পোষণ করত সে সংবাদও আমি তাদেরকে জানিয়ে দিলাম এবং তাদের সামনে আমি পাথেয় ও অন্যান্য সামগ্রী পেশ করলাম। কিন্তু তাঁরা আমার কোন কিছুই গ্রহণ করলেন না এবং আমার কাছে কিছুই চাইলেন না। শুধু এতটুকু বললেন যে, আমাদের ব্যাপারটা গোপন রেখ। তারপর আমাকে একটা নিরাপত্তা লিপি লিখে দিতে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে প্রার্থনা জানালাম। তিনি আমের ইবনে ফুহাইরাকে আদেশ করলে সে এক টুকরো চামড়ায় তা আমাকে লিখে দিল। অতপর রসূলুল্লাহ (স) পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন। ইবনে শিহাব উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, পথিমধ্যে একদল মুসলিম উষ্ট্রারোহীর দলে যুবাইরের সাথে নবী (স)-এর সাক্ষাত ঘটে। এরা সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ব্যবসায়ী দল ছিল। যুবাইর রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বকরকে সাদা রঙের কাপড় পরতে দিলেন।

এদিকে মদীনার মুসলমানরা রসূলুল্লাহ (স)-এর মক্কা থেকে বেরিয়ে আসার খবর শুনতে পেল। তাই তারা প্রতিদিন সকাল বেলা কঙ্করময় ভূমিতে গিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করত এবং দুপুরের রোদের তাপে ফিরে যেতে বাধ্য হতো। অবশেষে একদিন দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর তারা ফিরে গেল এবং নিজ নিজ ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল। এক ইহুদী কোন এক উঁচু দালান থেকে কি যেন নিরীক্ষণ করছিল। এমন সময় সে রসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় মরীচিকা ভেদ করে আসতে স্পষ্ট দেখতে পেল। তখন ইহুদী লোকটা উচ্চস্বরে চীৎকার দিয়ে এ কথাটা না বলে থাকতে পারল না —হে আরব জাতি ! যে সৌভাগ্যের জন্য তোমরা প্রতীক্ষা করছিলে এই তো সেই সৌভাগ্য। এ কথা শুনে মুসলমানরা ব্যস্ত হয়ে সমস্ত হাতিয়ার তুলে নিল এবং মদীনার বাইরে কঙ্করময় স্থানটির অপর পারে রসূলুল্লাহ (স) এর সাথে সাক্ষাত করল। রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে সাথে নিয়ে ডান দিকের পথ ধরে চলতে লাগলেন এবং বনী আমর ইবনে আওফ গোত্রে গিয়ে অবতরণ করলেন। সেদিনটা ছিল রবিউল আউয়াল মাসের কোন এক সোমবার।

তারপর আবু বকর লোকদের জন্য দাঁড়ালেন এবং রসূলুল্লাহ (স) চুপচাপ বসে রইলেন। আনসারদের যারা রসূলুল্লাহ (স)-কে দেখেনি তারা এসে আবু বকরকে সালাম করতে লাগল। অবশেষে রসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর যখন রোদের তাপ পড়ল এবং আবু বকর (রা) এগিয়ে এসে নিজ চাদর দিয়ে তাঁকে ছায়া করলেন তখন লোকেরা রসূলুল্লাহ (স)-কে চিনতে পারল। রসূলুল্লাহ (স) বনী আমর ইবনে আওফ গোত্রে দশ দিনের কিছু বেশী সময় অবস্থান করেন এবং ঐ মসজিদটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন যার ভিত্তি কুরআনের ভাষায় তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং রসূলুল্লাহ (স) তাতে নামায আদায় করেন।

তারপর তিনি নিজ উষ্ট্রীর পিঠে চড়ে যাত্রা করলেন। লোকেরা তার সাথে হেঁটে চলল। অবশেষে উষ্ট্রীটি মদীনায় রসূলুল্লাহ (স)-এর মসজিদের (অর্থাৎ বর্তমান মসজিদে নববীর) নিকটে বসে পড়ল। ঐ স্থানটাতে সে সময় কিছু মুসলিম নামায পড়ত এবং ঐ স্থানটা ছিল আস'আদ ইবনে যুরারার আশ্রয়ে প্রতিপালিত সুহাইল ও সহল নামক দু'জন এতীম বালকের খেজুর শুকাবার খামার। রসূলুল্লাহ (স)-এর উষ্ট্রীটা যখন তাঁকে নিয়ে বসে পড়ল, তখন তিনি বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ এটাই আমার আবাসস্থল হবে।

তারপর রসূলুল্লাহ (স) বালক দু'টোকে ডেকে পাঠান এবং মসজিদ তৈরীর উদ্দেশ্যে তিনি তাদের কাছে ঐ খামার জমিটার দাম জানতে চান। তখন তারা বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল ! দাম নয়, আমরা বরং এ জমিটা আপনাকে দান করে দিচ্ছি। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) তাদের কাছ থেকে দান হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। অবশেষে তিনি তাদের কাছ থেকে জমিটা খরিদ করে নিলেন। তারপর তিনি সেখানে মসজিদ নির্মাণ করলেন। নির্মাণকালে লোকদের সাথে রসূলুল্লাহ (স) ইঁট বহন করতে থাকেন। ইঁট বহনকালে তিনি বলতেন ঃ "হে আমাদের রব ! এ বোঝা বহন খায়বরের বোঝা বহন নয় ! এ বোঝা বহন অতীব পুণ্যময় ও অত্যন্ত পবিত্র কাজ !" তিনি আরো বলতেন ঃ "নিশ্চয়ই পরকালের প্রতিদানই প্রকৃত প্রতিদান। সুতরাং হে আল্লাহ আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি রহম করুন।" অতপর তিনি জনৈক মুসলিম কবির কবিতা পড়েন, যার নাম আমাকে বলা হয়নি। রাবী ইবনে শিহাব বলেন, রসূলুল্লাহ (স) উপরোক্ত কবিতাগুলো ছাড়া অপর কোন পূর্ণাঙ্গ কবিতা পড়েছেন বলে আমার জানা নেই।

٣٦١٩- عَنْ أَسْمَاءَ صَنَعْتُ سُفْرَةً لِلنَّبِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ حِيْنَ أَرَادَا الْمَدِيْنَةَ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُهُ إِلاَّ نِطَاقِي قَالَ فَشُقِّيْهِ فَفَعَلْتُ فَسُمِّيْتُ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ -

৩৬১৯. আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) ও আবু বকর (রা) যখন মদীনায় যেতে মনস্থ করলেন, তখন আমি তাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করলাম এবং (তা চামড়ার একটা থলেতে পুরে) আমার বাবা আবু বকর (রা)-কে বললাম, এর মুখ বাঁধার জন্য আমার কোমরবন্দ ছাড়া আমি আর কিছুই পাচ্ছি না। তিনি [আবু বকর (রা)] বললেন ঃ তাহলে ওটা চিরে ফেল। আমি তাই করলাম। তখন থেকে আমার নাম হয়ে গেল–"যাতুন নিতাকাইন" (দু' কোমরবন্দ বিশিষ্ট।)

٣٦٢٠- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا أَقْبَلَ النَّبِيُّ إِلَى الْمَدِيْنَةِ تَبِعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ فَسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ قَالَ أَدْعُ اللّٰهَ لِيْ وَلاَ أَضُرُّكَ فَدَعَا لَهُ قَالَ فَعَطِشَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَمَرَّ بِرَاعٍ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيْهِ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فَأَتَيْتُهُ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيْتُ -

৩৬২০. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন মদীনার দিকে রওনা করলেন, তখন সুরাকাহ ইবনে মালেক ইবনে জুশুম পেছন থেকে তাঁকে

অনুসরণ করতে লাগলেন। নবী (স) তাকে বদদোয়া করলেন। ফলে, তার ঘোড়াটা তাকে নিয়ে মাটিতে গেড়ে গেল। সে বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। আমি আপনার কোনরূপ ক্ষতি করব না। তিনি তখন তার জন্য দোয়া করেন। রাবী বলেন, (পথিমধ্যে) রসূলুল্লাহ (স) পিপাসার্ত হয়ে পড়েন। তখন তিনি এক রাখালের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু বকর (রা) বলেন ঃ আমি একটা পিয়ালা নিয়ে তাতে (ঐ রাখালের বকরী থেকে) কিছু দুধ দোহন করে তাঁর কাছে নিয়ে এলাম। তিনি তা পান করলেন। এতে আমি ভারী খুশী হলাম।

٣٦٢١- عَــنْ اَسْمَاءَ اَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَاَنَا مُتِمٌّ فَاَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِــىْ حَجْـرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِىْ فِيْهِ فَكَانَ اَوَّلَ شَىْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيْقَ رَسُــوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ اَوَّلَ مَوْلُوْدٍ وُلِدَ فِى الْاِسْلَامِ تَابَعَهُ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّهَا هَاجَرَتْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهِىَ حُبْلٰى -

৩৬২১. আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে গর্ভে নিয়ে হিজরত করেন। তিনি বলেন, আমি পূর্ণ গর্ভাবস্থায় (মক্কা থেকে) বের হলাম। অতপর মদীনা আসার পর কুবা নামক স্থানে অবতরণ করলাম এবং কুবাতেই আবদুল্লাহ ভূমিষ্ঠ হলো। তারপর আমি তাকে নিয়ে নবী (স)-এর কাছে গেলাম এবং তাকে তার কোলে রাখলাম। তখন তিনি খুরমা আনলেন এবং তা চিবুতে লাগলেন। তারপর আবদুল্লাহর মুখের মধ্যে থুথু দিলেন। ফলে রসূলুল্লাহ (স)-এর থুথুই সর্বপ্রথম তার পেটে প্রবেশ করল। তারপর তিনি তার চিবান খুরমা শিশুর তালুতে ঘষে দিলেন। অতপর তার জন্য দোয়া করলেন এবং তার জন্য বরকত কামনা করলেন। আর এটাই ছিল মদীনাতে প্রথম শিশু। খালেদ ইবনে মাখলাদ আলী ইবনে মুসহির, হিশাম ও আবু হিশামের বরাত দিয়ে অনুরূপ একটা হাদীস আসমা থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আসমা গর্ভাবস্থায় নবী (স)-এর নিকট হিজরত করেন।

٣٦٢٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَوَّلُ مَوْلُوْدٍ وُلِدَ فِى الْاِسْلَامِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْـرِ اَتَوْا بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَاَخَذَ النَّبِىُّ ﷺ تَمْرَةً فَلَاكَهَا ثُمَّ اَدْخَلَهَا فِـىْ فِيْهِ فَاَوَّلُ مَا دَخَلَ بَطْنَهُ رِيْقُ النَّبِىِّ ﷺ -

৩৬২২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করে সে হলো আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর। তাকে নবী (স)-এর নিকট আনা হলো। নবী (স) তখন একটা খুরমা নিয়ে চিবুলেন। তারপর এটা তার মুখের মধ্যে পুরে দিলেন। ফলে সর্বপ্রথম যে জিনিসটা তার পেটে প্রবেশ করল তা ছিল নবী (স)-এর থুথু।

٣٦٢٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَقْبَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ مُرْدِفُ اَبَا
بَكْرٍ وَاَبُوْ بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ شَابٌّ لاَ يُعْرَفُ قَالَ فَيَلْقَى الرَّجُلُ
اَبَا بَكْرٍ فَيَقُوْلُ يَا اَبَا بَكْرٍ مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْكَ فَيَقُوْلُ هٰذَا الرَّجُلُ
يَهْدِيْنِى السَّبِيْلَ قَالَ فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ اَنَّهُ اِنَّمَا يَعْنِى الطَّرِيْقَ وَاِنَّمَا يَعْنِىْ
سَبِيْلَ الْخَيْرِ فَالْتَفَتَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاِذَاهُوَ بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
هٰذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا فَالْتَفَتَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِصْرَعْهُ فَصَرَعَهُ
الْفَرَسُ ثُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ مُرْنِىْ بِمَ شِئْتَ قَالَ فَقِفْ
مَكَانَكَ لاَ تَتْرُكَنَّ اَحَدًا يَلْحَقُ بِنَا قَالَ فَكَانَ اَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلٰى نَبِىِّ اللّٰهِ
ﷺ وَكَانَ اٰخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَانِبَ الْحَرَّةِ ثُمَّ بَعَثَ
اِلَى الْاَنْصَارِ فَجَاؤُا اِلٰى نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمُوْا عَلَيْهِمَا وَقَالُوْا اِرْكَبَا اٰمِنَيْنِ
مُطَاعَيْنِ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَجَفُّوْا دُوْنَهُمَا بِالسِّلاَحِ فَقِيْلَ فِى
الْمَدِيْنَةِ جَاءَ نَبِيُّ اللّٰهِ جَاءَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَاَشْرَفُوْا يَنْظُرُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ جَاءَ
نَبِيُّ اللّٰهِ جَاءَ نَبِيُّ اللّٰهِ فَاَقْبَلَ يَسِيْرُ حَتّٰى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ اَبِىْ اَيُّوْبَ فَاِنَّهُ
لَيُحَدِّثُ اَهْلَهُ اِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ وَهُوَ فِىْ نَخْلٍ لِاَهْلِهِ يَخْتَرِفُ لَهُمْ
فَعَجِلَ اَنْ يَضَعَ (يَضُمُّ) الَّذِىْ يَخْتَرِفُ لَهُمْ فِيْهَا فَجَاءَ وَهِىَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ نَبِىِّ اللّٰهِ
ﷺ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهِ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ بُيُوْتِ اَهْلِنَا اَقْرَبُ فَقَالَ اَبُوْ
اَيُّوْبَ اَنَا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ هٰذِهِ دَارِىْ وَهٰذَا بَابِىْ قَالَ فَانْطَلِقْ فَهَيِّئْ لَنَا مَقِيْلاً قَالَ
قُوْمَا عَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ فَقَالَ
اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَّكَ جِئْتَ بِحَقٍّ وَقَدْ عَلِمَتْ يَهُوْدُ اَنِّىْ سَيِّدُهُمْ وَابْنُ
سَيِّدِهِمْ وَاَعْلَمُهُمْ وَابْنُ اَعْلَمِهِمْ فَادْعُهُمْ فَاسْاَلْهُمْ عَنِّىْ قَبْلَ اَنْ يَعْلَمُوْا اَنِّىْ قَدْ
اَسْلَمْتُ فَاِنَّهُمْ اِنْ يَعْلَمُوْا اَنِّىْ قَدْ اَسْلَمْتُ قَالُوْا فِىَّ مَالَيْسَ فِىَّ فَاَرْسَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ
ﷺ فَاَقْبَلُوْا فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ وَيْلَكُمْ
اِتَّقُوْا اللّٰهَ فَوَاللّٰهِ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَقًّا وَاِنِّىْ

جِئْتُكُمْ بِحَقٍّ فَأَسْلِمُوْا قَالُوْا مَا نَعْلَمُهُ قَالُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالَ فَأَيُّ رَجُلٍ فِيْكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ قَالُوْا ذَاكَ سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا وَأَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ قَالُوْا حَاشَى لِلّٰهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ قَالُوْا حَاشَى لِلّٰهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ قَالُوْا حَاشَى لِلّٰهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ أُخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَخَرَجَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ . اِتَّقُوْا اللّٰهَ فَوَاللّٰهِ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَّهُ جَاءَ بِحَقٍّ فَقَالُوْا كَذَبْتَ فَأَخْرَجَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৩৬২৩. **আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত।** তিনি বলেন, নবী (স) মদীনা যাত্রা করেছেন। তাঁর পেছনে চলছেন আবু বকর (রা)। আবু বকর (রা)-কে একজন বয়োবৃদ্ধ[৮৬] ব্যক্তি মনে হতো এবং তিনি সাধারণভাবে পরিচিত ছিলেন। আর নবী (স)-কে যুবক মনে হতো এবং সাধারণভাবে তিনি অপরিচিত ছিলেন। তাই যে লোকটির সাথেই আবু বকরের দেখা হতো সেই জিজ্ঞেস করতো, হে আবু বকর (রা) ! তোমার সামনের লোকটা কে ? তিনি জবাব দিতেন, এলোকটা আমাকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। রাবী বলেন, এতে প্রশ্নকর্তা পথ অর্থে সাধারণ পথকেই বুঝে নিত। অথচ আবু বকর (রা) পথ অর্থে সত্য ও ন্যায়ের পথকেই বোঝাতেন। একস্থানে এসে আবু বকর (রা) পেছন ফিরে তাকালেন। দেখলেন যে, এক ঘোড় সওয়ার তাঁদের দিকেই আসছে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! এই ঘোড় সওয়ার আমাদের দিকে আসতে চাচ্ছে। নবী (স) তখন পিছনে ফিরে তাকালেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ ! তাকে পর্যুদস্ত করুন। তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটি তাকে নীচে ফেলে দিল। তারপর ঘোড়াটি দাঁড়িয়ে হ্রেস্বা ধ্বনি দিতে লাগল। তখন ঘোড়সওয়ার লোকটি বলল, হে আল্লাহর নবী ! আপনার যা ইচ্ছা আমাকে হুকুম করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাক এবং কাউকে আমাদের কাছে আসতে দেবে না। রাবী আনাস বলেন, আল্লাহর কী লীলা ঃ লোকটা সকালে ছিল নবী (স)-এর শত্রু আর বিকেলে হয়ে গেল তাঁর বন্ধু-রক্ষী। তারপর রসূলুল্লাহ (স) "হিররা"-এর নিকটে এসে অবতরণ করলেন এবং আনসারদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা নবী (স)-এর নিকট এলেন এবং তাঁদের দু'জনকে সালাম করলেন। তারপর আরজ করলেন ঃ আপনারা সওয়ার হয়ে চলুন। আপনাদের হেফাজত ও আনুগত্য করা হবে। তখন নবী (স) ও আবু বকর (রা) উটের পিঠে সওয়ার হলেন এবং আনসাররা তাঁদের দু'জনকে হাতিয়ার দিয়ে পরিবেষ্টন করে রাখলেন। যখন তারা মদীনায় এসে পৌঁছলেন তখন মদীনায় প্রচার হলো ঃ আল্লাহর নবী এসেছেন ! আল্লাহর নবী এসেছেন ! লোকেরা উঁচু জায়গায় উঠে দেখতে লাগল আর উচ্চস্বরে বলতে লাগল ঃ আল্লাহর নবী এসেছেন ! আল্লাহর নবী এসেছেন ! নবী (স) বরাবর সামনের দিকে

৮৬. মূলত নবী (স)-এর বয়স আবু বকরের চাইতে অধিক ছিল। কিন্তু আবু বকর (রা)-এর চুলদাড়ি অধিক সাদা হয়ে গিয়েছিল বলে বাহ্যত নবী (স)-এর চাইতে আবু বকর (রা)-কে অধিক বয়েসী মনে হতো।

এগুতে থাকলেন। অবশেষে আবু আউয়ুব আনসারীর বাড়ির নিকটে এসে অবতরণ করলেন। আবু আউয়ুব আনসারী তখন তার পরিবারের লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (ইয়াহুদী আলেম) নবী (স)-এর আগমনের খবর শুনতে পেলেন। তিনি তখন তার বাগানে খেজুর পাড়ছিলেন। খবরটা শুনেই তিনি পাড়া খেজুরগুলো তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে তা সাথে করেই নবী (স)-এর কাছে চলে আসলেন এবং নবী (স)-এর মুখ নিঃসৃত কিছু কথাবার্তা শুনে আবার ঘরে ফিরে গেলেন। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমাদের লোকদের মধ্যে কার বাড়ি এখান থেকে অধিকতর নিকটে। আবু আউয়ুব আনসারী বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমিই অধিক নিকটে। এই যে আমার বাড়ি আর এটা আমার বাড়ির দরজা। তিনি বললেন ঃ যাও এবং আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। আবু আউয়ুব আনসারী বললেন ঃ আল্লাহ বরকত দান করুন —আপনারা চলুন। তারপর নবী (স) যখন আবু আউয়ুবের ঘরে এসে পৌঁছলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবেন সালাম আবার আসলেন এবং বললেন ঃ আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রসূল ! আপনি সত্য দীন নিয়ে এসেছেন। ইহুদী সম্প্রদায় খুব ভাল করেই জানে যে, আমি তাদের নেতা এবং তাদের নেতার ছেলে। আমি তাদের মধ্যে বড় আলেম এবং বড় আলেমের ছেলে। আপনি তাদেরকে ডাকুন এবং আমার ইসলাম গ্রহণের খবরটা তারা জানার পূর্বেই আমার সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন। কেননা যদি তারা জানতে পারে যে, আমি ইসলাম কবুল করেছি তাহলে তারা আমার ব্যাপারে এমন সব কথা বলবে যা আমার মধ্যে নেই। তখন নবী (স) তাদেরকে ডেকে পাঠান। তারা এসে নবী (স)-এর খিদমতে হাজির হলো। রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে বললেন ঃ হে ইহুদী সম্প্রদায় ! তোমরা ধ্বংসের মুখোমুখি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর। সেই সত্তার কসম, যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, আমি আল্লাহর সাচ্চা রসূল এবং সাচ্চা দীন নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। সুতরাং তোমরা মুসলিম হয়ে যাও। তারা বলল, আমরা এটা জানি না। একথা নবী (স)-কে তারা তিনবার বলল। নবী (স) বললেন ঃ আচ্ছা বলতো, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তোমাদের মাঝে কেমন লোক ? তারা বলল, তিনি তো আমাদের নেতা ও নেতার ছেলে এবং আমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ আলেম ও শ্রেষ্ঠ আলেমের ছেলে। নবী (স) বললেন ঃ আচ্ছা বলতো, যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে কেমন হবে ? তারা বলল, আল্লাহ না করুন, তিনি কিছুতেই ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি আবার বললেন ঃ আচ্ছা বলতো সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে ! তারা বলল ঃ আল্লাহ না করুন। তিনি কখনো ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি পুনরায় বললেন ঃ আচ্ছা বলতো, যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে ! তারা বলল ঃ আল্লাহ না করুন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন না। তখন নবী (স) বললেন ঃ হে ইবনে সালাম ! একটু এদের সামনে এসো। তিনি বেরিয়ে এলেন এবং ইহুদীদেরকে বললেন, হে ইহুদী সম্প্রদায় ! আল্লাহকে ভয় কর। সেই সত্তার কসম, যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তোমরা নিশ্চয়ই জান, ইনি আল্লাহর রসূল এবং তিনি সত্য দীন নিয়ে এসেছেন। একথা শুনে তারা বলে উঠল ঃ তুমি মিথ্যাবাদী। তখন রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিলেন।

٣٦٢٤- عَــنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ اَرْبَعَــةَ الْاَفِ فِيْ اَرْبَعَةٍ وَفَرَضَ لاِبْنِ عُمَرَ ثَلاَثَةَ الاَفٍ وَخَمْسَمِائَةٍ فَقِيْلَ لَهُ هُوَ مِــنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنْ اَرْبَعَةِ الاَفٍ فَقَالَ اِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ اَبَوَاهُ يَقُوْلُ لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ ـ

৩৬২৪. উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরদের জন্য তিনি (বার্ষিক) চার হাজার দিরহাম (ভাতা) নির্ধারণ করেন আর (তাঁর ছেলে) আবদুল্লাহ ইবনে উমরের ভাতা নির্ধারণ করেন তিন হাজার পাঁচশ দিরহাম। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো তিনিও তো মুহাজির। আপনি তার ভাতা চার হাজার থেকে কম করলেন কেন ? তিনি জবাব দিলেন ঃ সে তো তার বাবা মার সাথে হিজরত করেছে। তিনি বলতে চাচ্ছিলেন যে, সে তাদের মত নয় যারা একাকী স্বেচ্ছায় হিজরত করেছে।

٣٦٢٥- عَن خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

৩৬২৫. খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে হিজরত করেছি।

٣٦٢٦- عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَبْتَغِيْ وَجْهَ اللّٰهِ وَوَجَبَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَضٰى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُــمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَــوْمَ اُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نُكَفِّنُهُ فِيْهِ اِلاَّ نَمِرَةً كُنَّا اِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ فَاِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ بِهَا وَنَجْعَلَ عَلٰى رِجْلَيْهِ مِنْ اِذْخِرٍ وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا ـ

৩৬২৬. খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে মদীনায় হিজরত করেছি এবং আমাদের পুরস্কার আল্লাহর কাছে প্রাপ্য। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের পুরস্কারের কিছুই ভোগ না করে দুনিয়া থেকে চলে গেছে। মুস'আব ইবনে 'উমাইর তাদের অন্যতম। সে ওহোদ যুদ্ধে নিহত হয়। তাকে কাফন দেয়ার জন্য একখানা পশমী চাদর ছাড়া আর কিছুই আমরা পেলাম না। ঐ চাদরখানা দিয়ে যখন আমরা তার মাথা ঢেকে দিতাম, তখন তার পা দু'টো বেরিয়ে পড়তো। আবার যখন পা দু'টো ঢাকার চেষ্টা করতাম তখন মাথাটা বেরিয়ে পড়তো। এ অবস্থা দেখে রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে আদেশ দিলেন যেন আমরা চাদরখানা দিয়ে তার মাথা ঢেকে দেই আর তার পা দু'টোর ওপর কিছু ইযখির ঘাস রেখে দেই। আবার আমাদের মধ্যে কেউ এমনও রয়েছে, যার ফল সুপক্ক হয়েছে এবং সে তা আহরণ করে যাচ্ছে।

٣٦٢٧- عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنَ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ لِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ هَلْ تَدْرِى مَا قَالَ اَبِىْ لاَبِيْكَ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاِنَّ اَبِىْ قَالَ لاَبِيْكَ يَا اَبَا مُوْسٰى هَلْ يَسُرُّكَ اِسْلاَمُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِجْرَتُنَا مَعَهُ وَجِهَادُنَا مَعَهُ وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ بَرَدَ لَنَا وَاَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ فَقَالَ اَبِىْ لاَ وَاللّٰهِ قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيْرًا وَاَسْلَمَ عَلٰى اَيْدِيْنَا بَشَرٌ كَثِيْرٌ وَاِنَّا لَنَرْجُوْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَبِىْ لٰكِنِّىْ اَنَا وَالَّذِىْ نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ اَنَّ ذٰلِكَ بَرَدَ لَنَا وَاَنَّ كُلَّ شَىْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ فَقُلْتُ اِنَّ اَبَاكَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ اَبِىْ -

৩৬২৭. আবু মূসা আশআরী (রা)-এর ছেলে আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আবদুল্লাহ ইবনে উমর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি জানেন আমার বাবা আপনার বাবাকে কি কথাটা বলেছেন ? তিনি বলেন, আমি বললাম, না তো ! আবদুল্লাহ বললেন, আমার বাবা আপনার বাবাকে বলেছিলেন ঃ হে আবু মূসা ! রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে আমাদের ইসলাম গ্রহণ, তাঁর সাথে আমাদের হিজরত, তাঁর সাথে থেকে আমাদের জিহাদ এবং তাঁর জীবদ্দশায় আমাদের প্রতিটি আমল আমাদের জন্য অবশিষ্ট থাকুক আর রসূলুল্লাহ (স)-এর পরে যেসব আমল আমরা করেছি তা আমাদের জন্য সৎকাজের সওয়াব ও অসৎকাজের শাস্তির মধ্যে বরাবর ও সমান সমান হয়ে যাক। এতে কি আপনি সন্তুষ্ট ? তখন আপনার বাবা বললেন, না। আল্লাহর কসম ! রসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের পর আমরা জিহাদ করেছি, নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি, এবং আরো অনেক সৎকাজ করেছি, অনেক লোক আমাদের হাতে মুসলমান হয়েছে। আর তার প্রতিদান আমরা অবশ্যই আশা করি। তখন আমার বাবা বললেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি কিন্তু এটাই চাই যে, ঐ আমলগুলো [যা আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর যমানায় করেছি।] আমাদের জন্য অবশিষ্ট থাকুক আর [রসূলুল্লাহ (স)-এর] পরে আমরা যেসব আমল করেছি তা আমাদের জন্য বরাবর ও সমান সমান হয়ে যাক। রাবী আবু বুরদা বলেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই আপনার বাবা আমার বাবার চাইতে শ্রেষ্ঠ।

٣٦٢٨- عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ اِذَا قِيْلَ لَهُ هَاجَرَ قَبْلَ اَبِيْهِ يَغْضَبُ قَالَ قَدِمْتُ اَنَا وَعُمَرُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدْنَاهُ قَائِلاً فَرَجَعْنَا اِلَى الْمَنْزِلِ فَاَرْسَلَنِىْ عُمَرُ وَقَالَ اِذْهَبْ فَانْظُرْ هَلِ اسْتَيْقَظَ فَاَتَيْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ انْطَلَقْتُ اِلٰى عُمَرَ فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ فَانْطَلَقْنَا اِلَيْهِ نُهَرْوِلُ هَرْوَلَةً حَتّٰى دَخَلَ عَلَيْهِ فَبَايَعَهُ ثُمَّ بَايَعْتُهُ -

৩৬২৮. আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর থেকে শুনেছি। ইবনে উমরকে যখন বলা হতো যে, তিনি তার বাবার পূর্বে হিজরত করেছেন তখন তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হতেন। তিনি বলেন, আমি এবং উমর (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসেছি। এসে তাঁকে নিদ্রিত অবস্থায় পেলাম তখন আমরা ঘরে ফিরে গেলাম। কিছুক্ষণ পর উমর (রা) আমাকে পাঠালেন এবং বললেন, গিয়ে দেখ তিনি জেগেছেন কিনা। আমি তাঁর কাছে এলাম এবং ভেতরে প্রবেশ করে তাঁর হাতে বাইআত করলাম। তারপর আমি উমর (রা)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে বললাম যে, তিনি জেগেছেন। তখন আমরা অনেকটা দৌড়ে তাঁর কাছে এসে পৌঁছলাম। তারপর উমর (রা) ভেতরে চলে গেলেন এবং তাঁর নিকট বাইআত করলেন। তারপর আমি তাঁর কাছে (দ্বিতীয়বার) বাইআত করলাম।

٣٦٢٩- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ ابْتَاعَ اَبُوْ بَكْرٍ مِنْ عَازِبٍ رَحْلاً فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ عَازِبٌ عَنْ مَسِيْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أُخِذَ عَلَيْنَا بِالرَّصَدِ فَخَرَجْنَا لَيْلاً فَاَحْثَثْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتّٰى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ ثُمَّ رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ فَأَتَيْنَاهَا وَلَهَا شَئٌ مِنْ ظِلٍّ قَالَ فَفَرَشْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرْوَةً مَعِىْ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهَا النَّبِىُّ ﷺ فَانْطَلَقْتُ اَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ فَاِذَا اَنَا بِرَاعٍ قَدْ اَقْبَلَ فِىْ غُنَيْمَةٍ يُرِيْدُ مِنَ الصَّخْرَةِ مِثْلَ الَّذِىْ اَرَدْنَا فَسَأَلْتُهُ لِمَنْ اَنْتَ يَا غُلاَمُ فَقَالَ اَنَا لِفُلاَنٍ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ فِىْ غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ هَلْ اَنْتَ حَالِبٌ قَالَ نَعَمْ فَأَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ فَقُلْتُ لَهُ انْفُضِ الضَّرْعَ قَالَ فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ وَمَعِى اِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ عَلَيْهَا خِرْقَةٌ قَدْ رَوَّاْتُهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتّٰى بَرَدَ اَسْفَلُهُ ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى رَضِيْتُ ثُمَّ ارْتَحَلْنَا وَالطَّلَبُ فِىْ اَثْرِنَا قَالَ الْبَرَاءُ فَدَخَلْتُ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ عَلٰى اَهْلِهِ فَاِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ اَصَابَتْهَا حُمّٰى فَرَأَيْتُ اَبَاهَا فَقَبَّلَ خَدَّهَا وَقَالَ كَيْفَ اَنْتِ يَا بُنَيَّةُ -

৩৬২৯.বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা) আযেবের কাছ থেকে একটা হাওদা কিনলেন। আমি তার সাথে হাওদাটা বয়ে নিয়ে চললাম। বারাআ বলেন, আযেব তাঁকে রসূলুল্লাহ (স)-এর সফর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমাদেরকে পেছন থেকে অনুসরণ করার জন্য লোক নিয়োজিত ছিল। আমরা (সাওর পর্বতের গুহা থেকে) রাতের বেলা বেরিয়ে পড়লাম এবং এক রাত একদিন দ্রুত পথ চললাম। যখন দুপুর হলো তখন একটা বিশাল পাথর আমাদের নজরে পড়ল। আমরা পাথরটার কাছে আসলাম। তার নীচে কিছুটা ছায়া ছিল। আবু বকর (রা) বলেন, তারপর

আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে একখানা চামড়া বিছিয়ে দিলাম যা আমার সাথে ছিল। নবী (স) তার ওপর শুয়ে পড়লেন। আমি এদিক ওদিক দেখার জন্য গেলাম। হঠাৎ আমি একজন রাখালকে দেখতে পেলাম। সে তার বকরীর পাল নিয়ে এদিকে আসছে। সে-ও সেই একই উদ্দেশ্যে পাথরটার দিকে আসছিল যে উদ্দেশ্যে আমরা এসেছি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার গোলাম ? সে বলল, অমুকের। আমি তাকে বললাম, তোমার বকরী দুধ দেয় কি ? সে বলল, হাঁ। আমি তাকে বললাম, তুমি কি দোহন করে দিতে পারবে ? সে বলল, হাঁ। তখন সে তার পাল থেকে একটা বকরী ধরে আনল। আমি তাকে বললাম, স্তনটাকে ঝেড়ে মুছে ফেল। তারপর সে কিছু দুধ দোহন করল। আমার নিকট কাপড় খন্ড দিয়ে ঢাকা একটা পানির পাত্র ছিল—যা আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য মুখ বেঁধে রেখেছিলাম। আমি ঐ দুধের সাথে কিছু পানি মিশালাম। এতে দুধগুলো নীচ পর্যন্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ঠান্ডা হয়ে গেল। তারপর আমি ঐ দুধ নবী (স)-এর নিকট নিয়ে এলাম এবং বললাম, হে রসূলুল্লাহ (স) ! পান করুন। রসূলুল্লাহ (স) পান করলেন। এতে আমি ভারী খুশী হলাম। তারপর আমরা যাত্রা করলাম। আর সন্ধানকারী (সুরাকা ইবনে মালেক) আমাদের পেছনে পেছনে আসছিল। বারাআ বলেন, এ সময় আমি আবু বকরের সাথে তার ঘরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম যে, তার মেয়ে আয়েশা (রা) শুয়ে আছে। তার জ্বর হয়েছে। তারপর আমি তার বাবা (আবু বকরকে) দেখলাম যে, তার (আয়েশার) মুখে চুমু খেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, মা মণি, তুমি এখন কেমন ?

٣٦٣. – عَنْ اَنَسٍ خَادِمِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَيْسَ فِىْ اَصْحَابِهِ اَشْمَطُ غَيْرَ اَبِىْ بَكْرٍ فَغَلَفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ -

৩৬৩০. নবী (স)-এর খাদেম আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন তখন তার সাহাবীদের মধ্যে সাদা কালো চুলওয়ালা আবু বকর ছাড়া আর কেউ ছিল না। তিনি মেহেদী ও ওস্‌মা (ঘাসের রঙ) দিয়ে দাড়ি রঞ্জিত করেন।

(١) ٣٦٣. – وعَـــنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ اَسَنَّ اَصْحَابِهِ اَبُوْ بَكْرٍ فَغَلَفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ حَتّٰى قَنَأَ لَوْنُهَا -

৩৬৩০-ক. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে (অপর এক সূত্রে) বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন তাঁর সাহাবীদের মধ্যে সব চাইতে অধিক বয়সী ছিলেন আবু বকর (রা)। তিনি তার দাড়িতে মেহেদী ও ওস্‌মা ঘাসের খিযাব লাগাতেন। যার ফলে দাড়ির রং টকটকে লাল হয়ে গিয়েছিল।

٣٦٣١– عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً مِنْ كَلْبٍ يُقَالُ لَهَا اُمُّ بَكْرٍ فَلَمَّا هَاجَرَ اَبُوْ بَكْرٍ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمِّهَا هٰذَا الشَّاعِرُ الَّذِىْ قَالَ هٰذِهِ الْقَصِيْدَةَ رَثٰى كُفَّارَ قُرَيْشٍ :

وَمَاذَا بِالْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدْرٍ * مِنَ الشِّيْزٰى تُزَيَّنُ بِالسَّنَامِ

وَمَاذَا بِالْقَلِيْبِ بَدْرٍ * مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ

تُحَيِّيْ بِالسَّلاَمَةِ اُمُّ بَكْرٍ * وَهَلْ لِيْ بَعْدَ قَوْمِيْ مِنْ سَلاَمٍ

يُحَدِّثُنَا الرَّسُوْلُ بِاَنْ سَنَحْيَا * وَكَيْفَ حَيَاةُ اَصْدَاءٍ وَهَامٍ -

৩৬৩১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা) কাল্‌ব গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ে করেন—যার নাম ছিল উম্মে বকর। যখন আবু বকর (রা) হিজরত করেন তখন তাকে তালাক দিয়ে দেন। অতপর ঐ মহিলার চাচাত ভাই তাকে বিয়ে করে এ লোকটা হলো সেই কবি যে বদর যুদ্ধে নিহত কাফের কুরাইশদের শোক গাঁথা হিসেবে এই কবিতাগুলো রচনা করেছিল ঃ

"বদরের কালীব[৮৭] কূপে নিক্ষিপ্ত ঐসব লোক আজ কোথায়, যারা শীযী কাঠের তৈরী খাদ্য পাত্রের অধিকারী ছিল ? উটের কোহানের (কুঁজের) গোশত যাদের খাদ্য পাত্রের শোভা বর্ধন করতো ?

"বদরের কালীব কূপে ওরা আজ কোথায়, যারা গায়িকাদের আসরে ও মদ পানে আমার সঙ্গী ছিল ? আমার স্ত্রী উম্মে বকর আমার শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য দোয়া করে। অথচ আমার কওমের ধ্বংস হবার পর আমার নিরাপত্তার আশা কোথায় ?

"রসূল আমাদেরকে বলছে যে, আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে। কিন্তু হাড্ডি ও মাথার খুলি কি করে পুনরুজ্জীবন লাভ করতে পারে ? (অর্থাৎ মৃত্যুর পর মানুষ পঁচেগলে শুধু হাড্ডি আর মাথার খুলিটা বাকী থাকে। তার আবার জীবিত হওয়া কি করে সম্ভব ?)

٣٦٣٢- عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْغَارِ فَرَفَعْتُ رَأْسِىْ فَاِذَا اَنَا بِاَقْدَامِ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ بَعْضَهُمْ طَأْطَأَ بَصَرَهُ رَاٰنَا قَالَ اسْكُتْ يَا اَبَا بَكْرٍ اثْنَانِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا -

৩৬৩২. আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর সাথে (সাওর পর্বতের) গুহায় ছিলাম। এক সময় আমি আমার মাথাটা ওপরে তুলে তাকাতেই কিছু লোকের পদতল দেখতে পাই। তখন আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর নবী, তাদের কেউ যদি তার দৃষ্টিটা একটু নীচের দিকে করে তাহলে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ আবু বকর চুপ থাক। আমরা এমন দু' ব্যক্তি যাদের সাথে তৃতীয় জন রয়েছেন আল্লাহ।

٣٦٣٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ اِنَّ الْهِجْرَةَ شَاْنُهَا شَدِيْدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُعْطِىْ

৮৭. কালীব ঐ কূপের নাম, যার মধ্যে রসূলুল্লাহ (স) বদর যুদ্ধে নিহত কুরাইশ কাফেরদের মৃতদেহ নিক্ষেপ করেছিলেন।

صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرُودِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا ـ

৩৬৩৩. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন নবী (স)-এর নিকট এসে তাঁকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন ঃ আরে, হিজরতটা বড়ই কঠিন ব্যাপার। আচ্ছা, তোমার কি কোন উট আছে ? সে বলল ঃ হাঁ, আছে। তিনি বললেন ঃ তুমি কি তার যাকাত আদায় কর ? সে বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি কি তার দুধ দান কর ? সে বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ (পানি পান করানোর জন্য) যেদিন উটগুলোকে ঘাটে আনা হয় সেদিন তুমি কি তার দুধ দোহন করে (গরীবদের মধ্যে) দান কর ? সে বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তবে তুমি সমুদ্রের অপর পারে থেকেই সৎকাজ করতে থাক। আল্লাহ তোমার সৎকাজ থেকে বিন্দুমাত্রও হ্রাস করবেন না।[৮৮]

১০৫-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) ও তাঁর সাহাবীদের মদীনায় আগমন।

٣٦٣٤- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْهَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَبِلاَلٌ ـ

৩৬৩৪. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (মক্কাবাসী মুসলমানদের মধ্যে মদীনায়) আমাদের কাছে সর্বপ্রথম আসেন মুসআব ইবনে উমাইর ও ইবনে উম্মে মাকতুম। তারপর আসেন আম্মার ইবনে ইয়াসির ও বিলাল।

٣٦٣٥- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَا يُقْرِئَانِ النَّاسَ فَقَدِمَ بِلاَلٌ وَسَعْدٌ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِيْ عِشْرِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَا رَأَيْتُ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ فَرِحُوْا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى جَعَلَ الْاِمَاءُ يَقُلْنَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَا قَدِمَ حَتّٰى قَرَأْتُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى فِىْ سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ ـ

৩৬৩৫. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (মক্কার মুসলমানদের মধ্যে মদীনায়) আমাদের নিকট সর্বপ্রথম আসেন মুসাআব ইবনে উমাইর ও ইবনে উম্মে মাকতুম। তারা লোকদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতে থাকেন। তারপর আসেন বিলাল, সা'দ ও আম্মার ইবনে ইয়াসির। তারপর নবী (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে যে বিশজন আগমন করেন, তাদের সাথে আসেন উমর। তারপর আসলেন নবী (স)। (রাবী বলেন,) রসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনে মদীনাবাসীদের যেমনটা আনন্দ হয়েছিল অপর কোন কিছুতেই আমি

৮৮. অর্থাৎ দূরদেশে থেকে আল্লাহর হুকুম যথাযথভাবে পালন করাটাই যথেষ্ট। প্রয়োজন দেখা না দিলে সেখান থেকে হিজরত করে এখানে আসার চিন্তা করো না, কারণ হিজরতের বিধান পালন বড়ই কঠিন।

তাদেরকে তেমনটা আনন্দিত হতে দেখিনি। এমনকি ক্রীতদাসীরা পর্যন্ত বলতে লাগল ঃ রসূলুল্লাহ (স) এসেছেন।

(রাবী বলেন ঃ) মুফাস্‌সাল[৮৯] অংশের সূরাগুলো পড়তে পড়তে আমি যখন সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা পড়ে শেষ করেছিলাম ঠিক সে সময়েই রসূলুল্লাহ (স) মদীনায় আগমন করেন।

٣٦٣٦– عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَدِيْنَةَ وُعِكَ اَبُوْ بَكْرٍ وَبِلاَلٌ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا اَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ وَيَا بِلاَلُ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتْ فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اِذَا اَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُوْلُ :

كُلُّ امْرِئٍ فِي اَهْلِهِ + وَالْمَوْتُ اَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

وَكَانَ بِلاَلُ اِذَا اَقْلَعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيْرَتَهُ وَيَقُوْلُ :

اَلاَ لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ اَبِيْتَنَّ لَيْلَةً + بِوَادٍ وَحَوْلِيْ اِذْخِرٌ وَجَلِيْلُ –

وَهَلْ اَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهُ مَجَنَّةٍ + وَهَلْ يَبْدُوْنَ لِيْ شَامَةٌ وَطَفِيْلُ –

قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ ـ

৩৬৩৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন রসূলুল্লাহ (স) মদীনায় আসলেন তখন আবু বকর ও বিলাল একবার জ্বরাক্রান্ত হলেন। আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি তাদের দু' জনের কাছে গেলাম এবং বললাম, আব্বাজান, কেমন আছেন ? হে বিলাল, তুমি কেমন আছ ? আয়েশা (রা) বলেন ঃ আবু বকরের যখন জ্বর আসত তখন তিনি বলতেন ঃ "প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজ নিজ পরিবারে সুপ্রভাত বলা হয়, অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চাইতেও অধিকতর নিকটবর্তী।" আর বিলালের অবস্থা ছিল এই, যখন তার জ্বর ছাড়ত তখন সে কণ্ঠস্বর উঁচু করে এ কবিতাগুলো বলতো ঃ "হায় আমি যদি জানতাম ! আমি ঐ উপত্যকায় রাত যাপন করতে পারব কিনা, যেখানে ইযখির ও জালিল ঘাস আমার চারপাশে থাকত। আমি মাজান্না নামক স্থানে পুনরায় কোনদিন পৌছতে পারব কিনা এবং শামা ও তাফীল পাহাড় আমার দৃষ্টি গোচর হবে কিনা তা আমি বলতে পারি না!"

আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আসলাম এবং এ অবস্থা তাকে জানালাম। তখন তিনি এ বলে দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ ! মদীনাকে আমাদের নিকট প্রিয় কর যেমন প্রিয় ছিল আমাদের নিকট মক্কা বরং তার চেয়ে অধিকতর প্রিয় কর এবং

৮৯. কুরআন মজিদের ২৬তম পারার সূরা আল হুজুরাত (মতান্তরে সূরা কাফ) থেকে শেষ পর্যন্ত অংশকে মুফাস্‌সাল বলা হয়।

আমাদের জন্য একে (মদীনাকে) স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও। আর এর সা ও মুদ-এ[৯০] আমাদের জন্য বরকত দান কর এবং এখানকার জ্বরকে স্থানান্তর করে জুহফাতে নিয়ে যাও।"

٣٦٣٧- عَنْ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنِ عَدِيٍّ دَخَلْتُ عَلٰى عُثْمَانَ وَقَالَ بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنْ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ اَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عُثْمَانَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَاٰمَنَ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ ثُمَّ هَاجَرْتُ هِجْرَتَيْنِ وَنِلْتُ صِهْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَايَعْتُهُ فَوَاللّٰهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ -

৩৬৩৭. উবাইদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার (রা) থেকে (দু'টি সূত্রে) বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উসমান (রা)-এর নিকট (তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই ওলীদ ইবনে উকবা সম্পর্কে আলোচনা করতে) গেলে তিনি প্রথমে তাশাহুদ পড়লেন তারপর বললেন ঃ অতপর এ কথা নিশ্চিত যে, আল্লাহ মুহাম্মাদ (স)-কে সত্যের বাহকরূপে পাঠিয়েছেন এবং আমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং মুহাম্মাদ (স)-কে যে কিতাব দিয়ে পাঠানো হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। তারপর আমি দু'টি স্থানে হিজরত করেছি (আবিসিনিয়ায় ও মদীনায়)। আর আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর জামাতা হবার সৌভাগ্যও লাভ করেছি এবং তাঁর কাছে বাইআত করেছি। আল্লাহর কসম ! আমি কখনো তাঁর অবাধ্য হইনি এবং কখনো তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে ওফাত দেন। (ইসহাক কালবী যুহরী থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

٣٦٣٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى فِيْ اٰخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ فَوَجَدَنِيْ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَاِنِّيْ اَرٰى اَنْ تُمْهِلَ حَتّٰى تَقْدَمَ الْمَدِيْنَةَ فَاِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ (وَالسَّلاَمَةِ) وَتَخْلُصَ لاَهْلِ الْفِقْهِ وَاَشْرَافِ النَّاسِ وَذَوِيْ رَأْيِهِمْ قَالَ عُمَرُ لاَ قُوْمَنَّ فِيْ اَوَّلِ مَقَامٍ اَقُوْمُهُ بِالْمَدِيْنَةِ -

৩৬৩৮. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুর রহমান ইবনে আওফ (হজ্জ সম্পাদন করে) বাড়ি ফিরছিলেন। সেবারে উমর (রা) সর্বশেষ হজ্জ করেন এবং তিনি (আবদুর রহমান ইবনে আওফ) তাঁর সাথে মিনায় অবস্থান করেছিলেন। (ফেরার পথে) আমার সাথে আবদুর রহমানের দেখা হলে তিনি বললেন ঃ হজ্জের মওসুমে উমর

৯০. সা ও মুদ—শস্যের পরিমাণ বিশেষ। সা প্রায় চার সের ও মুদ প্রায় এক সেরের সমান।

(রা) লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে চাইলে আমি বললাম ঃ হে আমীরুল মুমিনীন ! হজ্জের সময় নানা ধরনের মামুলি জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক এসে জড়ো হয়। তাই আমার অভিমত, আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন। বরং আপনি মদীনায় চলুন। কেননা মদীনা হলো দারুল হিজরত ও দারুস সুন্নাহ[৯১] সেখানে আপনি অনেক বুদ্ধিমান, ভদ্র ও জ্ঞানী গুণী লোক পাবেন। উমর (রা) বললেন ঃ সর্বাগ্রে মদীনাতে গিয়েই আমি আমার ভাষণ পেশ করব।

٣٦٣٩- عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ اُمَّ الْعَلَاءِ اِمْرَاَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ طَارَ لَهُمْ فِي السُّكْنَى حِيْنَ اقْتَرَعَتِ الْاَنْصَارُ عَلٰى سُكْنَى الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَتْ اُمُّ الْعَلَاءِ فَاشْتَكَى عُثْمَانُ عِنْدَنَا فَمَرَّضْتُهُ حَتّٰى تُوُفِّيَ وَجَعَلْنَاهُ فِيْ اَثْوَابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ اَبَا السَّائِبِ شَهَادَتِيْ عَلَيْكَ لَقَدْ اَكْرَمَكَ اللّٰهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يُدْرِيْكِ اَنَّ اللّٰهَ اَكْرَمَهُ قَالَتْ قُلْتُ لَا اَدْرِيْ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَنْ قَالَ اَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللّٰهِ الْيَقِيْنُ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَرْجُوْ لَهُ الْخَيْرَ وَمَا اَدْرِيْ وَاللّٰهِ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا يُفْعَلُ بِيْ قَالَتْ فَوَاللّٰهِ لَا اُزَكِّيْ اَحَدًا بَعْدَهُ قَالَتْ فَاَحْزَنَنِيْ ذٰلِكَ فَنِمْتُ فَرَاَيْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ عَيْنًا تَجْرِيْ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ذٰلِكِ عَمَلُهُ -

৩৬৩৯. খারিজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উম্মুল আলা নাম্নী এক আনসার মহিলা—যিনি নবী (স)-এর নিকট বাইআত করেছিলেন—তাকে বলেছেন যে, মুহাজিরদের বাসস্থানের ব্যাপারে আনসাররা যখন লটারী করলেন তখন উসমান ইবনে মাযউনের বাসস্থানের ব্যাপারটা তাদের (উম্মুল আলার) ভাগে পড়ল। উম্মুল আলা বলেন ঃ আমাদের কাছে উসমান অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ অবস্থায় আমি তার দেখাশুনা করতে থাকি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে মারা যায় এবং আমরা তাকে কাফন পরিয়ে দেই। এমন সময় রসূলুল্লাহ (স) আমাদের কাছে এসে হাজির হলেন। তখন আমি (উসমানকে লক্ষ করে) বললাম ঃ "হে আবু সায়েব ! (উসমানের ডাকনাম) তোমার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তোমার ব্যাপারে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন।" এ কথা শুনে নবী (স) বললেন ঃ তুমি কি করে জানলে যে, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন ? উম্মুল আলা বলেন ঃ আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমার বাপ-মা আপনার জন্য কোরবান হোক, আমি জানি না। (কিন্তু যদি তাকে সম্মানিত না করা হয়) তবে আর কাকে (আল্লাহ সম্মানিত করবেন)? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম ! তার নিকট তো ধ্রুবসত্য (মৃত্যু) এসে গেছে। আল্লাহর কসম ! আমি

৯১. অর্থাৎ, মদীনা হলো হিজরতের স্থান এবং রসূল (স)-এর সুন্নার লালনভূমি।

তার কল্যাণেরই আশা রাখি। আল্লাহর কসম ! আল্লাহর রসূল হওয়া সত্ত্বেও আমি জানি না। (আল্লাহর সেখানে) আমার সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে ? উম্মুল আলা বললেন ঃ আল্লাহর কসম ! এরপর আমি আর কাউকেও নিষ্পাপ বলে ঘোষণা করব না। তিনি আরো বললেন ঃ এ ব্যাপারটা আমাকে যথেষ্ট ব্যথিত করেছিল। তারপর যখন আমি ঘুমালাম তখন উসমান ইবনে মাযউনের জন্য একটা প্রবাহিত ঝর্ণাধারা আমার দৃষ্টিগোচর হলো। আমি গিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-কে এ কথা বললাম। তিনি বললেন ঃ এটা তার আমল।

٣٦٤٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَاثٍ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُوْلِهِ ﷺ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَؤُهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَاتُهُمْ فِىْ دُخُوْلِهِمْ فِى الْاِسْلَامِ -

৩৬৪০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বুআস[৯২] যুদ্ধটি এমন একটি যুদ্ধ ছিল যা আল্লাহ তাঁর রসূলের উপকারার্থে মদীনাবাসীদের ইসলামে প্রবেশের জন্য (তাঁর মদীনায় আগমনের) পূর্বেই সংঘটিত করেছিলেন। রসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় আসলেন তখন মদীনাবাসীদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের নেতারা নিহত ও আহত হয়েছিল।

٣٦٤١- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَالنَّبِىُّ ﷺ عِنْدَهَا يَوْمَ فِطْرٍ اَوْ اَضْحٰى وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ (تُغَنِّيَانِ) بِمَا تَقَاذَفَتْ (تَعَازَفَتْ) الْاَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ دَعْهُمَا يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَاِنَّ عِيْدَنَا هٰذَا الْيَوْمُ -

৩৬৪১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার ঈদুল ফিতর কিংবা ঈদুল আযহার দিন নবী (স) আয়েশার নিকট অবস্থান করছিলেন। এমন সময় আবু বকর (রা)-ও তাঁর ঘরে ঢুকলেন। ঐ সময় তাঁর নিকট দু'টি বালিকা ঐ কবিতাগুলো সুর করে আবৃত্তি করছিল, যা আনসাররা বু'আস যুদ্ধের সময় বলেছিল। এটা দেখে আবু বকর (রা) ধমক দিয়ে দু'বার করে বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকটে শয়তানের তান ! তখন নবী (স) বললেন ঃ হে আবু বকর (রা) ! ওদেরকে গাইতে দাও। কেননা, প্রতিটি জাতির একটা খুশীর দিন থাকে। আর আজকে হলো আমাদের খুশীর দিন।

٣٦٤٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ نَزَلَ فِىْ عُلْوِ الْمَدِيْنَةِ فِىْ حَىٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ فَاَقَامَ فِيْهِمْ اَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ اَرْسَلَ اِلٰى مَلَاِ بَنِى النَّجَّارِ قَالَ فَجَاؤُا مُتَقَلِّدِىْ سُيُوْفِهِمْ قَالَ

৯২. বু'আস যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে আনসারদের গুণাবলী অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفَهُ وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ فَكَانَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإِ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاؤُا فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِي حَائِطَكُمْ هٰذَا فَقَالُوْا لاَ وَاللهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ قَالَ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُوْلُ لَكُمْ كَانَتْ فِيهِ قُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَتْ فِيهِ خِرَبٌ وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ قَالَ فَصَفُّوْا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ قَالَ وَجَعَلُوْا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً قَالَ قَالَ جَعَلُوْا يَنْقُلُوْنَ ذَاكَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُوْنَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَعَهُمْ يَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُمَّ إِنَّهُ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الْاٰخِرَةِ فَانْصُرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ ـ

৩৬৪২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনে বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় আসেন তখন তিনি মদীনার উঁচু প্রান্তে বনী আমর ইবনে আওফ গোত্রে অবতরণ করেন। রাবী বলেন ঃ তাদের মাঝে তিনি চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন। তারপর তিনি বনী নাজ্জার গোত্রের প্রধানদেরকে ডেকে পাঠালেন। রাবী বলেন ঃ তারা নিজেদের তরবারী লটকিয়ে এসে হাজির হলো। রাবী আনাস (রা) বলেন ঃ আমি যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি সেই দৃশ্য ঃ রসূলুল্লাহ (স) তাঁর সওয়ারীর ওপর এবং আবু বকর (রা) তাঁর পেছনে নিজ সওয়ারীর ওপর। আর বনী নাজ্জারের গোত্র প্রধানরা তাঁর চারদিকে। অবশেষে আবু আইউবের বাড়ির চত্বরে নবী (স) তাঁর মালপত্র নামালেন। রাবী বলেন ঃ যেখানেই নামাযের সময় হতো সেখানেই তিনি নামায পড়তেন। কোন কোন সময় ছাগল ভেড়ার খোঁয়াড়েও তিনি নামায পড়তেন। রাবী বলেন ঃ তারপর তিনি মসজিদ নির্মাণের জন্য আদেশ দিলেন এবং বনী নাজ্জারের প্রধানদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা হাজির হলে তিনি বললেন ঃ হে বনী নাজ্জার ! তোমরা তোমাদের এ বাগানটা আমার কাছে বিক্রি করে দাও। তখন তারা বলল ঃ না, আল্লাহর কসম ! আমরা একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই এর মূল্য পেতে চাই। রাবী আনাস বলেন ঃ ঐ বাগানটাতে কি ছিল, আমি তোমাদেরকে বলছি। তাতে ছিল মুশরিকদের কবরসমূহ, পোড়া জমি আর ছিল কিছু খেজুর গাছ। রসূলুল্লাহ (স)-এর আদেশে মুশরিকদের কবরগুলো খুঁড়ে ফেলা হলো, পোড়া জমি ঠিকঠাক ও সমতল করা হলো এবং খেজুর গাছ কেটে ফেলা হলো। রাবী বলেন ঃ খেজুর গাছের গুঁড়িগুলো তারা মসজিদের কিবলার দিকে সারি করে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং তার মাঝখানে রাখলেন পাথর। রাবী বলেন ঃ তারা কবিতা পড়ছিল আর ঐ পাথর বহন করছিল। নবী (স) ও তাদের সাথে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ "হে আল্লাহ ! আখেরাতের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ। অতএব আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করুন।"

১০৬-অনুচ্ছেদ ঃ মুহাজিরদের হজ্জ সম্পন্ন করার পর মক্কায় অবস্থান প্রসঙ্গে।

٣٦٤٣- عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ ابْنَ أُخْتِ النَّمِرِ مَا سَمِعْتَ فِيْ سُكْنٰى مَكَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ثَلاَثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدْرِ -

৩৬৪৩. উমর ইবনে আবদুল আযীয থেকে বর্ণিত। তিনি সায়েব ইবনে উখতুন নামরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি (মুহাজিরদের হজ্জ সম্পন্ন করার পর) মক্কায় অবস্থান সম্পর্কে কি শুনেছ ? তিনি বললেন ঃ আমি আলা ইবনে হাযরামীর কাছে শুনেছি। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মুহাজিরদের জন্য তওয়াফুস সদর[৯৩] এরপর তিন দিন (মক্কায় অবস্থান করার অনুমতি রয়েছে)।

১০৭-অনুচ্ছেদ ঃ

٣٦٤٤- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا عَدُّوْا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ مِنْ وَفَاتِهِ مَاعَدُّوْا اِلاَّ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِيْنَةَ -

৩৬৪৪. সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ লোকেরা (সাল) গণনা নবী (স)-এর নবুয়াত লাভের দিন থেকেও করেনি এবং তাঁর ওফাত দিবস থেকেও নয়। বরং তাঁর মদীনায় আগমন থেকে তারা সাল গণনা করেছে।

٣٦٤٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَفُرِضَتْ اَرْبَعًا وَتُرِكَتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الْاَوْلٰى -

৩৬৪৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নামায প্রথমে দু' দু'রাকাত ফরয হয়েছিল। তারপর নবী (স) মদীনায় হিজরত করলে চার চার রাকাত ফরয হয় এবং সফরকালীন নামায পূর্বাবস্থায় (অর্থাৎ দু' দুরাকাত) থেকে যায়। (আবদুর রাজ্জাক মা'মার থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

১০৮-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর ভাষণ ঃ হে আল্লাহ ! আমার সাহাবীদের হিজরতকে কবুল করুন এবং যারা মক্কায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের প্রতি তাঁর শোক জ্ঞাপন।

٣٦٤٦- عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ مَرَضٍ اَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَلَغَ بِيْ مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرٰى وَاَنَا ذُوْ مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِيْ اِلاَّ اِبْنَةٌ لِيْ وَاحِدَةٌ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ قَالَ لاَ قَالَ فَاَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ الثُّلُثُ يَا سَعْدُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ

৯৩. মিনায় হজ্জ ক্রিয়া সমাপনান্তে কা'বা ঘরের তওয়াফ করতে হয়, তাকে 'তওয়াফুস সদর' বলে।

تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ وَلَسْتَ بِنَافِقٍ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ اٰجَرَكَ اللّٰهُ بِهَا حَتّٰى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِىْ فِىْ اِمْرَاَتِكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُخَلَّفُ بَعْدَ اَصْحَابِىْ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ اٰخَرُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لاَصْحَابِىْ هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ لٰكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِىْ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُوُفِّىَ بِمَكَّةَ وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ وَمُوْسٰى عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ ـ

৩৬৪৬. আমরের পিতা সা'দ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ বলেন ঃ বিদায় হজ্জের বছর যখন আমি এমন এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হই যাতে আমার বেঁচে থাকার কোন আশা ছিল না, তখন নবী (স) আমাকে দেখতে আসেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমার রোগ যাতনা যে পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে তা তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আমি একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। আমার একটি মাত্র মেয়ে ছাড়া আর কেউই আমার ওয়ারিস হবে না। আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ দান করে দেব ? তিনি বললেন ঃ না। সা'দ বললেন ঃ তবে তার অর্ধেকটা দান করে দেব ? তিনি বললেন ঃ হে সা'দ এক-তৃতীয়াংশ দান কর এবং এক-তৃতীয়াংশই বেশী। তুমি তোমার সন্তান সন্ততিদেরকে বিত্তশালী রেখে যাও, এটাই উত্তম—তার চাইতে যে, তুমি তাদেরকে এমনভাবে নিঃস্ব করে রেখে যাও যে তারা লোকের কাছে হাত পাততে থাকে।

আহমদ ইবনে ইউনুস ইবরাহীম থেকে এ কথাগুলোও বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যে কোন ব্যয়ই করবে তার জন্য আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করবেন ; এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে গ্রাসটা তুলে দাও (তার জন্যেও)। (সা'দ বলেন ঃ) আমি বললাম হে আল্লাহর রসূল ! আমি কি আমার সাথীদের পর (মক্কায়) থেকে যাব ? তিনি বললেন ঃ (অসুস্থতার কারণে) যদি তোমাকে থেকে যেতে হয় আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে কোন সৎকাজ তুমি করতে থাক তবে তাতে তোমার সম্মান ও মর্যাদা আরো বেড়ে যাবে এবং হয়তো বা তুমি পরেও বেঁচে থাকবে। এমনকি তোমার দ্বারা বহুলোক উপকৃত হবে এবং বহুলোক তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৯৪] হে আল্লাহ ! আমার সাহাবীদের জন্য তাদের হিজরতকে অক্ষুণ্ন রাখুন। তাদেরকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে নেবেন না। কিন্তু বেচারা সা'দ ইবনে খাওলা !—তার মৃত্যু মক্কাতে হওয়ায় রসূলুল্লাহ (স) তার জন্য এভাবে শোক প্রকাশ করেন। আহমদ ইবনে ইউনুস ও মূসা ইবরাহীম থেকে ذريتك শব্দের পরিবর্তে ان تذر ورثتك বর্ণনা করেছেন।

৯৪. বাস্তবেও তাই ঘটেছিল। সা'দ আরো চল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন। তাঁর হাতে ইরাক বিজয় হয়। এতে মুসলমানরা গণিমাত লাভ করে উপকৃত হয় এবং মুশরিকরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১০৯-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) তাঁর সাহাবীদের মাঝে কিরূপে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ বলেন ঃ যখন আমরা মদীনায় এলাম তখন নবী (স) আমার ও সা'দ ইবনে রাবীর' মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। আবু জুহাইফা বলেন ঃ নবী (স) সালমান ও আবু দারদার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন।

٣٦٤٧- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَاٰخَى النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِىِّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ اَنْ يُنَاصِفَهُ اَهْلَهُ وَمَالَهُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلَّنِى عَلَى السُّوْقِ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ اَقِطٍ وَسَمْنٍ فَرَاٰهُ النَّبِىُّ ﷺ بَعْدَ اَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَزَوَّجْتُ اِمْرَاَةً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ فَمَا سُقْتَ فِيْهَا فَقَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْ لِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ -

৩৬৪৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুর রহমান ইবনে আওফ (হিজরত করে) মদীনায় এলে নবী (স) তার ও সা'দ ইবনে রাবী' আনসারীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। সা'দ তখন তার স্ত্রী ও সম্পদের অর্ধেকটা ভাগ করে নেয়ার জন্য আবদুর রহমানকে বললেন। আবদুর রহমান বললেন ঃ আল্লাহ আপনার পরিবার ও ধন-সম্পদে বরকত দান করুক। আমার এতে প্রয়োজন নেই। আপনি আমাকে স্থানীয় বাজারটা দেখিয়ে দিন। তারপর আবদুর রহমান (ব্যবসা করে) কিছু পনির ও ঘি লাভ করলেন। কিছুদিন পর নবী (সা) তাকে দেখলেন যে, তার গায়ে (জামায়) হলুদ রং-এর ছোপ। তখন নবী (স) বললেন ঃ হে আবদুর রহমান, এ আবার কি ? (অর্থাৎ গায়ে চিহ্ন কিসের ?) তিনি জবাব দিলেন ঃ হে রসূলুল্লাহ ! আমি এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছি। নবী (স) বললেন ঃ মোহর কি পরিমাণ দিয়েছ ? তিনি বললেন ঃ এক নওয়াত পরিমাণ (সোয়া ভরির কিছু বেশী) সোনা। তখন নবী (স) বললেন ঃ একটি বকরী দিয়ে হলেও ওলীমা[৯৫] কর।

১১০-অনুচ্ছেদ ঃ

٣٦٤٨- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنِ سَلَامٍ بَلَغَهُ مَقْدَمُ النَّبِىِّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَاَتَاهُ يَسْاَلُهُ عَنْ اَشْيَاءَ فَقَالَ اِنِّى سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا نَبِىٌّ مَا اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا اَوَّلُ طَعَامٍ يَاْكُلُهُ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَمَا بَالُ الْوَلَدِ يَنْزِعُ اِلَى اَبِيْهِ اَوْ اِلَى اُمِّهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ بِهِ جِبْرِيْلُ اٰنِفًا قَالَ ابْنُ سَلَامٍ ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُوْدِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالَ اَمَّا اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُهُمْ مِنَ الْمَشْرِقِ اِلَى الْمَغْرِبِ

৯৫ বিয়ের পর যে প্রীতিভোজ (বা বৌভাত) অনুষ্ঠিত হয় তাকে ওলীমা বলে।

وَاَمَّا اَوَّلُ طَعَامٍ يَاْكُلُهُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ الْحُوْتِ وَاَمَّا الْوَلَدُ فَاِذَا سَبَقَ مَاءَ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْاَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ وَاِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْاَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَزَعَتِ الْوَلَدَ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْيَهُوْدَ قَوْمٌ بُهُتٌ فَاَسَالْهُمْ عَنِّى قَبْلَ اَنْ يَعْلَمُوْا بِاِسْلاَمِى فَجَاءَتِ الْيَهُوْدُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَىُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ فِيْكُمْ قَالُوْا خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا وَاَفْضَلُنَا وَابْنُ اَفْضَلِنَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَسْلَمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ قَالُوْا عَاذَهُ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ فَاَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا مِثْلَ ذٰلِكَ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالُوْا شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَتَنَقَّصُوْهُ قَالَ هٰذَا كُنْتُ اَخَافُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ـ

৩৬৪৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর মদীনা আগমনের খবর আবদুল্লাহ ইবনে সালামের নিকট পৌছলে তিনি এসে নবী (স)-কে কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি বললেন ঃ আমি আপনাকে এমন তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করব যা নবী ছাড়া আর কেউ জানে না। (এক) কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত কি ? (দুই) জান্নাত- বাসীগণ সর্বপ্রথম কোন্ খাদ্য খাবে ? (তিন) কিসের কারণে সন্তান (আকৃতিতে কখনো) তার পিতার অনুরূপ হয় আবার (কখনো) তার মায়ের মত হয় ? নবী (স) বললেন ঃ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জিবরাইল এইমাত্র আমাকে বলে গেলেন। (আবদুল্লাহ্) ইবনে সালাম বললেন ঃ ফেরেশতাদের মধ্যে তিনিই তো ইহুদীদের শত্রু। নবী (স) বললেন ঃ কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত হলো আগুন, যা লোকদেরকে পূর্বদিক থেকে পশ্চিমে নিয়ে সমবেত করবে। আর জান্নাতবাসীগণ সর্বপ্রথম যে খাদ্য খাবে তা হলো মাছের কলিজার অতিরিক্ত টুকরো, যা কলিজার সাথে লেগে থাকে। আর সন্তানের ব্যাপারটা হলো এই ঃ নারী -পুরুষের মিলনকালে যদি নারীর আগে পুরুষের বীর্যপাত ঘটে তবে সন্তান বাপের অনুরূপ হয়, আর যদি পুরুষের আগে নারীর বীর্যপাত ঘটে তবে সন্তান মায়ের আকৃতি ধারণ করে। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, হে রসূলুল্লাহ ! ইহুদীরা এমন একটি জাতি যারা অপবাদ রটনায় অত্যন্ত পটু। কাজেই আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে তারা জ্ঞাত হবার আগেই আপনি আমার ব্যাপারে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন। তারপর ইহুদীরা এলে নবী (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম কেমন লোক ? তারা বলল ঃ তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির ছেলে। তিনি আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির ছেলে। তখন নবী (স) বললেন ঃ আচ্ছা, আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে কেমন হবে ? তারা বলল ঃ আল্লাহ তাকে এ থেকে রক্ষা করুন। তিনি পুনরায় একথা বললেন। তারাও সেই একই জবাব দিল। এমন সময় আবদুল্লাহ ভেতর থেকে তাদের

সামনে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। তখন তারা বলতে লাগল ঃ এ লোকটা আমাদের মধ্যে সর্ব নিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং সর্ব নিকৃষ্ট ব্যক্তির ছেলে। তারপর তারা তাকে খুব হেয় প্রতিপন্ন করল। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! তাদের ব্যাপারে আমি এটাই আশংকা করছিলাম।

٣٦٤٩- عَنْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ مُطْعِمٍ قَالَ بَاعَ شَرِيْكٌ لِىْ دَرَاهِمَ فِى السُّوْقِ نَسِيْئَةً فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَيَصْلِحُ هٰذَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ بِعْتُهَا فِىْ السُّوْقِ فَمَا عَابَهُ اَحَدٌ فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هٰذَا الْبَيْعَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَمَا كَانَ نَسِيْئَةً فَلاَ يَصْلِحُ وَالْقَ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ فَاَسْأَلْهُ فَاِنَّهُ كَانَ اَعْظَمَنَا تِجَارَةً فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ فَقَالَ مِثْلَهُ * وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ وَقَالَ نَسِيْئَةً اِلَى الْمَوْسِمِ اَوِ الْحَجِّ -

৩৬৪৯. আবদুর রহমান ইবনে মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একজন শরীক ব্যবসায়ে অংশীদার কিছু দিরহাম বাজারে নিয়ে বাকীতে বিক্রি করলেন। আমি শুনে বললাম ঃ সুবহানাল্লাহ ! এটা কি বৈধ ? তখন তিনি বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ ! আল্লাহর কসম ! আমি তো দিরহামগুলো খোলা বাজারে বিক্রি করেছি। কই কেউ তো এটাকে অন্যায় বলল না। রাবী বলেন ঃ তখন আমি বারাআ ইবনে আযিবকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ নবী (স) যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন তখন আমরা এ ধরনের (সোনা-রুপার) বেচা-কেনা করতাম। তিনি নবী (স) বললেন ঃ সোনা-রুপার কারবারে যদি হাতে হাতে নগদ লেন-দেন হয় তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই আর যদি বাকী হয় তবে তা অবৈধ। তুমি বরং যায়েদ ইবনে আরকামের সাথে দেখা করে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস কর। কেননা তিনি আমাদের মাঝে একজন বিরাট ব্যবসায়ী ছিলেন। তখন আমি যায়েদ ইবনে আরকামকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও তাই বললেন।

অধস্তন রাবী সুফিয়ান কখনো হাদীসটি এরূপ রেওয়ায়াত করেন ঃ "নবী (স) যখন মদীনায় আমাদের কাছে আসেন তখন আমরা হজ্জের মওসুম পর্যন্ত মেয়াদে বাকী বেচা-কেনা করতাম।"

১১১-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর মদীনা আসার পর তাঁর নিকট ইহূদীদের আগমন প্রসঙ্গে هادوا শব্দের অর্থ ঃ ইহূদী হয়ে গেছে। কিন্তু কুরআনে যে هدنا শব্দটি রয়েছে তার অর্থ ঃ تبنا অর্থাৎ আমরা তওবা করেছি। আর هائد শব্দের অর্থ ঃ তওবাকারী।

٣٦٥٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْ اٰمَنَ بِىْ عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِ لَاٰمَنَ بِىَ الْيَهُوْدُ -

৩৬৫০. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী (স) বলেছেন : ইহুদীদের মধ্যে যদি দশজন আমার প্রতি ঈমান আনত তাহলে সমগ্র ইহুদী জাতি আমার প্রতি ঈমান আনত।৯৬

٣٦٥١- عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَإِذَا أُنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ يُعَظِّمُونَ عَشُورَاءَ وَيَصُومُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْنُ أَحَقُّ بِصَوْمِهِ فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ -

৩৬৫১. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (স) যখন মদীনায় আসেন তখন ইহুদী সম্প্রদায়কে আশুরার (১০ই মহররমের) প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে ও সেদিন রোযা রাখতে দেখলেন। তখন নবী (স) বললেন : ইহুদীর চেয়ে আমরা ঐদিন রোযা রাখার অধিক হকদার। তারপর তিনি আশুরার দিন রোযা রাখর আদেশ দিলেন।

٣٦٥٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَشُورَاءَ فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِى أَظْفَرَ اللّٰهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِى اِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ ثُمَّ أَمَرَ بِصَوْمِهِ -

৩৬৫২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (স) যখন মদীনায় আসেন তখন ইহুদীদেরকে আশুরার রোযা রাখতে দেখলেন। তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলল : এটা সেদিন যেদিন আল্লাহ্ মূসা (আ) ও বনী ইসরাইলকে ফিরাউনের ওপর বিজয় দান করেন। তাই তার সম্মানার্থে আমরা এদিনে রোযা রাখি। তখন রসূলুল্লাহ্ (স) বললেন : তোমাদের চেয়ে আমরা মূসা (আ)-এর অধিকতর ঘনিষ্ঠ।৯৭ তারপর তিনি ঐদিন রোযা রাখার আদেশ দিলেন।

٣٦٥٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُسَهُمْ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُؤُسَهُمْ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَىْءٍ ثُمَّ فَرَقَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ -

৯৬. নবী (স)-এর এ হাদীসটি সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে যে, বহু সংখ্যক ইহুদী নবী (স)-এর প্রতি ঈমান এনেছে, কিন্তু তবুও তা সমগ্র ইহুদী জাতি তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি। তাহলে হাদীসটির অর্থ কি ?

প্রশ্নটির প্রেক্ষিতে হাদীসটির দু' ধরনের তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এক : নবী (স) যে সময় একথাটি বলেন, সে সময় পর্যন্ত যদি দশজন ইহুদী নবী (স)-এর প্রতি ঈমান আনত তবে সমগ্র ইহুদী জাতি তাঁর প্রতি ঈমান আনত। কিন্তু ঐ সময় পর্যন্ত যেহেতু দশজন ইহুদী ঈমান আনেনি, কাজেই সমগ্র ইহুদীর পক্ষে রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ঈমান আনার প্রশ্নই ওঠে না।

দুই : এ হাদীস নির্দিষ্ট দশজন ইহুদীর প্রতি নবী (স) ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ অমুক অমুক দশজন ইহুদী নেতা যদি নবী (স)-এর প্রতি ঈমান আনত তাহলে তাদের প্রভাবে ও তাদের অনুকরণে সমগ্র ইহুদী জাতি তাঁর প্রতি ঈমান আনত। কিন্তু বাস্তবে যেহেতু তা হয়নি, কাজেই সমগ্র ইহুদী জাতির ঈমান আনার কোন কথাই উঠতে পারে না।

৯৭. অর্থাৎ মূসা (আ) যেহেতু ঐ দিনটাতে শুকরানা রোযা রেখেছেন, তার জন্য আমরাও রোযা রাখব—তোমাদের অনুকরণ হিসেবে নয়।

৩৬৫৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন ঃ নবী (স) তাঁর চুল সিঁথি না করে লটকিয়ে রাখতেন। মুশরিকরা তাদের মাথার চুল দু'ভাগে বিভক্ত করে সিঁথি বের করত। আর আহলি কিতাব তাদের চুলগুলো সিঁথি বের না করে লটকিয়ে রাখত। নবী (স)-কে যে বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কোন আদেশ না করা হতো সে বিষয়ে তিনি আহলি কিতাবের নীতি অনুসরণ করাটাকে পসন্দ করতেন। তাই প্রথম দিকে তিনি সিঁথি করতেন না। কিন্তু পরে নবী (স)-ও তাঁর চুলগুলোকে দু' ভাগ করে সিঁথি বের করতেন।

٣٦٥٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ هُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ جَزَّؤُهُ اَجْزَاءً فَاٰمَنُوْا بِبَعْضِهٖ وَكَفَرُوْا بِبَعْضِهٖ -

৩৬৫৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এরাই সে আহলি কিতাব যারা আল্লাহর কিতাবকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। অতপর তার কোন অংশের প্রতি ঈমান এনেছে আর কোন অংশকে অস্বীকার করেছে।

১১২-অনুচ্ছেদ ঃ সালমান ফারাসীর ইসলাম গ্রহণ।

٣٦٥٥- عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ اَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ رَبٍّ اِلٰى رَبٍّ -

৩৬৫৫. সালমান ফারাসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি দশজনেরও অধিক মালিকের অধীনে হাত বদল হতে থাকেন।

٣٦٥٦- عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ يَقُوْلُ اَنَا مِنْ رَامِ هُرْمُزَ -

৩৬৫৬. আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালমান ফারাসীকে বলতে শুনেছি, আমি পারস্যের রামাহুরমুয শহরের অধিবাসী।

٣٦٥٧- عَنْ سَلْمَانَ قَالَ فَتْرَةٌ بَيْنَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمُحَمَّدٍ ﷺ سِتُّمِائَةِ سَنَةٍ -

৩৬৫৭. সালমান ফারাসী (রা)[৯৮] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈসা (আ) ও মুহাম্মদ (স)-এর মাঝে ছয় শ' বছরের ব্যবধান ছিল।

(৩য় খণ্ড শেষ)

৯৮. সালমান ফারাসী প্রথম জীবনে ছিলেন একজন অগ্নিপূজক। সত্যের সন্ধানে তিনি পিতৃগৃহ থেকে পালিয়ে যান এবং বিভিন্ন পাদ্রীর কাছে বেশ কিছুকাল কাটান। অবশেষে জনৈক পাদ্রীর কাছে নবী (স)-এর আবির্ভাবের খবর জানতে পেরে তিনি এক আরব গোত্রের সাথে হিজাযের পথে রওয়ানা হন। কিন্তু ঐ গোত্র তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং মক্কায় এনে তাকে বিক্রি করে দেয়। তারপর এক ইহূদী তাকে খরিদ করে মদীনায় নিয়ে আসে। কিছুদিন পর নবী (স) মদীনায় এলে তিনি তার খিদমতে হাযির হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি সাহাবীদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ আলেম ও আল্লাহভীরু হিসেবে পরিগণিত হন। তিনি দীর্ঘজীবি হয়েছিলেন।